BCS, Bank Job, শিক্ষক নিয়োগসহ
সরকারি-বেসরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য

অন্বেষণ

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণের সমৃদ্ধ সমাহার

4000+
Unique MCQ

এফ. এম. শাহরিয়ার ফিরোজ (শাওন)

MARKER PUBLICATIONS

Shawon's Bangla
facebook
Shawon's Bangla
Youtube Channel

#PPSarker

বাংলা ভাষা ও ভাষারীতি

১. মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে = ২ ভাবে (কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে)।
২. মানুষ তার মনের ভাব বেশি প্রকাশ করে = কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে।
৩. মানুষ তার মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবও প্রকাশ করতে পারে = কণ্ঠধ্বনির দ্বারা।
৪. ভাষার সৃষ্টি হয় ধ্বনির সাহায্যে। আর ধ্বনির সৃষ্টি হয় ভাষা সৃষ্টির মূল উৎস বাগযন্ত্রের সাহায্যে।
৫. মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে বলে = ভাষা।
৬. মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক সংকেতের সংগঠনকে বলে = ভাষা।
৭. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য হাত দিয়ে অনুভব করা যায় এমন উঁচু নিচু করে তৈরি করা ভাষার নাম = ব্রেইল ভাষা।
৮. ভাষার পরিবর্তন ঘটে = দেশ, কাল ও পরিবেশ ভেদে।
৯. বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে = ৭১৩৯ টি ভাষা।
১০. জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর = ৬ষ্ঠ ভাষা।
১১. মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর = ৬ষ্ঠ ভাষা।
১২. Official Language বা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্থান = ১০ম [ইংরেজি – ১ম]
১৩. বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় = ২৭ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।

সতর্কতা

স্বরোচিষ সরকার, তারিক মঞ্জুর প্রমুখ রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ২০২১ সালের বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের ১ম পৃষ্ঠায় 'ভাষা' অধ্যায়ে লেখা আছে "বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৩০ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।" কিন্তু ইথনোলগ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ২৭ কোটি। প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে ২৭ কোটি থাকলে তা সর্বোত্তম উত্তর হবে আর না থাকলে ৩০ কোটিই দাগাবেন।

সতর্কতা

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার অবস্থান কত তম বা মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান কততম – এই তথ্যগুলো পরিবর্তনশীল। বৈশ্বিক ভাষা গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান ইথনোলোগ প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এই সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করে।

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকাশিত ইথনোলগ এর ২৪তম সংস্করণ অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার আর মাতৃভাষা উভয়দিক দিয়ে বাংলার বর্তমান অবস্থান ৬ষ্ঠ। তবে আমি আগেই বলেছি এই তথ্য পরিবর্তনশীল। গত বছর অর্থাৎ ২০২০ এ প্রকাশিত ইথনোলগ এর ২৩তম সংস্করণ অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান ছিল ৭ম আর মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান ছিল ৫ম। অবশ্য ২০২১ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বইতে মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলার অবস্থান ৬ষ্ঠই বলা আছে।

মোট কথা পরীক্ষার হলে প্রবেশের পূর্বে এ সম্পর্কিত আপডেট তথ্য জেনে নিলে ভালো হয়।

১৪. বাংলাদেশের মানুষদের First Language বা মাতৃভাষা হচ্ছে = বাংলা।

প্রচলিত ভুল

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা আর বাংলাদেশ ছাড়া 'সিয়েরা লিওন' নামে অন্য একটি দেশ রয়েছে যাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এই তথ্যটি প্রচলিত প্রায় সব বইতেই দেখতে পাওয়া যায় যা নিতান্তই ভুল। বাংলাদেশ সরকার কখনও সিয়েরা লিওন সরকারের কাছে এমন কোনো প্রস্তাব পাঠায়নি। আর সিয়েরা লিওন সরকারই বা কেন বাংলাকে তাদের রাষ্ট্রভাষা করতে যাবে? ওখানকার কেউ তো বাংলায় কথা বলে না। সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রভাষা দুটি; ইংরেজি ও ক্রিয়ো। তবে ইংরেজি ভাষাই সেখানে বহুল প্রচলিত।

বাংলা ওই দেশের রাষ্ট্রভাষা এটি ঠিক নয়। এ সম্পর্কিত কোনো অফিশিয়াল স্টেটমেন্টও নেই। মূলত পাকিস্তানি একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল (www.dailytimes.com.pk) প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর ভিত্তি করে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। Bangla Made One of The Official Languages of Sierra Leone - 2002-12-27 এই শিরোনামে নিউজ পোর্টালটি গুজব ছড়ায়। তবে পরবর্তীতে ওই পোর্টালটি এটি সরিয়ে নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশীয় কিছু গণমাধ্যমের পাশাপাশি উইকিপিডিয়া ও বাংলাদেশের পাঠ্যবইয়েও এই ভুল তথ্যটি এখন পর্যন্ত বহাল আছে। তাই পরীক্ষার হলে এমন প্রশ্ন এলে বাধ্য হয়ে সিয়েরা লিওনই দাগাবেন।

১৫. **ভাষারীতি:** পৃথিবীর বহু উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও দু-ধরনের ভাষারীতি বিদ্যমান। এই রীতি বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এর একটি মৌখিক বা কথ্য রীতি এবং অপরটি শুধু লেখ্য রীতি।

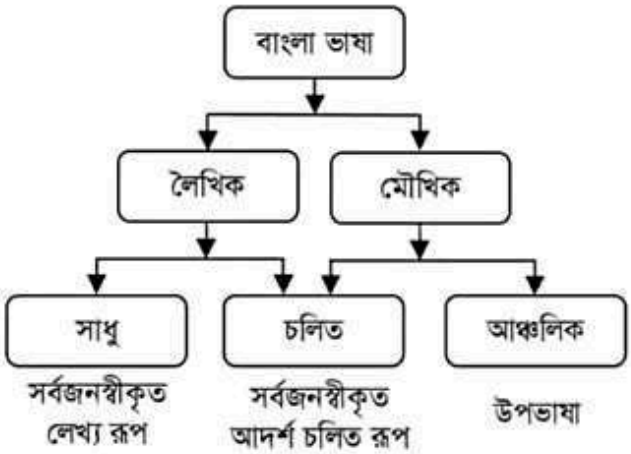

১৬. **সাধু ভাষা:** সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন ভাষাকেই সাধু ভাষা বলা হয়। 'বেদান্ত' গ্রন্থে 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি ১ম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায়। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এভাষাকে প্রথম প্রাঞ্জল করে তোলেন। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলা হয় সাধু ভাষার জনক। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের প্রাক্কালে সাধু ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সে সময় লিখিতভাবে সাধু ভাষা ছিল আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের প্রসারকালে সাধু ভাষার দুটি রূপ দেখা গিয়েছিল: বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী। প্রথমটিতে খ্যাত ছিলেন বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সেই সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁদের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দবহুল, যাতে অসংস্কৃত শব্দ পরিহারের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় রূপের প্রধান পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল হলেও তা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সে ভাষায় অসংস্কৃত শব্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। বঙ্কিমী সাধু ভাষায়ই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশাররফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলি রচিত হয়; এছাড়া সামসময়িক সাহিত্যেও কমবেশি এ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে সাধু ভাষা বাংলার আদর্শ লেখ্য ভাষা (Srandard written language) হয়ে ওঠে।

১৭. **চলিত ভাষা:** চলিত ভাষা সৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল বাংলা ভাষাকে সব ধরনের কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করা। চলিত ভাষার সৃষ্টি হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। চলিত ভাষা হচ্ছে মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ ভাষা। যে ভাষা মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কথা বলতে ব্যবহার করে তাকেই চলিত ভাষা বা চলিত রীতি বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উত্তরাংশসহ কলকাতা ও ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষিত জনগণের মুখের ভাষার আদলে যে শক্তিশালী সাহিত্যিক গদ্য প্রবর্তিত হয়, তাই চলিত ভাষা বা চলিত গদ্য বলে খ্যাত। 'চলিত রীতি'র প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী।

১৮. **সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য –**

সাধু রীতি	চলিত রীতি
১. সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে।	১. সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে না।
২. সাধু রীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।	২. চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
৩. সাধু রীতিতে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি।	৩. চলিত রীতিতে তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
৪. নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য অনুপযোগী।	৪. নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য উপযোগী।
৫. এ ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: পড়িতেছি, খাইতেছি, যাইতেছি ইত্যাদি।	৫. এ ভাষায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: পড়ছি, খাচ্ছি, যাচ্ছি ইত্যাদি।
৬. সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর।	৬. চলিত ভাষা কৃত্রিমতাবর্জিত ও সহজ।
৭. সাধু ভাষা ঐতিহ্যমণ্ডিত কিন্তু সকলের বোধগম্য নয়।	৭. চলিত ভাষা ঐতিহ্যমণ্ডিত নয় কিন্তু সকলের বোধগম্য।
৮. শিক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রেণি এ ভাষা অধিক ব্যবহার করে।	৮. সকল শ্রেণি পেশার লোক এ ভাষা অধিক ব্যবহার করে।

১৯. গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের সাধু ও চলিত রূপ –

পদ	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	পদ	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	পদ	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
বিশেষ্য	জুতা	জুতো	সর্বনাম	কাহারা	কারা	ক্রিয়া	পার হইয়া	পেরিয়ে
	তুলা	তুলো		তাহারা	তারা		করিবার	করবার / করার
	সুতা	সুতো		তাহার / তাঁহার	তার / তাঁর		হইলেন	হলেন
	মস্তক	মাথা		তাহাকে	তাকে		খাইয়াছিলাম	খেয়েছিলাম
	পূজা	পুজো		উহাকে	ওকে		পড়িয়াছেন	পড়েছেন
	হস্তী	হাতি		ইহাকে	একে		ব্যাপ্ত হইলে	ছড়ালে
বিশেষণ	শুষ্ক / শুকনা	শুকনো	অব্যয়	পূর্বেই	আগেই		লিখিতেছিলেন	লিখছিলেন
	বন্য	বুনো		সহিত	সঙ্গে / সাথে		দেখিয়া	দেখে
	গ্রাম্য	গেঁয়ো		দ্বারা / দিয়া	দিয়ে		চকিত হইয়া	চমকে
	ক্ষুদ্র	ছোটো		হইতে	হতে		রহিয়াছে	রয়েছে
	পাথুরিয়া	পাথুরে		ব্যতীত	ছাড়া		দেন নাই	দেননি

২০. **উপভাষা:** বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলে। যে ভাষা শিশু প্রাকৃতিক নিয়মে শেখে, যার কোনো লিখিত ব্যাকরণ নাই, যে ভাষা অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয় সেই ভাষাই আঞ্চলিক ভাষা। আর রবীন্দ্রনাথের মতে, আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম উপভাষা। এর ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে **Dialect**. এভাষার শুধু কথ্যরূপ রয়েছে। পৃথিবীর সব ভাষারই উপভাষা আছে।

বাংলা ভাষার উপভাষার সংখ্যা ৫টি। যথা:

ক. রাঢ়ি (পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ)
খ. বরেন্দ্রি (উত্তরবঙ্গ)
গ. বঙ্গালি (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ, বাংলাদেশ)
ঘ. কামরূপি (উত্তর-পূর্ববঙ্গ, কোচবিহার, কাছাড়)
ঙ. ঝাড়খণ্ডি (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ, মানভূম, পুরুলিয়া)

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. কোন লেখক চলিত ভাষাকে মান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) ৯৫-৯৬]*
A. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর B. প্রমথ চৌধুরী
C. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী D. বুদ্ধদেব বসু

০২. সাধু ভাষায় কোন কোন পদ বিশেষ রীতি মেনে চলে? *[খু.বি. B ইউনিট ১৬-১৭]*
A. অব্যয় ও ক্রিয়া B. ক্রিয়া ও বিশেষণ
C. বিশেষ্য ও বিশেষণ D. সর্বনাম ও ক্রিয়া

০৩. চলিত ভাষার প্রবর্তক কে? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় C ইউনিট ২০১৯-২০]*
A. শামসুর রাহমান B. রামমোহন রায়
C. প্রমথ চৌধুরী D. হুমায়ূন আহমেদ

০৪. ভাষা হচ্ছে – *[রা.বি. A ইউনিট ১৮-১৯]*
A. উচ্চারণের প্রতীক B. ভাব প্রকাশের মাধ্যম
C. কণ্ঠের উচ্চারণ D. ধ্বনির সমষ্টি

০৫. বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা কত? *[জ.বি. A ইউনিট ১৬-১৭]*
A. সাড়ে তিন হাজার B. আড়াই হাজার
C. দুই হাজার D. পাঁচ হাজার

ব্যাখ্যা: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকাশিত ইথনোলগ এর সর্বশেষ (২৪ তম) সংস্করণ অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে ৭১৩৯টি ভাষা। কিন্তু ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বই অনুযায়ী এই সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। যেহেতু অপশনে রিপোর্ট অনুযায়ী তথ্য নেই সেহেতু ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ অনুযায়ী সাড়ে তিন হাজারই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে।

০৬. "কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি" – এখানে 'পরিহরি' শব্দটির চলিত রূপ – *[রা.বি. B ইউনিট ১৫-১৬]*
A. ত্যাগ করে B. পরিহার করে
C. ভ্রমে D. ভুলে গিয়ে

সঠিক উত্তর					
০১.B	০২.D	০৩.C	০৪.B	০৫.A	০৬.B

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০৭. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য – *[৩৯তম BCS, ১৬তম BCS, ১৫তম BCS]*
A. তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার
B. ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে
C. শব্দের কথ্য ও লেখ্য রূপে
D. বাক্যের সরলতা ও জটিলতায়

০৮. 'তৎসম' শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়? *[২৯তম BCS, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের হিসাব রক্ষক ১১, রা.বি. ১৪-১৫]*
A. চলিত রীতি B. মিশ্র রীতি
C. সাধু রীতি D. আঞ্চলিক রীতি

০৯. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? *[১৮তম BCS]*
A. কবিতার পঙক্তিতে B. গল্পের বর্ণনায়
C. গানের কলিতে D. নাটকের সংলাপে

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১০. বাংলা ভাষার প্রধান দুইটি রূপ কী কী? *[বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক ০১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ০৪-০৫]*
A. আঞ্চলিক ও সর্বজনীন B. মৌখিক ও লৈখিক
C. লেখ্য ও আঞ্চলিক D. কথ্য ও আঞ্চলিক

১১. বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি / বাংলা ভাষারীতির কয়টি রূপ? *[জনতা ব্যাংক লিঃ সিনিয়র অফিসার ১১, পূবালী ব্যাংক জুনিয়র অফিসার ০০, ১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ১৬]*
A. ২টি B. ৩টি
C. ৪টি D. ৬টি

১২. চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[এক্সিম ব্যাংক লি. অফিসার ১১, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়(চ-ইউনিট) ১৩-১৪]*
A. আভিজাত্যপূর্ণ B. কাঠামো অপরিবর্তিত
C. কৃত্রিমতা বর্জিত D. পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট

১৩. কোন ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়? *[বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ১৫, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (রাইন) ১৩]*
A. কথ্য ভাষা B. আঞ্চলিক ভাষা
C. সাধু ভাষা D. চলিত ভাষা

১৪. সাধুভাষা থেকে চলিত বাংলায় লিখতে কোন পদযুগলের পরিবর্তন ঘটে? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অফিসার (ক্যাশ) ১৯, দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ১০, পূবালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ১১]*
A. বিশেষ্য ও বিশেষণ B. বিশেষণ ও ক্রিয়া
C. সর্বনাম ও ক্রিয়া D. বিশেষ্য ও সর্বনাম

১৫. 'বন্য' শব্দটির চলিত রূপ কোনটি? *[রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সুপারভাইজার ১৭, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ১৯, ৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১২]*
A. বন্যে B. বুনো
C. বনো D. বন্য

১৬. লোকজ শব্দ 'দইয়ল' এর প্রমিত রূপ হলো – *[রূপালী ব্যাংকের অফিসার ১৯]*
A. দেওয়াল B. দোয়েল
C. দয়াল D. দইওয়ালা

১৭. মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কোনটি? *[বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ০১, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী ১৩]*
A. চিত্র B. ইঙ্গিত
C. ভাষা D. আচরণ

১৮. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি? *[জনতা ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার ১৯, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১৯, ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন]*
A. ৪ টি B. ২ টি
C. ৬ টি D. কোনোটিই নয়

১৯. সাধু ভাষার সঙ্গে 'ঙ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহার হয়? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ১৪]*
A. ং B. ঙ C. গ D. ঞ

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২০. ভাষার কোন রীতি কেবল লেখ্যরূপে ব্যবহার করা হয়? *[খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য পরিদর্শক ১১]*
A. কথ্য রীতি B. সাধু রীতি
C. আঞ্চলিক রীতি D. চলিত রীতি

২১. ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি? *[মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন জুনিয়র অডিটর ১১]*
A. বক্তৃতার রীতি B. কথা বলার রীতি
C. লেখার রীতি D. লেখার ও বলার রীতি

ব্যাখ্যা: ড. হুমায়ুন আজাদের মতে, "কথ্য ও লিখিত ভাষার মধ্যে কোনটিকে মনে করব মৌলিক? কথ্য ভাষাই যে অগ্রবর্তী বা মৌলিক তা বিভিন্নভাবে দেখানো যায়। যেমন: কথ্য ভাষা ঐতিহাসিকভাবে লিখিত ভাষার পূর্ববর্তী অর্থাৎ কথ্য ভাষার আবির্ভাবই ঘটেছিল আগে, পরে উদ্ভাবিত হয় লিখন পদ্ধতি।" আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় একটা ছোটো বাচ্চা প্রথমে কিন্তু কথা বলতে শিখে অর্থাৎ উচ্চারণ শিখে। তারপর আস্তে আস্তে লেখা শিখে। সুতরাং কথা বলার রীতি বা কথ্য রীতিই ভাষার মৌলিক রীতি।

২২. সাধু ও চলিত রীতি বাংলা ভাষার কোন রূপে বিদ্যমান? *[১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৫]*
A. আঞ্চলিক B. লেখ্য
C. উপভাষা D. কথ্য

২৩. 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন – *[৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১২]*
A. রাজা মনিমোহন রায় B. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
C. রাজা রামমোহন রায় D. অক্ষয় কুমার দত্ত

২৪. চলিত ভাষারীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য? *[১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (২) ১৫, পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ সংগঠক ১৩, ৬ষ্ঠ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১০]*
A. আভিজাত্যের অধিকারী B. পরিবর্তনশীল
C. গুরুগম্ভীর D. অপরিবর্তনীয়

সঠিক উত্তর					
০৭.B	০৮.C	০৯.D	১০.B	১১.A	১২.C
১৩.C	১৪.C	১৫.B	১৬.B	১৭.C	১৮.A
১৯.B	২০.B	২১.B	২২.B	২৩.C	২৪.B

২৫. কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য? *[১০ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন]*

A. গাম্ভীর্য
B. তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার
C. প্রমিত উচ্চারণ
D. ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে

২৬. সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ১০]*

A. গুরুগম্ভীর
B. দুর্বোধ্য
C. গুরুচণ্ডাল
D. অবোধ্য

২৭. নাটকের সংলাপে উপযোগী ভাষার কোন রীতি? *[১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল-২) ১৬]*

A. সাধু
B. আঞ্চলিক
C. চলিত
D. মিশ্র

২৮. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয় – *[১২তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৫]*

A. চলিত ভাষারীতিতে
B. সমাজ উপভাষায়
C. সাধু ভাষারীতিতে
D. আঞ্চলিক উপভাষায়

২৯. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় – *[১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ) ১৯, ৭ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১১, খু.বি. B ৯-২০]*

A. অব্যয়
B. সর্বনাম
C. সম্বোধন পদ
D. ক্রিয়া

ব্যাখ্যা: প্রচলিত অনেক বইতে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া অব্যয় পদ যা এই প্রশ্নের অপশন অনুযায়ী ভুল। মনে রাখতে হবে, অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু রীতিতে অনুসর্গের পূর্ণরূপ আর চলিত রীতিতে অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়; সবসময় হয় না। যেমন:

→ "পুত্র হইতে পিতৃসুখ আর হইবে না" – **সাধু রীতির এই বাক্যে অনুসর্গের পূর্ণরূপ 'হইতে' ব্যবহৃত হয়েছে।** আবার একই বাক্যের চলিত রূপ – "পুত্র হতে পিতৃসুখ আর হবে না" – **এখানে অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ 'হতে' ব্যবহৃত হয়েছে।**

→ তবে মাঝে মাঝে সাধু ও চলিত উভয় ক্ষেত্রেই অনুসর্গের একই রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: "নীরবের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা করিতে পারিতেছি না।" – সাধু রীতির এই বাক্য এবং "নীরবের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা করতে পারছি না।" – **চলিত রীতির এই বাক্য, উভয়ক্ষেত্রেই অনুসর্গের একই রূপ 'প্রতি' ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়েছে।**

আমরা জানি, অব্যয়ের অনেকগুলো প্রকারভেদের মধ্যে 'অনুসর্গ অব্যয়' একটি। তার মানে বলা যায়, অব্যয় পদ সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্ন রূপে মানে পরিবর্তিত না হয়েও ব্যবহৃত হতে পারে আবার পরিবর্তিত হয়েও ব্যবহৃত হতে পারে।

এবারে আসি সম্বোধন পদে। কাউকে যে পদের দ্বারা আহ্বান করা হয় সেই পদটিকে বলা হয় সম্বোধন পদ। যেমন: "ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে" – এখানে 'ওগো' সম্বোধন পদ। রবীন্দ্রনাথ রচিত এই বাক্যটি চলিত রীতিতে লেখা। আবার রবীন্দ্রনাথেরই লেখা আরেকটি কবিতার চরণ – "ওগো, আমার চির অচেনা পরদেশী / ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কীসের আহ্বানে" – এখানে সাধু ভাষার বাক্যে সম্বোধন পদ 'ওগো' ব্যবহৃত হয়েছে।

তার মানে সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হতে পারে সম্বোধন পদ। তবে অপশনে যদি সম্বোধন পদ না থাকে সে ক্ষেত্রে 'অব্যয়' পদ সঠিক উত্তর হবে।

৩০. চলিত ভাষায় নিম্নের কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়? *[৯ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৩]*

A. অনুসর্গ
B. বিশেষ্য
C. উপসর্গ
D. অব্যয়

ব্যাখ্যা: পূর্বের প্রশ্নের ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ও চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনুসর্গ। এখন কথা হচ্ছে, যেহেতু অনুসর্গ এক প্রকার অব্যয়; সেহিসেবে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অব্যয়ও হয়। কিন্তু অনুসর্গ ও অব্যয় দুটিই অপশনে আছে বিধায় যেটা বেশি যথাযোগ্য অর্থাৎ অনুসর্গকে উত্তর হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। তবে অপশনে যদি 'অনুসর্গ' না থাকতো তাহলে 'অব্যয়'ই সঠিক উত্তর হতো।

৩১. সাধু রীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না? *[৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১২]*

A. বিশেষ্য
B. সর্বনাম
C. ক্রিয়া
D. অব্যয়

৩২. নিচের কোনটি চলিত রীতির শব্দ? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ১৩, ৭ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১১]*

A. তুলা
B. পড়িল
C. শুকনো
D. সহিত

৩৩. বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কী বলে? *[জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সহকারী পরিচালক ০৬, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ০৬]*

A. চলিত ভাষা
B. উপভাষা
C. সাধু ভাষা
D. মিশ্র ভাষা

৩৪. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট? *[৯ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৩, ৬ষ্ঠ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১০]*

A. চলিত রীতি
B. সাধু রীতি
C. কথ্য রীতি
D. লেখ্য রীতি

৩৫. 'ছড়ালে' এর সাধু রূপ – *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহকারী সচিব সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ১৩, জা.বি. C ইউনিট ০৫-০৬]*

A. ব্যাপ্তিলে
B. ছড়াইয়া দিলে
C. ছড়াইলে
D. ব্যাপ্ত হইলে

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নটির উত্তর নির্বাচনে অপশন C ও অপশন D এর মধ্যে সাধারণত শিক্ষার্থীদের দ্বিধা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রচলিত কিছু বইতে এই প্রশ্নের উত্তর অপশন C এর 'ছড়াইলে' শব্দটি দেওয়া আছে যা নিতান্তই ভুল। 'ছড়াইলে' শব্দটি মূলত সাধু রূপ নয়। এটি আমরা সাধারণত তুচ্ছার্থে বা ঘনিষ্ঠার্থে কথ্যরূপে ব্যবহার করে থাকি। যেমন: এই কথাটি ছড়াইলে তোর / তোমার অনেক ক্ষতি হবে। মূলত 'ব্যাপ্ত হইলে' শব্দটির চলিত রূপ হচ্ছে ছড়ালে। সুতরাং উত্তর D.

৩৬. কোনটি সাধু রীতির শব্দ – *[৭ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১১]*

A. মিনতি
B. জ্যোৎস্না
C. আজ
D. জল

৩৭. 'উহা' কোন রীতির শব্দ? *[সওজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ০১]*

A. সাধু
B. চলিত
C. উভয় রীতি
D. আঞ্চলিক

সঠিক উত্তর					২৫.C
২৬.A	২৭.C	২৮.C	২৯.C	৩০.A	৩১.D
৩২.C	৩৩.B	৩৪.B	৩৫.D	৩৬.B	৩৭.A

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৩৮. 'চকিত হইয়া' শব্দটি চলিত রূপ – *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহকারী সচিব / সহকারী পরিচালক ১৩, জা.বি. B ইউনিট ০৫-০৬]*
A. চকিত হয়ে B. চকিত হইয়া
C. চকিতে D. চমকে

৩৯. 'পার হইয়া' এই ক্রিয়াপদের সাধু রূপটি চলিত রূপে রূপান্তর করলে হবে – *[উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ০৯, জা.বি. B ০৫-০৬]*
A. পার হয়ে B. পেরিয়ে
C. পারায়ে D. পার হইয়ে

৪০. 'জুতো' শব্দটি যে ভাষারীতির – *[১১তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৪]*
A. চলিত B. সাধু
C. প্রাকৃত D. কোল

৪১. কোন বাক্যটি প্রমিত চলিত রীতিতে লেখা হয়েছে? *[পিটিআই এর ইনস্ট্রাক্টর ১৯]*
A. খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম
B. খাইয়া দাইয়া শুইয়া পড়িলাম
C. খাইয়া দাইয়া শুয়ে পড়লাম
D. খেয়ে দেয়ে শুইয়া পড়লাম

৪২. চলিত রীতির শব্দ কোনটি? *[১০ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (২) ১৪]*
A. শুকনা B. শুষ্ক
C. তুলো D. তুলা

৪৩. 'অদ্য' শব্দটি কোন ভাষারীতির উদাহারণ? *[১৩তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৯]*
A. চলিত B. প্রাকৃত
C. সাধু D. কোল

৪৪. কোন ভাষারীতিতে এ প্রশ্ন লেখা হয়েছে? *[মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী প্রধান শিক্ষক ০৩]*
A. সাধু রীতি B. চলিত রীতি
C. মিশ্র রীতি D. লৌকিক রীতি

৪৫. "তোমাকে দেখে খুবই খুশি হলাম" – বাক্যটি কোন ভাষারীতির? *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান জুনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট অফিসার ১৪]*
A. চলিত B. কথ্য
C. সাধু D. আঞ্চলিক

৪৬. ধ্বনি উচ্চারণে মানব শরীরের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত সেগুলোকে একত্রে কী বলে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৯]*
A. শ্বাসনালী B. গলনালি
C. বাগযন্ত্র D. স্বরযন্ত্র

৪৭. 'মোগো' শব্দটির আঞ্চলিক রূপের শিষ্ট পদ্যরূপ – *[বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট ০৭]*
A. আমাদিগের B. আমরা
C. মোদের D. আমাদের

ব্যাখ্যা: 'মোগো' শব্দটির স্বাভাবিক বা প্রমিত অর্থ হচ্ছে আমাদের। তবে প্রশ্নে কিন্তু শুধু প্রমিত রূপ বা শিষ্ট চলিত রূপ জানতে চায়নি। প্রশ্নে জানতে চেয়েছে শিষ্ট পদ্যরূপ অর্থাৎ কবিতায় যে রূপ ব্যবহৃত হয়। কবি অতুল প্রসাদ সেনের একটি কবিতার চরণ –

"মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা।"

সুতরাং বলা যায়, 'মোগো' শব্দটির শিষ্ট চলিত রূপ হচ্ছে 'আমাদের' আর শিষ্ট পদ্যরূপ হচ্ছে 'মোদের'।

৪৮. 'ভাঙ্গাইত' এই সাধু ক্রিয়াপদের চলিত রূপ কী? *[দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অডিটর ১৯, ঢা.বি.গা.অ. বিভাগ ১৭-১৮]*
A. ভাঙ্গতো B. ভাঙতো
C. ভাঙ্গতো D. ভাঙ্গিত

৪৯. কোনটি ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়? *[৯ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৪]*
A. অর্থদ্যোতকতা B. মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি
C. ইশারা বা অঙ্গভঙ্গি D. জনসমাজে ব্যবহার যোগ্যতা

৫০. বিশুদ্ধ চলিত ভাষা কোনটি? *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর ১৯]*
A. সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল।
B. সামনে একটি বাঁশ বাগান পড়ল।
C. সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়িল।
D. সম্মুখে একটা বাঁশ বাগান পড়ল।

৫১. দেশ-কাল-পরিবেশভেদে কীসের পার্থক্য ঘটে? *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক ১৩, ই.বি. B ইউনিট ০৮-০৯]*
A. ধ্বনির B. অর্থের C. ভাষার D. শব্দের

৫২. 'দেখিয়া' শব্দের চলিত রূপ কোনটি? *[NSI এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ১৯]*
A. দেখে B. দেখিয়াছি C. দেখিল D. দেখাইয়া

৫৩. ভাষার কোন রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী? *[NSI এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ১৯]*
A. চলিত B. কথ্য C. আঞ্চলিক D. সাধু

৫৪. প্রত্যেক ভাষারই তিনটি মৌলিক অংশ হলো – *[NSI এর সহকারী পরিচালক ১৭, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক ০৯]*
A. ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ B. উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ
C. ধ্বনি, শব্দ, বাক্য D. শব্দ, বাক্য, সমাস

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক ভাষার মৌলিক অংশ ৪টি। যথা: ধ্বনি, শব্দ, অর্থ ও বাক্য। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাকরণবিদের মতে বাংলা ভাষার মৌলিক অংশ ৩টি। যথা: ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য। তবে বেশিরভাগ মতই ৪টির পক্ষে। এই প্রশ্নের অপশনে ৪টি নেই। তাই ৩টিই (ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য) সঠিক উত্তর হবে।

৫৫. নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক কোনটি? *[NSI এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ১৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ০৫]*
A. ভাষা B. শব্দ C. ধ্বনি D. বাক্য

৫৬. ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে? *[১০ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৪]*
A. ব্যাকরণ B. ভাষা
C. ব্যাকরণ ও ভাষা D. কোনোটিই নয়

৫৭. কোন দেশের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা? *[রা.বি. বিজনেস স্টাডিজ ও আইবিএ ইউনিট (শিফট - ৩) ২০২০-২১]*
A. পাকিস্তান B. ভারত
C. সিয়েরা লিওন D. ঘানা

সঠিক উত্তর				৩৮.A	৩৯.B
৪০.A	৪১.A	৪২.C	৪৩.C	৪৪.B	৪৫.A
৪৬.C	৪৭.C	৪৮.B	৪৯.C	৫০.A	৫১.C
৫২.A	৫৩.D	৫৪.C	৫৫.A	৫৬.B	৫৭.C

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

ভাষা শ্রেণিকরণের প্রধান পদ্ধতি বংশগত শ্রেণিকরণ পদ্ধতি যার সাহায্যে পৃথিবীর ভাষাগুলোকে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা সম্ভব। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে প্রিয় ভাষাবংশ ইন্দো-ইউরোপীয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি দেখানো হলো:

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রধান শাখা ২ টি। যথা: কেন্তম ও শতম। নানা বিবর্তনের মাধ্যমে শতম থেকে উৎপত্তি হয়েছে বাংলা ভাষার। ডানপাশে উল্লিখিত পুরো ছকটি মনে রাখার প্রয়োজন নেই। শুধু প্রথম ২টি আর শেষ ৪টি (মার্ক করা আছে) মনে রাখলেই হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. আর্যদের ভাষার নাম = প্রাচীন বৈদিক ভাষা।
২. বাংলা ভাষার বোন বলা হয় = অসমিয়া ভাষাকে। কারণ এই দুটি ভাষারই উত্তপত্তি হয়েছে বঙ্গ-কামরূপী থেকে। এজন্য অসমিয়াকে বাংলা ভাষার সহোদর ভাষাগোষ্ঠীও বলা যায়।
৩. সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় = "ঐতরেয় আরণ্যক" নামের একটি গ্রন্থে।
৪. "বাংলা" শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় = আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে।
৫. "সংস্কৃত" শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় = মহাকাব্য রামায়ণে।
৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষা হচ্ছে = সংস্কৃত ভাষার দুহিতা।
৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে = ৭ম শতাব্দীতে (প্রাচীন যুগে) গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে। সে হিসেবে বাংলা ভাষার বয়স প্রায় ১৪০০ বছর।
৮. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি = ১০ম শতাব্দীতে (প্রাচীন যুগে) মাগধী অপভ্রংশ থেকে।

> আসলে এটা সরাসরি ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেননি। বাজারে প্রচলিত অনেক বইয়ে এটা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া আছে। হুমায়ুন আজাদ রচিত "কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী" গ্রন্থে এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত "বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লেখ আছে, "বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় মাগধী অপভ্রংশ থেকে।" – একথা প্রথম বলেছেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। আর ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীতে তাঁর Origin and Development of Bengali Language (ODBL)-এ এই মত সমর্থন করেছেন।
> সুতরাং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নে এরূপ প্রশ্ন আসলে যে, "বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় মাগধী অপভ্রংশ থেকে।" – একথা কে বলেছেন? উত্তর হবে জর্জ গিয়ারসন। তবে অপশনে জর্জ গিয়ারসন না থাকলে তখন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হবে।

৯. বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ছিল = অস্ট্রিক। তবে অপশনে অস্ট্রিক না থাকলে অনার্য হবে।

০১. **ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা:** পৃথিবীর সকল ভাষাকে কয়েকটি মূল ভাগে বিভক্ত করা হয় যার একটি মূল ভাগের নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত সকল ভাষাই এই মূল ভাগের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিনের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আনুমানিক রূপ পুনর্গঠন করা হয়েছে। উইলিয়াম জোনস ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, জার্মানিক ও কেলটিক ভাষাসমূহের মধ্যে সম্পর্কের কথা প্রথম উল্লেখ করে ওই ভাষাগুলোর সাধারণ উৎসের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রধান শাখা ২টি। যথা: কেন্তম ও শতম। এই দুটি শাখার আবার ৮টি উপশাখা রয়েছে বলে ধরা হয়। নানা বিবর্তনের মাধ্যমে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শতম থেকে উৎপত্তি হয়েছে বাংলা ভাষার।

০২. **প্রাকৃত:** প্রাকৃত ভাষা বলতে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে লোকমুখে প্রচলিত স্বাভাবিক ভাষাগুলিকে বোঝায়। প্রাকৃত ভাষাগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের ইন্দো-আর্য শাখার প্রাচীন নিদর্শন। এগুলি সংস্কৃতের মত মার্জিত সাহিত্যিক ভাষা ছিল না। প্রাকৃত ভাষাগুলি থেকেই নানা বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছে। মাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা, অসমীয়া, বিহারী, ও ওড়িয়া ভাষা; শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষা থেকে পশ্চিমী হিন্দি ও পাঞ্জাবি ভাষা; অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকে পূর্বী হিন্দি; এবং মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মারাঠি ভাষার উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। একে বলা হয় অপভ্রংশ। আরও পরে এই সকল অপভ্রংশ থেকে তৈরি হয়েছিল অবহট্‌ঠ ভাষার। এরপর ৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ভেতরে এই ভাষাগুলো থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নব্যভারতীয় ভাষাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে সংস্কৃতের মত এগুলিও মৃত ভাষায় পরিণত হয়।

০৩. **অপভ্রংশ:** অপভ্রংশ শব্দের অর্থ বিকৃত। অর্থাৎ যে মৌলিক বিষয় ক্রমে ভেঙে বা পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে বর্তমান যা লাভ করেছে তাই অপভ্রংশ। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে সর্বপ্রথম "অপভ্রংশ" শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত কিছু অশিষ্ট শব্দকে নির্দেশ করার জন্য শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পতঞ্জলি যাকে অপভ্রংশ বলতেন, বর্তমানে তাদেরকে পালি ও প্রাকৃত বলা হয়। কোনো কোনো প্রাচীন বৈয়াকরণ অপভ্রংশকে আলাদা ভাষা হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। তবে বর্তমান ভাষা গবেষণায় অপভ্রংশকে প্রাকৃতের শেষ স্তর হিসেবেই গণ্য করা হয়। বর্তমান ভাষাবিদদের মতে সমস্ত প্রাকৃত ভাষারই শেষ স্তরটি হলো অপভ্রংশ এবং এই অপভ্রংশগুলি থেকেই সমস্ত নব্য ইন্দো-আর্য ভাষা উদ্ভূত হয়েছিল।

০৪. **ব্রজবুলি:** ব্রজবুলি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্যভাষা বা উপভাষা। ব্রজবুলি মূলত এক ধরনের কৃত্রিম মিশ্রভাষা। মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি ভাষা। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এর উদ্ভাবক। তার পদের ভাব ও ভাষার অনুসরণে বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয়। পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হওয়ায় এর নাম হয়েছে ব্রজবুলি অর্থাৎ ব্রজ অঞ্চলের ভাষা। অবশ্য এই পদগুলি তখন ব্রজধামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলেও একে ব্রজবুলি বলা হতো। এর উৎপত্তি বিদ্যাপতির হাতে হলেও পরিপুষ্টি হয়েছে বাঙালি কবিদের হাতে।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. কেন্তমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? *[৪৩তম BCS]*
A. হিত্তিক ও তুখারিক B. তামিল ও দ্রাবিড়
C. আর্য ও অনার্য D. মাগধী ও গৌড়

০২. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে / বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে – *[১৭তম BCS]*
A. সংস্কৃত B. প্রাকৃত C. পালি D. অপভ্রংশ

০৩. বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল কোনটি? *[১৪তম BCS]*
A. দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
B. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
C. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
D. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০৪. বেদের ভাষাকে কী ভাষা বলা হয়? *[রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ১৪, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী ১৩]*
A. দেশি B. বেদী C. বৈদিক D. ইংরেজি

০৫. বাংলা ভাষার বয়স কত? *[কর্মসংস্থান ব্যাংক এ্যাসিসটেন্ট অফিসার ০১, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক ০৪]*
A. ১০০০ বছর B. ২০০০ বছর
C. ২৫০০ বছর D. ২৭০০ বছর

০৬. বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী? *[সোনালী ও জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (আইটি) ১৮]*
A. অসমিয়া B. ব্রজবুলি
C. মাগধী D. মরমিয়া

০৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে – *[রূপালী ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ১৮, ১০ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৪, সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ১৩]*
A. মাগধী প্রাকৃত B. মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
C. গৌড়ীয় প্রাকৃত D. অর্ধ মাগধী অপভ্রংশ

সঠিক উত্তর					০১.A
০২.B	০৩.A	০৪.C	০৫.A	০৬.B	০৭.C

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০৮. ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস কী? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৬]*
A. মূল আর্যভাষা B. অনার্য ভাষা
C. বৈদিক ভাষা D. সংস্কৃত ভাষা

০৯. 'প্রাকৃত' শব্দের ভাষাগত অর্থ – *[১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ) ১৯]*
A. মূর্খদের ভাষা B. পণ্ডিতদের ভাষা
C. জনগণের ভাষা D. লেখকদের ভাষা

১০. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা চিহ্নিত করুন? *[পিএসসির সহকারী পরিচালক ০৬, পাসপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ০৬]*
A. পালি B. বৈদিক
C. প্রাকৃত D. ভোজপুরী

১১. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম কী? *[মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ১৬]*
A. রামায়ণ B. মহাভারত
C. চর্যাপদ D. ঋগ্বেদ

১২. ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা কোনটি? *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বিজ্ঞাপন আধিকারিক ০৬]*
A. ইংরেজি B. উর্দু
C. বাংলা D. ফরাসি

১৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টি শাখা? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকল্যাণ সংগঠক ০৫]*
A. ১টি B. ৩টি C. ২টি D. ৪টি

১৪. বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে যেখান থেকে / বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা ১২, ৭ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১১]*
A. ইউরালীয় B. সেমেটিক
C. দ্রাবিড় D. ইন্দো-ইউরোপীয়

১৫. ভাষার জগতে বাংলার স্থান কোথায় / বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে বাংলার অবস্থান কত তম / ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিচারে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান কততম? *[মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর ১৪, ১০ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৬]*
A. ৭ম B. ৮ম C. ৬ষ্ঠ D. ৯ম

ব্যাখ্যা: বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে এই প্রশ্নের উত্তর ৭ম দেওয়া আছে যদিও ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকাশিত ইথনোলগ এর ২৪তম রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বাংলা ভাষার অবস্থান ৬ষ্ঠ।

তবে যে সকল প্রশ্নব্যাংক বা বইয়ে এই প্রশ্নের উত্তর ৭ম দেওয়া আছে তা কিন্তু ভুল নয়। কারণ প্রশ্নটি এসেছে ২০১৪ ও ২০১৬ সালে। তৎকালীন বাংলা ভাষার অবস্থান ৭ম ছিল। তাই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর ৭ম। তবে বর্তমানে কোনো পরীক্ষায় এই প্রশ্ন এলে উত্তর ৬ষ্ঠ হবে।

এই তথ্যগুলো পরিবর্তনশীল। তাই এই সকল তথ্যের ক্ষেত্রে সবসময় নিজেকে আপডেট রাখতে হবে। আর অপশন অনুযায়ী উত্তর নির্বাচন করতে হবে।

১৬. বাংলা আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী / বাংলার আদি অধিবাসীগণ / জনগোষ্ঠী কোন ভাষাভাষী ছিল? *[সহ. পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ১৬, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ৯৯]*
A. সংস্কৃত B. অস্ট্রিক
C. বাংলা D. হিন্দি

১৭. প্রাকৃত শব্দটির অর্থ – *[কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক পরিদপ্তরের সহকারী পরিদর্শক ০৫]*
A. যথার্থ B. প্রকৃত
C. যা করা হয়েছে D. স্বাভাবিক

১৮. বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি / বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তরের নাম কী? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক ১৬, ৮ম বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ১১]*
A. কানাড়ি ভাষা B. হিন্দি ভাষা
C. বৈদিক ভাষা D. প্রাকৃত ভাষা

১৯. বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে – *[১৩তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ১৬]*
A. গৌড়ীয় প্রাকৃত B. সংস্কৃত
C. হিন্দি D. আসামি

২০. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন – *[পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ অফিসার ০৬, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা তত্ত্বাবধায়ক ০৬]*
A. গৌড়ীয় অপভ্রংশ B. গৌড় অপভ্রংশ
C. প্রাচীন অপভ্রংশ D. মাগধী অপভ্রংশ

২১. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে – *[৯ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৩, ৬ষ্ঠ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১০]*
A. ভারতীয় আর্য B. ইন্দো-ইউরোপীয়
C. সংস্কৃত D. বঙ্গ-কামরূপী

২২. 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ কী – *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণার্থী ১৩]*
A. উন্নত B. বিবৃত
C. বিকৃত D. সাধারণ

২৩. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী – *[আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ০৪]*
A. পালি B. অপভ্রংশ
C. অবহট্‌ঠ D. সংস্কৃত

২৪. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় – *[জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক ০১]*
A. সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে B. খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে
C. খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে D. সপ্তম খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে

২৫. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে কোনটি থেকে? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ১৬]*
A. সংস্কৃত B. পালি
C. প্রাকৃত D. অপভ্রংশ

২৬. "বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে।" এ মতের প্রবক্তা কে – *[৯ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৩]*
A. স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
B. ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
C. ড. সুকুমার সেন
D. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সঠিক উত্তর					০৮.B
০৯.C	১০.B	১১.D	১২.C	১৩.C	১৪.D
১৫.C	১৬.B	১৭.D	১৮.D	১৯.A	২০.A
২১.D	২২.C	২৩.B	২৪.A	২৫.C	২৬.A

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

বাংলা লিপি

দূরের মানুষের কাছে ভাব প্রকাশের উপায় খুঁজতে গিয়েই শুরু হয় লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়াস। প্রথমে চিত্র অঙ্কন করে ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা। কিন্তু চিত্র দিয়ে বস্তু (concrete) প্রকাশ করা যায় মাত্র; সূক্ষ্ম অবচ্ছিন্ন (abstract) ভাবের প্রকাশ ঘটানো যায় না। তাই এবার শুরু হলো ভাব বা ব্যঞ্জনের প্রতিনিধি হিসেবে সাঙ্কেতিক চিহ্ন আবিষ্কারের প্রয়াস, যা চূড়ান্তরূপ লাভ করে বর্ণমালা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর প্রায় সকল লিপিই একটি মূল লিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে। আর এ লিপির নাম হলো ফিনিশীয় লিপি। প্রাচীন ফিনিশীয়গণ প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণের আবিষ্কার করেন। গ্রিকগণ এর সঙ্গে যোগ করেন স্বরবর্ণ (vowels), যা থেকে আধুনিক ইউরোপীয় বর্ণমালার উদ্ভব। কিন্তু ভারতবর্ষ তথা বাংলার লিপি ও সংখ্যাতত্ত্বের লিখন পদ্ধতির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আমরা মুখে যেসব ধ্বনি উচ্চারণ করি, লিপি হচ্ছে সেসব ধ্বনির চিত্ররূপ। অর্থাৎ বাগ ধ্বনিকে যে চিহ্নের সাহায্যে চিত্ররূপ দেওয়া হয় তাকে লিপি বলে। ধ্বনি আমরা কানে শুনি, লিপি বা বর্ণ আমরা চোখে দেখি। লিপিগুলোই ক্রমান্বয়ে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক বর্ণে রূপ লাভ করেছে।

ব্রাহ্মীলিপি থেকেই বিকশিত হয়েছে বাংলালিপি। ব্রাহ্মী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও বহুল প্রচলিত লিপি। কখন উদ্ভব হয়েছিল এ লিপির, তা সঠিক জানা যায়নি এখনও। অনেকে সিন্ধু লিপির সঙ্গে এ লিপির যোগসূত্র খোঁজার প্রয়াস পেয়েছেন। আবার কারো কারো মতে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এ লিপি এসেছে। এ লিপির নাম কেন ব্রাহ্মী হলো, তাও সঠিক বলা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকেন, ব্রহ্মা হতে প্রাপ্ত বলে এ লিপির নাম হয়েছে ব্রাহ্মী। আবার কারো কারো ধারণা, ব্রাহ্মণদের লিপি বলেই এ লিপি ব্রাহ্মী সংজ্ঞা পেয়েছে। ব্রাহ্মীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে নেপালের তরাই অঞ্চলের প্রিপ্রাবা স্তূপ থেকে। প্রিপ্রাবা লিপিটি একটি কৌটার ওপর খোদিত। এ পাত্রে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষিত ছিল। এ থেকেই ধারণা করা হয় এ লিপিটি বুদ্ধের নির্বাণকাল খ্রি.পূ. ৪৮৭ এর কিছু পরেই উৎকীর্ণ। তবে ব্রাহ্মীর বহুল প্রচলন দেখা যায় মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভ লিপিতে। অশোকের লিপিতে ব্রাহ্মীর অনেক পরিণত ও পূর্ণাঙ্গরূপ দেখা যায়, যা থেকে ধারণা করা হয় বহুপূর্ব থেকে দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে ব্রাহ্মী অক্ষরগুলি অশোক লিপির পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েছিল। ১৮৩৭ খ্রি. জেমস প্রিন্সেপ নামে একজন ব্রিটিশ পণ্ডিত ব্রাহ্মী পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। আর ব্রাহ্মীর সূত্র ধরেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে কয়েকটি এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে একের পর এক বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন লিপিমালা পাঠোদ্ধার হতে থাকে, এ থেকে বাংলার লিপি বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে।

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা লিপির প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে এদেশের পণ্ডিতদের কোনো ধারণা ছিল না। ১৮৩৭ সালে জেমস প্রিন্সেপ অশোকের শিলালেখ থেকে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী লিপি পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন। বাংলা লিপির বিবর্তনের ইতিহাস পুনর্গঠনে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৯১৯ সালে 'Origin of the Bengali Script' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৩৬ সালে প্রমোদলাল পাল ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়াটারলি জার্নালে 'The Development of the Bengali Script' শিরোনামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। এরপর ১৯৩৭ সালে এস. এন, চক্রবর্তী একই জার্নালে 'The Origin and development of the Bengali Script' শিরোনামে আরও একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। মি. চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি এ পর্যন্ত বাংলা লিপির ওপর প্রকাশিত গবেষণা কর্মগুলির মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক, তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ হিসাবে বিবেচিত। তবে ১৯৩৭ সালের পরে এ বিষয়ে আর কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম দেখা যায় না।

প্রাচীন ভারতে দুটি লিপির ইতিহাস পাওয়া যায়। একটি হলো ব্রাহ্মী, অপরটির নাম খরোষ্ঠী। ব্রাহ্মী লিপির আবার ৩টি প্রকার রয়েছে। যথা: কুটিল, নাগর ও সারদা। বাংলা বর্ণমালা এসেছে ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ থেকে। ব্রাহ্মী লিপি লেখা হতো বাম থেকে ডান দিকে, আর খরোষ্ঠী লিপি লেখা হতো ডান থেকে বামে। খরোষ্ঠী ভারতীয়দের নিজস্ব লিপি নয়। এ লিপি গৃহীত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরামাইক লিপি থেকে। তবে বাংলা লিপির উদ্ভবের ক্ষেত্রে খরোষ্ঠী লিপির কোনো প্রভাব পড়েনি।

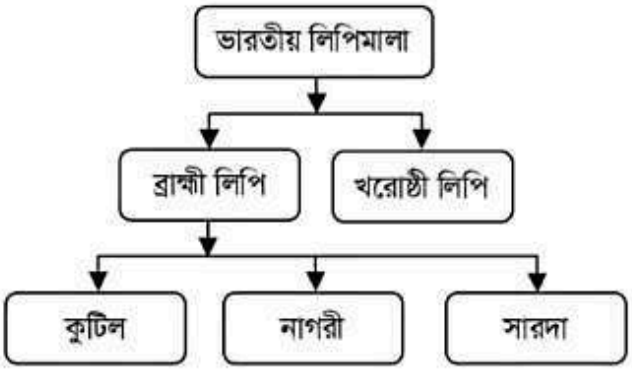

ব্রাহ্মী থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক লিপির উদ্ভব হয়েছে। নাগরী, সারদা, টাকরী, গ্রন্থ, গুরুমুখী, গুজরাতী, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, মালয়, কানেড়ী, বাংলা, তিববতি, সিংহলী, বর্মী-এ সব আধুনিক লিপিই ব্রাহ্মী'র সুদীর্ঘ আঞ্চলিক বিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ। হস্তলিখিত লিপিতে লেখকের রুচিভেদে কালক্রমে পরিবর্তন হয়ে থাকে। ব্রাহ্মীলিপি এভাবে বিবর্তিত হয়েছে। এ বিবর্তনের গতি ও ধারা এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের। এ কারণে ভারতে নানা অঞ্চলের লিপির মধ্যে রূপভেদ ঘটেছে। বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী (Northern Class of Brahmi) থেকে। উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মী কালক্রমে বিবর্তনের মাধ্যমে স্পষ্ট দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে – একটি পশ্চিমীধারা, অপরটি পূর্বীধারা। এ পূর্বীধারা থেকেই বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত এবং মহাস্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক ও সিলে এবং পশ্চিমবঙ্গের বেড়াচাঁপা ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির সিল ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীলিপি পাওয়া গিয়েছে। **তবে মহাস্থান লিপিটি বাংলায় প্রাপ্ত ব্রাহ্মীর প্রাচীনতম নিদর্শন। সম্ভবত মৌর্যযুগের শেষদিকে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ঘটেছিল।** সেজন্য কেউ কেউ এসব লিপিকে মৌর্যোত্তর ব্রাহ্মী (Late Mauryian Brahmi) বলে অভিহিত করেছেন।

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস উইলকিনস তৎকালে প্রচলিত প্রাচীন পুঁথির বাংলা অক্ষরের আদলে বাংলা বর্ণমালা তৈরি করে হুগলীতে প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছরই ওই মুদ্রণযন্ত্র থেকে হ্যালেডের A Grammar of the Bengali Language শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে বাংলা অংশের মুদ্রণে উইলকিনস নির্মিত বাংলা বর্ণমালা মুদ্রিত হয়। উনিশ শতকে প্রায় সর্বত্রই বাংলা মুদ্রণ পদ্ধতি প্রচলিত হয়। ফলে হস্তলিখিত পুঁথির ব্যবহার হ্রাস পায়। বঙ্গলিপির (যে বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লিখিত হয় তাকে বলে বঙ্গলিপি) বিবর্তনের ধারা থেমে যায়। ইতঃপূর্বে যুগে যুগে ব্যক্তিভেদে হস্তাক্ষরের পরিবর্তন ঘটেছিল। মুদ্রণযন্ত্রে বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় বর্ণমালা ব্যক্তিপ্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করে। বাংলালিপির বিবর্তনের চূড়ান্ত ধাপটি লক্ষ করা যায় এগারো ও বারো শতকে, যে সময়ে লিপি প্রোটো-বাংলা থেকে বাংলায় রূপান্তর ঘটেছে। সেন যুগের শেষ দিকে লিপি পরিবর্তনের এই রূপরেখা ধরা পড়ে। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনে বাংলা লিপির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষৎ লিপিতে বাংলালিপির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পায়। বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয় পাল যুগে। বাঙালিদের মধ্যে বাংলা বর্ণগুলোর ১ম নকশা তৈরি করেন পঞ্চানন কর্মকার। পরে পাঠান আমলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বারা বাংলা বর্ণগুলো স্থায়ী রূপ লাভ করে।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বাংলা লিপির উৎস কোনটি? / বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে কোন প্রাচীন লিপি থেকে? *[১৪তম BCS, সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ১২, চ.বি. A ১৫-১৬, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, D ইউনিট ১৭-১৮]*
A. সংস্কৃত লিপি B. চীনা লিপি
C. আরবি লিপি D. ব্রাহ্মী লিপি

০২. কোন লিপিমালা ডান দিক থেকে লেখা হয়? *[মহা হিসাব নীরিক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন জুনিয়র অডিটর ১১]*
A. হিন্দি B. মারাঠি
C. গুজরাটি D. খরোষ্ঠী

০৩. ব্রাহ্মী লিপির কোন রূপ থেকে বাংলা এসেছে? *[জা.বি. F ১৯-২০]*
A. নাগর B. সারদা C. কুটিল D. কুষাণ

০৪. বাংলা লিপির সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে কোনটির? *[রা.বি. B ১৫-১৬]*
A. আসামি ভাষার লিপি B. বর্মি ভাষার লিপি
C. সিংহলি ভাষার লিপি D. নেপালি ভাষার লিপি

সঠিক উত্তর	০১.D	০২.D	০৩.C	০৪.A

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস

১. ব্যাকরণ শব্দটি কী যোগে গঠিত? = উপসর্গ + কৃৎ প্রত্যয়।

২. বাংলা ব্যাকরণের বয়স = ২৭৫ বছরেরও বেশি। [১ম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের সময়কাল অর্থাৎ ১৭৪৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। তবে লক্ষ রাখতে হবে প্রশ্নে যদি বাংলা ব্যাকরণের বয়স না বলে বাংলা ভাষার বয়স বলে তাহলে উত্তর হবে ১৪০০ বছরের বেশি। কারণ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচনাকাল ৬০০ শতকের দিকে শুরু হয়।]

৩. **বাংলা ব্যাকরণ:** 'ব্যাকরণ' শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। 'ব্যাকরণ' শব্দটি গঠিত হয়েছে প্রত্যয় সাধিত হয়ে। এর বিশ্লেষণ বি + আ + √ কৃ + অন। ব্যাকরণের কাজ ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন, রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ভাষা ব্যাকরণকে অনুসরণ করে না। কারণ ভাষার সৃষ্টি হয়েছে আগে যা পরিবর্তনশীল। সময়ের প্রেক্ষিতে একই ভাষা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের সৃষ্টি করে। ভাষাকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে রাখতে কালক্রমে সেই নিয়মগুলো ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই বলা যায়, ভাষাকে অনুসরণ করে ব্যাকরণের নিয়মের সৃষ্টি হয়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়

- ব্যাকরণ শব্দের বিশ্লেষিত রূপ = বি + আ + √ কৃ + অন। এখানে 'বি' ও 'আ' উপসর্গ আর 'অন' প্রত্যয়।
- ব্যাকরণ শব্দের সন্ধি = বি + আকরণ (তৎসম স্বরসন্ধি)।
- 'ব্যাকরণ' শব্দের অক্ষর বিন্যাস = ব্যা + ক + রণ, অর্থাৎ শব্দটিতে ৩টি অক্ষর রয়েছে।
- ব্যাকরণ ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন, রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তাই একে বলা হয় ভাষার সংবিধান।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, *"যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।"*

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, *"যে শাস্ত্রে কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে শাস্ত্রকে বলে সে ভাষার ব্যাকরণ।"*

ড. সুকুমার সেনের মতে, *"যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতির বিচার ও বিশ্লেষণ আছে এবং যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, লিখতে ও শিখতে পারা যায়, তাকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বলে।"*

৪. **উপমহাদেশের ১ম ব্যাকরণ রচয়িতা:** ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ পাণিনি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থের নাম "অষ্টাধ্যায়ী"। সপ্তম শতাব্দে অর্থাৎ ৬৫০ সালের দিকে বইটি রচিত হয়। তবে বইটির পাঠ্যভাষা কিঞ্চিৎ কঠিন হওয়ায় সবার বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল। তাই 'পতঞ্জলি' নামক একজন ব্যক্তি বইটির ব্যাখ্যা করেছিলেন।

৫. **পর্তুগিজ ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার ১ম ব্যাকরণ রচয়িতা:** পর্তুগিজ পাদরি ফাদার মনোএল দ্য আস্‌সুম্পাসাঁও। তার রচিত ব্যাকরণের নাম Vocabolario em idioma Bengalla, E Portuguez : dividido em duas partes যা ১৭৩৪ সালে রচনা করলেও ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটানোর কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিলনা, বরং ১৭৩৪-৪২ সালের মধ্যে গাজীপুরের ভাওয়ালে একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনকালে তার স্বগোত্রীয় অন্যান্য ধর্মযাজকদের বাংলা জানার স্বার্থেই তিনি বইটি রচনা করেন। বইটির শেষ অংশে ছিল বাংলা টু পর্তুগিজ এবং পর্তুগিজ টু বাংলা শব্দ। বইটির প্রথম অংশে বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ছিল কিন্তু ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে কোনো আলোচনা ছিল না। মূলত বইটি ছিল সংক্ষিপ্ত, খণ্ডিত ও অপরিকল্পিত। তাছাড়া আঠারো এবং উনিশ শতকের পুরোটা সময় বইটি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকায় এটি বাঙালিদের তেমন কোনো কাজে আসেনি। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে এটি প্রথম আবিষ্কার করেন।

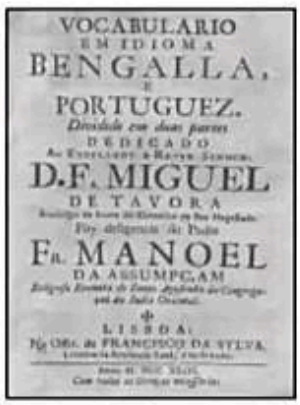
VOCABULARIO
EM IDIOMA
BENGALLA,
E
PORTUGUEZ.
DEDICADO
D.F. MIGUEL
DE TAVORA
Fr. MANOEL
DA ASSUMPCAM
LISBOA:

৬. **ইংরেজি ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার ১ম ব্যাকরণ রচয়িতা:** ইংরেজ লেখক ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (N. B. Halhed)। তার রচিত ব্যাকরণের নাম A Grammar of the Bengal Language যা ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটি সর্বপ্রথম ইংরেজি অক্ষরে মুদ্রিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ। ব্রিটিশদের বাংলা ভাষা শেখার সুবিধার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর উইলিয়াম হেস্টিংসের অনুরোধে তিনি এটা রচনা করলেও এই গ্রন্থ রচনার পেছনে তিনি বাংলা ভাষার বিকাশের চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তিনি ধর্মযাজক আসসুম্পসাঁও এর মতো শুধু নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করেননি। তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রথমবারের মতো বাংলা হরফ তুলে ধরেন। বইটিতে লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন, ধাতু, ক্রিয়াপদ, ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কিত আলোচনা ছিল। এ কারণে বাংলা ভাষার বিকাশে বইটির গুরুত্ব অনেক। এ জন্যে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডকে বাংলা ব্যাকরণের পথিকৃৎ বলা হয়। অপশনে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড না থাকলে রাজা রামমোহন রায়কে সঠিক উত্তর হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।

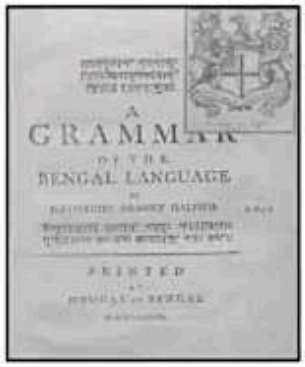
A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
PRINTED

GRAMMAR
OF THE
BENGALEE LANGUAGE

তবে মজার ব্যাপার, পরবর্তীতে বাংলা গদ্যের বিকাশে অসামান্য অবদান রাখা **উইলিয়াম কেরি** প্রায় একই নামে (A Grammar of the Bengalee Language) **১৮০১** সালে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

লক্ষণীয়:

A Grammar of the Bengal Language = এন বি হ্যালহেড।

A Grammar of the Bengalee Language = উইলিয়াম কেরি।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

৭. **১ম বাঙালি ব্যাকরণ রচয়িতা:** সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়। তার রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম "Bengali Grammar in the English Language" যা ১৮২৬ সালে রচিত হয় এবং ১৮৩৩ সালে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচিত হয় তৎকালীন স্কুল-বুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে এবং ছাত্রদের পাঠোপযোগী করে। সর্বমোট ১২টি অধ্যায়ে এটি বিন্যস্ত। এ গ্রন্থে রামমোহন রায়ের রচনারীতি স্বকীয় এবং ব্যাখ্যামূলক। তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন যে, বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ-পদ্ধতির অনুসরণ করে না। তিনি ব্যাকরণ আলোচনায় দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন খাঁটি তদ্ভব শব্দ ও বাংলা ক্রিয়াপদ। তাঁর মূল লক্ষ্যই ছিল বাংলা ভাষার বিশিষ্টতাকে নিয়মশৃঙ্খলায় শ্রেণিবদ্ধ করা।

বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ ও এর রচয়িতা

নং	ব্যাকরণ গ্রন্থ	রচয়িতা
০১	Vocabolario em idioma Bengalla, E Portuguez: dividido em duas partes	ফাদার মনোএল দ্য আসসুম্পাসাঁও
০২	A Grammar of The Bengal Language ***	এন বি হ্যালহেড
০৩	A Grammar of The Bengalee Language ***	উইলিয়াম কেরি
০৪	Bengali Grammar in the English Language (১৮২৬) ***	রাজা রামমোহন রায়
০৫	গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৯৩৩) ***	
০৬	History of the Bengali Language	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
০৭	History of Bengali Language and Literature (১৯১১)	ড. দীনেশচন্দ্র সেন
০৮	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (বাংলা সাহিত্যের ১ম ইতিহাস গ্রন্থ – ১৮৯৬) ***	

০৯	বাংলা শব্দ তত্ত্ব	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০	বাংলা ভাষা পরিচয় ***	
১১	ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩) ***	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১২	ব্যাকরণ মঞ্জরী (২০০৩) ***	ড. এনামুল হক
১৩	The Origin and Development of the Bengali Language (১৯২৬)। যার অর্থ – বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃতি ***	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৪	ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ***	
১৫	ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ
১৬	বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৩৩) ***	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
১৭	বাংলা সাহিত্যের কথা	
১৮	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ	মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার
১৯	আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ***	জগদীশ চন্দ্র ঘোষ
২০	আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ***	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
২১	প্রমিত ভাষার বাংলা ব্যাকরণ	রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার
২২	প্রমিত ভাষার ব্যবহারিক ব্যাকরণ	রফিকুল ইসলাম, পবিত্র সরকার ও মাহবুবুল হক

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাংলা অভিধান ও এর সম্পাদক

নং	অভিধান	সম্পাদক
০১	বঙ্গভাষা অভিধান (বাংলা ভাষার ১ম অভিধান) ***	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
০২	চলন্তিকা অভিধান ***	রাজশেখর বসু
০৩	বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক বাংলা অভিধান ***	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
০৪	বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান ***	গোলাম মুরশিদ
০৫	বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান ***	আহমদ শরীফ
০৬	বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান ***	ড. এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী
০৭	বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান ***	জামিল চৌধুরী
০৮	বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানান অভিধান	
০৯	বাংলা একাডেমি বাঙলা উচ্চারণ অভিধান ***	নরেন বিশ্বাস
১০	বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান	সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম
১১	বাংলা একাডেমি ইংরেজি-বাংলা অভিধান	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
১২	সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান ***	আবু ইসহাক
১৩	বাংলা ভাষার অভিধান	উইলিয়াম কেরি
১৪	নূতন বাঙ্গালা অভিধান	হরিচরণ দে
১৫	বঙ্গীয় শব্দকোষ ***	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬	ব্যবহারিক শব্দকোষ	কাজী আব্দুল ওদুদ
১৭	সংসদ সমার্থ শব্দকোষ (১৯৮৭) ***	অশোক মুখোপাধ্যায়
১৮	যথাশব্দ (১৯৭৪) [১ম বাংলা থিসরাস বা সমার্থক শব্দের অভিধান] ***	হাবিবুর রহমান
১৯	শব্দ মঞ্জরী (বাংলা অভিধান)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান সংকলন করেন কে? *[৪১তম BCS]*
A. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ B. রাজশেখর বসু
C. হরিচরণ দে D. অশোক মুখোপাধ্যায়

০২. 'The Orgin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন – *[৩৩তম BCS, উপজেলা নির্বাচন অফিসার ০৮]*
A. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ B. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
C. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় D. স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন

০৩. বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? *[২৯তম BCS]*
A. প্রভু যিশুর বাণী B. কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
C. মিশনারি জীবন D. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

০৪. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? *[২৯তম BCS; প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক ০৭; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৬; তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক (গ্রেড-২) ০৩]*
A. অক্ষয় দত্ত B. মার্শম্যান
C. ব্রাসি হ্যালহেড D. রাজা রামমোহন

ব্যাখ্যা: এই ধরনের প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই তালগোল ফেলে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে 'বাংলা ভাষায়' – এই কথাটি। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা রাজা রামমোহন রায়। তবে যদি প্রশ্নে বলে 'বাংলা ভাষার' – তাহলে উত্তর হবে মনোএল দ্য আসসুম্পাসাঁও। তাই প্রশ্নের দিকে ভালো করে লক্ষ করতে হবে।

০৫. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী? *[২৭তম BCS, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার ১৯]*
A. মাগধীয় ব্যাকরণ B. গৌড়ীয় ব্যাকরণ
C. মাতৃভাষা ব্যাকরণ D. ভাষা ও ব্যাকরণ

০৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম – *[২৬তম BCS, NSI এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭]*
A. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য B. বাংলা সাহিত্যের কথা
C. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত D. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

০৭. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? *[২৬তম BCS]*
A. স্যার উইলিয়াম জোনস B. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
C. স্যার উইলিয়াম কেরী D. ব্রাসি হ্যালহেড

০৮. কোনটি মুহাম্মদ এনামুল হকের রচনা? *[২৫তম BCS, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শিউলী) ২০১১]*
A. ভাষার ইতিবৃত্ত B. আধুনিক ভাষাতত্ত্ব
C. মনীষা মঞ্জুষা
D. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

০৯. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা? *[২৪তম BCS, ২১তম BCS, সহকারী উপজেলা / থানা শিক্ষা অফিসার ২০১৫, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১২, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১১]*
A. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ B. মুহম্মদ আব্দুল হাই
C. মুনীর চৌধুরী D. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

১০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ কে রচনা করেন? *[২৫তম BCS]* অথবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক ১ম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কার রচনা? *[২২তম BCS]*
A. সুকুমার সেন B. দীনেশচন্দ্র সেন
C. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ D. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১১. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা করেন কে? *[২৪তম BCS (বাতিলকৃত), সিজিডিএফ এর অডিটর ১৯]*
A. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ B. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
C. মুহম্মদ এনামুল হক D. মুহম্মদ আবদুল হাই

১২. প্রথম বাংলা 'থিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেন – *[২৩তম BCS, Rajshahi Krishi Unnayan Bank Officer 11]*
A. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ B. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
C. জগন্নাথ চক্রবর্তী D. অশোক মুখোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা: বাজারে প্রচলিত অধিকাংশ বইয়েই এ প্রশ্নের উত্তর অশোক মুখোপাধ্যায় দেওয়া। কিন্তু স্বয়ং অশোক মুখোপাধ্যায় রচিত "সংসদ সমার্থ শব্দকোষ" যা ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে সেই বইয়ের ভূমিকায় লেখা আছে যে, বাংলা ভাষার প্রথম 'থিসরাস' হচ্ছে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সংকলিত "যথাশব্দ" যা ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত। সুতরাং, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তবে অপশনে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান না থাকলে সেক্ষেত্রে অশোক মুখোপাধ্যায় সঠিক উত্তর বলে বিবেচিত হবে।

১৩. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রাচনা করেন? *[২২তম BCS]*
A. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
B. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
C. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী D. সুকুমার সেন

১৪. 'বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' এর সম্পাদক কে? *[২২তম BCS]*
A. মুহম্মদ আবদুল হাই B. মুহম্মদ এনামুল হক
C. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ D. আহমদ শরীফ

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৫. ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে – *[রূপালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার ১৯, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডাটা প্রসেসিং অপারেটর ০২]*
A. ভাষার নিয়ম প্রতিষ্ঠা B. ভাষার বিশ্লেষণ
C. ভাষার শৃঙ্খলা D. ভাষার উন্নতি

১৬. পাণিনি কে ছিলেন? *[সোনালী ও জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (আইটি) ১৮, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৮, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সিনিয়র অফিসার ১২]*
A. ভাষাবিদ B. বৈয়াকরণিক
C. ঋগ্বেদবিদ D. ঔপন্যাসিক

সঠিক উত্তর		০১.A	০২.C	০৩.B	০৪.D
০৫.B	০৬.B	০৭.D	০৮.C	০৯.A	১০.B
১১.A	১২.B	১৩.A	১৪.D	১৫.B	১৬.B

১৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ কে রচনা করেন? *[Bank Asst. Officer (General / Cash) 2012]*
A. সুকুমার সেন B. দীনেশচন্দ্র সেন
C. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ D. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮. ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি? *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ১১, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চ-ইউনিট) ১৪-১৫]*
A. ব্য+আ+কৃ+√অন B. বি+আ+√কৃ+অন
C. বৃ+কৃ+অ D. ব্যা+ক+রন

১৯. ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নামই – *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ১১]*
A. সন্ধি B. উক্তি
C. সমাস D. ব্যাকরণ

২০. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন? *[রূপালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার ১০]*
A. মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
B. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
C. ড. সুকুমার সেন D. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

PSC নিয়মিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২১. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা? *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০২০, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৬]*
A. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ B. ড. মুহম্মদ এনামুল হক
C. মুহম্মদ আব্দুল হাই D. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২২. "যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।" এ সংজ্ঞাটি কার? *[যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০৬]*
A. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
B. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
C. ড. এনামুল হক D. ড. সুকুমার সেন

২৩. কোনটি ঠিক? *[বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস ও মিনারেল কর্পোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অ্যাডমিন) ১১]*
A. ব্যাকরণ ভাষার অনুগামী
B. ভাষা ব্যাকরণের অনুগামী
C. ব্যাকরণ শিক্ষার অনুগামী
D. ব্যাকরণ শব্দযন্ত্রের অনুগামী

২৪. প্রথম কোন বাঙালি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন? *[জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ১৫]*
A. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় B. রাজা রামমোহন রায়
C. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ D. ড. এনামুল হক

২৫. বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ কে লিখেন? *[শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম অফিসার ৯৪, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার ৯৪]*
A. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর B. ডেভিড হেয়ার
C. স্যার উইলিয়াম কেরী D. মদনমোহন তর্কালঙ্কার

২৬. ব্যাকরণ ভাষাকে কী নির্দেশ করে? *[সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ১৫, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সহকারী পরিচালক ০৬]*
A. ভাষাকে চলিতে B. ভাষাকে বলিতে
C. ভাষাকে শাসন করে D. ভাষাকে বর্ণনা করে

২৭. কোনটি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ? *[থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার ৯৫]*
A. ব্যাকরণ মঞ্জরী B. আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ
C. সরল ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ
D. A Grammar of the Bengali Language

২৮. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে? *[বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (প্রভাষক) ১৭, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ০৩]*
A. এন. বি. হ্যালহেড B. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
C. উইলিয়াম কেরী D. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২৯. গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন – *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ১৯, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ১০, রা.বি. ১৪-১৫]*
A. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর B. রামনারায়ণ তর্করত্ন
C. রামরাম বসু D. রাজা রামমোহন রায়

৩০. বাংলা ভাষায় চলিত রীতি প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন কে? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১২, সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক ২০১১]*
A. রাজা রামমোহন রায় B. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
C. প্রমথ চৌধুরী D. রাম রাম বসু

৩১. বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে? *[প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১২]*
A. গৌর দাস B. চার্লস উইলকিনস
C. পঞ্চানন কর্মকার D. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

৩২. ব্যাকরণের কাজ কী? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার ০৬]*
A. ভালো বক্তা তৈরি করা
B. ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা
C. শুদ্ধ লিখন শিখানো
D. পণ্ডিতব্যক্তি তৈরি করা

৩৩. ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কী? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ১৯, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের শিক্ষা পরিদর্শক ০৪]*
A. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ B. বিশেষভাবে বিভাজন
C. বিশেষভাবে সংযোজন D. বিশেষভাবে বিয়োজন

৩৪. বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধানের প্রধান সম্পাদক কে? *[বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক ০৩]*
A. ড. আনিসুজ্জামান B. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
C. আবু ইসহাক D. নরেন বিশ্বাস

৩৫. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? *[জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ০৯]*
A. মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও B. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
C. ড. সুকুমার সেন D. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৩৬. 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এর প্রণেতা – *[চা.বি. (খ-ইউনিট) ০৫-০৬]*
A. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস B. মুহম্মদ এনামুল হক
C. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় D. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সঠিক উত্তর				১৭.B	১৮.B
১৯.D	২০.A	২১.B	২২.B	২৩.A	২৪.B
২৫.A	২৬.D	২৭.D	২৮.A	২৯.D	৩০.C
৩১.C	৩২.B	৩৩.A	৩৪.B	৩৫.A	৩৬.C

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

১. প্রত্যেক ভাষার মৌলিক অংশ = ৪ টি (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ)।

২. প্রত্যেক ভাষার মৌলিক রূপ = ২ টি (লৈখিক, মৌখিক)।

৩. ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় = ৪ টি (ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব)। তবে মূল আলোচ্য বিষয় ছাড়াও ছন্দ ও অলংকারতত্ত্ব, অভিধানতত্ত্ব (Lexicography) ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয়।

৪. ব্যাকরণের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় = বিপরীত শব্দ।

৫. **ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) আলোচিত বিষয়:** ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ধ্বনি। আর লিখিত ভাষায় ধ্বনিকে যেহেতু বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তাই বর্ণমালা সংক্রান্ত আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় বাগযন্ত্র, বাগযন্ত্রের উচ্চারণ প্রক্রিয়া, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ প্রকরণ, বর্ণ বিন্যাস, বর্ণমালা, যুক্তবর্ণ, অক্ষর, সন্ধি, উচ্চারণ, বানান, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান।

মনে রাখার সহজ উপায়:

ধ্বনিতত্ত্বের সকল আলোচ্য বিষয় ধ্বনি বা ধ্বনির লিখিত রূপ অর্থাৎ বর্ণের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত কোনো কিছু হবে। যেমন: উচ্চারণ – কোনো বর্ণের উচ্চারণ করলে আমরা যা শুনতে পাই তাই হচ্ছে ধ্বনি, তাই এটি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। আবার যেমন 'অক্ষর' – একটি শব্দের ক্ষুদ্রতম উচ্চারিত ভাগকে বলা হয় অক্ষর, তাই এটি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এরকম 'সন্ধি' – সন্ধিতে মিলন হয় ধ্বনির, তাই এটিও ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। 'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান' – এখানে সুনির্দিষ্ট দুটি বর্ণ 'ণ' ও 'ন' কোনটি কোথায় বসবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাই এটিও ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। মোট কথা, ধ্বনি বা বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত যে-কোনো কিছুই ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

৬. **বাক্যতত্ত্ব (Syntax) বা পদক্রমের আলোচিত বিষয়:** ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই হলো বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্বে বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাক্যের নির্মাণ এবং এর গঠন বাক্যতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়। বাক্যের মধ্যে পদ ও বর্গ কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, বাক্যতত্ত্বে তা বর্ণনা করা হয়। যেমন: বাক্য প্রকরণ, বাক্য রূপান্তর, বাক্যের যোগ্যতা, বাক্যে পদ সংস্থাপনার ক্রম বা পদক্রম (শব্দের যোগ্যতার বিকাশ), উক্তি, বাচ্য, বাংলা অনুজ্ঞা, বাক্য সংকোচন (এক কথায় প্রকাশ), যতি বা ছেদ চিহ্ন, পদ পরিবর্তন, কারক বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য: পদ পরিবর্তন বাক্যতত্ত্বের আলোচিত বিষয় তবে পদ প্রকরণ শব্দতত্ত্বের আলোচিত বিষয়।

মনে রাখার সহজ উপায়:

বাক্যতত্ত্বের সকল আলোচ্য বিষয় বাক্যের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত কোনো কিছু হবে। যেমন: বাংলা অনুজ্ঞা – এটা দ্বারা কোনো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, ইচ্ছা বা প্রার্থনাকে বোঝায়। এখন আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ এগুলো কিন্তু কেবল একটি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োজন, তাই এটি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। আবার যেমন 'উক্তি' – কোনো কথকের বাককর্মের নাম উক্তি। কেউ সরাসরি কোনো বাক্য বলেছেন যা প্রত্যক্ষ উক্তি, আর সে প্রত্যক্ষ উক্তিকে অন্যের নিকট নিজের ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি। এই সবকিছুই বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এটি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এরকম 'যতি বা ছেদ চিহ্ন' – এর প্রয়োগ কখনোই কেবল একটি শব্দে হয়ে থাকে না, এর জন্য সম্পূর্ণ বাক্যের প্রয়োজন, তাই এটিও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। 'পদক্রম' – এখানে বাক্যে কোন পদের পর কোন পদ বসবে তার সুনির্দিষ্ট ক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাই এটিও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। মোট কথা, বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত যে-কোনো কিছুই বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

৭. **অর্থতত্ত্বের (Semantics) আলোচিত বিষয়:** ব্যাকরণের যে অংশে শব্দের অর্থ, বর্গের অর্থ ও বাক্যের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয় তার নাম অর্থতত্ত্ব বা বাগর্থতত্ত্ব। যেমন: প্রতিশব্দ বা সমার্থ, শব্দার্থ, শব্দজোড়, বাগধারা বা বাক্যার্থ বা বাগর্থ, মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, লক্ষ্যার্থ, বাচ্যার্থ, প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ ইত্যাদি।

মনে রাখার সহজ উপায়:

অর্থতত্ত্বের সকল আলোচ্য বিষয়ের নামের শেষে 'অরথ' শব্দটি যুক্ত থাকবে এবং সেগুলো অবশ্যই অর্থের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত কোনো কিছু হবে। যেমন: সমার্থ, মুখ্যার্থ, গৌণার্থ ইত্যাদি। তবে মাথায় রাখতে হবে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের দ্বিধান্বিত করার জন্য প্রশ্নকর্তা নির্দিষ্ট বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। যেমন 'সমার্থ' না বলে বলতে পারেন 'প্রতিশব্দ', 'বিপরীতার্থ' না বলে বলতে পারেন 'বিপরীত শব্দ' ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে।

⚠ সতর্কতা

২০২০ সাল পর্যন্ত বাজারের প্রচলিত সকল বইতেই 'বাগধারা' অংশটি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলে অন্তর্ভুক্ত করা ছিল। এমনকি জ্যোতিভূষণ চাকীর "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ" বইটিসহ অনেক মৌলিক বইতেও এমনটা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ২০২১ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বইটিতে 'বাগধারা' অধ্যায়টিকে অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন একটু মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করেন 'বাগধারা' দ্বারা কী বোঝায়? 'বাগধারা' কী বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় না-কি কিছু শব্দ বা শব্দের সমষ্টি যা নির্দিষ্ট কোনো অর্থ প্রকাশ করে? অবশ্যই 'বাগধারা' দ্বারা আমরা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশ করি। তাই এটা অবশ্যই অবশ্যই অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হবে। এখন আপনার মনে দুটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে। প্রথমত, 'বাগধারা' যদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ই হয় তাহলে মৌলিক বইগুলোতে কী ভুল আছে? দ্বিতীয়ত, বর্তমান সময়ের পরীক্ষার প্রশ্নে যদি 'বাগধারা' কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় জানতে চায় তাহলে কোনটা দাগাবো, বাক্যতত্ত্ব না কি অর্থতত্ত্ব?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, মৌলিক বইগুলোতে ভুল আছে তা আমি একবারও বলিনি। তবে আপনাদের মনে রাখতে হবে, ভাষা ব্যাকরণের জন্ম দিয়েছে; ব্যাকরণ ভাষার জন্ম দেয়নি। আর ভাষা সর্বদাই পরিবর্তনশীল, তার মানে ৫০ বছর বা তারও আগে লেখা মৌলিক বইয়ের লেখকদের বইয়ে যে তথ্যগুলো ছিল, তার সবই যে বর্তমানে হুবহু অনুসরণ করা হয় তা কিন্তু না। পূর্বের অনেক নিয়মই বর্তমানে পরিবর্তন হয়েছে। যেমন: ড. হায়াৎ মামুদ স্যারের "বাংলা লেখার নিয়মকানুন" বইটিতে লেখা ছিল – 'অদ্ভুত' ও 'ভুতুড়ে' শব্দদুটিতে কেবল 'উ-কার' ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সকল 'ভূত' বানানে 'ঊ-কার' ব্যবহৃত হয়। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মানে ২৯ বছর আগে। বইটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণও প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে মানে ১৮ বছর আগে। এই কথাগুলো বলার কারণ বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলাদেশে বানান লেখার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব অনেক বেশি ছিল যা বর্তমানে বহুলাংশেই লোপ পেয়েছে।

তাছাড়া ওই সময় 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' প্রচলিত ছিল। বাংলা একাডেমির 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' ও 'সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' অনেক পুরানো। এগুলোর নতুন সংস্করণই হচ্ছে 'আধুনিক বাংলা অভিধান' যা ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১ম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 'আধুনিক বাংলা অভিধান' সর্বজনস্বীকৃত। আর 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে – কেবল 'অদ্ভুত' শব্দটিতেই 'উ-কার' ব্যবহৃত হবে। এছাড়া 'ভূত' যুক্ত সকল শব্দে 'ঊ-কার' বসবে। এমনকি 'ভূত' বা 'ভূতুড়ে' শব্দটিতেও 'ঊ-কার' বসবে। এখন কি তাহলে আমি ড. হায়াৎ মামুদ স্যারের বইতে ভুল আছে বলব? অবশ্যই না। বর্তমানের পরীক্ষায় আপনি যদি ২৯ বছর আগের প্রকাশিত বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে 'ভুতুড়ে' বানানটিকে সঠিক বলেন তাহলে তা অবশ্যই ভুল হবে। আশা করি সকলেই প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা পেয়েছেন।

এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, ২০২১ সালের আগে যত পরীক্ষায় 'বাগধারা' কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় – প্রশ্নটি এসেছে তার সবগুলোর উত্তরই হবে বাক্যতত্ত্ব। বিভিন্ন বইয়ের অনুশীলনী অংশ সলভ করলেও এটাই উত্তর পাবেন। কিন্তু ২০২১ সালের কোনো পরীক্ষায় 'বাগধারা' কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় – প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই অর্থতত্ত্ব হবে। বিষয়টি এবছরই ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। সময়ের প্রেক্ষিতে খুব দ্রুতই সকল বইয়ে 'বাগধারা' অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলেই অন্তর্ভুক্ত আছে দেখতে পাবেন।

৮. **শব্দতত্ত্বের (Morphology) আলোচিত বিষয়:** শব্দতত্ত্বে শব্দ ও তার উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে শব্দনির্মাণ ও পদনির্মাণ প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্ব পায়। যেমন: দ্বিরুক্ত শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, ধাতু, ধাতুর গণ, পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ, উপসর্গ, অনুসর্গ, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব, সমাস, বচন, পদাশ্রিত নির্দেশক, শব্দভান্ডার, শব্দের শ্রেণিবিভাগ, পদ প্রকরণ, প্রকৃতি ও প্রত্যয় ইত্যাদি। শব্দতত্ত্বের অপর নাম রূপতত্ত্ব।

মনে রাখার সহজ উপায়: ধ্বনিতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ছাড়া বাকি সব শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

⚠ সতর্কতা

২০২০ সাল পর্যন্ত বাজারের প্রচলিত সকল বইতেই 'কারক ও বিভক্তি' অংশটি শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলে অন্তর্ভুক্ত করা ছিল। এমনকি অধ্যাপক মাহবুবুল আলমের "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ" ও জ্যোতিভূষণ চাকীর "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ" বইটিসহ অনেক মৌলিক বইতেও এমনটা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ২০২১ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বইটিতে 'কারক' অধ্যায়টিকে বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ই হতে পারে। যদি এভাবে চিন্তা করি যে-কোনো পুরো বাক্যের কখনো কারক হয় না, কারক হয় একটি নির্দিষ্ট শব্দের – সে হিসেবে 'কারক' শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ই হবে। আবার যদি এভাবে চিন্তা করি যে কেবল একটি শব্দ দিয়ে কারক নির্ণয় করতে বললে তা কখনোই সম্ভব না। কারক নির্ণয়ের জন্য সম্পূর্ণ বাক্য দরকার – সে হিসেবে 'কারক' বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হবে। এখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন হচ্ছে অপশনে যদি ২টাই থাকে তাহলে কোনটা দাগাবো?

যদিও এক্ষেত্রে দুটি অপশনের পক্ষেই যুক্তি আছে, তবে আমি 'কারক' অধ্যায়টিকে বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব। এর কারণ কারকের সংজ্ঞা; কারকের সংজ্ঞায় স্পষ্ট বলা আছে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। এখানে বাক্যের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে অপশনে যদি শব্দতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের মধ্যে যে-কোনো একটা থাকে তাহলে তো কোনো ঝামেলাই নেই, যেটা থাকবে সেটাই উত্তর হবে।

২০২১ সালের আগে যত পরীক্ষায় 'কারক' কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় – প্রশ্নটি এসেছে তার অনেকগুলোর অপশনে বাক্যতত্ত্ব ছিলই না। একারণে অনেক বইতে কারককে একতরফাভাবে কেবল শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। বিভিন্ন বইয়ের অনুশীলনী অংশ সলভ করতে গেলেও এটা লক্ষ করে থাকবেন। আসলে 'কারক' যে বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এটা কিন্তু এবছরই প্রথম ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ২০২১ সালের কোনো পরীক্ষায় 'কারক' কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় – প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই অপশনে যেকোনো একটি থাকলে সেটাই দাগাবেন আর দুটোই থাকলে বাক্যতত্ত্ব হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, কারকের সাথে যদি শব্দতত্ত্বের অন্য কোনো আলোচ্য বিষয় যেমন সমাস, উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করে প্রশ্ন করা হয় যে এগুলো কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় তাহলে উত্তর শব্দতত্ত্ব দাগাবেন। কারণ কারক নিয়ে দ্বিধা থাকলেও সমাস, উপসর্গ বা প্রত্যয় তো নিঃসন্দেহে শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই – *[৪১তম BCS]*
A. রসতত্ত্ব B. রূপতত্ত্ব
C. বাক্যতত্ত্ব D. ক্রিয়ার কাল

০২. বিভক্তিহীন নামশব্দকে কী বলে? *[৩৯তম BCS]*
A. নামপদ B. মৌলিক শব্দ
C. কৃদন্ত শব্দ D. প্রাতিপদিক

০৩. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[১৮তম BCS, NSI এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ১৯, রা.বি. E ১৪-১৫, B ০৭-০৮]*
A. রূপতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০৪. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[সোনালী ব্যাংক অফিসার ১৯, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা ১৭, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ০৯]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. অভিধানতত্ত্ব D. রূপতত্ত্ব

০৫. ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer (Teller) 2019, ১৪তম প্রজ্ঞাপক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৭]*
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. পদক্রম
C. বাক্যতত্ত্ব D. রূপতত্ত্ব

উত্তর	০১.C	০২.D	০৩.B	০৪.B	০৫.D

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

০৬. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে রচিত হয়? *[দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিমি. সহকারী ব্যবস্থাপক (জেনারেল) ২০২১]*
A. চট্টগ্রাম B. গাজীপুর C. নোয়াখালী D. সিলেট

০৭. 'Morphology' এর বঙ্গানুবাদ হলো - *[Sonali & Janata Bank Office IT 2020, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ১৬, জীবন বীমা কর্পোরেশন ১৮]*
A. রূপতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

০৮. কোনটি বাংলা ব্যাকরণের শাখা নয়? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার ১৯]*
A. রূপতত্ত্ব B. ভাষাতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

০৯. রূপতত্ত্বের অপর নাম কী? *[বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফিসার ১৬, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর অডিটর ১৯, রা.বি. B ১৮-১৯]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. পদক্রম
C. ধ্বনিতত্ত্ব D. শব্দতত্ত্ব

১০. 'ধাতুরূপ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? *[জনতা ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার ১৯]*
A. বাক্যতত্ত্বে B. ধ্বনিতত্ত্বে
C. ভাষাতত্ত্বে D. রূপতত্ত্বে

১১. ভাষার মৌলিক অংশ নয় কোনটি? *[Pubali Bank Ltd. TAJO (Cash) 2019, Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer 2019]*
A. ধ্বনি B. শব্দ C. ছন্দ D. বাক্য

১২. শব্দের রূপ পরিবর্তন কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়? *[Bangladesh Krishi Bank Officer 2017]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. রূপতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. অভিধানতত্ত্ব

১৩. ব্যাকরণের প্রধান কাজ কী? *[Bangladesh Krishi Bank Officer 2017, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার ২০০৬]*
A. ভাষার নিয়ম প্রতিষ্ঠা B. ভাষার শৃঙ্খলা আবিষ্কার
C. ভাষার উন্নতি D. ভাষার বিশ্লেষণ

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৪. 'বাগধারা' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? *[প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৫, ৮ম BJS (সহ. জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা ১৩, ঢা.বি. C ১৪-১৫, রা.বি. B ০৯-১০]*
A. রূপতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

ব্যাখ্যা: মূল অধ্যায়ের অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় শিরোনামের 'সতর্কতা' অংশটুকু ভালোভাবে পড়ুন।

১৫. বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে কোন বিষয়টি আলোচনা করা হয়? *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাঠ সহকারী ১৮, ১২তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৫, ১২তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫]*
A. সন্ধি B. সমাস C. কারক D. প্রত্যয়

১৬. ব্যাকরণের কোন অংশে কারক ও সমাস আলোচিত হয়? *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (মেট্রোপলিটন সার্কেল) পরিদর্শক ১৬, চ.বি. জ ০৭-০৮]*
A. অর্থতত্ত্বে B. বাক্যতত্ত্বে
C. শব্দতত্ত্বে D. ধ্বনিতত্ত্বে

ব্যাখ্যা: মূল অধ্যায়ের শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় শিরোনামের 'সতর্কতা' অংশটুকু ভালোভাবে পড়ুন।

১৭. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১১]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. রূপতত্ত্ব

১৮. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয় - *[সঞ্চয় পরিদপ্তরের হিসাব রক্ষক ১০, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে গবেষণা কর্মকর্তা ৯৮]*
A. বাক্যতত্ত্বে B. রূপতত্ত্বে
C. অর্থতত্ত্বে D. ধ্বনিতত্ত্বে

১৯. ব্যাকরণের কোন অংশে 'কারক' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়? *[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ১৩, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পরিদর্শক ০৯]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. অর্থতত্ত্ব
C. ধ্বনিতত্ত্ব D. শব্দতত্ত্ব

২০. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি? *[মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর ১১]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. রূপতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. ধ্বনিতত্ত্ব

২১. ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (প্রভাষক) ১৭, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ০১, জা.বি. B ১০-১১]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. পদক্রম D. রূপতত্ত্ব

২২. বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কোনটি? *[বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সহকার পরিচালক ২০২০]*
A. ধ্বনি B. পদক্রম
C. প্রত্যয় D. বিরাম চিহ্ন

২৩. বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন ব্যাকরণের কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়? *[NSI এর ফিল্ড অফিসার ২০১৯]*
A. শব্দতত্ত্ব B. রূপতত্ত্ব
C. ধ্বনিতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

২৪. ব্যাকরণের মূল ভিত্তি কী? *[NSI এর ফিল্ড অফিসার ২০১৯]*
A. ভাষা B. ধ্বনি
C. শব্দ D. বাক্য

২৫. ভাষার সংবিধান কোনটি? *[যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার ২০১৮]*
A. বর্ণমালা B. ধ্বনি
C. ব্যাকরণ D. সমাস

২৬. প্রত্যেক ভাষারই ৩টি মৌলিক অংশ হলো – *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭, রা.বি. খ ২০০৮-০৯]*
A. ধ্বনি, শব্দ, বাক্য B. শব্দ, সন্ধি, সমাস
C. ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ D. অনুসর্গ, শব্দ, বাক্য

২৭. কোনটি সঠিক? *[বাংলাদেশ ওয়েল,গ্যাস ও মিনারেল কর্পোরেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ২০১১]*
A. ব্যাকরণ ভাষার অনুগামী B. ভাষা ব্যাকরণের অনুগামী
C. ব্যাকরণ শিক্ষার অনুগামী D. ব্যাকরণ শব্দযন্ত্রের অনুগামী

সঠিক উত্তর		০৬.B	০৭.A	০৮.B	০৯.D
১০.D	১১.C	১২.A	১৩.B	১৪.C	১৫.A
১৬.C	১৭.D	১৮.B	১৯.A	২০.C	২১.D
২২.C	২৩.D	২৪.A	২৫.C	২৬.A	২৭.A

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২৮. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেনি? *[সমন্বিত ৭ ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২০২১]*
A. জন বমসি B. ডানকান ফোর্বস
C. জর্জ গ্রিয়ারসন D. জেমস কিথ

২৯. গ্রিক ভাষায় 'Grammar' শব্দটির অর্থ কী? *[ডা.বি. চ ২০১৯-২০]*
A. নিয়ম শাস্ত্র B. ব্যাকরণ শাস্ত্র
C. শব্দ শাস্ত্র D. ধ্বনিবিন্যাস শাস্ত্র

৩০. রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয় কোনটি? *[জা.বি. খ ২০১৮-১৯]*
A. সমাস B. প্রত্যয় C. সন্ধি D. কারক

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে অপশন C এর 'সন্ধি' ও অপশন D এর 'কারক' রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে মূল অধ্যায়ের শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় শিরোনামের 'সতর্কতা' অংশটুকু ভালোভাবে পড়লে বোঝা যায় একটি দৃষ্টিকোণ থেকে 'কারক'কে রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলা যায়। কিন্তু 'সন্ধি' নিঃসন্দেহে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং এটা নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তাই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হিসেবে অপশন C সর্বোত্তম উত্তর।

৩১. বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নয় কোনটি? *[জা.বি. খ ১৭-১৮]*
A. ভাষাতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. বাক্যতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

৩২. বচন ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[রা.বি. ঙ ১৭-১৮]*
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. শব্দতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

৩৩. 'বর্ণের বিন্যাস' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[য.বি.প্র.বি. ঙ ২০১৭-১৮]*
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. শব্দতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

৩৪. প্রত্যেক ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি? *[রা.বি. খ ২০১৬-১৭]*
A. ৩টি B. ৪টি C. ৫টি D. ২টি

৩৫. 'Phonology' শব্দের অর্থ কী? *[জ.বি. ঘ ২০১১-১২]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. রূপতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

৩৬. প্রত্যয় ও সমাস ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? *[য.বি.প্র.বি. ঘ ২০১৬-১৭, রা.বি. ক ২০১৫-১৬]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. রূপতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

৩৭. ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কী? *[রা.বি. খ ২০১৬-১৭, ডা.বি. ঙ ২০০৩-০৪, ১২তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫]*
A. বিশেষভাবে জ্ঞাপন B. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
C. বিশেষভাবে বিয়োজন D. বিশেষভাবে সংযোজন

৩৮. কোনটি ব্যাকরণের আলোচ্য সূচিতে পড়ে না? *[রা.বি. খ ১১-১২]*
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. মনস্তত্ত্ব
C. রূপতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

৩৯. সন্ধি, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[রা.বি. খ ২০১১-১২]*
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. বাক্যতত্ত্ব
C. রূপতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

৪০. বাক্যতত্ত্বের অপর নাম কী? *[রা.বি. খ ২০১৪-১৫, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসের স্টোরম্যান]*
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. পদক্রম
C. শব্দতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

৪১. ক্রিয়ার কাল ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[রা.বি. ক (বিজোড়) ২০১৫-১৬, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৯]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. অর্থতত্ত্ব
C. রূপতত্ত্ব D. ধ্বনিতত্ত্ব

৪২. শব্দ, শব্দের গঠন, বচন, লিঙ্গ, কারক ইত্যাদি কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়? *[জ.বি. ঘ ২০১৫-১৬]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. রূপতত্ত্ব D. কোনোটিই নয়

৪৩. 'Lexicography' বলতে কী বোঝায়? *[জ.বি. ক ২০১৩-১৪, নো.বি.প্র.বি. B ১৭-১৮]*
A. অভিধানতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

৪৪. ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয় কোনটি? *[নো.বি.প্র.বি. B ১৭-১৮]*
A. বর্ণ B. সন্ধি C. প্রত্যয় D. ষ-ত্ব বিধান

৪৫. 'বিপরীতার্থ' কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়? *[চ.বি. I ১৫-১৬]*
A. বাক্যতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. রূপতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

অনুশীলনযোগ্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

৪৬. 'Morphology' বলতে কী বোঝায়?
A. শব্দতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. অর্থতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

৪৭. বাংলা অনুজ্ঞা কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?
A. বাক্যতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. রূপতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

৪৮. "পদ প্রকরণ" ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. রূপতত্ত্ব
C. বাক্যতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

৪৯. ব্যাকরণ শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
A. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা B. ফারসি
C. সংস্কৃত D. অসমীয়া

৫০. নিচের কোনটি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নয়?
A. সাহিত্যতত্ত্ব B. রূপতত্ত্ব
C. ধ্বনিতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

৫১. প্রত্যেক ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি?
A. ৩টি B. ৪টি C. ৫টি D. ২টি

সঠিক উত্তর					
২৮.C	২৯.C	৩০.C	৩১.A	৩২.B	৩৩.A
৩৪.B	৩৫.B	৩৬.C	৩৭.B	৩৮.B	৩৯.A
৪০.B	৪১.C	৪২.C	৪৩.A	৪৪.C	৪৫.D
৪৬.A	৪৭.A	৪৮.B	৪৯.C	৫০.A	৫১.D

অভিধান ও এর বর্ণানুক্রম

ইংরেজি Dictionary শব্দটির বাংলা অর্থ অভিধান। অভিধান হলো ভাষার সেই গ্রন্থ যা থেকে ওই ভাষার শব্দসমূহ, শব্দের উৎস, অর্থ, ব্যুৎপত্তি, পদ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। অভিধান মানেই হচ্ছে শুদ্ধতার প্রতীক। পৃথিবীর সব ভাষারই অভিধান বা শব্দকোষ আছে। বাংলা ভাষায়ও সংকলিত হয়েছে সমৃদ্ধ অভিধান।

অভিধানে শব্দের পর শব্দ সাজানো থাকে বর্ণানুক্রমিকভাবে। প্রথমে 'অ' দিয়ে যেসব শব্দের বানান শুরু, সেগুলো থাকে। তারপর 'আ' দিয়ে, তারপর 'ই' দিয়ে; এভাবে বর্ণের ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে অভিধান। তবে সাধারণভাবে বর্ণের যে ক্রম অনুসরণ করা হয় তা থেকে অভিধানে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেছে। নিচে অভিধানে অন্তর্ভুক্ত শব্দের বর্ণানুক্রম দেখানো হলো –

সাধারণ বর্ণানুক্রম:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

অভিধানে কবহৃত বর্ণানুক্রম:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ ক ক্ষ খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত ৎ থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অভিধানক্রম থেকে প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন – ১: অভিধানে অনুসৃত বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে যে গুচ্ছটি – *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Senior Officer 2017]*

A. খদ্দর, ক্ষতি, খবর
B. বাঁশ, বিবর্ণ, বনলতা
C. তেল, তৈয়ার, তোশা
D. মহিম, মনা, মাতৃ

ব্যাখ্যা: ৪টি অপশনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাক প্রথমে।

অপশন A এর ব্যাখ্যা: অপশন A এর প্রথম শব্দটি হচ্ছে খদ্দর। দ্বিতীয় শব্দ ক্ষতি। এবার অভিধানে 'ক্ষ' বর্ণের অবস্থানটা লক্ষ করুন। 'ক' এর পরে 'ক্ষ' এর অবস্থান, তারপরে 'খ'। আর প্রদত্ত অপশনের প্রথমে আছে খদ্দর তারপর আছে ক্ষতি। তার মানে এখানে অনুক্রম ঠিক নেই। অপশন A এর সঠিক অনুক্রম হবে - ক্ষতি, খদ্দর, খবর।

অপশন B এর ব্যাখ্যা: অপশন B এর প্রথম শব্দটি হচ্ছে বাঁশ, দ্বিতীয় শব্দ বিবর্ণ আর তৃতীয় শব্দ বনলতা। মনে রাখবেন যখন একই বর্ণ দিয়ে সবগুলো শব্দ তৈরি হয় তখন তার সাথে যুক্ত আ-কার, ই-কার এর সিরিয়াল দেখতে হয়। তাহলে এবার চিন্তা করুন অভিধানে আগে কোনটা থাকবে – বাঁশ (া) / বিবর্ণ (ি) / বনলতা (অ)? অবশ্যই অভিধানে আগে বসবে অ, তারপর আ-কার (া) আর সবশেষে ই-কার (ি)। তার মানে এখানে অনুক্রম ঠিক নেই। অপশন B এর সঠিক অনুক্রম হবে – বনলতা, বাঁশ, বিবর্ণ।

অপশন C এর ব্যাখ্যা: অপশন C এর প্রথম শব্দটি হচ্ছে তেল, দ্বিতীয় শব্দ তৈয়ার আর তৃতীয় শব্দ তোশা। এখানেও সবগুলো 'ত' দিয়ে গঠিত শব্দ দেওয়া। তাই আগের মতো আ-কার, ই-কার এর সিরিয়াল দেখতে হবে। তাহলে এবার চিন্তা করুন অভিধানে আগে কোনটা থাকবে – তেল (ে) / তৈয়ার (ৈ) / তোশা (োা)?
অবশ্যই অভিধানে আগে বসবে ে , তারপর ৈ আর সবশেষে োা । তার মানে এখানে অনুক্রম ঠিক আছে।

অপশন D এর ব্যাখ্যা: অপশন D এর প্রথম শব্দটি হচ্ছে মহিম, দ্বিতীয় শব্দ মনা আর তৃতীয় শব্দ মাতৃ। এখানেও সবগুলো 'ম' দিয়ে গঠিত শব্দ দেওয়া। তাই আগের মতো আ-কার, ই-কার এর সিরিয়াল দেখতে হবে। তাহলে এবার চিন্তা করুন অভিধানে আগে কোনটা থাকবে – মহিম (অ) / মনা (অ) / মাতৃ (া)? এখন আপনাদের মনে যেটা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে তা হচ্ছে 'আ-কার' দিয়ে গঠিত 'মাতৃ' শব্দ পরে বসবে তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু 'মহিম' আর 'মনা' দুটো শব্দই তো 'অ' যোগে গঠিত। তাহলে এই দুটো শব্দের মধ্যে কে আগে বসবে? এক্ষেত্রে পরের বর্ণের দিকে লক্ষ করতে হবে। তাহলে এবার চিন্তা করুন, 'ম' এর পরে কি 'হ' বসে নাকি 'ন'? অবশ্যই 'ন' বসে আগে তারপর বসে 'হ'। তার মানে এখানে অনুক্রম ঠিক নেই। অপশন D এর সঠিক অনুক্রম হবে – মনা, মহিম, মাতৃ। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

প্রশ্ন – ২: আভিধানিকভাবে সাজানো শব্দত্রয় – *[জা.বি. B ২০০৭-০৮]*

A. অমেয়, অমৃত, অম্বল
B. নরম, নারিকেল, নালা
C. চলতি, চর্চা, চাকু
D. পাঁচ, পঁচিশ, পঁচাশি

ব্যাখ্যা: ৪টি অপশনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাক প্রথমে।

অপশন A এর ব্যাখ্যা: অপশন A এর প্রথম শব্দটি হচ্ছে অমেয়, দ্বিতীয় শব্দ অমৃত আর তৃতীয় শব্দ অম্বল। মনে রাখবেন যখন একই বর্ণ দিয়ে সবগুলো শব্দ তৈরি হয় তখন তার সাথে যুক্ত আ-কার, ই-কার এর সিরিয়াল দেখতে হয়। এখন লক্ষ করে দেখুন সবগুলো শব্দই তৈরি হয়েছে 'অ' দ্বারা। যেহেতু সবগুলো শব্দের প্রথম বর্ণ একই সেহেতু 'অ' এর পরের বর্ণের দিকে লক্ষ করতে হবে। এবারও সবগুলো শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ 'ম'। তবে 'ম' এর সাথে প্রথমটিতে যুক্ত হয়েছে এ-কার, আর দ্বিতীয়টিতে যুক্ত হয়েছে ঋ-কার। এখন চিন্তা করুন, অভিধানে কোনটি আগে বসে? এ-কার না কি ঋ-কার? উত্তর: ঋ-কার। তার মানে এখানে অনুক্রম ঠিক নেই। অপশন A এর সঠিক অনুক্রম হবে – অমৃত, অমেয়, অম্বল।

অপশন B এর ব্যাখ্যা: অপশন B এর প্রথম শব্দটি হচ্ছে নরম, দ্বিতীয় শব্দ নারিকেল আর তৃতীয় শব্দ নালা। সবগুলো শব্দেরই প্রথম বর্ণ 'ন'। তাহলে এবার চিন্তা করুন অভিধানে আগে কোনটা থাকবে – নরম (ন) / নারিকেল (না) / নালা (না)? অবশ্যই অভিধানে আগে বসবে ন, তারপর না। এখন প্রথম শব্দ 'নরম' হবে এটা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। তবে এর পরে তো দুটি শব্দই গঠিত হয়েছে 'না' দিয়ে। এক্ষেত্রে 'না' এর পরের বর্ণের দিকে লক্ষ করতে হবে। তাহলে ভাবুন, আগে কি 'র' বসে না কি আগে 'ল' বসে? উত্তর: র। তার মানে এখানে অনুক্রম ঠিক আছে।

অপশন C এর ব্যাখ্যা: অপশন C এর প্রথম শব্দটি হচ্ছে চলতি, দ্বিতীয় শব্দ চর্চা আর তৃতীয় শব্দ চাকু। এখানেও সবগুলো 'চ' দিয়ে গঠিত শব্দ দেওয়া। তাই আগের মতো আ-কার, ই-কার এর সিরিয়াল দেখতে হবে। তাহলে এবার চিন্তা করুন অভিধানে আগে কোনটা থাকবে – চলতি (চ) / চর্চা (চ) / চাকু (চা)? এখন শেষের শব্দ 'চাকু' হবে এটা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। তবে প্রথমে যে দুটি শব্দ রয়েছে তার দুটিই গঠিত হয়েছে 'চ' দিয়ে। এক্ষেত্রে 'চ' এর পরের বর্ণের দিকে লক্ষ করতে হবে। তাহলে ভাবুন, আগে কি 'ল' বসে না কি আগে 'র' বসে? উত্তর: র। তার মানে এখানে অনুক্রম ঠিক নেই। অপশন C এর সঠিক অনুক্রম হবে – চর্চা, চলতি, চাকু।

অপশন D এর ব্যাখ্যা: অপশন D এর প্রথম শব্দটি হচ্ছে পাঁচ, দ্বিতীয় শব্দ পঁচিশ আর তৃতীয় শব্দ পঁচাশি। এখানেও সবগুলো 'পঁ' দিয়ে গঠিত শব্দ দেওয়া। তাই আগের মতো আ-কার, ই-কার এর সিরিয়াল দেখতে হবে। তাহলে এবার চিন্তা করুন অভিধানে আগে কোনটা থাকবে - পাঁচ (আ) / পঁচিশ (অ) / পঁচাশি (অ)? এখন আপনাদের মনে যেটা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে তা হচ্ছে 'আ-কার' দিয়ে গঠিত 'পাঁচ' শব্দ পরে বসবে তা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু 'পঁচিশ' আর 'পঁচাশি' দুটো শব্দই তো 'পঁ' যোগে গঠিত। তাহলে এই দুটো শব্দের মধ্যে কে আগে বসবে? এক্ষেত্রে পরের বর্ণের দিকে লক্ষ করতে হবে। তাহলে এবার চিন্তা করুন, আগে 'চি' বসে নাকি 'চা'? অবশ্যই 'চা' বসে আগে তারপর বসে 'চি'। তার মানে এখানে অনুক্রম ঠিক নেই। অপশন D এর সঠিক অনুক্রম হবে – পঁচাশি, পঁচিশ, পাঁচ।

সুতরাং প্রদত্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর B. নরম, নারিকেল, নালা

প্রশ্ন – ৩: বাংলা একাডেমির অভিধান অনুযায়ী নিচের কোন বর্ণানুক্রমটি সঠিক? *[জা.বি. B ২০১২-১৩]*

A. পাওয়া, গাং, গাঁ, গাঙ্গ
B. গাং, পাওয়া, গাঁ, গাঙ্গ
C. গাং, গাঁ, গাঙ্গ, পাওয়া
D. গাং, গী, পাওয়া, গাঙ্গ

ব্যাখ্যা: মোট শব্দ আছে ৪ টি। যথা: পাওয়া, গাং, গাঁ, গাঙ্গ। এখন একটু চিন্তা করুন, অভিধানে কী 'গ' দিয়ে গঠিত হওয়া শব্দ আগে থাকবে না কী 'প' দিয়ে গঠিত হওয়া শব্দ আগে থাকবে? উত্তর: 'গ' দিয়ে গঠিত হওয়া শব্দ। এবার লক্ষ করে দেখুন, অপশন A, B এবং D এর অপশনগুলোতে 'পাওয়া' শব্দের পরে 'গ' দিয়ে গঠিত কোনো শব্দ দেওয়া আছে যা অভিধানের নিয়ম বহির্ভূত। তাই সঠিক উত্তর হবে C. অর্থাৎ গাং, গাঁ, গাঙ্গ, পাওয়া।

প্রশ্ন – ৪: অভিধানে কোন শব্দটি আগে বসবে? *[Bangladesh Krishi Bank Data Entry Central Operator 2012]*

A. চাঁদা B. চানা C. চালা D. চাঁটি

ব্যাখ্যা: ৪টি অপশনের সবগুলো শব্দই 'চ' দিয়ে শুরু হয়েছে। এধরনের প্রশ্ন আসলে তখন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ 'কার' এর ক্রমকে প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে হবে শুধু চ, তারপর চা, তারপর চি, তারপর চী, তারপর পর্যায়ক্রমে চু, চূ, চৃ, চে, চৈ, চো, চৌ। এবার তাহলে অপশনগুলোর দিকে তাকাই আরেকবার। চাঁদা, চানা, চালা, চাঁটি। এখানে সবগুলো অপশনেই 'চ' এর সাথে 'আ-কার' যুক্ত গঠিত হয়েছে। এরকম অবস্থায় অভিধানের ক্রম অনুসারে 'কার' এর ক্রমের পর প্রাধান্য দিতে হয় পরাশ্রয়ী বর্ণকে অর্থাৎ ং ঃ ঁ। এখন দেখুন চাঁদা আর চাঁটি এই দুটিতে 'চা' এর ওপর চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে এই দুটির যে-কোনো একটি আগে বসবে। এখন লক্ষ করুন 'চাঁদা' শব্দে 'চাঁ' এর পরে বসেছে 'দ' আর 'চাঁটি' শব্দে 'চাঁ' এর পরে বসেছে 'ট'। অভিধানে 'ট' আর 'দ' এর মধ্যে কোনটির অবস্থান আগে? উত্তর: 'ট'। তার মানে সঠিক উত্তর 'চাঁটি'।

প্রশ্ন – ৫: কোন গুচ্ছের শব্দগুলো অভিধানক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত? *[রা.বি.C ২০১৬-১৭]*

A. নির্দোষ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধা B. নির্দ্বন্দ্ব, নির্দোষ, নির্দ্বিধা

C. নির্দ্বিধা, নির্দোষ, নির্দ্বন্দ্ব D. নির্দোষ, নির্দ্বিধা, নির্দ্বন্দ্ব

ব্যাখ্যা: নির্দোষ, নির্দ্বিধা ও নির্দ্বন্দ্ব – ৩টি শব্দই বিসর্গ সন্ধিসাধিত। শব্দগুলোর বিশ্লেষণ যথাক্রমে নির্দোষ = নিঃ + দোষ, নির্দ্বিধা = নিঃ + দ্বিধা, নির্দ্বন্দ্ব = নিঃ + দ্বন্দ্ব। ৩টি শব্দই 'নিঃ' যোগে গঠিত। তাহলে ৩টি শব্দ থেকেই 'নিঃ' অংশটুকু বাদ দিয়ে মূল ৩টি শব্দ দোষ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সঠিক অনুক্রম নির্ণয় করতে হবে। এবার দেখা যাচ্ছে এই ৩টি শব্দই গঠিত হয়েছে 'দ' দিয়ে। পূর্বের প্রশ্নের ব্যাখ্যানুসারে প্রথমে 'দ' এর সাথে প্রথমে যুক্ত হবে স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ 'কার' তারপর যুক্ত হবে ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ 'ফলা'। তাহলে প্রথমে হবে 'দো' তারপর হবে 'দ্ব'। তার মানে ১ম শব্দটি হচ্ছে 'দোষ'। তাহলে এখন 'দ্বন্দ্ব' আর 'দ্বিধা' এই দুটির মধ্যে কোনটি আগে বসবে? 'দ্বন্দ্ব' শব্দে 'দ্ব' এর সাথে 'অ' আছে। আর দ্বিধা' শব্দে 'দ্ব' এর সাথে 'ই-কার' আছে। তার মানে আগে বসবে দ্বন্দ্ব, তারপর দ্বিধা। তাহলে মূল শব্দত্রয়ের সঠিক অনুক্রম হবে – নির্দোষ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধা অর্থাৎ সঠিক উত্তর A.

প্রশ্ন – ৬: বাংলা অভিধানে 'ক্ষ' এর অবস্থান কোথায়? *[চা.বি. A ২০১৬-১৭]*

A. 'খ' এর পরে B. 'হ' এর পরে

C. 'ষ' এর পরে D. 'ক' এর পরে

ব্যাখ্যা: 'ক্ষ' একটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ। অভিধানে 'ক্ষ' বর্ণের সরাসরি অবস্থান নেই অর্থাৎ প্রতিটি বর্ণের মতো 'ক্ষ' এর জন্য কোনো আলাদা শিরোনাম নেই অভিধানে। 'ক্ষ' যুক্তব্যঞ্জনটি গঠিত হয়েছে ক্ + ষ হয়ে। তাই 'ক' বর্ণের ভুক্তি হিসেবে 'ক্ষ বর্ণটিকে দেখানো হয়েছে। 'ক' দিয়ে গঠিত শব্দের তালিকা শেষ হওয়ার পরই 'ক্ষ' দিয়ে গঠিত শব্দগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে অভিধানে। তাই 'ক্ষ' এর অবস্থান 'ক' বর্ণের ভুক্তি হিসেবে – এটা হচ্ছে সর্বোত্তম উত্তর, কিন্তু অপশনে এটা নেই বলে এই প্রশ্নের অপশন অনুযায়ী 'ক' বর্ণের পরে – এটাই সঠিক উত্তর হবে।

প্রশ্ন – ৭: অভিধান অনুক্রমে 'য' এর পর কোনটি আসে? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2017]*

A. ও B. ল C. র D. শ

ব্যাখ্যা: অভিধানে অনুসৃত বর্ণানুক্রম হচ্ছে – অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ ক ক্ষ খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত ৎ থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ। এখানে দেখাই যাচ্ছে 'য' এর পর বসে 'য়'। কিন্তু অপশনে 'য়' নেই। এর অবশ্য একটা কারণ আছে। বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' খুললে দেখা যাবে 'য়' বর্ণের জন্য কোনো ভিন্ন শিরোনাম নেই। কেবল এটুকু লেখা আছে, 'য়' হচ্ছে 'য' এর একটি রূপমাত্র যা শব্দের মাঝে ও শেষে 'য়' রূপ ধারণ করে। যেমন: যোগ > বিয়োগ। যাই হোক, অপশনের ওপর ভিত্তি করে 'য' এর পরে 'র' বসে। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

প্রশ্ন – ৮: অভিধান অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম কোনটি সঠিক? *[জা.বি. C ২০১৯-২০]*

A. ল্ক, ল্ম, ল্প, ল্ল B. ল্ক, ল্প, ল্ম, ল্ল C. ল্ল, ল্ক, ল্প, ল্ম D. ল্প, ল্ম, ল্ল, ল্ক

ব্যাখ্যা: লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রতিটি অপশনে একই যুক্তব্যঞ্জন আছে তবে তা এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। অভিধান অনুযায়ী এদের সঠিক ক্রম নির্ণয়ের জন্য প্রথমে যুক্ত ব্যঞ্জনগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। ল্ক = ল + ক, ল্ম = ল + ম, ল্প = ল + প, ল্ল = ল + ল। প্রতিটি ক্ষেত্রে 'ল' এর সাথে যে বর্ণগুলো যুক্ত হয়েছে সেগুলোকে ক্রমানুসারে সাজালেই যুক্তব্যঞ্জনের সঠিক ক্রম পাওয়া যাবে। ক, ম, প, ল – এই ৪টি বর্ণের মধ্যে প্রথমে বসে 'ক', তারপর 'প', তারপর 'ম' এবং সবশেষে 'ল'। তার মানে সঠিক ক্রম হবে – ল্ক, ল্প, ল্ম, ল্ল। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

অনুশীলনের জন্য আরও কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন – ৯: অভিধান অনুযায়ী নিচের কোন বর্ণানুক্রমটি সঠিক?

A. ঘুঁটা, ঘুঁটনি, ঘুঘু, ঘুঙ্গুর B. ঘুঘু, ঘুঁটা, ঘুটনি, ঘুঙ্গুর
C. ঘুঘু, ঘুঙ্গুর, ঘুঁটা, ঘুঁটনি D. ঘুঁটনি, ঘুঁটা, ঘুঘু, ঘুঙ্গুর

ব্যাখ্যা: মোট শব্দ আছে ৪ টি। যথা: ঘুঁটা, ঘুঁটনি, ঘুঘু, ঘুঙ্গুর। এবার বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই মাথা ঘুরাবে। কারণ, প্রতিটি শব্দের প্রতিটি অপশনই 'ঘ' দিয়ে গঠিত হয়েছে। চিন্তার কিছু নেই, এধরনের প্রশ্ন আসলে তখন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ 'কার' এর ক্রমকে প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে হবে ঘা, তারপর ঘি, তারপর ঘী, তারপর পর্যায়ক্রমে ঘু, ঘূ, ঘৃ, ঘে, ঘৈ, ঘো, ঘৌ।
এবার তাহলে অপশনগুলোর দিকে তাকাই আরেকবার। ঘুঁটা, ঘুঁটনি, ঘুঘু, ঘুঙ্গুর। কী! এখনও নিশ্চয়ই মাথা ঘুরছে! কারণ এখানে সবগুলো শব্দই তো 'উ-কার' দিয়ে গঠিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে ং ঃ ঁ আছে কার সাথে? কারণ অভিধানে স্বরবর্ণের পরেই এই তিনটি পরাশ্রয়ী বর্ণের অবস্থান। তার মানে ঘুঁটা আর ঘুঁটনি এই দুটি শব্দের মধ্যে কোনো একটি আগে বসবে। এবার লক্ষ করুন, যেহেতু 'ঘুঁটা' আর 'ঘুঁটনি' দুটি শব্দেরই শুরু হয়েছে 'ঘুঁ' দিয়ে অর্থাৎ একই রকম সুতরাং ক্রম নির্ণয়ের জন্য 'ঘুঁ' এর পরের বর্ণের দিকে লক্ষ করতে হবে। তাহলে ভাবুন, অভিধানে কি 'ট' আগে বসে? না কি 'টা' আগে বসে? উত্তর: অবশ্যই 'ট' আগে বসে।
সুতরাং সঠিক উত্তর D অর্থাৎ ঘুঁটনি, ঘুঁটা, ঘুঘু, ঘুঙ্গুর।

প্রশ্ন – ১০: অভিধান অনুযায়ী নিচের কোন বর্ণানুক্রমটি সঠিক?

A. ঝঞ্ঝা, ঝক্কি, ঝর্ঝর, ঝম্প B. গন্ধ, গণ্ড, গল্প, গম্ভীর
C. চণ্ডাল, চঞ্চু, চম্পক, চন্দ্র D. কুন্তল, কুম্ভকর্ণ, কুস্তি, কৃষ্ণ

ব্যাখ্যা: ৪টি অপশনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাক প্রথমে।
অপশন A এর ব্যাখ্যা: অপশন A এর শব্দগুলো হচ্ছে ঝঞ্ঝা, ঝক্কি, ঝর্ঝর, ঝম্প। লক্ষ করে দেখুন সবগুলো শব্দই তৈরি হয়েছে 'ঝ' দ্বারা এবং সাথে কোনো 'কার' বা 'ফলা'ও যুক্ত নেই। এক্ষেত্রে 'ঝ' এর পরের যুক্তবর্ণগুলোর বিশ্লেষণ করতে হবে। ঞ্ঝ = ঞ + ঝ, ক্ক = ক + ক, র্ঝ = র + ঝ, ম্প = ম + প। তাহলে বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রথমে হবে ক্ক, তারপর ঞ্ঝ, তারপর ম্প এবং সবশেষে র্ঝ। অর্থাৎ অপশন A এর সঠিক অনুক্রম হবে – ঝক্কি, ঝঞ্ঝা, ঝম্প, ঝর্ঝর।

অপশন B এর ব্যাখ্যা: অপশন B এর শব্দগুলো গন্ধ, গণ্ড, গল্প, গম্ভীর। লক্ষ করে দেখুন সবগুলো শব্দই তৈরি হয়েছে 'গ' দ্বারা এবং সাথে কোনো 'কার' বা 'ফলা'ও যুক্ত নেই। সুতরাং আগের অপশনের মতো এক্ষেত্রেও 'গ' এর পরের যুক্তবর্ণগুলোর বিশ্লেষণ করতে হবে। ন্ধ = ন + ধ, ণ্ড = ণ + ড, ল্প = ল + প, ম্ভ = ম + ভ। তাহলে বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রথমে হবে ণ্ড, তারপর ন্ধ, তারপর ম্ভ এবং সবশেষে ল্প। অর্থাৎ অপশন B এর সঠিক অনুক্রম হবে – গণ্ড, গন্ধ, গম্ভীর, গল্প।

অপশন C এর ব্যাখ্যা: অপশন C এর শব্দগুলো চণ্ডাল, চঞ্চু, চম্পক, চন্দ্র। লক্ষ করে দেখুন সবগুলো শব্দই তৈরি হয়েছে 'চ' দ্বারা এবং সাথে কোনো 'কার' বা 'ফলা'ও যুক্ত নেই। সুতরাং আগের অপশনের মতো এক্ষেত্রেও 'চ' এর পরের যুক্তবর্ণগুলোর বিশ্লেষণ করতে হবে। ণ্ড = ণ + ড, ঞ্চ = ঞ + চ, ম্প = ম + প, ন্দ = ন + দ।তাহলে বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রথমে হবে ঞ্চ, তারপর ণ্ড, তারপর ন্দ এবং সবশেষে ম্প। অর্থাৎ অপশন C এর সঠিক অনুক্রম হবে – চঞ্চু, চণ্ডাল, চন্দ্র, চম্পক।

সুতরাং প্রদত্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর D. কুন্তল, কুম্ভকর্ণ, কুস্তি, কৃষ্ণ।

কারক ও বিভক্তি

১. কারক শব্দের অর্থ = যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

২. কারক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ = √কৃ + ণক। এর অর্থ যে করে।

৩. কারক কাকে বলে? = বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে কারক বলে। যেমন: মেয়েরা ফুল তোলে – এ বাক্যে ক্রিয়া তোলে। এখন যদি 'মেয়েরা' শব্দটির নিচে দাগ দেওয়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে 'মেয়েরা' শব্দটির সাথে 'তোলে' ক্রিয়ার সম্পর্কই কারক নির্দেশ করছে। আবার যদি 'ফুল' শব্দটির নিচে দাগ দেওয়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে 'ফুল' শব্দটির সাথে 'তোলে' ক্রিয়ার সম্পর্কই কারক নির্দেশ করছে। শিক্ষার্থীরা, কারকের সংজ্ঞাটি ভালো করে লক্ষ কর – ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের সম্পর্ক হচ্ছে কারক। যদি উদাহরণে বলা থাকতো – দুধের তৈরি ছানা খেতে অনেক মিষ্টি। এ বাক্যের ক্রিয়া হচ্ছে 'খেতে'। এখন কথা হচ্ছে এই 'খেতে' ক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক আছে কার? – ছানার না দুধের; এ বাক্যের দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে? ছানা খেতে মিষ্টি না দুধ খেতে মিষ্টি। এ বাক্যে দুধের নিচে Underline করা থাকলেও দুধের সাথে খেতে ক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে ছানা খাওয়ার সাথে। একারণে এটি কোনো কারক হবে না; এটি সম্বন্ধ পদ। এরূপ কিছু সম্বন্ধ পদের উদাহরণ –

- সুন্দরবনের বাঘ দেখতে অনেক সুন্দর।
- মেয়েটির ঘন কালো চুল দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।
- বিলাসীর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় সাপ ধরায় পারদর্শী।
- ফয়সালের বন্ধু তপু ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছে।

৪. বিভক্তি কাকে বলে? = বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি চিহ্ন স্পষ্ট না হলে সেখানে কোন বিভক্তি আছে বলে ধরা হয়? = শূন্য বিভক্তি।

৫. বিভক্তি কত প্রকার? = ২ প্রকার (শব্দ বিভক্তি; ক্রিয়া বিভক্তি)

৬. শব্দ বিভক্তির অপর নাম = নাম বিভক্তি বা তির্যক বিভক্তি।

৭. বাংলা শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি কত প্রকার = ৭ প্রকার।

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	০, অ	রা, এরা, গুলি, গুলো, গণ
২য়া	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগেরে
৩য়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগ দ্বারা, দিগ দিয়া, দিগ কর্তৃক
৪র্থী	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগেরে
৫মী	হইতে, থেকে, চেয়ে	দিগ হইতে, দের থেকে, দিগের চেয়ে
৬ষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের
৭মী	এ, য়, তে, এতে	দিগে, দিগেতে

দ্রষ্টব্য: "কে, রে এবং এরে" দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী দুটোতেই আছে। প্রশ্ন হলো "কে, রে এবং এরে" বিভক্তি থাকলে শিক্ষার্থীরা কিভাবে বুঝবে যে কখন দ্বিতীয়া বিভক্তি হবে এবং কখন চতুর্থী বিভক্তি হবে? এটা মনে রাখার সহজ উপায় হচ্ছে "কে, রে এবং এরে" বিভক্তি দ্বারা যখন জন্য বা নিমিত্ত অর্থ বোঝাবে তখন সেখানে চতুর্থী বিভক্তি হবে। অন্যথায় সেখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হবে। যেমন: এই কলমটা তোমাকে দিলাম – এখানে "তোমাকে" কর্মকারকে ৪র্থী বিভক্তি হবে (কলমটা তোমার জন্য বুঝাচ্ছে)। তোমাকে দিয়ে হবে না – এখানে 'তোমাকে' কর্মকারকে ২য়া বিভক্তি হবে। আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে সম্প্রদান কারকে ২য়া আর ৪র্থীর মধ্যে সর্বদা ৪র্থী বিভক্তি হবে।

৮. ৩য়া এবং ৫মী এই দুইটি সাধু ভাষার বিভক্তি।

৯. কারক কত প্রকার? = ৬ প্রকার (কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক এবং অধিকরণ কারক)।

কর্তৃকারক

১০. বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে; ক্রিয়ার সাথে তার সম্পর্ককে কর্তৃকারক বলে। যেমন: খোকা বই পড়ে। মেয়েরা ফুল তোলে।

কর্তৃকারক চিহ্নিতকরণের প্রচলিত সূত্র: ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক। যেমন: খোকা বই পড়ে (কে পড়ে? = খোকা); মেয়েরা ফুল তোলে (কারা তোলে? = মেয়েরা)।

কর্তৃকারক চিহ্নিতকরণের স্পেশ্যাল টেকনিক: অনেক সময় 'কে' বা 'কারা' দিয়ে প্রশ্ন করা না গেলেও তা কর্তৃকারক হতে পারে। যেমন: জল পড়ে – এখানে 'জল' কর্তৃকারক হলেও ক্রিয়াকে 'কে' পড়ে দিয়ে প্রশ্ন করা যায় না। তাই প্রচলিত টেকনিক না শিখে আমরা স্পেশ্যাল টেকনিক শিখব। বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা বস্তুই কর্তা। যেমন: স্রোতে নৌকাটি উলটাইয়া দিলো – এই বাক্যের ক্রিয়াকে 'কে' বা কারা' দিয়ে প্রশ্ন করা যায় না। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন, নৌকা উল্টানোর কাজটি কিন্তু স্রোত নিজেই করেছে। তাই এবাক্যে 'স্রোত' কর্তৃ কারক। এরকম আরেকটি বাক্য – পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল নামছে – এখানে 'জল' কোন কারক? এই বাক্যের ক্রিয়াকে 'কে' বা 'কারা' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় না; 'কী' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় অর্থাৎ কী নামছে? উত্তর: জল নামছে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এবাক্যের 'জল' কর্মকারক হওয়ার কথা। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন ঢাল বেয়ে নিচে নামার কাজটি জল নিজেই করছে। তাই অবশ্যই 'জল' কর্তৃ কারক হবে। কর্তৃকারক নির্ণয়ের এই স্পেশ্যাল টেকনিক দিয়ে সব ধরনের কর্তৃকারকই নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।

১১. বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক কত প্রকার? = ৪ প্রকার (মুখ্য কর্তা, প্রযোজক কর্তা, প্রযোজ্য কর্তা, ব্যতিহার কর্তা)।

ক. মুখ্য কর্তা = যে কর্তা নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্য কর্তা বলে। যেমন: ছেলেরা ফুটবল খেলে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

খ. প্রযোজক কর্তা = মূল কর্তা যখন কোনো কাজ নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করায় তখন ওই মূল কর্তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন (শিক্ষক পড়ছে না, ছাত্র পড়ছে)। মা শিশুকে চাঁদ দেখায় (মা দেখছেন না, শিশু দেখছে)। সাপুড়ে সাপ খেলায় (সাপুড়ে খেলে না, সাপ খেলে)।

গ. প্রযোজ্য কর্তা = মূল কর্তা যাকে দিয়ে কাজ করায় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন (পড়ার কাজটি ছাত্র করছে); মা শিশুকে চাঁদ দেখায় (দেখার কাজটি শিশু করছে)।

ঘ. ব্যতিহার কর্তা = কোনো বাক্যে একসাথে দুটি কর্তা একই জাতীয় কাজ করলে তাদেরকে ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন: বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায়। রাজায়-রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

লক্ষণীয় বিষয়: ছেলেরা ফুটবল খেলে – এই বাক্যেও কর্তা কিন্তু একের অধিক আছে। তাই বলে 'ছেলেরা' কিন্তু ব্যতিহার কর্তা নয়; মুখ্য কর্তা। মনে রাখবেন মুখ্য কর্তায় বহুবচনবাচক শব্দের দ্বারা একাধিক কর্তা বুঝাতে পারে। তবে ব্যতিহার কর্তায় দুটি কর্তা বা একাধিক কর্তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।

১২. বাক্যের বাচ্য / প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তৃকারক = ৩ প্রকার। যথা:

ক. কর্মবাচ্যের কর্তা – পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে।

খ. ভাববাচ্যের কর্তা – আমার যাওয়া হবে না।

গ. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা – বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

লক্ষণীয় বিষয়: সাধারণত ক্রিয়ার সঙ্গে 'কী' যোগ করে প্রশ্ন করলে যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহলে তা কর্মকারক হয়। তবে কর্ম-কর্তৃবাচ্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সঙ্গে 'কী' যোগ করে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া গেলে তা কর্তৃকারক হয়। যেমন: জল পড়ে। সুতি কাপড় টেকে বেশি। বাঁশি বাজে ওই মধুর লগনে। কলমটা লেখে ভালো। প্রবলবেগে বাতাস বইছে। লক্ষ্মীছাড়া শিমুল গাছটির বড়ো বাড় বেড়েছে ইত্যাদি।

কর্মকারক

১৩. যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্ম কারক বলে। যেমন: নাসিমা ফুল তুলছে; আমাকে একখানা বই দাও; ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।

কর্মকারক চিহ্নিতকরণের প্রচলিত সূত্র: ক্রিয়ার সঙ্গে 'কী' বা 'কাকে' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্ম কারক। যেমন: খোকা বই পড়ে (কী পড়ে? = বই); ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও (কাকে শোয়াও? = ছেলেটিকে)।

কর্মকারক চিহ্নিতকরণের স্পেশ্যাল টেকনিক: ক্রিয়াকে 'কী' দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া গেলে তা কর্মকারক না হয়ে কর্তৃকারক হতে পারে এ ব্যাপারে তো কর্তৃকারকেই আলোচনা করেছি। এবার আসুন 'কাকে'র প্রসঙ্গে। ক্রিয়ার সঙ্গে 'কাকে' যোগ করে প্রশ্ন করলে যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহলে আবার খেয়াল করতে হবে যে, বাক্যের ক্রিয়ার সাথে ওই উত্তরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে কি না অর্থাৎ বাক্যের ক্রিয়া ওই ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে কি না? যদি বাক্যের ক্রিয়া ওই ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয় তাহলে তা কর্মকারক না হয়ে কর্তৃকারক হবে। যেমন:

- রহিমকে যেতে দাও (কর্মকারক)
- রহিমকে যেতে হবে (কর্তৃকারক)

শিক্ষার্থীরা ভালো করে লক্ষ করুন, দুটো বাক্যকেই 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়। দুটি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ১ম বাক্যর ক্রিয়া 'দাও' যার সাথে রহিমের কোনো সম্পর্ক নেই, অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সম্পর্ক আছে; কিন্তু ২য় বাক্যের ক্রিয়া 'হবে' যার সাথে রহিমের সরাসরি সম্পর্ক আছে কারণ যাওয়ার কাজটি রহিম নিজে করবে।

তাই কর্মকারক নির্ণয়ের জন্য আমরা 'কী' 'কাকে' টেকনিক অনুসরণ না করে সরাসরি কর্মকারকের সংজ্ঞাটাই মনে রাখব। আরও বিস্তারিত জানতে পাশে দেওয়া QR Code টি স্ক্যান করে ভিডিয়োটি দেখে ফেলুন।

১৪. কর্ম কত প্রকার? = ২ প্রকার (মুখ্য কর্ম, গৌণ কর্ম)। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। যেমন: বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) দিলেন।

১৫. কর্ম কারক কত প্রকার? = ৪ প্রকার। যথা:

ক. সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম – নাসিমা ফুল তুলছে।

খ. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম – ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।

গ. সমধাতুজ কর্ম – খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি। মেয়েটা কি গানটাই না গাইলো।

ঘ. উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম – দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটো পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন: দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

করণ কারক

১৬. 'করণ' শব্দটির অর্থ = যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়।

১৭. করণ কারক কাকে বলে? = ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। যেমন: সাদিয়া কলম দিয়ে লেখে (উপকরণ-কলম); জগতে কীর্তিমান হও সাধনায় (উপায়-সাধনা)

করণকারক চিহ্নিতকরণের সহজ সূত্র: ক্রিয়ার সঙ্গে 'কী দিয়ে', 'কীসের দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই করণ কারক। যেমন: সাদিয়া কলম দিয়ে লেখে (কী দিয়ে? = কলম দিয়ে)। চেষ্টায় সব হয় (কীসের দ্বারা? = চেষ্টার দ্বারা)। জগতে কীর্তিমান হও সাধনায় (কী উপায়ে? = সাধনা করে)।

খেলা নিয়ে ঝামেলা

প্রায়ই কর্ম ও করণের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তালগোল পাকিয়ে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ আমি কিছু বাক্যের কথা বলছি –

১. মেয়েরা ছক্কা খেলে
২. মেয়েরা লুডু খেলে
৩. ছেলেরা ক্রিকেট খেলে
৪. ছেলেরা বল খেলে
৫. ছেলেরা হাডুডু খেলে
৬. ছেলেরা তাস খেলে পড়া নষ্ট করে

ছক্কা, লুডু, ক্রিকেট, বল ও হাডুডু এর নিচে দাগ দেওয়া অর্থাৎ এগুলো কোনটি কোন কারক? আপাতদৃষ্টিতে এই সবগুলোকেই কর্মকারক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এখানে সব কর্মকারক নয়। এটা যেভাবে সহজে নির্ণয় করতে হবে তা হলো শব্দটি দ্বারা খেলার উপকরণের নাম বুঝালে তা করণ কারক। তবে শব্দটি দ্বারা খেলার নাম বুঝালে তা কর্মকারক। এখানে ছক্কা, বল ও তাস খেলার উপকরণের নাম তাই ১, ৪ ও ৬ নং করণ কারক। তবে লুডু, ক্রিকেট ও হাডুডু সরাসরি খেলার নাম বোঝায়। তাই এগুলো কর্মকারক।

** কিছু কিছু শব্দ আছে (যেমন: দড়ি, লাঠি, মার্বেল, লাটিম, ফুটবল) যা দ্বারা খেলার নাম এবং উপকরণ উভয়ই বোঝায়। এক্ষেত্রে বাক্যের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যদি বলা হয়, গতকাল রহিম ও করিমের মধ্যে লাটিম খেলা হয়েছে – এখানে 'লাটিম' খেলার নাম বোঝায় তাই কর্মকারক। অথবা যদি বলা হয়, আগামীকাল রহিম ও করিমের মধ্যে লাটিম খেলা হবে। সেক্ষেত্রেও তা খেলার নাম বোঝায় অর্থাৎ কর্মকারক। তবে যদি বলা হয় রহিম ও করিম লাটিম খেলছে। এখানে 'লাটিম' খেলার উপকরণ বোঝায় তাই করণ কারক।

সম্প্রদান কারক

১৮. সম্প্রদান কারক কাকে বলে? = যাকে স্বত্ব বা মালিকানা ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন: ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।

১৯. সম্প্রদান কারক গঠিত হয় = সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী।

২০. অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য। তাদের মতে সম্প্রদান কারকের কাজ কর্মকারক দ্বারাই সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়।

সম্প্রদান কারকে বিভক্তির প্রয়োগ: বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যাকরণ বইতে সম্প্রদান কারকে বিভক্তির প্রয়োগ নিয়ে একটা গৎবাঁধা লাইন দেখতে পাওয়া যায়। আর তা হচ্ছে - সম্প্রদান কারকে সর্বদা ৪র্থী বিভক্তি বসে। অর্থাৎ কে, রে, এরে ইত্যাদি থাকলে ২য়া বিভক্তির পরিবর্তে ৪র্থী বিভক্তি হয়। যেমন:

→ শিক্ষককে শ্রদ্ধা করো = সম্প্রদানে ৪র্থী
→ ভিখারিকে ভিক্ষা দাও = সম্প্রদানে ৪র্থী

এখন এই ব্যাখ্যা পড়ে অনেক শিক্ষার্থীই কেবল এটা মনে করে যে সম্প্রদান কারকে কেবল ৪র্থী বিভক্তিই হয়; এটাই ভুল। আসলে ওপরের ব্যাখ্যায় বোঝানো হয়েছে সম্প্রদান কারকে ২য়া আর ৪র্থী বিভক্তির মধ্যে সর্বদা ৪র্থী বিভক্তি বসে। তবে অন্য বিভক্তি বসতেই পারে। যেমন:

→ দিব তোমা শ্রদ্ধা ভক্তি = সম্প্রদানে শূন্য।
→ অন্ধজনে দেহ আলো = সম্প্রদানে ৭মী।
→ দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে = সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।

২১. সম্প্রদান কারক চিহ্নিতকরণের সহজ সূত্র:

টেকনিক – ১ ক্রিয়ার সঙ্গে 'কাকে' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় এবং ওই ব্যক্তিকে যদি কোনো কিছুর মালিকানা একেবারেই প্রদান করা হয় তাহলে তা সম্প্রদান কারক। অন্যথায় তা কর্মকারক হবে। যেমন:

✓ গরিবকে কাপড় দাও = সম্প্রদানে ৪র্থী
✓ ধোপাকে কাপড় দাও = কর্মে ২য়া
✓ সমিতিতে চাঁদা দাও = সম্প্রদানে ৭মী
✓ সমবায় সমিতিতে চাঁদা দাও = কর্মে ৭মী

টেকনিক – ২ নামপদের দ্বারা ইহলৌকিক স্বার্থ বুঝালে তা কর্ম কারক আর পারলৌকিক স্বার্থ বুঝালে তা সম্প্রদান কারক। যেমন:

✓ মসজিদে চাঁদা দাও = সম্প্রদানে ৭মী
✓ সন্ত্রাসীকে চাঁদা দাও = কর্মে ৪র্থী
✓ হজের জন্য মক্কা গেলাম = সম্প্রদানে ৪র্থী
✓ চাকরির জন্য মক্কা গেলাম = কর্মে ৪র্থী

টেকনিক – ৩ নামপদের দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য বুঝালে তা সম্প্রদান কারক আর উদ্দেশ্য সম্পাদনের স্থান হচ্ছে অধিকরণ। তাছাড়া কোনো বিষয়ে কারো দক্ষতা / অদক্ষতা / পারদর্শিতা / অপারদর্শিতা ইত্যাদি বুঝালেও তা অধিকরণ কারক। যেমন:

✓ বেলা যে পড়ে এলো, জলকে চল = সম্প্রদানে ৪র্থী
✓ সৈন্যদল যুদ্ধে যাইতেছে = সম্প্রদানে ৭মী
✓ সৈন্যদল যুদ্ধে অপরাজেয় = অধিকরণে ৭মী
✓ চল নামাজে / পূজায় যাই = সম্প্রদানে ৭মী
✓ চল মসজিদে / মন্দিরে যাই = অধিকরণে ৭মী

অপাদান কারক

২২. যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, উৎপন্ন, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় বা যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকে অপাদান কারক বলে।

অপাদান কারক চিহ্নিতকরণের সহজ সূত্র:

কর্তা / কর্ম (–) স্থান / সময়। যেমন:

বিচ্যুত অর্থে - গাছ থেকে পাতা পড়ে।
- মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।
- ছাদ থেকে পানি পড়ে।

গৃহীত অর্থে - শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে।
- দুধ হতে দই হয়।

বিরত অর্থে - পাপে বিরত হও।

জাত অর্থে - জমি থেকে ফসল পাই।
- খেজুর রসে গুড় হয়।

দূরীভূত অর্থে - দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।

আরম্ভ অর্থে - সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।

ভীত অর্থে - বাঘকে কে না ভয় পায়?

রক্ষিত অর্থে - আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাও।

অপাদানের কিছু ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম

(ক) তুলনা বুঝালে যার সাথে তুলনা করা হয় সে অপাদান কারক হয়; আর যার তুলনা করা হয় সে কর্তৃকারক। যেমন:

✓ সুমন মুরাদের চেয়ে ভালো গান গায়।
এ বাক্যে সুমনের তুলনা দেওয়া হয়েছে মুরাদের সাথে তাই মুরাদ অপাদান কারক আর সুমন কর্তৃকারক।

✓ ভালোবাসা দয়ার চেয়ে শ্রেয়।
এ বাক্যে ভালোবাসার তুলনা দেওয়া হয়েছে দয়ার সাথে তাই দয়া অপাদান কারক আর ভালোবাসা কর্তৃকারক।

✓ পাপী পশুর অধম।
এ বাক্যে পাপীর তুলনা দেওয়া হয়েছে পশুর সাথে তাই পশু অপাদান কারক আর পাপী কর্তৃকারক।

(খ) কোনো নির্দিষ্ট সময় থেকে কোনো কাজ শুরু হবে বুঝালে তা অপাদান কারক। তবে যদি কোনো কাজ শুরু হবে না বুঝিয়ে কেবল নির্দিষ্ট সময়কে বোঝায় তাহলে তা অধিকরণ কারক। যেমন: শুক্রবার থেকে স্কুল বন্ধ। কিন্তু যদি বলা থাকে শুক্রবার স্কুল বন্ধ। তাহলে তা আবার অধিকরণ কারক হবে। কারণ এ বাক্যে নির্দিষ্ট একটি দিন বা নির্দিষ্ট একটি সময় বুঝাচ্ছে।

(গ) কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট কাজ শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে এরূপ বুঝালে তা অপাদান কারক হবে। যেমন: সাতদিন ধরে আমি জ্বরে ভুগেছি। এ বাক্যের দ্বারা বোঝানো হয়েছে সাতদিন আমি জ্বরে ভুগেছি কিন্তু এখন আমি সুস্থ। কিন্তু যদি বলা থাকে সাতদিন ধরে আমি জ্বরে ভুগছি। এটা আবার অধিকরণ কারকের উদাহরণ কারণ 'ভুগছি' দ্বারা বুঝাচ্ছে এখনও ভুগছি। সুতরাং প্রশ্নপত্র ভালো করে খেয়াল করে উত্তর করবে। এরূপ –

→ তিনদিন না খেয়ে ছিলাম (অপাদান)
→ তিনদিন না খেয়ে আছি (অধিকরণ)

(ঘ) ভয় বুঝালে তা কর্ম কারক। কিন্তু ভয়ের উৎস অপাদান কারক হবে। যেমন:

→ বাঘকে ভয় পায় না কে? (কর্ম)
→ বাঘের ভয়ে সে বনে যায় না। (অপাদান)
→ পরীক্ষার ভয়ে তার জ্বর এসেছে। (অপাদান)

(ঙ) দূরত্ব বুঝালে যেখান থেকে দূরত্ব মাপা শুরু হবে তা অপাদান কারক আর যেখানে গিয়ে শেষ হবে তা অধিকরণ কারক। যেমন: ঢাকা (অপাদান) থেকে চট্টগ্রাম (অধিকরণ) অনেক দূর।

(চ) বস্তুর রূপ পরিবর্তন করা বুঝালে বস্তুটির নতুন রূপকে সর্বদাই বলা হয় কর্তা আর পূর্বের রূপটি অপাদানও হতে পারে আবার করণও হতে পারে। যেমন:

→ আটা থেকে রুটি হয় (অপাদানে ৫মী)
→ আটা দিয়ে রুটি হয় (অপাদানে ৩য়া)

যদি কোনো বস্তু থেকে কেবল একই ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় তাহলে তা অপাদান কারক তবে যদি কয়েক ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় তাহলে তা করণ কারক হবে। যেমন:

→ সুতায় কাপড় হয় (অপাদানে ৭মী)
→ কাপড়ে জামা হয় (করণে ৭মী)

শিক্ষার্থীরা ভালো করে লক্ষ কর – ১ম বাক্যে বস্তুর নতুন রূপ কাপড় আর ২য় বাক্যে বস্তুর নতুন রূপ জামা – দুটিই কর্তৃকারক। তবে ১ম বাক্যটিতে সুতা থেকে কাপড় তৈরি হয়েছে এবং সুতা দিয়ে কেবল কাপড়ই তৈরি হয় তাই এটি অপাদান কারক। কিন্তু ২য় বাক্যটিতে জামা তৈরি হয়েছে কাপড় দিয়ে। কিন্তু কাপড় থেকে শুধু জামা ছাড়াও আরও অনেক কিছু তৈরি হয়। যেমন: ব্যানার, ব্যাগ ইত্যাদি। তাই ২য় বাক্যে কাপড় করণ কারক।

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

অধিকরণ কারক

২৩. অধিকরণ কারক কাকে বলে? = ক্রিয়া সম্পাদনের সময় / স্থান / আধার / পাত্রকে অধিকরণ কারক বলে।

অধিকরণ কারক চিহ্নিতকরণের সহজ সূত্র:

কর্তা / কর্ম (+) স্থান / সময়। যেমন: পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির (এ বাক্যে পাতায় পাতায় দ্বারা স্থান বুঝাচ্ছে আর শিশির হচ্ছে কর্ম যা স্থানের সাথে (+) অবস্থায় আছে)। এরূপ –

- ✓ ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখতে ভালোই লাগে।
- ✓ শহিদের রক্তে রঞ্জিত রাজপথই আমাদের ত্যাগের প্রমাণ।
- ✓ একলা রাধে জল ভরিতে যমুনাতে যায়।
- ✓ আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

স্থান থাকলেই কি সেটা অধিকরণ হয়? উত্তর: না; স্থান থাকলে সেটা অধিকরণও হতে পারে, সেটা অপাদানও হতে পারে এমনকি সেটা কর্ম কারকও হতে পারে। যেমন:

→ ট্রেন ঢাকা পৌঁছেছে। [অধিকরণ]
→ ট্রেন ঢাকা ত্যাগ করল। [অপাদান]
→ আমি কখনো ঢাকা দেখিনি। [কর্ম]

এখানে ১ম বাক্যে ট্রেনের (কর্তার) সাথে ঢাকার (স্থানের) সংযোজন সম্পর্ক, তাই অধিকরণ কারক।
২য় বাক্যে ট্রেনের (কর্তার) সাথে ঢাকার (স্থানের) বিয়োজন সম্পর্ক, তাই অপাদান কারক।
৩য় বাক্যের কর্তা 'আমি' যে প্রত্যক্ষভাবে 'ঢাকা' পদকে আশ্রয় করে 'দেখিনি' ক্রিয়া সম্পাদন করে; সুতরাং কর্মকারক।

২৪. অধিকরণ কারক কত প্রকার? = ৩ প্রকার (কালাধিকরণ, আধারাধিকরণ এবং ভাবাধিকরণ)।

২৫. কালাধিকরণ: কাল শব্দের অর্থ সময়। অর্থাৎ সময় সংক্রান্ত যে পদ দ্বারা অধিকরণ কারক বোঝানো হয় তাকে কালাধিকরণ কারক বলে। যেমন: প্রভাতে সূর্য ওঠে।

২৬. আধারাধিকরণ: আধার শব্দের অর্থ স্থান। অর্থাৎ স্থান সংক্রান্ত যে পদ দ্বারা অধিকরণ কারক বোঝানো হয় তাকে স্থানাধিকরণ কারক বলে। যেমন: ট্রেন স্টেশনে পৌঁছেছে।

২৭. ভাবাধিকরণ কারকে সর্বদা সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয় বলে একে ভাবে সপ্তমীও বলা হয়। যেমন: কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়; সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।

করণ ও ভাবাধিকরণের পার্থক্য

কোনো কিছু ঘটার পেছনে কোনো কারণ থাকলে সাধারণত তা করণ কারক হয়। তবে ওই বাক্য দ্বারা যদি চিরন্তন সত্য প্রকাশ পায় তাহলে তা ভাবাধিকরণ কারক হবে। যেমন:

- আলোয় অন্ধকার কাটে = করণে ৭মী।
- সূর্যালোয় অন্ধকার কাটে = অধিকরণে ৭মী।

আলোয় অন্ধকার কাটে – আপাতদৃষ্টিতে এটা চিরন্তন সত্য মনে হলেও ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে সব আলোয় অন্ধকার কাটে না। যেমন: জোনাকি পোকার গায়ে আলো আছে তবে তা দিয়ে অন্ধকার কাটে না। আবার রাতে আমরা অনেকেই ঘুমানোর পূর্বে ডিমলাইট জ্বালিয়ে ঘুমাই। এই ডিমলাইট জ্বালানো হয় কেন? আঁধার কাটার জন্য না কি আঁধার আঁধার ভাবটা রাখার জন্য? অবশ্যই দ্বিতীয়টি। তার মানে সব আলোয় আঁধার কাটে না। তাই এটি করণ কারক। তবে সূর্যোদয়ে সবসময়ই অন্ধকার দূরীভূত হয় – তাই এটি অধিকরণে ৭মী।

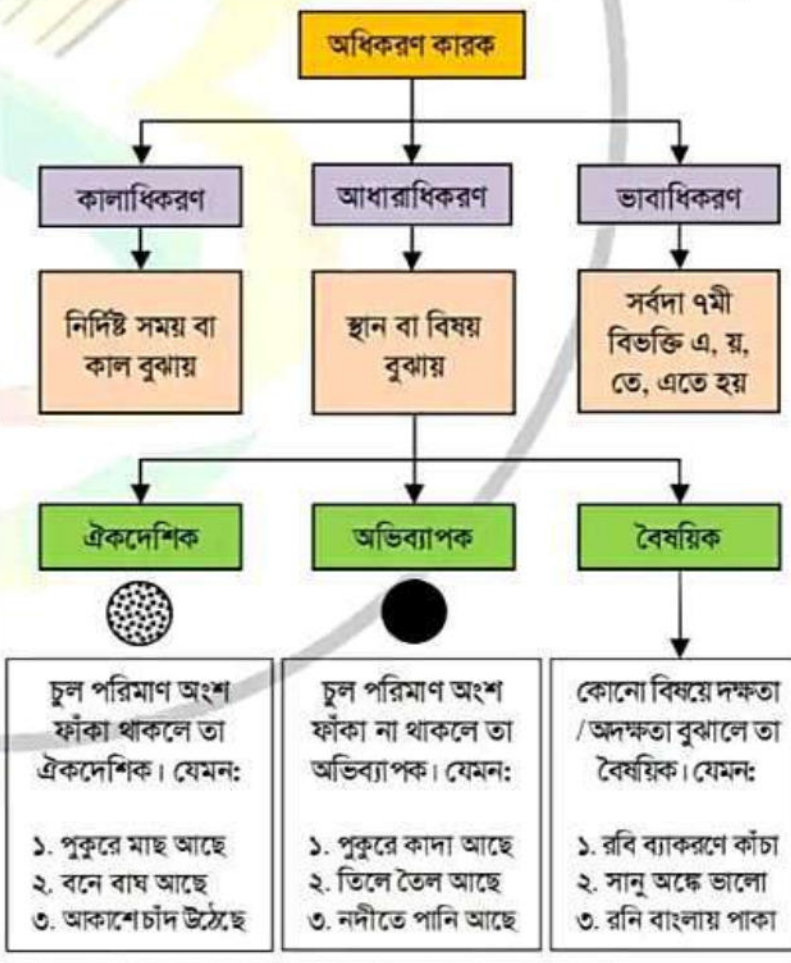

২৮. সামীপ্য অর্থে হয় = ঐকদেশিক আধারাধিকরণ। যেমন:
→ ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে (ঘাটের কাছে)।
→ রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা (দুয়ারের কাছে)।

কারক ও বিভক্তির ব্যবহার

অ

অর্থ অনর্থ ঘটায় = কর্তায় শূন্য, কর্মে শূন্য।
অর্থে অনর্থ ঘটে = করণে ৭মী, কর্তায় শূন্য ।
অর্থ সকল অনর্থের মূল = কর্তায় শূন্য, কর্মে ৬ষ্ঠী।
অতি বড়ো বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ = অধিকরণে ৭মী।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট = করণে ৭মী।
অহংকারে পতন ঘটে = করণে ৭মী।
অধ্যয়নে বিরত হতে নেই = অপাদানে ৭মী।
অন্ধজনে দেহ আলো = সম্প্রদানে ৭মী।
অন্নহীনে অন্ন দাও = সম্প্রদানে ৭মী।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে; তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে = অপাদানে শূন্য।
অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন = করণে ৬ষ্ঠী।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ = অধিকরণে ৭মী
অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর = করণে ৭মী, কর্মে শূন্য।
অবকাশে সে তো হাসে গোপনে = অধিকরণে ৭মী।
অরিন কলম দিয়ে লেখে = করণে ৩য়া।
অভিমানে কিবা আজি ত্যাজিল পরাণ = করণে ৭মী, কর্মে শূন্য।

আ

আকাশ আজি মেঘলা, যেয়ো নাকো একলা = কর্তায় শূন্য।
আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস = অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য।
আকাশের ওই মিটিমিটি তারার সনে কইব কথা = কর্মে ৬ষ্ঠী।
আগুনে পানি দাও = অধিকরণে ৭মী।
আগুনে সেক দাও = করণে ৭মী।
আচরণেই ইতর ভদ্র চেনা যায় = করণে ৭মী।
আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর = অধিকরণে ৬ষ্ঠী
আজি বসন্তে জল বসন্তে হইলাম আমি কাবু = অধিকরণে ৭মী, করণে ৭মী
আজকে নগদ, কালকে ধার = অধিকরণে ২য়া।
আজকে তোমায় দেখতে এলাম হৃদয় আলো ফাতেমা = অধিকরণে ২য়া
আত্মার সম্পর্কই হলো আত্মীয় = কর্মে শূন্য।
আলো চাই, অন্ন চাই, চাই মুক্ত বায়ু = কর্মে শূন্য।
আলোয় আঁধার কাটে = করণে ৭মী।
আমা দ্বারা একাজ হবে না সাধন = করণে ৩য়া।
আমি ঢাকা যাব = অধিকরণে শূন্য।
আমি কখনো ঢাকা দেখিনি = কর্মে শূন্য।
আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছি = অপাদানে ৫মী, অধিকরণে শূন্য।
আমি যেন কোনো এক বসন্তের রাতের জোনাকি = কর্তায় শূন্য, কর্মে শূন্য
আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে = অপাদানে ৭মী।
আমার যাওয়া হয়নি = কর্তায় ৬ষ্ঠী।
আমার খাওয়া হলো না = কর্তায় ৬ষ্ঠী।
আমার গানের মালা আমি করব কারে দান = সম্প্রদানে ৭মী।
আমার স্বপন আধো জাগরণ = কর্মে শূন্য।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে = করণে ৭মী।
আমার দেশের পথের ধুলা খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি = কর্তায় শূন্য, অপাদানে ৫মী।
আমার বাড়ি থেকে আযানের ধ্বনি শোনা যায় = অধিকরণে ৫মী।
আমার এ দুটি চোখ পাথর তো নয় = কর্মে শূন্য।
আমার স্মৃতিরে তোমার স্মৃতিতে স্মৃতি করে রেখো আঁকিতে আঁকিতে = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, কর্মে ২য়া, অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য, করণে ৭মী।
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, করণে ৭মী।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা = কর্মে ৪র্থী।
আমাদের একটি গল্প বলুন = কর্মে ৬ষ্ঠী।
আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয় = অধিকরণে ৭মী।
আমায় একটু আশ্রয় দিন = কর্মে ৭মী।

ই, উ

ইট পাথরের বাড়ি বড়ো শক্ত = করণে ৬ষ্ঠী।
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ = করণে শূন্য।
উর্ণনাভ শিল্পকর্মে শ্রেষ্ঠ কারুকার = কর্তায় শূন্য, কর্মে শূন্য।

এ, ঐ

এ কলমে / পেন্সিলে ভালো লেখা হয় = করণে ৭মী।
এ প্রার্থনা হতে পাপ দূর হবে না = করণে ৫মী।
এ বছর জমিতে ভালো ফসল হয়েছে = অধিকরণে শূন্য; ৭মী।
এ বয়সে ঢের দেখা দেখেছি = কর্মে শূন্য।
এ সময় তার দেখা মেলা ভার = অধিকরণে শূন্য।
এ সুতায় কাপড় হয় না = অপাদানে ৭মী।
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নাই = অপাদানে ৫মী।
এক ক্রোশ ঘুরিয়া তবে বাড়ি পৌঁছিলাম = কর্মে শূন্য।
এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা কাটা বুড়ি = অধিকরণে শূন্য।
একদা প্রভাতে ভানুর প্রভাতে ফুটিল কমলকলি = অধিকরণে ৭মী, করণে ৭মী
একদিন পাপের ফল ফলিবে = অধিকরণে শূন্য, সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, কর্তায় শূন্য
একবার চোখের দেখাও দেখলাম না = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, কর্মে শূন্য।
এত শঠতা, এত যে ব্যাথা তবু যেন তা মধুতে মাখা = করণে ৭মী।
এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে = করণে ৭মী।
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম = নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী / সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
এবারের সংগ্রাম, দেশ গড়ার সংগ্রাম = কর্মে শূন্য।
এমন অদ্ভুত জন্তু কেহ কখনো দেখে নাই = কর্মে শূন্য, কর্তায় শূন্য।
এমন চোরের মতো বাঁচা বাঁচতে চাই না = কর্মে শূন্য।
এমন যদি হতো, ইচ্ছে হলেই আমি হতাম প্রজাপতির মতো = কর্তায় শূন্য, অপাদানে ৬ষ্ঠী।
ওই দেখা যায় তাল গাছ, ওই আমাদের গাঁ = কর্মে শূন্য।

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

ক

কী সাহসে এমন কথা কহিতেছ? = করণে ৭মী।
কী সুখে এ কথা বলব? = করণে ৭মী।
কত ধানে কত চাল তা আমি জানি = অপাদানে ৭মী।
কথায় কথা বাড়ে = করণে ৭মী।
কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, কর্মে শূন্য।
কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে = কর্তায় শূন্য, সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলী লিখেছেন = সম্বোধনে শূন্য, কর্মে শূন্য।
করিলাম মন, শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ঘুরি = অধিকরণে শূন্য।
করিলাম মন, শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ঘুরি = অপাদানে শূন্য।
কর্মচারিকে বেতন দাও = কর্মে ৪র্থী
কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না = কর্মে শূন্য।
কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজি = অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য
কাথায় শীত মানে না = করণে ৭মী।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয় = অধিকরণে ৭মী।
কারার ওই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।
কাচের জিনিস অতি সহজে ভাঙে = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, কর্তায় শূন্য।
কাজে মন দাও = অধিকরণে ৭মী।
কাজের বেলা গোল করো না = অধিকরণে শূন্য।
কালির দাগ সহজে ওঠে না = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।
কলমের খোঁচা দিয়ো না = করণে ৬ষ্ঠী।
কি করি আজ ভেবে না পাই = অধিকরণে শূন্য।
কুটির শিল্পে বাংলাদেশ স্বনামধন্য = অধিকরণে ৭মী।
কুকর্মে বিরত হও = অপাদানে ৭মী।
কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা = অধিকরণে ৭মী।
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল = কর্তায় শূন্য।
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা = কর্তায় ৬ষ্ঠী।
কৃত্তিবাস রামায়ণের লেখক = কর্তায় শূন্য, কর্মে ৬ষ্ঠী।
ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ = অপাদানে ৫মী।

খ

খড়গে ছাগে কাটে = করণে ৭মী, কর্মে ৭মী।
খালি কথায় চিড়ে ভিজে না = করণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় = অধিকরণে ৬ষ্ঠী, কর্তায় শূন্য।
খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি = কর্মে শূন্য।
খিলি পান দিয়ে ওষুধ খাব = অধিকরণে ৩য়া।
খেজুর-রসে গুড় হয় = অপাদানে ৭মী।
খেদুবাবুর এদোপুকুর মাছে গেছে ভরে = অধিকরণে শূন্য, করণে ৭মী

গ

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
গত বিষয়ের জন্য শোক করিও না = কর্মে শূন্য।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল = অধিকরণে ৭মী।
গাছে তক্তা হয় = অপাদানে ৭মী।
গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে = অপাদানে শূন্য।
গানে গানে মন ভরেছে = করণে ৭মী।
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল = কর্তায় ৭মী।
গৃহহীনে গৃহ দিলে, আমি থাকি ঘরে = সম্প্রদানে ৭মী।
গুণহীন চিরদিন থাকে পরাধীন = কর্তায় শূন্য।
গুণহীনে ত্যাগ কর = কর্মে ৭মী।
গুণ্ডারা পথিকের মাথায় লাঠি মেরেছে = কর্তায় শূন্য, অধিকরণে ৭মী; করণে শূন্য।
গুরুজনে কর নতি = সম্প্রদানে ৭মী।
শিক্ষকে কর নতি = সম্প্রদানে ৭মী।

ঘ

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
ঘোড়াকে চাবুক মার = করণে শূন্য।
ঘোড়ায় গাড়ি টানে = কর্তায় ৭মী।
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।

চ

চণ্ডীদাসে কয়, শুন পরিচয় = কর্তায় ৭মী।
চরকার ঘড়ঘড়, পড়শীর ঘর ঘর = অপাদানে ৬ষ্ঠী, অধিকরণে শূন্য।
চাকরির জন্য মক্কা গেলাম = কর্মে ৪র্থী।
চাহি না করিতে আমি বাদ-প্রতিবাদ = কর্মে শূন্য।
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির = কর্তায় শূন্য ।
চেষ্টায় সব হয় = করণে ৭মী।
চোখ হতে পানি পড়ে = অপাদানে ৫মী।
চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি = কর্তায় ৭মী।

ছ

ছবিটা তুলি রঙে আঁকা = করণে ৭মী।
ছাগলে কি না খায় = কর্তায় ৭মী।
ছাদ থেকে নদী দেখা যায় = অধিকরণে ৫মী।
ছাদ থেকে পানি পড়ে = অপাদানে ৫মী।
ছাদে পানি পড়ে = অপাদানে ৭মী।
ছাদে বৃষ্টি পড়ে = অধিকরণে ৭মী।
ছায়ায় বস = অধিকরণে ৭মী।
ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী = অধিকরণে শূন্য।
ছেলেরা ছাদ থেকে ঘুড়ি উড়ায় = অধিকরণে ৫মী।
ছেলেরা বল খেলিতেছে = করণে শূন্য।
ছেলেরা পাশা খেলিতেছে = করণে শূন্য।
ছেলেরা তাস খেলিতেছে = করণে শূন্য।
ছেলেটি পীড়ায় দুর্বল হয়েছে = করণে ৭মী।

জ

জগতে কীর্তিমান হও সাধনায় = অধিকরণে ৭মী, করণে ৭মী।
জটাতে তাপস চিনি = করণে ৭মী।
জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী = অপাদানে শূন্য।
জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো = কর্তায় শূন্য।
জলে বাষ্প হয় = অপাদানে ৭মী।
জলে কুমির থাকে = অধিকরণে ৭মী।
জমিতে ফসল ফলে / আছে = অধিকরণে ৭মী।
জমিতে ফসল মিলে / হয় / পাই = অপাদানে ৭মী।
জামিলের না গেলেই নয় = কর্তায় ৬ষ্ঠী।
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায় = করণে ৭মী।
জিজ্ঞাসিব জনে জনে = কর্মে ৭মী।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর = সম্প্রদানে ৭মী।
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি = করণে ৭মী।
জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয় = করণে ৭মী।

ঝ

ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো = কর্মে ২য়া।
ঝিনুকে মুক্তা মেলে = অপাদানে ৭মী।
সব ঝিনুকে মুক্তা মেলে না = অপাদানে ৭মী।
ঝিনুকে মুক্তা আছে = অধিকরণে ৭মী।

ট, ঠ

টাকায় টাকা আনে = কর্তায় ৭মী, কর্মে শূন্য।
টাকায় টাকা হয় = অপাদানে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
টাকা থেকে টাকা হয় = অপাদানে ৫মী, কর্তায় শূন্য।
টাকায় কী না হয়? = করণে ৭মী।
টাকায় সব হয় = করণে ৭মী।
টাকায় বাঘের দুধ মেলে = করণে ৭মী।
টাকার লোভ ভালো নয় = কর্মে ৬ষ্ঠী।
টানে এক আঁকে বক = করণে ৭মী।
ট্রেন ঢাকা ছাড়ল = অপাদানে শূন্য।
ট্রেন ঢাকা পৌঁছল = অধিকরণে শূন্য।
ট্রেন অনেক আরামদায়ক যানবাহন = কর্তায় শূন্য।

ড, ঢ

ডাক্তার ডাক = কর্মে শূন্য।
ডাক্তার মুমূর্ষুকে বাঁচাইয়া তুলিলেন = কর্তায় শূন্য, কর্মে ২য়া।
ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে = অধিকরণে ৭মী; করণে শূন্য।
ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অনেক দূর = অপাদানে ৫মী, অধিকরণে শূন্য।
ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অনেক কাছে = অপাদানে ৫মী, অধিকরণে শূন্য।
ঢাকা ও চট্টগ্রাম পাশাপাশি = অধিকরণে শূন্য, অধিকরণে শূন্য।

ত, থ

তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল = কর্তায় শূন্য।
তরুতলে বসি পান্থ শ্রান্তি করে দূর = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
তর্কে বিরত হও = অপাদানে ৭মী।
তাকে হাতে না মারলেও ভাতে মারব = করণে ৭মী।
তার চোখ দিয়ে জল পড়ে = অপাদানে ৩য়া।
তার হাসিতে মুক্তা ঝরে = অপাদানে ৭মী।
তাহা হইতে সুখের আশা কম = কর্তায় শূন্য।
তাহাকে কি তোমার মনে পড়ে = কর্মে ২য়া।
তাম্বুল রাতুল হইলো অধর পরশে = কর্তায় শূন্য, করণে শূন্য।
তাপে বরফ গলিত হয় = করণে ৭মী।
তারা তীর্থে যাত্রা শুরু করল = সম্প্রদানে ৭মী।
তাস খেলে পড়া নষ্ট করো না = করণে শূন্য, কর্মে শূন্য।
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে = ব্যাপ্তার্থে শূন্য / অধিকরণে শূন্য, করণে ৭মী।
তিলে তৈল হয় = অপাদানে ৭মী।
তিলে তৈল আছে = অধিকরণে ৭মী।
ত্যাগে তিনি নিরহংকার = অধিকরণে ৭মী।
তুমি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় = অপাদানে ৫মী।
তোমার দেখা পেলাম না = কর্মে ৬ষ্ঠী।
তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শক্তি = সম্প্রদানে ৪র্থী
তোমার পূজার ছলে তোমায়ই ভুলে থাকি = সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
তোমার পুণ্যেতে, মাতা তরিব বিপদে = করণে ৭মী, সম্বোধনে শূন্য, অপাদানে ৭মী।
তোমার মহিমা যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা = করণে ৭মী।
তোমারে সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয় = সম্প্রদানে ৪র্থী।
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে = সম্প্রদানে ৭মী।
তোমায় দেখলেও পাপ = কর্মে ৭মী।
তুমি সন্ধ্যাকাশের তারার মতো = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, অপাদানে ৬ষ্ঠী।
থানায় এজাহার দাও = অধিকরণে ৭মী।

দ

দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করে = কর্তায় শূন্য, কর্মে ২য়া।
দরিদ্রকে ধন দাও = সম্প্রদানে ৪র্থী।
দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ = কর্তায় ৭মী।
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা = অধিকরণে ৭মী।
দিনে (দুঃখীকে) দয়া কর = সম্প্রদানে ৭মী।
দুই দণ্ডে চলে যায় দুই দিনের পথ = করণে ৭মী।
দুধে ছানা / দধি / ঘি হয় = অপাদানে ৭মী।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক = অধিকরণে ৭মী।
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে = কর্মে ২য়া।
দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে = সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে = অপাদানে ৫মী।
দেশের জন্য প্রাণ দিতেও রাজি আছি = সম্প্রদানে ৪র্থী।

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? = করণে শূন্য, অধিকরণে ৭মী।
দুঃখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কীসের = করণে ৭মী, কর্মে শূন্য।
দুঃখের বেশে এসেছ বলিয়া তোমারে নাহি ডরিব হে = করণে ৭মী।

ধ

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এ বসুন্ধরা = করণে ৭মী।
ধর্ম হতে বিচলিত হইও না = অপাদানে ৫মী।
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, কর্তায় শূন্য, করণে ৭মী।
ধানেতে তৈরি হয় চিড়ে, মুড়ি, খৈ = অপাদানে ৭মী। / করণ
ধোপাকে কাপড় দাও = কর্মে ২য়া।
ধৈর্য ধর, বাঁধ বুক = কর্মে শূন্য।

ন

নদীতে এখন জোয়ার আসিবে = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন = করণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে = সম্প্রদানে ৭মী।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রলয়ে পশিল দন্তী = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য
নিজ গৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে? = কর্তায় শূন্য, কর্মে ৭মী।
নিজের চেষ্টায় বড়ো হও = করণে ৭মী।
নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান = অধিকরণে ৭মী।
নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো = কর্মে ২য়া।
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি = অধিকরণে ৭মী।
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে = কর্মে ৭মী।
নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা = করণে শূন্য।
নৃপরের যাওয়া হয় নি = কর্তায় ৬ষ্ঠী।
নৌকাতে নদী পার হওয়া যায় = করণে ৭মী।

প

পরাজয়ে ডরে না বীর = অপাদানে ৭মী।
পরীক্ষা আসিল, তাই চোখে জল ঝরে = কর্তায় শূন্য, অপাদানে ৭মী।
পরের মুখে শেখা বুলি = অপাদানে ৭মী।
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা = সম্প্রদানে ৭মী।
পড়ায় মন দাও = অধিকরণে ৭মী।
পড়ায় বিরত হয়ো না = অপাদানে ৭মী।
পাইলটে কালি ধরে বেশি = অধিকরণে ৭মী।
পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল = কর্তায় শূন্য, কর্তায় শূন্য।
পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় = কর্তায় ৭মী।
পাছে লোকে কিছু বলে = কর্তায় ৭মী।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির = অধিকরণে ৭মী।
পাপ থেকে পুণ্য পৃথক = অপাদানে ৫মী, কর্তায় শূন্য।
পাপীকে ধিক = কর্মে ২য়া।
পাপী পশুর অধম = অপাদানে ৬ষ্ঠী।
পাপে বিরত হও = অপাদানে ৭মী।
পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার = কর্মে শূন্য।
পাহাড় থেকে সমুদ্র দেখা যায় = অধিকরণে ৫মী, কর্মে শূন্য।
পুত্র হতে পিতৃসুখ আর হবে না = করণে ৫মী, কর্তায় শূন্য।
পুলিশে খবর দাও = কর্মে ৫মী।
পেলে দুই বিঘে, প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে সমান হইবে টানা = করণে ৭মী।
প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে = কর্তায় ৭মী।
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ = অধিকরণে ৭মী।
প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা দাও = কর্মে ৭মী।
প্রাণপ্রিয় তুমি মোর = কর্মে শূন্য।
প্রাণপণে চেষ্টা কর = কর্মে শূন্য।
প্রাসাদ হইতে তাকে ডাকিলাম = অধিকরণে ৫মী।
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দেই দেবতারে = কর্মে ৭মী, সম্প্রদানে ৭মী।

ফ

ফলে না বৃক্ষে বৃথা সুমধুর ফল = অধিকরণে ৭মী।
ফেরদৌসি কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে = কর্তায় ৩য়া।
ফলদল দিয়া কাটিলা কী বিধাতা শাল্মিলী তরুবরে = করণে ৩য়া, কর্মে ৭মী
ফলে ফলে ঘর ভরেছে = করণে ৭মী।
ফুটেছে বাগানে আজ সহস্র গোলাপ = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।

ব, ভ

বক্তার মুখে যেন খৈ ফুটল = অপাদানে ৭মী।
বগুড়ার চিনিপাতা দই খেতে সুস্বাদু = করণে শূন্য।
বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে = অধিকরণে ৭মী।
বসন্তে কোকিল ডাকে = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।
বড়ো দুঃখে আপনার শরণ লইয়াছি = করণে ৭মী।
বড়ো হও নিজ প্রচেষ্টায় = করণে ৭মী।
বাংলায় মন দাও = অধিকরণে ৭মী।
বাঘকে ভয় পায় না কে = অপাদানে ২য়া।
বাঘে-মহিষে লড়াই বাঁধিয়াছে = কর্তায় ৭মী।
বাতাস মন্দ মন্দ বহিতেছে = কর্মে শূন্য।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর = কর্তায় শূন্য।
বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে = কর্তায় ৭মী।
বাবাকে বড্ড ভয় পাই = অপাদানে ২য়া।
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায় = অধিকরণে ৫মী।
বিনা জ্বালে ভাত হয় না = করণে ৭মী।
বিপদে মোরে রক্ষা কর = অপাদানে ৭মী।
বিপদে সে উতলা হয়েছে = অধিকরণে ৭মী।
বিপদে যেন করিতে পারি জয় = কর্মে ৭মী।
বিপদে আমি না যেন করি ভয় = অপাদানে ৭মী।
বিপদে অধীর হইও না = অধিকরণে ৭মী।
বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছে ভালোবেসে = কর্তায় ৭মী।

বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছি ভালোবেসে = কর্মে ৭মী।
বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছ ভালোবেসে = কর্তায় ৭মী।
বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর = কর্মে শূন্য।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে? = কর্তায় ৭মী।
বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয় = করণে ৭মী।
বৃথা গঞ্জি দশাননে = কর্মে ৭মী।
বেলা যে পড়ে এলো, জলকে চল = নিমিত্তার্থে ৪র্থী / সম্প্রদানে ৪র্থী।
বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না = অপাদানে শূন্য, অধিকরণে ৭মী।
ব্যাপারটি তিন দিনে মিটিয়া গেল = অধিকরণে ৭মী।
ব্যবহারেই বংশের পরিচয় = করণে ৭মী।
ব্যায়ামে শরীর ভালো থাকে = করণে ৭মী।
ভিক্ষুক দাঁড়ায়ে দুয়ারে, ভিক্ষা দাও তারে = কর্তায় শূন্য।
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও = সম্প্রদানে ৪র্থী।
ভোরের সূর্যে হৃদয়চিত্ত হয়েছে উচ্ছ্বসিত = করণে ৭মী, কর্তায় শূন্য।

ম

মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন = করণে ৩য়া।
মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন = অপাদানে শূন্য।
মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠের দুপুরে পাঠশালা আগমন = অধিকরণে শূন্য।
মনেতে আগুন জ্বলে চোখে যেন জ্বলেনা = অধিকরণে ৭মী।
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি; আর হাতে রণতূর্য = সম্বন্ধে শূন্য, অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য।
মশা মারতে কামান দাগা = কর্মে শূন্য।
মসজিদে চাঁদা দাও = সম্প্রদানে ৭মী।
মাকে মনে পড়ে = কর্মে ২য়া।
মানুষ তো মানুষের জন্য = কর্তায় শূন্য, সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক = কর্তায় শূন্য।
মানুষের মাঝে স্বর্গ, নরক; মানুষেতে সুরাসুর = অধিকরণে ৬ষ্ঠী, ৭মী।
মানুষকে মানুষ হতে হয় = কর্তায় ২য়া, কর্মে শূন্য।
মিথ্যারে করো না উপাসনা = কর্মে ২য়া।
মীনাক্ষী হাসিবের চেয়ে ভালো গান গায় = কর্তায় শূন্য, অপাদানে ৫মী।
হাসিবের চেয়ে মীনাক্ষী ভালো গান গায় = অপাদানে ৫মী, কর্তায় শূন্য।
মেঘে বৃষ্টি হয় = অপাদানে ৭মী।
সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না = অপাদানে ৭মী।
মেঘে বৃষ্টি আছে = অধিকরণে ৭মী।

য

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয় = অপাদানে ৬ষ্ঠী।
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে = অধিকরণে ৭মী।
যদিও বা করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ = কর্মে শূন্য।

র

রতনে রতন চেনে = কর্তায় ৭মী, কর্মে শূন্য।
রবিবার থেকে পরীক্ষা শুরু = অপাদানে ৫মী।
রহিমকে যেতে হবে = কর্তায় ২য়া।
রহিমকে যেতে দাও = কর্মে ২য়া।
রাক্ষসে বধিবে ভীম তোমার প্রসাদে = কর্মে ৭মী, করণে ৭মী।
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে = কর্তায় শূন্য।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি = কর্তায় শূন্য।
রানির দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই = কর্মে ৬ষ্ঠী।
রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে ঢাকায় আছি = অধিকরণে ৭মী।
রেখো মা দাসেরে মনে = কর্মে ২য়া।

ল

লক্ষ্মী ছাড়া শিমুল গাছটির বড়ো বাড় বেড়েছে = কর্তায় ৬ষ্ঠী।
লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয় = করণে ৩য়া।
লোকটি কানে খাটো = করণে ৭মী।
লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব = করণে ৭মী।
লোকমুখে একথা শোনা যায় = অপাদানে ৭মী।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু = অপাদানে ৭মী; করণে ৭মী।

শ

শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল = করণে ৭মী।
শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না = করণে ৩য়া।
শিকারি বেড়াল গোঁফে চেনা যায় = করণে ৭মী।
শিক্ষক ছাত্রটিকে বেত মারিলেন = করণে শূন্য।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে = অধিকরণে ৭মী।
শুক্তি থেকে মুক্তা মেলে = অপাদানে ৫মী।
শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই = কর্তায় শূন্য।
শুধু বৈকুণ্ঠের তরে নহে বৈষ্ণবের গান = সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
শুধু গান গেয়ে পরিচয় = কর্মে শূন্য।
শুধু গান গেয়ে পরিচয় = করণে ৭মী।
শুভ সাদিয়াদের বাড়ি খেয়ে এসেছে = অপাদানে শূন্য।
শ্রম বিনা ধনলাভ হয় না = করণে শূন্য।
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান, অন্যে কভু নয় = কর্তায় শূন্য।

স

সৎপাত্রে কন্যা দাও = সম্প্রদানে ৭মী।
সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর = সম্প্রদানে ৭মী।
সকলকে একদিন মরতে হবে = কর্তায় ২য়া।
সকলের তরে সকলে আমরা = সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
সন্ন্যাসীকে চাঁদা দাও = কর্মে ৪র্থী।
সন্ন্যাসী গাঁয়ে লাগিতে চরণ থামিল বাসবদত্তা = অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য
সব সাধকের বড়ো সাধক আমার দেশের চাষা = অপাদানে ৬ষ্ঠী, কর্তায় শূন্য।
সবুরে মেওয়া ফলে = করণে ৭মী।
সময়ে সবই হয় = করণে ৭মী।

সমিতিতে চাঁদা দাও = সম্প্রদানে ৭মী।
সমবায় সমিতিতে চাঁদা দাও = কর্মে ৭মী।
সরোবরে পদ্ম ফোটে = অধিকরণে ৭মী।
সর্বভূতে ধন দাও = সম্প্রদানে ৭মী।
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয় = সম্প্রদানে ৭মী।
সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা = অধিকরণে শূন্য, কর্তায় শূন্য।
সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা? = অধিকরণে ৭মী।
সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে = অধিকরণে ৭মী।
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে = করণে ৭মী, কর্তায় ৭মী
সাগরের গভীরে আছে এক বিচিত্র রাজ্য = অধিকরণে ৭মী।
সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় = করণে ৭মী।
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।
সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে = অধিকরণে শূন্য।
স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে পারে = কর্তায় শূন্য।
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু = নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী / সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে = কর্তায় শূন্য।
সুরমা তোমার কাজল বুকের পলিতে গলিত হেম = সম্বোধনে শূন্য।
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় = অধিকরণে ৭মী।
সূর্যতাপে জলে বাষ্প হয় = করণে ৭মী।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও = কর্মে ২য়া।
সৈন্যদল যুদ্ধে যাইতেছে = সম্প্রদানে ৭মী।
সৈন্যদল যুদ্ধে অপরাজেয় = অধিকরণে ৭মী।
সোজা পথে চল = করণে ৭মী।
সোনা গলাইয়া গহনা করা হয় = কর্মে শূন্য।
স্রোতে নৌকাটি উলটাইয়া দিলো = কর্তায় ৭মী।
স্রোতে নৌকাটি উলটাইয়া গেল = করণে ৭মী।
সৌন্দর্যে কার না রুচি আসে = অধিকরণে ৭মী।

হ

হজের জন্য মক্কা গেলাম = সম্প্রদানে ৪র্থী।
হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে = করণে শূন্য, অধিকরণে ৭মী।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে = অধিকরণে ২য়া।
হালে যেমন তেমন, মইয়ে তুফান = অধিকরণে ৭মী।
হে প্রাণপ্রিয়, তুমি কি শুনিতে পাও = সম্বোধনে শূন্য।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে = সম্বোধনে শূন্য, অধিকরণে ৭মী।
হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন = সম্বোধনে শূন্য, অধিকরণে ৭মী।
হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান = সম্বোধনে শূন্য।

সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ

২৯. সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না কেন? = ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ পদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে। যেমন: মতিনের ভাই বাড়ি যাবে। এখানে মতিনের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক আছে কিন্তু "যাবে" ক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এরূপ– পূর্ণিমার ওই গোলাকার চাঁদ দেখলেই নয়ন জুড়ায়।

৩০. সম্বন্ধপদে সাধারণত যুক্ত থাকে = ৬ষ্ঠী বিভক্তি (র / এর)।

৩১. সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত থাকে? = কার / কের বিভক্তি। যেমন:

আজি + কার = আজিকার > আজকের (কাগজ)
পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)
কালি + কার = কালিকার > কালকের (ছেলে)

[তবে 'কাল' শব্দের পরে শুধু 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়।
যেমন: কাল + এর = কালের]

৩২. সম্বোধন শব্দটির অর্থ = আহ্বান।

৩৩. সম্বোধন পদ কাকে বলে? = যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন:

- ওহে মাঝি, আমারে কর পার।
- ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ পদ

সম্বন্ধ	উদাহরণ
অধিকার	রাজার রাজ্য, প্রজার জমি
কার্যকরণ	অগ্নির উত্তাপ, রোগের কষ্ট
ভগ্নাংশ	একের তিন, সাতের পাঁচ
গুণ	মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা
ব্যাপ্তি	রোজার ছুটি, গ্রীষ্মের আকাশ
অংশ	হাতির দাঁত, মাথার চুল
আধার-আধেয়	বাটির দুধ, শিশির ওষুধ
উপমান-উপমেয়	ননীর পুতুল, লোহার শরীর
বিশেষণ	সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য
জন্য-জনক	গাছের ফল, পুকুরের মাছ
হেতু	ধনের অহংকার, রূপের দেমাক
নির্ধারণ	সবার সেরা, সবার ছোটো
উপাদান	রূপার থালা, সোনার বাটি
ক্রম	পাঁচের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর
ব্যবসায়	পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারী
কৃতি	নজরুলের অগ্নিবীণা, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী
অভেদ	জ্ঞানের আলো, দুঃখের দহন

গুরুত্বপূর্ণ কারকের বিশ্লেষণ

১. *"নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তা চলেছি একা" - 'রাস্তা' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: বাক্যটি ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যায় 'রাস্তা' একটি স্থান সুতরাং অনেকেই এটাকে অধিকরণ কারক বলে মনে করতে পারে। কিন্তু তা ভুল হবে। এই বাক্যের ক্রিয়া 'চলেছি' অর্থাৎ কর্তা চলমান। বাক্যের কর্তা 'রাস্তা' দ্বারা বা রাস্তা ব্যবহার করে তার গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে 'রাস্তা' কর্তার গন্তব্যস্থলে যাওয়ার একটি উপায় বা মাধ্যম। তাই এই বাক্যের 'রাস্তা' করণ কারক হবে।

আবার অনেক সময় বলা হয়, "নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তায় চলেছি একা" অর্থাৎ 'রাস্তা' পদটির সাথে ৭মী বিভক্তি 'য়' যোগ করে প্রশ্ন করা হয়। সেক্ষেত্রে অনেকেই এই 'রাস্তায়' পদটিকে একটি নির্দিষ্ট স্থান হিসেবে চিন্তা করে 'অধিকরণ' কারক বলে মনে করতে পারে। কিন্তু এটিও ভুল। এটিও করণ কারক হবে। পার্থক্য হচ্ছে এটি করণে ৭মী বিভক্তি আর আগেরটি করণে শূন্য। মনে রাখতে হবে, বিভক্তির জন্য কখনো কারক পরিবর্তন হয় না। কারক পরিবর্তন হয় ক্রিয়াপদের ওপর ভিত্তি করে।

২. *বগুড়ার চিনিপাতা দই খেতে অনেক সুস্বাদু। - এবাক্যে 'চিনিপাতা' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: অনেক বইতেই এর উত্তর দেখেছি অপাদান কারক দেওয়া আছে। যে সকল লেখক এটা অপাদান দিয়েছেন, বোধহয় তারা এরূপ চিন্তা করেছেন যে 'চিনিপাতা' থেকে দই উৎপন্ন হয়েছে বিধায় এটি অপাদান কারক। এবার লক্ষ করেন, চিনির তো কোনো পাতাই হয় না। চিনি তো হয় আখের রস থেকে। তাহলে 'চিনিপাতা' থেকে দই কীভাবে হয়?

আমাদের সকলের প্রথমত জানা উচিত দই কীভাবে তৈরি করা হয়? দুধ, চিনির মিশ্রণকে ঘনীভূত করে মাটির পাত্রে পেতে রাখা হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এই বাক্যে 'চিনিপাতা' বলতে চিনি মিশ্রিত দইকে বুঝাচ্ছে যা পেতে রেখে তৈরি করা হয়। তাহলে 'চিনিপাতা' দই মানে কী দাড়ালো? এটা হচ্ছে চিনি দিয়ে পাতা দই। এখানে চিনি দইয়ের উপকরণমাত্র। তাই অবশ্যই এটি করণ কারক হবে।

৩. *গুরুজনে করো নতি। - এবাক্যে 'গুরুজনে' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: অনেক বইতেই এর উত্তর দেখেছি কর্ম। একটু চিন্তা করুন, গুরুজনকে যখন সম্মান, শ্রদ্ধা করা হয় তখন তা নিঃস্বার্থভাবেই করা হয়। আমরা যখন কাউকে সালাম দেই তারপর কি তার নিকট থেকে সালামের উত্তরের জন্য বসে থাকি? না, অনেকেই উত্তর দেয়, অনেকেই দেয় না। কিন্তু আমরা যখন সালাম দেই তখন আমাদের জায়গা থেকে নিঃস্বার্থভাবে সম্মান প্রদর্শনের জন্যই দেই। তাই এটা অবশ্যই সম্প্রদান হবে। তবে অপশনে সম্প্রদান না থাকলে কর্ম দাগানো যেতে পারে।

৪. *বেলা যে পড়ে এলো, জলকে চল। - এবাক্যে নিম্নরেখ পদটি কোন কারকের উদাহরণ?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসী কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত পঙক্তি এটি। এখানে মূলত "বেলা যে পড়ে এলো" বলতে বেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে বুঝাচ্ছে। আর "জলকে চল" বলতে জল আনার জন্য চল বুঝাচ্ছে অর্থাৎ নিমিত্তার্থে ৪র্থী। তবে অনেক সময় অপশনে নিমিত্তার্থ থাকে না সেক্ষেত্রে সম্প্রদানে ৪র্থী হবে। মনে রাখতে হবে কোনো উদ্দেশ্য সম্পাদনের কথা বুঝালে সেই উদ্দেশ্য সবসময় সম্প্রদান কারক হয়। যেমন:

→ চলো নামাজে যাই। (নামাজে - সম্প্রদানে ৭মী)

→ সৈন্যদল যুদ্ধে যাইতেছে। (যুদ্ধে - সম্প্রদানে ৭মী)

৫. *"প্রচলিত আইনেই এই অপরাধের যোগ্য শাস্তির বিধান সম্ভব" - এবাক্যে 'আইনেই' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: চিন্তা করেন এই বাক্যের ক্রিয়া কী? ক্রিয়া হচ্ছে 'সম্ভব হয়' (উহ্য)। তাহলে এবার কারকের নিয়ম অনুসরণ করেন অর্থাৎ 'সম্ভব হয়' ক্রিয়ার সাথে 'আইনেই' পদের সম্পর্ক কী তা ভাবেন। হ্যাঁ, আইনের দ্বারাই শাস্তির সম্ভব হয়। সুতরাং 'আইনেই' অবশ্যই করণ কারক।

৬. *"উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ" - এবাক্যে 'উদ্যম' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: মনোরথ বিসর্গ সন্ধিঘটিত (মনঃ + রথ) শব্দ। এর অর্থ মনের আশা। প্রথমে আমরা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থগুলো একটু জেনে নেই। 'উদ্যম' অর্থ চেষ্টা, 'বিহনে' অর্থ ছাড়া। তাহলে চিন্তা করুন, বাক্যে বলা হয়েছে - উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ। অর্থাৎ চেষ্টা ছাড়া কার মনের আশা পূরণ হয়? তার মানে উদ্যম (চেষ্টা) হচ্ছে মনোরথ (মনের আশা) পূরণ করার একটা মাধ্যম। আর আমরা জানি মাধ্যম বুঝালে তা অবশ্যই করণ কারক হয়। তবে অপশনে যদি করণ কারক না থাকে তাহলে মনের ইচ্ছা পূরণের উৎস হিসেবে তখন অপাদান দাগাতে হবে। এরূপ আরেকটি বাক্য - সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়। এখানে সিদ্ধি লাভ করার উপায় হিসেবে সাধনাকে বোঝানো হয়েছে বলে তা করণ কারক হবে।

৭. *ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল। - এবাক্যে নিম্নরেখ পদটি কোন কারকের উদাহরণ?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এটা বেশিরভাগ বইতেই উত্তর ভুল দেখেছি। অনেকেই 'ঘোড়ায়' পদটিকে মাধ্যম হিসেবে চিন্তা করে করণ কারক বলে থাকেন।

"ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল,
কিছু দূর গিয়া মর্দ রওনা হইল।
ছয় মাসের পথ মর্দ ছয় দিনে গেল!"

এটি একটি বহুল প্রচলিত কবিতা। মধ্যযুগে লিখিত কবিতাটির বিষয়বস্তুকে অনেকেই সাংঘর্ষিক মনে করেন। তাদের যুক্তি, ঘোড়ায় চড়ে মর্দ কীভাবে হেঁটে চলল। এর ব্যাখ্যাটা হচ্ছে বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বা নির্দেশিত স্থানে যাত্রার পূর্বে ঘোড়াশালে গিয়ে প্রথমে নিজের ঘোড়াকে প্রয়োজনীয় সজ্জা বা সমরাস্ত্রে সজ্জিত করে নিত। তারপর ঘোড়ায় চড়ে পরীক্ষা করে নিত, কোনো শারীরিক বা অন্য কোনো অসুবিধা আছে কি না। যদি ঘোড়ার কোনো অসুবিধা না থাকত তাহলে মর্দ ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটেই সেনাপতির পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করত। সেনাপতির নির্দেশ পাওয়ার পর ঘোড়ায় চড়ে বসত এবং আর একবার মহড়া করে গন্তব্যস্থানের দিকে রওয়ানা দিত। এভাবে পর্যবেক্ষণ করে রওয়ানা দিলে পথিমধ্যে ঘোড়ার গতির কোনো অসুবিধা হতো না।

যাই হোক, এবার কারকে আসা যাক। এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় তা হচ্ছে এবাক্যে ক্রিয়া কিন্তু দুইটি। একটি হচ্ছে চড়িয়া (অসমাপিকা ক্রিয়া) অপরটি হচ্ছে চলিল (সমাপিকা ক্রিয়া)। এখানে সমাপিকা বা অসমাপিকাটা আসলে কোনো ফ্যাক্ট না। এই দুইটা যে ক্রিয়া শুধু এটা বোঝানোর জন্যই সমাপিকা আর অসমাপিকার উল্লেখ করেছি। এবার যে বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মাথায় রাখতে হবে তা হচ্ছে কারক কাকে বলে? বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে কারক বলে। এখন প্রশ্নোক্ত বাক্যে 'ঘোড়ায়' পদের সাথে 'চলিল' ক্রিয়াপদের সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রয়েছে 'চড়িয়া' ক্রিয়াপদের। তাহলে ঘোড়ার ওপরে চড়িয়া মর্দ (মানুষ) বসিল। অর্থাৎ ঘোড়ার সাথে মর্দের সম্পর্কটা সংযোজন (+) বুঝাচ্ছে যা অধিকরণ এর বৈশিষ্ট্য। অধিকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ করবেন কর্তা বা কর্মের সাথে সময় বা স্থানের সংযোজন (+) সম্পর্ক বোঝায়। যেমন:

- পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। [এখানে শিশির পাতার সাথে সংযোজিত (+) অবস্থায় আছে]
- আমার বাড়ি থেকে আজানের ধ্বনি শোনা যায়। [লক্ষ করুন, আজানের ধ্বনি শোনার জন্য আমাকে আমার বাসা থেকে বাইরে যেতে হয় না। আমি বাড়ি থেকেই আজানের ধ্বনি শুনতে পাই। বাড়ির সাথে আমার সম্পর্কটা সংযোজিত (+) অবস্থায় আছে]

৮. *"সন্ন্যাসী গাঁয়ে লাগিতে চরণ থামিল বাসবদত্তা" - এবাক্যে নিম্নরেখ পদদুটির কারক নির্দেশ করো।*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: বাক্যটিতে সন্ন্যাসী গাঁ বলতে পবিত্র স্থানকে বোঝানো হয়েছে। তো সেই পবিত্র স্থানে নিজের চরণ (পা) লাগিয়ে প্রশান্তি অনুভব করার জন্য বাসবদত্তা থামলেন। তাহলে বাসবদত্তা থামার কাজটি করেছেন বিধায় তিনি কর্তা আর সন্ন্যাসী গাঁ বলতে যেহেতু স্থান বোঝানো হয়েছে এবং সেই স্থানের সাথে কর্তার (বাসবদত্তার) সংযোজন (+) সম্পর্ক বোঝাচ্ছে সুতরাং সন্ন্যাসী গাঁ হচ্ছে অধিকরণ।

৯. *"আয়ু যেন পদ্মপাতার নীর" - এবাক্যে 'পদ্মপাতা' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: প্রথমেই চিন্তা করুন এই বাক্যের ক্রিয়া কী? উত্তর: ক্রিয়া হচ্ছে 'হয়' যা উহ্য আছে। তাহলে এই 'হয়' ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে কে? উত্তর: আয়ু। তার মানে আয়ু এ বাক্যের কর্তা। এবার ভাবুন আয়ুর সাথে পদ্মপাতার নীরের সম্পর্ক কী? এখানে আয়ুর সাথে পদ্মপাতার নীরের (পানি) তুলনা করা বোঝানো হয়েছে। মনে রাখবেন, তুলনা বুঝালে - যার সাথে তুলনা করা হয় সে অপাদান। যেমন: মীনা রাজুর চেয়ে ভালো গান গায় – এবাক্যে মীনার তুলনা করা হয়েছে রাজুর সাথে। সুতরাং রাজু অপাদান। একইভাবে প্রশ্নোক্ত বাক্যে আয়ুর তুলনা করা হয়েছে পদ্মপাতার নীরের সাথে। সুতরাং 'পদ্মপাতার নীর' অপাদান কারক। ভালো করে লক্ষ করুন, আমি বলেছি 'পদ্মপাতার নীর' পুরোটা অপাদান কারক। প্রশ্নে যদি কেবল 'নীর' কোন কারক তা জানতে চাইতো তাহলে সেটাও অপাদানই হতো। কারণ আয়ুর তুলনাটা পদ্মপাতার উপরে থাকা নীরের (পানির) সাথেই করা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্নে জানতে চেয়েছে শুধু 'পদ্মপাতার' কোন কারক? প্রশ্নোক্ত বাক্যে পদ্মপাতার সাথে সরাসরি আয়ুর সম্পর্ক নেই। কারণ পদ্মপাতার সাথে আয়ুর তুলনা করা হয়নি; পদ্মপাতার ওপরে থাকা পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই সর্বোত্তম সঠিক উত্তর হচ্ছে এবাক্যে 'পদ্মপাতার' সম্বন্ধ পদ। তবে অপশনে যদি সম্বন্ধ পদ না থাকে তাহলে নীর অর্থাৎ পানির সাথে পদ্মপাতার সংযোজন (+) সম্পর্ক আছে বলে অধিকরণ কারক দাগানো যেতে পারে।

অনেক সময় 'পদ্মপাতার' বিভক্তি পরিবর্তন করে ৬ষ্ঠী বিভক্তির পরিবর্তে ৭মী বিভক্তি ব্যবহার করে বাক্য গঠন করে কারক নির্ণয় করতে বলা হতে পারে। অর্থাৎ "আয়ু যেন পদ্মপাতায় নীড়" - এবাক্যে 'পদ্মপাতা' কোন কারক? মনে রাখবেন, বিভক্তির জন্য কখনো কারক পরিবর্তন হয় না; কারক পরিবর্তন হয় ক্রিয়ার জন্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ২০ নং প্রশ্নের ব্যাখ্যায়।

১০. *"করিলাম মন, শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ঘুরি" – এখানে 'শ্রীবৃন্দাবন' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: বাজারে প্রচলিত অনেক বইতেই এর উত্তর দেখেছি অধিকরণ দেওয়া, কারণ 'শ্রীবৃন্দাবন' একটি জায়গার নাম। আর জায়গার নাম বুঝালেই তা অধিকরণ কারক। এটা সম্পূর্ণ ভুল। আসুন ব্যাখ্যাসহ সঠিক উত্তর জেনে নেই।
প্রথমেই বলে নেই এই বাক্যের কর্তা (আমি) উহ্য আছে। এবার পুরো লাইনের অর্থটা কী তা সহজভাবে চিন্তা করুন। 'করিলাম মন' অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করলাম, 'শ্রীবৃন্দাবন' অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্মস্থান (নির্দিষ্ট জায়গা), 'বারেক আসিব ঘুরি' অর্থাৎ একবার ঘুরে চলে আসব। তাহলে ভাবুন এই বাক্যের ক্রিয়া কী? উত্তর: ঘুরে আসব। এবার ক্রিয়ার সাথে 'শ্রীবৃন্দাবন' এর সম্পর্কটা চিন্তা করুন।
অধিকরণ আর অপাদান চেনার সহজ টেকনিক

অধিকরণ = কর্তা / কর্ম (+) সময় / স্থান।

অপাদান = কর্তা / কর্ম (-) সময় / স্থান।

অর্থাৎ কর্তা বা কর্মের সাথে সময় বা স্থানের সংযোজন (+) সম্পর্ক বুঝালে তা অধিকরণ আর বিয়োজন (-) সম্পর্ক বুঝালে তা অপাদান।

তাহলে এবার চিন্তা করেন, শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে আপনি কি বসবাস করবেন? না কি ঘুরে চলে আসবেন? উত্তর: চলে আসবেন। তাহলে 'শ্রীবৃন্দাবন' এর সাথে আপনার সম্পর্ক কী সংযোজক না কি বিয়োজক? উত্তর: বিয়োজক। সুতরাং এটা অবশ্যই অপাদান কারক।

১১. *"আমাদের সেনারা যুদ্ধে অপরাজেয়।" - এবাক্যে 'যুদ্ধে' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: আধার (স্থান) সম্পর্কিত কারককে বলা হয় আধারাধিকরণ কারক। এই আধারাধিকরণ কারক আবার ৩ প্রকার। যথা: ঐকদেশিক, অভিব্যাপক এবং বৈষয়িক। বৈষয়িক অধিকরণের বিষয়টি খুবই সহজ। কোনো বিষয়ে কারো দক্ষতা, অদক্ষতা, পারদর্শিতা, অপারদর্শিতা ইত্যাদি বুঝালে তা বৈষয়িক অধিকরণ। যেমন:

→ ছেলেটি অঙ্কে কাচাঁ। (অঙ্কে)

→ শাওন ব্যাকরণে পারদর্শী। (ব্যাকরণে)

প্রশ্নোক্ত বাক্যে 'যুদ্ধ' বিষয়ে আমাদের সেনাদের পারদর্শিতার কথা বোঝানো হয়েছে বিধায় তা বৈষয়িক অধিকরণ কারক হবে।

১২. "লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব" - এবাক্যে 'জাতিতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: "লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব" বাক্যটির অর্থ বুঝলেই এর কারক নির্ণয় করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। চিন্তা করুন, লোকটা কি হিন্দু, না-কি মুসলিম, না-কি খ্রিষ্টান, না-কি বৌদ্ধ - এটা তার জাতির দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে। অর্থাৎ এ বাক্যে 'জাতি' পদটি তার গোত্র চেনার উপায় বুঝাচ্ছে। সুতরাং করণ কারক।

১৩. "খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাব" – এখানে 'খিলিপান' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এটার উত্তর বেশিরভাগ বইতেই দেখেছি করণ দেওয়া। তবে কিছুকিছু বইতে এটা অধিকরণ দেওয়া। প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা সঠিক? আসুন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাসহ সঠিক উত্তর জেনে নেই।

প্রচলিত নিয়মানুসারে এটাকে প্রাথমিকভাবে করণ কারক বলেই মনে হবে। কারণ, বাক্যের ক্রিয়াকে (খাব) 'কী দিয়ে / কীসের দ্বারা / কোন মাধ্যমে' ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় 'খিলিপান দিয়ে'। আর আমরা জানি, সহায়ক / মাধ্যম বুঝালে তা করণ কারক হয়। কিন্তু এই বাক্যের ক্ষেত্রে এটা ভুল। দুটি বাক্যের উদাহরণ দিচ্ছি, লক্ষ করুন –

- চামচ দিয়ে ভাত খাব।
- খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাব।

এখানে ১ম বাক্যে চামচকে ভাত খাওয়ার সহায়ক বুঝাচ্ছে, তাই করণ কারক হবে। কিন্তু ২য় বাক্যে খিলিপানকে ওষুধ খাওয়ার সহায়ক বুঝাচ্ছে না।

কেননা, চামচ দিয়ে আপনি যখন ভাত খান তখন চামচসহ খেয়ে ফেলেন না। ভাত মুখে নেওয়ার পর চামচটা রেখে দেন। কিন্তু খিলিপান দিয়ে আপনি যখন ওষুধ খান তখন কি মুখের ভেতর ওষুধগুলো ঢেলে খিলিপানটা রেখে দেন বা ফেলে দেন? না, আপনি খিলিপান সহই ওষুধ সেবন করেন। তাই এখানে খিলিপান ওষুধ খাওয়ার মাধ্যম হবে না। তাহলে কী হবে?

এবাক্যে খিলিপান একটি স্থান বুঝাচ্ছে যার মধ্যে ওষুধ (কর্ম) সংযোজন অবস্থায় আছে। সুতরাং অবশ্যই অধিকরণ কারক হবে।

১৪. "শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই" - এবাক্যে নিম্নরেখ পদটি কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: ভুঁই শব্দের অর্থ জমি। তাহলে সম্পূর্ণ লাইনের অর্থ দাড়াচ্ছে 'আমার দুই বিঘা জমি ছিল'। এবার তাহলে ক্রিয়ার সাথে নামপদের সম্পর্ক কী তা বের করে নিন। অনেকেই এই বাক্যের 'আমার' পদটিকে কর্তৃকারক বলে চিহ্নিত করেন যা আসলে বোঝার ভুল। বাক্যের ক্রিয়া 'ছিল' এর সাথে 'আমার' পদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। বাক্যের দ্বারা আমি ছিলাম তা বোঝানো হচ্ছে না; বোঝানো হচ্ছে আমার জমি ছিল। অর্থাৎ 'ছিল' ক্রিয়ার কর্তা 'জমি'। সুতরাং জমি বা ভুঁই কর্তৃকারক। তবে অপশনে যদি কর্তৃকারক না থাকে তাহলে অপশন বিবেচনায় কর্মকারক দাগানো যেতে পারে।

১৫. "কি সাহসে ওখানে গেলে?" - এবাক্যে 'সাহসে' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: মনে রাখবেন, কোনো কিছু ঘটার পেছনে কোনো কারণ থাকলে তা অবশ্যই করণ কারক। প্রশ্নোক্ত বাক্যে 'ওখানে' যাওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে 'সাহসের' কথা বলা হয়েছে। সুতরাং করণ কারক।

১৬. "এক ক্রোশ পথ ঘুরে বাড়ি এলাম" - এবাক্যে 'এক ক্রোশ' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এখানে এক ক্রোশ বলতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পথকে বোঝানো হয়েছে। এবাক্যে ক্রিয়াকে 'কী' দ্বারা প্রশ্ন করলে অর্থাৎ কী ঘুরে বাড়ি এলাম? বললে উত্তর পাওয়া যায় এক ক্রোশ অর্থাৎ কর্মকারক।

১৭. "<u>আলোয়</u> অন্ধকার দূরীভূত হয়" - এবাক্যে 'আলোয়' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এই কারকটিকে প্রচলিত অনেক বইয়ে অধিকরণ কারকের অন্তর্ভুক্ত ভাবাধিকরণ বলে অভিহিত করতে দেখা যায়। এটি মূলত করণ কারক। ব্যাখ্যা দিচ্ছি -

কোনো কিছু ঘটার পেছনে কোনো কারণ থাকলে সাধারণত তা করণ কারক হয়। তবে ওই বাক্য দ্বারা যদি চিরন্তন সত্য প্রকাশ পায় তাহলে তা ভাবাধিকরণ কারক হবে। যেমন:

→ <u>আলোয়</u> অন্ধকার কাটে = করণে ৭মী।

→ <u>সূর্যালোয়</u> অন্ধকার কাটে = অধিকরণে ৭মী।

আলোয় অন্ধকার কাটে – আপাতদৃষ্টিতে এটা চিরন্তন সত্য মনে হলেও ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে সব আলোয় অন্ধকার কাটে না। যেমন: জোনাকি পোকার গায়ে আলো আছে তবে তা দিয়ে অন্ধকার কাটে না। তাই এটি করণ কারক। তবে সূর্যোদয়ে সবসময়ই অন্ধকার দূরীভূত হয় – তাই এটি অধিকরণে ৭মী।

১৮. নিচের দুটি বাক্যের কারক ও বিভক্তি নির্দেশ করো।

১. <u>ছাদে</u> পানি পড়ে – এবাক্যে 'ছাদে' কোন কারক?

২. <u>ছাদে</u> বৃষ্টি পড়ে – এবাক্যে 'ছাদে' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: অনেক শিক্ষার্থীদের মাঝেই এই দুটি কারক নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই চিন্তা করুন, কারকের সংজ্ঞা কী? বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের (যে পদের নিচে দাগ দেওয়া থাকে) যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। ওপরের দুটি বাক্যের ক্রিয়াই 'পড়ে'। আবার দুটি বাক্যেই 'ছাদে' কোন কারক তা জানতে চেয়েছে। যেহেতু ছাদ একটা স্থান তাই বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই এই দুটি বাক্যেই 'ছাদ' পদটিকে অধিকরণ বলে চিহ্নিত করে থাকে যা সম্পূর্ণ ভুল।

স্থান থাকলেই কি সেটা অধিকরণ হয় না কি? স্থান থাকলে সেটা অধিকরণও হতে পারে, সেটা অপাদানও হতে পারে এমনকি সেটা কর্ম কারকও হতে পারে। যেমন:

→ ট্রেন <u>ঢাকা</u> পৌঁছেছে। [অধিকরণ]

→ ট্রেন <u>ঢাকা</u> ত্যাগ করল। [অপাদান]

→ আমি কখনো <u>ঢাকা</u> দেখিনি। [কর্ম]

এই ৩ টি বাক্যেই 'ঢাকা' কোন কারক তা জানতে চেয়েছে? তাহলে স্থান হিসেবে ৩ টিই কি অধিকরণ? না। অধিকরণ ও অপাদানের একটা শর্টকাট টেকনিক হচ্ছে –

অধিকরণ = কর্তা / কর্ম (+) <u>সময় / স্থান</u>।

অপাদান = কর্তা / কর্ম (-) <u>সময় / স্থান</u>।

অর্থাৎ কর্তা বা কর্মের সাথে সময় বা স্থানের সংযোজন (+) সম্পর্ক বুঝালে তা অধিকরণ আর বিয়োজন (-) সম্পর্ক বুঝালে তা অপাদান। যেমন:

- <u>পাতায় পাতায়</u> পড়ে নিশির শিশির। [এখানে শিশির পাতার সাথে সংযোজিত (+) অবস্থায় আছে]
- <u>গাছ</u> থেকে পাতা পড়ে। [এখানে গাছের সাথে পাতার সম্পর্ক বিয়োজিত (-) অবস্থায় আছে]

তাহলে এবার ভাবুন, ১ম বাক্যটির ক্ষেত্রে ছাদের সাথে পানির সম্পর্ক কী? ছাদে পানি পড়ে। প্রশ্ন হচ্ছে পানি কোত্থেকে পড়ে? কী ভাবছেন? আকাশ থেকে? না, আকাশ থেকে পানি পড়লে তো আমরা বলতাম বৃষ্টি পড়ে। তাহলে কোত্থেকে পড়ে? চিন্তা করেন এই কথাটা আপনি কখন বলেন? কারো বাসায় যাওয়ার পর যদি দেখি যে ওই বাসার ছাদে ফুটা (Leak) আছে, তখন আমরা সাধারণত বলে থাকি যে, "তোমাদের বাসার ছাদে পানি পড়ে।" কথাটির অর্থ ছাদ থেকে পানি পড়ে। তাহলে ছাদের সাথে পানির সম্পর্ক কী? সংযোজন (+) না কি বিয়োজন (-)। এখানে ছাদের সাথে পানির সম্পর্ক বিয়োজন (-) বুঝাচ্ছে অর্থাৎ ছাদ অপাদান কারক। আর ২য় বাক্যে ছাদের মধ্যে এসে বৃষ্টি পড়ছে। তার মানে সংযোজন (+) বুঝাচ্ছে অর্থাৎ ২য় বাক্যে ছাদ অধিকরণ কারক।

১৯. "তোমার দেখা পেলাম না" – এবাক্যে 'তোমার দেখা' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এটা প্রচলিত অনেক বইতে কর্তৃকারক হিসেবে দেওয়া আছে, যা ভুল। যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও সঠিক সমাধান দিচ্ছি। মনে করুন, রাজীব শিউলির বাসায় গেল শিউলিকে সারপ্রাইস দিতে। গিয়ে দেখে শিউলি বাসায় নেই। পরে শিউলির সাথে যখন ফোনে কথা হলো রাজীব তখন বলল, "তোমার দেখা পেলাম না।" তাহলে এই যে কথাটা বলল, এটা কে বলেছে? রাজীব। দেখা পায়নি কে? রাজীব; অর্থাৎ রাজীব হচ্ছে বাক্যের কর্তা। আর 'তোমার' বলতে বাক্যে কার কথা বোঝানো হয়েছে? শিউলির। আমরা জানি কর্তা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত বাক্যে 'তোমার দেখা' কর্মকারক।

২০. নিচের দুটি বাক্যের কারক ও বিভক্তি নির্দেশ করো।

১. আটা থেকে রুটি হয় – এবাক্যে 'আটা' কোন কারক?

২. আটা দিয়ে রুটি হয় – এবাক্যে 'আটা' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: অনেক শিক্ষার্থীদের মাঝেই এই দুটি কারক নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে খুবই সহজ মনে হবে। প্রথম বাক্যে ক্রিয়াকে 'কী থেকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় অর্থাৎ অপাদান আর দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়াকে 'কী দিয়ে' দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় অর্থাৎ করণ।

ওপরের দুটি বাক্যে 'আটা' কোন কারক তা গড়ে ১০০ জনকে জিজ্ঞেস করলে আমার মনে হয় ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ওপরের ব্যাখ্যানুযায়ী উত্তর দেবে। আসলে দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই কারক নির্ণয় করে বিভক্তি দিয়ে। যেমন: হতে, থেকে, চেয়ে বুঝালেই অপাদান কারক হবে। দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক বুঝালেই তা করণ হবে। এগুলো কারক নির্ণয়ের সঠিক পদ্ধতি নয়।

এবার আসা যাক ব্যাখ্যায়। লক্ষ করুন ওপরের দুটি বাক্যে পার্থক্য কোথায়? ১ম বাক্যে বিভক্তি 'থেকে' আর ২য় বাক্যে বিভক্তি 'দিয়ে'। কোনো ব্যাকরণ বইতেই কারকের সংজ্ঞায় এরকম কোনো কিছু লেখা নেই যে বিভক্তি পরিবর্তন হলে কারক পরিবর্তন হবে, যদিও আমরা এই কাজটাই করে থাকি। এবার আসুন একটা নিয়ম শিখে ফেলি –

***** বস্তুর রূপ পরিবর্তন করা বুঝালে বস্তুটির নতুন রূপকে সর্বদাই বলা হয় কর্তা আর পূর্বের রূপটি অপাদানও হতে পারে আবার করণও হতে পারে।** এখন কথা হচ্ছে, নতুন রূপ সবসময় কর্তা এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই কিন্তু পুরাতন রূপ কখন অপাদান হবে আর কখন করণ হবে?

উত্তর: যদি কোনো বস্তু থেকে কেবল একই ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় তাহলে তা অপাদান কারক তবে যদি কয়েক ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় তাহলে তা করণ কারক হবে। যেমন:

- সুতায় কাপড় হয় (অপাদানে ৭মী)
- কাপড়ে জামা হয় (করণে ৭মী)

শিক্ষার্থীরা ভালো করে লক্ষ করুন – ১ম বাক্যে বস্তুর নতুন রূপ কাপড় আর ২য় বাক্যে বস্তুর নতুন রূপ জামা – দুটিই কর্তাকারক। তবে ১ম বাক্যটিতে সুতা থেকে কাপড় তৈরি হয়েছে এবং সুতা দিয়ে কেবল কাপড়ই তৈরি হয় তাই এটি অপাদান কারক। কিন্তু ২য় বাক্যটিতে জামা তৈরি হয়েছে কাপড় দিয়ে। কিন্তু কাপড় থেকে শুধু জামা ছাড়াও আরও অনেক কিছু তৈরি হয়। যেমন: ব্যানার, ব্যাগ ইত্যাদি। তাই ২য় বাক্যে কাপড় করণ কারক।

এবার এই নিয়মটি প্রশ্নোক্ত দুটি উদাহরণে প্রয়োগ করি অর্থাৎ 'আটা থেকে রুটি হয়' বা 'আটা দিয়ে রুটি হয়' দুটি বাক্যেই আটার রূপ পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং দুটি বাক্যেই 'রুটি' কর্তা। কিন্তু 'আটা' কী? 'আটা' কী অপাদান না কি করণ? ভেবে দেখুন, 'আটা' দিয়ে 'রুটি' ছাড়া আর কিছু কি হয়? উত্তর: না।

এখন আপনি বলতে পারেন 'আটা' দিয়ে তো সিঙ্গারা, সমুচা হয় বা অনেক পিঠার ওপরের আবরণ (মম, পাটিসাপটা, পুলি ইত্যাদি) তৈরি হয়। ভালো করে চিন্তা করেন, 'আটা' দিয়ে এগুলো তৈরি করার আগে কিন্তু রুটিই বানানো হয়। তারপর রুটিটাকে কেটে পিঠা অনুযায়ী তৈরি করা হয়। মোট কথা আটা দিয়ে আপনি যাই বানান না কেন প্রথমে আপনাকে রুটিই বানাতে হবে। তাই আটা থেকে কেবল একই ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় বলে 'আটা' অপাদান কারক।

২১. *"কেন বঞ্চিত হব ভোজনে" - এবাক্যে 'ভোজনে' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এখানে ভোজন থেকে বঞ্চিত মানে বিয়োজন (-) হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ অপাদান।

২২. *"দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে" - এবাক্যে 'দেবতার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: "দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে" বাক্যটির অর্থ বুঝলেই এর কারক নির্ণয় করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। বাক্যটির দ্বারা বুঝাচ্ছে মসজিদে বা মন্দিরে দান করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি কিছু টাকা নির্ধারণ করেছেন। সাধারণত দান করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত টাকা আমরা ব্যক্তিগত খাতে খরচ করি না। অর্থাৎ দেবতার জন্য যে সম্পদ নির্ধারণ করা হয় তা কেউ ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটি কোন কারক?

এটি আপনি দুইভাবে নির্ধারণ করতে পারেন। দুইভাবেই এটা সম্প্রদান কারকই হয়। প্রথমটি, নামপদের দ্বারা পরলৌকিক স্বার্থ বুঝালে তা সম্প্রদান আর ইহলৌকিক স্বার্থ বুঝালে তা কর্ম। এই নিয়মে দেবতার জন্য বলতে মসজিদ / মন্দিরে টাকা দেওয়ার কথা বুঝাচ্ছে যা পরলৌকিক স্বার্থ বোঝায়; সুতরাং সম্প্রদান। আর দ্বিতীয়ত কোনো উদ্দেশ্য বুঝালে তা সম্প্রদান আর উদ্দেশ্য সম্পাদনের স্থান বুঝালে তা অধিকরণ। সে হিসেবে দেবতার উদ্দেশ্যে টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে তা সম্প্রদান।

২৩. *"রাক্ষসে বধিবে ভীম তোমার প্রসাদে" - এবাক্যে নিম্নরেখ পদদুটির কারক নির্দেশ করো।*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: কারক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শীক্ষার্থীদের মূল সমস্যা হয় বাক্যের অর্থ না বুঝতে পারার কারণে। এই বাক্যে বোঝানো হয়েছে, রাক্ষসকে বধ করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে তারা বর্ম, বল্লম,

তরবারি, তীর-ধনুকসহ সকল যুদ্ধাস্ত্রকে অগ্নিদেবের সামনে রেখে পুজো করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল এতে ওই যুদ্ধাস্ত্রগুলোতে ঈশ্বর বর দিবেন যেটাকে বাক্যে 'প্রসাদ' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এই বাক্যের ক্রিয়া হচ্ছে 'বধিবে' যার অর্থ বধ করবে। তাহলে এবার চিন্তা করুন, কাকে বধ করবে? উত্তর: রাক্ষসকে অর্থাৎ কর্মকারক। আর কীসের দ্বারা বধ করব? উত্তর: প্রসাদের দ্বারা অর্থাৎ করণ কারক।

২৪. *"সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না" - এবাক্যে 'মেঘে' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এই বাক্যটি যদি এমন হতো যে - মেঘে বৃষ্টি হয়; তখন সবাই এক বাক্যে উত্তর দিত এখানে 'মেঘ' অপাদান কারক। কারণ মেঘের সাথে বৃষ্টির বিয়োজক সম্পর্ক বুঝাচ্ছে। কিন্তু বাক্যে বলা হয়েছে, সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না। এই 'না' টাই হচ্ছে ঝামেলার গোড়া। এখন অনেকে মনে করতে পারেন, মেঘ থেকে বৃষ্টি যদি হতো মানে ঝরে পড়তো তাহলে না হয় 'মেঘ' পদটিকে অপাদান বলা যেত। কিন্তু বাক্যে বলা হয়েছে বৃষ্টি হয় না অর্থাৎ ঝরে পড়েনি। তার মানে বৃষ্টির অবস্থান মেঘের মধ্যেই আছে। সেক্ষেত্রে 'মেঘ' পদটিকে অনেকেই অধিকরণ ভাবতে পারেন, যা ভুল।

এবাক্যে আসলে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় কি হয় না সেটা মুখ্য বিষয় নয়। মেঘের সাথে বৃষ্টির সম্পর্কটাই এখানে মুখ্য বিষয়। তাহলে মেঘের সাথে এখানে বৃষ্টির সম্পর্ক কী তা চিন্তা করেন। মেঘ একটা স্থান বুঝাচ্ছে আর মেঘের সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক বিয়োজক (-), অর্থাৎ অপাদান কারক। বৃষ্টি হয়েছে কি হয়নি সেটা মুখ্য না। এরূপ আরেকটি বাক্য - "সব ঝিনুকে মুক্তা মেলে না।" এটিও 'অপাদান' কারক। এবাক্যে মুক্তা মিলেছে কি মিলেনি তা মুখ্য নয়। কারণ মুক্তা মিললে তো আর রেখে দিবেন না, ঝিনুক থেকে মুক্তা তখন নিয়ে নিবেন। সুতরাং অপাদান কারক।

২৫. *"কী সাহসে এমন কথা বললে?" - এবাক্যে 'সাহসে' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: বাক্যটিতে কী সাহসের কারণে বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ এমন কথা বলার পেছনে কী সাহস রয়েছে তাকে বোঝানো হয়েছে। তাই 'সাহসে' করণ কারক।

২৬. নিচের বাক্যদুটির কারক নির্দেশ করো।

১. *শিকারি বেড়াল <u>গোঁফে</u> চেনা যায়*

২. *<u>ব্যবহারেই</u> বংশের পরিচয়*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: প্রথম বাক্যে শিকারি বেড়াল চেনার উপায় হচ্ছে গোঁফ, সুতরাং করণ কারক। একইভাবে দ্বিতীয় বাক্যের বংশের পরিচয় পাওয়ার উপায় হচ্ছে ব্যবহার। অনেক বইতে এটিকে অবশ্য অপাদান বলা হয়েছে, কিন্তু তা অযৌক্তিক। কারণ একটা লোক ভদ্র না অভদ্র তা তার ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। এটা অবশ্যই করণ কারক।

২৭. "<u>বাপে</u> না জিজ্ঞাসে, <u>মায়ে</u> না সম্ভাষে" - এবাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত পদদুটি কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এই বাক্যে দুইটি ক্রিয়া জিজ্ঞাসে ও সম্ভাষে যা যথাক্রমে বাপ ও মা করছে। মূলত বাক্যটির অর্থ বাবা কিছু জিজ্ঞেস করে না আর মা কাছে ডাকে না। তাহলে জিজ্ঞেস করা বা কাছে ডাকার কাজটি করছে বাবা ও মা। সুতরাং প্রশ্নোক্ত বাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত পদদুটি কর্তৃকারক।

২৮. "<u>জটাতে</u> তাপস চিনি" - এবাক্যে 'জটাতে' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এখানে 'জটা' শব্দের অর্থ এলোমেলো / জড়িয়ে যাওয়া চুল। মূলত যিনি তপস্যা করেন তিনি জগতের অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টিপাত করেন না। ফলে তপস্যায় লিপ্ত থাকা ব্যক্তির দৈহিক পরিবর্তনের দিকে তার তেমন খেয়াল না থাকায় চুলে জট ধরে যায়। আর এই বাক্যে তাপস চেনার উপায় হিসেবে 'জটা' বোঝানো হয়েছে। সুতরাং করণ কারক।

২৯. "<u>কান্নায়</u> শোক কমে" – এবাক্যে 'কান্নায়' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: সাধারণভাবে চিন্তা করলে সবাই প্রথমে এটাকে করণ কারক বলে মনে করবে। মনে হবে, শোক কমার পেছনের কারণ হচ্ছে কান্না তাই করণ কারক। এটা ভুল, এটা করণ নয়, অধিকরণ হবে। যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিচ্ছি -
কোনো কিছু ঘটার পেছনে কোনো কারণ থাকলে সাধারণত তা করণ কারক হয়। তবে ওই বাক্য দ্বারা যদি চিরন্তন সত্য প্রকাশ পায় তাহলে তা ভাবাধিকরণ কারক হবে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন ১৬ নং পয়েন্টে। প্রশ্নোক্ত বাক্যে 'কান্নায়' ক্রিয়া দ্বারা শোক কমে - এটা চিরন্তন সত্য। এজন্যই প্রবাদ বাক্য হয়েছে "অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।" লক্ষ করে দেখবেন, মানুষ যখন অতিরিক্ত শোকীভূত হয় তখন অন্যান্যরা চেষ্টা করে তাকে কাঁদানোর জন্য। এতে ভেতরের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হয়। যাই হোক, চিরন্তন সত্য বোঝায় বলে এটি ভাবাধিকরণ কারক হবে।

৩০. নিম্নোক্ত দুটি বাক্যের রেখাঙ্কিত পদের কারক নির্দেশ করো।

১. *<u>গুণহীন</u> চিরদিন থাকে পরাধীন*

২. *<u>গুণহীনে</u> ত্যাগ কর*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: আগেও অনেকবার উল্লেখ করেছি, বাক্যের ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করেই কারক নির্ণয় করা হয়। প্রথম বাক্যের ক্রিয়া হচ্ছে 'থাকে'। এখন তাহলে ভাবুন, নামপদের (গুণহীন) সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক কী? উত্তর: প্রত্যক্ষ সম্পর্ক; গুণহীন নিজেই পরাধীন থাকে। তাই এই বাক্যে গুণহীন কর্তৃকারক। আর দ্বিতীয় বাক্যে 'গুণহীন'কে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। তাহলে ভাবুন, গুণহীনকে ত্যাগ করবে কে? উত্তর: অন্য কেউ (যিনি বাক্যের কর্তা; এখানে উহ্য আছে)। তাহলে বাক্যের কর্তা গুণহীনকে আশ্রয় করে ত্যাগ করার ক্রিয়া সম্পাদন করছে। সুতরাং এবাক্যে গুণহীন কর্মকারক।

৩১. নিচের বাক্যদুটির কারক নির্দেশ করো-

১. মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে <u>পাঠশালা</u> পলায়ন

২. মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে <u>পাঠশালা</u> আগমন

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: দুটি বাক্যেই পাঠশালা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট স্থান। প্রথম বাক্যে পাঠশালা থেকে পলায়ন করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বিয়োজন (-) সম্পর্ক। তার মানে প্রথম বাক্যে পাঠশালা অপাদান কারক। আর দ্বিতীয় বাক্যে পাঠাশালায় আগমন করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সংযোজন (+) সম্পর্ক। তার মানে দ্বিতীয় বাক্যে পাঠশালা অধিকরণ কারক।

৩২. "<u>বাদলের</u> ধারা ঝরে ঝর ঝর" – এবাক্যে 'বাদলের' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এখানে 'বাদলের ধারা ঝরা' বলতে বোঝানো হয়েছে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরাকে। তাহলে 'বাদল' থেকে তার ধারা (বৃষ্টি) ঝরে যাচ্ছে অর্থাৎ বিয়োজন (-) হচ্ছে। সুতরাং অপাদান কারক। তবে লক্ষ রাখতে হবে, 'বাদলের ধারা' এইটুকু অংশ একসাথে কোন কারক তা জানতে চাইলে সেটা কিন্তু কর্তৃকারক হবে। কারণ তখন বাক্যের 'ঝরে' ক্রিয়ার কাজটি ধারা নিজেই সম্পাদন করছে বুঝাচ্ছে।

৩৩. নিচের বাক্যদুটির কারক নির্দেশ করো।

১. <u>লোকমুখে</u> একথা শোনা যায়

২. বক্তার <u>মুখে</u> যেন খই ফুটল

৩. পরের <u>মুখে</u> শেখা বুলি

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: প্রশ্নোক্ত ৩টি বাক্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্ম হচ্ছে 'কথা'। দ্বিতীয় বাক্যের খই ফুটা বলতেও মূলত কথা বলাকে বোঝায়। ৩টি বাক্যেই 'মুখে' একটি স্থান বুঝাচ্ছে যে স্থান থেকে কথা / বুলির উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং অপাদান কারক।

৩৪. "বাতাস <u>মন্দ মন্দ</u> বহিতেছে" - এবাক্যে 'মন্দ মন্দ' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: প্রাথমিক দৃষ্টিতে বাক্যের 'বহিতেছে' ক্রিয়াকে কীভাবে দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় 'মন্দ মন্দ'। এই দিক বিবেচনা করে অনেক বইতেই এটা করণ কারক দেওয়া আছে। কিন্তু এটা করণ কারক হবে না। করণ কারক হতে হলে ক্রিয়া সংঘটনের উপায় বুঝাতে হবে। এখানে 'মন্দ মন্দ' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, বাতাস হালকাভাবে বইছে। হালকাভাবে বাতাস বওয়া ক্রিয়া সংঘটনের কোনো উপায় না; এটা ক্রিয়া সংঘটনের একটা প্রকারমাত্র। তাই এটা কর্মকারক হবে।

৩৫. "জননী জন্মভূমি <u>স্বর্গাদপি</u> গরীয়সী" - এবাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত পদটির কারক কোনটি?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: বাক্যটির অর্থ করতে পারলেই এর কারক নির্ণয় সহজ হয়ে যাবে। প্রশ্নোক্ত বাক্যের অর্থ জননী (মা) আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও উত্তম। তাহলে এখানে তুলনা বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি তুলনা বুঝালে যার সাথে তুলনা করা হয় সে অপাদান কারক। এখানে স্বর্গের সাথে মা এবং জন্মভূমির তুলনা করা হয়েছে বিধায় স্বর্গ অপাদান কারক।

৩৬. *"<u>ত্যাগে</u> তিনি নিরহংকার" - এবাক্যে 'ত্যাগে' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এই বাক্যে 'ত্যাগে' বলতে বোঝানো হয়েছে ত্যাগ করা। এখানে ত্যাগ করা একটি বিষয় এবং এ বিষয়ে বাক্যের কর্তার (তিনি) 'নিরহংকারের' কথা বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি কোনো বিষয়ে কারো দক্ষতা, অদক্ষতা, পারদর্শিতা, অপাদর্শিতা ইত্যাদি বুঝালে তা অধিকরণ কারক হয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত বাক্যে 'ত্যাগে' অধিকরণ কারক।

৩৭. *"<u>প্রাসাদ হইতে</u> তাকে ডাকিলাম" - এবাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত পদটির কারক কোনটি?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: প্রশ্নোক্ত বাক্যে প্রাসাদ একটি স্থান এবং এই স্থান হতে তাকে ডাকার কাজটি করা হয়েছে। আমরা অনেকেই হইতে / থেকে / চেয়ে থাকলে কোনো কিছু না ভেবেই অপাদান কারক দিয়ে ফেলি। ব্যাপারটা আসলে এরকম নয়। এখানে এটা চিন্তা করতে হবে যে, প্রাসাদ থেকে তাকে ডাকার জন্য প্রাসাদ থেকে বের হতে হয়নি। অর্থাৎ বাক্যের কর্তা প্রাসাদের ভেতর থেকেই ডাকার কাজটি করেছেন। তাহলে বাক্যের কর্তার সাথে প্রাসাদের (স্থানের) সম্পর্ক কী? উত্তর: সংযোজন (+)। সুতরাং অধিকরণ কারক।

৩৮. *"পাহাড়ের ঢাল বেয়ে <u>জল</u> নামছে।" - এবাক্যে 'জল' কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: অনেক বইতেই এর উত্তর দেখেছি কর্ম কারক দেওয়া আছে এবং ব্যাখ্যা হিসেবে সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে একটি প্রচলিত প্রশ্ন; ক্রিয়াকে কী / কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্ম কারক।

দুঃখজনক হলেও সত্য এই পদ্ধতিতে কারক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু উদাহরণ নির্ণয় করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিতে সঠিক কারক নির্ণয় করা যায় না। যেমন: ক্রিয়াকে 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা কর্ম কারক - সাধারণত আমরা সবাই এটাই জানি। এর বেশি হলে বড়োজোর এটুকু জানি যে, 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে যদি নিঃস্বার্থভাবে কোনো কিছুর মালিকানা একেবারেই ত্যাগ করে দেওয়া হয় তাহলে তা সম্প্রদান কারক। কিন্তু আমরা কি জানি যে, 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্ম, সম্প্রদান, অপাদান, কর্তা - চারটিই হয়। আসুন তাহলে কিছু বাক্য দেখে নেওয়া যাক -

১. <u>রহিমকে</u> যেতে হবে। (কাকে যেতে হবে? = রহিমকে)
২. <u>রহিমকে</u> যেতে দাও। (কাকে যেতে দাও? = রহিমকে)
৩. <u>রহিমকে</u> ভয় পাই। (কাকে ভয় পাই? = রহিমকে)
৪. <u>ভিক্ষুককে</u> ভিক্ষা দাও। (কাকে ভিক্ষা দাও? = ভিক্ষুককে)

ওপরের ৪টি বাক্যেই ক্রিয়াকে কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়। তার মানে কি ওপরের ৪টি বাক্য কর্মকারকের উদাহরণ? উত্তর: না। এক্ষেত্রে আমাদের কারকের সংজ্ঞাটির দিকে লক্ষ করতে হবে। মনে রাখতে হবে বাক্যের ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করেই কারক হয়। বাক্যের গঠন এক হলেও ক্রিয়া পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে কারকও পরিবর্তন হয়ে যায়। বাক্যগুলোর -

→ প্রথমটি কর্তৃকারক। কারণ এবাক্যে ক্রিয়া 'হবে' আর এই 'হবে' ক্রিয়ার সাথে বাক্যের কর্তার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ যাওয়ার কাজটি রহিম নিজেই করবে। তাই 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করা গেলেও তা কর্তৃকারক।

→ দ্বিতীয়টি কর্মকারক। কারণ এবাক্যের ক্রিয়া 'দাও'। আর এই 'দাও' ক্রিয়ার সাথে বাক্যে উল্লিখিত রহিমের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। লক্ষ করুন, বাক্যে বলা হয়েছে - রহিমকে যেতে দাও। এখন রহিম কি নিজেকে নিজে আটকিয়ে রেখেছে? উত্তর: না, অন্য কেউ (যিনি উহ্য আছে) রহিমকে আটকে রেখেছে। তাহলে যে রহিমকে আটকে রেখেছে সে হচ্ছে কর্তা, আর রহিম এবাক্যে কর্ম।

→ তৃতীয়টি অপাদান কারক। এবাক্যে রহিমকে ভয় পাওয়ার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ রহিম হচ্ছে ভয়ের উৎস। আর আমরা জানি ভয়ের উৎস বুঝালে তা অপাদান কারক হয়।

→ চতুর্থটি সম্প্রদান কারক। কারণ এবাক্যে ভিক্ষুককে নিঃস্বার্থভাবে মালিকানা ত্যাগ করেই ভিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এবার আসা যাক প্রশ্নের ব্যাখ্যায়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে <u>জল</u> নামছে। তাহলে একটু চিন্তা করুন তো জলকে কি কেউ নামাচ্ছে না কি জল নিজেই নামছে? উত্তর: নিজেই নামছে। অর্থাৎ নিজের কাজ নিজেই করছে। সুতরাং এটা অবশ্যই কর্তৃকারক হবে।

৩৯. "সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ করো" - এবাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত পদটি কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এখানে মালিকানা ত্যাগ করে নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের নিকট নিজের সকল কর্মফল ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ভগবান সম্প্রদান কারক হবে।

৪০. "সৎপাত্রে কন্যা দাও" – এবাক্যে 'সৎপাত্রে' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: আমাদের ৯ম-১০ম শ্রেণির বইয়ে এই উদাহরণটিকে সম্প্রদানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে অনেক প্রথিতযশা আধুনিক লেখক এটিকে কর্মকারক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে –

"আমাদের বাংলা ব্যাকরণ এর বেশিরভাগ রীতিই এসেছে সংস্কৃত থেকে। আর সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিকাংশ উদাহরণই ছিল হিন্দু সমাজভিত্তিক। তৎকালীন সময়ে কন্যা সম্প্রদানের পর কন্যা আর পিত্রালয়ে ভ্রমণ করতে পারতো না। পিতা-মাতা বা কন্যার পরিবারের কেউ যদি তাকে দেখতেই চাইতো তাহলে কন্যার শ্বশুরালয়ে গিয়ে তাকে দেখে আসতে হতো। অর্থাৎ বিয়ের সময় কন্যার পিতার সমস্ত দায়-দায়িত্ব (অধিকার) স্বামীর ওপর হস্তান্তর করা হতো।"

কিন্তু ..... কিন্তু বর্তমানে তো আর সেই নিয়ম নেই। বর্তমানে কেউ যদি তার মেয়েকে বিয়ে দেয় তাহলে বিয়ের পর মেয়ে কি তার বাবার বাড়িতে ঘুরতে যেতে পারে না? অবশ্যই পারে। আবার বিয়ের পরই কি একজন বাবার তার কন্যার প্রতি পালিত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? না, অর্থাৎ পিতা কন্যার প্রতি তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব (অধিকার) ত্যাগ করে দেয় না। একারণে বর্তমানে তা কর্মকারক।

*** এবার আমার ব্যক্তিগত মতামত দিচ্ছি। আমি আমার অল্প কিছুদিনের শিক্ষকতা জীবনে বাংলা ব্যাকরণের যতগুলো বই পড়েছি তার সামান্য কিছু বইয়ে এটাকে কর্মকারক বলা হয়েছে। অধিকাংশতেই প্রশ্নোক্ত বাক্যটিকে সম্প্রদান বলা হয়েছে। আমি নিজেও এটাকে সম্প্রদানের পক্ষে বলেই সমর্থন করি। তাহলে চলুন বর্তমান সময়ের আলোকে ব্যাখ্যায় যাওয়া যাক।

যে-কোনো বাবা-ই যখন তার মেয়েকে বিয়ে দেয় তখন সেই বাবার চোখে মেয়েটির যার সাথে বিয়ে হচ্ছে সেই ছেলেটিকে মনে হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছেলে। বাবা সাধারণত বিয়ের আসরে মেয়েটির হাত ছেলেটির হাতে দিয়ে বলেন, আজ থেকে ওর ভালো-মন্দ সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমার। তার মানে এই না যে, মেয়ে বিয়ের পরে বাবার বাড়িতে আসতে পারবে না বা বিয়ের পরে মেয়ের প্রতি তার বাবার দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়ে অবশ্যই তার বাবার বাড়িতে যেতে পারবে। কিন্তু বাবার বাড়িতে যাওয়া মানে কি বাবার ওপর দায়িত্ব বর্তানো? কখনোই না। মেয়ে বাবার বাড়িতে থাকলে তার দায়িত্ব বাবার ওপর আবার স্বামীর বাড়িতে থাকলে তার দায়িত্ব স্বামীর ওপর – ব্যাপারটা আসলে এরকম না। যদি এরকমই হতো তাহলে যখন স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে যাচ্ছিল তখন দায়-দায়িত্ব কার ওপর?

লক্ষ করে দেখবেন আপনার মা, চাচী, ফুপু, খালা এরা যখন বাবার বাড়ি যায় এবং বাবার বাড়িতে গিয়ে সে যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হয় তাহলে সে কিন্তু তার বাবাকে আগে জানায় না; স্বামীকেই জানায়। আমি দেখেছি আমার মা-খালাকে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মেয়ের জন্যই বিয়ের আগে তার বাবা হচ্ছে তার সুপার হিরো আর বিয়ের পরে তার স্বামী। তাই বিয়ের পরে মেয়ের ভালো-মন্দ দেখাশুনার সমস্ত দায়িত্ব স্বামীর ওপরে থাকে বলেই ধরা হয়।

হ্যাঁ, এখন অনেকে বলতে পারেন যে, যদি মেয়েটির ডিভোর্স হয়ে যায়? তাইলে সৎপাত্র কেন বলব? উত্তর হচ্ছে ভাই, বিয়ের সময় বাবা যদি জানতোই যে ভবিষ্যতে এই ছেলের সাথে ডিভোর্স হয়ে যাবে তার মেয়ের তাহলে পৃথিবীর কোনো বাবা তার মেয়েকে ওই ছেলের কাছে বিয়েই দিত না। ডিভোর্স নিতান্তই একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার।

তাই "সৎপাত্রে কন্যা দাও" – এবাক্যে 'সৎপাত্র' সম্প্রদান কারক বলেই মনে করি।

৪১. "সৌন্দর্যে কার না রুচি আসে" - এবাক্যে 'সৌন্দর্যে' কোন কারক?

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এবাক্যে সৌন্দর্য একটা বিষয় বুঝাচ্ছে যে বিষয়ে সকলের রুচি (কর্ম) আসে। তার মানে সৌন্দর্যের (বিষয়) সাথে রুচি (কর্ম) সংযোজন (+) অবস্থায় আছে বুঝাচ্ছে। সুতরাং অধিকরণ কারক।

৪২. *"সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে" - এবাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত পদ দুটি কোন কারক?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ দুটি। 'টলে' ক্রিয়াপদটি সংঘটিত হয় সংশয়ের কারণে অর্থাৎ করণকারক। আর পরের অংশের 'বলে' ক্রিয়া সংঘটন করছে লোকে অর্থাৎ লোকেরা হচ্ছে বাক্যের কর্তা। সুতরাং 'লোকে' কর্তৃকারক।

৪৩. *"বাঁশি বাজে" - এবাক্যে 'বাঁশি' কোন কারকে কোন বিভক্তি?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: বাচ্যের প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী কর্তা ৩ প্রকার। যথা: কর্মবাচ্যের কর্তা, ভাববাচ্যের কর্তা, কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা। এই কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তার বাক্যগুলোই যত ঝামেলার সৃষ্টি করে। কর্ম-কর্তৃবাচ্যের বাক্যগুলোতে সাধারণত কর্তা থাকে না (থাকলেও তার ভূমিকা মুখ্য নয়)। এধরনের বাক্যে কর্মটাই কর্তৃস্থানীয় হয়ে কাজ করে। অর্থাৎ এধরনের বাক্যে ক্রিয়াকে কী / কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তা কর্মকারক না হয়ে কর্তৃকারক হয়। যেমন:

→ সুতি কাপড় টেকে বেশি।
→ কলমটি লেখে ভালো।
→ কাজটা ভালো দেখায় না।
→ সাইকেলটা দ্রুত চলে।
→ বাঁশি বাজে ওই মধুর লগনে।
→ জল পড়ে।

উল্লিখিত বাক্যগুলো কর্মকর্তৃবাচের বাক্য এবং নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলো কর্মপদ। কিন্তু যদি নিম্নরেখাঙ্কিত এই পদগুলোর কারক জানতে চায় তাহলে সবগুলোই কর্তৃ কারক হবে। এর কারণ কর্ম-কর্তৃবাচ্যের বাক্যে কর্মটাই কর্তৃস্থানীয় হয়ে কাজ করে।

এবারে প্রশ্নোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যায় আসি। বাঁশি বাজে - এটা কর্ম-কর্তৃবাচ্যের বাক্য। তাই এই বাক্যের কর্মপদের (বাঁশির) কারক নির্ণয়ের সময় উত্তর হবে কর্তৃকারক।

৪৪. *"গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে" - এবাক্যে নিম্নরেখাঙ্কিত পদটির কারক কোনটি?*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: প্রশ্নোক্ত বাক্যের অর্থটা না বোঝার কারণেই আমরা অনেক সময় সঠিকভাবে এই বাক্যের কারক নির্ণয় করতে পারি না। বাক্যে 'গৃহহীনে গৃহ দিলে.....' দ্বারা বোঝানো হয়েছে যার আশ্রয় নেই, থাকার মতো জায়গা নেই তাকে থাকার মতো জায়গা করে দিলে.....। আর 'আমি থাকি ঘরে' বলতে এখানে মানসিক প্রশান্তির কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা নিরাশ্রয় তাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলে, তারা গৃহে থাকলে মনে হয় যেন আমিই সে ঘরে আছি। এবার ভাবুন, গৃহহীন কাউকে আপনি নিঃস্বার্থভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং সম্প্রদান কারক।

৪৫. *নিম্নোক্ত দুটি বাক্যের রেখাঙ্কিত পদের কারক নির্দেশ করো।*

১. *সমিতিতে চাঁদা দাও*
২. *সমবায় সমিতিতে চাঁদা দাও*

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: এই নামপদ দুটির সঠিক কারক নির্ণয়ের জন্য আমাদের শব্দদুটির উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হবে। ব্যাকরণ রীতির অনেকাংশই এসেছে সংস্কৃত থেকে। কারকও তার ব্যতিক্রম নয়। একারণে সংস্কৃতের অনেক ছাপ এখনও ব্যাকরণে পাওয়া যায়। সংস্কৃত বলতেই হিন্দু সমাজের প্রভাবটা একটু বেশি – এটা আমরা সবাই জানি। তৎকালীন হিন্দু সমাজে উচ্চবিত্তের ব্যক্তিবর্গ নিম্নবিত্তদের আর্থিক সহায়তার জন্য যে তহবিল গঠন করে তার নাম সমিতি। এই সমিতিতে তারা যে টাকা দান করতো তা আর ফেরত নিত না অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে সম্পদের মালিকানা সমিতিতে ত্যাগ করতো বিধায় প্রথম বাক্যে 'সমিতি' সম্প্রদান কারক।

কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে সমবায় সমিতির কথা। এটা আধুনিক ধারণা। আমরা সমবায় সমিতি গঠন করেছি আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য। এখানে আমরা টাকা দেই ঠিকই। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর সেই টাকা আবার ফেরত পাই। তার মানে নিঃস্বার্থভাবে একেবারেই মালিকানা ত্যাগ করে সমবায় সমিতিতে টাকা দেই না। সুতরাং দ্বিতীয় বাক্যে 'সমবায় সমিতি' কর্ম কারক।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন? *[৪৩তম BCS, চ. বি ২০১৩-১৪]*
A. করণ কারক B. সম্প্রদান কারক
C. অপাদান কারক D. অধিকরণ কারক **উ: B**

০২. দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক – ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি? *[৪০তম BCS]*
A. ৩য়া বিভক্তি B. ১মা বিভক্তি
C. ২য়া বিভক্তি D. শূন্য বিভক্তি **উ: A**

০৩. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা' - এই বাক্যে 'ঔষধ' শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[২৫তম BCS]*
A. কর্ম কারকে শূন্য B. সম্প্রদানে সপ্তমী
C. অধিকরণে শূন্য D. কর্তৃকারকে শূন্য **উ: A**

০৪. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে? *[৪০তম BCS]*
A. বিভক্তি B. কারক
C. প্রত্যয় D. অনুসর্গ **উ: B**

০৫. 'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস।' - এই বাক্যে 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[২৪তম BCS; সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৮; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের সহ-পরিচালন (কারিগরী), সহ-পরিচালক (প্রশাসন) ও রিসার্চ অফিসার ০৭]*
A. কর্তৃকারকে সপ্তমী B. কর্মকারকে সপ্তমী
C. অপাদান কারকে তৃতীয়া
D. অধিকরণ কারকে সপ্তমী **উ: D**

০৬. নিম্নরেখ কোন শব্দে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? *[১২তম BCS (পুলিশ)]*
A. ডাক্তার ডাক B. ঘোড়াকে চাবুক মার
C. গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে
D. মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে **উ: B**

০৭. অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ রয়েছে কোন বাক্যটিতে? *[২৪তম BCS (বাতিল)]*
A. আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস
B. কাজের পরিচয় ফলে বোঝা যায়
C. ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই
D. ডানার রোদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল **উ: A**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০৮. "সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম" – রেখাঙ্কিত অংশটির কারক নির্ণয় করুন – *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সহকারী ম্যানেজার ২০২০]*
A. অপাদান কারক B. করণ কারক
C. অধিকরণ কারক D. কর্ম কারক **উ: A**

০৯. "ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে" - বাক্যটিতে 'ফুলে ফুলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার ২০২১, Janata & Rupali Bank Ltd. Officer (General) 2019, ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২) ২০১৫, ১০ম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৪]*
A. কর্মে ১মা B. অধিকরণে ৭মী
C. করণে ৭মী D. কর্তায় ৭মী **উ: C**

১০. 'আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান।' রেখাঙ্কিত শব্দটি কারকে কোন বিভক্তি হবে? *[Sadharon Bima Corporation Upper Division Asst. 2019]*
A. করণে ৫মী B. অধিকরণে ২য়া
C. কর্মে ১মা D. অপাদানে ২য়া **উ: B**

১১. 'নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তা চলেছি একা' - 'রাস্তা' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সহকারী ম্যানেজার ২০২০, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জুনিয়র অফিসার ২০১৯, ঢা.বি. গ ২০০৯-২০১০, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শরৎ) ২০১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) ২০১০]*
A. করণে শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. সম্প্রদানে শূন্য **উ: A**

১২. 'টাকায় সব হয়' এখানে 'টাকায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[Pubuli Bank Ltd. Junior Officer 2019]*
A. কর্মে দ্বিতীয়া B. সম্প্রদানে সপ্তমী
C. করণে সপ্তমী D. অপাদানে সপ্তমী **উ: C**

১৩. "শিক্ষায় আমাদের আগ্রহ বাড়ছে" – 'শিক্ষায়' কোন কারক? *[Joint 8 Banks Senior Officer 2019; ঢা. বি ক ১৭-১৮]*
A. অধিকরণ B. কর্ম
C. অপাদান D. করণ **উ: A**

১৪. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অফিসার ২০২১, বাংলাদেশ কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কর্যালয় ২০২১]*
A. বিভক্তি B. কারক
C. প্রত্যয় D. অনুসর্গ **উ: B**

১৫. 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।' - এই বাক্যে 'বুলবুলিতে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[NRBC Bank Ltd. Probationary Officer 2021; তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭, প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৪ (বিটা), প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) (বসন্ত) ১০, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কপোতাক্ষ) ২০১০, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর ২০০১, Agrani Bank Ltd. Senior Officer 17, Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017, সোনালী ব্যাংক অফিসার ২০১৮, সাব রেজিস্ট্রার ০৩]*
A. করণে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. কর্তৃকারকে ৭মী D. অপাদানে ৭মী **উ: C**

১৬. 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।' - এই বাক্যে 'কাননে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক ২০১৬, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ কার্যালয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশ সহকারী রাসায়নিক ২০০২]*

A. কর্মে ৭মী B. করণে শূন্য
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী **উ: D**

১৭. গুরুজনে করো নতি - এখানে 'গুরুজনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[Basic Bank Ltd. Asst. Manager 2018, Bangladesh Bank Cash Officer 2011, রা.বি. A ২০১৭-১৮, ঢা.বি. C ২০০৯-১০, ব. বি ১২-১৩]*

A. করণে ৭মী B. অধিকরণে ৫মী
C. সম্প্রদানে ৭মী D. কর্তায় ৭মী **উ: C**

১৮. 'সেই সুমধুর, স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন।' - এই বাক্যে 'পাঠশালা' কোন কারক? *[রূপালী ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ২০১৮]*

অথবা, 'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।' এখানে 'পাঠশালা' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[Bangla desh Bank Officer (General) 2019, রা.বি. I ২০১৭-১৮, ই.বি. H ২০১৪-১৫]*

A. কর্মে শূন্য B. অধিকরণে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. অপাদানে ৫মী **উ: C**

১৯. 'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে 'দশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer 13, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৯, চ. বি ১২-১৩]*

A. কর্তৃকারকে ৭মী B. সম্প্রদান কারকে ৭মী
C. কর্তৃকারকে ৪র্থী D. কর্তৃকারকে ২য়া **উ: A**

২০. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়" – বাক্যটিতে 'বাঘের' শব্দটির কারক ও বিভক্তি – *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017 (Cancelled), প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৯-১০]*

A. কর্ম কারকে ৬ষ্ঠী B. অপাদান কারকে ৬ষ্ঠী
C. করণ কারকে ৭মী D. কর্তৃ কারকে ৭মী **উ: B**

২১. পড়াশোনায় মন দাও - বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[Social Developnent Foundation Charter IT Asst. Data Entry Oparator 2012, অর্থমন্ত্রণালয়ের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর ক্লাস্টার আইটি অ্যাসিসটেন্ট / ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১২, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শাপলা) ২০১১, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) ২০১০]*

A. কর্মে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. কর্তায় ৭মী D. অপাদানে শূন্য **উ: B**

২২. "পৃথিবীতে কে কাহার" এ বাক্যে 'পৃথিবীতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[Investment Corporation Bangladesh (ICB) Officer 2011, রা. বি ২০১১-১২]*

A. কর্মে ৭মী B. কর্তায় ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী **উ: C**

২৩. 'আলোয় আঁধার কাটে' – কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[Standard Bank Limited Asst. Officer 2012, প্রাক. প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ১২, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (হাসনাহেনা) ১৪, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪]*

A. কর্তায় ৭মী B. অধিকরণে ৫মী
C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ৭মী **উ: D**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২৪. "গুরুজনে করো শ্রদ্ধা" - এখানে 'গুরুজনে' কোন কারক? *[Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla) Asst. Manager (Admin) 2011]*

A. কর্তৃকারক B. অপাদান কারক
C. করণ কারক D. কর্মকারক **উ: D**

ব্যাখ্যা: মূল অধ্যায়ে 'কারকের বিশ্লেষণ' শিরোনামের ৩নং-এ প্রশ্নোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ব্যাখ্যানুসারে 'গুরুজনে' পদটি সম্প্রদান কারক হবে। কিন্তু এই প্রশ্নের অপশনে সম্প্রদান কারক নেই। সেক্ষেত্রে কর্মকারকই সর্বোত্তম উত্তর বলে দাগাতে হবে। কারণ অনেক বৈয়াকরণ সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না; তাদের মতে কর্মকারকের দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়। সুতরাং এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সঠিক উত্তর অপশন D.

২৫. "মেঘে বৃষ্টি হয়" – এখানে 'মেঘে' শব্দটির কারক হলো - *[Titas Gas Transmission & Distribution Ltd. Deputy Asst. Engineer 2011, জ. বি ঘ ২০১১-১২]*

A. অধিকরণ কারক B. অপাদান কারক
C. কর্ম কারক D. করণ কারক **উ: B**

২৬. "বসন্তে কোকিল ডাকে" – এ বাক্যে 'বসন্তে' কোন কারক? *[শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২১]*

A. অধিকরণ কারক B. অপাদান কারক
C. কর্মকারক D. করণ কারক **উ: A**

২৭. নাসিমা 'ফুল' তুলছে - এটি কোন কারক? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে নিয়োগ পরীক্ষা ২০২১]*

A. অধিকরণ B. অপাদান
C. কর্ম D. সম্প্রদান **উ: C**

২৮. 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' – এখানে 'কুসুমকলি' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০২১, NSI এর সহকারী পরিচালক ২০২১]*

A. অপাদানে প্রথমা B. কর্তায় শূন্য
C. কর্মে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য **উ: B**

২৯. 'আমাকে যেতে হবে।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ঝিলাম) ২০১৩, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (তিতাস) ২০১০]*

A. কর্তৃকারকে ২য়া B. কর্মে ২য়া
C. করণে ২য়া D. অপাদানে ২য়া **উ: A**

৩০. "আমাদের পুকুরে অনেক মাছ আছে" - কোন কারক? *[বাংলাদেশ কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কর্যালয় ২০২১]*
A. অধিকরণ কারক B. অপাদান কারক
C. করণ কারক D. কর্তৃকারক **উ: A**

৩১. কোনটি অপাদান কারক? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষক ২০১৯, Karmasangsthan Bank Asst. Officer 2012]*
A. জিজ্ঞাসিব জনে জনে
B. ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে
C. বনে বাঘ আছে D. গৃহহীনে গৃহ দাও **উ: B**

৩২. বাক্যের প্রতিটি শব্দের সাথে অন্বয় সাধনের জন্য যে সকল বর্ণ যুক্ত হয় তাদের কী বলে? *[প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৩, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ২০০৬]*
A. কারক B. বিভক্তি
C. সমাস D. বিশেষণ **উ: B**

৩৩. "জ্ঞানে বিমল আনন্দ হয়" - বাক্যটিতে 'জ্ঞানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[খাদ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০২১]*
A. কর্মে ২য়া B. করণে ৭মী
C. সম্প্রদানে ৪র্থী D. অপাদানে ২য়া **উ: B**

৩৪. "সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে" – এ বাক্যে 'সারা রাত' কোন কারক? *[NSI এর জুনিয়ার ফিল্ড অফিসার ২০২১]*
A. করণ কারক B. অধিকরণ কারক
C. অপাদান কারক D. কর্ম কারক **উ: B**

৩৫. সামীপ্য অর্থে কোন অধিকরণ কারক হয়? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৭]*
A. অভিব্যাপক B. আধারাধিকরণ
C. ঐকদেশিক D. কালাধিকরণ **উ: C**

৩৬. "উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ" – এখানে 'উদ্যম' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৭, রা. বি ০৯-১০; খু. বি ০৯-১০]*
A. কর্তায় শূন্য B. অপাদানে শূন্য
C. অধিকরণে শূন্য D. করণে শূন্য **উ: D**

৩৭. 'বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল' – এখানে রেখাঙ্কিত পদের কারক বিভক্তি – *[ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর ১৬]*
A. অপাদানে ২য়া B. নিমিত্তার্থে ৪র্থী
C. অপাদানে ৬ষ্ঠী D. অধিকরণে ৬ষ্ঠী **উ: B**

৩৮. "পাপে বিরত হও" – সঠিক কারক ও বিভক্তি কোনটি? *[উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৬]*
A. কর্তায় ৭মী B. করণে ৭মী
C. কর্মে ৭মী D. অপাদানে ৭মী **উ: D**

৩৯. বগুড়ার চিনিপাতা দই খেতে সুস্বাদু – এখানে 'চিনিপাতা' কোন কারক? *[উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ১৫, চা. বি ঘ ১৪-১৫]*
A. করণ B. অধিকরণ
C. অপদান D. কর্ম **উ: A**

৪০. "কলসটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ" – সঠিক কারক ও বিভক্তি কোনটি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬]*
A. অপাদানে ৭মী B. স্থানাধিকরণে ৭মী
C. ভাবাধিকরণে ৭মী D. কালাধিকরণে ৭মী **উ: B**

৪১. "আকাশে চাঁদ উঠেছে" – এখানে 'আকাশে' কোন প্রকারের অধিকরণ? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬]*
A. ভাবাধিকরণ B. স্থানাধিকরণ
C. ঐকদেশিক D. কালাধিকরণ **উ: C**

৪২. "বজ্রে মোর বাজে বাঁশি" – এখানে 'বজ্রে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১৪]*
A. কর্তায় শূন্য B. অপাদানে শূন্য
C. অধিকরণে শূন্য D. করণে শূন্য **উ: D**

৪৩. "এত শঠতা, এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা" – কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৪, ৭ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১২]*
A. কর্মে ৭মী B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী **উ: B**

৪৪. "শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই" – এখানে 'ভুঁই' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১২]*
A. কর্মে ৭মী B. করণে শূন্য
C. কর্মে শূন্য D. অধিকরণে ৭মী **উ: C**

৪৫. 'সকলকে মরতে হবে।' - এই বাক্যে 'সকলকে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দাজলা) ২০১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ) ২০০৬]*
A. কর্তৃকারকে ২য়া B. কর্মকারকে ২য়া
C. অপাদানে ২য়া D. অধিকরণে ২য়া **উ: A**

৪৬. 'ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১৩, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (পদ্ম) ২০০৯]*
A. কর্তায় ১মা B. কর্তায় ২য়া
C. কর্তায় ৭মী D. কর্মে ২য়া **উ: C**

৪৭. 'তাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ২০০৫]*
A. কর্তায় ২য়া B. কর্মে ২য়া
C. করণে ২য়া D. অধিকরণে ২য়া **উ: A**

৪৮. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (নাগালিংগম) ২০১২]*
A. ছাগলে কিনা খায়? B. টাকায় টাকা আনে
C. আরিফ বই পড়ে D. ডাক্তার ডাক **উ: C**

৪৯. 'এমন ছেলে আর দেখিনি।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (শাপলা) ২০০৯]*
A. কর্তায় শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. কর্মে ২য়া **উ: B**

৫০. বাংলা শব্দ বিভক্তি কত প্রকার? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে নিয়োগ পরীক্ষা ২০২১]*
A. ৭টি B. ৫টি C. ১০টি D. ৩টি **উ: A**

৫১. 'আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা তত্ত্বাবধায়ক ২০১০]*
A. কর্মে ৬ষ্ঠী B. করণে শূন্য
C. অধিকরণে ৬ষ্ঠী D. করণে ৭মী **উ: C**

৫২. 'পরাজয়ে ডরে না বীর।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) ২০১৩, প্রাক-প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া) ২০১২]*
A. কর্মে ২য়া B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৫মী D. অপাদানে ৭মী **উ: D**

৫৩. 'মাঠে ধান ফলেছে।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারক? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দানিয়ুব) ২০১৩, আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীন সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০০০]*
A. ভাবাধিকরণ B. বিষয়াধিকরণ
C. কালাধিকরণ D. স্থানাধিকরণ **উ: D**

৫৪. 'আয়ু যেন পদ্মপাতায় নীর।' - এই বাক্যে 'পদ্মপাতায়' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (টগর) ২০১১, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০১]*
A. কর্মে ৭মী B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী **উ: C**

৫৫. 'বাবা বাড়ি নেই।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর (পূর্বাঞ্চল) ২০১৬]*
A. কর্মে শূন্য B. কর্তায় শূন্য
C. অধিকরণে শূন্য D. অপাদানে শূন্য **উ: C**

৫৬. 'শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।' - এই বাক্যে 'পাঠে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বেলী) ২০০৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ) ২০০৮]*
A. অধিকরণে ৭মী B. অপাদানে ৫মী
C. কর্মে ৭মী D. অধিকরণে ৫মী **উ: A**

৫৭. 'তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে।' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (বুড়িগঙ্গা) ২০১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]*
A. কর্মে ৩য়া B. করণে ৩য়া
C. অপাদানে ৩য়া D. অধিকরণে ৩য়া **উ: C**

৫৮. 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।' - এই বাক্যে 'বিপদে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ) ২০০৭, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে সহকারী পরিচালক ২০০৬, পাসপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশন সহকারী পরিচালক ২০০৬]*
A. করণে ৭মী B. অপাদানে ৫মী
C. অপাদানে ৭মী D. কর্তায় শূন্য **উ: C**

৫৯. নিচের কোনটি বিভক্তি নয়? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১৪]*
A. দ্বারা B. থেকে C. যেয়ে D. পর্যন্ত **উ: D**

৬০. 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' - এই বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ) ২০০৮, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ) ২০০৫]*
A. অপাদানে ৭মী B. অধিকরণে ২য়া
C. কর্মে ৬ষ্ঠী D. অপাদানে শূন্য **উ: B**

৬১. কোনটি কর্তৃকারকে ৭মী বিভক্তির উদাহরণ? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্রিসানথিমাম) ২০১২]*
A. কোদালে মাটি কাটব
B. জাহাজ চট্টগ্রাম ছাড়ল
C. সাপের হাসি বেদে চেয়ে
D. আমারে তুমি রক্ষা করো **উ: C**

৬২. কোনটি করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বাগানবিলাস) ২০১২]*
A. কালির দাগ সহজে ওঠে না
B. বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো
C. দুধ থেকে দই হয়
D. এ বৎসর খুব বন্যা হয়েছে **উ: B**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৬৩. কারক (কৃ + ণক) শব্দটির অর্থ কী? *(রা. বি D2 ২০১৭-১৮)*
A. যা পদকে সম্পাদন করে
B. যা সমাসকে সম্পাদন করে
C. যা পদ ও সমাসকে সম্পাদন করে
D. যা ক্রিয়া সম্পাদন করে **উ: D**

৬৪. "আচরণেই ইতর-ভদ্র বুঝা যায়" - এই বাক্যে 'আচরণেই' কোন কারক ও বিভক্তি নির্দেশ করে? *(ঢা.বি গ ২০১৪-১৫; জাতীয় বি খ ২০০৬-০৭)*
A. করণে সপ্তমী B. অধিকরণে সপ্তমী
C. অপাদানে সপ্তমী D. কর্মে সপ্তমী **উ: A**

৬৫. "এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে" – এখানে 'বিষাদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ঢা. বি গ ১৬-১৭; ঢা. বি ঘ ২০১৫-১৬; জাতীয় বি খ ২০১৪-১৫; ২০১২-১৩)*
A. অধিকরণে ৭মী B. অপাদানে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে ২য়া **উ: C**

৬৬. বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদের সম্পর্ককে বলে – *(রা. বি.E ২০১৭-১৮, চ. বি ১১-১২; ই. বি. ০৪-০৫)*
A. কারক B. সমাস
C. ধাতু D. সন্ধি **উ: A**

৬৭. আমাদের একটি গল্প বলুন – এই বাক্যে 'আমাদের' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ঢা. বি ঘ ২০১৬-১৭)*
A. কর্তায় ষষ্ঠী B. অপাদানে সপ্তমী
C. কর্মে ষষ্ঠী D. অধিকরণে সপ্তমী **উ: C**

৬৮. টাকায় টাকা আনে – এ বাক্যে 'টাকায়' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ঢা. বি গ ১৬-১৭)*
A. কর্তৃকারকে শূন্য B. কর্তৃকারকে ৭মী
C. কর্ম কারকে ৭মী D. অপাদানে ৭মী **উ: B**

৬৯. লক্ষ্মীছাড়া শিমুল গাছটির বড়ো বাড় বেড়েছে – এই বাক্যে 'শিমুল গাছটির' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ঢা.বি.-গ ২০১৫-১৬)*
A. কর্মে ৭মী B. কর্মে ৬ষ্ঠী
C. কর্তৃ কারকে ৭মী D. কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী **উ: D**

৭০. "আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা" বাক্যে 'আমারে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(জ. বি ঘ ২০১৬-১৭)*
A. কর্ম কারকে ২য়া B. কর্তৃ কারকে ২য়া
C. কর্ম কারকে ৭মী D. কর্ম কারকে ৪র্থী **উ: D**

৭১. কোন বাক্যে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি রয়েছে? *(জা. বি ১২-১৩, জ. বি খ ২০১১-১২; জা. বি. ২০১০-১১)*
A. শিক্ষক মহোদয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন
B. তোমায় বলব
C. ডাক্তার ডাক D. আমি ঢাকা যাচ্ছি **উ: C**

৭২. অর্থ অনর্থ ঘটায় – 'অনর্থ' শব্দটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর। *(ঢা. বি গ ২০০৭-০৮)*
A. কর্তায় শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. করণে ২য়া D. অপাদানে ২য়া **উ: B**

৭৩. "সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ-নাগবালা" – এবাক্যে 'নাগবালা' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ঢা বি গ ০৭-০৮)*
A. কর্মে শূন্য B. কর্তায় শূন্য
C. করণে শূন্য D. অপাদানে শূন্য **উ: B**

৭৪. অনলে পুড়িয়া গেল – এখানে 'অনলে' কোন কারক? *(রা. বি E ২০১৭-১৮)*
A. করণে ৭মী B. কর্মে ৩য়া
C. অপাদানে ৩য়া D. অপাদানে ৭মী **উ: A**

৭৫. এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম – এ বাক্যে স্বাধীনতার কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ঢা.বি ক ২০১৬-১৭; ব. বি ১৪-১৫)*
A. করণে ষষ্ঠী B. অপাদানে ষষ্ঠী
C. নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী D. অধিকরণে ষষ্ঠী **উ: C**

৭৬. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়" – বাক্যটিতে 'ভয়' শব্দটির কারক – *(রা. বি. ১৩-১৪)*
A. কর্ম কারকে শূন্য B. অপাদান কারকে ৬ষ্ঠী
C. করণ কারকে ৭মী D. কর্তৃ কারকে ৭মী **উ: A**

৭৭. "পড়ায় আমার মন বসে না" - এখানে 'পড়ায়' এর কারক ও বিভক্তি হলো - *(রা. বি D2 ১৭-১৮)*
A. কর্মে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C, অপাদানে ৭মী D. করণে ৭মী **উ: B**

৭৮. তার হাসিতে মুক্তো ঝরে – এখানে 'হাসিতে' শব্দটি কোন কারকে ৭মী বিভক্তি? *(জবি গ ১৬-১৭; চ.বি-১২-১৩)*
A. অপাদান B. কর্ম
C. করণ D. সম্প্রদান **উ: A**

৭৯. ছাদে বৃষ্টি পড়ে – এ বাক্যে 'ছাদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ঢা. বি গ ১২-১৩; চ. বি ১১-১২)*
A. অপাদানে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে শূন্য **উ: B**

৮০. বর্ষাকালে সাপের ভয় – এখানে 'সাপের' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(জ. বি গ ১৬-১৭)*
A. অপাদানে ষষ্ঠী B. করণে ষষ্ঠী
C. অধিকরণে ষষ্ঠী D. কর্মে ষষ্ঠী **উ: A**

৮১. "আমার গানের মালা আমি করব কারে দান" – এখানে 'কারে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি *(চ. বি ০৮-০৯)*
A. করণে সপ্তমী B. কর্তায় সপ্তমী
C. সম্প্রদানে সপ্তমী D. কর্মে সপ্তমী **উ: C**

৮২. বাংলা ব্যাকরণে কোন কারকের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি ছিল? *(চ. বি ১৪-১৫)*
A. কর্তৃকারক B. কর্মকারক
C. করণ কারক D. সম্প্রদান কারক **উ: D**

৮৩. সম্প্রদান কারকের উদাহরণ কোনটি? *(রা.বি ২০১৬-১৭)*
A. দীনে দয়া কর B. ধোপাকে কাপড় দাও
C. ডাক্তার ডাক
D. সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে **উ: A**

৮৪. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে? *(জ. বি ১৬-১৭)*
A. য় বা তে B. এ বা এতে
C. র বা এর D, থেকে বা চেয়ে **উ: C**

৮৫. 'বাবা বাড়ি নেই' – 'বাড়ি' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(রা. বি ২০১৬-১৭)*
A. কর্মে শূন্য B. অধিকরণে শূন্য
C. কর্তায় শূন্য D. অপাদানে ২য়া **উ: B**

৮৬. ভাবাধিকরণে সর্বদাই কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়? *(রা. বি ১৬-১৭)*
A. ৪র্থী B. ৭মী C. ৬ষ্ঠী D. ৩য়া **উ: B**

৮৭. 'আমি সমাজবিজ্ঞান অনুষদে পরীক্ষা দেবো' – এ বাক্যে 'অনুষদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(চ. বি ২০১৬-১৭)*
A. কর্তায় সপ্তমী B. কর্মে সপ্তমী
C. করণে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী **উ: D**

৮৮. 'প্রচলিত আইনেই এই অপরাধের যোগ্য শাস্তির বিধান সম্ভব' – এ বাক্যে 'আইনেই' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(চ. বি ১৬-১৭)*
A. কর্মে ২য়া B. কর্তায় ৭মী
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী **উ: C**

৮৯. 'শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল' - পঙক্তিটির 'শিশিরে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(কু বি ২০১৬-১৭)*
A. অধিকরণে ৭মী B. অপাদানে ৭মী
C. কর্মে ৭মী D. করণে ৭মী **উ: D**

৯০. "পাহাড় নাড়ায় সাধ্য কার?" এখানে 'পাহাড়' শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর। *(শা বি প্র বি ১৬-১৭)*
A. করণে ৭মী B. করণে শূন্য
C. কর্তৃকারকে শূন্য D.কর্মকারকে শূন্য **উ: D**

৯১. "সমাজে প্রচলিত বিধিনিষেধ মেনে চলা বাঞ্ছনীয়" এ বাক্যে 'বিধিনিষেধ' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(চ. বি ২০১৬-১৭)*
A. কর্মে শূন্য B. কর্তায় শূন্য
C. করণে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য **উ: A**

৯২. স্কুল পালালেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না – এখানে 'স্কুল' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(রা. বি ২০১৬-১৭; চ. বি খ ২০০৯-১০; জ. বি খ ২০০৯-১০)*
A. কর্মে ষষ্ঠী B. অপাদানে শূন্য
C. করণে তৃতীয়া D. অধিকরণে শূন্য **উ: B**

৯৩. "খেজুর রসে গুড় হয়" – এখানে 'রসে' কোন কারক? *(য প্র বি ২০১৬-১৭)*
A. অধিকরণ B. করণ
C. কর্ম D. অপাদান **উ: D**

৯৪. "চণ্ডীদাসে কয়, গুণে পরিচয়" – এখানে 'চণ্ডীদাসে' শব্দটির কারক বিভক্তি - *(কু বি ১৬-১৭; রা. বি ২০১২-১৩)*
A. কর্তায় ৭মী B. করণে ৭মী
C. কর্তায় শূন্য D. অপাদানে ৭মী **উ: A**

৯৫. "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি" – এখানে 'পূজার' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(য. প্র. বি ২০১৬-১৭)*
A. সম্প্রদানে ষষ্ঠী B. সম্প্রদানে তৃতীয়া
C. অপাদানে তৃতীয়া D. কর্মে ষষ্ঠী **উ: A**

৯৬. কোনটি কর্তৃ কারকের উদাহরণ? *(ই. বি B ২০১৫-১৬)*
A. ছাগলে কি না খায় B. সে চোখে দেখে না
C. তিলে তৈল হয়
D. সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না **উ: A**

৯৭. "যৌবনে দাও রাজটীকা" – এখানে 'যৌবনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ই. বি C ২০১৫-১৬)*
A. অপাদানে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. সম্প্রদানে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী **উ: D**

৯৮. "দুই দণ্ডে চলে যায় দু'দিনের পথ" – এ বাক্যে 'দুই দণ্ডে' কোন কারক? *(জ. বি B ১৪-১৫)*
A. অধিকরণ B. অপাদান
C. কর্ম D. করণ **উ: D**

৯৯. "আমি ভাত খাই" – এখানে 'ভাত' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(চ. বি ২০১৪-১৫)*
A. কর্ম কারকে তৃতীয়া B. কর্ম কারকে শূন্য
C. কর্তৃ কারকে প্রথমা D. করণ কারকে শূন্য **উ: B**

১০০. 'শুক্রবার স্কুল ছুটি' - বাক্যটিতে 'শুক্রবার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(চ. বি ১৪-১৫)*
A. কর্মে ষষ্ঠী B. অপাদানে শূন্য
C. অধিকরণে শূন্য D. করণে ষষ্ঠী **উ: C**

১০১. 'মূর্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল' - বাক্যে 'রথে' কোন কারক? *(ব. বি ২০১৪-১৫)*
A. কর্ম B. করণ
C. অপাদান D. অধিকরণ **উ: C**

১০২. "সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়" – এখানে 'সাধনায়' কোন কারক? *(রা. বি. ২০১৩-১৪)*
A. কর্ম B. কর্তা
C. করণ D. অপাদান **উ: C**

১০৩. "হট্টমালার দেশে, তারা গাই-বলদে চষে" – এখানে 'গাই-বলদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(রা. বি. ১৩-১৪)*
A. করণে সপ্তমী B. অপাদানে সপ্তমী
C. কর্মে সপ্তমী D. কর্তায় সপ্তমী **উ: A**

১০৪. "মতিনের ভাই বাড়ি যাবে" বাক্যটিতে 'মতিনের' হচ্ছে – *(রা. বি. ১৩-১৪; ১১-১২)*
A. সম্বন্ধ পদ B. বিশেষ্য পদ
C. ক্রিয়া বিশেষণ পদ D. ক্রিয়া পদ **উ: A**

১০৫. "এ কলমে ভালো লেখা হয়" – এখানে 'কলমে' কোন কারক নির্ণয় কর *(ঢা বি ২০১৩-১৪)*
A. করণ কারক B. সম্প্রদান কারক
C. অধিকরণ কারক D. কোনটিই নয় **উ: A**

১০৬. "বসন্তে কোকিল ডাকে" এখানে 'কোকিল' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(চ. বি ১২-১৩)*
A. অপাদানে প্রথমা B. সম্প্রদানে প্রথমা
C. কর্তৃকারকে প্রথমা D. কর্মকারকে প্রথমা **উ: C**

১০৭. বিভক্তি স্পষ্ট না হলে সেখানে কোন বিভক্তি আছে বলে ধরে নিতে হয়? *(রা. বি ২০১৩-১৪)*
A. শূন্য B. ৫মী C. ৭মী D. ৬ষ্ঠী **উ: A**

১০৮. অপাদানে ৫মী বিভক্তি কোনটি? *(জ. বি গ ২০১৬-১৭)*
A. আমা হতে একাজ হবে না সাধন
B. ভালো ছাত্র হতে ভালো ফল আশা করা যায়
C. দুধ হতে ঘি হয়
D. বাড়ি হতে নদী দেখা যায় **উ: C**

১০৯. "দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য কর" – এখানে 'দরিদ্রকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ই. বি ২০০৯-১০)*
A. সম্প্রদানে ৪র্থী B. কর্মে শূন্য
C. করণে শূন্য D. কোনটিই নয় **উ: A**

১১০. "এ সুতায় কাপড় হয় না" – এখানে 'সুতায়' কোন কারক নির্ণয় কর *(জা. বি ২০১৩-১৪)*
A. কর্তৃ কারক B. করণ কারক
C. সম্প্রদান কারক D. কোনটিই নয় **উ: D**

১১১. "গাড়ি স্টেশন ছাড়ল" বাক্যের 'স্টেশন' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(জা. বি ২০১৩-১৪; রা. বি ২০০৯-১০)*
A. কর্তায় শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য **উ: C**

১১২. "দুয়ারে হাতি বাঁধা" – এখানে 'দুয়ারে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ই. বি ০৯-১০)*
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ২য়া
C. অপাদানে ২য়া D. অধিকরণে ৭মী **উ: D**

১১৩. 'জল পড়ে' – বাক্যে 'জল' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(রা. বি ২০১১-১২)*
A. কর্তায় ২য়া B. কর্তায় ৩য়া
C. কর্তায় শূন্য D. কর্তায় ৭মী **উ: C**

১১৪. "তিনি চোখে দেখেন না" এখানে 'চোখে' কোন কারক? *(র. বি ২০১৩-১৪)*
A. অধিকরণ কারক B. অপাদান কারক
C. করণ কারক D. সম্প্রদান কারক **উ: C**

১১৫. "কাচের জিনিস সহজে ভাঙে" – এখানে 'কাচের' শব্দটি কোন কারক? *(র. বি ২০১৩-১৪)*
A. অধিকরণ B. কর্ম
C. করণ D. অপাদান **উ: C**

১১৬. "পুকুরে মাছ আছে" – বাক্যে 'পুকুরে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(কু. বি. ২০১৩-১৪)*
A. অপাদানে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. কারণে ৭মী D. কর্মে ৬ষ্ঠী **উ: B**

১১৭. "এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না" - এখানে 'সাবানে' কোন কারক? *[চ. বি ১৩-১৪, Sonali Bank ltd Senior Officer (Cash) 2013]*
A. কর্তৃ B. কর্ম
C. করণ D. অপাদান **উ: C**

১১৮. "লোকটি কানে শোনে না" – এবাক্যে 'কানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(রা. বি ০৯-১০)*
A. সম্প্রদানে ৭মী B. কর্তায় প্রথমা
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী **উ: C**

১১৯. "চারদিক ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন হলো" এ বাক্যে 'ধোঁয়াতে' – *(জ. বি B ২০১১-১২)*
A. উপাদানবাচক করণ B. উপাদানবাচক বিশেষণ
C. উপাদান সম্বন্ধ D. উপায়াত্মক করণ **উ: A**

১২০. "সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষুধ দিব কোথা?" বাক্যে 'সর্বাঙ্গে' কোন কারক - *(রা. বি ২০১২-১৩)*
A. অপাদান B. করণ
C. অধিকরণ D. কর্ম **উ: C**

১২১. "তিলে তৈল হয়" – বাক্যে 'তিলে' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(রা. বি১২-১৩; ০৯-১০)*
A. কর্মকারকে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. করণকারকে ৭মী **উ: C**

১২২. সম্প্রদান কারক কোন কারকের অন্তর্গত বলে অনেকে মনে করেন? *(রা. বি ২০১২-১৩)*
A. কর্ম B. করণ
C. অপাদান D. অধিকরণ **উ: A**

১২৩. "বাবা আদালতে গেছেন" – এ বাক্যে 'আদালত' কোন কারক? *(চ. বি ২০১৩-১৪)*
A. কর্ম B. সম্প্রদান
C. অপাদান D. অধিকরণ **উ: D**

১২৪. "বাঘে ভয় পাই" – এ বাক্যে 'বাঘে' কোন কারক? *(চ. বি ১২-১৩)*
A. অধিকরণ B. কর্ম
C. অপাদান D. করণ **উ: C**

১২৫. "ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা" - এ বাক্যে 'অঙ্ক' কোন কারক? *(চা. বি গ ২০০৮-০৯)*
A. অধিকরণ B. করণ
C. সম্প্রদান D. অপাদান **উ: A**

১২৬. "দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে" – 'দেবতার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(চা. বি ক ২০১১-১২)*
A. কর্তায় ষষ্ঠী B. নিমিত্তার্থে চতুর্থী
C. সম্প্রদানে ষষ্ঠী D. কর্মে ষষ্ঠী **উ: C**

১২৭. "লোকটি কানে শোনে না" – এখানে 'কানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(রা. বি ঘ ২০০৯-১০)*
A. সম্প্রদানে ৭মী B. কর্তায় ১মা
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী **উ: C**

১২৮. "বুলবুলিতে ধান খেয়েছে" – এখানে 'বুলবুলিতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *(ই. বি খ ২০০৯-১০)*
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ৭মী **উ: A**

অনুশীলনযোগ্য অনন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১২৯. "এক থালাতে খাব মোরা" – 'থালাতে' কোন কারক?
A. করণ B. অধিকরণ
C. অপাদান D. কর্ম **উ: B**

১৩০. 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে' – এ বাক্যে প্রথম 'নয়ন' ও দ্বিতীয় 'নয়নে' কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?
A. কর্তায় শূন্য, কর্মে ৭মী
B. কর্মে শূন্য, অধিকরণে ৭মী
C. কর্তায় ১মা, অধিকরণে ৭মী
D. সম্বন্ধে শূন্য, অপাদানে ৭মী **উ: C**

১৩১. মনেতে আগুন জ্বলে চোখে যেন জ্বলেনা – কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর
A. অপাদানে ৭মী B. অপাদানে ২য়া
C. অধিকরণে ২য়া D. অধিকরণে ৭মী **উ: D**

১৩২. 'বন্ধু তুই লোকাল বাস, আদর কইরা ঘরে তুইলা ঘাড় ধইরা নামাস' – এখানে নিম্নরেখ পদটি কোন কারক?
A. কর্তৃ কারক B. সম্বোধন পদ
C. অপাদান কারক D. সম্প্রদান কারক **উ: B**

১৩৩. "গরিবকে কম্বল দিয়ে ঠান্ডায় বাঁচাও" – বাক্যটির 'ঠান্ডায়' শব্দের কারক ও বিভক্তি –
A. কর্মে ৭মী B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. সম্প্রদানে ৭মী **উ: C**

১৩৪. 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে' – বাক্যের নিম্নরেখ শব্দের কারক ও বিভক্তি কোনটি?
A. কর্তায় শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. করণে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য **উ: B**

১৩৫. 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে' – 'সবারে' কোন কারক?
A. কর্ম কারক B. অধিকরণ কারক
C. কর্তৃ কারক D. করণ কারক **উ: C**

১৩৬. "আচরণে ইতর-ভদ্র বুঝা যায়" – এই বাক্যে 'আচরণে' কোন কারক ও বিভক্তি নির্দেশ করে?
A. কর্মে ৭মী B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী **উ: B**

১৩৭. 'বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছে ভালোবেসে' – এখানে 'বিহগে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অধিকরণে ৭মী B. কর্তায় ৭মী
C. কর্মে ৭মী D. সম্প্রদানে ৭মী **উ: B**

১৩৮. নিচের কোনটি সম্প্রদানে ৭মী বিভক্তি?
A. পাগলে কী না বলে B. ভোরে সূর্য ওঠে
C. ছেলেটি অংকে কাঁচা
D. সৎপাত্রে কন্যা দান কর **উ: D**

১৩৯. 'তুমি আসবে বলে তাই, আমি স্বপ্ন দেখে যাই' – এখানে নিম্নরেখ পদটি কোন কারক?
A. কর্তৃ কারক B. সম্বোধন পদ
C. অপাদান কারক D. সম্প্রদান কারক **উ: A**

১৪০. "অন্ন চাই, বাঁচতে চাই" এখানে 'অন্ন' –
A. করণে শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানে প্রথমা D. কর্তায় ৪র্থী **উ: B**

১৪১. তুমি যদি হও আকাশের চাঁদ, আমি হব তবে তারা – 'চাঁদ' শব্দটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর?
A. করণে শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. কর্তায় শূন্য **উ: B**

১৪২. "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি; আর হাতে রণতূর্য" – এ বাক্যে 'মম' কোন কারক?
A. কর্তৃ কারক B. অধিকরণ কারক
C. কর্ম কারক D. করণ কারক **উ: A**

১৪৩. "কী করি আজ ভেবে না পাই" – এ বাক্যে 'আজ' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অধিকরণে শূন্য B. অপাদানে শূন্য
C. কর্মে শূন্য D. করণে শূন্য **উ: A**

১৪৪. 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না' এখানে 'শাক' কোন কারক?
A. কর্তৃ কারক B. করণ কারক
C. অপাদান কারক D. সম্প্রদান কারক **উ: B**

১৪৫. কোন বাক্যটিতে 'করণে শূন্য বিভক্তির' উদাহরণ দেও হয়েছে?
A. আমি ঢাকা যাচ্ছি B. তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক
C. তারা বল খেলে D. শিক্ষক পড়াচ্ছেন **উ: C**

১৪৬. কোনটি করণে ৭মী বিভক্তির উদাহরণ?
A. তারা বল খেলে
B. শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়
C. বনে বাঘ আছে D. সাপকে লাঠি মার **উ: B**

১৪৭. 'পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা' – এখানে 'দাসে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. করণে ৭মী B. সম্প্রদানে ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. কর্মে শূন্য **উ: B**

১৪৮. "অনুপমা বেশ বুদ্ধিমান মেয়ে" – বাক্যটিতে বিভক্তির সংখ্যা
A. ২টি B. ৩টি C. ১টি D. নেই **উ: D**

১৪৯. নিচের কোনটি সম্প্রদান কারক নির্দেশ করে?
A. বনে বাঘ আছে B. জিজ্ঞাসিব জনে জনে
C. ছেলেরা বল খেলে
D. সৈন্যদল যুদ্ধে যাইতেছে **উ: D**

১৫০. 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে' এখানে 'রাঘবে' কোন কারক?
A. কর্তৃ কারক B. করণ কারক
C. অপাদান কারক D. সম্প্রদান কারক **উ: C**

১৫১. "গাড়ি স্টেশন ছাড়ে" – কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অপাদানে শূন্য B. অপাদানে ৩য়া
C. অধিকরণে শূন্য D. অধিকরণে ৫মী **উ: A**

১৫২. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে' – এখানে 'জনে জনে' কোন কারক?
A. করণ কারক B. কর্ম কারক
C. অধিকরণ কারক D. অপাদান কারক **উ: B**

১৫৩. 'খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাব' – বাক্যে, 'খিলিপান দিয়ে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অধিকরণে শূন্য B. অধিকরণে ৩য়া
C. করণে ৩য়া D. করণে ৭মী **উ: B**

১৫৪. 'এ রঙে ছবি হবে না' এখানে 'রঙে' কোন কারকে কোন বিভক্তি
A. অপাদানে ৭মী B. করণে ৭মী
C. কর্মে ৭মী D. সম্প্রদানে ৭মী **উ: B**

১৫৫. 'বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর' নিম্নরেখ পদটির কারক কোনটি?
A. অধিকরণে ২য়া B. সম্প্রদানে ৪র্থী
C. অপাদানে ৬ষ্ঠী D. কর্মে ৭মী **উ: C**

১৫৬. 'উদ্যমে সাফল্য আসে' – কোনটি সঠিক?
A. কর্তায় ৭মী B. অপাদানে ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ৭মী **উ: D**

১৫৭. কোন বাক্যে অধিকরণ কারক আছে?
A. বৃষ্টি পড়ে B. বাড়ি যাব
C. সে কাঁদছে D. আকাশ অন্ধকার **উ: B**

১৫৮. 'আপনি কি পুকুরে গোসল করবেন?' – এখানে 'পুকুর' হলো –
A. করণ কারক B. কর্ম কারক
C. কর্তৃ কারক D. অধিকরণ কারক **উ: D**

১৫৯. আধার-আধেয় সম্বন্ধ হলো -
A. টিনের দুধ B. রাজশাহীর পদ্মা
C. বঙ্গবন্ধু সেতু D. টর্চের আলো **উ: A**

১৬০. কর্তা যা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কী বলে?
A. কর্তৃ কারক B. সম্প্রদান কারক
C. করণ কারক D. কর্ম কারক **উ: C**

১৬১. 'সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না' – এখানে 'মেঘ' কোন কারক?
A. কর্ম কারক B. অপাদান কারক
C. সম্প্রদান কারক D. অধিকরণ কারক **উ: B**

১৬২. যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে কী বলে?
A. কর্তৃ B. সম্প্রদান
C. করণ D. কর্ম **উ: D**

১৬৩. কত ধানে কত চাল – এই বাক্যে 'ধানে' কোন কারক?
A. অপাদান কারক B. কর্ম কারক
C. অধিকরণ কারক D. কর্তৃ কারক **উ: A**

১৬৪. 'কঠিন বাঁধনে বাঁধা' – এখানে 'বাঁধনে' কোন কারক?
A. করণ কারক B. কর্ম কারক
C. অপাদান কারক D. অধিকরণ কারক **উ: A**

১৬৫. 'প্রভাতে সূর্য উঠে' বাক্যটির 'প্রভাতে' কোন কারক?
A. কালাধিকরণ B. আধারাধিকরণ
C. ভাবাধিকরণ D. কোনটিই নয় **উ: A**

১৬৬. 'লঙ্ঘি এ সিন্ধু প্রলয়ের নৃত্যে' – এবাক্যে 'সিন্ধু' কোন কারক?
A. অধিকরণে শূন্য B. অধিকরণে ৬ষ্ঠী
C. অধিকরণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী **উ: A**

১৬৭. 'রেখো মা দাসেরে মনে' – এ বাক্যে 'দাসেরে' পদটি হচ্ছে –
A. কর্মে ২য়া B. কর্তায় ২য়া
C. কর্মে ৪র্থী D. অপাদানে ৪র্থী **উ: A**

১৬৮. 'নগরে রাজা এলো' – 'রাজা' এর কারক ও বিভক্তি কোনটি?
A. কর্মে শূন্য B. অধিকরণে শূন্য
C. কর্তায় শূন্য D. করণে শূন্য **উ: C**

১৬৯. 'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন' – বাক্যে 'ধান্যে' কোন কারক?
A. অধিকরণে ৭মী B. নিমিত্তার্থে ৪র্থী
C. করণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী **উ: C**

১৭০. 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' – 'ঘরেতে' কোন কারক?
A. করণ কারক B. কর্ম কারক
C. অধিকরণ কারক D. অপাদান কারক **উ: C**

১৭১. নিম্নের কোনটি কর্ম কারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি?
A. সে ভাত খায় B. তোমার দেখা পেলাম না
C. জিজ্ঞাসিব জনে জনে
D. ধোপাকে কাপড় দাও **উ: B**

১৭২. 'চলনা সুজন, মিলে দুজন নীল ওই আকাশে ভাসি' এখানে 'সুজন' কোন কারক?
A. সম্বন্ধে শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. সম্বোধনে শূন্য D. কর্তায় শূন্য **উ: C**

১৭৩. "মাকে মনে পড়ে" – 'মাকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. কর্তায় শূন্য B. কর্মে ২য়া
C. করণে ২য়া D. কর্তায় ২য়া **উ: B**

পদ প্রকরণ

১. পদ কী? = বিভক্তি যুক্ত শব্দকেই পদ বলে অথবা বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটা শব্দকেই পদ বলে।
২. পদ প্রধানত = ২ প্রকার (সব্যয় পদ, অব্যয় পদ)।
৩. সব্যয় পদ = ৪ প্রকার (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া)
৪. পদ মোট কত প্রকার? = ৫ প্রকার।

সতর্কতা

২০২১ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির নতুন বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে পদকে ৮টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অনুসর্গ, যোজক, আবেগ। শিক্ষার্থীদের এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিচ্ছি – পদ প্রকরণের প্রকারভেদে নতুন নতুন শব্দ দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এগুলো আগেও ছিল, কেবল নামটা একটু পরিবর্তন হয়েছে এই আরকি। ৯ম-১০ম শ্রেণির পূর্বের বাংলা ব্যাকরণ বই অনুসারে অব্যয় পদের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে ৪টি প্রকারভেদ দেখা যায়। যথা: সমুচ্চয়ী অব্যয়, অনন্বয়ী অব্যয়, অনুকার অব্যয় ও অনুসর্গ অব্যয়। পূর্বের সমুচ্চয়ী অব্যয়ের আলোচনাগুলোই আমরা বর্তমানে যোজকের মধ্যে দেখতে পাই। পূর্বের অনন্বয়ী অব্যয়ের আলোচনাগুলোই আমরা বর্তমানে আবেগের মধ্যে দেখতে পাই। আর পূর্বের বইয়ে বিশেষণকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যথা: নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ। এই ভাব বিশেষণের আবার ৪টি শ্রেণিবিভাগ ছিল যার মধ্যে একটির নাম ক্রিয়া বিশেষণ। বর্তমান বইয়ে এই ক্রিয়া বিশেষণকে স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিশেষ্য পদ

৫. বিশেষ্য পদ কাকে বলে? = বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, সমষ্টি, স্থান, কাল, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। সহজ কথায় কোনো কিছুর নামকেই বিশেষ্য পদ বলে।
৬. বিশেষ্য পদ কত প্রকার? = ৬ প্রকার (সংজ্ঞাবাচক, জাতিবাচক, বস্তুবাচক, সমষ্টিবাচক, ভাববাচক, গুণবাচক)।
৭. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য কাকে বলে? = যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয় তাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন:

ব্যক্তির নাম - নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল।
ভৌগোলিক স্থান - ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা।
গ্রন্থের নাম - গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, বিশ্বনবী।
ভৌগোলিক সংজ্ঞা - মেঘনা (নদী), হিমালয় (পর্বত)।

৮. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের অপর নাম কী? = নামবাচক বিশেষ্য।
৯. জাতিবাচক বিশেষ্য কাকে বলে? = যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো এক জাতীয় প্রাণীর বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: মানুষ, গোরু, পাখি, পর্বত, সমুদ্র, নদী, হিন্দু, মুসলমান, আর্মি, পুলিশ, বাঙালি ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয়

পর্বত – জাতিবাচক
হিমালয় পর্বত – নামবাচক

নদী – জাতিবাচক
পদ্মা নদী – নামবাচক

মরুভূমি – জাতিবাচক
সাহারা মরুভূমি – নামবাচক

অর্থাৎ জাতিবাচক বিশেষ্যের পূর্বে যদি স্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ থাকে যেমন: হিমালয় পর্বত, মেঘনা নদী, আরব সাগর বা সাহারা মরুভূমি তাহলে তা নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য হবে।

১০. বস্তুবাচক বিশেষ্য = যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো বস্তু বা উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: চাল, ডাল, দুধ, পানি ইত্যাদি। এ জাতীয় বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করা যায়।

১১. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য = যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো একই জাতীয় ব্যক্তি / প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: দল, ঝাক, মিছিল, মিটিং, সভা, সমিতি, মাহফিল, জনতা, অর্কেস্ট্রা, প্লাটুন, পঞ্চায়েত, বহর, সালিশ ইত্যাদি।

১২. গুণবাচক বিশেষ্য = যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো কিছুর দোষ, গুণ বা অবস্থার নাম বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: তারুণ্য, বার্ধক্য, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, সৌন্দর্য।

১৩. ভাববাচক বিশেষ্য = যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ক্রিয়ার ভাব প্রকাশিত হয় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: ভোজন (খাওয়ার কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), গমন (যাওয়ার কাজ), শয়ন (ঘুমানোর কাজ)। **টেকনিক:** ক্রিয়ামূল + আ / অন।

বিশেষণ পদ

১৪. বিশেষণ পদ কাকে বলে? = যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন: চলন্ত গাড়ি; দ্রুত চল; ভালো ছেলে; তাজা তরমুজ।

১৫. বিশেষণ পদ কত প্রকার? = ২ প্রকার (নাম বিশেষণ, ভাব বিশেষণ)

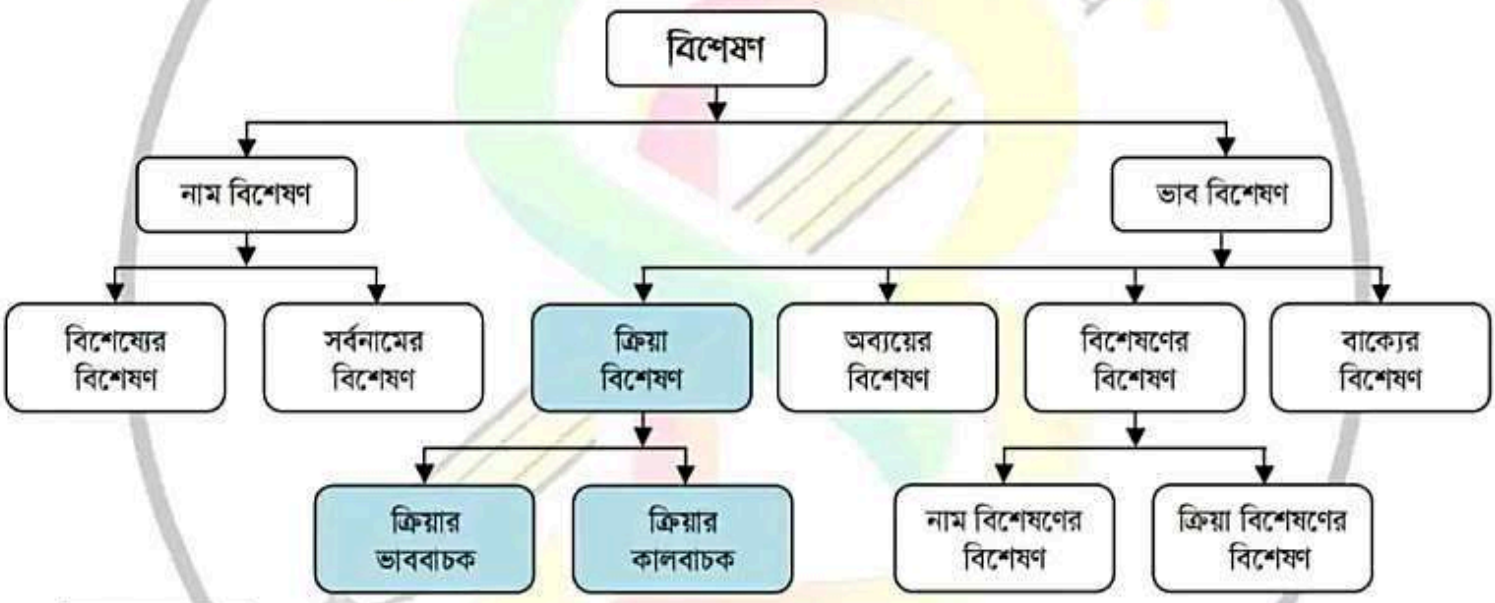

১৬. **নাম বিশেষণ:** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন:
বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ-সবল দেহকে কে না ভালোবাসে?
সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।

১৭. নাম বিশেষণের প্রকারভেদ:
ক. গুণবাচক - চৌকশ লোক, দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা হাওয়া
খ. রূপবাচক - নীল আকাশ, কালো মেঘ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা
গ. অবস্থাবাচক - তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা, চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ
ঘ. সংখ্যাবাচক - হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা
ঙ. ক্রমবাচক - দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা
চ. পরিমাণবাচক - বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি, হাজার টনি জাহাজ, আধা কেজি চাল, অনেক লোক
ছ. অংশবাচক - অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ
জ. উপাদানবাচক - বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি
ঝ. প্রশ্নবাচক - কত দূর পথ? কেমন আছ? কেমন গান? কতক্ষণ সময়?
ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক - এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ

১৮. **ভাব বিশেষণ:** যে বিশেষণ পদ কোনো ক্রিয়া বা বিশেষণ পদকে বিশেষিত করে তাকে ভাব বিশেষণ বলে। যেমন: পরে একবার এসো। ধীরে ধীরে বায়ু বয়।

১৯. ভাব বিশেষণ কত প্রকার? = ৪ প্রকার (ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ ও বাক্যের বিশেষণ)।

ক. ক্রিয়া বিশেষণ কী? = যে বিশেষণ পদ ক্রিয়া সংগঠনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন:

ক্রিয়া সংগঠনের ভাব - ধীরে ধীরে বায়ু বয়।

ক্রিয়া সংগঠনের কাল - পরে একবার এসো।

খ. বিশেষণের বিশেষণ কী? = যে পদ নাম বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাকে বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যেমন:

নাম বিশেষণের বিশেষণ - সামান্য একটু দুধ দাও।

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ - রকেট অতি দ্রুত চলে।

গ. অব্যয়ের বিশেষণ কী? = যে বিশেষণ পদ কোনো অব্যয় পদ বা তার অর্থকে বিশেষিত করে তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যেমন: ধিক তারে, শত ধিক নির্লজ্জ যে জন। বৃষ্টির মৃদু টাপুর টুপুর ছন্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক যেন ফুলদানীতে ভিজিয়ে রাখা বাসি ফুলের মতো তার চেহারা।

ঘ. বাক্যের বিশেষণ কী? = কোনো বিশেষণ পদ যদি কোনো সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন: বাস্তবিকই, আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত, দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

২০. **নির্ধারক বিশেষণ:** দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন: রাশি রাশি ভারা ভারা ধান। লাল লাল কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে। নববর্ষ উপলক্ষে ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেছে। এত ছোটো ছোটো উত্তর লিখলে হবে না।

বিশেষণ নির্ণয়ের নিঞ্জা টেকনিক

পদ প্রকরণ অধ্যায়ের প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটা কমন প্রশ্ন হচ্ছে বাক্যের বিভিন্ন পদের বিশেষ্য / বিশেষণ নির্ণয়। প্রায়ই দেখা যায় প্রশ্নে একটা বাক্য উল্লেখ করে বলা হয় এই বাক্যে বিশেষণ কয়টি? অথবা একটি বাক্যের যে কোনো একটি পদের নিচে দাগ দিয়ে প্রশ্ন করা হয়, নিম্নরেখাঙ্কিত পদটি কোন পদ? আবার অনেক সময় শুধু একটি শব্দ উল্লেখ করেও তা কোন পদ – এটা জানতে চায় পরীক্ষায়। এই ধরনের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি দ্বিধান্বিত হয়ে যাই। মনে হয় বিশেষ্য পদ কিন্তু পরে দেখা যায় বিশেষণ বা মনে হয় বিশেষণ পদ কিন্তু পরে দেখা যায় বিশেষ্য।

১. **কেমন / কয়টি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা বিশেষণ।** যেমন: নীল আকাশ; কেমন আকাশ? উত্তর - নীল। পাঁচটি কলম; কয়টি কলম? উত্তর - পাঁচটি।

২. **অতিরিক্ত তথ্যগুলোই বিশেষণ।** যেমন: সামান্য একটু দুধ দাও। এ বাক্যে মূল অংশ 'দুধ দাও' আর অতিরিক্ত তথ্য দুটি; সামান্য এবং একটু। সুতরাং এই দুটি শব্দই বিশেষণ।

৩. **বিশেষ্যের আগে ব্যবহৃত বিশেষ্য যা পরের বিশেষ্যকে বিশেষিত করে সেক্ষেত্রে আগের বিশেষ্যটি বিশেষণ বলে গণ্য হবে।** যেমন: গদ্য ও ভাষা দুটিই বিশেষ্য। এক্ষেত্রে 'গদ্য ভাষা' এমন হলে 'গদ্য' বিশেষণ হবে।

৪. **শব্দের শেষে ঈন, ইক, ইত, ঈয়, ধর, ইষ্ট, মতী, বতী, ব্রতী, মান, বান, কুল, শীল, শালী, স্পর্শী, হীন, পূর্ণ, নিপুণ, ময়, ধর্মী, অনীয়, গত, অন্ত, তর, তম, প্রবণ যুক্ত থাকলে তা বিশেষণ হবে।** যেমন: ব্যবহার + ইক = ব্যাবহারিক, মায়া + বতী = মায়াবতী, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত, গুণ + বান = গুণবান, বুদ্ধি + মান = বুদ্ধিমান, ইউরোপ + ঈয় = ইউরোপীয়, সত্য + ব্রতী = সত্যব্রতী, শক্তি + ধর = শক্তিধর, সাহিত্য + ইক = সাহিত্যিক, বিত্ত + শালী = বিত্তশালী, সম্পদ + শালী = সম্পদশালী ইত্যাদি।

কি! অনেক সহজ মনে হচ্ছে না এখন? এখন কি মনে হচ্ছে যে বাক্যের মধ্য থেকে বিশেষণ নির্ণয় করাটা সম্ভব? যাই হোক এই চারটি টেকনিক যে ভুল তা কিন্তু নয়। কিন্তু আমার কাছে টেকনিকগুলো একটু কঠিন মনে হয়। বিশেষ করে ৩ নং পয়েন্টের এত এত প্রত্যয় - এগুলো মনে রাখাটাই ঝামেলার বিষয়। উল্লিখিত নিয়মগুলো প্রচলিত অনেক বইয়ে আছে। কিন্তু এগুলো মনে রাখাটাই অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তাহলে এবার চলুন ওপরের সবগুলো কৌশল বাদ দিয়ে মাত্র ২টি নিঞ্জা টেকনিকে বিশেষণ নির্ণয় শিখে ফেলি।

বাক্যের মধ্য থেকে বিশেষণ নির্ণয়

প্রশ্নে কোনো একটি বাক্য দিয়ে তার মধ্য থেকে যেকোনো একটি পদের নিচে দাগ দিয়ে তা বিশেষ্য ও বিশেষণ এই দুটির মধ্যে কোন পদ জানতে চাইলে প্রথমত আমরা সেটিকে বিশেষণ হিসেবেই কল্পনা করে নিবো। তারপর চেষ্টা করব বিশেষণ পদটি কাকে বিশেষায়িত করছে তা নির্ণয় করার। যদি বিশেষণ পদটি বাক্যের অন্য কোনো পদকে বিশেষায়িত করে তাহলে আমাদের ধরে নেওয়া সেই বিশেষণ পদটি আসলেই বিশেষণ আর যদি বিশেষণ পদটি বাক্যের অন্য কোনো পদকে বিশেষায়িত না করে তাহলে আমাদের ধরে নেওয়া সেই বিশেষণ পদটি মূলত বিশেষ্য। যেমন:

→ অন্ধ লোকটি সমাজের সকল অন্ধের পথপ্রদর্শক।

ব্যাখ্যা: এখানে দুটি অন্ধের কোনটি কোন পদ? টেকনিক অনুযায়ী প্রথমে আমরা দুটি অন্ধ পদকেই বিশেষণ ধরে নেই। এখন চেষ্টা করি খুঁজে বের করার যে পদদুটি বাক্যের অন্য কোনো পদকে বিশেষায়িত করছে কি না? লক্ষ করে দেখুন প্রথম 'অন্ধ' পদটি বাক্যের 'লোক' পদকে বিশেষায়িত করছে অর্থাৎ লোকটি কেমন তার অবস্থা বুঝাচ্ছে। তার মানে বাক্যের প্রথম 'অন্ধ' পদটি বিশেষণ। এখন দ্বিতীয় 'অন্ধ' পদটিকে আমরা প্রাথমিকভাবে বিশেষণ হিসেবে ধরে নিলেও লক্ষ করে দেখুন তা বাক্যের অন্য কোনো পদকে বিশেষায়িত করছে না। তাই দ্বিতীয় অন্ধ পদটি অবশ্যই বিশেষ্য পদ হবে। আরও অনেক উদাহরণের সাহায্যে বিস্তারিত বোঝার জন্য পাশে দেওয়া QR Code টি স্ক্যান করে ভিডিয়োটি দেখে ফেলুন।

শব্দ দেখে বিশেষণ নির্ণয়

শব্দ দেখেই তা বিশেষ্য না কি বিশেষণ তা নির্ণয়ের জন্য দুটি টেকনিক রয়েছে।

টেকনিক - ১: শব্দটির সাথে যদি বিভক্তি যুক্ত করা যায় তাহলে তা বিশেষ্য; আর না গেলে তা বিশেষণ।

টেকনিক - ২: প্রশ্নে যে শব্দটি উল্লেখ করা থাকবে তার আগে বা পরে অন্য আরেকটি শব্দ কল্পনা করে নিবো। যদি সেই কল্পিত শব্দটি প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দের আগে বসানো যায় তাহলে প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দটি বিশেষ্য আর যদি সেই কল্পিত শব্দটি প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দের পরে বসানো যায় তাহলে প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দটি বিশেষণ।

→ গৈরিক, গাম্ভীর্য, উদ্ধত, সমর্থ, জীবন, দরিদ্র – এগুলো কোনটি কোন পদ?

ব্যাখ্যা: প্রথমে আমরা উল্লিখিত শব্দগুলোতে ওপরের দুটি টেকনিক প্রয়োগ করি।

১ গৈরিক বসন – অর্থাৎ গেরুয়া রঙের বস্ত্র। এখানে কল্পিত শব্দ 'বসন' যা প্রশ্নে প্রদত্ত শব্দের পরে বসেছে। তার মানে প্রশ্নে প্রদত্ত শব্দটি বিশেষণ।

২ গাম্ভীর্যের ভাব – এখানে 'গাম্ভীর্য' শব্দটির সাথে বিভক্তি যুক্ত করা গিয়েছে। তার মানে 'গাম্ভীর্য' শব্দটি বিশেষ্য। এখন আবার এটা ভাববেন না যে গাম্ভীর্যের ভাব – এখানে কল্পিত শব্দ 'ভাব' যা প্রশ্নে প্রদত্ত শব্দের পরে বসেছে। তাহলে তো 'গাম্ভীর্য' শব্দটি বিশেষণ হওয়ার কথা, কিন্তু বিশেষ্য কেনো হলো? মনে রাখবেন, কল্পিত শব্দটি পরে বসলে প্রশ্নে প্রদত্ত শব্দটি তখনই বিশেষণ হবে যদি মূল শব্দের পরিবর্তন না হয়। এখানে কল্পিত শব্দ 'ভাব' বসানোর কারণে মূল শব্দের পরিবর্তন হয়েছে। তাই এটি বিশেষণ না হয়ে বিশেষ্য হয়েছে।

৩ উদ্ধত আচরণ – কল্পিত শব্দ পরে বসেছে এবং সেক্ষেত্রে মূল শব্দের কোনো পরিবর্তনও হয়নি। তাই 'উদ্ধত' বিশেষণ।

৪ সমর্থ ব্যক্তি – কল্পিত শব্দ পরে বসেছে এবং সেক্ষেত্রে মূল শব্দের কোনো পরিবর্তনও হয়নি। তাই 'সমর্থ' বিশেষণ।

৫ জীবনের জয়গান – বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। যদিও মূল শব্দের পরে কল্পিত শব্দ যুক্ত করা গিয়েছে তবে সেক্ষেত্রে মূল শব্দের পরিবর্তনও হয়েছে। তাই এখানে 'জীবন' বিশেষ্য।

৬ দরিদ্র লোক – কল্পিত শব্দ পরে বসেছে এবং সেক্ষেত্রে মূল শব্দের কোনো পরিবর্তনও হয়নি। তাই 'দরিদ্র' বিশেষণ।

আরও অনেক উদাহরণের সাহায্যে বিস্তারিত বুঝতে পাশে দেওয়া QR Code টি স্ক্যান করে ভিডিয়োটি দেখে ফেলুন।

একই পদের বিভিন্ন রূপে প্রয়োগ

শব্দ	পদ	উদাহরণ	শব্দ	পদ	উদাহরণ
ভালো	বিশেষ্য	আপন ভালো সবাই চায়	নীল	বিশেষ্য	নীল একটি রঙের নাম
	বিশেষণ	ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন		বিশেষণ	নীল আকাশে রংধনু উঠেছে
	ক্রিয়া বিণ	ঘোড়াটি ভালো দৌড়াতে পারে	বুদ্ধিমান	বিশেষ্য	বুদ্ধিমানেরাই উপদেশের মর্ম বোঝেন
	অব্যয়	ভালো, তাই হোক		বিশেষণ	বুদ্ধিমান লোক কম কথা বলে
মন্দ	বিশেষ্য	এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?	মূর্খ	বিশেষ্য	মূর্খকে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই
	"	মন্দকে মন্দ বলতে দোষ কি?		বিশেষণ	মূর্খ লোকের মতো কথা বলো না
	বিশেষণ	মন্দ কথা বলতে নেই	পাপ	বিশেষ্য	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
	"	মন্দ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত		বিশেষণ	পাপ কাজে সুখ নেই
	ক্রিয়া বিণ	আজকাল পুষ্পার অবস্থা মন্দ যাচ্ছে	ঘন	বিশেষণ	ঘন দুধ খেতে সুস্বাদু
সাধু	বিশেষ্য	সাধুগণ কখনো অন্যের ক্ষতি করে না		ক্রিয়া বিণ	বাছুরটি ঘন ঘন ডাকতে লাগল
	বিশেষণ	সে সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি	কুশল	বিশেষ্য	মাতাপিতা সন্তানের কুশল কামনা করে
	অব্যয়	তার কথায় সভামধ্যে সাধু সাধু রব উঠল		বিশেষণ	তিনি রাজনীতিতে কুশল
পুণ্য	বিশেষ্য	পুণ্যে মতি হোক	আপন	সর্বনাম	আপন চেয়ে পর ভালো
	বিশেষণ	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক		বিশেষণ	আপন ভালো পাগলেও বোঝে
নিশীথ	বিশেষ্য	গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত	চেনা	ক্রিয়া	মানুষ চেনা কঠিন
	বিশেষণ	নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি		বিশেষণ	চেনা মানুষে ভয় কীসের
সত্য	বিশেষ্য	এ এক বিরাট সত্য	পড়া	বিশেষ্য	ছেলেটি তার পড়া তৈরি করছে
	বিশেষণ	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল		বিশেষণ	পড়া বই বার বার পড়তে ভালো লাগে না
শীত	বিশেষ্য	শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অন্ধকার	শেষ	বিশেষ্য	এ তর্কের শেষ নেই
	বিশেষণ	শীতকালে কুয়াশা পড়ে		বিশেষণ	এটাই কি তোমার শেষ কথা
ধনী	বিশেষ্য	ধনীকেও একদিন মরতে হবে	মিথ্যা	বিশেষ্য	মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে জীবনে ঠকতে হয়
	বিশেষণ	ধনী লোকের খয়ের খাঁর অভাব নেই		বিশেষণ	মিথ্যা কথা বিপদ ডেকে আনে
বৃদ্ধ	বিশেষ্য	বৃদ্ধকে সম্মান করতে শেখ	দেখা	বিশেষ্য	তোমার দেখা পেলাম না
	বিশেষণ	বৃদ্ধ লোকটিকে মন্দ কথা বলো না		বিশেষণ	'ধ্রুব' আমার দেখা শ্রেষ্ঠ বাংলা বই
বড়ো	বিশেষ্য	বড়ো ছোটো ভেদাভেদ আমার নেই	কাজ	বিশেষ্য	সবাই ভালো কাজের মূল্য দেয়
	বিশেষণ	টাকা থাকলেই বড়োলোক হয় না		বিশেষণ	বাজে কথা বাদ দিয়ে কাজের কথা বল

বিশেষণের অতিশায়ন

২১. বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। **যেমন:** যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

ক) বাংলা শব্দের অতিশায়ন:

১. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে ৫মী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা) বসে। প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ৬ষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয় এবং মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন:

→ গোরুর চেয়ে ঘোড়া দ্রুতগামী। | → করিমের চেয়ে রহিম বুদ্ধিমান। | → ডিম হতে দুধে পুষ্টি বেশি
→ বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান। | → রিফাত অপেক্ষা মাহফুজ বড়ো। | → গোরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।

২. বাংলা শব্দের অতিশায়নে অনেকের মধ্যে একজনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন না করে তার পূর্বে সর্বাপেক্ষা, সবচেয়ে, সর্বাধিক, সব থেকে ইত্যাদি বসাতে হয়। যেমন:

→ পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।
→ সকলের মধ্যে করিম সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান।
→ ভাইদের মধ্যে বিমল সর্বাধিক বিচক্ষণ।
→ খেলার মধ্যে ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের পূর্বে অনেক, বেশি, অধিক, অল্প, কম, অধিকতর ইত্যাদি যোগ করতে হয়। যেমন:

→ পদ্ম ফুল গোলাপের চেয়ে অনেক সুন্দর।
→ ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী।
→ কমলার চেয়ে পাতিলেবু অল্প ছোটো।

৪. কখনো কখনো ৬ষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত শব্দে ৬ষ্ঠী বিভক্তিই অতিশায়নের কাজ করে। যেমন:

→ এ মাটি সোনার বাড়া (অর্থাৎ এ মাটি সোনার চেয়েও বেশি)
→ বয়সে করিম রহিমের বড়ো (রহিমের চেয়েও বড়ো)।

খ) তৎসম শব্দের অতিশায়ন:

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে 'তর' ও বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: গুরু-গুরুতর-গুরুতম, দীর্ঘ-দীর্ঘতর-দীর্ঘতম, বৃহৎ-বৃহত্তর-বৃহত্তম, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতর-ক্ষুদ্রতম। কিন্তু 'তর' প্রত্যয় যুক্ত শব্দটি শ্রুতিকটূ হলে 'তর' প্রত্যয়ের বদলে 'অধিকতর' বসে। যেমন: অশ্ব হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন: মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী, দেশ সেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স্' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন:

মূল বিশেষণ	দুয়ের মধ্যে	বহুর মধ্যে
লঘু	লঘীয়ান	লঘিষ্ঠ
অল্প	কনীয়ান	কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	জ্যায়ান	জ্যেষ্ঠ
শ্রেয়	শ্রেয়ান	শ্রেষ্ঠ

[বাংলায় সাধারণত 'ঈয়স' প্রত্যয় যুক্ত শব্দগুলোর ব্যবহার নেই]

৪. 'ঈয়স' প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন: ভূয়সী প্রশংসা।

সর্বনাম পদ

২২. বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাই সর্বনাম।

২৩. সর্বনাম পদকে ভাগ করা যায় = ১০ শ্রেণিতে।

ক. ব্যক্তিবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তারা, তিনি, তাহারা, সে, ও, ওরা
খ. আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি
গ. ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, আপসে, পরস্পর
ঘ. সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইনি, ইহারা
ঙ. দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব
চ. সাকল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ
ছ. প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কীসে
জ. সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যারা, যাহারা
ঝ. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর
ঞ. অনির্দিষ্টতাবাচক : কোনো, কেহ, কেউ, কিছু

২৪. কোন কোন পদের পুরুষ আছে? = ৩ টি পদের (বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়া)।

২৫. পুরুষ নেই = ২ টি পদের (বিশেষণ ও অব্যয়)।

২৬. পুরুষ = ৩ প্রকার (উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষ)

২৭. **উত্তম পুরুষ** = স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। যেমন: আমি, আমার, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি। (অপর নাম ৩য় পুরুষ)

২৮. **মধ্যম পুরুষ** = প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। যেমন: তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাদের ইত্যাদি। (অপর নাম ২য় পুরুষ)।

২৯. **নাম পুরুষ** = পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা অনুপস্থিতরাই নাম পুরুষ। যেমন: সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাকে, তাদের ইত্যাদি। (অপর নাম ১ম পুরুষ)।

অব্যয় পদ

৩০. যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না তাকে অব্যয় পদ বলে।

৩১. বাংলা ভাষায় কত প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে? = ৩ প্রকার (বাংলা, তৎসম ও বিদেশি)।

'এবং' ও 'সুতরাং' এই দুটো তৎসম অব্যয়। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন আর 'সুতরাং' শব্দের অর্থ অত্যন্ত। কিন্তু বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলায় 'এবং' শব্দের অর্থ 'ও' আর 'সুতরাং' শব্দের অর্থ 'অতএব'।

৩২. অব্যয় পদ কত প্রকার? = ৪ প্রকার (সমুচ্চয়ী অব্যয়, অনন্বয়ী অব্যয়, অনুসর্গ অব্যয় এবং অনুকার অব্যয়)।

৩৩. **সমুচ্চয়ী অব্যয়:** যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এর অপর নাম সম্বন্ধবাচক অব্যয়। যেমন:

- উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায় (সংযোজন)।
- তিনি সৎ তাই সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে (সংযোজন)।
- হাসেম কিংবা কাশেম এর জন্য দায়ী (বিয়োজন)।
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন (বিয়োজন)।
- তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন (সংকোচন)।

৩৪. সমুচ্চয়ী অব্যয় কত প্রকার? = ৩ প্রকার (সংযোজক, বিয়োজক ও সংকোচক)।

সংযোজক অব্যয়: বাক্যস্থিত দুটি পদের মধ্যে আর, তাই, তথা, এবং, ও, সুতরাং, অধিকন্তু ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহার করে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপন করা হলে তা সংযোজক অব্যয়। যেমন:

- রিতা ও মিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।
- পলাশীর যুদ্ধ বাংলা, তথা দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
- জনাব কামাল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান এবং সফল ব্যবসায়ী।
- জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।

বিয়োজক অব্যয়: বাক্যস্থিত দুটি পদের মধ্যে বা, অথবা, নতুবা, কিংবা, হয়তো, নয়তো, না হয় ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহার করে বিয়োজক সম্পর্ক স্থাপন করা হলে তা বিয়োজক অব্যয়। এর আরেক নাম বৈকল্পিক অব্যয়। যেমন:

- রিতা না হয় মিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।
- লাল বা নীল – কলমটা আনো।
- চা না হয় কফি খান।
- সময় থাকতে পড় নতুবা পস্তাবে।

টেকনিক: বিয়োজক অব্যয় সর্বদা দুটি অংশের মধ্যে একে অপরের বিকল্প নির্দেশ করবে। যেমন: চা না হয় কফি খান – এখানে বুঝাচ্ছে চা বা কফি যেকোনো একটা খান।

সংকোচক অব্যয়: বাক্যস্থিত দুটি পদের মধ্যে অথচ, বরং, কিন্তু, তথাপি ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহার করে অর্থের সংকোচন ঘটানো হলে তা সংকোচক অব্যয়। যেমন:

- ছেলেটি মেধাবী, কিন্তু পড়ালেখা করে না।
- ছেলেটি মেধাবী কিন্তু গরিব।
- সে নামাজ পড়ে, অথচ সত্য কথা বলে না।
- এত মেঘ হলো, তবু বৃষ্টি হলো না।
- পলাশ দেখতে সুন্দর, কিন্তু গন্ধহীন।
- ছেলেটা অনেক পরিশ্রমী তথাপি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে।

টেকনিক: বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটিয়ে প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের বিরোধ সম্পর্ক প্রকাশ করে। যেমন: তাকে আসতে বললাম, তবু এলো না। এখানে 'তবু' অব্যয়টি বাক্যের 'আসতে বললাম' ও 'এলো না' অংশের মধ্যে বিরোধ বুঝায়।

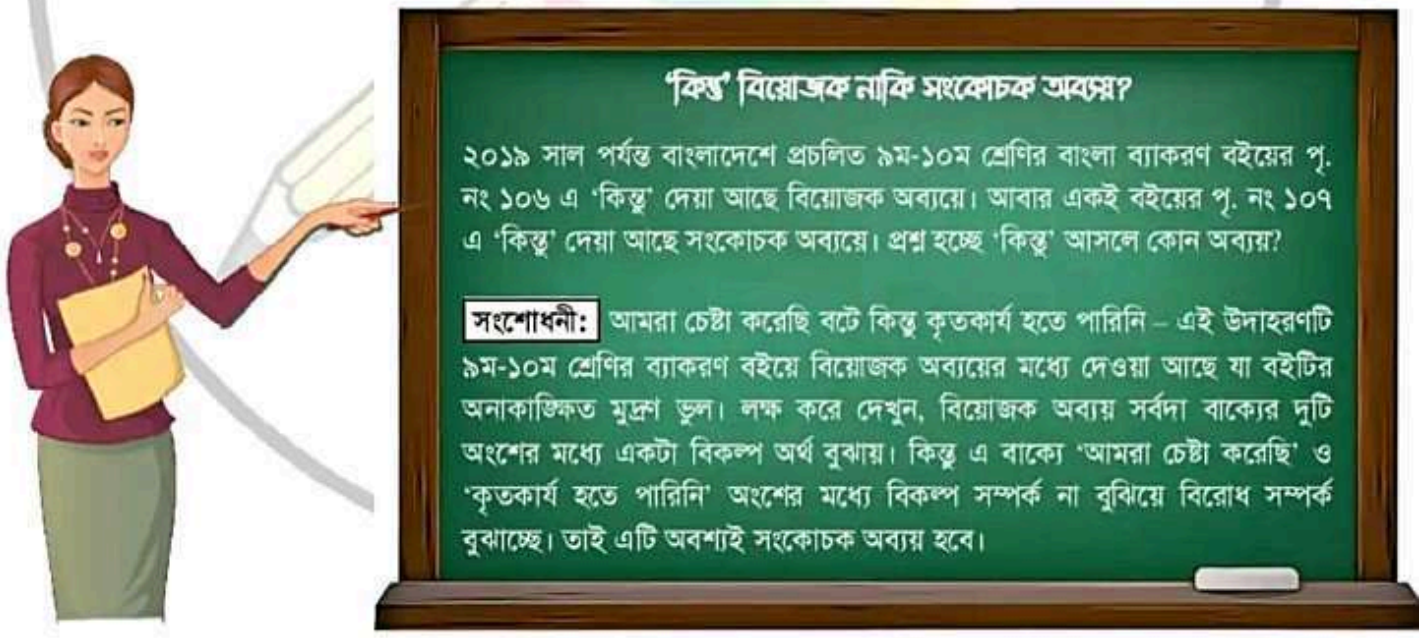

৩৫. **অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়:** যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি অব্যয় শব্দ বাক্যে সংযোজক অব্যয়ের মতো কাজ করে বলে এদের অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই অব্যয় শব্দগুলো দিয়ে বাক্যে একটি অন্যটির কারণ বোঝায়। যেমন:

→ তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

→ আজ যদি পারি, একবার সেখানে যাব।

→ এমনভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

৩৬. **অনন্বয়ী অব্যয়:** যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীন ভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয় তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বা আবেগ শব্দ বলে। যেমন:

উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাত!
যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।
সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব।
অনুমোদন প্রকাশে : আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।
সম্বোধনে : ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। ওহে মাঝি, আমারে কর পার।
সমর্থন প্রকাশে : আপনি যা জানেন, তা তো ঠিকই বটে।
ঘৃণা প্রকাশে : ছি ছি, তুমি এত নীচ!
বিরক্তি প্রকাশে : কি আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সম্ভাবনা প্রকাশে : সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।

টেকনিক: মনের ভাব প্রকাশ করলেই তা অনন্বয়ী অব্যয়। পাশের উদাহরণগুলো থেকে মিলিয়ে নিন।

বাক্যালংকার অব্যয়: কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভা বর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন: কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে। হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা। এক যে ছিল রাজা। তুমি যে বড়ো (আর) এলে না। ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল। বাক্যালংকার অব্যয় অনন্বয়ী অব্যয়ের একটি অংশ। বাক্যালংকার অব্যয়ের কোনো উদাহরণ পরীক্ষায় আসলে আর অপশনে বাক্যালংকার অব্যয় না থাকলে অনন্বয়ী অব্যয়ই সঠিক উত্তর হিসেবে দাগাতে হবে।

৩৭. **অনুসর্গ অব্যয়:** যে সকল অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন: ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। অনুসর্গ অব্যয়ের অপর নাম পদান্বয়ী অব্যয়।
অনুসর্গ অব্যয় কত প্রকার? = ২ প্রকার (বিভক্তিসূচক অব্যয়, বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ)।

৩৮. **অনুকার অব্যয়:** যে সকল অব্যয় শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয় তাকে অনুকার অব্যয় বলে। যেমন: কড়কড় (বজ্রের ধ্বনি), গুড়গুড় (মেঘের গর্জন), মর্মর (শুকনো পাতার শব্দ), রুমঝুম (নূপুরের আওয়াজ), ঝুমঝুম (বৃষ্টির ধ্বনি), শনশন (বাতাসের গতি), কল কল (স্রোতের ধ্বনি), ঢং ঢং (ঘণ্টার ধ্বনি) ইত্যাদি। অনুকার অব্যয়ের অপর নাম ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।
অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যেমন: ছমছম (ভয়ের অনুভূতি), ঝাঝা (প্রখরতার ভাবজ্ঞাপক), খাঁখাঁ (শূন্যতার ভাবজ্ঞাপক), কচকচ, কটকট, চকচক, খটখট, টনটন, ঝলমল, টলমল ইত্যাদি।

৩৯. **অব্যয় বিশেষণ:** কতগুলো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নাম বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা দিয়ে থাকে, এদেরকে অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যেমন:

নাম বিশেষণ - অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
ক্রিয়া বিশেষণ - অন্যত্র চলে যায়।

৪০. **নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়:** কতগুলো যুগ্ম শব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় নামে পরিচিত। যেমন: যথা-তথা, যেমন-তেমন, যখন-তখন, যত-তত ইত্যাদি।

⚠ সতর্কতা

নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় ও সাপেক্ষ সর্বনামের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থীদেরই ঝামেলা হতে দেখা যায়। এর মূল কারণটাই হচ্ছে – সাপেক্ষ সর্বনাম ও নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়ের উদাহরণগুলো একই। যেমন: যখন মেঘ গর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে – এখানে যখন-তখন সাপেক্ষ সর্বনাম। কিন্তু যখন মেঘ গর্জন করছিল তখন আমি পড়ছিলাম – এখানে যখন-তখন নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার্থীরা কীভাবে বুঝবে যখন-তখন, যেন-তেন এগুলো কখন সাপেক্ষ সর্বনাম হবে আর কখন নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় হবে।

টেকনিক: যখন-তখন, যেন-তেন ইত্যাদি পদগুলোর দ্বারা বাক্যের দুটি অংশ যদি একটি আরেকটির ওপর নির্ভরশীল বোঝায় তাহলে তা সাপেক্ষ সর্বনাম অন্যথায় তা নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়। ওপরের উদাহরণ দুটির দিকে লক্ষ করুন। যখন মেঘ গর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে – এখানে ময়ূরের নৃত্য করাটা মেঘ গর্জন করার ওপর নির্ভরশীল। মেঘ গর্জন না করলে ময়ূর নৃত্য করে না। তাই এটি সাপেক্ষ সর্বনাম। কিন্তু যখন মেঘ গর্জন করছিল তখন আমি পড়ছিলাম – এখানে আমার পড়াটা মেঘের গর্জন করার ওপর নির্ভরশীল নয়; মেঘ গর্জন না করলেও আমি পড়ি। তাই এটি নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়।

একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

অব্যয়	অর্থ	উদাহরণ	অব্যয়	অর্থ	উদাহরণ
না	নিষেধ	এখন যেয়ো না	আর	পুনরাবৃত্তি	ওদিকে আর যাব না
	বিকল্প প্রকাশ	তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব		নির্দেশ	বল, আর কী চাও?
	আদর প্রকাশ	আর একটা মিষ্টি খাওনা খোকা		নিরাশা	সেদিন কি আর আসবে?
	নিরর্থক প্রকাশ	একটা গান গাও না ভাই		বাক্যালংকার	আর কি বাঁশি বাজবে?
	অনুরোধ প্রকাশ	আর একটা গান গাও না ভাই	ও	সংযোগ	রহিম ও করিম দুই ভাই
	সম্ভাবনা	তিনি না-কি ঢাকায় যাবেন		সম্ভাবনা	আজ বৃষ্টি হতেও পারে
	বিস্ময়	কী করেই না দিন কাটাচ্ছ!		তুলনা	ওকে বলাও যা, না বলাও তা
	তুলনা	ছেলেতো না, যেন হিটলার		স্বীকৃতি জ্ঞাপন	খেতে যাবে? গেলেও হয়
যেন	উপমায়	মুখ যেন পদ্ম ফুল		হতাশা জ্ঞাপন	এত চেষ্টাতেও ফল হলো না
	প্রার্থনায়	খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন	কি	বিড়ম্বনা	তোমাকে নিয়ে কি মুশকিলেই না পড়লাম
	তুলনা	ইস, ঠান্ডা যেন বরফ		বিরক্তি	কি বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
	ব্যঙ্গ প্রকাশ	ছেলেতো নয় যেন ননীর পুতুল		জিজ্ঞাসা	তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?
	সতর্কীকরণ	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়		সাকল্য	কি আমির কি ফকির, একদিন সকলকেই যেতে হবে
	অনুমান	লোকটাকে যেন আমার পরিচিত মনে হলো			

ক্রিয়াপদ

৪১. ক্রিয়াপদ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? = শব্দতত্ত্বে।

৪২. যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন: আমি বই পড়ি, সে ভাত খায়।

৪৩. ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে কী অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করা হয়? = পুরুষ অনুযায়ী।

৪৪. মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না = ক্রিয়াপদ ছাড়া।

৪৫. সাধারণত কোন ধাতু গঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে? = 'হ' এবং 'আছ' ধাতু।

৪৬. কয়টি দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ করা যায়? = ২টি (ভাব প্রকাশের দিক এবং গঠনগত দিক)।

৪৭. ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া কত প্রকার? = ২ প্রকার (সমাপিকা, অসমাপিকা)।

৪৮. সমাপিকা ক্রিয়া কী? = যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: ছেলেরা খেলা করছে, মেয়েরা ফুল তুলছে।

৪৯. অসমাপিকা ক্রিয়া কী? = যে ক্রিয়া পদ দ্বারা বাক্যের মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেনা তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন:

প্রভাতে সূর্য উঠলে .....।
আমরা হাত মুখ ধুয়ে .....।
সূর্য পৃথিবীর চেয়ে .....।

এখানে 'উঠলে' 'ধুয়ে' 'চেয়ে' ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি। কথা শেষ করতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই ওই শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া। উপর্যুক্ত বাক্যগুলোর পূর্ণমনোভাব হবে–

প্রভাতে সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।
আমরা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম।
সূর্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়ো।

[পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে হলে সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে]

অসমাপিকা ক্রিয়া চিহ্নিতকরণের সহজ সূত্র:

কোনো ক্রিয়ার শেষে এ, লে, তে এই তিনটির যেকোনো একটি থাকলে তা অসমাপিকা ক্রিয়া। যেমন: আমি পড়তে বসলে....., আমি টিভি দেখতে দেখতে....., আমি ভাত খেতে খেতে..... ইত্যাদি।

তবে ক্রিয়াপদটি যদি বাক্যের শেষপদ হয় তাহলে এ, লে, তে যুক্ত থাকলেও তা সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন: ঘণ্টা বাজে। বৃষ্টি পড়ে। চা ক্রমশ জুড়িয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি।

৫০. গঠনগত দিক দিয়ে ক্রিয়া কত প্রকার? = ৬ প্রকার (সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া, দ্বিকর্মক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া ও মিশ্র ক্রিয়া)।

সকর্মক ক্রিয়া: ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই হচ্ছে কর্ম পদ। যে ক্রিয়ার ১টি কর্মপদ থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যথা: আমি ভাত খাব (কী খাব? = ভাত)।

অকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কোনো কর্মপদ থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: মেয়েটি নাচে। ছেলেরা খেলে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুইটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন (কাকে দিয়েছেন? = আমাকে; কী দিয়েছেন? = কলম)। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মটি মুখ্য কর্ম আর প্রাণিবাচক কর্মটি গৌণ কর্ম। সুতরাং ওপরের উদাহরণে 'কলম' মুখ্য কর্ম আর 'আমাকে' গৌণ কর্ম।

প্রযোজক ক্রিয়া: কোন কাজ নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রযোজক ক্রিয়াকে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়।

ক. প্রযোজক কর্তা: যে কর্তা ক্রিয়া প্রযোজনা করে তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

খ. প্রযোজ্য কর্তা: প্রযোজক কর্তা যাকে দিয়ে ক্রিয়া পরিচালনা করে তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন:

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া	ব্যাখ্যা
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখায়	প্রযোজক কর্তা (মা) দেখে না, প্রযোজ্য কর্তা (শিশুকে) দেখায়
তুমি	খোকাকে	কাঁদিও না	প্রযোজক কর্তা (তুমি) কাঁদে না, প্রযোজ্য কর্তা (খোকাকে) কাঁদায়
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়	প্রযোজক কর্তা (সাপুড়ে) খেলে না, প্রযোজ্য কর্তা (সাপ) খেলায়

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন: প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু + আ। যেমন: (মূল ধাতু) √হাস্ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। √হাসা + চ্ছেন (ক্রিয়া বিভক্তি) = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)

যৌগিক ক্রিয়া: একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একসাথে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন:

- তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা শুনে রাখ।
- নিরন্তরতা অর্থে : তিনি বলতে লাগলেন।
- কার্য সমাপ্তি অর্থে : ছেলে মেয়েরা শুয়ে পড়ল।
- আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন বেজে উঠল।
- অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।
- অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

যৌগিক ক্রিয়া চিহ্নিতকরণের সহজ উপায়:
একই বাক্যে যদি একটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহলে তা যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ।

মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে কর, ধর, মার, ছাড়, হ, দে, পা, কাট, খা, যা ইত্যাদি ধাতু যোগে গঠিত ক্রিয়াকে মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন:

- বিশেষ্যের পর: আমরা তাজমহল দর্শন করলাম, এখন গোল্লায় যাও।
- বিশেষণের পর: তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।
- ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পর: মাথা ঝিমঝিম করছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

৫১. নাম ধাতুর ক্রিয়া কী? = বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে 'আ' প্রত্যয় যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয় সেগুলোকে নাম ধাতু বলে।

বাঁকা (বিশেষণ) + আ = বাঁকা (নামধাতু) – কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর।

কনকন (ধ্বন্যাত্মক অব্যয়) + আ = দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে।

বেত (বিশেষ্য) + আ = বেতা (নামধাতু) – শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন।

লক্ষণীয় বিষয়

শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন
(এখানে 'শিক্ষক' প্রযোজক কর্তা এবং 'পড়াচ্ছেন' প্রযোজক ক্রিয়া। কারণ এখানে শিক্ষক নিজে পড়ে না; ছাত্রদের পড়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়, আর ছাত্ররা পড়ে।)

শিক্ষক ছাত্রদের বেতাচ্ছেন
(এখানে 'শিক্ষক' মুখ্য কর্তা এবং 'বেতাচ্ছেন' নাম ধাতুর ক্রিয়া। কারণ এখানে শিক্ষক ছাত্রদের মার খাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেয় না, নিজেই মারে।)

'আ' প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কয়েকটি নাম ধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মত ব্যবহৃত হয়। যেমন:

ফল: বাগানে বেশ কিছু লিচু ফলেছে।

টক: তরকারি বাসি হলে টকে।

ছাপা: আমি বইটা ছেপেছি।

৫২. **সমধাতুজ কর্ম:** যে বাক্যে ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ একই ধাতু দ্বারা গঠিত তাই সমধাতুজ কর্ম। যেমন: বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি। এখানে ক্রিয়াপদ ঘুমিয়েছি যা কর্মপদ ঘুম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। সমধাতুজ কর্মের অপর নাম ধাত্বর্থক কর্ম পদ।

৫৩. সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ:

অকর্মক	সকর্মক	অকর্মক	সকর্মক
আমি চোখে দেখি না	আকাশে চাঁদ দেখি না	আমি রাতে খাব না	আমি রাতে ভাত খাব না
ছেলেটা কানে শোনে না	ছেলেটা কথা শোনে না	অন্ধকারে আমার খুব ভয় হয়	বাবাকে আমার খুব ভয় করে

ক্রিয়ার ভাব

৫৪. ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা তা ঘটার ধরণ বা রীতি প্রকাশ পায় তাকে ক্রিয়ার ভাব বলে।

৫৫. ক্রিয়ার ভাব = ৪ প্রকার (নির্দেশক, অনুজ্ঞা, সাপেক্ষ, আকাঙ্ক্ষা)।

৫৬. **নির্দেশক ভাব:** সাধারণ কোনো ঘটনা নির্দেশ করলে বা কিছু জিজ্ঞেস করলে ক্রিয়াপদের নির্দেশক ভাব হয়। যেমন:

সাধারণ নির্দেশক: আমরা বই পড়ি। তারা বাড়ি যাবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসায়: আপনি কি আসবেন? সে কি গিয়েছিল?

৫৭. **আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব:** যে ক্রিয়াপদে বক্তা কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন: বৃষ্টি আসে আসুক, তার মঙ্গল হোক, যা হয় হোক, সে একটু হাসুক।

৫৮. **অনুজ্ঞা ভাব:** আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞাভাব হয়। যেমন:

নিষেধাত্মক: অন্যায় কাজ করো না।

অনুরোধ: ছাতাটা দিন তো ভাই।

উপদেশ: স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

আশীর্বাদ: ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।
আদেশ: দরজাটা লাগিয়ে দাও।

৫৯. সাপেক্ষ ভাব: একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়া বলা হয়।

সম্ভাবনায়: যদি সে পড়ত তবে পাশ করত। মন দিয়ে কাজ করলে অবশ্যই সে সফল হতো।
উদ্দেশ্য: ভালো করে পড়লে সফল হবে।
ইচ্ছা / কামনা: আজ যদি সুমন আসতো কেমন মজা হতো। আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না।

পদ পরিবর্তন

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ৫ শ্রেণির পদগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে পরিবর্তন করা যায়। তবে এই ৫ টি পদের মধ্যে বিশেষ্য থেকে বিশেষণ বা বিশেষণ থেকে বিশেষ্য – এই দুই প্রকারের পরিবর্তনই বেশি লক্ষ করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ পরিবর্তনের উদাহরণ এখানে সংযোজন করা হলো।

অধিক গুরুত্বপূর্ণ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আহ্বান	আহূত	উত্তাপ	উত্তপ্ত	অভিশাপ	অভিশপ্ত
অভ্যাস	অভ্যস্ত	উদ্দেশ	উদ্দিষ্ট	অরণ্য	আরণ্যক
অর্থ	আর্থিক	জন্ম	জাত	প্রত্যয়	প্রতীত
আঘাত	আহত, ঘাতী	দৈন্য, দীনতা	দীন	বিদ্যা	বিদ্বান
আহরণ	আহৃত	ধ্যান	ধ্যেয়, ধ্যানী	ফেন	ফেনিল
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক*, ইচ্ছুক	দাহ / দহন	দগ্ধ*, দাহ্য	পৃথিবী	পার্থিব
উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বসিত	দেহ	দৈহিক	বর্ষ	বার্ষিক
চন্দ্র	চান্দ্র	মৃৎ	মৃন্ময়	মন	মানসিক
রং	রঙিন	যশ	যশস্বী	লোভ	লুব্ধ
রোগ	রুগ্ন	লাভ	লব্ধ, লভ্য	শত্রু	শত্রুঘ্ন
স্থৈর্য	স্থির	লাজ	লাজুক	শাস্ত্র	শাস্ত্রীয়
শীত, শৈত্য	শীতল	শ্যামলিমা	শ্যামল	শৈথিল্য, শিথিলতা	শিথিল
শৌর্য	শূর	সৌকুমার্য	সুকুমার	সমর	সামরিক
সর্বাঙ্গ	সর্বাঙ্গীণ	সন্ধ্যা	সান্ধ্য	স্বাস্থ্য	সুস্থ
স্পর্শ	স্পৃষ্ট	সামর্থ্য	সমর্থ	স্ত্রী	স্ত্রৈণ
সৌজন্য	সুজন	সৌষ্ঠব	সুষ্ঠু	হেমন্ত	হৈমন্তিক, হৈমন্তী
আসন	আসীন	অধ্যয়ন	অধীত	আতিশয্য	অতিশয়
অঙ্গ	আঙ্গিক	অবধান	অবধেয়, অবহিত	অধিবাস	অধ্যুষিত
ঐশ্বর্য	ঐশ্বর্যশালী, ঐশ্বর্যিক	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য, ঔষ্ঠ্য	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা	দরিদ্র
ঔচিত্য	উচিত	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ
ঔদ্ধত্য	উদ্ধত	কাঠ	কেঠো	জন্তু	জান্তব
শোক	শোচনীয়, শোকার্ত	দৌরাত্ম্য	দুরাত্মা	অনুবাদ	অনূদিত
হত্যা	হত, হন্তা	সেচন	সিক্ত	আরোহণ	আরূঢ়

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অনুপ্রবেশ	অনুপ্রবিষ্ট	অগ্নি	আগ্নেয়	অপসারণ	অপসারিত
আসক্তি	আসক্ত	অনভ্যাস	অনভ্যস্ত	অনাদর	অনাদৃত
অণু	আণবিক	অনুগমন	অনুগত	অভিধা	অভিধেয়
অবসান	অবসিত	অবসাদ	অবসন্ন	অভিধান	আভিধানিক
অভিষেক	অভিষিক্ত	অভ্যন্তর	অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তরিক	ঈপ্সা	ঈপ্সু
অভ্যুদয়	অভ্যুদিত	অভিযোগ	অভিযোগ্য, অভিযুক্ত	আত্মীয়তা	আত্মীয়
অভ্যুত্থান	অভ্যুত্থিত	আকর্ষণ	আকর্ষিত, আকৃষ্ট	অভদ্রতা	অভদ্র
অরুণ	অরুণিম	আলস্য	অলস	আশ্বাস	আশ্বস্ত
আদর	আদৃত, আদরণীয়	আদি	আদ্য, আদিম	আনুগত্য	অনুগত
আনুকূল্য	অনুকূল	আভিজাত্য	অভিজাত	ইতরামি	ইতর
ঈক্ষণ	ঈক্ষিত	আয়ু	আয়ুপ্রদ, আয়ুষ্মান	ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক
উক্তি	উক্ত	ঈর্ষা	ঈর্ষান্বিত	ঈশ্বর	ঐশ্বরিক
উচ্ছৃঙ্খলতা	উচ্ছৃঙ্খল	উগ্রতা	উগ্র	উচ্চতা	উচ্চ
উড্ডয়ন	উড্ডীন, উড্ডীয়মান	উচ্চারণ	উচ্চারিত, উচ্চার্য	উচ্ছেদ	উচ্ছেদ্য, উচ্ছিন্ন
উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা	উৎকৃষ্ট	উজ্জীবন	উজ্জীবিত	উজ্জ্বলতা	উজ্জ্বল
উত্থান	উত্থিত	উৎকণ্ঠা	উৎকণ্ঠ, উৎকণ্ঠিত	উদ্যম	উদ্যমী
উদ্দামতা	উদ্দাম	উত্তোলন	উত্তোলিত	উর্ধ্ব	উর্ধ্বতন
উদ্ধৃতি	উদ্ধৃত	উদ্বেগ	উদ্বিগ্ন	একক	এক
উদ্যোগ	উদ্যোগী	উন্নয়ন	উন্নীত	ঐকান্তিকতা	ঐকান্তিক
উপমা	উপমেয়, উপমিত	ঋণ	ঋণী	ওজস্বিতা	ওজস্বী
একাগ্রতা	একাগ্র	এষণা / এষা	এষনীয়	ঔজ্জ্বল্য	উজ্জ্বল
ঐতিহ্য	ঐতিহ্যশালী	ঔদার্য	উদার	ঔদাসীন্য	উদাসীন
ঔৎসুক্য	উৎসুক	কায়	কায়িক	কাপট্য, কপটতা	কপট
কর্ম	কর্মঠ	কারুণ্য	করুণ	কামনা	কাম্য, কামনীয়
কার্পণ্য, কৃপণতা	কৃপণ	কৌরব	কৌরব্য	কুটিলতা	কুটিল
কৌটিল্য, কুটিলতা	কুটিল	কৌতূহল	কৌতূহলী	কৌলীন্য	কুলীন
কুঁড়েমি	কুঁড়ে	ক্ষয়	ক্ষয়ী, ক্ষয়িত, ক্ষীয়মাণ, ক্ষয়িষ্ণু	কৃশতা, কার্শ্য	কৃশ
কৈশোর	কিশোর			ক্ষণ	ক্ষণিক
ক্ষমা	ক্ষমার্হ	ক্ষুধা	ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত	ক্ষিপ্রতা	ক্ষিপ্র
ক্ষোভ	ক্ষুব্ধ, ক্ষোভিত	খাদন	খাদক, খাদিত	ক্ষুন্নিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্ত
ক্ষীণতা	ক্ষীণ	খণ্ড, খণ্ডন	খণ্ডিত, খণ্ডনীয়	খেদ	খিন্ন
খনন	খনিত	খুন	খুনে, খুনি	খেয়াল	খেয়ালি
গঙ্গা	গাঙ্গেয়	খাদ্য	খাদিত	গ্রাস	গ্রস্ত
গান	গেয়, গীত	খেলোয়াড়, খেলা	খেলোয়াড়ি, খেলুড়ে	গ্রহণ	গ্রাহ্য, গ্রহণীয়
গ্রাম	গ্রাম্য, গ্রামীণ	গাম্ভীর্য, গম্ভীরতা	গম্ভীর	গাছ	গেছো

গরিবানা	গরিব	গ্রন্থ	গ্রন্থিত, গ্রথিত	গৃহ	গৃহী
গিরি	গৈরিক	গাঁ	গেঁয়ো	ঘর	ঘরোয়া
গরিমা	গৌরবিত, গৌরবান্বিত	গুরুত্ব, গৌরব	গুরু (দায়িত্বপূর্ণ)	চৈতন্য	চেতন
		গো	গব্য	চতুরতা, চাতুর্য	চতুর
ঘনত্ব	ঘন	চালাকি	চালাক	চতুরালি	চতুর
চক্ষু	চাক্ষুষ	উদয়	উদিত, উদীয়মান	জয়	জিত, জেয়
চরিত্র	চারিত্রিক	ছেদ	ছেদিত, ছিন্ন, ছেদ্য	জীবন	জীবন্ত
জল	জলীয়, জলো	দুষ্টামি	দুষ্ট	ঝঙ্কার	ঝঙ্কৃত
জ্ঞান	জ্ঞানী	জাতি	জাতীয়	টাক	টেকো
ঝড়	ঝড়ো	ঝগড়া	ঝগড়াটে	তত্ত্ব	তাত্ত্বিক
ডিম্ব	ডিম্বজ	ঝলক	ঝলকিত	ত্যাগ	ত্যক্ত, ত্যাজ্য
তর্ক	তার্কিক	ডুব	ডুবন্ত	তিরস্কার	তিরস্কৃত
তারল্য, তরলতা	তরল	তালু	তালব্য	ধাতু	ধাতব
তেজ	তেজস্বী, তেজি	তারুণ্য	তরুণ	ধীরতা	ধীর
দৃঢ়তা	দৃঢ়	দাঁত	দাঁতাল, দেঁতো	ন্যায়	ন্যায্য
ধূর্ততা, ধূর্তপনা	ধূর্ত	দেশ	দেশীয়, দৈশিক	নৌ	নাব্য
নীলিমা	নীল	দ্বিত্ব	দ্বি	ধর্ম	ধর্মীয়, ধার্মিক
পর	পরকীয়	ধৈর্য, ধীরতা	ধীর	নাক	নেকো, নাকি
পর্বত	পার্বত্য	ন্যাকামি	ন্যাকা	নীলিমা	নীল
পাণ্ডু	পাণ্ডব	নবীনতা	নবীন	নম্রতা	নম্র
পিতা	পৈতৃক	পংক্তি	পাংক্তেয়	পঙ্ক	পঙ্কিল
প্রাচুর্য	প্রচুর	পরাভব	পরাভূত	পরিচয়	পরিচিত
পুষ্টি	পুষ্টিকর	পশ্চাৎ	পাশ্চাত্য	পাথর	পাথুরে
প্রকৃতি	প্রাকৃত, প্রাকৃতিক	পাঠ	পাঠ্য, পঠিত, পঠিতব্য	পান	পানীয়, পীত, পেয়
ফল	ফলিত, ফলবান	পাকামি	পাকা	পুর	পৌর
ফুল	ফুলেল	পাগলামি	পাগল	ধান	ধেনো
বস্তু	বাস্তব	পুষ্প	পুষ্পিত	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠিত
বায়ু	বায়বীয়, বায়ব্য	প্রমাণ	প্রমাণিত, প্রামাণ্য, প্রামাণিক	প্রজ্ঞা	প্রাজ্ঞ
বিদ্যুৎ	বৈদ্যুতিক			প্রাচী	প্রাচ্য
বিপ্লব	বিপ্লবী, বৈপ্লবিক	বপন	উপ্ত	প্রতীচী	প্রতীচ্য
বীরত্ব, বীর্য	বীর	বরণ	বৃত, বরণীয়	বন	বুনো, বন্য
বুদ্ধিমত্তা	বুদ্ধিমান	বাক	বাঙময়	বাবুয়ানা	বাবু
বৈচিত্র	বিচিত্র	ব্যাকরণ	বৈয়াকরণ	বিধি	বিধেয়, বৈধ
ভঙ্গ	ভগ্ন, ভঙ্গুর	বিধান	বিহিত, বিধেয়	বিশ্রাম	বিশ্রান্ত
মোহ	মুগ্ধ, মূঢ়	বিবাহ	বৈবাহিক	বৈদগ্ধ্য	বিদগ্ধ
মূর্খতা	মূর্খ	বেহায়াপনা	বেহায়া	ভেদ	ভিন্ন
মুখ	মুখ্য, মুখর, মৌখিক	ভণ্ডামি	ভণ্ড	ভূত	ভৌতিক

রক্ত	রক্তিম, রক্তাক্ত	ভাত	ভেতো	মদ	মত্ত
রক্ষা	রক্ষিত	মঙ্গল	মাঙ্গলিক	মাংস	মাংসল
লক্ষণ	লাক্ষণিক, লাক্ষণ্য	মহত্ত্ব, মহিমা	মহৎ	মাঠ	মেঠো
লাবণ্য	লাবণ্যময়	মাধুর্য, মধুরতা	মধুর	মূল	মৌলিক
লালিমা	লাল	রেশম	রেশমি	মৃদুতা	মৃদু
লোক	লৌকিক	লঘিমা, লাঘব	লঘু, লঘিষ্ঠ	রঞ্জন	রঞ্জিত
শঙ্কা	শঙ্কিত	লজ্জা	লজ্জিত, লাজুক	লবণ	লবণাক্ত, লাবণিক
শহর	শহুরে	শক্তি	শক্ত, শক্তিশালী	লালন	লালিত
শিল্প	শৈল্পিক	শঠতা, শাঠ্য	শঠ	শখ	শৌখিন
স্বাদ	স্বাদু	শব্দ	শাব্দিক, শব্দায়মান	শিক্ষা	শিক্ষিত
সংখ্যা	সংখ্যেয়, সাংখ্য	শিলা	শৈল	শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়
সংবাদ	সাংবাদিক	হৃদয়	হৃদ্য	সংক্ষেপ	সংক্ষিপ্ত
সরলতা, সারল্য	সরল	শ্রবণ	শ্রব্য, শ্রাব্য, শ্রবণীয়	সংগ্রাম	সংগ্রামী
সোনা	সোনালি	সংজ্ঞা	সংজ্ঞিত, সংজ্ঞক	সমগ্রতা	সমগ্র, সামগ্রিক
সম্মতি	সম্মত	সততা, সত্তা	সৎ	সহায়তা, সাহায্য, সহায়	সহায়ক
স্নায়ু	স্নায়বিক	সমুদ্র	সামুদ্রিক	হস্ত	হস্তগত
সুতো	সুতী	সিন্ধু	সৈন্ধব	সম্মতি	সম্মত
হর্ষণ	হর্ষিত	সূর্য	সৌর	সৌন্দর্য	সুন্দর
দুরন্তপনা	দুরন্ত	হিত	হিতকর	হ্রস্বতা, হ্রস্বত্ব	হ্রস্ব

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. "তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক।" – এখানে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে? *[৩৯তম BCS]*

A. অনন্বয়ী B. অনুকার
C. পদান্বয়ী D. অনুসর্গ **উ: A**

০২. নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ? *[৩৬তম BCS; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন / এইচআর) ২০১৭]*

A. জাত B. গৈরিক
C. উদ্ধত D. গাম্ভীর্য **উ: D**

০৩. 'এ যে আমাদের চেনা লোক' - বাক্যে 'চেনা' কোন পদ? *[৩৬তম BCS; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৮; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব / সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ২০১৭]*

A. বিশেষ্য B. অব্যয়
C. ক্রিয়া D. বিশেষণ **উ: D**

০৪. 'লবণ' শব্দের বিশেষণ কোনটি? *[২৫তম BCS, বাংলাদেশ কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কর্যালয় ২০২১]*

A. নোনতা B. লবণাক্ত
C. লাবণ্য D. ললিত **উ: B**

০৫. 'এ মাটি সোনার বাড়া' - এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? *[২৭তম BCS; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব / সহকারী পরিচারক (প্রশাসন) ২০১৭]*

A. বিশেষণের অতিশায়ন
B. রূপবাচক বিশেষণ
C. উপাদানবাচক বিশেষণ
D. বিধেয় বিশেষণ **উ: A**

০৬. 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।'- এই বাক্যে সুন্দর শব্দটি কোন পদ? *[২৪তম BCS (বাতিল); প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩; (করতোয়া); বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী ২০১২]*

A. বিশেষ্য B. বিশেষণের বিশেষণ
C. সর্বনাম D. বিশেষণ **উ: A**

০৭. যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতি গত অবস্থা বোঝায়, তাকে বলা হয় - *[২৩তম BCS (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]*

A. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য B. ক্রিয়া বিশেষণ
C. ক্রিয়া বিভক্তি
D. ক্রিয়া বিশেষ্যজাত বিশেষণ **উ: B**

০৮. তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে? *[২৪তম BCS, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১৯]*

A. না-বাচক B. হ্যাঁ-বাচক
C. প্রশ্নবোধক D. বিস্ময়বাচক **উ: B**

০৯. 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ' – এবাক্যে 'কী' কোন পদ? *[৩৪তম BCS]*

A. বিশেষণ B. অব্যয়
C. সর্বনাম D. ক্রিয়া **উ: C**

ব্যাখ্যা: 'কি' থাকলে তা নিঃসন্দেহে অব্যয়। কিন্তু 'কী' থাকলে তা সর্বনামও হয় আবার বিশেষণও হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'কী' থাকলে কখন সর্বনাম হয়? আর কখন বিশেষণ হয়? উত্তর: এটা নির্ভর করে বাক্যের ওপর। যেমন:

→ এতক্ষণ কী করেছ? এই বাক্যে 'কী' সর্বনাম পদ।

→ এতক্ষণ কী কাজ করেছ? এই বাক্যে 'কী' বিশেষণ পদ।

ব্যাখ্যা: ধরে নিন ১ম বাক্যের উত্তর - এতক্ষণ কাজ করেছি বা এতক্ষণ কথা বলেছি। তাহলে একটু চিন্তা করেন ১ম বাক্যের প্রশ্নে 'কী' বসেছে 'কাজ / কথা' বিশেষ্যের পরিবর্তে। আমরা জানি বিশেষ্যের পরিবর্তে যা বসে তা সর্বনাম।

২য় বাক্যের উত্তর - এতক্ষণ ভালো কাজ করেছি। তাহলে একটু চিন্তা করেন ২য় বাক্যের প্রশ্নে 'কী' বসেছে 'ভালো' বিশেষণের পরিবর্তে। তাই ২য় বাক্যে 'কী' বিশেষণ পদরূপে বসেছে। সুতরাং উত্তর C.

১০. 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কি বিপদ!' - এ বাক্যে 'কি' - এর প্রকাশিত অর্থ – *[২২তম BCS; পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর মাঠকর্মী ১৪]*

A. ভয় B. রাগ C. বিরক্তি D. বিপদ **উ: C**

১১. 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ? *[২৪তম BCS (বাতিল); বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার ২০১৭]*

A. বিশেষ্য B. বিশেষ্যের-বিশেষণ
C. ক্রিয়া-বিশেষণ D. বিশেষণ **উ: A**

১২. 'মরি মরি! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ' - বাক্যে 'মরি মরি' কোন শ্রেণির অব্যয়? *[১৮তম BCS; ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্টমাস্টার ২০১৬; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (২২ জেলা) ১৬ অক্টোবর ২০১৫, জ. বি ঘ ২০১৬-১৭; শা. বি ক ২০১৫-১৬]*

A. সমন্বয়ী B. অনন্বয়ী
C. পদান্বয়ী D. অনুকার **উ: B**

১৩. 'পদ' বলতে কি বোঝায়? *[২০তম BCS; ১১তম BCS; সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার ২০১৩; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী শ্রম অফিসার ২০০৩]*

A. কবিতার চরণ B. যে-কোনো শব্দ
C. প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা ধাতু
D. বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতু **উ: D**

১৪. কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বোঝায়? *[১৮তম BCS]*

A. তুই বাড়ি যা B. ক্ষমা করা ঘোর অপরাধ
C. কাল একবার এসো D. দূর হও **উ: C**

১৫. ক্রিয়াপদ – *[২১তম BCS; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক ২০১৬]*

A. সবসময়ে বাক্যে থাকবে
B. কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
C. শুধু অতীতকাল বুঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয়
D. আসলে বিশেষণ থেকে অভিন্ন **উ: B**

১৬. 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন। *[১৫তম BCS; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর ২০১১; সহকারী পরিচালক (পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন) ২০০৩]*

A. ইচ্ছাময় B. ঐচ্ছিক
C. ইচ্ছুক D. অনিচ্ছা **উ: B**

১৭. কোন বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? *[১৩তম BCS]*

A. আমি ভাত খাচ্ছি B. আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব
C. আমি দুপুরে ভাত খাই
D. তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ওঠ **উ: C**

ব্যাখ্যা: এখানে ৪টি অপশনেই সমাপিকা ক্রিয়া আছে। কিন্তু এই ৪টি অপশনের মধ্যে একটি সর্বোত্তম উত্তর; সেটি কোনটি? অপশন B ও D তে সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে একটি অসমাপিকা ক্রিয়াও রয়েছে; যার ফলে পুরো বাক্যটি হয়ে গিয়েছে যৌগিক ক্রিয়ার বাক্য। তার মানে অপশন A ও C এর মধ্যে যে-কোনোটি সর্বোত্তম সঠিক উত্তর। এখন অপশন C এর বাক্যটি হচ্ছে সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে এমন সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য। কিন্তু অপশন A এর বাক্যটিতে কাজ শেষ হয়েছে এমন বুঝাচ্ছে না; ক্রিয়া এখানে চলমান। একারণে অপশন C এর বাক্যটি এখানে সর্বোত্তম সঠিক উত্তর। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

১৮. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বোঝায়? *[১৮তম BCS, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিমি. সহকারী ব্যবস্থাপক (জেনারেল) ২০২১]*

A. আন B. আই C. আল D. আও **উ: B/D**

ব্যাখ্যা: প্রশ্নটি এসেছে ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের কৃৎ প্রত্যয় অধ্যায়ের (২০১৮ সালের সংস্করণের পৃষ্ঠা নং ৮৪) ৯ ও ১০ নং নিয়ম থেকে। সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে 'আই' ও 'আও' প্রত্যয় যুক্ত হয়। উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে – চড়াই (চড় + আই), সিলাই (সিল + আই), চড়াও (চড় + আও), পাকড়াও (পাকড় + আও) ইত্যাদি। সুতরাং সঠিক উত্তর B ও D.

১৯. কোনটি বিশেষণবাচক শব্দ? *[১৪তম BCS (শিক্ষা); SESDP থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৫]*

A. জীবন B. জীবনী
C. জীবিকা D. জীবাণু **উ: B**

২০. কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে? *[১৩তম BCS]*

A. ধন অপেক্ষা মান বড়ো
B. তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না
C. ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে
D. লেখাপড়া করো, নতুবা ফেল করবে **উ: D**

২১. জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত – *[১৪তম BCS (শিক্ষা); মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর ২০১১]*

A. সমাজ B. পানি
C. মিছিল D. নদী **উ: D**

২২. বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে কী বলে? *[১১তম BCS, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী শ্রম অফিসার ২০০৩]*

A. শব্দ B. কারক
C. পদ D. ক্রিয়াপদ **উ: C**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২৩. 'এখন গোল্লায় যাও' এটি কোন ধরনের ক্রিয়ার উদাহরণ? *[কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার ২০২১, Joint 4 Banks Officer (General) 2019, খু.বি.S ২০১৫-১৬]*

A. মিশ্র ক্রিয়া B. যৌগিক ক্রিয়া
C. ণিজন্ত ক্রিয়া D. নামধাতুর ক্রিয়া **উ: A**

২৪. "রাম রায় এত বিদ্বান অথচ এতটুকু অহংকার নেই।" – এখানে 'অথচ' শব্দটি কোন ধরনের অব্যয়? *[জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহকারী ম্যানেজার ২০২০]*

A. সমুচ্চয়ী সংকোচক B. সমুচ্চয়ী বিয়োজক
C. সমুচ্চয়ী সংযোজক D. অনন্বয়ী **উ: A**

২৫. নিচের কোনটি সর্বনামের প্রকারভেদ নয়? *[Rupali Bank Ltd. Officer 2019]*

A. আত্মবাচক B. ব্যতিহারিক
C. পূরণবাচক D. সাপেক্ষবাচক **উ: C**

২৬. যৌগিক ক্রিয়ার একটি উদাহরণ হলো – *[Rupali Bank Ltd. Officer 2019]*

A. ধীরে চলা B. হেসে ওঠা
C. চুপ করা D. কথা বলা **উ: B**

২৭. "ছেলেটি এমন আঁকাই এঁকেছে" – বাক্যে যে ধরনের কর্মপদ ব্যবহৃত হয়েছে – *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer 19]*

A. মুখ্যকর্ম B. গৌণকর্ম
C. ধাত্বর্থক কর্ম D. প্রযোজক কর্ম **উ: C**

২৮. কোনটি সমষ্টিবাচক বিশেষ্য? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2017]*

A. পর্বত B. মাটি C. মানুষ D. জনতা **উ: D**

২৯. 'অংশাংশি' শব্দটি কোন পদ? *[Agrani Bank Ltd. Officer 11]*

A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. অব্যয় D. সর্বনাম **উ: A**

৩০. 'উদীয়মান' বিশেষণের সাথে কোন বিশেষ্য পদ প্রযোজ্য? *[Investment Corporation of Bangladesh Senior Officer 2011]*

A. যৌবন B. সম্রাট
C. বুদ্ধি D. লেখক **উ: D**

৩১. 'তিনটি বছর' এখানে 'তিনটি' কোন পদ? *[Pubali Bank Ltd. Senior Officer / Officer 2011]*

A. সর্বনাম B. ক্রিয়া
C. অব্যয় D. বিশেষণ **উ: D**

৩২. ক্রিয়া পদের মূল অংশকে কী বলা হয়? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2017]*

A. যতি B. প্রকৃতি C. ধাতু D. উক্তি **উ: C**

৩৩. নিচের কোনটি অব্যয় পদ? *[Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Petrobangla) Upper Division Assistant 2017]*

A. পড়া B. এবং C. যদি D. লাল **উ: B**

৩৪. নিচের কোনটি সংশয়বাচক অব্যয়ের দৃষ্টান্ত? *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*

A. বুঝি B. কেননা C. নতুবা D. যদি **উ: C**

৩৫. 'হনহন' শব্দটি কোন পদ? *[Agrani Bank Ltd. Sr. Officer 11]*

A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. অব্যয় D. সর্বনাম **উ: C**

৩৬. 'নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি' – এখানে 'নিশিথ' শব্দটি কোন পদ? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Senior Officer 2010, চ. বি I ২০১৫-১৬, রা. বি E ২০১৪-১৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১৯৯৩]*

A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. সর্বনাম D. অব্যয় **উ: B**

৩৭. কোনটি গুণবাচক বিশেষ্য? *[Investment Corporation of Bangladesh (ICB) Senior Officer 2011, রা. বি E ২০১২-১৩]*

A. কিশোর B. পাথুরে
C. তারুণ্য D. রোগা **উ: C**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৩৮. "তিনি শিক্ষিত অথচ সৎ ব্যক্তি নন।" এখানে 'অথচ' হলো – *[খাদ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০২১]*

A. সংযোজক অব্যয় B. বিয়োজক অব্যয়
C. সংকোচক অব্যয় D. অনন্বয়ী অব্যয় **উ: C**

৩৯. 'ঘটনাটা শুনে রাখ' – বাক্যে কোন ক্রিয়া রয়েছে? *[পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদ ২০২০]*

A. যৌগিক B. অকর্মক
C. মিশ্র D. প্রযোজক **উ: A**

৪০. নিচের কোনটি জাতিবাচক বিশেষ্য? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষক ২০১৯]*

A. সমিতি B. সভা
C. মাহফিল D. পর্বত **উ: D**

৪১. 'কি বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না' এখানে 'কি' অব্যয়টি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০১৯]*

A. বিরক্তি প্রকাশে B. বিড়ম্বনা প্রকাশে
C. ঘৃণা প্রকাশে D. আদর প্রকাশে **উ: A**

৪২. 'বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি' এখানে 'ঘুম' – *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৯]*

A. প্রযোজক ক্রিয়া B. যৌগিক ক্রিয়া
C. দ্বিকর্মক ক্রিয়া D. সমধাতুজ কর্ম **উ: D**

৪৩. 'সে না কি আসবে না' এখানে 'না' অব্যয়ের প্রয়োগ কী অর্থে ঘটেছে? *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৮]*
A. অনুমান অর্থে B. বিস্ময় অর্থে
C. সম্ভাবনা অর্থে D. বিরক্তি অর্থে **উ: C**

৪৪. ব্যাকরণ অনুযায়ী পদ মোট কয় প্রকার? *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফটম্যান ১৭]*
A. ৩ প্রকার B. ৭ প্রকার
C. ৫ প্রকার D. ৯ প্রকার **উ: B**

৪৫. "সাইরেন বেজে উঠল" – এখানে 'বেজে উঠল' কোন ধরনের ক্রিয়া? *[ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সহকারী পরিচালক / হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৭]*
A. মিশ্র B. যৌগিক
C. প্রযোজক D. সমধাতুজ **উ: B**

৪৬. কোনটি অব্যয়সূচক দ্বিরুক্তির উদাহরণ? *[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ১৭]*
A. ভারা ভারা B. ছম ছম
C. হাতে নাতে D. নেই নেই **উ: B**

৪৭. "সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ আন্তরিক" – এখানে 'আন্তরিক' কোন পদ? *[স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ১৬]*
A. বিশেষ্য B. ক্রিয়া
C. বিশেষণ D. অব্যয় **উ: C**

৪৮. "যত গর্জে তত বর্ষে না" – এ বাক্যে 'যত তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ২০১৩, রা. বি গ ২০১৩-১৪]*
A. তুলনা B. পরিণাম
C. কার্যকারণ D. বৈপরীত্য **উ: A**

ব্যাখ্যা: বাজারের প্রচলিত কিছু বই ও অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন পোর্টালে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে পরিণাম। কিন্তু এটা ভুল। কোনো একটা কাজের প্রেক্ষিতে অন্য কোনো কাজ হলে তখন প্রথম কাজটিকে বলে পরিণাম। যেমন: বৃষ্টিতে ভিজেছি বলে ঠান্ডা লেগেছে। এখানে 'বৃষ্টিতে ভিজেছি' ক্রিয়ার পরবর্তী পরিণাম হচ্ছে 'ঠান্ডা লাগা'। লক্ষ করে দেখুন, বেশি গর্জানোর কারণে বর্ষণ হয়েছে এমন কিছু বুঝাচ্ছে না। তাই এটা পরিণাম হবে না। এখানে দুটির মধ্যে তুলনা বুঝাচ্ছে যে এত গর্জন করলো অথচ সে অনুযায়ী বর্ষণ হলো না। সুতরাং সঠিক উত্তর A.

৪৯. বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদ কোথায় বসে? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৩]*
A. শেষে B. প্রথমে
C. কর্মের আগে D. অব্যয়ের পরে **উ: A**

৫০. 'সে' কোন পুরুষ? *[পরিবার পরিকল্পনা সহকারী / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী ২০১১]*
A. প্রথম পুরুষ B. উত্তম পুরুষ
C. মধ্যম পুরুষ D. নাম পুরুষ **উ: D**

৫১. নিচের কোনটি সর্বনাম? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারি শিক্ষক ১৭]*
A. কী B. করিম C. বালক D. এবং **উ: A**

৫২. ব্যতিহারিক সর্বনাম কোনটি? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১১]*
A. ইহারা B. যিনি
C. নিজে নিজে D. কেহ **উ: C**

৫৩. চাউল, চিনি, পানি – এগুলা কোন বিশেষ্য? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (প্রথম পর্যায়) ২০১৯]*
A. বস্তুবাচক B. সমষ্টিবাচক
C. ব্যক্তিবাচক D. জাতিবাচক **উ: A**

৫৪. "লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ" – এখানে 'কিন্তু' কোন অব্যয়? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তৃতীয় পর্যায়) ২০১৯]*
A. অনুকার অব্যয় B. সংকোচক অব্যয়
C. সংযোজক অব্যয় D. অনন্বয়ী অব্যয় **উ: B**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৫৫. 'যেমন কর্ম তেমন ফল' – এ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে – *(ঢা. বি ঘ ২০১৪-১৫; ক ২০১২-১৩)*
A. নির্ধারক বিশেষণ B. বিশেষণের বিশেষণ
C. সাপেক্ষ সর্বনাম D. ক্রিয়া বিশেষণ **উ: C**

৫৬. 'ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল' – এখানে 'যেন' – *(খু. বি গ ২০১৩-১৪; ব.বি ঘ ২০১৩-১৪)*
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. সর্বনাম D. অব্যয় **উ: D**

৫৭. 'রুগ্ণ' বিশেষণের বিশেষ্য রূপ - *(ঢা. বি-খ ২০১৬-১৭)*
A. রোগী B. রোগিণী
C. রোগাটে D. রোগ **উ: D**

৫৮. এখনও তুমি খাও নি? – এখানে 'নি' – *(জ. বি ঘ ১২-১৩)*
A. অব্যয় B. বিভক্তি
C. ক্রিয়া D. ক্রিয়া বিশেষণ **উ: D**

৫৯. যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ কোনটি? *(রা. বি ঘ ২০১২-১৩)*
A. সে বই পড়ে B. যত্ন করলে রত্ন মেলে
C. বৃষ্টি থেমে গেল
D. পদ্মফুল দেখতে সুন্দর **উ: C**

ব্যাখ্যা: যৌগিক ক্রিয়া নির্ণয়ের শর্টকাট টেকনিক হচ্ছে বাক্যে একটি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকবে ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। এখন অসমাপিকা ক্রিয়া চেনার সহজ উপায় হচ্ছে ক্রিয়ার সাথে এ / লে / তে যুক্ত থাকবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ক্রিয়াপদটি যদি বাক্যের শেষ পদ হয় তাহলে এ / লে / তে যুক্ত থাকলেও তা সমাপিকা ক্রিয়া হবে। এ হিসেবে প্রদত্ত প্রশ্নের অপশন B ও অপশন D এর দুটোতেই যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া আছে কিন্তু এখানে সর্বোত্তম উত্তর হবে অপশন D. কারণ অপশন D এর অসমাপিকা ক্রিয়া (থেমে) আর সমাপিকা ক্রিয়া (গেল যা স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত)। কিন্তু অপশন B এর অসমাপিকা ক্রিয়া (করলে) আর সমাপিকা ক্রিয়া (মেলে যা ব্যতিক্রমী নিয়মে গঠিত)। তাই এই প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর অপশন D। তবে অপশন D না থাকলে অপশন B ই হতো সঠিক উত্তর।

৬০. 'নদীতীরে বালি চিকচিক করছে' – এ বাক্যে 'চিকচিক' পদটি – *(জ. বি ক ২০১৬-১৭)*
A. ক্রিয়া B. ভাব বিশেষণ
C. অনুকার অব্যয় D. অব্যয়ের বিশেষণ **উ: B**

৬১. কোনটি মিশ্র ক্রিয়া? *(খু. বি S ২০১৫-১৬)*
A. দেখাচ্ছে B. কনকনাচ্ছে
C. বেজে ওঠে D. গোল্লায় যাও **উ: D**

৬২. কোনটি একই সঙ্গে বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে ও বিশেষণের মতোও কাজ করে? *(ঢা. বি. ক ১৫-১৬)*
A. সাপেক্ষ সর্বনাম B. নির্দেশক সর্বনাম
C. অব্যয় D. ক্রিয়া বিশেষণ **উ: B**

৬৩. একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে তার উদাহরণ কোনটি? *(রা. বি ঙ ২০১৫-১৬; শা. বি ১৪-১৫)*
A. ভূয়সী প্রশংসা B. বাহু বলই শ্রেষ্ঠ বটে
C. আপন ভালো সবাই চায়
D. মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী **উ: C**

৬৪. 'হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে শূন্য বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে' – 'খাঁ খাঁ'র ব্যাকরণিক অভিধা কোনটি? *(জ. বি ঘ ১৬-১৭)*
A. ধ্বন্যাত্মক ধাতু B. ধ্বন্যাত্মক বর্ণ
C. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় D. ধ্বনিবিকার **উ: C**

৬৫. "শত ধিক জন্মভূমি রক্ষাহেতু যে ডরে মরিতে?" - এখানে 'ধিক' হলো: *(ঢা. বি গ ১৭-১৮)*
A. অব্যয় বিশেষণ B. সর্বনাম
C. পদান্বয়ী D. অনন্বয়ী অব্যয় **উ: D**

৬৬. 'এক যে ছিল রাজা' এ বাক্যে 'যে' এর ব্যাকরণিক নাম কী? *(ঢা. বি ঘ ২০১৭-১৮)*
A. অনন্বয়ী অব্যয় B. বাক্যালংকার অব্যয়
C. পদান্বয়ী অব্যয় D. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় **উ: B**

৬৭. কোনটি মৌলিক বিশেষণ? *(ঢা. বি ক ২০১৭-১৮)*
A. গুণী B. ফুটন্ত C. সুপ্ত D. কালো **উ: D**

ব্যাখ্যা: প্রশ্নটি খুব চমৎকার। এখানে চারটি শব্দই বিশেষণ কিন্তু প্রশ্নে বলা হয়েছে কোনটি মৌলিক বিশেষণ? মৌলিক বিশেষণ বলতে বোঝানো হচ্ছে যেটা ক্রিয়ামূল বা নাম শব্দের সাথে প্রত্যয় যোগ করে গঠিত হয়নি। প্রদত্ত অপশনগুলোর গুণী, ফুটন্ত ও সুপ্ত ৩টিই মূলশব্দ বা প্রকৃতির পর প্রত্যয় যোগ করে গঠিত হয়েছে (গুণ + ইন, √ফুট্ + অন্ত, √সুপ্ + ত)। কালো পদটিকে বিশ্লেষণ করা যায় না, এটা বাংলা শব্দ। তাই সঠিক উত্তর D.

৬৮. নিচের কোন বাক্যে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? *(ঢা. বি ক ২০১৭-১৮)*
A. মাথা ঝিমঝিম করছে
B. শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন
C. তিনি বলতে লাগলেন
D. খোকাকে কাঁদিও না **উ: C**

৬৯. নিচের কোনটি অবস্থাবাচক নাম বিশেষণের উদাহরণ? *(ঢা. বি-ক ২০১৬-১৭)*
A. হলুদ ফসল B. মেটে কলসি
C. তাজা মাছ D. চৌকস লোক **উ: C**

৭০. 'ধ্বস্ত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ - *(ঢা. বি-ঘ ২০১৬-১৭)*
A. ধস B. ধ্বংস C. ধ্বস D. ধাষ্ট্য **উ: A**

৭১. কোনটি অবস্থানবাচক বিশেষণ? *(ঢা. বি. ঘ ২০১৩-১৪)*
A. মজা পুকুর B. চলন্ত গাড়ি
C. তরল পদার্থ D. সামুদ্রিক ঝড় **উ: D**

ব্যাখ্যা: প্রশ্নটি ভালো করে লক্ষ করলেই এর উত্তর নির্ণয় করা সহজ হয়ে যাবে। অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর নির্ণয়ে 'মজা পুকুর' নির্বাচন করে থাকেন। 'মজা পুকুর' দ্বারা পুকুরের অবস্থা বোঝানো হচ্ছে কিন্তু ভালো করে লক্ষ করুন প্রশ্নে 'অবস্থাবাচক' বলা হয়নি; বলা হয়েছে 'অবস্থানবাচক' বিশেষণ এর কথা। চলন্ত গাড়ি, তরল পদার্থ এই দুটিও অবস্থাবাচক। 'সামুদ্রিক ঝড়' দ্বারা ঝড়ের অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সঠিক উত্তর D.

৭২. 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' – এখানে 'বাড়ন্ত' বলতে বোঝায় – *(জ. বি খ ২০১২-১৩)*
A. আছে B. নেই
C. বাড়তি আছে D. অনেক আছে **উ: B**

৭৩. 'কথাটা শুনে বুকটা তার টিপটিপ করছিল' - এখানে 'টিপটিপ' হচ্ছে - *(ঢা. বি-ঘ ২০১৬-১৭)*
A. সমুচ্চয়ী অব্যয় B. অনন্বয়ী অব্যয়
C. অনুসর্গ অব্যয় D. অনুকার অব্যয় **উ: D**

৭৪. 'আমি জানি যে সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ' - এই বাক্যে 'সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ' এই আশ্রিত খণ্ডবাক্য - *(ঢা. বি. খ ২০১৫-১৬)*
A. বিশেষণ-স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
B. বিশেষ্য-স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
C. ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
D.নাম-বিশেষণ-স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য **উ: B**

৭৫. 'বৃদ্ধ' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ - *(ঢা. বি. খ ২০১৫-১৬)*
A. বৃদ্ধি B. বৃদ্ধা C. বৃহৎ D. বার্ধক্য **উ: D**

৭৬. কোন বাক্যে সমধাতুজ ক্রিয়া রয়েছে - *(ঢা. বি. ঘ ১৫-১৬)*
A. সে হাসিয়া উঠিল B. সে হাসিতেছিল
C. তার হাসিতে বিস্ময় ছিল
D. সে বিস্ময়ের হাসি হাসিল **উ: D**

৭৭. কোনটি বিশেষণ? *(ঢা. বি-ক ২০১৩-১৪)*
A. দিন B. দিনান্ত
C. দিন-রাত D. দীন **উ: D**

৭৮. নিচের কোনটি অনির্দেশক সর্বনাম? *(ঢা. বি-ঘ ২০১৪-১৫; রা.বি E ২০১৭-১৮)*
A. কেউ B. এটা C. কবে D. নিজে **উ: A**

৭৯. "সে সকাল থেকেই যাই যাই করছে" - এবাক্যে 'যাই যাই' কোন ধরনের পদ? *(ঢা. বি. ক ২০১৬-১৭)*
A. ক্রিয়া B. ক্রিয়া বিশেষ্য
C. ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ D. ক্রিয়া বিশেষণ **উ: D**

৮০. 'গিজগিজ' কোন পদ? *(ঢা. বি. ঘ ২০১৩-১৪)*
A. সর্বনাম B. অব্যয়
C. বিশেষণ D. ক্রিয়া **উ: B**

৮১. "নীল আকাশ" কোন ধরনের বিশেষণ? *(রা. বি. E ১৭-১৮)*
A. অবস্থাবাচক B. গুণবাচক
C. রূপবাচক D. পরিমাণবাচক **উ: C**

৮২. নিচের কোনটি সংকোচক অব্যয় নয়? *(জ. বি. ঘ ২০১৭-১৮)*
A. অথচ B. কিন্তু C. ও D. বরং **উ: C**

৮৩. সত্যবাদী শব্দটি কোন পদ? *(রা. বি E ২০১৭-১৮)*
A. বিশেষ্য B. সর্বনাম
C. বিশেষণ D. A ও B **উ: C**

৮৪. 'চিরন্তন' শব্দটি কোন পদ? *(রা. বি E ২০১৭-১৮)*
A. বিশেষ্য B. অব্যয়
C. ক্রিয়া D. বিশেষণ **উ: D**

৮৫. 'অধ্যয়ন' এর বিশেষণ রূপ কোনটি? *(জা. বি. গ ২০১৭-১৮)*
A. অধিত B. অধীত
C. অধৃত D. আধীত **উ: B**

৮৬. কোন বাক্যে সমধাতুজ কর্ম আছে? *(জ. বি. ঘ ২০১৩-১৪)*
A. এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?
B. এমন কষ্টের মরণ কেউ কি চায়?
C. এমন সুখের মরণ কে না চায়?
D. কোনোটিই নয় **উ: A**

৮৭. কোনটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত? *(জ. বি. ঘ ১৩-১৪)*
A. মাথা ঝিমঝিম করছে
B. তার পরিশ্রমের ফল ফলেছে
C. মা শিশুকে হাসান D. শিশুটি কাঁদে **উ: C**

৮৮. 'এ এক বিরাট সত্য' – এ বাক্যে 'সত্য' কোন পদ? *(রা. বি. ২০১৩-১৪)*
A. বিশেষ্য B. ক্রিয়া
C. সর্বনাম D. বিশেষণ **উ: A**

৮৯. "অধঃপতনের কাল প্রকৃত সঙ্কটকাল নয়" – এবাক্যে 'সঙ্কটকাল' শব্দটি কোন পদ? *(জা. বি ১৩-১৪)*
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. অব্যয় D. সর্বনাম **উ: A**

৯০. নিচের কোন বাক্যে বিয়োজক অব্যয়ের ব্যবহার রয়েছে? *(ঢা. বি. ২০১৩-১৪)*
A. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে তফাৎ রয়েছে
B. সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে
C. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন
D. তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন **উ: C**

৯১. 'না' কোন জাতীয় শব্দ? *(কু. বি. ২০১৩-১৪)*
A. অব্যয় B. সর্বনাম
C. বিশেষ্য D. ক্রিয়া **উ: A**

৯২. "সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে" - এখানে 'পাছে' কী অব্যয়? *(ই. বি ২০১৩-১৪)*
A. অনুসর্গ B. অনন্বয়ী
C. সংকোচক D. বিয়োজক **উ: B**

৯৩. পুণ্যে মতি হোক - বাক্যে পুণ্য কোন পদ? *(ক. বি. ১৩-১৪)*
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. ক্রিয়া D. সর্বনাম **উ: A**

৯৪. 'খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি' - এটি কোন কর্ম? *(কু. বি. ১৩-১৪)*
A. মুখ্য কর্ম B. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম
C. উদ্দেশ্য কর্ম D. সমধাতুজ কর্ম **উ: D**

৯৫. বিশেষ্য পদ কোনটি? *(রা. বি ২০১২-১৩)*
A. অগ্র B. অগ্রজ
C. অগ্রিম D. অগ্রগতি **উ: D**

৯৬. সমষ্টিবাচকতা নির্দেশ করে যে শব্দটি – *(জ. বি ঘ ১৬-১৭)*
A. মানুষ B. সততা
C. অর্ধেক D. বহর **উ: D**

৯৭. "যাদের শাসনে হলো সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা" – এখানে বিশেষণ কতটি? *(ঢা. বি গ ২০১৩-১৪)*
A. ৪টি B. ৩টি C. ২টি D. ১টি **উ: B**

ব্যাখ্যা: কাজী নজরুল ইসলামের 'জীবন বন্দনা' কবিতার দুটি চরণ –
বন্য-শ্বাপদ-সংকুল জরা-মৃত্যু ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হলো সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা
প্রশ্নোক্ত চরণে 'সুন্দর', 'কুসুমিতা' এবং 'মনোহরা' পদগুলো বিশেষণ যা কবিতার পূর্বের চরণের 'ধরা' অর্থাৎ পৃথিবী পদটিকে বিশেষায়িত করছে। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

৯৮. 'দশম শ্রেণি' – এখানে 'দশম' কি ধরনের বিশেষণ? *(রা. বি E ২০১৫-১৬)*
A. সংখ্যাবাচক B. পরিমাণবাচক
C. ক্রমবাচক D. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক **উ: C**

৯৯. 'নতুবা' কোন পদ? *(রা. বি ২০১৬-১৭)*
A. বিশেষণ B. অব্যয়
C. সর্বনাম D. ক্রিয়া বিশেষণ **উ: B**

১০০. 'ভালো লোক সবার প্রিয়' – এখানে 'ভালো' কোন পদ? *(চ. বি ২০১৬-১৭)*
A. সর্বনাম B. বিশেষ্য
C. ক্রিয়া D. বিশেষণ **উ: D**

১০১. ক্রিয়া বিশেষ্যের উদাহরণ কোনটিতে রয়েছে? *(চ. বি-২০১৬-১৭)*
A. ঢাকা, শনিবার B. জনতা, বাহিনী
C. জুতো, পানি D. পড়া, খাওয়া **উ: D**

অনুশীলনযোগ্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১০২. "এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে, ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে" – বাক্যটিতে 'অন্ধ' ও 'ভ্রান্ত' শব্দ দুটি কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. সর্বনাম D. অব্যয় **উ: A**

১০৩. 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ?
A. বিশেষ্য B. বিশেষ্যের বিশেষণ
C. ক্রিয়া বিশেষণ D. বিশেষণ **উ: A**

১০৪. 'পিপাসিত' শব্দের বিশেষ্যরূপ –
A. পিপাসী B. পিপাসু
C. পিপাসা D. পিয়াসী **উ: C**

১০৫. 'মানুষ' পদের বিশেষণ:
A. মনুষ্য B. মানস
C. মানুষিক D. মনুষ্যত্ব **উ: C**

১০৬. 'দহন' শব্দের বিশেষণ কোনটি?
A. দাহ্য B. দগ্ধ
C. দহনকারী D. দহনীয় **উ: B**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে অপশনে প্রদত্ত ৪টি শব্দই বিশেষণ। *এর মধ্যে অপশন A, B ও D এর দাহ্য, দগ্ধ ও দহনীয় এই ৩টি শব্দই 'দহন' শব্দের বিশেষণ হিসেবে সঠিক। কিন্তু পরীক্ষায় এই প্রশ্ন এলে তো আর ৩টিই দাগানো যাবে না।* এখানে যে-কোনো ১টি হচ্ছে সর্বোত্তম উত্তর। সেটা কোনটা?

'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে প্রথমে আমরা একটু শব্দগুলোর অর্থ দেখে নেই।
→ **দাহ্য** = দহনযোগ্য
→ **দহনীয়** = দহনযোগ্য
→ **দগ্ধ** = পুড়ে গেছে এমন
এবারে জেনে নেই, অভিধানে 'দহন' শব্দের অর্থ কী দেওয়া আছে?
→ **দহন** = দগ্ধকরণ
এবার লক্ষ করুন, 'দহন' শব্দের অর্থ দেওয়া আছে 'দগ্ধকরণ'। তার মানে 'দহন' করলে হয় 'দগ্ধ'। বাকি যে দুটি শব্দ অর্থাৎ 'দাহ্য' আর 'দহনীয়' এই দুটোর অর্থ কিন্তু দহন করা হয়েছে এমন কোনো কিছুর অবস্থা বোঝায় না। এই দুটো দ্বারা বোঝায় দহন করা যাবে এমন কোনো কিছু। সুতরাং 'দহন' শব্দের সর্বোত্তম বিশেষণ 'দগ্ধ'। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

১০৭. কোনটি নির্দেশক সর্বনামের উদাহরণ?
A. তুমি, সে B. কেউ, কোনো
C. এ, সে D. সকলে, সবাই **উ: C**

১০৮. 'মহাজাগতিক' শব্দটি কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. সর্বনাম D. অব্যয় **উ: B**

১০৯. 'আহত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ –
A. আক্রমণ B. আক্রান্ত
C. নির্যাতন D. আঘাত **উ: D**

১১০. ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে পদ গঠিত হয় তার নাম কী?
A. ক্রিয়াপদ B. নাম পদ
C. বিশেষ্য পদ D. বিশেষণ পদ **উ: A**

১১১. 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন।
A. ইচ্ছাময় B. ঐচ্ছিক
C. ইচ্ছুক D. অনিচ্ছা **উ: B**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে অপশন A এর 'ইচ্ছাময়' আর অপশন D এর 'অনিচ্ছা' শব্দদুটি বিশেষ্য। তার মানে এই দুটি আগেই বাদ। ঝামেলা হচ্ছে অপশন B ও C নিয়ে।
অপশন B ও C এর দুটি শব্দই বিশেষণ।

এখন দুটির মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম উত্তর? "আধুনিক বাংলা অভিধান" অনুসারে আমরা একটু শব্দদুটির অর্থ দেখে নেই।
→ **ঐচ্ছিক** = ইচ্ছানুরূপ / ইচ্ছানুযায়ী
→ **ইচ্ছুক** = বাসনাযুক্ত / অভিলাষী

অভিধানে 'ইচ্ছা' শব্দের অর্থ দেওয়া আছে – বাসনা / অভিলাষ। এই অর্থ দেখার পর বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই চিন্তা করবে পূর্বের ১০৬ নং প্রশ্নের ব্যাখ্যানুসারে 'দহন' শব্দের অর্থের সাথে 'দগ্ধ' শব্দের অর্থের মিল থাকায় তা উত্তর হয়েছে। সেহিসেবে 'ইচ্ছা' এর বিশেষণ তো 'ইচ্ছুক'ই হওয়ার কথা।

কিন্তু না, 'ইচ্ছা' এর সর্বোত্তম সঠিক বিশেষণ 'ঐচ্ছিক'। এর কারণ, আসলে শব্দের অর্থের সাথে মিল রেখে বিশেষ্য বা বিশেষণ নির্ণয় করা হয় না; এটা নির্ভর করে প্রয়োগের ওপর। 'দহন' করা অবস্থাকে বলা হয় 'দগ্ধ'। এরূপ 'ইচ্ছা' করা অবস্থাকে বলা হয় 'ঐচ্ছিক'। 'ইচ্ছুক' মূলত যে ইচ্ছা করে তাকে বোঝায়। আশা করি বুঝাতে পেরেছি। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

১১২. 'রকেট অতি দ্রুত চলে' – এখানে 'অতি' কি ধরনের বিশেষণ?
A. ক্রিয়া বিশেষণ B. অব্যয় বিশেষণ
C. বিশেষণের বিশেষণ
D. বিশেষ্যের বিশেষণ **উ: C**

১১৩. 'সৌহার্দ্য' বিশেষ্য পদের বিশেষণ –
A. সৌহার্দিক B. সৌহার্দ্যতা
C. মৈত্রী D. সুহৃদ **উ: A**

১১৪. "তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক" এখানে পুণ্য কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. সর্বনাম D. অব্যয় **উ: B**

১১৫. 'পার্থিব' বিশেষণের বিশেষ্য রূপ –
A. প্রার্থী B. পৃথিবী C. পার্থক্য D. পার্থ **উ: B**

১১৬. 'কী নিস্পৃহ' – এখানে কী কোন অর্থে ব্যবহৃত?
A. বিস্ময় B. বিশেষ্য
C. বিশেষণ D. ক্রিয়া বিশেষণ **উ: C**

১১৭. "কী অপরূপ সুন্দর ফুলই না ফুটেছে বাগানে" – এখানে 'অপরূপ' কোন পদ?
A. ভাব বিশেষণ B. বিশেষ্যের বিশেষণ
C. বিশেষণের বিশেষণ
D. নাম বিশেষণের বিশেষণ **উ: D**

১১৮. যে বিশেষণ নাম পদ, সর্বনাম পদ এবং বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয় তাকে বলে –
A. ক্রিয়া বিশেষণ B. একপদময় বিশেষণ
C. যৌগিক বিশেষণ D. নাম বিশেষণ **উ: D**

১১৯. "গরম লাগছিল তাই পাখাটি চালিয়ে দিলাম" – এ বাক্যে 'তাই' কী ধরনের পদ?
A. অব্যয় B. বিশেষণ
C. সম্বন্ধ পদ D. ক্রিয়া-বিশেষণ **উ: A**

১২০. 'বাজখাঁই' শব্দটি –
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. সর্বনাম D. ক্রিয়া **উ: B**

১২১. 'বুদ্ধিমান' এর বিশেষ্য পদ কি?
A. বুদ্ধি B. বুদ্ধিত্ব
C. বুদ্ধিমত্তা D. বৃদ্ধি **উ: C**

১২২. অপরিবর্তনীয় শব্দকে কী বলে?
A. অনুক্ত ক্রিয়াপদ B. বিশেষ্য পদ
C. অব্যয় পদ D. ক্রিয়াপদ **উ: C**

১২৩. বাক্যমধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত, অথবা অজ্ঞাত, কোনও সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, সেগুলোকে বলে –
A. কারক B. সমাস
C. রূপতত্ত্ব D. সর্বনাম **উ: D**

১২৪. নিচের কোনটি অনুভূতিমূলক অব্যয়ের উদাহরণ?
A. ঝম ঝম B. শন শন
C. খাঁ খাঁ D. ঢং ঢং **উ: C**

১২৫. কোন শব্দটি বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়?
A. দর্শনীয় B. দার্শনিক
C. দৃষ্ট D. দ্রষ্টা **উ: B**

১২৬. এত সময় কী কথা বললে? এখানে 'কী' হচ্ছে –
A. সর্বনাম B. বিশেষ্য
C. অব্যয় D. বিশেষণ **উ: D**

১২৭. দক্ষতা অর্থে 'হাত' শব্দের ব্যবহার কোনটি?
A. হাত থাকা B. হাতছাড়া
C. হাতে আসা D. হাত আসা **উ: D**

১২৮. নিচের কোনটি অনন্বয়ী অব্যয়?
A. যাক B. কিন্তু C. অথবা D. এবং **উ: A**

১২৯. 'চা জুড়িয়ে যাচ্ছে' বাক্যটিতে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার –
A. অবিরাম অর্থে B. সমাপ্তি অর্থে
C. সম্ভাবনা অর্থে D. ক্রমশ অর্থে **উ: D**

১৩০. বাক্যের অনুজ্ঞা পদগুলো হচ্ছে –
A. বিশেষ্য পদের রূপ B. বিশেষণ পদের রূপ
C. সর্বনাম পদের রূপ D. ক্রিয়া পদের রূপ **উ: D**

১৩১. 'তখন থেকে যাব যাব করছি' – বাক্যটিতে 'যাব যাব' –
A. বিশেষ্যের বিশেষণ B. বিশেষণের বিশেষণ
C. ক্রিয়া বিশেষণ
D. ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ **উ: C**

১৩২. 'দেখিবারে চাই' – এখানে 'দেখিবারে' –
A. ক্রিয়াদ্বিত্ব B. ক্রিয়াবিশেষ্য
C. নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া
D. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ **উ: C**

১৩৩. 'যদি' শব্দটি কোন ধরনের অব্যয়?
A. অবস্থাত্মক B. সংযোজক
C. বিয়োজক D. প্রতিষেধক **উ: B**

১৩৪. 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান' – এখানে 'দারিদ্র্য' কোন পদ?
A. বিশেষণ B. নির্দেশক
C. বিশেষ্য D. সর্বনাম **উ: C**

১৩৫. বাক্যের অপরিহার্য অঙ্গ কোনটি?
A. সর্বনাম B. বিশেষণ
C. ক্রিয়া D. বিশেষ্য **উ: C**

১৩৬. 'সন্ধ্যা' – শব্দের বিশেষণ কোনটি?
A. সাঁঝ B. সান্ধ্য
C. সন্ধার্থ D. সান্ধ্যেয় **উ: B**

১৩৭. 'যদি' কোন ধরনের অব্যয়?
A. সংযোজক B. কারণাত্মক
C. তুলনা বাচক D. সাপেক্ষ **উ: B**

১৩৮. 'চাঁদ হাসে' এই বাক্যে 'চাঁদ' পদটি একটি –
A. সকর্মক ক্রিয়া B. অকর্মক ক্রিয়া
C. দ্বিকর্মক ক্রিয়া D. অসমাপিকা ক্রিয়া **উ: A**

১৩৯. 'তিনি সৎ, তাই সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে' - এখানে 'তাই' অব্যয়টি
A. সংযোজক অব্যয় B. বিয়োজক অব্যয়
C. সমুচ্চয়ী অব্যয় D. অনুচ্চার্য অব্যয় **উ: A**

১৪০. "বাজারে প্রচুর তাজা ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে" – এই বাক্যে 'তাজা' কোন পদ?
A. গুণবাচক বিশেষণ B. রূপবাচক বিশেষণ
C. অবস্থাবাচক বিশেষণ
D. অব্যয়ের বিশেষণ **উ: C**

১৪১. "ছি, ছি তুমি এত খারাপ" – এ বাক্যে 'ছি, ছি' কোন অব্যয়?
A. অনন্বয়ী B. অনুসর্গ
C. সমুচ্চয়ী D. অনুকার **উ: A**

১৪২. কোনটি বিশেষণ?
A. ফল B. সুফল
C. সফল D. সাফল্য **উ: C**

১৪৩. "চিকিচক করে বালি কোথা নাই কাদা" – এ বাক্যে চিকিচক শব্দটি কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়
C. ক্রিয়া বিশেষণ D. সর্বনাম **উ: C**

১৪৪. "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" – এই বাক্যে 'কিংবা' কোন ধরনের অব্যয়?
A. সংযোজক B. বিয়োজক
C. সংকোচক D. অনুকার **উ: B**

১৪৫. 'ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে' – 'ওগো' কোন ধরনের অব্যয় পদ?
A. সমুচ্চয়ী অব্যয় B. অনুসর্গ অব্যয়
C. অনন্বয়ী অব্যয় D. অনুকার অব্যয় **উ: C**

১৪৬. 'সব কটা জানালা খুলে দাও না' – বাক্যে 'না' – এর ব্যবহার –
A. নঞর্থক B. অস্ত্যর্থক
C. নিরর্থক D. অলংকার সূচক **উ: D**

১৪৭. 'গদ্যভাষায় রচিত এ গ্রন্থে লেখকের আধুনিক মনোভাব, পরিমিতিবোধ, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈল্পিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়' – বাক্যটিতে বিশেষণ রয়েছে –
A. ৪টি B. ৫টি C. ৬টি D. ৭টি **উ: B**

১৪৮. 'তুমি না সেদিন আবৃত্তি করেছিলে?' - এখানে 'না' কোন অর্থে ব্যবহৃত?
A. সন্দেহ B. বিস্ময়
C. অনুমান D. নিশ্চয়তা **উ: D**

১৪৯. "তুমি না সেদিন বাড়ি গিয়েছিলে?" – এখানে 'না' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. সন্দেহ B. বিস্ময়
C. অনুমান D. নিশ্চয়তা **উ: D**

১৫০. 'তুমি কিন্তু না বল না' বাক্যে 'কিন্তু'র ব্যবহার –
A. নিশ্চয়তা সূচক B. সংশয় সূচক
C. অলংকার বাচক D. পদপূরণ বাচক **উ: A**

১৫১. 'লাল লাল ফুল' – এখানে কোন কোন পদযোগে বহুবচন হয়েছে?
A. বিশেষ্য ও বিশেষ্য B. বিশেষণ ও বিশেষণ
C. বিশেষ্য ও বিশেষণ
D. বিশেষণ ও বিশেষ্য **উ: B**

১৫২. 'তুমি কি কথাটি শুনেছ?' – এ বাক্যে 'কি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে
A. সর্বনাম হিসেবে B. প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে
C. অব্যয় হিসেবে D. বিশেষণ হিসেবে **উ: C**

১৫৩. 'যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের পুরুষ' – এখানে 'তারাই' কোন ধরনের পদ?
A. সর্বনাম B. বিশেষণ
C. সংযোজক অব্যয় D. বিশেষ্য **উ: A**

১৫৪. "খারাপকে ভালো বলার কোনো মানে নেই" – এ বাক্যের 'খারাপ' পদটি হচ্ছে –
A. বিশেষ্য B. বিশেষণীয় বিশেষণ
C. ক্রিয়া বিশেষণ D. বিশেষণ **উ: A**

১৫৫. তুমি সকালে কী খেয়েছ? বাক্যে 'কী' কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. সর্বনাম
C. অব্যয় D. বিশেষণ **উ: B**

১৫৬. ধাতুর শেষে 'অন্ত প্রত্যয়' যোগ করলে কোন পদ গঠিত হয়?
A. বিশেষ্য B. অব্যয়
C. বিশেষণ D. ক্রিয়া **উ: C**

১৫৭. বিভক্তি যুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে –
A. শব্দ B. কারক C. পদ D. বর্ণ **উ: C**

১৫৮. 'সর্বজন' এর বিশেষণ কী?
A. সার্বজনীন B. সার্বজন
C. সার্বিক D. সার্বক্ষণ **উ: A**

১৫৯. 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ?' – এই বাক্যে 'কী' কোন পদ?
A. বিশেষণ B. অব্যয়
C. সর্বনাম D. ক্রিয়া **উ: C**

১৬০. পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অব্যয়কে বলে –
A. সংযোজক অব্যয় B. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়
C. পদান্বয়ী অব্যয় D. সমুচ্চয়ী অব্যয় **উ: B**

১৬১. 'অভিপ্রেত' বিশেষণের বিশেষ্য পদ কোনটি?
A. অভীপ্সা B. অভীক্ষা
C. অভিপ্রায় D. অভিশ্রুতি **উ: C**

১৬২. গুণবাচক বিশেষণ কোনটি?
A. একশত B. চৌকস
C. প্রথমা D. কোনো **উ: B**

১৬৩. কোন শব্দটি ভিন্ন পদীয়?
A. আলাভোলা B. অসুখবিসুখ
C. অলিগলি D. আমটাম **উ: B**

১৬৪. 'বিদ্যাসাগর গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্যকুশ-লতা দান করিয়াছেন' – বাক্যে কয়টি বিশেষণ পদ আছে?
A. ৬টি B. ৭টি C. ৮টি D. ৯টি **উ: B**

১৬৫. বাক্যের মধ্যে যে শব্দ বা শব্দাংশ অপরিবর্তনীয়, তা –
A. অব্যয় B. অনুকার
C. ঐকিক D. ধ্রুব **উ: A**

১৬৬. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে?' – নি হচ্ছে –
A. ক্রিয়া বিশেষণ B. বিশেষণ
C. অলংকার
D. ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ **উ: A**

১৬৭. 'সে কত না দিনের কথা' – 'না' কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত?
A. না বুঝাতে B. সময় বুঝাতে
C. বিকল্প অর্থে D. পদ পূরণে **উ: D**

১৬৮. রুগ্নতাব্যঞ্জক অব্যয় কোনটি?
A. কিনকিন B. ঝিনঝিন
C. টিনটিন D. মিনমিন **উ: C**

১৬৯. 'মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি' – এই চরণে 'তপে' পদটি –
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. সমাপিকা ক্রিয়া D. অসমাপিকা ক্রিয়া **উ: D**

১৭০. 'বেলে-মাটি' পদের প্রথম অংশটি কিরূপ বিশেষণ?
A. উপাদান বাচক B. গুণবাচক
C. রূপবাচক D. ভাববাচক **উ: A**

১৭১. 'আমি তো কিছুই জানি না' – এই বাক্যের 'তো' এর ব্যবহার –
A. নিশ্চয়তা সূচক B. সংশয় সূচক
C. অলংকার সূচক D. পদপূরণ সূচক **উ: C**

১৭২. 'ভালো কথাটা মনে পড়েছে' এখানে 'ভালো' একটি –
A. বিশেষণ B. অব্যয়
C. বিশেষ্য D. ক্রিয়া-বিশেষণ **উ: A**

১৭৩. 'আকস্মিক' বিশেষণের বিশেষ্য কোনটি?
A. অকস্মমতি B. অকস্মার্ত
C. আকস্মিকতা D. অকস্মাৎ **উ: C**

১৭৪. "সে মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ উদ্ধার করে" এখানে 'হাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে –
A. কৌশল অর্থে B. দক্ষতা অর্থে
C. ফাঁকি অর্থে D. ঘনিষ্ঠতা অর্থে **উ: A**

১৭৫. 'লোকটি চলে গেল' – এ বাক্যের ক্রিয়াটি কোন ধরনের ক্রিয়া?
A. মৌলিক ক্রিয়া B. প্রযোজক ক্রিয়া
C. ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া D. যৌগিক ক্রিয়া **উ: D**

১৭৬. "ছিঃ ছিঃ! তুমি এত খারাপ" – এখানে ছিঃ ছিঃ! কী অর্থ প্রকাশ করে?
A. তীব্রতা B. ভাবের গভীরতা
C. অনুভূতি ভাব D. পৌনঃপুনিকতা **উ: B**

১৭৭. 'চটপট কাজ সেরে নাও' – এখানে 'চটপট' কোন পদ?
A. ক্রিয়া B. ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ
C. অনুকার অব্যয় D. ক্রিয়া বিশেষণ **উ: D**

১৭৮. 'পলাশ দেখতে সুন্দর বটে কিন্তু গন্ধহীন' – এখানে 'কিন্তু' যে ধরনের অব্যয় –
A. সংকোচক B. পদান্বয়ী
C. বিয়োজক D. সংযোজক **উ: A**

১৭৯. নিম্নের কোন বাক্যটিতে অনন্বয়ী অব্যয় পদ রয়েছে?
A. তাকে দিয়ে একাজ হবে না
B. তুমি ভালো ছাত্র তাই তোমাকে সবাই ভালোবাসে
C. বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম D. উঃ বড্ড লেগেছে **উ: D**

১৮০. 'ভ্রান্ত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ –
A. ভ্রম B. বিভ্রম C. ভ্রমী D. ভ্রমা **উ: A**

১৮১. সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহে 'আন্তরিক' কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. ক্রিয়া D. অব্যয় **উ: B**

১৮২. 'চালাক'-এর বিশেষ্য পদ কী?
A. চাতুর্য B. চতুরতা
C. চালাকী D. চাতুরী **উ: C**

১৮৩. 'সত্যবাদী' শব্দটি –
A. বিশেষ্য B. ক্রিয়া
C. বিশেষণ D. সর্বনাম **উ: C**

১৮৪. নিম্নের কোন শব্দটি বিশেষ্য?
A. আশ্বস্ত B. অধুনা
C. আধুনিক D. আরণ্য **উ: B**

১৮৫. কোনটি বিশেষণ?
A. রক্ষ B. রাক্ষস C. রক্ষী D. রক্ষা **উ: A**

১৮৬. ছি ছি, তুমি এ কী করলে! – এখানে ছি ছি কোন প্রকার অব্যয়?
A. অনুকার B. অনন্বয়ী
C. অনুসর্গ D. সমুচ্চয়ী **উ: B**

১৮৭. 'কর্তৃত্ব' এর প্রতিশব্দ –
A. করায়ত্ত্ব B. ক্ষমতা
C. দাপট D. কোনটিই নয় **উ: B**

১৮৮. 'প্রাসঙ্গিক' শব্দটি কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. অব্যয় D. সর্বনাম **উ: B**

১৮৯. 'ব্যাঘাত'-এর বিশেষণ –
A. বিঘ্ন B. ব্যাহত
C. বিধেয় D. প্রতিঘাত **উ: A**

১৯০. 'যত চাও তত লও' – বাক্যের একাধিক সর্বনাম পদকে কী বলে?
A. সম্বন্ধ পদ B. সাপেক্ষ সর্বনাম
C. দ্বিরুক্তি D. ধ্বন্যাত্মক শব্দ **উ: B**

সমাস

১. সমাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয় = শব্দতত্ত্বে।
২. "সমাস" শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? = সংস্কৃত ভাষার।
৩. "সমাস" শব্দটি কোন প্রত্যয় সাধিত শব্দ? = কৃৎ প্রত্যয়।
৪. "সমাস" শব্দটির বিশ্লেষিত রূপ = সম + √ অস্ + অ।
৫. সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে = সংস্কৃত ভাষা থেকে।
৬. শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের বিশেষ রীতি = সমাস।
৭. সমাস কাকে বলে? = অর্থ সম্বন্ধ আছে এরূপ একাধিক পদের একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পদ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন: দেশের সেবা = দেশসেবা, যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট।
৮. অর্থসম্বন্ধ ব্যতীত পদের কখনো সমাস হয় না।
৯. সমাসে মিলন হয় = পদের।
১০. সন্ধিতে মিলন হয় = ধ্বনির।
১১. "সমাস" শব্দের অর্থ = সংক্ষেপণ।
১২. সমাস সৃষ্টির উদ্দেশ্য = বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপকরণ।
১৩. সমাসের অংশগুলোকে একসাথে বলে = প্রতীতি।
১৪. সমাসের প্রতীতি / জ্ঞান / উপাদান কয়টি? = ৫ টি। যথা:
   ক. পূর্বপদ
   খ. পরপদ / উত্তরপদ / শেষপদ
   গ. সমস্তপদ / সমাসযুক্ত পদ / সমাসবদ্ধ পদ / সমাসনিষ্পন্ন পদ
   ঘ. ব্যাসবাক্য / বিগ্রহবাক্য / সমাস বাক্য
   ঙ. সমস্যমান পদ
১৫. উদাহরণের সাহায্যে সমাসের প্রতীতি চিহ্নিতকরণ:

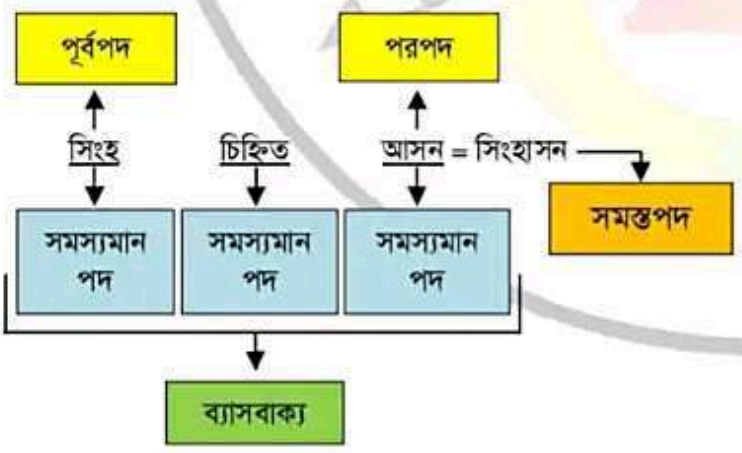

১৬. সমস্তপদ গঠিত হয় = পূর্বপদ ও পরপদের সমন্বয়ে।
১৭. সমাস নিষ্পন্ন শব্দটিকে বলে = সমস্তপদ।
১৮. সমস্তপদের অন্তর্গত পদগুলোকে বলে = সমস্যমান পদ।
১৯. সমস্যমান পদের প্রথম অংশকে বলে = পূর্বপদ।
২০. সমস্যমান পদের শেষ অংশকে বলে = পরপদ।

০১. সমাসবদ্ধ পদ যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন: অদৃষ্টপূর্ব, পূর্বপরিচিত, লক্ষ্যভ্রষ্ট, জটিলতামূলক, জ্ঞানসিন্ধু, বিষাদমণ্ডিত, সংবাদপত্র, সংযতবাক ইত্যাদি।

লক্ষণীয়: উল্লিখিত নিয়মের 'যথাসম্ভব' পদটি রেখাঙ্কিত করার কারণ সমাসবদ্ধ পদ লেখার ক্ষেত্রে আরও দুটি নিয়ম প্রচলিত আছে। সচরাচর আমরা এগুলো প্রচলিত বইগুলোতে দেখতে পাই না। নিয়মদুটি হচ্ছে –

→ সমাসবদ্ধ পদ লেখার ক্ষেত্রবিশেষে হাইফেন (-) ব্যবহার করা যাবে। যেমন: মা-বাবা, দা-কুমড়া, অহি-নকুল, সাহেব-বিবি-গোলাম, বাপ-ছেলে, মা-মেয়ে ইত্যাদি।

→ অলুক তৎপুরুষ ও অলুক বহুব্রীহি সমাস লেখার সময় সমাসবদ্ধ পদ আলাদা লেখা যাবে। যেমন: ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, চোখের বালি, গোরুর দুধ, খনার বচন, তাসের ঘর, ভোরের পাখি, সোনার তরি, মনের মানুষ, ডুমুরের ফুল, কানে খাটো, কানে কলম, হাতে খড়ি, হাতে ছড়ি, পায়ে বেড়ি, মাথায় পাগড়ি, কথায় পটু ইত্যাদি।

২১. সমাস কত প্রকার? = ৬ প্রকার (দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, দ্বিগু)।
২২. সমাস মূলত কত প্রকার? = ৪ প্রকার (দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ ও অব্যয়ীভাব)।

বি. দ্র: ২০২১ সালে প্রকাশিত ৯ম-১০ম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ বইয়ে সমাস ৪ প্রকার আছে ঠিকই তবে সেখানে অব্যয়ীভাব সমাসকে বাদ দিয়ে কর্মধারয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৩. দ্বিগু সমাসকে অনেক বৈয়াকরণ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কোন সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন? = কর্মধারয় সমাসের।
২৪. কর্মধারয় সমাসকে অনেক বৈয়াকরণ কোন সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন? = তৎপুরুষ সমাসের।
২৫. সমাস মূলত ৪ প্রকার – এই দিক বিবেচনায় তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত আছে কয়টি সমাস? = ২ টি (দ্বিগু ও কর্মধারয় সমাস)।

২৬. অব্যয়ীভাব সমাস = পূর্বপদ প্রধান।
২৭. দ্বিগু, কর্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাস = পরপদ প্রধান।
২৮. দ্বন্দ্ব সমাস = উভয়পদ প্রধান।
২৯. বহুব্রীহি সমাস = কোনো পদই প্রধান নয় / অন্য কোনো পদ প্রধান / তৃতীয় পদ প্রধান।

৩০. দ্বন্দ্ব সমাসের বিপরীত = বহুব্রীহি সমাস।
৩১. অব্যয়ীভাব সমাসের বিপরীত = কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও দ্বিগু।

দ্বন্দ্ব সমাস / বন্ধন সমাস

৩২. দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বুঝাতে ব্যবহৃত হয় = ৩ টি অব্যয় (এবং, ও, আর)। যেমন: ভালো এবং মন্দ = ভালো-মন্দ, আয় ও ব্যয় = আয়-ব্যয়, চা আর বিস্কুট = চা-বিস্কুট, জন ও মানব = জন-মানব, তাল ও তমাল = তাল-তমাল ইত্যাদি।

৩৩. দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণিবিভাগ হয় = অর্থ অনুযায়ী।

৩৪. **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব:** মিল অর্থে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: মা ও বাবা = মা-বাবা, চা ও বিস্কুট = চা-বিস্কুট, ভাই ও বোন = ভাই-বোন, মাসি ও পিসি = মাসি-পিসি, জ্বিন ও পরী = জ্বিন-পরী, গান ও বাজনা = গান-বাজনা।
টেকনিক: একে অন্যের পরিপূরক বোঝাবে।

৩৫. **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব:** সমস্তপদের পূর্বপদ ও পরপদ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: সুখ ও দুঃখ = সুখ-দুঃখ, আয় এবং ব্যয় = আয়-ব্যয়, লেন ও দেন = লেনদেন, ছেলে ও বুড়ো = ছেলে-বুড়ো, দেনা ও পাওনা = দেনা-পাওনা, জমা ও খরচ = জমা-খরচ, দেব ও দৈত্য = দেব-দৈত্য, বেচা ও কেনা = বেচা-কেনা ইত্যাদি। টেকনিক: সকল বিপরীত শব্দ।

৩৬. **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব:** দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যে বিরোধ বুঝালে তাকে বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: দা ও কুমড়া = দা-কুমড়া, অহি ও নকুল = অহি-নকুল, সাপ ও নেউল = সাপ-নেউল, স্বর্গ ও নরক = স্বর্গ-নরক। টেকনিক: শত্রুতা বোঝাবে।

৩৭. **সমার্থক দ্বন্দ্ব:** দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ সমান অর্থ প্রকাশ করলে তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: ব্যবসা ও বাণিজ্য = ব্যবসা-বাণিজ্য, মাথা ও মুণ্ড = মাথা-মুণ্ড, হাট ও বাজার = হাট-বাজার, ঘর ও দুয়ার = ঘর-দুয়ার, কল ও কারখানা = কল-কারখানা, খাতা ও পত্র = খাতা-পত্র, জন ও মানব = জন-মানব, চাল ও চলন = চাল-চলন ইত্যাদি। টেকনিক: সকল সমার্থক শব্দ।

৩৮. **প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব:** দ্বন্দ্ব সমাসের পরপদটি যদি পূর্বপদের সহচর হিসেবে কাজ করে তাহলে তাকে প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: কাপড় ও চোপড় = কাপড়-চোপড়, নৌকা-টৌকা, তক্তা-মক্তা, চা-টা, কলম-টলম ইত্যাদি।
টেকনিক: সমস্তপদের প্রথমাংশের আদলে দ্বিতীয়াংশ তৈরি হয় কিন্তু বাস্তবে দ্বিতীয়াংশের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তবে মাঝে মাঝে সমস্তপদের দুটি অংশেরই অস্তিত্ব আছে এমন উদাহরণও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: পোকা ও মাকড় = পোকা-মাকড়, ধুতি ও চাদর = ধুতি-চাদর, দয়া ও মায়া = দয়া-মায়া, কীট ও পতঙ্গ = কীট-পতঙ্গ, পথ ও ঘাট = পথ-ঘাট, খাল ও বিল = খাল-বিল ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে অনেকে এগুলোকে আবার সমার্থক বলে মনে করতে পারে। এগুলো অনেকটা সমার্থকের মত কিন্তু সমার্থক নয়, অর্থের পার্থক্য আছে।

৩৯. **একশেষ দ্বন্দ্ব:** যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্তপদে সমস্যমান পদগুলোর কোনো অস্তিত্ব থাকে না তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: জায়া ও পতি = দম্পতি; সে ও তুমি = তোমরা; সে, তুমি ও আমি = আমরা ইত্যাদি।
টেকনিক: পরপদের প্রাধান্য বেশি থাকে।

৪০. **বহুপদী দ্বন্দ্ব:** তিন বা ততোধিক পদ যোগে সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম; হাত, পা, নাক, কান ও গলা = হাত-পা-নাক-কান-গলা; তেল, নুন ও লকড়ি = তেল-নুন-লকড়ি ইত্যাদি।
টেকনিক: সমস্তপদে দুইয়ের বেশি পদ থাকবে।

৪১. **অলুক দ্বন্দ্ব:** যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: ঘরে ও বাইরে = ঘরে-বাইরে, পথে ও প্রান্তরে = পথে-প্রান্তরে, কোলে ও পিঠে = কোলে-পিঠে, আগে ও পিছে = আগে-পিছে, দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে, বনে ও জঙ্গলে = বনে-জঙ্গলে ইত্যাদি।
টেকনিক: অলুক তৎপুরুষ ও অলুক বহুব্রীহির সাথে শিখব।

সতর্কতা

ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে অলুক দ্বন্দ্ব হবে না কারণ ছেলে ও মেয়ে শব্দে কোনো বিভক্তি যোগ হয়নি। তাই ছেলে-মেয়ে স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস।

৪২. **সাধারণ দ্বন্দ্ব:** যে সকল দ্বন্দ্ব সমাসকে অন্য কোনো দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাকে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: নবি-রাসুল, হাঁস-মুরগি, গোরু-ছাগল ইত্যাদি।

৪৩. **নিপাতনে সিদ্ধ দ্বন্দ্ব:** অহঃ ও নিশা = অহর্নিশ, অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্র, দিবা ও রাত্রি = দিবারাত্র, কুশ ও লব = কুশীলব।

কর্মধারয় সমাস / বর্ণন সমাস

৪৪. একটি বিশেষ্য পদের সাথে আরেকটি বিশেষ্য পদের, একটি বিশেষণ পদের সাথে আরেকটি বিশেষণ পদের অথবা একটি বিশেষ্য পদের সাথে আরেকটি বিশেষণ পদের যোগে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদ প্রধান তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা, নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম ইত্যাদি।

৪৫. কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ = মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত, রূপক ও সাধারণ কর্মধারয়।

৪৬. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়:** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: সিংহ চিহ্নিত যে আসন = সিংহাসন, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ

সংবাদ বহনকারী পত্র = সংবাদপত্র
প্রাণ যাওয়ার ভয় = প্রাণভয়
জয় নির্দেশক পতাকা = জয়পতাকা
ভিক্ষায় লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন
চালে জন্মানো কুমড়া = চালকুমড়া
ধর্ম রক্ষার্থে ঘট = ধর্মঘট
মোম নির্মিত বাতি = মোমবাতি
জীবন রক্ষার্থে বিমা = জীবনবিমা
শিক্ষা বিষয়ক নীতি = শিক্ষানীতি
কুশ নির্মিত পুত্তলিকা = কুশপুত্তলিকা
এক অধিক দশ = একাদশ
এক অধিক বিংশতি = একবিংশতি
দ্বি অধিক দশ = দ্বাদশ
ষট অধিক দশ = ষোড়শ
খেয়া পারাপারের ঘাট = খেয়াঘাট
জাদু রাখবার ঘর = জাদুঘর
বাষ্প চালিত যান = বাষ্পযান
ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু
সিংহ চিহ্নিত দ্বার = সিংহদ্বার
পানিতে জন্মে যে ফল = পানিফল
মৌ আশ্রিত মাছি = মৌমাছি

কেশে মাখার তৈল = কেশতৈল
বট নামক বৃক্ষ = বটবৃক্ষ
মূক সেজে অভিনয় = মূকাভিনয়
গণ রক্ষার্থে তন্ত্র = গণতন্ত্র
পরিচয় জ্ঞাপক পত্র = পরিচয়পত্র
হস্ত চালিত শিল্প = হস্তশিল্প
হাতে চালিত পাখা = হাতপাখা
হাতে পরার মোজা = হাতমোজা
হাতে পরার ঘড়ি = হাতঘড়ি
চিনি উৎপাদনের কল = চিনিকল
দুধ মেশানো সাগু = দুধসাগু
দুধ মেশানো ভাত = দুধভাত
অশোক নামক তরু = অশোকতরু
জলে সিদ্ধ সাগু = জলসাগু
জল রাখার পাত্র = জলপাত্র
ভিক্ষা লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন
পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন
প্রীতি উপলক্ষে ভোজ = প্রীতিভোজ
ঝাল মিশ্রিত মুড়ি = ঝালমুড়ি
কাষ্ঠ নির্মিত ফলক = কাষ্ঠফলক
হাঁটু পরিমাণ জল = হাঁটুজল

স্বর্ণ নির্মিত অলংকার = স্বর্ণালংকার
স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর
গোলাপ নামক ফুল = গোলাপফুল
ঢাকা নামক নগরী = ঢাকানগরী
জ্যোৎস্না শোভিত রাত = জ্যোৎস্নারাত
আয়ের ওপর কর = আয়কর
গাড়ি রাখার বারান্দা = গাড়িবারান্দা
ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই
ধ্বনি বিষয়ক তত্ত্ব = ধ্বনিতত্ত্ব
দর্শন বিষয়ক শাস্ত্র = দর্শনশাস্ত্র
রাষ্ট্র বিষয়ক নীতি = রাষ্ট্রনীতি
শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী = শিক্ষামন্ত্রী
বিজয় সূচক কেতন = বিজয়কেতন
প্রশংসা জ্ঞাপক পত্র = প্রশংসাপত্র
বিষ সদৃশ বৃক্ষ = বিষবৃক্ষ
মোটর চালিত গাড়ি = মোটরগাড়ি
স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত সৌধ = স্মৃতিসৌধ
শহিদ স্মরণে নির্মিত মিনার = শহিদমিনার
ভাষা রক্ষার্থে হয়েছেন শহিদ = ভাষাশহিদ
নৃ (মানুষ) বিষয়ক তত্ত্ব = নৃতত্ত্ব
হাসি মাখা মুখ = হাসিমুখ

এরূপ – বরযাত্রী, আলোকচিত্র, আকাশবাণী, জয়পতাকা, বিজয়দিবস, বিজয়োৎসব, যতিচিহ্ন, দেওয়ালঘড়ি, শহিদদিবস, রেলগাড়ি, পানাপুকুর, শোকসভা, কীর্তিস্তম্ভ, জয়ধ্বনি, বাগানবাড়ি ইত্যাদি।

৪৭. **উপমান কর্মধারয়:** উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। কর্মধারয় সমাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বস্তুকে বলে উপমেয় আর পরোক্ষ বস্তুকে বলে উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকে। যেমন: ইস্পাতের ন্যায় কঠিন = ইস্পাতকঠিন। কঠিন হচ্ছে সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান বাচক পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: বিড়ালের ন্যায় তপস্বী = বিড়ালতপস্বী, গো-র ন্যায় বেচারা = গোবেচারা ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ

কুসুমের ন্যায় কোমল = কুসুমকোমল
শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত
অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা
কচুর মত কাটা = কচুকাটা
সিঁদুরের ন্যায় রাঙা = সিঁদুররাঙা
ঘনের ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম
তুষারের ন্যায় শীতল = তুষারশীতল
দুধের ন্যায় সাদা = দুধসাদা
তুষারের ন্যায় ধবল = তুষারধবল
রক্তের ন্যায় লাল = রক্তলাল

হিমের ন্যায় শীতল = হিমশীতল
গজের ন্যায় মূর্খ = গজমূর্খ
কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো
গণ্ডের ন্যায় মূর্খ = গণ্ডমূর্খ
ধনুকের ন্যায় বাঁকা = ধনুকবাঁকা
হস্তীর ন্যায় মূর্খ = হস্তিমূর্খ
বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক
ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ = ভ্রমরকৃষ্ণ
স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল = স্বর্ণোজ্জল
বজ্রের ন্যায় কঠিন = বজ্রকঠিন

শিশিরের ন্যায় স্নিগ্ধ = শিশিরস্নিগ্ধ
কাচের ন্যায় ভঙ্গুর = কাচভঙ্গুর
আলতার ন্যায় রাঙা = আলতারাঙা
নিমের ন্যায় তিতা = নিমতিতা
কদমের ন্যায় ছাঁটা = কদমছাঁটা
মিশির মত কালো = মিশকালো
প্রস্তরের ন্যায় কঠিন = প্রস্তরকঠিন
তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র
হরিণের ন্যায় চপল = হরিণচপল
সিংহের ন্যায় বীর = সিংহবীর

৪৮. **উপমিত কর্মধারয়:** সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র। পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ

কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব
বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা
অধর পল্লবের ন্যায় = অধরপল্লব
মুখ সোনার ন্যায় = সোনামুখ

নয়ন কমলের ন্যায় = নয়নকমল
মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র
কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী
মুখ চাঁদের ন্যায় = চাঁদমুখ

লোচন পদ্মের ন্যায় = পদ্মলোচন
লোচন কমলের ন্যায় = কমললোচন
নর সিংহের ন্যায় = নরসিংহ
কণ্ঠ বজ্রের ন্যায় = বজ্রকণ্ঠ

উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাস চিহ্নিতকরণের সহজ সূত্র

অনেকেই প্রচলিত ধারায় ব্যাসবাক্য দিয়ে উপমান ও উপমিত নির্ণয় করেন। ব্যাসবাক্যের মাঝে ন্যায় থাকলে তা উপমান আর ব্যাসবাক্যের শেষে ন্যায় থাকলে তা উপমিত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নে তো ব্যাসবাক্য দেওয়া থাকে না, শুধু সমস্তপদ দেওয়া থাকে। আর সেখান থেকে ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে গেলেই আমরা ভুল করি। যেমন: 'চাঁদমুখ' এর ব্যাসবাক্য কেউ বলতে পারেন 'চাঁদের ন্যায় মুখ' অর্থাৎ উপমান আবার কেউ বলতে পারেন 'মুখ চাঁদের ন্যায়' অর্থাৎ উপমিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা সঠিক? একারণে আমরা ব্যাসবাক্য দিয়ে সমাস নির্ণয়ের পদ্ধতিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে উপায়? বাজারের অনেক প্রচলিত বইতে উপমান ও উপমিত'র আরেকটা টেকনিক দেখতে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে –

উপমান = Noun + Adjective
উপমিত = Noun + Noun

এই পদ্ধতিতে উপমান উপমিত'র অধিকাংশই সমাধান করা যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে Noun বা Adjective সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অপ্রতুল জ্ঞানের অভাবে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। যেমন: ফুলকুমারী – এখানে 'ফুল' Noun, এটা তো নিশ্চিত কিন্তু 'কুমারী' কী? 'কুমারী' দিয়ে একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে কি হয়নি এরূপ অবস্থা বুঝাচ্ছে অর্থাৎ Adjective. তাহলে নিয়মানুসারে Noun + Adjective হওয়ায় 'ফুলকুমারী' উপমান কর্মধারয় সমাস হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের সকল ব্যাকরণ বইতে 'ফুলকুমারী'কে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলা হয়েছে যার ব্যাসবাক্য করা হয়েছে 'কুমারী ফুলের ন্যায়'। তার মানে 'ফুলকুমারী' সমস্তপদে 'কুমারী'কে ধরা হয়েছে Noun হিসেবে। একারণে আমরা এই Noun + Adjective / Noun + Noun পদ্ধতি শিখব না। আসুন আরও সহজে নতুন টেকনিকে উপমান ও উপমিত শিখি।

সমস্তপদটি সত্য হলেই 'উপমান' আর মিথ্যা হলেই 'উপমিত'

উপমান কর্মধারয় - অরুণরাঙা = অরুণ (সূর্য) তো সবসময় রাঙাই (লাল) হয়; ভ্রমরকৃষ্ণ = ভ্রমর তো সবসময় কৃষ্ণই (কালো) হয়; তুষারশীতল = তুষার তো সবসময় শীতলই হয়; কাজলকালো = কাজল তো সবসময় কালোই হয়। এরূপ - কুসুমকোমল, নয়নকোমল, দুধসাদা, সিঁদুররাঙা, তুষারধবল, রক্তলাল, ধনুকবাঁকা, হস্তিমূর্খ, স্বর্ণোজ্জল, বজ্রকঠিন, শিশিরস্নিগ্ধ, কাচভঙ্গুর, নিমতিতা, আলতারাঙা, প্রস্তরকঠিন ইত্যাদি।

উপমিত কর্মধারয় - অধরপল্লব = অধর (ঠোঁট) কখনোই পল্লব (পাতা) হয় না; বাহুলতা = বাহু কখনোই লতা হয় না; নয়নকমল = নয়ন কখনোই কমল (পদ্ম) হয় না; পদ্মলোচন = পদ্ম কখনোই লোচন (চোখ) হয় না; ফুলকুমারী = ফুল কখনোই কুমারী হয় না। এরূপ - বজ্রকণ্ঠ, সিংহপুরুষ, বাহুলতা, সোনামুখ ইত্যাদি।

উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্য নির্ণয়

অনেক সময় প্রশ্নে সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে বলা হয়। এক্ষেত্রে আগে আমরা সমাসটি নির্ণয় করে নেব। তারপর যদি তা উপমান হয় তাহলে "ন্যায় / মতো" শব্দটি মাঝে বসবে আর যদি উপমিত হয় তাহলে "ন্যায় / মতো" শব্দটি শেষে বসবে। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে উপমিত কর্মধারয়ের সমস্তপদ যাই হোক না কেন ব্যাসবাক্য করার সময় সর্বদা মনে রাখবেন যার তুলনা করা হচ্ছে সে ব্যাসবাক্যে আগে বসবে আর যার সাথে তুলনা করা হচ্ছে সে ব্যাসবাক্যে পরে বসবে। আমরা মুখের সাথে চাঁদের তুলনা দেই না; চাঁদের সাথে মুখের তুলনা দেই। তাই অবশ্যই সঠিক রূপ হবে – মুখ চাঁদের ন্যায় = চাঁদমুখ। এরূপ – সিংহপুরুষ = পুরুষ সিংহের ন্যায় ইত্যাদি।

৪৯. **রূপক কর্মধারয়:** উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে তা রূপক কর্মধারয়। যেমন: জীবন রূপ প্রদীপ = জীবনপ্রদীপ। এখানে জীবনটাকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপের আলো যেমন যেকোনো সময় নিভে যেতে পারে; জীবনের আয়ুও ঠিক তেমনিভাবে যেকোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। একইভাবে মন রূপ মাঝি = মনমাঝি। এখানে আবার আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে 'মনমাঝি'ই কেন? কেন মনড্রাইভার বা মনচালক হলো না? উত্তর হচ্ছে – ড্রাইভার বা চালকের গতিপথ সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ তারা চাইলেও উলটো পথে গাড়ি চালাতে পারে না। আর যদি চালায়ও সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন মাঝির গতিপথ সুনির্দিষ্ট নয়। আঁকাবাঁকাভাবে নৌকা চালিয়েও সে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। তাই এখানে মনকে মাঝির সাথে তুলনা করা হয়েছে। মনটাও মাঝির মতো যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে।

রূপক কর্মধারয়ের প্রতিটি উদাহরণেই সমস্তপদের দুটি অংশের মধ্যে এমন অভিন্নতা কল্পনা লক্ষ করে থাকবেন।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ

বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু	প্রেম রূপ ডোর = প্রেমডোর	আশা রূপ লতা = আশালতা
বিদ্যা রূপ সাগর = বিদ্যাসাগর	ভব রূপ নদী = ভবনদী	আনন্দ রূপ সাগর = আনন্দ সাগর
জ্ঞান রূপ সিন্ধু = জ্ঞানসিন্ধু	মায়া রূপ ডোর = মায়াডোর	ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল
জ্ঞান রূপ বৃক্ষ = জ্ঞানবৃক্ষ	মন রূপ পবন = মনপবন	জীবন রূপ তরী = জীবনতরী
যৌবন রূপ সূর্য = যৌবনসূর্য	সুখ রূপ সাগর = সুখসাগর	বিদ্যা রূপ ধন = বিদ্যাধন
মন রূপ মাঝি = মনমাঝি	দিল রূপ দরিয়া = দিলদরিয়া	জীবন রূপ যুদ্ধ = জীবনযুদ্ধ
প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি	কাল রূপ চক্র = কালচক্র	বিদ্যা রূপ রত্ন = বিদ্যারত্ন
মোহ রূপ নিদ্রা = মোহনিদ্রা	আনন্দ রূপ অশ্রু = আনন্দাশ্রু	স্নেহ রূপ সুধা = স্নেহসুধা
শোক রূপ অনল = শোকানল	কাল রূপ স্রোত = কালস্রোত	ক্ষুধা রূপ অনল = ক্ষুধানল

রূপক কর্মধারয় সমাস চিহ্নিতকরণের সহজ সূত্র

রূপক কর্মধারয় সমাসবদ্ধ পদের প্রথমাংশ অদৃশ্যমান এবং পরের অংশ দৃশ্যমান। ওপরে উল্লিখিত উদাহরণগুলোর বেশিরভাগই এই নিয়মে সাধিত। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন:

১. দেহ রূপ ঘড়ি = দেহঘড়ি
২. দেহ রূপ পিঞ্জর = দেহপিঞ্জর
৩. দেহ রূপ কাণ্ড = দেহকাণ্ড
৪. দেহ রূপ তত্ত্ব = দেহতত্ত্ব
৫. দেহ রূপ কল্প = দেহকল্প
৬. কায়া রূপ তরু = কায়াতরু
৭. প্রাণ রূপ স্বপ্ন = প্রাণস্বপ্ন
৮. প্রেম রূপ ডোর (বন্ধন) = প্রেমডোর
৯. মন রূপ পবন = মনপবন

লক্ষ করে দেখুন এই উদাহরণগুলোর প্রথম ৬টির সমস্তপদের দুটি অংশই দৃশ্যমান আবার শেষের ৩টির সমস্তপদের দুটি অংশই অদৃশ্যমান। মোট কথা, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান মূল ব্যাপার নয়। মূল ব্যাপার হচ্ছে – সমস্তপদের দুটি অংশের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা। আরও ভালো করে বুঝতে হলে ওপরে দেওয়া QR Code টি মোবাইলে স্ক্যান করে ভিডিয়োটি দেখে ফেলুন।

৫০. **সাধারণ কর্মধারয়:** যে সকল কর্মধারয় সমাসকে অন্য কোনো কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাকে সাধারণ কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: যিনি গুরু তিনিই মশাই = গুরুমশাই। সাধারণ কর্মধারয় সমাস ৫ ভাবে গঠিত হতে পারে।

Adj. + Adj. যোগে গঠিত সাধারণ কর্মধারয় সমাস

যা পচা তাই গলা = পচাগলা
যা হৃষ্ট তাই পুষ্ট = হৃষ্টপুষ্ট
যা ক্ষত তাই বিক্ষত = ক্ষত-বিক্ষত
যা মৃদু তাই মন্দ = মৃদুমন্দ
যা নীল তাই লোহিত = নীললোহিত
যা মিঠা তাই কড়া = মিঠাকড়া
যা বাঁধা তাই ধরা = বাঁধাধরা
যা অম্ল তাই মধুর = অম্লমধুর
যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর
কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা
যে সহজ সেই সরল = সহজসরল
যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট
যিনি সুস্থ তিনিই সবল = সুস্থসবল
যে দীন সেই দুঃখী = দীনদুঃখী
যিনি গণ্য তিনিই মান্য = গণ্যমান্য
যে দীন সেই হীন = দীনহীন
যে কঠিন সেই কোমল = কঠিনকোমল
যা টক তাই ঝাল = টকঝাল

Adj. + Adj. যোগে গঠিত সাধারণ কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্য করার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ সর্বনাম (যারে-তারে, যা-তা) ব্যবহৃত হয়।

Adj. + Noun যোগে গঠিত সাধারণ কর্মধারয় সমাস

কালো যে বাজার = কালোবাজার
এঁটো যে ভাত = এঁটোভাত
উড়ো যে চিঠি = উড়োচিঠি
বীর যে পুরুষ = বীরপুরুষ
উড়ো যে জাহাজ = উড়োজাহাজ
প্রিয় যে সখা = প্রিয়সখা
ডুবো যে জাহাজ = ডুবোজাহাজ
কাঁচা যে সোনা = কাঁচাসোনা
জঙ্গী যে বিমান = জঙ্গিবিমান
ছেঁড়া যে খাতা = ছেঁড়াখাতা
ছিন্ন যে পত্র = ছিন্নপত্র
খাস যে মহল = খাসমহল
কাঁচা যে কলা = কাঁচকলা
খাস যে কামরা = খাসকামরা
খণ্ড যে বাক্য = খণ্ডবাক্য
কু যে চক্র = কুচক্র
কু যে আচার = কদাচার
কু যে অর্থ = কদর্থ
কু যে শাসন = কুশাসন
কু যে সংস্কার = কুসংস্কার
ক্ষুধিত যে পাষাণ = ক্ষুধিতপাষাণ
সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা
নীল যে উৎপল = নীলোৎপল
নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম
নীল যে আকাশ = নীলাকাশ
মহৎ যে আত্মা = মহাত্মা
মহান যে রাজা = মহারাজ
মহান যে নবি = মহানবি
মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি
মহা যে কাল = মহাকাল
মহান যে ঋষি = মহাঋষি (মহর্ষি)
নব যে জাতক = নবজাতক
হেড যে পণ্ডিত = হেডপণ্ডিত
সু (উত্তম) যে কীর্তি = সুকীর্তি
সু (অত্যন্ত) যে খ্যাতি = সুখ্যাতি
পরম যে আত্মা = পরমাত্মা

এরূপ – কালকূট, ফুলবাবু, চোরাবালি, গতকাল, বড়োবাবু, নবপল্লব, শ্বেতবস্ত্র, সুপুরুষ, পাণ্ডুলিপি, মহাপুরুষ, মহানগর, কৃতকর্ম, ঝরাপাতা, চলচ্চিত্র, হেডমাস্টার, ঘনবসতি, পরমেশ্বর ইত্যাদি।

Noun + Adj. যোগে গঠিত সাধারণ কর্মধারয় সমাস

উত্তম যে পুরুষ = পুরুষোত্তম	ভাজা যে পটল = পটলভাজা	বাটা যে হলুদ = হলুদবাটা
ভাজা যে চাল = চালভাজা	ভাজা যে মাছ = মাছভাজা	বীর যে শিশু = শিশুবীর
অধম যে নর = নরাধম	পোড়া যে বেগুন = বেগুনপোড়া	সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ
উত্তম যে নর = নরোত্তম	বাটা যে লঙ্কা = লঙ্কাবাটা	অধম যে রাজা = রাজাধম

Noun + Adj. যোগে গঠিত সাধারণ কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্য করার ক্ষেত্রে Adj. আগে বসে।

⚠ বিশেষভাবে লক্ষণীয়

ওপরের সমস্তপদগুলোর গঠন (Noun + Adj.) দেখে অনেক শিক্ষার্থীর কাছে এটা আবার উপমান কর্মধারয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো সাধারণ কর্মধারয়, কারণ – উপমান কর্মধারয়ের উদাহরণগুলো বাস্তবে একমুখী। যেমন: অরুণরাঙা (অরুণ কেবল রাঙাই হয়), তুষারশীতল (তুষার কেবল শীতলই হয়), নিমতিতা (নিম কেবল তিতাই হয়) ইত্যাদি। আর সাধারণ কর্মধারয়ের উদাহরণগুলো একমুখী হয় না। যেমন: হলুদবাটা (হলুদ কেবল বাটা অবস্থায়ই থাকে না), নরাধম (নর কেবল অধমই হয় না), আলুসিদ্ধ (আলু কেবল সিদ্ধ অবস্থায়ই থাকে না) ইত্যাদি।

Noun + Noun যোগে গঠিত সাধারণ কর্মধারয় সমাস

যিনি জ্ঞাতি তিনিই শত্রু = জ্ঞাতিশত্রু	যিনি গুরু তিনিই দেব = গুরুদেব	যিনি পিতা তিনিই দেব = পিতৃদেব
খোকা যে বাবু = খোকাবাবু	রাজা অথচ ঋষি = রাজর্ষি	ভূ যে মণ্ডল = ভূমণ্ডল
যিনি দেব তিনিই ঋষি = দেবর্ষি	যিনি দাদা তিনিই বাবু = দাদাবাবু	যিনি উকিল তিনিই সাহেব = উকিল-সাহেব
শুক যে তারা = শুকতারা	গণ্ড যে দেশ = গণ্ডদেশ	যিনি ডাক্তার তিনিই সাহেব = ডাক্তার-সাহেব

এরূপ – পণ্ডিতমশাই, লাটসাহেব, মাস্টারমশাই, মৌলভি-সাহেব, রাজা-বাদশা, জজসাহেব, দাদাভাই ইত্যাদি।

⚠ বিশেষভাবে লক্ষণীয়

ওপরের সমস্তপদগুলোর গঠন (Noun + Noun) দেখে অনেক শিক্ষার্থীর কাছে এটা উপমিত কর্মধারয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো সাধারণ কর্মধারয়, কারণ – উপমিত কর্মধারয়ের উদাহরণে পূর্বপদ ও পরপদ দ্বারা দুটি আলাদা বিষয়কে বোঝায়। যেমন: চাঁদমুখ (চাঁদ আর মুখ দুটি আলাদা বিষয়), ফুলকুমারী (ফুল আর কুমারী দুটি আলাদা বিষয়) ইত্যাদি। আর সাধারণ কর্মধারয়ের উদাহরণগুলোতে পূর্বপদ ও পরপদ দ্বারা একই বিষয়কে বোঝায়। যেমন: জজসাহেব (জজ আর সাহেব দ্বারা একই ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে), রাজর্ষি (রাজা আর ঋষি দ্বারা একই ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে) ইত্যাদি।

পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই ভাববাচক বিশেষ্যযোগে গঠিত

আগে ঘষা পরে মাজা = ঘষামাজা	আগে আসা পরে যাওয়া = আসাযাওয়া	আগে নাওয়া পরে খাওয়া = নাওয়াখাওয়া
আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা	আগে দেওয়া পরে নেওয়া = দেওয়ানেওয়া	

⚠ বিশেষভাবে লক্ষণীয়

পরীক্ষার হলে উল্লিখিত সমস্তপদগুলো দেখে অনেক শিক্ষার্থী এগুলোকে দ্বন্দ্ব সমাসের সাথে মিলিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ঘষা ও মাজা = ঘষামাজা, ধোয়া ও মোছা = ধোয়ামোছা – এরকমটা ভাবে যা নিতান্তই ভুল। মনে রাখতে হবে দ্বন্দ্ব সমাস উভয়পদ প্রধান আর কর্মধারয় সমাস পরপদ প্রধান। 'ধোয়ামোছা' দ্বারা কোনো কিছু মোছা বা পরিষ্কার করা অর্থাৎ পরপদের প্রাধান্য বোঝায়। এরকম বিয়ের কথাবার্তা চলাকালে ঘটকের মুখে 'দেওয়ানেওয়া' শব্দটা শোনা যায়। মূলত শব্দটি দ্বারা বরপক্ষের 'নেওয়ার' বিষয়টিকে বোঝানো হয়। একইভাবে 'নাওয়াখাওয়া' দ্বারা নাওয়া মানে গোসল করাকে বোঝায় না; খাওয়ার কাজকেই বোঝায়। যেমন: আপনার কোনো এক বন্ধু আপনাকে বলল "দোস্ত, এক জায়গায় যাব তোকে নিয়ে। আসতে অনেক দেরি হবে, নাওয়াখাওয়া সেরে নে।" এর মানে এই না যে আসতে দেরি হবে তাই গোসল করে নে। এর মানে আসতে দেরি হবে তাই খাওয়ার কাজটা সেরে নে। সহজকথায় এগুলো সবই পরপদের প্রাধান্য বোঝায়।

তৎপুরুষ সমাস / কারকলোপী সমাস

৫১. পূর্বপদের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। এক কথায় বিভক্তি সম্পর্কিত সমাসের নাম তৎপুরুষ।

৫২. তৎপুরুষ সমাস কত প্রকার? = ৯ প্রকার (দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক) ।

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ:** ব্যাসবাক্যে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে, এরে) থাকবে কিন্তু সমস্তপদে তা লোপ পাবে। যেমন: দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

আমকে কুড়ানো = আমকুড়ানো
কলাকে বেচা = কলাবেচা
ক্ষমতাকে প্রাপ্ত = ক্ষমতাপ্রাপ্ত
গা-কে ঢাকা = গা-ঢাকা
চরণকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত
ছেলেকে ভুলানো = ছেলে-ভুলানো
তপোবনকে দর্শন = তপোবনদর্শন
দুঃখকে অতীত = দুঃখাতীত
দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত

দুঃখকে ভোলানো = দুঃখ-ভোলানো
দেশকে ভঙ্গ = দেশভঙ্গ
পদকে ত্যাগ = পদত্যাগ
পুঁথিকে গত = পুঁথিগত
পৃষ্ঠকে প্রদর্শন = পৃষ্ঠপ্রদর্শন
বর্ণনাকে অতীত = বর্ণনাতীত
বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন
বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন
বীজকে বোনা = বীজবোনা

ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা
ভারকে প্রাপ্ত = ভারপ্রাপ্ত
রথকে দেখা = রথদেখা
রথকে চালানো = রথচালানো
শরকে নিক্ষেপ = শরনিক্ষেপ
শোককে অতীত = শোকাতীত
সংখ্যাকে অতীত = সংখ্যাতীত
সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্যপ্রাপ্ত
হৃদয়কে দেখা = হৃদদেখা

টেকনিক – ১: সমস্তপদের শেষে প্রাপ্ত, পন্ন, গত, আশ্রিত, অতীত থাকলেই তা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হবে। যেমন:

প্রাপ্ত = অবসরপ্রাপ্ত, ভারপ্রাপ্ত, বৃত্তিপ্রাপ্ত, সুযোগপ্রাপ্ত, সাহায্যপ্রাপ্ত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত, পুরস্কারপ্রাপ্ত, দুঃখপ্রাপ্ত ইত্যাদি।
পন্ন = বিপদাপন্ন, বিস্ময়াপন্ন, স্মরণাপন্ন, মরণাপন্ন, সঙ্কটাপন্ন, সংগতিপন্ন, ভাবাপন্ন ইত্যাদি।
গত = পুঁথিগত, ব্যক্তিগত, পরলোকগত, শরণাগত, হস্তগত, কুক্ষিগত ইত্যাদি।
আশ্রিত = চরণাশ্রিত, দেবাশ্রিত, দুর্গাশ্রিত ইত্যাদি।
অতীত = দুঃখাতীত, বর্ণনাতীত, শোকাতীত, আনন্দাতীত ইত্যাদি।

টেকনিক – ২: সময়ের ব্যাপ্তি বুঝালেই তা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, ক্ষণকাল ধরে স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী, চিরকাল ধরে কুমারী = চিরকুমারী। এরূপ – দীর্ঘস্থায়ী, চিরস্থায়ী, চিরশত্রু, চিরদুঃখী, চিরকৃতজ্ঞ, চিরস্মরণীয়, চিরবসন্ত, চিরহরিৎ, চিরবঞ্চিত, চিরপ্রচলিত, চিরকুমার ইত্যাদি।

টেকনিক – ৩: সমস্তপদের দ্বারা কোনো কাজ বুঝালেই তা ২য়া তৎপুরুষ সমাস। যেমন: শরনিক্ষেপ – এখানে 'শর' মানে তীর আর 'নিক্ষেপ' মানে ছোড়া। তার মানে 'শরনিক্ষেপ' দ্বারা তীর ছোড়ার কাজকে বোঝায়। এরূপ – ঢাকবাজানো, ঘরসাজানো, কলাবেচা, রথদেখা, আমকুড়ানো, বীজবোনা, ভাতরাঁধা, গা-ঢাকা, তপোবনদর্শন ইত্যাদি এগুলো সবই কাজ বোঝায়।

⚠ দ্বিধান্বিত উদাহরণ

বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে এবং YouTube এর অনেক ভিডিয়ো ক্লাসে 'জলসেচন' সমস্তপদটিকে ২য়া তৎপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা আছে যার ব্যাসবাক্য দেওয়া আছে – জলকে সেচন। এটা অবশ্যই ভুল। কারণ 'সেচন' মানে শৌচকরণ বা ধৌতকরণ; সহজভাবে বললে সেচন মানে কোনো কিছু ধোয়া। এখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন, আপনি কী জলকে ধোয়ার কাজ করেন না কি জল দ্বারা ধোয়ার কাজ করেন? অবশ্যই আপনি জল দ্বারা ধোয়ার কাজ করেন, কারণ জলকে তো আর ধোয়া যায় না। সমস্তপদের প্রথমাংশ 'জল' দ্বারা দ্বিতীয়াংশ 'সেচন' এর কাজ সম্পাদিত হয়েছে যা ৩য়া তৎপুরুষ সমাসের বৈশিষ্ট্য।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ:** ব্যাসবাক্যে তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক) থাকবে কিন্তু সমস্তপদে তা লোপ পাবে। যেমন: মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, ধনে আঢ্য = ধনাঢ্য (ধন দ্বারা আঢ্য) ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

ছায়া দ্বারা শীতল = ছায়াশীতল
জন দ্বারা আকীর্ণ = জনাকীর্ণ
জল দ্বারা সেচন = জলসেচন
ন্যায় দ্বারা সঙ্গত = ন্যায়সঙ্গত
বাক দ্বারা বিতণ্ডা = বাগবিতণ্ডা
তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন = তমসাচ্ছন্ন
মন দিয়ে গড়া = মনগড়া

মেঘ দ্বারা লুপ্ত = মেঘলুপ্ত
শোক দ্বারা আর্ত = শোকার্ত
যুক্তি দ্বারা সঙ্গত = যুক্তিসঙ্গত
শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ
হস্ত দ্বারা চালিত = হস্তচালিত
চেষ্টা দ্বারা লব্ধ = চেষ্টালব্ধ
চন্দন দ্বারা চর্চিত = চন্দনচর্চিত

কষ্ট দ্বারা অর্জিত = কষ্টার্জিত
কষ্ট দ্বারা সাধ্য = কষ্টসাধ্য
অস্ত্র দ্বারা আঘাত = অস্ত্রাঘাত
স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত
মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা
কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ = কণ্টকাকীর্ণ
অস্ত্র দ্বারা উপচার = অস্ত্রোপচার

এরূপ – ঝাঁটাপেটা, হীরকখচিত, রত্নশোভিত, ছুরিকাঘাত, ক্ষতিগ্রস্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ঢেঁকিছাঁটা, বিষমাখা, পদদলিত, জরাজীর্ণ, আইনসঙ্গত, গুণান্বিত, ঋণগ্রস্ত, বাগদত্তা ইত্যাদি।

টেকনিক – ১: সমস্তপদের প্রথমাংশের দ্বারা দ্বিতীয়াংশের কাজ সম্পাদিত হলেই তা ৩য়া তৎপুরুষ সমাস। যেমন: মেঘলুপ্ত – এখানে লুপ্ত মানে লুকিয়ে আছে। তাহলে 'মেঘলুপ্ত' মানে মেঘ দ্বারা লুকিয়ে থাকা ক্রিয়ার কাজটি সম্পাদিত হয়েছে বুঝাচ্ছে। একইভাবে কন্টকাকীর্ণ – এখানে আকীর্ণ মানে ছড়িয়ে থাকা বা ব্যাপ্ত থাকা। তাহলে 'কণ্টকাকীর্ণ' মানে কাঁটা দ্বারা ছড়িয়ে থাকা ক্রিয়ার কাজটি সম্পাদিত হয়েছে বুঝাচ্ছে।

টেকনিক – ২: ঊন, হীন, শূন্য, কম এই শব্দগুলো সমস্তপদের শেষে থাকলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: একোন (এক দ্বারা ঊন), বিদ্যাহীন (বিদ্যা দ্বারা হীন), জ্ঞানশূন্য (জ্ঞান দ্বারা শূন্য)। এরূপ – ক্ষমাহীন, দৃষ্টিহীন, পুষ্পশূন্য, পাঁচকম ইত্যাদি।

অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ: যে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক) ইত্যাদি লোপ পায় না তাকে অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: তেলে ভাজা = তেলেভাজা (তেল দিয়ে ভাজা), ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা, কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা (কল দিয়ে ছাঁটা), পোকায় কাটা = পোকায়কাটা, তাঁতে বোনা = তাঁতেবোনা, মায়ে খেদানো = মায়েখেদানো ইত্যাদি।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ:** ব্যাসবাক্যে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্যে, নিমিত্তে) থাকবে কিন্তু সমস্তপদে তা লোপ পাবে। যেমন: বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা, চোষার জন্য কাগজ = চোষকাগজ, খাদ্যের জন্য ভাণ্ডার = খাদ্যভাণ্ডার ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

মালের জন্য গুদাম = মালগুদাম
মাপের জন্য কাঠি = মাপকাঠি
তপের নিমিত্তে বন = তপোবন
ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল
দেবকে দত্ত = দেবদত্ত
গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি
দেশের জন্য প্রেম = দেশপ্রেম

যূপের জন্য কাষ্ঠ = যূপকাষ্ঠ
জীয়নের জন্য কাঠি = জীয়নকাঠি
বসতের জন্য বাড়ি = বসতবাড়ি
বিদ্যার জন্য আলয় = বিদ্যালয়
ছাত্রের জন্য আবাস = ছাত্রাবাস
ভোজনের জন্য আগার = ভোজনাগার
রান্নার নিমিত্তে ঘর = রান্নাঘর

পাঠের জন্য আগার = পাঠাগার
শয়নের জন্য কক্ষ = শয়নকক্ষ
বিশ্রামের জন্য আগার = বিশ্রামাগার
গ্রন্থের জন্য আগার = গ্রন্থাগার
হজের জন্য যাত্রা = হজযাত্রা
পাগলাদের জন্য গারদ = পাগলাগারদ
সেচনের নিমিত্তে কলস = সেচনকলস

এরূপ – ভিক্ষাপাত্র, মড়াকান্না, মুক্তিপণ, গবেষণাগার, তীর্থযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা, পুত্রশোক, মালগাড়ি, ভজনালয়, দূতাবাস ইত্যাদি।

টেকনিক: সমস্তপদের দ্বারা যদি এমনটা বোঝায় যে পরপদ পূর্বপদের জন্য তাহলেই তা ৪র্থী তৎপুরুষ। যেমন: বিদ্যালয় – এখানে 'আলয়' মানে স্থান। তাহলে আলয়টা কীসের জন্য? উত্তর: বিদ্যার জন্য। রান্নাঘর – এখানে ঘরটা কীসের জন্য? উত্তর: রান্নার জন্য। গুরুভক্তি – এখানে ভক্তি কার জন্য? উত্তর: গুরুর জন্য। মাপকাঠি – এখানে কাঠি কীসের জন্য? উত্তর: মাপার জন্য। সেচনকলস – এখানে কলস কীসের জন্য? উত্তর: সেচনের জন্য। এভাবে সবই মিলবে।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ:** ব্যাসবাক্যে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে) থাকবে কিন্তু সমস্তপদে তা লোপ পাবে। যেমন: বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত, বোঁটা থেকে খসা = বোঁটাখসা।

সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, মুক্ত, বিরত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি ব্যাসবাক্যের পরপদে থাকলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত, স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

দেশ থেকে পলাতক = দেশপলাতক
খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া
বাহির থেকে আগত = বহিরাগত
শাপ থেকে মুক্ত = শাপমুক্ত
জেল থেকে খালাস = জেলখালাস
ঋণ থেকে মুক্ত = ঋণমুক্ত
আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া
আদি থেকে অন্ত্য = আদ্যন্ত
মানব থেকে ইতর = মানবেতর

আদি থেকে উপান্ত = আদ্যোপান্ত
দুগ্ধ থেকে জাত = দুগ্ধজাত
কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত = কণ্ঠনিঃসৃত
কৃষি থেকে জাত = কৃষিজাত
জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ
দল থেকে ছুট = দলছুট
লক্ষ্য থেকে চ্যুত = লক্ষ্যচ্যুত
মেঘ থেকে মুক্ত = মেঘমুক্ত
তৎ থেকে ভব = তদ্ভব

পদ থেকে চ্যুত = পদচ্যুত
পদ থেকে স্খলন = পদস্খলন
পথ হতে ভ্রষ্ট = পথভ্রষ্ট
ধর্ম থেকে চ্যুত = ধর্মচ্যুত
প্রাণের চেয়ে প্রিয় = প্রাণপ্রিয়
প্রাণের চেয়ে অধিক = প্রাণাধিক
সর্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ = সর্বশ্রেষ্ঠ
সর্ব অপেক্ষা উত্তম = সর্বোত্তম

টেকনিক: সমস্তপদের দুটি অংশের মধ্যে বিয়োজক (–) সম্পর্ক বোঝাবে। মিলিয়ে নিন, বেশিরভাগই মিলবে। কিছু কিছু মিলবে না। যেমন: উল্লিখিত উদাহরণগুলোর শেষের দিকের সমস্তপদগুলো বিয়োজক সম্পর্ক বোঝায় না। তাহলে এগুলো পরীক্ষায় আসলে কীভাবে বুঝবেন? মনে রাখবেন, ৫মী তৎপুরুষ হচ্ছে অপাদান কারকের মতো। অপাদান কারকের যতগুলো নিয়ম আছে সে নিয়মগুলো সমস্তপদে প্রয়োগ করা গেলে তা ৫মী তৎপুরুষ। যেমন: অপাদান কারকের অনেকগুলো নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম হচ্ছে তুলনা বুঝালে যার সাথে তুলনা করা হয় সে অপাদান কারক। উল্লিখিত উদাহরণগুলোর শেষের দিকের সমস্তপদগুলোতে এই তুলনার বিষয়টিই সুস্পষ্ট। তাই সহজে মনে রাখতে পারেন, ৫মী তৎপুরুষ = অপাদান কারক।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ:** ব্যাসবাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) থাকবে কিন্তু সমস্তপদে তা লোপ পাবে। যেমন: চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার কন্যা = রাজকন্যা, ছাত্রের সমাজ = ছাত্রসমাজ, দেশের সেবা = দেশসেবা, বাঁদরের নাচ = বাঁদরনাচ ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

উপলের খণ্ড = উপলখণ্ড
জীবনের সঞ্চার = জীবনসঞ্চার
কর্মের কর্তা = কর্মকর্তা
চন্দ্রের গ্রহণ = চন্দ্রগ্রহণ
কবিদের গুরু = কবিগুরু
সুখের সময় = সুখসময়
ব্রজের সম = ব্রজসম
প্রাণের বধ = প্রাণবধ
মার্তণ্ডের প্রায় = মার্তণ্ডপ্রায়
পাষাণের স্তূপ = পাষাণস্তূপ
ভুজের বল = ভুজবল
ঝর্নার ধারা = ঝর্নাধারা

বনের মধ্যে = বনমধ্যে
পাথরের কুচি = পাথরকুচি
ভারের অর্পণ = ভারার্পণ
পুষ্পের সৌরভ = পুষ্পসৌরভ
রাষ্ট্রের পতি = রাষ্ট্রপতি
ভোটের অধিকার = ভোটাধিকার
দেশের বন্ধু = দেশবন্ধু
দেশের রত্ন = দেশরত্ন
গৃহের কর্তা = গৃহকর্তা
দলের নেতা = দলনেতা
গৃহের কর্ত্রী = গৃহকর্ত্রী
ছাত্রদের সমাজ = ছাত্রসমাজ

ধর্মের চর্চা = ধর্মচর্চা
পরের অধীন = পরাধীন
পুকুরের ঘাট = পুকুরঘাট
মৃত্যুর শয্যা = মৃত্যুশয্যা
রণের কৌশল = রণকৌশল
অতিথির সেবা = অতিথিসেবা
নৌ এর বহর = নৌবহর
বাঁদরের নাচ = বাঁদরনাচ
পণ্ডিতের মহল = পণ্ডিতমহল
তমালের লতা = তমাললতা
ধারণার অতীত = ধারণাতীত
নীতির বিরুদ্ধ = নীতিবিরুদ্ধ

এরূপ – মনোভাব, মুখভঙ্গি, সাহিত্যচর্চা, বাহুবল, দেশনেত্রী, বৃক্ষচ্ছায়া, বোধোদয়, নদীতট, ভগ্নিপতি, গৃহসজ্জা ইত্যাদি।

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

টেকনিক: সমস্তপদের দুটি অংশের মধ্যে কোনো যৌক্তিক সম্পর্ক বা Logical Combination থাকলে তা ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হবে। যেমন: রাজপুত্র = পুত্রটা আসছে কোথা থেকে? রাজা থেকে। তার মানে রাজার সাথে পুত্রের সম্পর্ক যৌক্তিক অর্থাৎ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। ভুজবল = বল মানে শক্তি যা আসছে ভুজ মানে হাত থেকে। তার মানে ভুজের সাথে বলের সম্পর্ক যৌক্তিক অর্থাৎ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। পুষ্পসৌরভ = সৌরভটা আসছে কোথা থেকে? পুষ্প থেকে। তার মানে পুষ্পের সাথে সৌরভের সম্পর্ক যৌক্তিক অর্থাৎ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। ভোটাধিকার = অধিকারটা কীসের? ভোটের। তার মানে ভোটের সাথে অধিকারের সম্পর্ক যৌক্তিক অর্থাৎ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। এভাবে সবগুলোই হবে, মিলিয়ে নিন।

৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্য সংক্রান্ত কিছু টেকনিক

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে কালের কোনো অংশ পরে থাকলে সমস্তপদে তা পূর্বে বসে। যেমন:

অহ্নের পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ণ
অহ্নের অপরভাগ = অপরাহ্ণ
অহ্নের সায়ম (সন্ধ্যা) ভাগ = সায়াহ্ন
অহ্নের মধ্যভাগ = মধ্যাহ্ন

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'অর্ধ' এবং 'মাঝ' শব্দটি পরপদে থাকলে সমস্তপদে তা পূর্বে বসে। যেমন:

পথের অর্ধেক = অর্ধপথ
রাত্রির অর্ধেক = অর্ধরাত্র
বৎসরের অর্ধেক = অর্ধবৎসর
দিবসের অর্ধেক = অর্ধদিবস
পথের মাঝ = মাঝপথ
দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া
রাতের মাঝ = মাঝরাত
ভাগের অর্ধেক = অর্ধভাগ

বহুবচনবাচক বা সমষ্টিবোধক শব্দ পরপদে থাকলে তা ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন:

পুষ্পের রাজি = পুষ্পরাজি
গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম
ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ
শিক্ষকের গণ = শিক্ষকগণ
হস্তীর যূথ = হস্তিযূথ
পঙ্গের পাল = পঙ্গপাল

'রাজা' শব্দটি শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হলে সমস্তপদে তা পূর্বে বসে। যেমন:

পথের রাজা = রাজপথ
মিস্ত্রির রাজা = রাজমিস্ত্রি
ধর্মের রাজা = রাজধর্ম
রাজার তন্ত্র = রাজতন্ত্র
রাজার প্রাসাদ = রাজপ্রাসাদ
হাঁসের রাজা = রাজহাঁস
সর্পের রাজা = রাজসর্প
নীতির রাজা = রাজনীতি
রাজার ধানী = রাজধানী
রাজার দূত = রাজদূত

'রাজা' শব্দটি King অর্থে ব্যবহৃত হলে সমস্তপদে তা পরে বসে। যেমন:

গজনির রাজা = গজনিরাজ
জাপানের রাজা = জাপানরাজ
বঙ্গের রাজা = বঙ্গরাজ
নেপালের রাজা = নেপালরাজ

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে শিশু, দুগ্ধ, ডিম্ব ইত্যাদি শব্দ পরপদে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদটি সমস্তপদে পুরুষবাচক হয়। যেমন:

মৃগীর শিশু = মৃগশিশু
মৃগীর দুগ্ধ = মৃগদুগ্ধ
কুকুরীর ছানা = কুকুরছানা
ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ
ছাগীর শিশু = ছাগশিশু
হংসীর ডিম্ব = হংসডিম্ব

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

ঘোড়ার ডিম = ঘোড়ার-ডিম
হাতের পাঁচ = হাতের-পাঁচ
মাটির মানুষ = মাটির-মানুষ
কলের গান = কলের-গান
খবরের কাগজ = খবরের-কাগজ
দেশের ডাক = দেশের ডাক
চোখের বালি = চোখের-বালি
কলুর বলদ = কলুর-বলদ
সোনার তরী = সোনার-তরী
সোনার বাংলা = সোনার-বাংলা
খনার বচন = খনার-বচন
চাঁদের আলো = চাঁদের-আলো
মায়ের দোয়া = মায়ের-দোয়া
টাকার কুমির = টাকার-কুমির
বাঘের দুধ = বাঘের-দুধ
ভোরের পাখি = ভোরের-পাখি
তাসের ঘর = তাসের-ঘর
ভাগের মা = ভাগের-মা
মগের মুলুক = মগের-মুলুক
বুদ্ধির ঢেঁকি = বুদ্ধির-ঢেঁকি

নিপাতনে সিদ্ধ অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ:** ব্যাসবাক্যে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে, এতে) থাকবে কিন্তু সমস্তপদে তা লোপ পাবে। যেমন: দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা, গাছে পাকা = গাছপাকা, বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যের পূর্বপদে "পূর্ব / পূর্বে" শব্দটি থাকলে সমস্তপদে তা পরে বসে। যেমন: পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব, পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

অকালে পক্ক = অকালপক্ক	কর্মে কুশল = কর্মকুশল	হাজতে বাস = হাজতবাস
অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু	গলায় ধাক্কা = গলাধাক্কা	গৃহে স্থিত = গৃহস্থিত
সংখ্যায় গরিষ্ঠ = সংখ্যাগরিষ্ঠ	কর্মে ক্ষম = কর্মক্ষম	ঘরে পোড়া = ঘরপোড়া
বনে ভোজন = বনভোজন	রণে বীর = রণবীর	গোলায় ভরা = গোলাভরা
সংখ্যায় লঘু = সংখ্যালঘু	কর্মে নিপুণ = কর্মনিপুণ	প্রাতে ভ্রমণ = প্রাতঃভ্রমণ
অধ্যয়নে রত = অধ্যয়নরত	ধ্যানে মগ্ন = ধ্যানমগ্ন	রাতে জাগা = রাতজাগা
ভোজনে পটু = ভোজনপটু	বাক্সে বন্দি = বাক্সবন্দি	প্রাতে স্মরণীয় = প্রাতঃস্মরণীয়
পরলোকে গত = পরলোকগত	তৃষ্ণায় আর্ত = তৃষ্ণার্ত	দিবায় স্বপ্ন = দিবাস্বপ্ন
রাতে কানা = রাতকানা	বস্তায় বন্দি = বস্তাবন্দি	ধর্মে ভীরু = ধর্মভীরু
মনে মরা = মনমরা	শয্যায় শায়ী = শয্যাশায়ী	বনে বাস = বনবাস
আকাশে ভ্রমণ = আকাশভ্রমণ	শিল্পে নিপুণ = শিল্পনিপুণ	রথে আরোহণ = রথারোহণ

টেকনিক: সমস্তপদের ১ম অংশকে কোথায়, কখন বা কী বিষয়ে – এই ৩টি দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া গেলেই তা ৭মী তৎপুরুষ। যেমন: রাতকানা = কখন কানা? উত্তর: রাতে কানা, বাক্সবন্দি = কোথায় বন্দি? উত্তর: বাক্সে বন্দি, দিবাস্বপ্ন = কখন স্বপ্ন? উত্তর: দিবায় স্বপ্ন, তৃষ্ণার্ত = কীসে আর্ত? উত্তর: তৃষ্ণায় আর্ত, ভোজনপটু = কীসে পটু? উত্তর: ভোজনে পটু ইত্যাদি। এভাবে সবই মিলবে, মিলিয়ে নিন।

৭. **নঞ তৎপুরুষ:** ব্যাসবাক্যের পূর্বে না বাচক শব্দ (ন / না / নয় / নাই / নেই) বসে যে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয় তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর, নয় ধোয়া = আধোয়া, নয় আবাদী = অনাবাদী ইত্যাদি

গুরুত্বপূর্ণ কিছু নঞ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

নেই বিশ্বাস = অবিশ্বাস	নয় ধর্ম = অধর্ম	নয় পবিত্র = অপবিত্র
ন এক = অনেক	নয় সরকারি = বেসরকারি	নয় পার্থিব = অপার্থিব
ন উচিত = অনুচিত	নয় ক্ষত = অক্ষত	নয় পরিণত = অপরিণত
নয় পর্যাপ্ত = অপর্যাপ্ত	নয় আইনি = বেআইনি	নয় ম্লান = অম্লান
ন ইষ্ট = অনিষ্ট	নয় আসক্ত = অনাসক্ত	নয় সরকারি = বেসরকারি
নয় চেনা = অচেনা	নেই তাল = বেতাল	নয় সঙ্গত = অসঙ্গত
ন লৌকিক = অলৌকিক	নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ	নয় অধিক = অনধিক
নয় জানা = অজানা	নেই আদর = অনাদর	নয় উপার্জিত = অনুপার্জিত
নয় বাধ্য = অবাধ্য	নয় অতি খর্ব = নাতিখর্ব	নয় সামরিক = বেসামরিক
নয় কথ্য = অকথ্য	নয় ক্ষুণ্ন = অক্ষুণ্ন	নয় ঠিক = বেঠিক
নয় জ্ঞাত = অজ্ঞাত	নয় খুশি = অখুশি	নয় আচার = অনাচার

এরূপ – অদেখা, অকেশা, অগম্য, অগণ্য, অবিশ্বাস্য, অপ্রিয়, নিরাশা, অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি, বেকায়দা, অনাস্থা, অনাহূত, অনাকাঙ্ক্ষিত, অশুভ, অভিন্ন, অফুরন্ত, বেমানান ইত্যাদি।

৮. **উপপদ তৎপুরুষ:** যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সাথে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: জলে চরে যা = জলচর, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ, গলা কাটে যে = গলাকাটা, পকেট মারে যে = পকেটমার ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

পথ নির্মাণ করে যে = পথিকৃৎ
জল দেয় যে = জলদ
ক্ষীণভাবে বাঁচে যে = ক্ষীণজীবী
জাদু করে যে = জাদুকর
গ্রন্থ রচনা করে যে = গ্রন্থকার
কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার
সর্বনাশ করে যে = সর্বনাশা
ভুঁই ফোঁড়ে যে = ভুঁইফোঁড়
খ-তে (আকাশে) চরে যে = খেচর
গৃহে স্থিত (থাকে) যে = গৃহস্থ

গৃহে স্থিত যা = গার্হস্থ্য
মন হরণ করে যে নারী = মনোহারিণী
মনে জন্মে যা = মনোজ
বর্ণ লুকায় যে = বর্ণচোরা
জলে জন্মে যা = জলজ
প্রিয় বাক্য বলে যে নারী = প্রিয়ংবদা
স্বর্ণের অলংকার তৈরি করে যে = স্বর্ণকার
বাস্তু হারা যে = বাস্তুহারা
ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা
সত্য বলে যে = সত্যবাদী

মধু করে যে = মধুকর
মধু পান করে যে = মধুপ
অগ্রে গমন করে যে = অগ্রগামী
যে পোকা ছার করে = ছারপোকা
শত্রুকে জয় করে যে = শত্রুঞ্জয়
সর্বস্ব হারিয়েছে যে = সর্বহারা
বনে চরে যে = বনচর
হিত এষী (কামনাকারী) যে = হিতৈষী
প্রভা করে যে = প্রভাকর

টেকনিক: বিশেষ্য + কৃদন্ত পদ = উপপদ তৎপুরুষ। যেমন: পঙ্কজ = এখানে 'পঙ্ক' অর্থ কাদা পানি যা বিশেষ্য পদ আর 'জ' অর্থ জন্ম গ্রহণকারী যা কৃদন্ত পদ। এরূপ –

- ✓ বর্ণচোরা = এখানে 'চোরা' কৃদন্ত পদ যার মূল ধাতু '√চুর'। তাহলে বর্ণ (Noun) + চোরা (কৃদন্ত পদ) = বর্ণচোরা (উপপদ তৎপুরুষ)
- ✓ ঘরপোড়া = এখানে 'পোড়া' কৃদন্ত পদ যার মূল ধাতু '√পুড়'। তাহলে ঘর (Noun) + পোড়া (কৃদন্ত পদ) = ঘরপোড়া (উপপদ তৎপুরুষ)
- ✓ ছারপোকা = এটা না বুঝতে পারা স্বাভাবিক। এটা একটু ঝামেলা তৈরি করেই। কারণ পোকা তো আর কৃদন্ত পদ না। এখানে কৃদন্ত পদ আসলে 'ছার' যার অর্থ নষ্ট করা যা সংস্কৃত 'ক্ষার' থেকে এসেছে। এখন প্রশ্ন থাকতে পারে তাহলে এটা তো Noun + কৃদন্ত পদের সূত্রে মেলে না। উত্তর হচ্ছে – মেলে। ছারপোকা এর ব্যাসবাক্য করতে গেলে হবে – যে পোকা ছার করে। এখানে পোকা শব্দটিই কিন্তু আগে বসেছে আর কৃদন্ত পদ পরে। এখন সমস্তপদ তৈরির সময় শ্রুতিমধুরতার জন্য ব্যাসবাক্যের পরপদ অনেক সময় সমস্তপদে আগে বসে। উপমিত কর্মধারয়ে অনেক উদাহরণ আছে এরকম। যেমন: পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ, কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী ইত্যাদি। সুতরাং পোকা (Noun) + ছার (কৃদন্ত পদ) = ছারপোকা (উপপদ তৎপুরুষ)

এভাবে সবই মিলবে। নিজে নিজে চেষ্টা করে দেখুন। আর অবশ্যই QR Code স্ক্যান করে ভিডিয়োটি দেখে নিবেন।

৯. **অলুক তৎপুরুষ সমাস:** যে তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। অর্থাৎ ব্যাসবাক্যের বিভক্তি লোপ না পেয়েই সমস্তপদ গঠিত হলে এবং সেখানে পরপদের প্রাধান্য বুঝালে তা অলুক তৎপুরুষ সমাস। যেমন:

মামার বাড়ি = মামার বাড়ি
চায়ের বাটি = চায়ের বাটি
মনের মানুষ = মনের মানুষ
ডুমুরের ফুল = ডুমুরের ফুল
সোনার বাংলা = সোনার বাংলা
কলুর বলদ = কলুর বলদ
ভোরের পাখি = ভোরের পাখি

গোড়ায় গলদ = গোড়ায় গলদ
টাকার কুমির = টাকার কুমির
খাওয়ার পানি = খাওয়ার পানি
কলের পানি = কলের পানি
দেশের ডাক = দেশের ডাক
সোনায় সোহাগা = সোনায় সোহাগা
ঘোড়ার ডিম = ঘোড়ার ডিম

সাপে কাটা = সাপে কাটা
খবরের কাগজ = খবরের কাগজ
মোমের পুতুল = মোমের পুতুল
বুদ্ধির ঢেঁকি = বুদ্ধির ঢেঁকি
মাথায় ওঠা = মাথায় ওঠা
খেলার মাঠ = খেলার মাঠ
রোদে পোড়া = রোদে পোড়া

বহুব্রীহি সমাস / অন্যার্থক সমাস

৫৩. বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? = যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো পদকে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, এখানে 'বহুব্রীহি' শব্দটি দ্বারা বহু ধান আছে এমন একজন লোককে বুঝাচ্ছে।

৫৪. বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যের শেষে সাধারণত যার / যাতে / যে / যা যুক্ত হয়।

৫৫. বহুব্রীহি সমাসে কোন পদ প্রাধান্য পায় = কোনো পদই নয়।

বহুব্রীহি সমাসের কিছু নিয়ম

ব্যাসবাক্যে যা থাকে	সমস্তপদে যা হয়	উদাহরণ	ব্যাসবাক্যে যা থাকে	সমস্তপদে যা হয়	উদাহরণ
সহ	স	বান্ধব সহ = সবান্ধব জল সহ = সজল কল্যাণ সহ = সকল্যাণ	অক্ষি	অক্ষ	কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ
			নাভি	নাভ	পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ উর্ণ (চোখ) নাভিতে যার = উর্ণনাভ
সহিত	স	দর্পের সহিত = সদর্প ফলের সহিত = সফল লজ্জার সহিত = সলজ্জ পুত্রের সহিত = সপুত্র স্ত্রীর সহিত = সস্ত্রীক অস্ত্রের সহিত = সশস্ত্র বিনয়ের সহিত = সবিনয় বান্ধবের সহিত = সবান্ধব	জায়া	জানি	যুবতি জায়া যার = যুবজানি
			সমান	সহ	সমান কর্মী যে = সহকর্মী সমান উদর যাদের = সহোদর
			চূড়া	চূড়	চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়
			গন্ধ	গন্ধি / গন্ধা	সুগন্ধ আছে যার = সুগন্ধি মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা
কর্ম	কর্মা	বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা	মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী	শেষে 'ক' যুক্ত হয়	নদী মাতা যার = নদীমাতৃক বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক স্ত্রী আছে যার = সস্ত্রীক

৫৬. বহুব্রীহি সমাস কত প্রকার? = ৮ প্রকার (সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, প্রত্যয়ান্ত, মধ্যপদলোপী, অলুক, সংখ্যাবাচক ও নঞ)।

১. **সমানাধিকরণ:** যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

- ✓ **খোশমেজাজ** – এখানে পূর্বপদ 'খোশ' যা একটি বিশেষণ পদ এবং যার অর্থ আনন্দিত, আর পরপদ 'মেজাজ' যা একটি বিশেষ্য পদ এবং যার অর্থ স্বভাব। কিন্তু 'খোশমেজাজ' সমস্তপদের দ্বারা আনন্দিত বা স্বভাব অর্থ না বুঝিয়ে এমন কোনো লোককে বোঝায় যিনি সবসময় আনন্দিত বা হাস্যোজ্জ্বল থাকেন।
- ✓ **নীলকণ্ঠ** – এখানে পূর্বপদ 'নীল' যা একটি বিশেষণ পদ এবং যা একটি রং বোঝায়, আর পরপদ 'কণ্ঠ' যা একটি বিশেষ্য পদ এবং যার অর্থ গলা। কিন্তু 'নীলকণ্ঠ' সমস্তপদের দ্বারা যার গলা নীল এমন কাউকে বোঝায় না; 'নীলকণ্ঠ' দ্বারা বোঝায় দেবতা শিবকে।
- ✓ **সতীর্থ** – এখানে পূর্বপদ 'স' যা একটি বিশেষণ পদ এবং যার অর্থ সহ, আর পরপদ 'তীর্থ' যা একটি বিশেষ্য পদ এবং যার অর্থ শিক্ষক। কিন্তু 'সতীর্থ' সমস্তপদের দ্বারা শিক্ষকসহ কোনো কিছুকে বোঝায় না; 'সতীর্থ' দ্বারা বোঝায় একই সময় একই গুরুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত বা সহপাঠীকে।
- ✓ **নবান্ন** – এখানে পূর্বপদ 'নব' যা একটি বিশেষণ পদ এবং যার অর্থ নতুন, আর পরপদ 'অন্ন' যা একটি বিশেষ্য পদ এবং যার অর্থ ভাত। কিন্তু 'নবান্ন' সমস্তপদের দ্বারা নতুন ভাতকে বোঝায় না; 'নবান্ন' দ্বারা বোঝায় হেমন্তকালীন ধান কাটার পর নতুন চালের পিঠা-পায়েশ ইত্যাদি খাওয়ার উৎসবকে।

সমস্তপদ দেখে বহুব্রীহি সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড়ো ঝামেলা হয় যেখানে তা হচ্ছে সমস্তপদটির অর্থ না জানা। তাই বিশেষণ + বিশেষ্য যোগে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণগুলোর অর্থ নিচে উল্লেখ করা হলো –

কমবখত – হতভাগা
বদবখত – খারাপ কথা বলে যে
ছিন্নমূল – উদ্বাস্তু
এলোকেশী – এলোমেলো চুল যে নারীর
পক্বকেশী – পাকা চুল যে নারীর
উচ্চশির – মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এমন কোনো কিছু
লালপেড়ে – শাড়ি
হতবুদ্ধি – কিংকর্তব্যবিমূঢ়
হতভাগ্য – অভাগা
কৃতকার্য – পাশ করেছে যে
উচ্চবিত্ত – ধনী
পীতাম্বর – শ্রীকৃষ্ণ
নীলাম্বর – শ্রীকৃষ্ণের ভাই বলরাম

প্রোষিতভর্তৃকা – যে নারীর স্বামী বিদেশে
হৃতসর্বস্ব – নিঃস্ব
গৌরাঙ্গ – শ্রী চৈতন্যদেব
বীতশ্রদ্ধ – যার শ্রদ্ধাবোধ নেই
বীতশোক – যার শোক নেই
জবরদস্তি – জোরপূর্বক
লব্ধপ্রতিষ্ঠ – প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন কোনো কিছু
বিচিত্রকর্মা – অনেক ধরনের কাজ করতে পারে যে
করিতকর্মা – কর্মকুশল
ক্ষীণদৃষ্টি – অল্প দৃষ্টি যার
কৃতবিদ্য – পণ্ডিত
কদাকার – কুৎসিত

সুশ্রী – যার চেহারা সুন্দর
বিশ্রী – যার চেহারা অসুন্দর
হতশ্রী – মন্দভাগ্য / সম্পদহীন
সুমতি – বুদ্ধিমতি
সুবর্ণ – সোনা
সুহৃদ – বন্ধু
যুবজানি – যে ব্যক্তির স্ত্রী যুবতী
বিপত্নীক – যে ব্যক্তির স্ত্রী মারা গিয়েছে
আয়তলোচন – টানা টানা চোখ যে নারীর
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ – প্রতিজ্ঞা পালনে অবিচল যে
বহুব্রীহি – অনেক ধান আছে এমন কেউ
লাল দালান – জেলখানা
লাল বাতি – ব্যাবসার মন্দ অবস্থা
লাল ফিতা – সরকারি অফিসের দীর্ঘসূত্রতা

তবে বিশেষ্য + বিশেষণ পদ যুক্ত হয়েও সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হতে পারে। যেমন:

- ✓ **কানকাটা** – এখানে পূর্বপদ 'কান' যা একটি বিশেষ্য পদ আর পরপদ 'কাটা' যা একটি বিশেষণ পদ। এখন 'কানকাটা' সমস্তপদের দ্বারা এমন কোনো লোককে বোঝায় না যার কান কাটা। 'কানকাটা' সমস্তপদের অর্থ বেহায়া।
- ✓ **ঠোঁটকাটা** – এখানে পূর্বপদ 'ঠোঁট' যা একটি বিশেষ্য পদ আর পরপদ 'কাটা' যা একটি বিশেষণ পদ। এখন 'ঠোঁটকাটা' সমস্তপদের দ্বারা এমন কোনো লোককে বোঝায় না যার ঠোঁট কাটা। 'ঠোঁটকাটা' সমস্তপদের অর্থ স্পষ্টভাষী।
- ✓ **মৎস্যগন্ধা** – এখানে পূর্বপদ 'মৎস্য' যা একটি বিশেষ্য পদ আর পরপদ 'গন্ধা' যা একটি বিশেষণ পদ। এখন 'মৎস্যগন্ধা' সমস্তপদের দ্বারা মাছ বা গন্ধ অর্থের প্রাধান্য বোঝায় না; 'মৎস্যগন্ধা' দ্বারা একজন নারীকে বোঝানো হয় যার আসল নাম ছিল সত্যবতী। কিন্তু তার গায়ে তীব্র মাছের গন্ধ ছিল বলে তাকে 'মৎস্যগন্ধা' নামে ডাকা হতো। 'মৎস্যগন্ধা' হলেন মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুরের কুরুরাজ শান্তনুর মহিষী। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রপিতামহী এবং বেদব্যাসের জননী।

সমস্তপদ দেখে বহুব্রীহি সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড়ো ঝামেলা হয় যেখানে তা হচ্ছে সমস্তপদটির অর্থ না জানা। তাই বিশেষ্য + বিশেষণ যোগে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণগুলোর অর্থ নিচে উল্লেখ করা হলো –

লেজঝোলা – কাকাতুয়া পাখি
মুখপোড়া – অপয়া নারী
ঘরপোড়া – সর্বস্বান্ত

নদীমাতৃক – বাংলাদেশ
মাথামোটা – নির্বোধ বা বোকা
মাথাখারাপ – হতবিহ্বল অবস্থা যার

পদ্মগন্ধি – যে জিনিস থেকে পদ্মের মতো গন্ধ আসে
সঙ্গীতপ্রিয় – যে গান ভালোবাসে

⚠ সতর্কতা

উপমান কর্মধারয় সমাসের সমস্তপদের গঠনও বিশেষ্য + বিশেষণ। পার্থক্য হচ্ছে উপমান কর্মধারয় সমাসের সমস্তপদগুলো পরপদ প্রধান। কিন্তু সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদগুলো অন্যপদ প্রধান। যেমন: কাজলকালো – এখানে কাজলের ন্যায় কালো যে-কোনো কিছুকেই বোঝানো হয় তাই এটি উপমান কর্মধারয়। আর কানকাটা – এখানে এটা বোঝায় না যে যার কান কাটা। 'কানকাটা' এর ব্যাবহারিক অর্থ বেহায়া। তাই পরীক্ষার হলে Noun + Adj. ফরম্যাটের কোনো সমস্তপদ দেখলে আগে চিন্তা করতে হবে তা দিয়ে কোন পদ প্রধান বুঝাচ্ছে? পরপদ প্রধান হলে উপমান কর্মধারয় আর অন্যপদ প্রধান হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি।

২. **ব্যধিকরণ:** যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

- ✓ **আশীবিষ** – এখানে পূর্বপদ 'আশী' যার অর্থ দাঁত ও পরপদ 'বিষ' যার অর্থ গরল পদার্থ – এই দুটিই বিশেষ্য পদ। কিন্তু 'আশীবিষ' সমস্তপদের দ্বারা দাঁত বা বিষ অর্থ না বুঝিয়ে বোঝানো হয় সাপকে।
- ✓ **উর্ণনাভ** – এখানে পূর্বপদ 'উর্ণ' যার অর্থ সুতা ও পরপদ 'নাভ' যার অর্থ নাভি – এই দুটিই বিশেষ্য পদ। কিন্তু 'উর্ণনাভ' সমস্তপদের দ্বারা সুতা বা নাভি অর্থ না বুঝিয়ে বোঝানো হয় মাকড়সাকে। মূলত নাভি থেকে সুতার মতো পদার্থ নির্গত করে জাল বুনে বলেই মাকড়সাকে উর্ণনাভ বলে।
- ✓ **বীণাপাণি** – এখানে পূর্বপদ 'বীণা' যার অর্থ বাদ্যযন্ত্র ও পরপদ 'পাণি' যার অর্থ হাত – এই দুটিই বিশেষ্য পদ। কিন্তু 'বীণাপাণি' সমস্তপদের দ্বারা বাদ্যযন্ত্র বা হাত কোনোটিকে না বুঝিয়ে বোঝানো হয় সরস্বতী দেবীকে।
- ✓ **চন্দ্রচূড়** – এখানে পূর্বপদ 'চন্দ্র' যার অর্থ চাঁদ ও পরপদ 'চূড়' শীর্ষদেশ বা উঁচু করে বাঁধা চুল – এই দুটিই বিশেষ্য পদ। কিন্তু 'চন্দ্রচূড়' সমস্তপদের দ্বারা চাঁদ বা উঁচু করে বাঁধা চুল কোনোটিকে না বুঝিয়ে বোঝানো হয় দেবতা শিবকে।

সমস্তপদ দেখে বহুব্রীহি সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড়ো ঝামেলা হয় যেখানে তা হচ্ছে সমস্তপদটির অর্থ না জানা। তাই বিশেষ্য + বিশেষ্য যোগে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণগুলোর অর্থ নিচে উল্লেখ করা হলো –

পদ্মনাভ – দেবতা বিষ্ণু
দণ্ডপাণি – যম
শূলপাণি – দেবতা শিব
চক্রপাণি – শ্রীকৃষ্ণ
বজ্রপাণি – দেবরাজ ইন্দ্র
বজ্রধর – দেবরাজ ইন্দ্র
বজ্রনখ – তীক্ষ্ণ নখা আছে যার
সূর্যমুখী – ফুলবিশেষ
রত্নগর্ভা – পৃথিবী / অত্যন্ত গুণবান সন্তানের জন্মদাত্রী
শ্রীনিবাস – বিষ্ণু / নারায়ণ
পাপমতি – পাপী ব্যক্তি
বঙ্গবন্ধু – শেখ মুজিবুর রহমান
গজানন – দেবতা গণেশ
কথাসর্বস্ব – কেবল ফাঁকা বুলি ছাড়ে যে
হরবোলা – পশু পাখির ডাক অনুকরণ করতে পারে যে
গোঁফখেজুরে – নিতান্তই অলস
বিয়োগান্ত – নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘটে এমন অবস্থা

পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন: দুই কান কাটা যার = দুকানকাটা (অর্থ: নির্লজ্জ), পা চাটাই স্বভাব যার = পা-চাটা (অর্থ: চাটুকার)। এরূপ – ছা-পোষা (অর্থ: যে অনেক সন্তান লালনপালন করে), পাতাছেড়া (অর্থ: যে-কোনো বস্তু সেটা বই বা ফুল হতে পারে যার পাতা ছেড়া হয়েছে), ধামাধরা (অর্থ: চাটুকার)।

⚠ দ্বিধান্বিত উদাহরণ

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে 'গোঁফখেজুরে' সমস্তপদটি মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ যার ব্যাসবাক্য – গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে। অপরদিকে জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' এবং ২০২১ সালে প্রকাশিত ৯ম-১০ম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ বইয়ে 'গোঁফখেজুরে' সমস্তপদটিকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলা হয়েছে যার ব্যাসবাক্য – গোঁফে খেজুর যার। সুতরাং পরীক্ষার হলে অপশন অনুযায়ী উত্তর করবেন। আর অপশনে দুটোই থাকলে ব্যধিকরণ দাগানোই উত্তম।

৩. **ব্যতিহার:** যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই একই ধাতু এবং প্রথম ধাতুর সাথে 'আ' ও পরের ধাতুর সাথে 'ই' যুক্ত থাকে তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে।

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	ধাতু + আ	ধাতু + ই
হাতে হাতে যে লড়াই	হাতাহাতি	হাত + আ	হাত + ই
কানে কানে যে কথা	কানাকানি	কান + আ	কান + ই
এরূপ – লাঠালাঠি, চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গলাগলি, কোলাকুলি, হাসাহাসি, রক্তারক্তি, কেশাকেশি, মাতামাতি, দলাদলি, নাচানাচি। লক্ষণীয়: গোলাগুলি – সমার্থক দ্বন্দ্ব।			

৪. **মধ্যপদলোপী:** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য বাক্যাংশে ব্যবহৃত কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতে খড়ি
গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ
মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = মুখে ভাত
বৌ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে = বৌভাত
বিড়ালের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী
কমলের ন্যায় চোখ যে নারীর = কমলাক্ষ
কপোতের (কবুতরের) ন্যায় চোখ যে নারীর = কপোতাক্ষ
শূর্পের (কুলার) মতো নখ যার = শূর্পনখা (অর্থ: রাবণের বোন)
বরার (শূকরের) ন্যায় খুর যার = বরাখুরে
কুলার মতো কান যার = কুলাকানি (অর্থ: বড়ো কান যার)
চিরুনির মতো দাঁত যার = চিরুণদাঁতী (অর্থ: রাক্ষুসী)
সোনার মতন মুখ যার = সোনামুখ / সোনামুখী / সোনামুখো
হাঁড়ির মতন গোলাকার মুখ যার = হাঁড়িমুখো
মকরের (কুমিরের) মতন মুখ যার = মকরমুখো

⚠ লক্ষণীয় বিষয়

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের আরেক নাম উপমাত্মক বহুব্রীহি। লক্ষ করে দেখুন ওপরে উল্লিখিত উদাহরণগুলোর প্রথম চারটি ছাড়া বাকি সবগুলো সমস্তপদের দ্বারাই কিন্তু উপমা বোঝানো হচ্ছে। যেমন: মকরমুখো দ্বারা এমন কোনো কিছুকে বোঝানো হচ্ছে যাতে কুমিরের মুখের আকৃতি স্পষ্ট আছে। সেটা হতে পারে কোনো চুড়ি অর্থাৎ মকরমুখো বালা। হাঁড়িমুখো দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো প্রাণীকে বুঝাচ্ছে যার মুখটা হাঁড়ির মতোন গোলাকৃতির। আবার হয়তো আপনাদের অনেকেরই জসীমউদদীনের 'কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর কথা মনে আছে। তিনি তার নাতির কাছে দাদির কথা বলার সময় বলেছিলেন – "*সোনালি উষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি*" – এখানে 'সোনামুখ' সমস্তপদটি দিয়ে দাদির মুখ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল বলে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং 'সোনামুখ' মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।

এভাবে সবগুলোই মিলবে অর্থাৎ সবগুলোই দেখবেন কোনো না কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপমা বুঝাচ্ছে।

৫. **প্রত্যয়ান্ত:** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদের শেষে আ, এ, ও এই তিনটি প্রত্যয়ের যে কোন একটি থাকবে তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: একদিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ + আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ + ও)। এরূপ – একরোখা, একগুঁয়ে, একঘরে, একচালা, একতারা, উনপাজুরে ইত্যাদি।

⚠ লক্ষণীয় বিষয়

১ সমস্তপদের শেষে আ, এ, ও আছে এমন অনেক উদাহরণ প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি ছাড়াও অন্যান্য অনেক বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে দেখা যায়। যেমন: মকরমুখো – এখানেও মূল শব্দ 'মুখ' যার শেষে 'ও' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এটি মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস। দশভুজা – এখানেও মূল শব্দ 'ভুজ' যার শেষে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। তবে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস।

২ পরীক্ষার হলে অপশনের ওপর নির্ভর করে আপনাকে উত্তর নির্বাচন করতে হবে। যেমন ধরেন প্রশ্ন এলো – 'অকেজো' কোন সমাস? এর সর্বোত্তম সঠিক উত্তর অলুক বহুব্রীহি। কিন্তু অপশনে অলুক বহুব্রীহি নেই; প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি আছে। সুতরাং শব্দের শেষে 'ও' প্রত্যয় যুক্ত থাকায় সেই প্রশ্নের সর্বোত্তম সঠিক উত্তর হিসেবে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহিই সঠিক হবে।

৬. **অলুক:** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি (অর্থ: বর)
গলায় গামছা যার = গলায় গামছা (অর্থ: ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী)
কাঁখে কলসি যার = কাঁখে কলসি (অর্থ: গ্রাম্য নারী)
নাকে চশমা যার = নাকে চশমা (অর্থ: বিজ্ঞ)
হাতে ছড়ি যার = হাতে ছড়ি (অর্থ: অন্ধ)
পায়ে বেড়ি যার = পায়ে বেড়ি (অর্থ: আসামী)
কানে কলম যার = কানে কলম (অর্থ: কাঠমিস্ত্রী)
কানে খাটো যে = কানে খাটো (অর্থ: বধির)
মাথায় ছাতা যার = মাথায় ছাতা (অর্থ: মাতব্বর)
কথায় পটু যিনি = কথায় পটু (অর্থ: বাগ্মী)

৭. **সংখ্যাবাচক:** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদের প্রথমে সংখ্যা বাচক শব্দ থাকলে; সমস্তপদের শেষে আ, ই, ঈ – এই তিনটির যে-কোনো একটি যুক্ত থাকলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ হলে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলে। যেমন:

দুই নল আছে যার = দোনলা (বন্দুক)
দুই দিকে টান আছে যার = দোটানা
তিন পা আছে যার = তেপায়া (টেবিল)
চার চাল আছে যার = চৌচালা (ঘর)
চার হাত আছে যার = চারহাতি
চার পা আছে যার = চারপায়ী (চৌকি)
পাঁচ ভরি ওজন যার = পাঁচভরি
পাঁচ সের পরিমাণ যার = পাঁচসেরি
সপ্ত বর্ণ আছে যার = সপ্তবর্ণা (রংধনু)
দশ ভুজ আছে যার = দশভুজা (দুর্গা)
দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি
দশ বছর বয়স যার = দশবছুরে
বারো হাত পরিমাণ যার = বারোহাতি (শাড়ি)

ব্যতিক্রম

প্রায় সকল ব্যাকরণ বইয়েই সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞায় সমস্তপদটি বিশেষণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং ওপরের উদাহরণগুলোর প্রতিটিতে সমস্তপদ বিশেষণই হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ আছে যার সমস্তপদটি বিশেষ্য পদ। যেমন:

সে (তিন) তার যে যন্ত্রের = সেতার (অর্থ: বাদ্যযন্ত্র)
তিন নয়ন আছে যার = ত্রিনয়ন (অর্থ: শিব)
চার বাচ্চা আছে যার = চৌবাচ্চা (অর্থ: পানি ধরার পাত্র)
চার কাঠ আছে যার = চৌকাঠ (অর্থ: দরজার পাল্লা যেখানে আটকায়)
চার ভুজ আছে যার = চতুর্ভুজ (অর্থ: চার বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফলকে বোঝায় / নারায়ণ)
পঞ্চ আনন আছে যার = পঞ্চানন (শিব)
দশ আনন আছে যার = দশানন (অর্থ: রাবণ)
দশ দিকেই রথ চলে যার = দশরথ (অর্থ: রামের পিতা)

এই উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটি সমস্তপদই বিশেষ্য। সূত্রানুসারে এগুলো দ্বিগু সমাস হওয়ার কথা কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই পূর্বপদ / পরপদের অর্থকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্য কোনো বিশেষ অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে অর্থাৎ এগুলো সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস।

৮. **নঞ:** বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস গঠন করা হলে তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। নঞ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন:

নয় জানা যা = নাজানা
নয় হক যা = নাহক
নাই ভুল যার = নির্ভুল
নয় কাজের যা = অকেজো
নাই হেড যার = বেহেড
নাই জ্ঞান যার = অজ্ঞান
নেই তার যার = বেতার
নেই উপায় যার = নিরুপায়
নেই তল যার = অতল
নেই সুর যাতে = বেসুরো
নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া
নেই হুঁশ যার = বেহুঁশ
নেই বুঝ যার = অবুঝ
নেই অন্ত যার = অনন্ত
নেই ঝঞ্ঝাট যার = নির্ঝঞ্ঝাট
নেই মল যার = নির্মল
নেই কলঙ্ক যার = নিষ্কলঙ্ক
নেই অক্ষর যার = নিরক্ষর
নেই ধৈর্য যার = অধৈর্য
নেই মোহ যার = নির্মোহ
নেই বোধ যার = অবোধ / নির্বোধ
নেই দয়া যার = নির্দয়
নেই শরম যার = বেশরম
নেই কার (কর্ম) যার = বেকার
নেই আক্কেল যার = বেয়াক্কেল
নেই হায়া যারা = বেহায়া
নেই ঈমান যার = বেঈমান

এরূপ – নির্ধন, অতন্দ্র, অহিংস, অপয়া, আনাড়ি, অসীম, অনাশ্রিত, বেয়াদব ইত্যাদি।

৫৭. নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস: (কোনো নিয়মের অধীনে নয়)

নরাকারের পশু যে = নরপশু
অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ
দুই দিকে অপ যার = দ্বীপ
পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ
জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত

টেকনিক: নরপশু পণ্ডিতমূর্খদের জীবন্মৃত অবস্থায় দ্বীপে অন্তরীপ করা হলো।

দ্বিগু সমাস

৫৮. দ্বিগু সমাস কাকে বলে? = সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য হয় এবং প্রথমে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে। যেমন: চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দ্বিগু সমাসের উদাহরণ

দ্বি গো-র সমাহার = দ্বিগু
দুই তলার সমাহার = দোতলা
তিন লোকের সমাহার = ত্রিলোক
তিন মোহনার সমাহার = তেমোহনা
তিন প্রান্তের সমাহার = তেপান্তর
তিন মাথার সমাহার = তেমাথা
তিন পদের সমাহার = ত্রিপদী
তিন রত্নের সমাহার = ত্রিরত্ন
তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা

তিন ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন
চার পদের সমাহার = চতুষ্পদী
চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা
চার চিরের সমাহার = চৌচির
পাঁচ সেরের সমাহার = পসুরি
পঞ্চ ভূতের সমাহার = পঞ্চভূত
পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ
ষড় ঋতুর সমাহার = ষড়ঋতু
সাত সমুদ্রের সমাহার = সাত সমুদ্র

সপ্ত অহের (দিনের) সমাহার = সপ্তাহ
সপ্ত ঋষির সমাহার = সপ্তর্ষি
অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু
অষ্ট ব্যঞ্জনের সমাহার = অষ্টব্যঞ্জন
নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন
দশ চক্রের সমাহার = দশচক্র
দশ দিগন্তের সমাহার = দশদিগন্ত
চতুর্দশ পদের সমাহার = চতুর্দশপদী
শত অব্দের (বছরের) সমাহার = শতাব্দী

দ্বিধান্বিত উদাহরণ

১ সেতার – এই সমস্তপদটির ব্যাসবাক্য 'তিন তারের সমাহার' উল্লেখ করে বাজারের প্রচলিত অনেক বইয়ে এটিকে দ্বিগু সমাস বলা হয়েছে। তাছাড়া 'সেতার' সমস্তপদটি একটি বিশেষ্য পদ, সে হিসেবেও এটি দ্বিগু হওয়ার কথা। কিন্তু সব কথার ওপরে হচ্ছে 'সেতার' সমস্তপদটি দ্বারা 'তার' পদের কোনো প্রাধান্য বোঝায় না; 'সেতার' দ্বারা এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বোঝায় তার মানে অন্যপদ প্রধান। অর্থাৎ 'সেতার' সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি। তবে অপশনে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি না থাকলে সেক্ষেত্রে দ্বিগু হতে পারে।

২ চতুর্ভুজ – এই সমস্তপদটির ব্যাসবাক্য 'চার ভুজের সমাহার' উল্লেখ করে বাজারের প্রচলিত অনেক বইয়ে এটিকে দ্বিগু সমাস বলা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন, 'চতুর্ভুজ' শব্দটি দ্বারা ৪টি বাহুকে বোঝায় না; ৪ বাহু দ্বারা আবদ্ধ যে ক্ষেত্রফল তাকে বোঝায়। তার মানে অন্যপদ প্রধান অর্থাৎ সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি। তবে অপশনে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি না থাকলে সেক্ষেত্রে দ্বিগু হতে পারে। ২০২১ সালে প্রকাশিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বই এবং দিলীপ কুমার পাল চৌধুরী সংকলিত 'বাংলা সমাস অভিধান' গ্রন্থে 'চতুর্ভুজ'কে বহুব্রীহিই বলা হয়েছে। ত্রিভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

৩ তেমাথা – তিন মাথার (রাস্তার) মিলনস্থল হিসেবে 'তেমাথা' দ্বিগু সমাস ঠিকই আছে। কিন্তু 'তেমাথা' শব্দের আরেকটি অর্থ বয়সের ভারে জরাজীর্ণ কোনো ব্যক্তি, কুজো হয়ে যার মাথা দুই হাটুর মাঝে চলে এসেছে। লক্ষ করে দেখবেন, কোনো সমস্যায় পড়লে মুরুব্বিরা বলেন তেমাথার কাছে যেতে। এর মানে নিশ্চয়ই তারা তিন রাস্তার মোড়ে যেতে বলেন না। 'তেমাথা' বলতে তারা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'তেমাথা' সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি কারণ এখানে তিন বা মাথা পদের প্রাধান্য না বুঝিয়ে কোনো ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ লেখকের বইয়ে 'তেমাথা' দ্বিগু সমাসের অন্তর্ভুক্ত আছে বলে পরীক্ষার হলে 'তেমাথা'কে দ্বিগু দাগানোই উত্তম। তবে অপশনে দ্বিগু না থাকলে বহুব্রীহি দাগানো যেতে পারে।

৪ নবরত্ন – নব হচ্ছে ৯ এর ক্রমবাচক রূপ। সেহিসেবে 'নবরত্ন' দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী মূল্যবান ৯টি পাথরকে (মুক্তা, মাণিক্য, বৈদুর্য, গোমেদ, হীরক, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত) বুঝাচ্ছে অর্থাৎ পরপদ প্রধান। অর্থাৎ এটি দ্বিগু সমাস ঠিকই আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 'নবরত্ন' দ্বারা কেবল ৯টি রত্নকেই বোঝানো হয় না; সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নয়জন মনীষীকে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' হিসাবে বিশেষায়িত করা হয়। এই দিক বিবেচনায় 'নবরত্ন' দ্বারা ৯টি মূল্যবান পাথর না বুঝিয়ে ৯ জন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় বলে এটিকে বহুব্রীহি সমাসও বলা যেতে পারে। সুতরাং অপশনের দিকে লক্ষ রেখে উত্তর নির্বাচন করতে হবে। 'নবরত্ন' সমস্তপদের সর্বোত্তম সঠিক উত্তর দ্বিগু। তবে অপশনে দ্বিগু না থাকলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হবে।

প্রাদি সমাস

৫৯. প্র, প্রতি, পরি, অনু এই চারটি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় তাহলে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন: প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ ইত্যাদি

৬০. প্রাদি সমাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ মনে রাখার উপায়:

প্রগতি রচে প্রতিহিংসার প্রবচন
প্রভাতে প্রবন্ধে পড়ে অনুতাপের পরিভ্রমণ
প্রশিক্ষিত প্রতিকূলে উন্নিদ্র প্রবাদ
অতিকায় দুর্দিনে অভিমুখে প্রভাব

অব্যয়ীভাব সমাস

৬১. অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে? = পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি ওই অব্যয়ের অর্থেরই প্রাধান্য থাকে তাহলে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন: জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় আ)। এরূপ – আমরণ, আকণ্ঠ ইত্যাদি।

৬২. ব্যাসবাক্যের বিভিন্ন শব্দের অব্যয়ের রূপ নির্ণয়করণের সহজ পদ্ধতি কবিতার আকারে নিম্নে উল্লেখিত হলো:

সামীপ্য, সাদৃশ্য, ক্ষুদ্রার্থে উপ
অতিক্রান্ত অর্থে সর্বদা উৎ
ঈষৎ ও পর্যন্তে সর্বদা আ
অনতিক্রম্যতায় বসে যথা
প্রতিনিধি, বিরোধী ও বিপ্সায় প্রতি
সাদৃশ্য, প্রতিদ্বন্দ্বীতায়–ও বসে প্রতি
দূরবর্তী অর্থে বসে প্র, পর
অভাব অর্থে বসে আ, বে, হা, নির, গর, দুর
পশ্চাতে অনু আর পূর্ণতে সম, পরি
এভাবেই অব্যয়ের রূপ নির্ণয় করি

৬৩. নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর মাধ্যমে দেখানো হলো –

অর্থ	অব্যয়	উদাহরণ
প্রতিনিধি	প্রতি	প্রতিচ্ছায়া, প্রতিবিম্ব
প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রতি	প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর
সামীপ্য	উপ	কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ কূলের সমীপে = উপকূল নগরীর সমীপে = উপনগরী
ক্ষুদ্র	উপ	উপগ্রহ, উপনদী, উপসাগর, উপদ্বীপ, উপশহর, উপজেলা
বিপ্সা	প্রতি	দিন দিন = প্রতিদিন ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে
	হর	রোজ রোজ = হররোজ
	ফি	বছর বছর = ফি-বছর হপ্তা হপ্তা = ফি-হপ্তা
	অনু	ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণে
পূর্ণ	পরি	পরিপূর্ণ
	সম	সম্পূর্ণ
পর্যন্ত	আ	সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক মরণ পর্যন্ত = আমরণ কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত
সাদৃশ্য	উপ	শহরের সদৃশ = উপশহর বনের সদৃশ = উপবন দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ ভাষার সদৃশ = উপভাষা জেলার সদৃশ = উপজেলা কথার সদৃশ = উপকথা পদের সদৃশ = উপপদ গ্রহের তুল্য (সদৃশ) = উপগ্রহ
	প্রতি	মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি ছবির সদৃশ = প্রতিচ্ছবি
অতিক্রান্ত	উৎ	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
	অতি	মানবকে অতিক্রান্ত = অতিমানব
ঈষৎ	আ	ঈষৎ নত = আনত ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম
	নিম	ঈষৎ রাজি = নিমরাজি
দূরবর্তী	প্র	প্রপিতামহ
	পর	অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ
বিরোধ	প্রতি	বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল
পশ্চাৎ	অনু	পশ্চাৎ গমন = অনুগমন পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

অভাব	নির	আমিষের অভাব = নিরামিষ লজ্জার অভাব = নির্লজ্জ জনের অভাব = নির্জন
	গর	মিলের অভাব = গরমিল
	দুর	ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ
	হা	ভাতের অভাব = হাভাত
		ঘরের অভাব = হাঘর
	আ	নুনের অভাব = আলুনি

৬৪. অব্যয়ীভাব সমাস নির্ণয়ের সহজ সূত্র: অব্যয়ীভাব সমাস নির্ণয়ের ২ টি সূত্র হলো –

✦ অ, অনা, বে, বি, না, নি, স – এই ৭ টি উপসর্গ (+) প্রাদি সমাসের উদাহরণগুলো বাদে অন্য সকল উপসর্গ দিয়ে গঠিত সমাসই হলো অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ।

✦ 'যথা' দিয়ে সমাসের শুরু হলেই তা অব্যয়ীভাব সমাস। যেমন: যথারীতি, যথাবিধি, যথানিয়মে, যথাসময়ে, যথাক্রমে, যথাসাধ্য ইত্যাদি। ব্যতিক্রম: যথাযোগ্য (কর্মধারয় সমাস)।

নিত্য সমাস

৬৫. নিত্য সমাস কাকে বলে? = যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয় তাকে নিত্য সমাস বলা হয়। যেমন: আমি, তুমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই, অন্য দেশ = দেশান্তর, অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, কাল তুল্য সাপ = কালসাপ।

নিত্য সমাসের উদাহরণগুলো মনে রাখার সহজ উপায়: নিত্য সমাস নির্ণয়ের ৩ টি সূত্র হলো –

✦ আমরা বিরানব্বই জন কালসাপের কবলে পড়লাম।

✦ পদের শেষে 'মাত্র' থাকলেই তা নিত্য সমাস। যেমন: নামমাত্র, দর্শনমাত্র, তন্মাত্র, চাহিবামাত্র ইত্যাদি।
লক্ষণীয়: অতিমাত্র = মাত্রাকে অতিক্রান্ত (অব্যয়ীভাব সমাস)।

✦ পদের শেষে 'অন্তর' থাকলেই তা নিত্য সমাস। যেমন: গ্রহান্তর, দেশান্তর, যুগান্তর, কালান্তর, গৃহান্তর, গ্রামান্তর, রূপান্তর, বাক্যান্তর, উপায়ান্তর, স্থানান্তর, পাঠান্তর, দ্বীপান্তর, গত্যন্তর, ধর্মান্তর, লোকান্তর, মতান্তর, ভাবান্তর ইত্যাদি।
লক্ষণীয়: তেপান্তর = তিন প্রান্তের সমাহার (দ্বিগু সমাস)।

সমাসের খুঁটিনাটি

৬৬. অলুক দ্বন্দ্ব, অলুক তৎপুরুষ ও অলুক বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে পার্থক্য: অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে সমস্তপদের পূর্বপদ ও পরপদ দুটোতেই বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন: দেশে-বিদেশে, বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে, মাঠে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে, আকাশে-বাতাসে, পথে-প্রান্তরে, কোলে-পিঠে, দুধে-ভাতে ইত্যাদি। উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটিরই পূর্বপদ ও পরপদে "এ" বিভক্তি যুক্ত আছে।

অলুক তৎপুরুষ সমাসের ক্ষেত্রে সমস্তপদের পূর্বপদে কেবল বিভক্তি যুক্ত থাকে, পরপদে বিভক্তি যুক্ত থাকে না। যেমন: হাতের-ময়লা, চোখের-বালি, মায়ে-খেদানো, পোকায়-কাটা, কলে-ছাটা, সোনার-বাংলা, মামার-বাড়ি ইত্যাদি। উদাহরণগুলোর প্রথম ও দ্বিতীয়টির পূর্বপদে "এর" বিভক্তি এবং তৃতীয় ও চতুর্থটির পূর্বপদে "র" বিভক্তি যুক্ত আছে। তবে কোন উদাহরণেরই পরপদে বিভক্তি যুক্ত নেই।

অলুক বহুব্রীহি সমাসের ক্ষেত্রে সমস্তপদের পূর্বপদে কেবল বিভক্তি যুক্ত থাকে, পরপদে বিভক্তি যুক্ত থাকে না। যেমন: মাথায়-ছাতা, কানে-খাটো। এটা অলুক তৎপুরুষের নিয়মের মত। তবে পার্থক্য এখানেই যে অলুক বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদটি অন্যপদ প্রধান আর অলুক তৎপুরুষের সমস্তপদটি পরপদ প্রধান। যেমন: হাতে-ছড়ি (অন্ধ), হাতে-বেড়ি (আসামি), কানে-কলম (কাঠমিস্ত্রি), মাথায়-পাগড়ি (বর), গলায়-গামছা (শ্রমিক), কাঁখে-কলসি (গ্রাম্য নারী) ইত্যাদি।

৬৭. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে পার্থক্য: মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যের ঠিক মাঝের পদটি লোপ পাবে। যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত যে সৌধ = স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি।
মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের শেষের পদগুলো লোপ পাবে। যেমন: হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতে-খড়ি, গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে-হলুদ।

৬৮. নঞ তৎপুরুষ ও নঞ বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে পার্থক্য: নঞ্ তৎপুরুষ না কি নঞ বহুব্রীহি এটা তো পরের কথা, আগে তো আমাকে এটা বুঝতে হবে যে এটা নঞ সমাস। এটা নির্ণয়ের উপায় হচ্ছে অ, অনা, বে, বি, না, নি – এই ৬ টি উপসর্গ দিয়ে সমাসের শুরু হলেই তা নঞ সমাস। এখন নঞ সমাসের মধ্যে কোনটা? নঞ তৎপুরুষ না কি নঞ বহুব্রীহি? মনে রাখতে হবে, নঞ তৎপুরুষ হচ্ছে পরপদ প্রধান আর নঞ বহুব্রীহি হচ্ছে অন্যপদ প্রধান।

নঞ্ তৎপুরুষের উদাহরণ: ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর, নেই তাল = বেতাল, নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ, নয় ধোয়া = আধোয়া, নয় চেনা = অচেনা, নয় আবাদী = অনাবাদী, নয় মঞ্জুর = নামঞ্জুর, ন বালক = নাবালক, নয় অতি খর্ব = নাতিখর্ব, নয় সঙ্গত = অসঙ্গত।

নঞ্ বহুব্রীহির উদাহরণ: নঞ্ বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্য করলে সেখানে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থা নির্দেশ করবে। যেমন: নেই জ্ঞান যার = অজ্ঞান, নেই বোধ যার = অবোধ। এরূপ – বেতার, বেহুঁশ, অবুঝ, অনন্ত, অকেজো, নিরুপায় ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি না কি অলুক বহুব্রীহি

গায়ে হলুদ, হাতে খড়ি, মুখে ভাত – এই সমাসবদ্ধ পদগুলো নিয়ে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অলুক বহুব্রীহি না কি মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি – এই দুটি নিয়ে দ্বিধান্বিত থাকে। সহজ সমাধান দিচ্ছি লক্ষ করুন, অলুক বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে সমস্তপদের বাইরে কোনো অতিরিক্ত ব্যাখ্যাংশ থাকে না। যেমন: মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি, গলায় গামছা যার = গলায় গামছা, হাতে ছড়ি যার = হাতে ছড়ি ইত্যাদি। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদের ক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যে অতিরিক্ত অংশ থাকে যা সমস্তপদটিকে বিশ্লেষিত করে। যেমন: বৌ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে = বৌভাত। গায়ে হলুদ, হাতে খড়ি, মুখে ভাত – এই সমস্তপদগুলোর ব্যাসবাক্য করলে হবে –

→ হাতে খড়ি = হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
→ গায়ে হলুদ = গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
→ মুখে ভাত = মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

তার মানে এগুলো মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি। তবে অপশনে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি না থাকলে সমস্তপদের পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত থাকায় অলুক বহুব্রীহি বলা যেতে পারে।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস? *[৪৩তম BCS]*
A. বহুব্রীহি B. কর্মধারয়
C. অব্যয়ীভাব D. তৎপুরুষ **উ: B**

০২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? *[৪২তম BCS]*
A. সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
B. মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ
C. কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল
D. জায়া ও পতি = দম্পতি **উ: A**

০৩. যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বোঝায় তাকে বলে? *[২৫তম BCS; ৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]*
A. দ্বন্দ্ব সমাস B. রূপক সমাস
C. বহুব্রীহি সমাস D. দ্বিগু সমাস **উ: D**

০৪. 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাকবাক্য কোনটি? *[৩৮তম BCS]*
A. বিস্ময় দ্বারা আপন্ন B. বিস্ময়ে আপন্ন
C. বিস্ময়কে আপন্ন D. বিস্ময়ে যে আপন্ন **উ: C**

০৫. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? *[৪১তম BCS]*
A. শশব্যস্ত B. কালচক্র
C. পরাণপাখি D. বহুব্রীহি **উ: A**

০৬. কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? *[৩৯তম BCS; আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২০]*
A. দোতলা B. কানাকানি
C. আশীবিষ D. অজানা **উ: B**

০৭. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? *[৩৮তম BCS; ডাক, টেলি যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৭]*
A. তৎপুরুষ B. কর্মধারয়
C. অব্যয়ীভাব D. বহুব্রীহি **উ: A**

০৮. 'জজ-সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? *[৩৫তম BCS; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব / সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ১৭]*

A. দ্বিগু B. কর্মধারয়
C. দ্বন্দ্ব D. বহুব্রীহি **উ: B**

০৯. বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? *[৩৬তম BCS]*

A. জনশ্রুতি B. অনমনীয়
C. খাসমহল D. তপোবন **উ: A**

১০. 'চাঁদমুখ' – এর ব্যাসবাক্য হলো – *[২৫তম BCS; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১১]*

A. চাঁদ মুখের ন্যায় B. চাঁদের মত মুখ
C. চাঁদ মুখ যার D. চাঁদ রূপ মুখ **উ: B**

ব্যাখ্যা: 'চাঁদমুখ' এই সমস্তপদটাই অনেক বিতর্কিত। একেকজন লেখক তাদের বইতে এই সমস্তপদ নিয়ে একেক রকম ব্যাসবাক্য উল্লেখ করেছেন, যদিও এর সমাস নির্ণয়ে আবার সকলে একই মতামত দিয়েছেন। সকল লেখকই এই সমস্তপদটিকে উপমিত কর্মধারয় বলেছেন। এবার আসি ব্যাসবাক্যে, ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে উপমিত কর্মধারয়ের সবচেয়ে গহণযোগ্য ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে 'ন্যায় / মতো' শেষে বসানো। আর যার তুলনা করা হবে ব্যাসবাক্যে সে আগে বসবে এবং যার সাথে তুলনা করা হবে ব্যাসবাক্যে সে পরে বসবে। যেমন: ফুলকুমারী – এখানে কুমারীর তুলনা করা হয়েছে ফুলের সাথে। তার মানে ব্যাসবাক্য হবে 'কুমারী ফুলের ন্যায়'।

এখন প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনগুলোর প্রথমটিতেই কেবল 'ন্যায়' শেষে আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে চাঁদ মুখের ন্যায় কথাটি ভুল। কারণ 'চাঁদমুখ' সমস্তপদটি দ্বারা চাঁদের সাথে মুখের তুলনা করা বুঝাচ্ছে, তাই ব্যাসবাক্যে মুখ আগে বসবে, চাঁদ পরে বসবে। অর্থাৎ 'মুখ চাঁদের ন্যায়' এটা হবে সর্বোত্তম উত্তর। কিন্তু অপশনগুলোর কোনটিতেই এরকম দেওয়া নেই। তাই 'মুখ চাঁদের ন্যায়' এমন অর্থ প্রকাশকারী ব্যাসবাক্যই হবে সঠিক উত্তর যা অপশন B এর 'চাঁদের মত মুখ' দ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

১১. 'আলো-ছায়া' পদটি কোন সমাসের অন্তর্গত? *[৩২তম BCS]*

A. দ্বন্দ্ব সমাস B. অব্যয়ীভাব সমাস
C. তৎপুরুষ সমাস D. কর্মধারয় সমাস **উ: A**

১২. জ্যোৎস্নারাত কোন সমাসের দৃষ্টান্ত *[৩০তম BCS]*

A. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
B. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
C. পঞ্চমী তৎপুরুষ D. উপমান কর্মধারয় **উ: A**

১৩. প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় - *[২৭তম BCS; ৭ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ১১; প্রা. প্রা. সহ শিক্ষক ১৪ (পুঃগৃহীত ১৭ জেলা)]*

A. উপমিত B. উপমান
C. উপমেয় D. রূপক **উ: C**

১৪. সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? *[৩১তম BCS; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এসিস্টেন্ট অফিসার ২০১৪]*

A. বহুব্রীহি B. কর্মধারয়
C. সুপসুপা D. অব্যয়ীভাব **উ: D**

১৫. 'লাঠালাঠি' – এটি কোন সমাস? *[২৬তম BCS; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব / সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ১৭; ১৭তম BCS; পরিবার পরিকল্পনা সহকারী / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী ২০১১; অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৯]*

A. প্রাদি সমাস B. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
C. তৎপুরুষ সমাস D. কর্মধারয় সমাস **উ: B**

১৬. যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয় – *[২৩তম BCS (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান), প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া) ২০১২; আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০০৪]*

A. দ্বন্দ্ব সমাস B. অভ্যয়ীভাব সমাস
C. কর্মধারয় সমাস D. নিত্য সমাস **উ: D**

১৭. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? *[২০তম BCS; নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জেলা নির্বাচন অফিসারও সহকারী সচিব ২০০৪]*

A. সিংহাসন B. ভাই-বোন
C. কানাকানি D. গাছপাকা **উ: B**

১৮. সমাস ভাষাকে কী করে? *[১৯তম BCS, ১১তম BCS]*

A. সংক্ষেপ করে B. বিস্তৃত করে
C. ভাষারূপ ক্ষুণ্ন করে D. অর্থবোধক করে **উ: A**

১৯. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-এর দৃষ্টান্ত - *[১৩তম BCS, জ. বি. গ ১৬-১৭]*

A. ঘর থেকে ছাড়া = ঘড়ছাড়া
B. অরুণের মতো রাঙা = অরুণরাঙা
C. হাসি মাখা মুখ = হাসিমুখ
D. ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী **উ: C**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২০. নিচের যেটি বহুব্রীহি সমাসের দৃষ্টান্ত নয়? *[সমন্বিত ৭ ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২০২১]*

A. অন্তরীপ B. দ্বীপ
C. অপয়া D. অনুতাপ **উ: D**

২১. 'গায়ে হলুদ' কোন ধরনের সমাসের উদাহরণ? *[Bangladesh Bank Data Entry Control Operator (IT) 2020, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত রের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৯, SESDP গবেষণা কর্মকর্তা ২০১৫]*

A. কর্মধারয় B. তৎপুরুষ
C. বহুব্রীহি D. দ্বিগু **উ: C**

২২. কোনটি মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? *[NRB Bank Ltd. Probationary Officer 2021, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১০]*

A. গায়ে হলুদ B. চালকুমড়া
C. মোমবাতি D. ছায়াছবি **উ: A**

২৩. 'শশাঙ্ক' শব্দের ব্যাসবাক্য কী হবে? *[First Security Islami Bank Probationary Officer 2021]*

A. শশের অঙ্ক B. অঙ্কের শশ
C. অঙ্কে শশ যার D. শশ অঙ্কে যার **উ: D**

২৪. নিচের কোনটি দ্বিগু সমাস? *[NRB Bank Ltd. Probationary Officer 2021, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১০]*

A. রুই-কাতলা B. আপাদমস্তক
C. একরোখা D. সেতার **উ: D**

ব্যাখ্যা: সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদ বিশেষণ হয় আর দ্বিগু সমাসের সমস্তপদ হয় বিশেষ্য। এই হিসেবে 'সেতার' সমস্তপদটি বিশেষ্য বলে অনেকে এটিকে দ্বিগু সমাস বলে থাকেন। কিন্তু 'সেতার' মূলত সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস। এ বিষয়ে মূল অধ্যায়ে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। তবে এখানে অপশনের ভিত্তিতে 'সেতার'ই সর্বোত্তম সঠিক উত্তর। কারণ বাকি অপশনগুলো দ্বিগু সমাসের সমস্তপদের সাথে মিলে না। সুতরাং সঠিক উত্তর D.

২৫. তৎপুরুষ সমাসের উদহারণ নয় - *[Bangladesh Bank Officer (General) 2019]*

A. উর্ণনাভ B. পকেটমার
C. রাজপথ D. বিলাতফেরত **উ: A**

২৬. 'উদ্বেল' শব্দটি কী অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়েছে? *[Janata & Rupali Bank Ltd. Officer (General) 2019]*

A. আবেগ অর্থে B. সামীপ্য অর্থে
C. বীপ্সা অর্থে D. অতিক্রম অর্থে **উ: D**

২৭. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? *[Probashi Kallyan Bank Ltd. Executive Officer (Cash) 2019]*

A. তেমাথা B. চা-বিস্কুট
C. হাতাহাতি D. মনগড়া **উ: C**

২৮. 'আনন্দাশ্রু' যে সমাসের উদাহরণ – *[Rupali Bank Ltd. Officer 19]*

A. দ্বন্দ্ব B. দ্বিগু
C. নিত্য D. কর্মধারয় **উ: D**

২৯. রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? *[Rupali Bank Ltd. Senior Officer 19]*

A. জলযান B. মনমাঝি
C. সিংহদ্বার D. একাদশ **উ: B**

৩০. কোনটি ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস? *[Rupali Bank Ltd. Senior Officer 2019]*

A. আজীবন B. আগাছা
C. আরক্তিম D. আলুনী **উ: C**

৩১. 'ক্ষুধিতপাষাণ' কোন সমাস? *[Probashi Kallyan Bank Ltd. Executive Officer (General) 2019, রা. বি. ই ২০১৭-১৮, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর ২০১১, আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অফিসার ২০০৭]*

A. বহুবীহি B. কর্মধারয়
C. তৎপুরুষ D. দ্বন্দ্ব **উ: B**

৩২. কোন সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer 2019]*

A. নিত্য B. প্রাদি
C. উপপদ D. অলুক **উ: D**

৩৩. কোনটি নিত্য সমাসের সমস্তপদ? *[Sonali Bank Ltd. Asst. Engineer (Electric) 2019, Joint 5 Banks Officer (Cash) 2019, Joint 2 Banks Officer (IT / ICT) 2019, Probashi Kallyan Bank Ltd. Programmar 2019, Basic Bank Ltd. Asst. Manuger 2018, Investment Corporation of Bangladesh (ICB) Assistant Programmer 2017]*

A. নরপশু B. মনমাঝি
C. গ্রামান্তর D. উপনদী **উ: C**

৩৪. 'সিংহাসন' শব্দটি কোন সমাস? *[Probashi Kallyan Bank Ltd. Programmar 2019, Probashi Kallyan Bank Senior Executive Officer 18, Investment Corporation of Bangladesh (ICB) Assistant Prog rammer 2017, রা. বি. খ ২০১৬-১৭; জা. বি. ২০১২-১৩]*

A. ষষ্ঠী তৎপুরুষ B. নিমিত্তার্থে চতুর্থী
C. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
D. নিত্য সমাস **উ: C**

৩৫. সমাসনিষ্পন্ন পদটিকে কী বলে? *[Probashi Kallyan Bank Ltd. Programmar 2019, Probashi Kallyan Bank Executive Officer (Cash) 2018, Investment Corporation of Bangladesh (ICB) Assistant Prog rammer 2017, ৭ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১১, ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার ২০১০]*

A. সমস্যমান পদ B. ব্যাসবাক্য
C. উত্তরপদ D. সমস্তপদ **উ: D**

৩৬. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী? *[Joint 4 Banks Officer (General) 2019, সহকারী উপজেলা / থানা শিক্ষা অফিসার (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ২০১৫, পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই-এর সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ০৫]*

A. বহুদাম B. বহুধান
C. বহুবল D. বহুধর **উ: B**

৩৭. 'প্রিয়ংবদা' শব্দটি কোন সমাস? *[Joint 8 Banks Senior Officer 2019, Bangladesh Rural Development Bank (BRDB) Asst. Officer 2012, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১২]*

A. বহুব্রীহি B. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
C. রূপক কর্মধারয় D. উপপদ তৎপুরুষ **উ: D**

৩৮. 'গোঁফখেজুরে' কোন সমাস? *[Probashi Kallyan Bank Executive Officer (Cash) 18, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট ২০১৯, ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর ১৬, উপজেলা / থানা শিক্ষা অফিসার (ATO) ৯৯]*

A. ব্যতিহার বহুব্রীহি B. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
C. দ্বিগু
D. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি **উ: B**

৩৯. 'বিষাদসিন্ধু' কোন সমাস? *[Pubali Bank Ltd. TAJO 2019]*

A. দ্বিগু B. কর্মধারয়
C. দ্বন্দ্ব D. তৎপুরুষ **উ: B**

৪০. 'অধরপল্লব' কোন সমাসের উদহারণ? *[Sonali Bank Ltd. Officer (Freedom Fighter) 2019]*
A. তৎপুরুষ B. বহুব্রীহি
C. কর্মধারয় D. দ্বন্দ্ব **উ: C**

৪১. উপসর্গের সাহায্যে কর্মধারয় সমাস গঠনের উদাহরণ কোনটি? *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer 2019]*
A. সকাল B. সততা
C. একার D. সমস্যা **উ: A**

৪২. 'রথদেখা' কোন সমাস? *[Sadharan Bima Corporation Asst. Manager 19; Janata Bank Ltd. Executive Officer 17]*
A. নিত্য B. দ্বন্দ্ব
C. তৎপুরুষ D. বহুব্রীহি **উ: C**

৪৩. 'জীবনবিমা' কোন সমাস? *[Sadharan Bima Corporation Junior Officer 2017]*
A. তৎপুরুষ B. কর্মধারয়
C. দ্বন্দ্ব D. অব্যয়ীভাব **উ: B**

৪৪. 'মহানবি' কোন সমাস? *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 17]*
A. কর্মধারয় B. বহুব্রীহি
C. দ্বন্দ্ব D. তৎপুরুষ **উ: A**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৪৫. রূপক কর্মধারয়ের উদাহরণ কোনটি? *[খাদ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০২১]*
A. চন্দ্রমুখ B. অরুণরাঙা
C. ক্রোধানল D. বর্ণচোরা **উ: C**

৪৬. বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ কোনটি? *[খাদ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০২১]*
A. হাতে খড়ি B. স্মৃতিসৌধ
C. চতুরঙ্গ D. আপাদমস্তক **উ: A**

৪৭. 'গোঁফ খেজুরে' কোন সমাস? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অফিসার ২১]*
A. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি B. দ্বিগু
C. ব্যতিহার বহুব্রীহি
D. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি **উ: A**

৪৮. 'গল্পপ্রেমিক' কোন সমাসের উদাহরণ? *[৭ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ১১; প্রা. প্রা. সহ শিক্ষক ২০১৪ (পুঃগৃহীত ১৭ জেলা)]*
A. সাধারণ কর্মধারয় B. উপমান কর্মধারয়
C. উপমিত কর্মধারয়
D. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: A**

৪৯. 'পদ্মগন্ধী' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে নিয়োগ পরীক্ষা ২০২১]*
A. যে পদ্মের গন্ধে আছে
B. পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার
C. গন্ধ যার পদ্মের মতো
D. ওপরের কোনোটিই নয় **উ: B**

৫০. 'কৃতবিদ্য' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? *[বাংলাদেশ কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কর্যালয় ২০২১]*
A. কৃত যে বিদ্যা B. কৃত যে বিদ্য
C. কৃত বিদ্যা যার
D. কৃত হয়েছে বিদ্যা যার **উ: C**

৫১. সমাসনিষ্পন্ন পদকে কী বলা হয়? *[শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২১]*
A. সমস্যমান পদ B. সমস্তপদ
C. পূর্বপদ D. উত্তর পদ **উ: B**

৫২. 'মহাকীর্তি' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধি দপ্তরের উপ-পরিদর্শক ২০১৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৩]*
A. মহতী যে কীর্তি B. মহা যে কীর্তি
C. মহান যে কীর্তি D. মহান কীর্তি যার **উ: A**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৫৩. 'অরুণরাঙা' যে কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? *[ঢা.বি. অধিভুক্ত সাত কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট) ২০২১]*
A. রূপক কর্মধারয় B. উপমিত কর্মধারয়
C. উপমান কর্মধারয়
D. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: C**

৫৪. 'গল্পপ্রেমিক' শব্দটি কোন সমাস? *(রা. বি. ২০১২-১৩)*
A. ষষ্ঠী তৎপুরুষ B. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
C. কর্মধারয় D. উপমান কর্মধারয় **উ: C**

ব্যাখ্যা: অনেকেই মনে করেন এই সমস্তপদটির ব্যাসবাক্য 'গল্পের প্রেমিক' হবে অর্থাৎ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ – এটা নিতান্তই ভুল। ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ নির্ণয়ের অনেকগুলো টেকনিক রয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে সমস্তপদের দুটি অংশের মধ্যে Logical Combination থাকতে হবে। যেমন: রাজপুত্র – এখানে পুত্রটা রাজা থেকেই এসেছে; হংসডিম্ব – এখানে ডিম্বটা হংস থেকেই এসেছে; ছাগদুগ্ধ – এখানে দুগ্ধটা ছাগল থেকেই এসেছে। মোট কথা এই সমস্তপদগুলোর দুটি অংশের মধ্যে Logical Combination আছে। কিন্তু গল্পের সাথে প্রেমিকের কোনো Logical Combination নেই। তাই এটি ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ হবে না। 'গল্পপ্রেমিক' সমস্তপদটির পূর্বপদ 'গল্প' যা একটি বিশেষ্য এবং পরপদ 'প্রেমিক' যা একটি বিশেষণ এবং সমস্তপদটি পরপদ প্রধান অর্থাৎ গল্পপ্রেমিক শব্দটি দিয়ে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে যে গল্প ভালোবাসে। আর এই সবগুলো বৈশিষ্ট্যই সাধারণ কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।

৫৫. 'কানাকানি' কোন সমাসের উদাহরণ? *[ঢাবি অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ (বিজ্ঞান ইউনিট) ২০২০-২১]*
A. কর্মধারয় B. বহুব্রীহি
C. দ্বন্দ্ব D. দ্বিগু **উ: B**

৫৬. বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ কোনটি? *(ঢা. বি. খ ২০১২-১৩)*
A. দাবানল B. দিগভ্রান্ত
C. দামোদর D. দায়বদ্ধ **উ: C**

৫৭. 'তুষারধবল' কোন সমাসের উদাহরণ? *(ঢা. বি. ক ২০১২-১৩; রা. বি. ২০১৩-১৪)*
A. সাধারণ কর্মধারয় B. উপমান কর্মধারয়
C. উপমিত কর্মধারয়
D. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: B**

৫৮. 'যৌবনসূর্য' কোন ধরনের শব্দ? *(ঢা. বি. গ ২০১২-১৩)*
A. সন্ধিজাত B. সমাসবদ্ধ
C. প্রত্যয়জাত D. উপসর্গজাত **উ: B**

৫৯. 'কাঁচকলা' কোন সমাসভুক্ত? *(ঢা. বি. গ ২০১২-১৩)*
A. দ্বন্দ্ব B. কর্মধারয়
C. অব্যয়ীভাব D. বহুব্রীহি **উ: B**

৬০. 'রোজ রোজ = হররোজ' – সমাসটি কোন অর্থে নিষ্পন্ন? *(জ. বি. ঘ ২০১২-১৩)*
A. সাদৃশ্য B. নৈকট্য
C. পৌনঃপুনিকতা D. অভাব **উ: C**

৬১. কোনটি তৎপুরুষ সমাস? *(জ. বি. ঘ ২০১২-১৩)*
A. যা-তা B. নিরামিষ
C. ঘোড়ার ডিম D. কোকিলকণ্ঠী **উ: C**

৬২. অলুক দ্বন্দ্বের উদাহরণ – *(রা. বি. ২০১২-১৩)*
A. মহারাজ B. গণ্ডগ্রাম
C. অকাল D. দুধেভাতে **উ: D**

৬৩. 'বুদ্ধিদীপ্ত' কোন ধরনের সমাস? *(রা. বি. D2 ২০১৭-১৮)*
A. তৎপুরুষ B. কর্মধারয়
C. নিত্য D. প্রাদি **উ: A**

৬৪. নীল অম্বর যার = নীলাম্বর – কোন সমাস? *(রা. বি. ১২-১৩)*
A. কর্মধারয় B. বহুব্রীহি
C. তৎপুরুষ D. অব্যয়ীভাব **উ: B**

৬৫. 'অমিল' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? *(খু. বি. ২০১৫-১৬)*
A. অ-মিল B. ন-মিল
C. স-মিল D. মিল নেই **উ: B**

৬৬. উপাচার্য শব্দটি কোন শ্রেণির সমাস? *(ই. বি. ২০১৬-১৭)*
A. উপপদ তৎপুরুষ B. অলুক তৎপুরুষ
C. বহুব্রীহি D. অব্যয়ীভাব **উ: D**

৬৭. 'শতাব্দী' কোন সমাস? *(চ. বি. ২০১২-১৩)*
A. কর্মধারয় B. দ্বিগু
C. দ্বন্দ্ব D. বহুব্রীহি **উ: B**

৬৮. 'বেতার' কোন সমাস? *(জ. বি. গ ২০১২-১৩)*
A. তৎপুরুষ B. অব্যয়ীভাব
C. বহুব্রীহি D. A+B+C **উ: C**

৬৯. 'বুদ্ধিজীবী' কোন সমাস? *(চ. বি. ২০১২-১৩)*
A. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
B. উপপদ তৎপুরুষ
C. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
D. সমার্থক দ্বন্দ্ব **উ: B**

৭০. 'আয়-ব্যয়' পদের সমাস হিসেবে নিচের কোনটি শুদ্ধ? *(চ. বি. ২০১২-১৩)*
A. তৎপুরুষ B. কর্মধারয়
C. দ্বন্দ্ব D. বহুব্রীহি **উ: C**

৭১. 'ন্যায়সঙ্গত' কোন সমাস? *(জাতীয়. বি. গ ২০১৪-১৫)*
A. কর্মধারয় B. দ্বন্দ্ব
C. তৎপুরুষ D. অব্যয়ীভাব **উ: C**

৭২. 'প্রকৃষ্ট যে ভাত' কোন সমাস? *(চ. বি. ২০১২-১৩)*
A. অব্যয়ীভাব B. কর্মধারয়
C. নিত্য সমাস D. কোনোটিই নয় **উ: D**

৭৩. 'কুসুমের মতো কোমল' ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের? *(রা. বি. ২০১২-১৩)*
A. উপমিত কর্মধারয় B. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
C. রূপক কর্মধারয় D. উপমান কর্মধারয় **উ: D**

৭৪. 'উদ্বাস্তু' কোন সমাসের উদাহরণ? *(রা. বি. ২০১২-১৩)*
A. নিত্য B. বহুব্রীহি
C. অব্যয়ীভাব D. প্রাদি **উ: B**

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, উপসর্গ দিয়ে সমস্তপদের গঠন হলে সাধারণত তা অব্যয়ীভাব বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রাদি সমাস হয়। 'উদ্বাস্তু' সমস্তপদের আদিতে 'উৎ' উপসর্গ থাকায় অনেকেই এটাকে অব্যয়ীভাব বা প্রাদি সমাস বলে মনে করতে পারেন। যেমন: উদ্বেল = বেলাকে অতিক্রান্ত (অব্যয়ীভাব), উচ্ছৃঙ্খল = শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত (অব্যয়ীভাব), উন্নিদ্র = নিদ্রাকে উদ্গত (প্রাদি) ইত্যাদি।

'উদ্বাস্তু' এর ব্যাসবাক্য বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে। এখানে 'উদ্বাস্তু' দ্বারা বাস্তু বা উৎখাত কোনোটিকে না বুঝিয়ে কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ অন্যপদ প্রধান। তার মানে এটা বহুব্রীহি সমাস।

৭৫. 'চোখের বালি' এই ব্যসবাক্য কোন সমাসের? *(জা. বি. ২০১৪-১৫)*
A. অব্যয়ীভাব B. বহুব্রীহি
C. অলুক তৎপুরুষ D. উপপদ তৎপুরুষ **উ: C**

৭৬. 'নাতিদীর্ঘ' – কোন সমাস? *(ব. বি. ২০১৪-১৫)*
A. উপপদ তৎপুরুষ B. উপমান কর্মধারয়
C. নঞ তৎপুরুষ D. নঞ বহুব্রীহি **উ: C**

৭৭. 'কাজলকালো' কোন সমাস? *(চ. বি. খ ২০১৬-১৭; জ. বি. গ ২০১৬-১৭; ব. বি. গ ২০১৫-১৬)*
A. উপমান কর্মধারয় B. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
C. ষষ্ঠী তৎপুরুষ D. নিমিত্তার্থে চতুর্থী **উ: A**

৭৮. 'নবযৌবন' কোন সমাস? *(জা. বি. ২০১২-১৩; ২০১০-১১)*
A. কর্মধারয় B. প্রাদি
C. তৎপুরুষ D. দ্বন্দ্ব সমাস **উ: A**

৭৯. 'অতিমাত্র' কোন সমাস? *(জা. বি. ১২-১৩; কু. বি. ১১-১২)*
A. কর্মধারয় B. প্রাদি
C. অব্যয়ীভাব D. দ্বন্দ্ব সমাস **উ: C**

৮০. সমাস ভাষাকে কী করে? *(জ. বি. ২০১২-১৩)*
A. অর্থপূর্ণ করে B. বিস্তৃত করে
C. সংক্ষেপ করে D. কোনটিই নয় **উ: C**

৮১. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? *(জ. বি. খ ২০১৭-১৮; জা. বি. ২০১৩-১৪; ব. বি. ২০১২-১৩)*
A. পঞ্চমী তৎপুরুষ B. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
C. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
D. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: C**

৮২. 'নিষ্কলঙ্ক' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? *(জাতীয়. বি. ক ১২-১৩)*
A. অলুক তৎপুরুষ B. উপমিত কর্মধারয়
C. নঞর্থক বহুব্রীহি D. নঞর্থক তৎপুরুষ **উ: C**

৮৩. 'বেওয়ারিশ' কোন সমাসের উদাহরণ? *(ঢা. বি. খ ১২-১৩)*
A. দ্বন্দ্ব B. কর্মধারয়
C. তৎপুরুষ D. বহুব্রীহি **উ: D**

৮৪. 'শিশিরসিক্ত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? *(জ. বি. ঘ ২০১৭-১৮; ঢা. বি. ঘ ২০১৩-১৪)*
A. করণ তৎপুরুষ B. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
C. কর্ম তৎপুরুষ D. অপাদান তৎপুরুষ **উ: A**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের অপশনগুলোই অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের দ্বিধান্বিত করার জন্য প্রশ্নকর্তা সাধারণ প্রশ্নটাকেও একটু ঘুরিয়ে করেন। তৎপুরুষ সমাস বিভক্তির সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ ব্যাসবাক্যের পূর্বপদের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় তাই তৎপুরুষ সমাস। এদিকে বিভক্তির প্রয়োগের ওপর কারকও অনেকাংশে (সম্পূর্ণ নয়) নির্ভর করে। যেমন: দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক – ৩য়া বিভক্তির এই শব্দগুলোর ব্যবহার আমরা সাধারণত করণ কারকে বেশি দেখি। একইভাবে হতে, থেকে, চেয়ে – ৫মী বিভক্তির এই শব্দগুলোর ব্যবহার আমরা বেশি দেখি অপাদান কারকে। এই প্রশ্নের অপশন নির্বাচনে তাই ৩য়া তৎপুরুষের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে করণ তৎপুরুষ, ৫মী তৎপুরুষের স্থলে অপাদান তৎপুরুষ। তার মানে বুঝাই যাচ্ছে প্রশ্নের অপশন C এর কর্ম তৎপুরুষের মানে হচ্ছে ২য়া তৎপুরুষ।

এখন আমাদের এটা নির্ণয় করতে হবে যে 'শিশিরসিক্ত' কোন সমাস? মনে রাখতে হবে, সমস্তপদের প্রথমাংশের দ্বারা যদি দ্বিতীয়াংশের কাজ হয় তাহলে তা ৩য়া তৎপুরুষ সমাস হয়। তার মানে সঠিক উত্তর করণ তৎপুরুষ।

৮৫. 'তুষারশুভ্র' শব্দটি কোন সমাস? *(চ. বি. A ২০১৫-১৬)*
A. দ্বন্দ্ব B. কর্মধারয়
C. তৎপুরুষ D. অব্যয়ীভাব **উ: B**

৮৬. নিচের কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহি? *(রা. বি. ২০১৪-১৫)*
A. মুখচন্দ্র B. কানাকানি
C. আশীবিষ D. সোনামুখো **উ: B**

৮৭. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসবদ্ধ শব্দ? *(চ. বি. I ২০১৫-১৬)*
A. দ্বন্দ্ব B. উপপদ তৎপুরুষ
C. কর্মধারয় D. তৎপুরুষ **উ: A**

৮৮. 'দুর্ভিক্ষ' কোন সমাস? *(রা. বি. খ ২০১৬-১৭)*
A. দ্বিগু B. দ্বন্দ্ব
C. অব্যয়ীভাব D. তৎপুরুষ **উ: C**

৮৯. 'রাজপথ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? *(চ. বি. ২০১৪-১৫)*
A. রাজার পথ B. রাজধানীতে যাওয়ার পথ
C. পথের রাজা D. রাজার জন্য পথ **উ: C**

৯০. কোনটি খাঁটি বাংলা উপপদ তৎপুরুষ সমাস? *(ই. বি. ২০১৩-১৪)*
A. বর্ণচোরা B. ভুঁইফোঁড়
C. পঙ্কজ D. স্বর্ণালঙ্কার **উ: B**

৯১. নিচের কোনটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? *(খু. বি. ২০১৬-১৭)*
A. পঞ্চনদ B. সেতার
C. তেমাথা D. চৌরাস্তা **উ: B**

৯২. 'ভোটাধিকার' কোন সমাস? *(রা. বি. D ২০১৭-১৮)*
A. তৎপুরুষ B. কর্মধারয়
C. সুপসুপা D. দ্বন্দ্ব **উ: A**

৯৩. কর্মধারয় সমাস – *(রা. বি. A ২০১৭-১৮)*
A. মনগড়া B. নরাধম
C. মেঘমুক্ত D. দেবদত্ত **উ: B**

৯৪. 'চর্ব্যচুষ্য' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? *(খু. বি. ১৬-১৭; ব. বি. খ ১৫-১৬)*
A. দ্বিগু B. তৎপুরুষ
C. দ্বন্দ্ব D. অব্যয়ীভাব **উ: C**

৯৫. 'যুবজানি' সমাসের ব্যাসবাক্য কোনটি? *(ঢা. বি. ক ১৭-১৮)*
A. যুবতী জানি যার B. যুব জানি যার
C. যুবতী জায়া যার D. যুবক পতি যার **উ: C**

৯৬. 'মৎস্যগন্ধা' যে সমাসের উদাহরণ? *(ঢা. বি. খ ২০১৭-১৮)*
A. তৎপুরুষ B. কর্মধারয়
C. বহুব্রীহি D. অব্যয়ীভাব **উ: C**

৯৭. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস? *(ঢা. বি. গ ২০১৭-১৮; রা. বি. গ ২০১৭-১৮)*
A. প্রিয়ংবদা B. প্রাণভয়
C. মুখভ্রষ্ট D. নবযৌবন **উ: A**

৯৮. নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয়? *(ঢা. বি. ঘ ১৭-১৮)*
A. সজল B. একগুঁয়ে
C. সুশ্রী D. স্বপ্ন **উ: D**

৯৯. 'তপোবন' কোন সমাস? *(ঢা. বি. গ ২০১৬-১৭)*
A. রূপক কর্মধারয় B. বহুব্রীহি
C. দ্বিগু D. ৪র্থী তৎপুরুষ **উ: D**

১০০. 'কালস্রোত' কোন সমাসের উদাহরণ? *(ঢা. বি. ক ১৫-১৬)*
A. উপমান কর্মধারয় B. উপমিত কর্মধারয়
C. রূপক কর্মধারয়
D. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: C**

১০১. 'করপল্লব' কোন সমাস? *(ঢা. বি. খ ২০১৫-১৬)*
A. উপমান কর্মধারয় B. উপমিত কর্মধারয়
C. তৎপুরুষ D. বহুব্রীহি **উ: B**

১০২. কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস? *(চ.বি ২০১৬-১৭)*
A. হাতে-কাটা B. কলেছাঁটা
C. হাতে-খড়ি D. হাতে-পায়ে **উ: D**

১০৩. তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি? *(চ. বি B1 ১৭-১৮)*
A. শতবার্ষিক B. রাঙামাটি
C. শ্রমলব্ধ D. তাল-তমাল **উ: C**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপশন B ও অপশন C নিয়ে দ্বিধার সৃষ্টি হতে পারে। অপশন A বা D হবে না এটা নিশ্চিত। কারণ অপশন A এর শুরুতে একটা সংখ্যার উল্লেখ আছে যা সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বা দ্বিগু সমাসের বৈশিষ্ট্য আর অপশন D এর তাল-তমাল উভয়পদ প্রধান অর্থাৎ দ্বন্দ্ব। এখন অপশন C এর শ্রমলব্ধ শব্দে লব্ধ অর্থ পাওয়া। এখানে শ্রমের দ্বারা পাওয়া বুঝাচ্ছে আর আমরা জানি, সমস্তপদের প্রথমাংশের দ্বারা যদি দ্বিতীয়াংশের কাজ হয় তাহলে তা ৩য়া তৎপুরুষ সমাস হয়। অর্থাৎ শ্রমলব্ধ ৩য়া তৎপুরুষ। আর অপশন B এর রাঙামাটি সমস্তপদের ব্যাসবাক্য হচ্ছে রাঙা যে মাটি। প্রথম দেখায় এটাকে অনেকেই উপপদ তৎপুরুষ মনে করতে পারেন। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলে দেখবেন, রাঙামাটি দ্বারা কিন্তু রাঙা বা মাটি কোনোটাকেই না বুঝিয়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝাচ্ছে অর্থাৎ অন্যপদ প্রধান। এটা সমানাধিকরণ বহুব্রীহি।

১০৪. উপমান শব্দের অর্থ - *(ঢা. বি. ঘ ২০১৫-১৬)*
A. তুলনা B. তুলনীয় বস্তু
C. সাদৃশ্য D. প্রত্যক্ষ বস্তু **উ: B**

১০৫. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত? *(ঢাবি-ক ২০১৪-১৫)*
A. রবি-শশী B. অহি-নকুল
C. খাওয়া-পরা D. ধনী-দরিদ্র **উ: D**

১০৬. পূর্বপদে বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে কী বলে? *(ঢাবি-গ ২০১৪-১৫; জ. বি-গ ২০১৬-১৭)*
A. কর্মধারয় B. তৎপুরুষ
C. অব্যয়ীভাব D. বহুব্রীহি **উ: B**

১০৭. কোনটি অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ? *(রা. বি B ১৭-১৮)*
A. দর্শনমাত্র B. আমৃত্যু
C. জীবন্মৃত D. সফল **উ: B**

১০৮. 'ক্ষুধিত-পাষাণ' কোন সমাস? *(রা. বি E ২০১৭-১৮)*
A. কর্মধারয় B. বহুব্রীহি
C. তৎপুরুষ D. দ্বন্দ্ব **উ: A**

১০৯. 'রসাভিষিক্ত' কোন সমাসের উদাহরণ? *(রা. বি E ১৭-১৮)*
A. তৃতীয়া তৎপুরুষ B. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
C. অলুক তৎপুরুষ D. উপপদ তৎপুরুষ **উ: A**

১১০. 'যিনি রাজা তিনিই বাহাদুর' - কোন সমাস? *(রা.বি E ২০১৭-১৮)*
A. অব্যয়ীভাব B. তৎপুরুষ
C. দ্বিগু D. কর্মধারয় **উ: D**

১১১. বিরানব্বই কোন সমাস? *(রা. বি E ২০১৭-১৮)*
A. নিত্য B. প্রাদি
C. অলুক তৎপুরুষ D. উপপদ তৎপুরুষ **উ: A**

১১২. 'হাতে কলমে' কোন ধরনের সমাস? *(রা. বি E ২০১৭-১৮)*
A. অলুক দ্বন্দ্ব B. রূপক কর্মধারয়
C. অলুক তৎপুরুষ D. অলুক বহুব্রীহি **উ: A**

১১৩. 'সোনার বাংলা" কোন সমাসের উদাহরণ? *(জ. বি খ ২০১৬-১৭)*
A. ষষ্ঠী তৎপুরুষ B. কর্মধারয়
C. উপমান কর্মধারয় D. উপমিত কর্মধারয় **উ: A**

১১৪. "জনাকীর্ণ" কোন সমাস? *(জ. বি ঘ ২০১৬-১৭)*
A. দ্বন্দ্ব B. কর্মধারয়
C. বহুব্রীহি D. তৎপুরুষ **উ: D**

১১৫. 'দলছুট' কোন সমাসের উদাহরণ? *(ঢা. বি. গ ১৫-১৬)*
A. কর্মধারয় B. অপাদান তৎপুরুষ
C. করণ তৎপুরুষ D. বহুব্রীহি **উ: B**

১১৬. 'সমাস' শব্দের অর্থ কী? *(রা. বি ২০১৬-১৭)*
A. বিশ্লেষণ B. সংক্ষেপণ
C. সংযোজন D. সংশ্লেষণ **উ: B**

১১৭. 'সচিত্র' কোন ধরনের সমাস? *(রা. বি ২০১৬-১৭)*
A. বহুব্রীহি B. দ্বন্দ্ব
C. দ্বিগু D. নিত্য **উ: A**

১১৮. 'বেআইনি'র ব্যাসবাক্য কোনটি? *(রা. বি ২০১৬-১৭)*
A. নয় আইনি B. আইনি নয়
C. যা আইনি নয় D. নহে আইনি **উ: A**

১১৯. কোনটি ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস? *(রা. বি ২০১৬-১৭)*
A. বীণাপাণি B. রাখীভাই
C. নিখোঁজ D. চুলাচুলি **উ: A**

১২০. নিচের কোন শব্দটি দ্বন্দ্ব সমাস? *(রা. বি ২০১৬-১৭)*
A. বেশভূষা B. নিঃসহায়
C. মানবহৃদয় D. শতাব্দী **উ: A**

১২১. 'প্রবন্ধ' শব্দটি কোন সমাস সাধিত? *(চ. বি ২০১৬-১৭)*
A. কর্মধারয় B. প্রাদি
C. অব্যয়ীভাব D. নিত্য **উ: B**

১২২. সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস নয় কোনটি? *(চ. বি ২০১৬-১৭)*
A. লোকজন B. ছোটোবড়ো
C. ঘরবাড়ি D. চিঠিপত্র **উ: B**

১২৩. 'নিয়ম-কানুন' কোন সমাস? *(শা. বি ২০১৬-১৭)*
A. অলুক দ্বন্দ্ব B. নঞ তৎপুরুষ
C. সমার্থক দ্বন্দ্ব D. সহচর দ্বন্দ্ব **উ: C**

১২৪. "আশৈশব আত্ম নিন্দা শুনিয়াছি" – এখানে 'আশৈশব' কোন সমাস? *(ডা. বি গ ১৩-১৪)*
A. কর্মধারয় B. বহুব্রীহি
C. অব্যয়ীভাব D. তৎপুরুষ **উ: C**

১২৫. 'সেতার' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? *(খু. বি ১৬-১৭)*
A. কর্মধারয় B. দ্বিগু
C. নিত্য D. বহুব্রীহি **উ: D**

ব্যাখ্যা: অনেক প্রচলিত বইয়ে 'সেতার' শব্দের ব্যাসবাক্য করা হয়েছে তিন তারের সমাহার এবং শব্দটিকে দ্বিগু সমাস বলা হয়েছে কারণ দ্বিগু সমাসের পরপদ সাধারণত বিশেষ্য হয়। এখানে তার শব্দটি বিশেষ্য এটা ঠিক, কিন্তু 'সেতার' তো পরপদ প্রধান না; এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। 'সেতার' দ্বারা যে-কোনো তিনটি তারকে না বুঝিয়ে একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। এটা সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি। সংখ্যাবাচক বহুব্রীহির সমস্তপদের পরপদ সাধারণত বিশেষণ পদ হয়ে থাকে। তবে মাঝে মাঝে তা বিশেষ্যও হয়ে থাকে। যেমন:

চৌবাচ্চা = চার বাচ্চা আছে যার (পানি ধরার পাত্র), চৌকাঠ = চার কাঠ আছে যার (কাঠের চারকোণা দরজার ফ্রেম যাতে কপাটের পাল্লা লাগানো হয়), দশানন = দশ আনন আছে যার (রাবণ)। এই উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটিই বিশেষ্য পদ। সূত্রানুসারে এগুলো দ্বিগু সমাস কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই পূর্বপদ / পরপদের অর্থকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্য কোনো বিশেষ অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে অর্থাৎ এগুলো সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস। 'সেতার' শব্দটিও এরকমই একটি শব্দ।

১২৬. 'ভূতপূর্ব' কোন সমাসের উদাহরণ? *(রা. বি ২০১৬-১৭)*
A. কর্মধারয় B. অব্যয়ীভাব
C. তৎপুরুষ D. বহুব্রীহি **উ: C**

১২৭. 'লাঠালাঠি' - কোন সমাস? *(কু. বি ২০১৬-১৭)*
A. প্রাদি সমাস B. ব্যতিহার বহুব্রীহি
C. কর্মধারয় সমাস D. দ্বন্দ্ব সমাস **উ: B**

১২৮. কর্মধারায় সমাস কোনটি? *(ডা. বি খ ২০১৩-১৪)*
A. দেশত্যাগ B. হতশ্রী
C. অনুদান D. ভদ্রমহিলা **উ: D**

১২৯. 'লোকান্তর' শব্দটি কোন সমাস-সাধিত? *(চ. বি ২০১৬-১৭)*
A. বহুব্রীহি B. কর্মধারয়
C. নিত্য D. দ্বিগু **উ: C**

১৩০. 'হাতাহাতি' কোন সমাস ভুক্ত? *(ডা. বি গ ২০১৩-১৪)*
A. দ্বন্দ্ব সমাস B. বহুব্রীহি সমাস
C. প্রাদি সমাস D. কর্মধারয় সমাস **উ: B**

১৩১. 'বাহুলতা' শব্দের সমাস হলো - *(কু. বি ২০১৬-১৭)*
A. উপমান কর্মধারয় B. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
C. উপমিত কর্মধারয় D. সাধারণ কর্মধারয় **উ: C**

১৩২. কোনটি 'ঈষৎ' অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস? *(ডা. বি. গ ১৫-১৬)*
A. আরক্তিম B. আজীবন
C. আগমন D. আপাদমস্তক **উ: A**

অনুশীলনযোগ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১৩৩. 'পৃষ্ঠপ্রদর্শন' কোন সমাস?
A. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ B. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
C. তৃতীয়া তৎপুরুষ D. পঞ্চমী তৎপুরুষ **উ: A**

১৩৪. 'ঝড়-ঝাপটা'র সমাস নির্ণয় কর –
A. অলুক দ্বন্দ্ব B. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
C. তৃতীয়া তৎপুরুষ D. ষষ্ঠী তৎপুরুষ **উ: D**

১৩৫. 'গোলাপফুল' সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য কোনটি?
A. গোলাপের ফুল B. গোলাপ নামের ফুল
C. গোলাপি ফুল
D. গোলাপি রঙের ফুল **উ: B**

১৩৬. 'কোলে ও পিঠে = কোলেপিঠে' – এটি কোন প্রকার সমাস?
A. সমার্থক দ্বন্দ্ব B. বহুপদী দ্বন্দ্ব
C. অলুক দ্বন্দ্ব D. তৎপুরুষ **উ: C**

১৩৭. 'পূজার্থ' কোন সমাস?
A. ৪র্থী তৎপুরুষ B. বহুব্রীহি
C. ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ D. কর্মধারয় **উ: A**

১৩৮. 'রাজরানি'র ব্যাসবাক্য হলো –
A. রাজার রানি B. রাজ রানি
C. রাজা ও রানি D. রাজা রানি **উ: A**

১৩৯. 'উপকণ্ঠ' – কোন সমাসের উদাহরণ?
A. বহুব্রীহি B. দ্বন্দ্ব
C. তৎপুরুষ D. অব্যয়ীভাব **উ: D**

১৪০. 'মানবহৃদয়' কোন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদ?
A. দ্বন্দ্ব B. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
C. বহুব্রীহি D. অলুক দ্বন্দ্ব **উ: B**

১৪১. 'হলুদবাটা' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য –
A. হলুদের বাটা B. হলুদকে বাটা
C. বাটা যে হলুদ
D. বাটা হয়েছে যে হলুদ **উ: C**

১৪২. 'হাটবাজার' কোন অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস?
A. মিলনার্থে B. বিরোধার্থে
C. সমার্থে D. বিপরীতার্থে **উ: C**

১৪৩. 'ঝালমুড়ি' – এর সঠিক ব্যাসবাক্য ও সমাস নিচের কোনটি?
A. ঝাল দ্বারা মুড়ি B. ঝাল মিশ্রিত মুড়ি
C. ঝালের মুড়ি D. ঝাল ও মুড়ি **উ: B**

১৪৪. 'উড়োজাহাজ' কোন সমাস?
A. বহুব্রীহি B. কর্মধারয়
C. দ্বন্দ্ব D. তৎপুরুষ **উ: B**

১৪৫. 'বাগবিতণ্ডা' কোন সমাস?
A. বহুব্রীহি B. তৎপুরুষ
C. কর্মধারয় D. অব্যয়ীভাব **উ: B**

১৪৬. রক্তনেত্র – এর ব্যাসবাক্য হবে –
A. রক্ত নেত্র যার B. রক্তের ন্যায় নেত্র যার
C. যার নেত্র রক্ত রূপ
D. রক্তের মত লাল নেত্র **উ: B**

১৪৭. দ্বন্দ্ব সমাসে –
A. পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায়
B. পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়
C. উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য বজায় থকে
D. উভয় পদের অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ পায় **উ: C**

১৪৮. 'আশীবিষ' কোন ধরনের সমাস?
A. কর্মধারয় B. তৎপুরুষ
C. বহুব্রীহি D. অব্যয়ীভাব **উ: C**

১৪৯. ব্যাসবাক্যের অপর নাম কি?
A. সরল বাক্য B. যৌগিক বাক্য
C. বিগ্রহ বাক্য D. জটিল বাক্য **উ: C**

১৫০. কোনটি নিত্য সমাস?
A. পঞ্চনদ B. বেয়াদব
C. দেশান্তর D. পদ্মনাভ **উ: C**

১৫১. 'গার্হস্থ্য' পদটির ব্যাসবাক্য কোনটি?
A. গৃহে থাকেন যিনি B. গৃহে স্থিত যে
C. গৃহে স্থিত যা D. গৃহে আশ্রিত যে **উ: C**

১৫২. দ্বন্দ্ব সমাসের ঠিক বিপরীত সমাস কোনটি?
A. কর্মধারয় B. অব্যয়ীভাব
C. তৎপুরুষ D. বহুব্রীহি **উ: D**

১৫৩. উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি?
A. আমরা B. গুণীজন
C. সপ্তাহ D. সর্বনাশা **উ: D**

১৫৪. "জলমগ্ন" সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
A. জলে মগ্ন B. জল হতে মগ্ন
C. জল দ্বারা মগ্ন D. জলে মগ্ন যা **উ: A**

১৫৫. কোনটি নঞ তৎপুরুষ নয়?
A. অপরাহ্ণ B. অনিষ্ট
C. অনৈক্য D. অনেক **উ: A**

১৫৬. 'যাবজ্জীবন' কোন সমাস?
A. বহুব্রীহি B. দ্বন্দ্ব
C. কর্মধারয় D. অব্যয়ীভাব **উ: C**

১৫৭. 'ইত্যাদি' কোন সমাস?
A. বহুব্রীহি B. দ্বন্দ্ব
C. কর্মধারয় D. অব্যয়ীভাব **উ: B**

১৫৮. 'আগাপাছতলা'র ব্যাসবাক্য –
A. আগা থেকে গাছের তলা পর্যন্ত
B. আগা থেকে পাছ ও তলা পর্যন্ত
C. আগু, পিছু ও তলা
D. আগে, পেছনে ও তলায় **উ: C**

১৫৯. 'ধামাধরা' শব্দটি কোন সমাস?
A. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি B. উপপদ তৎপুরুষ
C. বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব
D. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: A**

১৬০. 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ –
A. মিলন B. জোড়া
C. শান্তি D. মীমাংসা **উ: B**

১৬১. 'ঘোড়ার ডিম' কোন সমাস?
A. অলুক তৎপুরুষ B. প্রাদি সমাস
C. নিত্য সমাস
D. উপপদ তৎপুরুষ সমাস **উ: A**

১৬২. পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ, এটি কোন সমাসের উদাহরণ?
A. ৫মী তৎপুরুষ সমাস
B. উপমান কর্মধারয় সমাস
C. উপপদ তৎপুরুষ সমাস
D. কর্মধারয় সমাস **উ: C**

১৬৩. 'মেঘাচ্ছন্ন' সমাসবদ্ধ পদটি কোন সমাস?
A. নঞ তৎপুরুষ B. উপপদ তৎপুরুষ
C. তৃতীয়া তৎপুরুষ D. সপ্তমী তৎপুরুষ **উ: C**

১৬৪. ব্যাপ্তি বুঝালে কোন সমাস হয়?
A. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ B. চতুর্থী তৎপুরুষ
C. পঞ্চমী তৎপুরুষ D. সপ্তমী তৎপুরুষ **উ: A**

১৬৫. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উদাহরণ কোনটি?
A. পাঁচহাতি B. কাঞ্চনপ্রভ
C. দশবছুরে D. গাড়িবারান্দা **উ: D**

১৬৬. 'আম-কুড়ানো' কোন সমাস?
A. চতুর্থী তৎপুরুষ B. তৃতীয়া তৎপুরুষ
C. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ D. পঞ্চমী তৎপুরুষ **উ: C**

১৬৭. 'মহানদী' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
A. মহান যে নদী B. মহতী যে নদী
C. মহৎ যে নদী D. মহীয়সী যে নদী **উ: B**

১৬৮. 'কালান্তর' শব্দটির ব্যাসবাক্য –
A. কালের অন্তর B. অন্তর যে কাল
C. অন্য কাল D. ক্ষুদ্র কাল **উ: C**

১৬৯. 'উপজেলা' শব্দের 'উপ' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. ক্ষুদ্র B. বৃহৎ
C. সাদৃশ D. সমীপে **উ: A**

১৭০. 'ত্রিভুজ' কোন সমাস?
A. দ্বন্দ্ব B. বহুব্রীহি
C. কর্মধারয় D. দ্বিগু **উ: B**

১৭১. 'নিশিদিন' কোন সমাস?
A. দ্বন্দ্ব B. বহুব্রীহি
C. দ্বিগু D. অব্যয়ীভাব **উ: A**

১৭২. 'মনোবিজ্ঞান' কোন সমাস?
A. উপমান কর্মধারয় B. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
C. অলুক তৎপুরুষ
D. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: D**

১৭৩. 'মহারাজ' কোন সমাস?
A. দ্বন্দ্ব B. দ্বিগু
C. বহুব্রীহি D. কর্মধারয় **উ: D**

১৭৪. 'দুধেভাতে' কোন সমাসের উদাহরণ?
A. অলুক তৎপুরুষ B. অলুক দ্বন্দ্ব
C. সমার্থক দ্বন্দ্ব
D. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উ: B**

১৭৫. 'কর্ণকুহর' কোন সমাস?
A. কর্মধারয় B. তৎপুরুষ
C. বহুব্রীহি D. অব্যয়ীভাব **উ: B**

১৭৬. কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাস?
A. বিদ্যালয় B. কাপুরুষ
C. কলুরবলদ D. দশানন **উ: C**

১৭৭. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস?
A. উদ্বেল B. সত্যবাদী
C. যুধিষ্ঠির D. কোনোটিই নয় **উ: B**

১৭৮. 'নুনের অভাব = আলুনি' এটি কোন সমাসের উদাহরণ?
A. নিত্য B. দ্বিগু
C. কর্মধারয় D. অব্যয়ীভাব **উ: D**

১৭৯. নিচের কোনটি নিত্য সমাস?
A. তেপান্তর B. ভালোমন্দ
C. দেশান্তর D. পঞ্চনদ **উ: C**

১৮০. নিচের কোনটি অব্যয়ীভাব সমাস?
A. প্রশিক্ষিত B. প্রতিকূল
C. প্রতিবিম্ব D. প্রতিহিংসা **উ: C**

১৮১. নিচের কোন ব্যাসবাক্য ও সমস্তপদ শুদ্ধ?
A. অর্ধ যে পথ = অর্ধপথ
B. ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ
C. রাজসিক হাঁস = রাজহাঁস
D. বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্ম **উ: B**

১৮২. 'সে, তুমি ও আমি = আমরা' কোন সমাস?
A. সর্বনামযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব
B. মিলনার্থক দ্বন্দ্ব
C. নিত্য সমাস D. একশেষ দ্বন্দ্ব **উ: D**

১৮৩. সমাস নির্ণয় কর: পদ্মনাভ = পদ্ম নাভিতে যার –
A. উপমিত কর্মধারয় B. বহুব্রীহি
C. রূপক কর্মধারয় D. অব্যয়ীভাব **উ: B**

১৮৪. 'দশানন' কোন সমাস?
A. দ্বিগু B. তৎপুরুষ
C. বহুব্রীহি D. অব্যয়ীভাব **উ: C**

১৮৫. 'তুমি, আমি ও সে = আমরা' কোন সমাস?
A. সর্বনামযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব
B. মিলনার্থক দ্বন্দ্ব
C. নিত্য সমাস D. একশেষ দ্বন্দ্ব **উ: C**

১৮৬. 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' কোন সমাস?
A. রূপক কর্মধারয়
B. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
C. ষষ্ঠী তৎপুরুষ D. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ **উ: C**

১৮৭. নিচের কোনটি রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
A. পুষ্পশূন্য B. মরণবীণ
C. সহজসরল D. পথহারা **উ: B**

১৮৮. 'শিক্ষামন্ত্রী' কোন সমাস?
A. অলুক বহুব্রীহি B. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
C. সমার্থক দ্বন্দ্ব D. চতুর্থী তৎপুরুষ **উ: B**

১৮৯. কোনটি অব্যয়ীভাব সমাস?
A. বিকাল B. বিদেশ
C. সকাল D. উদ্বেগ **উ: D**

১৯০. 'নবরত্ন' শব্দটি কোন সমাস?
A. দ্বন্দ্ব B. বহুব্রীহি
C. তৎপুরুষ D. দ্বিগু **উ: D**

১৯১. 'প্রতিদিন' সমস্তপদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
A. ফিদিন B. হরদিন
C. দিন দিন D. প্রত্যেক দিন **উ: C**

১৯২. 'বিস্ময়াপন্ন' সমাসের ব্যাসবাক্য কোনটি?
A. বিস্ময় দ্বারা আপন্ন B. বিস্ময়ে আপন্ন
C. বিস্ময়কে আপন্ন D. বিস্ময় দ্বারা আচ্ছন্ন **উ: C**

১৯৩. 'কাষ্ঠফলক' কোন সমাস?
A. ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ B. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
C. ৭মী তৎপুরুষ D. অলুক ৩য়া **উ: B**

১৯৪. 'উপাচার্য' শব্দটি কোন সমাস সাধিত?
A. উপপদ তৎপুরুষ B. উপমান কর্মধারয়
C. উপমিত কর্মধারয় D. অব্যয়ীভাব **উ: D**

১৯৫. 'উপশহর' শব্দটি কোন সমাস?
A. দ্বন্দ্ব B. দ্বিগু
C. অব্যয়ীভাব D. কর্মধারয় **উ: C**

১৯৬. 'একরোখা' কোন সমাসের উদাহরণ?
A. দ্বিগু B. দ্বন্দ্ব
C. কর্মধারয় D. বহুব্রীহি **উ: D**

১৯৭. 'মৌমাছি' কোন সমাসের উদাহরণ?
A. দ্বন্দ্ব B. কর্মধারয়
C. তৎপুরুষ D. বহুব্রীহি **উ: B**

১৯৮. কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস?
A. দম্পত্তি B. আমরা
C. গায়ে হলুদ D. বাঘে-মহিষে **উ: D**

বাংলা বানানের নিয়ম (বানান শুদ্ধীকরণ)

বাংলা ভাষার বহু বিস্তৃত রূপ, রীতি, ভিন্নতা, বিভ্রাট প্রভৃতি নিরসনকল্পে ১৯৮৪ সালে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সর্ব মহলে অভিন্ন বানানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতি প্রণয়ন করে। সে সূত্র ধরে ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি জাতীয় কর্ম শিবিরের আয়োজন করে। বাংলা একাডেমি এই নিয়ম প্রণয়নে উদ্যোগী হয় ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে। প্রথমে, এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একাডেমি একটি বিশেষজ্ঞ-কমিটি গঠন করে। এই কমিটি বানান সম্বন্ধে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে একাডেমির কাছে পেশ করে। ১৯৯২ সালের নভেম্বরে একাডেমি তা 'বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' নামে ছাপিয়ে মতামত জরিপের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছে পাঠায়। পরে, প্রাপ্ত মতামত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে, একাডেমি নীতিমালাটি চূড়ান্ত করে এবং ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রণীত হয়। আর, ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় এর পরিমার্জিত অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণ এবং বর্তমানে সে এই বানানরীতিই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলা বানানরীতি সম্পর্কে পড়ার আগে অবশ্যই অবশ্যই ণত্ব ও ষত্ব বিধান এবং সন্ধি অধ্যায় খুব ভালো করে পড়বেন। এর কারণ সন্ধির কারণে বাংলা বানানের বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। কোথাও য-ফলা (্য) বসে আর কোথাও য-ফলার সাথে আ-কার (া) যোগ হয়ে বসে; কোথাও ই-কার (ি) / ঊ-কার (ূ) বসে আর কোথাও ঈ-কার (ী) / ঊ-কার (ূ) বসে। এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সন্ধির কারণে হয়ে থাকে। আবার বাংলা বানানের কোথায় দন্ত্য-ন বসবে আর কোথায় মূর্ধন্য-ণ বসবে তা কিন্তু ণত্ব ও ষত্ব বিধানের ওপরই নির্ভর করে। তাই বানান শুদ্ধীকরণের নিয়ম পড়ার আগে এগুলো ভালো করে পড়ে নেবেন।

০১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম / সংস্কৃত শব্দের বানান অবিকৃত ও অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন: চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। তবে যে সব তৎসম শব্দে 'ই' বা 'ঈ' এবং 'উ' বা 'ঊ' উভয়ই শুদ্ধ সেইসব শব্দে 'ই' এবং 'উ' এবং এদের কার চিহ্ন – ' ি ' ' ু ' ব্যবহৃত হবে। যেমন: পদবি, শ্রেণি, কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, যুবতি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা ইত্যাদি।

০২. *** রেফের পর সাধারণত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। এক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখতে হবে ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ বলতে কী বোঝায়? সমগোত্রীয় বা একই ব্যঞ্জন পাশাপাশি দুইবার উচ্চারিত হলে অথবা বর্ণের সাথে ব-ফলা (ব), ম-ফলা (ম) বা য-ফলা (য) যুক্ত হলে ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~অর্জ্জন~~	অর্জন	~~কর্ত্তা~~	কর্তা	~~কর্ম্ম~~	কর্ম
~~কার্ত্তিক~~	কার্তিক	~~কার্য্য~~	কার্য	~~সূর্য্য~~	সূর্য
~~বার্দ্ধক্য~~	বার্ধক্য	~~মূর্চ্ছা~~	মূর্ছা	~~ধর্ম্ম~~	ধর্ম
~~ধৈর্য্য~~	ধৈর্য	~~মার্জ্জনা~~	মার্জনা	~~জর্দ্দা~~	জর্দা
~~সৌহার্দ্দ্য~~	সৌহার্দ	~~কার্য্যালয়~~	কার্যালয়	~~সৌন্দর্য্য~~	সৌন্দর্য

এরূপ আরও কিছু শুদ্ধ বানান – অর্চনা, অর্থ, অর্ধ, উর্ধ্ব, ঐশ্বর্য, কর্তন, গর্জন, ঘূর্ণমান, ঘূর্ণায়মান, মাধুর্য, শর্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: অর্ঘ্য (পূজার উপকরণ), হর্ম্য (অট্টালিকা), দৈর্ঘ্য, বর্জ্য, মর্ত্য (পৃথিবী), সামর্থ্য, নৈর্ব্যক্তিক, চর্ব্যচূষ্য, বৈবর্ণ্য। এই শব্দগুলো সংস্কৃত ভাষার শব্দ। সাধারণত এই শব্দগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না।

০৩. *** তৎসম শব্দের সঙ্গে করণ, কৃত, ভবন, ভূত প্রভৃতি যুক্ত হলে ঈ-কার আগম হয়। যেমন:

মূল শব্দ	শুদ্ধ বানান	মূল শব্দ	শুদ্ধ বানান
অঙ্গ	অঙ্গীভূত	নিরস্ত্র	নিরস্ত্রীকরণ / নিরস্ত্রীকৃত
আত্ত	আত্তীকরণ / আত্তীকৃত	বশ	বশীকরণ / বশীভূত
দূর	দূরীকৃত / দূরীকরণ / দূরীভূত	বাষ্প	বাষ্পীকরণ / বাষ্পীভূত
দ্রব	দ্রবীকৃত / দ্রবীভবন / দ্রবীভূত	শুদ্ধ	শুদ্ধীকরণ / শুদ্ধীকৃত
নাসিক্য	নাসিক্যীভবন	সম	সমীকরণ / সমীভবন

০৪. *** বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে পরিমাণ বা গণনাবাচক শব্দের বানানগুলো তদ্ভব হওয়ায় এগুলোতে বসবে 'উ-কার' আর ক্রমবাচক শব্দের বানানগুলো তৎসম হওয়ায় এগুলোতে বসবে 'ঊ-কার'। যেমন:

সংখ্যা	১৯	২৯	৩৯	৪৯	৫৯	৬৯	৭৯	৮৯
গণনাবাচক	উনিশ	উনত্রিশ	উনচল্লিশ	উনপঞ্চাশ	উনষাট	উনসত্তর	উনআশি	উননব্বই
ক্রমবাচক	ঊনবিংশ	ঊনত্রিংশ	ঊনচত্বারিংশ	ঊনপঞ্চাশত্তম	ঊনষষ্টিতম	ঊনসপ্ততিতম	ঊনআশিতিতম	ঊননবতিতম

০৫. *** শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: গাং, ব্যাং, ঢং, পালং, রং, সং ইত্যাদি। তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে তখন 'ঙ' হবে। যেমন: গাঙের, বাঙালি, ব্যাঙের ছাতা, ব্যাঙাচি, ঢঙি, রঙিন, রঙের ইত্যাদি।

০৬. *** সাধারণত ক, খ, গ, ঘ এবং ক্ষ – এর পূর্বে নাসিক্য বর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র 'ঙ' লিখতে হবে। যেমন:

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~অংক, অংকন~~	অঙ্ক, অঙ্কন	~~বংগ, গংগা~~	বঙ্গ, গঙ্গা	~~কংকাল~~	কঙ্কাল
~~অংগ, আতংক~~	অঙ্গ, আতঙ্ক	~~লংঘন~~	লঙ্ঘন	~~কিণাংক~~	কিণাঙ্ক
~~আকাংক্ষা~~	আকাঙ্ক্ষা	~~শংখ~~	শঙ্খ	~~শৃংখলা~~	শৃঙ্খলা
~~শংকা, আশংকা~~	শঙ্কা, আশঙ্কা	~~বংকিম~~	বঙ্কিম	~~সংগী, সংগে~~	সঙ্গী, সঙ্গে
~~পুংখানুপুংখ~~	পুঙ্খানুপুঙ্খ	~~সর্বাংগীন~~	সর্বাঙ্গীণ	~~সংগা~~	সংজ্ঞা

তবে কেবল সন্ধিতে প্রথম শব্দের শেষে 'ম্' থাকলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে 'ম্' এর স্থলে ' ং ' লিখতে হবে। যেমন:

ভুল বানান	সন্ধি বিচ্ছেদ	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	সন্ধি বিচ্ছেদ	শুদ্ধ বানান
অহঙ্কার	অহম্ + কার	অহংকার	সঙ্কীর্ণ	সম্ + কীর্ণ	সংকীর্ণ
~~অলঙ্কার~~	অলম্ + কার	অলংকার	~~সঙ্খ্যা~~	সম্ + খ্যা	সংখ্যা
~~ভয়ঙ্কর~~	ভয়ম্ + কর	ভয়ংকর	~~সঙ্গীত~~	সম্ + গীত	সংগীত
~~শুভঙ্কর~~	শুভম্ + কর	শুভংকর	~~সঙ্ঘ~~	সম্ + ঘ	সংঘ
~~হৃদয়ঙ্গম~~	হৃদয়ম্ + গম	হৃদয়ংগম	~~সঙ্ঘটন~~	সম্ + ঘটন	সংঘটন
ব্যতিক্রম: শঙ্কা = শম্ + কা।					

০৭. *** 'আলি' ও 'অঞ্জলি' প্রত্যয় যুক্ত শব্দে ই-কার (ি) হবে। যেমন: গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, অর্ঘ্যাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, জলাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, খেয়ালি, বর্ণালি, সোনালি, রুপালি, গীতালি, মিতালি, হেঁয়ালি, পুবালি, গোড়ালি, মেয়েলি, চৈতালি ইত্যাদি।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়: সোনালি ও রুপালির ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয়। আর তা হচ্ছে ব্যাংকের নামের ক্ষেত্রে ঈ-কার (ী) যুক্ত থাকে। তবে সোনালি ও রুপালি পদ দুটো যদি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে ই-কার (ি) বসবে। যেমন: সোনালি আঁশ, রুপালি মাছ ইত্যাদি।

সোনালি আঁশ (পাট)

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
Sonali Bank Limited

রুপালি মাছ (ইলিশ)

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

০৮. *** লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবেই লেখা হবে। যেমন: শামসুর রাহমান, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হুমায়ূন আহমেদ, হুমায়ুন আজাদ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আহমদ ছফা, তাহমিমা আনাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শেখ ফজলল করিম, সোমেন চন্দ, জীবনানন্দ দাশ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, শহীদুল্লা কায়সার, জসীমউদ্‌দীন, মুনীর চৌধুরী।

০৯. *** দেশ, জাতি ও ভাষার নামের ক্ষেত্রে ই / উ লিখতে হবে। যেমন: পোর্তুগিজ, গ্রিস, ইংরেজি, ফারসি, দেশি, বাঙালি ইত্যাদি। ব্যতিক্রম: চীন, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ। তবে 'ঈয়' প্রত্যয় যুক্ত থাকলে ঈ-কার হবে। যেমন: এশীয়, অস্ট্রেলীয়, আরবীয়, ভারতীয়, ইউরোপীয় ইত্যাদি।

১০. *** সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে 'কী' শব্দটি ঈ-কার (ী) দিয়ে লেখা হবে। যেমন: কী করছ? এটা কী বই? কী করে যাব? এটা কী ফল? কী কথা বলতে চাও তুমি? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী? অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার (ি) দিয়ে 'কি' শব্দটি লেখা হবে। যেমন: তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল?

টেকনিক: যে প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বা না উত্তর দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে 'কি' হবে। হ্যাঁ বা না উত্তর দেওয়া না গেলে 'কী' হবে।

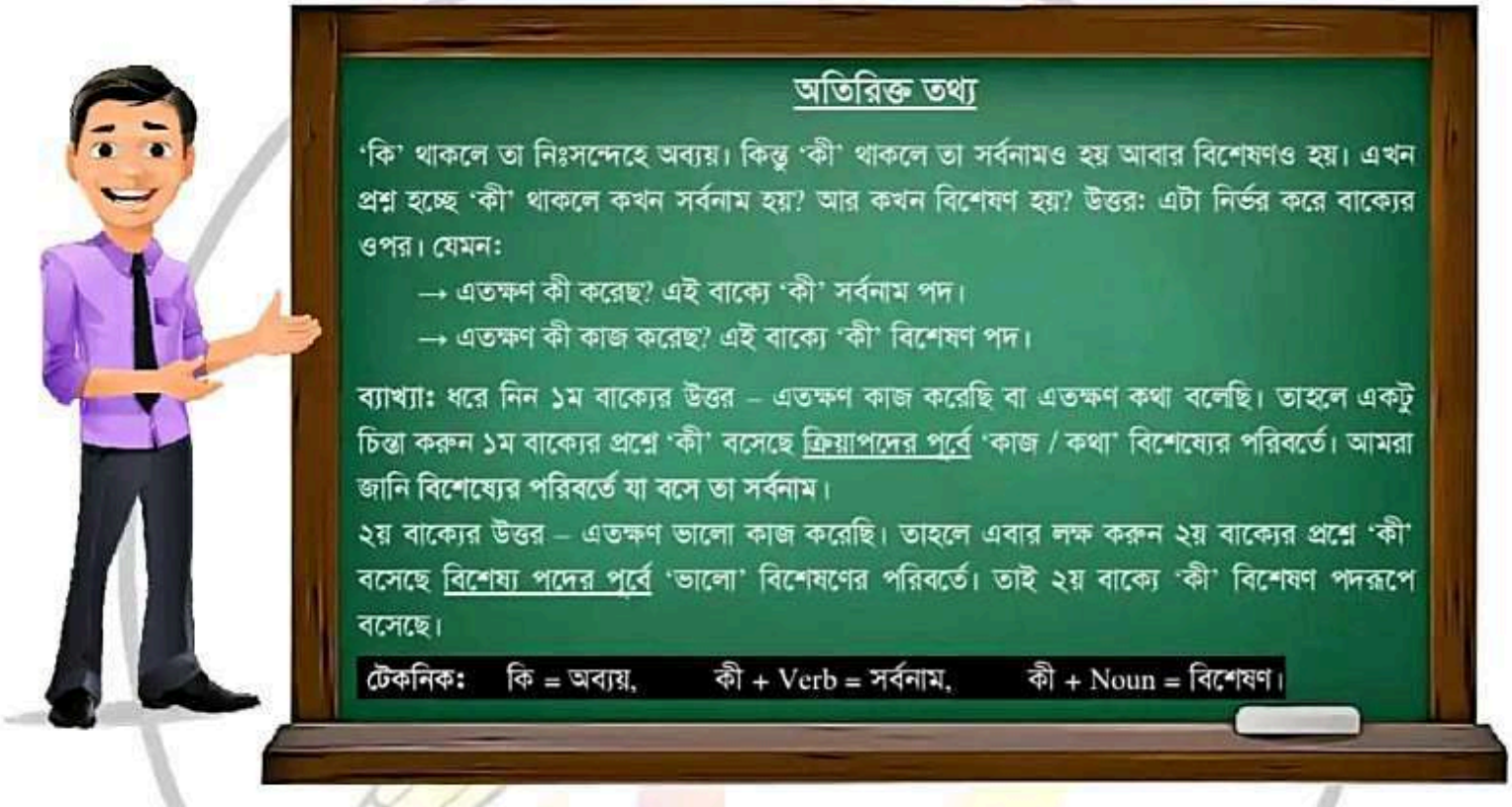

১১. তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে হবে ঈ-কার আর অতৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে বসবে ই-কার। যেমন:

- ✓ **তৎসম:** শ্রীমতী, নারী, বান্ধবী, সম্রাজ্ঞী, নেত্রী, কর্ত্রী, পত্নী, রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী, সতী, ধাত্রী, শ্রোত্রী, বৈষ্ণবী, গরীয়সী, মহীয়সী, পটীয়সী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি। ব্যতিক্রম: যুবতি।
- ✓ **অতৎসম:** ভেড়ি (তদ্ভব), দাদুরি (তদ্ভব), গাভি (তদ্ভব), রানি (তদ্ভব), মামি (দেশি), চাচি (তদ্ভব), দাদি (তদ্ভব), নানি (হিন্দি), বিবি (ফারসি), বাঁদি (ফারসি), মেথরানি (ফারসি) ইত্যাদি।

১২. *** ব্যক্তিবাচক শব্দের শেষে 'কারী বানানে 'ঈ-কার' ও অব্যক্তিবাচক শব্দের শেষে 'কারি' বানানে ই-কার হবে। যেমন:

- ✓ **ব্যক্তিবাচক:** অপকারী, অধিকারী, আবেদনকারী, উপকারী, নির্মাণকারী, সহকারী ইত্যাদি।
- ✓ **অব্যক্তিবাচক:** তরকারি, সরকারি, দরকারি, পাইকারি ইত্যাদি।

১৩. *** দু / দূ দিয়ে শব্দ গঠিত হলে কেবল দূরত্ব (Distance) বা দূরের কিছু বুঝাতে 'দূ' বসে, অন্য সব জায়গায় 'দু' বসে। যেমন: দূত, দূরদর্শন, দূরদর্শী, দূরদৃষ্টি (দূরের দৃষ্টি), দুরদৃষ্ট (মন্দভাগ্য), দূরীকরণ, দূরবীক্ষণ, দূরালাপনী, দূরীভূত, দুরবস্থা, দুরারোগ্য, দুরূহ, দূরান্ত (দূরের অন্ত), দুরন্ত (চঞ্চল), দুর্গ, দুর্গা, দুর্গম, দুর্গত, দুর্বিষহ, দুর্ঘটনা, দুর্নীতি, দুর্দিন, দুর্নাম, দুর্বার, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরাচার, দুরাশয়, দুর্নিবার, দুর্ভোগ, দুর্বল, দুহিতা ইত্যাদি। ব্যতিক্রম: দূর্বা, দূষণ, দূষক, দূষিত, দূষণীয়, দুরবিন (ফারসি)।

১৪. পদান্তে কোনো বিসর্গ থাকবে না। যেমন: ইতস্তত, ক্রমশ, কার্যত, প্রথমত, প্রধানত, প্রায়শ, পুনঃপুন, বস্তুত, মূলত ইত্যাদি।

১৫. *** শব্দের শেষে 'জীবী' বসলে 'জ' ও 'ব' দুটোতেই ঈ-কার হয়। যেমন: পরজীবী, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, চিরজীবী, ক্ষীণজীবী, শ্রমজীবী, পেশাজীবী, দীর্ঘজীবী ইত্যাদি। তবে শব্দের প্রথমে 'জীবি' বসলে 'জ' তে ঈ-কার ও 'ব' তে ই-কার হয়। যেমন: জীবিকা, জীবিত, জীবিতাশা (বেঁচে থাকার ইচ্ছা), জীবিতেশ (স্বামী) ইত্যাদি।

১৬. বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের বানানে 'য' বহুল প্রচলিত হলেও তা ভুল। এক্ষেত্রে সর্বদা 'জ' লিখতে হবে। যেমন:

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	উৎস	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	উৎস
~~জাহায~~	জাহাজ	আরবি	~~কায়ু~~	কাজু	পোর্তুগিজ
~~গয়ল~~	গজল		~~গীর্যা~~	গির্জা	
~~নয়র~~	নজর		~~বুর্যোয়া~~	বুর্জোয়া	ফরাসি
~~রময়ান~~	রমজান		~~কাগয, কায়ী~~	কাগজ, কাজি	ফারসি
~~ওযু, কায়া~~	ওজু, কাজা		~~যাদু, যাদুকর~~	জাদু, জাদুকর	
~~নাযির~~	নাজির		~~হাযার, বাযার~~	হাজার, বাজার	
~~যোহর~~	জোহর		~~দরযা~~	দরজা	
~~যাকাত~~	জাকাত		~~আযান~~	আজান	
~~খারিয~~	খারিজ		~~নামায, রোযা~~	নামাজ, রোজা	

১৭. *** বিদেশি শব্দের বানানে ই, উ ও এদের কার অর্থাৎ ই-কার (ি), উ-কার (ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন:

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	উৎস	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	উৎস
~~প্রী~~	পরি	ফারসি	~~স্টেশনারী~~	স্টেশনারি	ইংরেজি
~~পীর~~	পির		~~লাইব্রেরী~~	লাইব্রেরি	
~~বীমা~~	বিমা		~~ইঞ্জল~~	ইগল	
~~বর্গী~~	বর্গি		~~ডিগ্রী~~	ডিগ্রি	
~~জামদানী~~	জামদানি		~~প্রাদ্রী~~	পাদরি	পোর্তুগিজ
~~পাঞ্জাবী~~	পাঞ্জাবি		~~গীর্জা~~	গির্জা	
~~লুঙ্গী~~	লুঙ্গি		~~মিস্ত্রী~~	মিস্ত্রি	
খুশী	খুশি		~~শহীদ~~	শহিদ	আরবি
দূরবীণ	দুরবিন		গায়েবী	গায়েবি	
~~ধূতী~~	ধুতি	হিন্দি	~~আজনবী~~	আজনবি	
~~ঢেঁকী~~	ঢেঁকি		~~আসামী~~	আসামি	
~~কাহিনী~~	কাহিনি		~~তৈরী~~	তৈরি	

১৮. বিদেশি শব্দের বানানে অনুচ্চারিত ব-ফলার (ব) বহুল প্রচলন থাকলেও তা ভুল। আধুনিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী বিদেশি শব্দের বানানে অনুচ্চারিত ব-ফলা (ব) হবে না। যেমন:

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	উৎস	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	উৎস
~~জ্বীন~~	জিন	আরবি	~~হজ্ব~~	হজ	আরবি
~~জ্বি / জ্বী~~	জি	আরবি	~~দ্বীন~~ (ধর্ম)	দিন	আরবি

১৯. *** সমাসবদ্ধ পদ যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন: অদৃষ্টপূর্ব, পূর্বপরিচিত, লক্ষ্যভ্রষ্ট, জটিলতামূলক, জ্ঞানসিন্ধু, বিষাদমণ্ডিত, সংবাদপত্র, সংযতবাক ইত্যাদি।

লক্ষণীয়: উল্লিখিত নিয়মের 'যথাসম্ভব' পদটি রেখাঙ্কিত করার কারণ সমাসবদ্ধ পদ লেখার ক্ষেত্রে আরও দুটি নিয়ম প্রচলিত আছে। সচরাচর আমরা এগুলো প্রচলিত বইগুলোতে দেখতে পাই না। নিয়মদুটি হচ্ছে –

→ সমাসবদ্ধ পদ লেখার ক্ষেত্রবিশেষে হাইফেন (-) ব্যবহার করা যাবে। যেমন: মা-বাবা, দা-কুমড়া, অহি-নকুল, সাহেব-বিবি-গোলাম, বাপ-ছেলে, মা-মেয়ে ইত্যাদি।

→ অলুক তৎপুরুষ ও অলুক বহুব্রীহি সমাস লেখার সময় সমাসবদ্ধ পদ আলাদা লেখা যাবে। যেমন: ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, চোখের বালি, গোরুর দুধ, খনার বচন, তাসের ঘর, ভোরের পাখি, সোনার তরি, মনের মানুষ, ডুমুরের ফুল, কানে খাটো, কানে কলম, হাতে খড়ি, হাতে ছড়ি, পায়ে বেড়ি, মাথায় পাগড়ি, কথায় পটু ইত্যাদি।

২০. সমাসবদ্ধ পদে ই-কার বসে। যেমন: মন্ত্রীর সভা = মন্ত্রিসভা, শশীর ভূষণ = শশিভূষণ, প্রাণীর জগৎ = প্রাণিজগৎ ইত্যাদি।

২১. *** অদ্ভুত শব্দটি ব্যতীত 'ভূত' দিয়ে আর যত শব্দ আছে সব জায়গায় ঊ-কার হবে। যেমন: উদ্ভূত, কিম্ভূত, প্রভূত, দ্রবীভূত, দূরীভূত, ঘনীভূত, পুঞ্জিভূত, বাষ্পীভূত ইত্যাদি।

প্রচলিত ভুল

প্রচলিত বইগুলোর 'বানান শুদ্ধীকরণ' অধ্যায়ের ভুল ব্যাখ্যা:

✓ 'অদ্ভুত' ও 'ভুতুড়ে' শব্দদুটিতে কেবল 'উ-কার' ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সকল 'ভূত' বানানে 'ঊ-কার' ব্যবহৃত হয়। যেমন: কিম্ভূত, দ্রবীভূত, ঘনীভূত, বাষ্পীভূত, উদ্ভূত ইত্যাদি।

✓ কিছু কিছু বইতে তো 'অদ্ভুত' ও 'ভুতুড়ে' শব্দদুটির সাথে 'ভুত' বানানেও 'উ-কার' ব্যবহৃত হয় – এমনটা বলা আছে।

আমি বড়ো বড়ো দুটি ফেসবুক গ্রুপেও দেখেছি ওপরের নিয়ম দুটো লিখে বাংলা বানান শুদ্ধীকরণ শেখানো হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এটাই যে 'বানান শুদ্ধীকরণ' অধ্যায়ের এই নিয়মটাই অশুদ্ধ।

প্রচলিত ভুল নিয়ম দুটির প্রেক্ষাপট ও সঠিক ব্যাখ্যা:

ড. হায়াৎ মামুদ স্যারের 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন' বইটিতে এটা লেখা ছিল যে 'অদ্ভুত' ও 'ভুতুড়ে' শব্দদুটিতে কেবল 'উ-কার' ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সকল 'ভূত' বানানে 'ঊ-কার' ব্যবহৃত হয়। একারণেই বাজারের প্রচলিত বইগুলোতে এই নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। তবে ড. হায়াৎ মামুদ স্যারের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মানে প্রায় ৩০ বছর আগে। বইটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণও প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে মানে প্রায় ২০ বছর আগে। এই কথাগুলো বলার কারণ বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলাদেশে বানান লেখার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব অনেক বেশি ছিল যা বর্তমানে বহুলাংশেই লোপ পেয়েছে।

তাছাড়া ওই সময় 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' প্রচলিত ছিল। বাংলা একাডেমির 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' ও 'সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' অনেক পুরানো। এগুলোর নতুন সংস্করণই হচ্ছে 'আধুনিক বাংলা অভিধান' যা ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১ম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 'আধুনিক বাংলা অভিধান' সর্বজনস্বীকৃত। আর 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে –

✓ কেবল 'অদ্ভুত' শব্দটিতেই 'উ-কার' ব্যবহৃত হবে। এছাড়া 'ভূত' যুক্ত সকল শব্দে 'ঊ-কার' বসবে। এমনকি 'ভূত' বা 'ভূতুড়ে' শব্দটিতেও 'ঊ-কার' বসবে।

✓ উল্লেখ্য, আধুনিক বাংলা অভিধানে 'ভুতুড়ি' বানানটা 'উ-কার' দিয়ে দেওয়া আছে যার অর্থ কাঁঠালের ভেতরের বর্জ্য। দুটো বানানই অর্থগত দিক থেকে আলাদা ও পদগত দিক থেকেও ভিন্ন।

সার কথা: অদ্ভুত – উ-কার ভূত – ঊ-কার ভূতুড়ে – ঊ-কার ভুতুড়ি – উ-কার

২২. *** গ্রাস করা অর্থে শব্দের শেষে 'স্ত' বসে আর থাকা অর্থে শব্দের শেষে 'স্থ' বসে। যেমন: অস্ত, আশ্বস্ত, ন্যস্ত, ব্যস্ত, বিন্যস্ত, বিধ্বস্ত, প্রশস্ত, নেশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, অভ্যস্ত, বিশ্বস্ত, সমস্ত, আত্মস্থ, মুখস্থ, ঠোঁটস্থ, কণ্ঠস্থ, গৃহস্থ, তটস্থ, নিকটস্থ, গর্ভস্থ, ভূগর্ভস্থ, সমাধিস্থ, দ্বারস্থ, দুস্থ, সুস্থ, অসুস্থ ইত্যাদি।

টেকনিক:

→ শব্দ থেকে 'স্ত' বাদ দিলে তা কোনো পূর্ণাঙ্গ শব্দ হবে না। যেমন: আশ্ব, বিন্য, বিধ্ব, প্রশ, নেশাগ্র, বিপদগ্র, ক্ষতিগ্র, অভ্য। ব্যতিক্রম: বিশ্বস্ত, সমস্ত।

→ শব্দ থেকে 'স্থ' বাদ দিলে তা একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ হবে। যেমন: আত্ম, মুখ, ঠোঁট, কণ্ঠ, গৃহ, তট, নিকট, গর্ভ, ভূগর্ভ, সমাধি, দ্বার, দু (খারাপ), সু (ভালো), অসু (প্রাণ)।

২৩. *** মূল শব্দের বানানের শেষে যদি ঈ-কার (ী) থাকে এবং তার পরে যদি ত / ত্ব / তা / নী ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করা থাকে অথবা তত্ত্ব / সভা / পরিষদ / বিদ্যা / জগৎ ইত্যাদি শব্দ যোগ করা থাকে তাহলে ওই শব্দের শেষের ঈ-কার (ী) পরিবর্তিত হয়ে ই-কার (ি) হবে। যেমন:

মূল শব্দ	শুদ্ধ বানান	মূল শব্দ	শুদ্ধ বানান	মূল শব্দ	শুদ্ধ বানান
প্রবাহী + ত	প্রবাহিত	অধিকারী + ত্ব	অধিকারিত্ব	সহযোগী + তা	সহযোগিতা
উৎসাহী + ত	উৎসাহিত	কৃতী + ত্ব	কৃতিত্ব	প্রতিযোগী + তা	প্রতিযোগিতা
বিলাসী + তা	বিলাসিতা	দায়ী + ত্ব	দায়িত্ব	মনোযোগী + তা	মনোযোগিতা
পারদর্শী + তা	পারদর্শিতা	স্থায়ী + ত্ব	স্থায়িত্ব	মন্ত্রী + ত্ব	মন্ত্রিত্ব
উপকারী + তা	উপকারিতা	পক্ষপাতী + ত্ব	পক্ষপাতিত্ব	মন্ত্রী + সভা	মন্ত্রিসভা
দূরদর্শী + তা	দূরদর্শিতা	একাকী + ত্ব	একাকিত্ব	মন্ত্রী + পরিষদ	মন্ত্রিপরিষদ
প্রতিদ্বন্দ্বী + তা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাণী + বিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	প্রণয়ী + নী	প্রণয়িনী
অনুগামী + নী	অনুগামিনী	প্রাণী + জগৎ	প্রাণিজগৎ	মায়াবী + নী	মায়াবিনী
ব্যতিক্রম: সতী + ত্ব = সতীত্ব; নারী + ত্ব = নারীত্ব; কুমারী + ত্ব = কুমারীত্ব।					

২৪. *** বিশেষণ পদকে বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত করার উপায় হচ্ছে বিশেষণ শব্দটির সাথে য-ফলা (্য) অথবা 'তা' প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে। কিন্তু দুটি যদি একসাথে যুক্ত করা হয় তাহলে তা ভুল হবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে – 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু য-ফলা (্য) যুক্ত হলে শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন:

বিশেষণ	বিশেষ্য	ভুল প্রয়োগ	বিশেষণ	বিশেষ্য	ভুল প্রয়োগ
অলস	অলসতা / আলস্য	~~অলস্য / আলস্যতা~~	দুর্বল	দুর্বলতা / দৌর্বল্য	~~দৌর্বল্যতা~~
উজ্জ্বল	উজ্জ্বলতা / ঔজ্জ্বল্য	~~ঔজ্জ্বল্যতা~~	বহুল	বহুলতা / বাহুল্য	~~বাহুল্যতা~~
এক	একতা / ঐক্য	~~ঐকতা~~	বিচিত্র	বিচিত্রতা / বৈচিত্র্য	~~বিচিত্র্য / বৈচিত্র্যতা~~
কৃপণ	কৃপণতা / কার্পণ্য	~~কার্পণ্যতা~~	বিপরীত	বৈপরীত্য	~~বিপরীত্য~~
চপল	চপলতা / চাপল্য	~~চপল্য / চাপল্যতা~~	বিশিষ্ট	বিশিষ্টতা / বৈশিষ্ট্য	~~বিশিষ্ট্য / বৈশিষ্ট্যতা~~
চঞ্চল	চঞ্চলতা / চাঞ্চল্য	~~চঞ্চল্য / চাঞ্চল্যতা~~	সমর্থ	সামর্থ্য	~~সমর্থ্য / সামর্থ্যতা~~
চরিত্র	চারিত্র্য	~~চরিত্র্য~~	সুজন	সৌজন্য	~~সৌজন্যতা~~
দরিদ্র	দরিদ্রতা / দারিদ্র্য	~~দরিদ্র্য / দারিদ্র্যতা~~	স্বতন্ত্র	স্বতন্ত্রতা / স্বাতন্ত্র্য	~~স্বতন্ত্র্য / স্বাতন্ত্র্যতা~~
দীন	দীনতা / দৈন্য	~~দৈন্যতা~~	সুন্দর	সৌন্দর্য	~~সৌন্দর্যতা~~
ব্যতিক্রম: যোগ্য (বিশেষণ) – যোগ্যতা (বিশেষ্য); দুর্লঙ্ঘ্য (বিশেষণ) – দুর্লঙ্ঘ্যতা (বিশেষ্য); দুর্লক্ষ্য (বিশেষণ) – দুর্লক্ষ্যতা (বিশেষ্য)।					

২৫. *** নাই, নেই, না এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন: বসে নাই, খিদে নেই, খাব না, যাব না, পড়ব না ইত্যাদি। তবে 'নি' অব্যয়টি শব্দের সাথে যুক্ত করে লিখতে হবে। যেমন: করিনি, বসিনি, খাইনি ইত্যাদি।

২৬. *** মূল শব্দের শেষে ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয় যুক্ত হলে আদিস্বর বৃদ্ধি পায়। যেমন:

মূল শব্দ	শুদ্ধ বানান	ভুল প্রয়োগ	মূল শব্দ	শুদ্ধ বানান	ভুল প্রয়োগ
অকস্মাৎ	আকস্মিক	~~অকস্মিৎ~~	প্রমাণ	প্রামাণিক	~~প্রমাণিক~~
অনুষঙ্গ	আনুষঙ্গিক	~~অনুষঙ্গিক~~	ব্যবহার	ব্যাবহারিক	~~ব্যবহারিক~~
অভ্যন্তর	আভ্যন্তরিক	~~অভ্যন্তরিক~~	ব্যবসায়	ব্যাবসায়িক	~~ব্যবসায়িক~~
উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক	~~উপনিবেশিক~~	ভূগোল	ভৌগোলিক	~~ভূগোলিক~~
উপন্যাস	ঔপন্যাসিক	~~উপন্যাসিক~~	রবীন্দ্র	রাবীন্দ্রিক	~~রবীন্দ্রিক~~
তৎক্ষণ	তাৎক্ষণিক	~~তৎক্ষণিক~~	সময়	সাময়িক	~~সময়িক~~
নীতি	নৈতিক	~~নীতিক~~	সমসময়	সাময়িক	~~সমসাময়িক~~
পুনঃপুন	পৌনঃপুনিক	~~পুনঃপুনিক~~	সর্বক্ষণ	সার্বক্ষণিক	~~সর্বক্ষণিক~~
প্রত্যহ	প্রাত্যহিক	~~প্রাত্যাহিক~~	সুপ্ত	সৌপ্তিক	~~সুপ্তিক~~
ব্যতিক্রম – ১: অর্থনীতি – অর্থনৈতিক / আর্থনীতিক, ইন্দ্রজাল – ঐন্দ্রজালিক / ইন্দ্রজালিক দুটোই শুদ্ধ।					
ব্যতিক্রম – ২: দূরান্ত – দূরান্তিক, পূর্ণাঙ্গ – পূর্ণাঙ্গিক, রস – রসিক এই শব্দগুলোর বানানে মূল শব্দের সাথে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হলেও আদিস্বর বৃদ্ধি পায়নি।					

২৭. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S বর্ণ বা ধ্বনির জন্য 'স' এবং sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন: হাসপাতাল (Hospital), কমিশন (Commission) ইত্যাদি।

২৮. হস (্) চিহ্ন ও উর্ধ্বকমা (') যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: করব, চট, দুজন, ঝরঝর, টক, তছনছ, কলকল ইত্যাদি।

২৯. *** যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সেক্ষেত্রে এবং অর্ধ-তৎসম ও বিদেশি শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন: পাখি, বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চুড়ি, হাড়ি, দাড়ি, হাতি ইত্যাদি।

৩০. উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোনো পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ না হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করতে হবে। যদি উদ্ধৃত রচনায় বানানের ভুল বা মুদ্রণের ত্রুটি থাকে, ভুলই উদ্ধৃত করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ বানানটির উল্লেখ করতে হবে। এক বা দুই উর্ধ্ব-কমার দ্বারা উদ্ধৃত অংশকে চিহ্নিত করতে হবে।

৩১. অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন:

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~আবারো~~	আবারও	~~আজো~~	আজও	~~আমারো~~	আমারও
~~কালো~~	কালও	~~তোমারো~~	তোমারও	~~তারো~~	তারও

৩২. নিশ্চয় অর্থে ব্যবহৃত 'ই' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে বসে। যেমন: আজই (~~আজি~~), কালই (~~কালি~~), এখনই (~~এখনি~~) ইত্যাদি।

৩৩. বিশেষণ পদ সবসময় আলাদা বসবে। যেমন: কত দূর, বহু দিন, নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ, সাদা দুধ ইত্যাদি।

৩৪. পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি' ব্যবহারে এবং বহুবচনবোধক শব্দ 'আবলি' ব্যবহারে ই-কার হবে। যেমন: লোকটি, কাজটি, ছেলেটি, বইটি, পুস্তকাবলি, গ্রন্থাবলি, বিষয়াবলি ইত্যাদি।

৩৫. *** ক্রিয়াপদের বানানের পদান্তে অযথাই ও-কার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে অর্থসংশয়ের আশঙ্কা থাকলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ও-কার দিতে হবে। যেমন: তোমাকে একটি কথা বলব, আজ এ কাজটি করব, অনেক দোয়া রইল, এখন বাইরে যাব, পরে ভাত খাব, ভাত খেয়ে পড়ব, গাছ থেকে নিচে নামব, সে একা ঘুমাতে ভয় পেত, সে ছিল ভীতু ইত্যাদি। এই ক্রিয়াপদ গুলোর বানানে ও-কার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা ও-কার না দিলেও অভিধান অনুসারে এগুলোর অন্য কোনো অর্থ নেই। তবে কিছু কিছু ক্রিয়াপদ আছে যার সাথে ও-কার যুক্ত না করলে তা অন্য অর্থ প্রকাশকারী শব্দ হয়ে যাবে। যেমন:

নং	মূল শব্দ	পদ	অর্থ	উদাহরণ
১	হলো	ক্রিয়াপদ	সম্পন্ন হওয়া	আমার পড়া সম্পন্ন হলো।
	হল	বিশেষ্য	বড়ো রুম	আমরা হল রুমে পরীক্ষা দিয়েছি।
২	দিলো	ক্রিয়াপদ	প্রদান করল	আজ পরীক্ষার ফলাফল দিলো।
	দিল	বিশেষ্য	মন / প্রাণ	দিল দরিয়ার মাঝে শুধু তুমিই আছ।
৩	কমলো	ক্রিয়াপদ	কমে গেল	আজ মাথা থেকে কিছুটা ঋণের বোঝা কমলো।
	কমল	বিশেষ্য	পদ্মফুল	বৃষ্টিস্নাত বর্ষায় আমি তোমায় দিলাম কমল।
৪	করাতো	ক্রিয়াপদ	কাজ সম্পন্ন করা	সে প্রতিদিন আমজাদকে দিয়ে বাজার করাতো।
	করাত	বিশেষ্য	কাঠ কাটার হাতিয়ার	সে করাত দিয়ে কাঠ কাটে।
৫	দেবো	ক্রিয়াপদ	প্রদান করব	আজ পড়া শেষ করনি কেন? তোমায় আমি শাস্তি দেবো।
	দেব	বিশেষ্য	ঈশ্বর / দেবতা	কোন দেববলে, বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
৬	নিবো	ক্রিয়াপদ	গ্রহণ করব	আমি তোমার কাছ থেকে আজ 'অন্বেষণ' বইটি নিবো।
	নিব	বিশেষ্য	কলমের অগ্রভাগ	কলমের নিব নষ্ট হওয়ায় খাতার এখানে সেখানে দাগ।
৭	এলো	ক্রিয়াপদ	আগমন করল	বহু দিন পর আজ দুপুরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো।
	এল	বিশেষ্য	ইংরেজি বর্ণ	ইংরেজি বর্ণমালার ১২তম বর্ণ এল (L)।
৮	গেলো	ক্রিয়াপদ	গলাধঃকরণের অনুজ্ঞা	টেবিলে যা আছে শুধু গপাগপ গেলো।
	গেল	ক্রিয়াপদ	গমন করল	অতিথিরা আজ বাসা থেকে চলে গেল।
৯	খেতো	ক্রিয়াপদ	ভক্ষণ করতো	সে রোজ সকালে চা খেতো।
	খেত	বিশেষ্য	চাষাবাদের জমি	খেত-খামারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেই তিনি আজ সফল।
১০	মানবো	ক্রিয়াপদ	মেনে নেওয়া	অত্যাচারীর অত্যাচার মানি না, মানবো না।
	মানব	বিশেষ্য	মানুষ	মানবজাতির ইতিহাস অতি প্রাচীন।
১১	গেছ	ক্রিয়া বিশেষ্য	গমন করেছ	তুমি আমায় না বলেই চলে গেছ।
	গেছো	বিশেষণ	গাছে গাছে থাকে এমন	গেছো ব্যাং আকারে বেশি বড়ো হয় না।

৩৬. ক্রিয়াপদের বানানের পদান্তে 'ইও' বা 'এও' উচ্চারিত হলে বানান লেখার সময় 'ইও' বা 'এও' স্থলে যথাক্রমে 'ইয়ো' বা 'এয়ো' লিখতে হবে। যেমন:

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~দিও~~	দিয়ো	~~বলিও~~	বলিয়ো	~~উঠিও~~	উঠিয়ো
~~নিও~~	নিয়ো	~~চলিও~~	চলিয়ো	~~নামিও~~	নামিয়ো
~~আসিও~~	আসিয়ো	~~ঘুমিও~~	ঘুমিয়ো	~~যেও~~	যেয়ো
~~করিও~~	করিয়ো	~~যাইও~~	যাইয়ো	~~খেও~~	খেয়ো

৩৭. 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে বিদেশি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে শব্দের শেষে 'ইও' উচ্চারিত হলে বানান লেখার সময় 'ইও' স্থলে 'ইয়ো' লিখতে হবে। যেমন: অডিয়ো (~~অডিও~~), ভিডিয়ো (~~ভিডিও~~), স্টুডিয়ো (~~স্টুডিও~~), রেডিয়ো (~~রেডিও~~)। তবে অভিধানে চিকিৎসা সংক্রান্ত বানানের ক্ষেত্রে শব্দের শেষে 'ইও' উচ্চারিত হলে বানান লেখার সময়ও 'ইও'ই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: পোলিও, হোমিও, ফিজিও ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে পরিবর্তনীয় কিছু শুদ্ধ বানান

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~অডিও, ভিডিও~~	অডিয়ো, ভিডিয়ো
~~রেডিও, স্টুডিও~~	রেডিয়ো, স্টুডিয়ো
~~অতপর~~	অতঃপর
~~অত্যাধিক~~	অত্যধিক
~~অথৈ~~	অথই
~~অধীনস্ত~~	অধীন
~~অনুষ্ঠিতব্য~~	অনুষ্ঠাতব্য
~~অন্তর্ভুত~~	অন্তর্ভূত
~~অন্তর্ভূক্ত~~	অন্তর্ভুক্ত
~~অন্তস্থল~~	অন্তস্তল
~~অন্তেষ্টিক্রিয়া~~	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
~~অধ্যাবসায়~~	অধ্যবসায়
~~আকাঙ্খা~~	আকাঙ্ক্ষা
~~আঙ্গুল~~	আঙুল
~~আদ্যপান্ত~~	আদ্যোপান্ত
~~আনুভূমিক~~	অনুভূমিক
~~আপোষ~~	আপস
~~ইতিপূর্বে~~	ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
~~ইন্দ্রীয়~~	ইন্দ্রিয়
~~কেন্দ্রিয়~~	কেন্দ্রীয়
~~কেন্দ্রীত~~	কেন্দ্রিত
~~উছিলা~~	অসিলা
~~উচ্ছাস, উজ্জল~~	উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল
~~উপরোক্ত~~	উপরিউক্ত
~~উল্লেখিত~~	উল্লিখিত
~~এতদ্বারা~~	এতদ্দ্বারা
~~ঐক্যমত~~	ঐকমত্য
~~কব্জা, কব্জি~~	কবজা, কবজি
~~কল-কাকলী~~	কল-কাকলি
~~কাঁচ~~	কাচ
~~কিংবদন্তী~~	কিংবদন্তি
~~কৈ, খৈ, খৈল~~	কই, খই, খইল
~~কৌতূক~~	কৌতুক

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~কৌতুহল~~	কৌতূহল
~~ক্ষুধামন্দা~~	ক্ষুধামান্দ্য
~~ক্ষুণ্ণ / ক্ষুন্ন~~	ক্ষুণ্ন
~~ক্ষেত~~	খেত
~~গড্ডালিকা~~	গড্ডলিকা
~~গরু~~	গোরু
~~গনিত, গণতি~~	গণিত, গনতি
~~ঘুষ, ঘুষি~~	ঘুস, ঘুসি
~~চুষ্য~~	চূষ্য / চোষ্য
~~ছোট, বড়~~	ছোটো, বড়ো
~~জী / জ্বি / জ্বী~~	জি
~~জোৎস্না~~	জ্যোৎস্না / জোছনা
~~ঝর্ণা / ঝর্না~~	ঝরনা
~~ঠেলা~~	ঠ্যালা
~~তরী~~	তরি
~~তাতী / তাঁতী~~	তাঁতি
~~দরুণ, দারুন~~	দরুন, দারুণ
~~দর্জি~~	দরজি
~~দিবারাত্রি~~	দিবারাত্র
~~দীঘী / দীঘি~~	দিঘি
~~দুষ্কৃতিকারী~~	দুষ্কৃতকারী
~~দূরবীণ~~	দুরবিন
~~দূর্গ, দুরগ~~	দুর্গ, দূরগ
দেয়াশলাই	দেশলাই
~~নিরপরাধী~~	নিরপরাধ
~~নিরবিচ্ছিন্ন~~	নিরবচ্ছিন্ন
~~নিরহংকারী~~	নিরহংকার
নির্দোষী	নির্দোষ
~~নির্নিমেষ~~	নির্নিমেষ
~~ন্যূনতম~~	ন্যূনতম
~~পাদ্রী / পাদ্রি~~	পাদরি
~~পিচাশ~~	পিশাচ
~~পেত্নী / পেতনী~~	পেতনি

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~পেন্সিল~~	পেনসিল
~~পৌনঃপৌনিক~~	পৌনঃপুনিক
~~প্রবাহমান~~	প্রবহমান
~~ফর্মুলা, ফর্সা~~	ফরমুলা, ফরসা
~~বন্দী~~	বন্দি
~~বাধ্যগত~~	অনুগত
~~বিদায়ী~~	বিদায়ি
~~বিষন্ন / বিষণ্ণ~~	বিষণ্ন
~~বৈঠা~~	বইঠা
~~বৌ~~	বউ
ব্যাঙ	ব্যাং
~~ভর্তুকি~~	ভরতুকি
~~মরিচিকা~~	মরীচিকা
~~মহামারী~~	মহামারি
~~মেডিকেল~~	মেডিক্যাল
~~মূমুর্ষু / মূমূর্ষু~~	মুমূর্ষু
~~রুগ্ন~~	রুগ্ণ
~~রাণী / রানী~~	রানি
~~লজ্জাস্কর~~	লজ্জাকর
~~ল্যাচ্ছি~~	লস্‌সি
~~শিরচ্ছেদ~~	শিরশ্ছেদ
~~শুদ্ধাশুদ্ধি~~	শুদ্ধাশুদ্ধি (শুদ্ধ + অশুদ্ধি)
~~শুন্য / শূণ্য~~	শূন্য
~~সতীন~~	সতিন
~~সম্মানীয়~~	সম্মাননীয়
সমীচিন	সমীচীন
~~সত্ব~~	স্বত্ব (মালিকানা)
~~সত্ত / স্বত্ত্ব~~	সত্ত্ব (বিদ্যমান)
~~সান্তনা / স্বান্তনা~~	সান্ত্বনা
~~সৌহার্দ্য~~	সৌহার্দ
~~স্বস্ত্রীক~~	সস্ত্রীক
স্বাগতম	স্বাগত
~~হীনমন্যতা~~	হীনম্মন্যতা

অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত কিছু ভুল বানান ও তার শুদ্ধ প্রয়োগ

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~পূর্বাহ্ন~~	পূর্বাহ্ণ (হ + ণ)
~~মধ্যাহ্ন~~	মধ্যাহ্ন (হ + ন)
~~অপরাহ্ন~~	অপরাহ্ণ (হ + ণ)
~~সায়াহ্ন~~	সায়াহ্ন (হ + ন)
~~গরিয়সী~~	গরীয়সী
~~মহিয়সী~~	মহীয়সী
~~পটিয়সী~~	পটীয়সী
উদিচি	উদীচী
দধিচি	দধীচি
~~অদ্যবধি~~	অদ্যাবধি (অদ্য + অবধি)
~~অধ্যায়ন~~	অধ্যয়ন (অধি + অয়ন)
~~অধঃস্তন~~	অধস্তন
~~অন্তরীণ~~	অন্তরিন (ই. Interned)
~~অপেক্ষমান~~	অপেক্ষমাণ
অবতরন	অবতরণ
~~অরন্য~~	অরণ্য
~~অহঃরাত্র~~	অহোরাত্র
~~অংশিদার~~	অংশীদার
~~অতিত~~	অতীত
~~অনুদিত~~	অনূদিত (অনু + ঊদিত)
~~অনুসঙ্গ~~	অনুষঙ্গ
~~অসুয়া~~	অসূয়া
~~আগমনি~~	আগমনী
~~আস্থদ~~	আস্পদ
~~আওয়ামী~~	আওয়ামি
লীগ	লিগ
~~আওয়ামি লিগ~~	আওয়ামী লীগ
~~আমাবশ্যা~~	অমাবস্যা
~~আহরিত~~	আহৃত
~~ইদানিং~~	ইদানীং
~~ইদৃশ~~	ঈদৃশ

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
উচিৎ	উচিত
~~উচ্ছন্ন~~	উৎসন্ন
~~উশৃঙ্খল~~	উচ্ছৃঙ্খল (উৎ + শৃঙ্খল)
~~উজ্জল~~	উজ্জ্বল (উৎ + জ্বল)
~~উৎবন্ধন~~	উদ্বন্ধন (উৎ + বন্ধন)
এক্ষুণি, তক্ষুণি	এক্ষুনি, তক্ষুনি
~~কচিৎ~~	ক্বচিৎ
~~কণক~~	কনক
~~কনিকা~~	কণিকা (স্বভাবতই 'ণ')
~~কণিনিকা~~	কনীনিকা
~~কর্ণেল~~	কর্নেল (ইংরেজি)
~~কলংকিত~~	কলঙ্কিত
~~কাহিনী~~	কাহিনি (হিন্দি)
বাহিনি	বাহিনী
~~কুব্জটিকা~~	কুজ্ঝটিকা
~~কেরাণী~~	কেরানি (তদ্ভব)
~~কোনক্রমে~~	কোনোক্রমে
~~কোষ্ঠ~~	কোষ্ঠ
~~খুন্নিবৃত্তি~~	ক্ষুন্নিবৃত্তি
~~খেলোয়ার~~	খেলোয়াড়
~~খ্রিস্টান~~	খ্রিষ্টান
~~খ্রিস্টাব্দ~~	খ্রিষ্টাব্দ
~~গগণ~~	গগন
~~গোষ্ঠি~~	গোষ্ঠী
~~গত্যান্তর~~	গত্যন্তর (গতি + অন্তর)
~~গার্হস্থ~~	গার্হস্থ্য
~~গোষ্পদ~~	গোষ্পদ
~~গ্রামীন~~	গ্রামীণ
ঘুর্নি	ঘূর্ণি
~~চত্তর / চত্বর~~	চত্বর

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~চাতুর্যতা~~	চতুরতা / চাতুর্য
~~চিরুনী / চিরুণী~~	চিরুনি (বাংলা)
~~চুড়ান্ত~~	চূড়ান্ত
~~ছাত্রছাত্রীগণ~~	ছাত্রছাত্রী
~~ছাত্রীবাস~~	ছাত্রীনিবাস
~~জ্বরাজীর্ণ~~	জরাজীর্ণ
~~জরুরী~~	জরুরি
~~জগৎবিখ্যাত~~	জগদ্বিখ্যাত
~~জাত্যাভিমান~~	জাত্যভিমান
~~জ্বাজ্বল্যমান~~	জাজ্বল্যমান
~~ডাইনী~~	ডাইনি (তদ্ভব)
~~ডাষ্টবিন~~	ডাস্টবিন
~~তৎক্ষণাৎ~~	তৎক্ষণাৎ
~~তফাৎ~~	তফাত (তদ্ভব)
~~তোরন~~	তোরণ
~~তোড়জোর~~	তোড়জোড়
~~দন্দ্ব~~	দ্বন্দ্ব
~~দুর্বা~~	দূর্বা
~~দূর্গা~~	দুর্গা
~~দেয়া~~ (ক্রিয়া অর্থে)	দেওয়া
~~দৌরাত্ব~~	দৌরাত্ম্য
~~ধ্বস~~	ধস
ধুলিস্যাৎ	ধূলিসাৎ
~~নগন্য~~	নগণ্য
~~নিক্কন~~	নিক্বণ
~~নিরব~~	নীরব
~~নিশিথ~~	নিশীথ
~~নিশিথিনি~~	নিশীথিনী
~~নিমিলিত~~	নিমীলিত
~~নিপীড়ীত~~	নিপীড়িত

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~নীরিহ~~	নিরীহ
~~নুতন~~	নূতন / নতুন
~~নুপুর~~	নূপুর
~~নৃশংশ~~	নৃশংস
~~নৈঋত~~	নৈর্ঋত
~~পরগণা~~	পরগনা (ফারসি)
~~পরিপক~~	পরিপক্ব
~~পিপিলিকা~~	পিপীলিকা
~~পুণর্বাসন~~	পুনর্বাসন (পুনঃ + বাসন)
~~পুন্যাহ~~	পুণ্যাহ (পুণ্য + অহ)
~~পৈত্রিক~~	পৈতৃক
~~পোষাক~~	পোশাক
~~প্রজ্জলিত~~	প্রজ্বলিত
~~প্রত্যুষ~~	প্রত্যূষ (প্রতি + ঊষ)
~~প্রতীকি, প্রতীচি~~	প্রতীকী, প্রতীচী
~~প্রতিক্ষা~~	প্রতীক্ষা
~~প্রনয়ন~~	প্রণয়ন
~~প্রজ্জোলন~~	প্রজ্বলন / প্রোজ্জ্বল
~~প্রাতঃরাশ~~	প্রাতরাশ (প্রাতঃ + আশ)
~~প্রাযঙ্গিক~~	প্রাসঙ্গিক
~~ফটোষ্ট্যাট~~	ফটোস্ট্যাট
~~ফার্ণিচার~~	ফার্নিচার (ইংরেজি)
~~বাটপার~~	বাটপাড়
~~বাল্মিকী~~	বাল্মীকি
বিদ্রূপ	বিদ্রুপ
~~বিদূষি~~	বিদুষী
~~বিভিষিকা~~	বিভীষিকা
~~বিপদজ্জনক~~	বিপজ্জনক
~~বীণাপানি~~	বীণাপাণি
~~বুভূক্ষু~~	বুভুক্ষু
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি (বি + উৎপত্তি)
~~বুহ্য~~	বৃহ্য

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~ব্যকুল~~	ব্যাকুল (বি + আকুল)
~~ব্যাতীত~~	ব্যতীত (বি + অতীত)
~~ব্যাবহার~~	ব্যবহার (বি + অবহার)
~~ব্যবহার~~	ব্যাবহারিক
~~ব্যার্থ~~	ব্যর্থ (বি + অর্থ)
~~ব্যাস্ত~~	ব্যস্ত (বি + অস্ত)
ব্যাগ্র	ব্যগ্র (বি + অগ্র)
~~ব্যধি~~	ব্যাধি (বি + আধি)
~~ব্যাতিত~~	ব্যতীত (বি + অতীত)
~~ভন্ড~~	ভণ্ড
~~ভবিষ্যৎবাণী~~	ভবিষ্যদ্বাণী
~~ভাগিরথি~~	ভাগীরথী
~~ভূবন~~	ভুবন
~~ভূড়িওয়ালা~~	ভুঁড়িওয়ালা
~~ভূরিভূরি~~	ভুরিভুরি
~~ভ্রাতাগণ~~	ভ্রাতৃবৃন্দ
~~মনিষী~~	মনীষী
~~মহীষী~~	মহিষী
~~মনকষ্ট~~	মনঃকষ্ট
~~মনস্তত্ত~~	মনস্তত্ত্ব
~~মনযোগ~~	মনোযোগ
~~মনোপুত~~	মনঃপূত
~~মহত্ব~~	মহত্ত্ব (মহৎ + ত্ব)
~~মরুদ্যান~~	মরূদ্যান (মরু + উদ্যান)
মাতৃসসা	মাতৃষ্বসা (খালা)
~~মুখস্ত~~	মুখস্থ
~~মূহুর্ত~~	মুহূর্ত
~~মূহুর্মূহু~~	মুহুর্মুহু
~~যোদ্ধাগণ~~	যোদ্ধৃগণ
~~রেজিষ্ট্রি~~	রেজিস্ট্রি
~~রেঁস্তোরা / রেস্তোঁরা~~	রেস্তোরাঁ
~~রুপায়ন~~	রূপায়ণ

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
~~লবন~~	লবণ (স্বভাবতই 'ণ')
~~শষ্য~~	শস্য
~~শ্মশান~~	শ্মশান
~~শারিরীক~~	শারীরিক
~~শুশ্রুসা~~	শুশ্রূষা
~~শ্বাশত~~	শাশ্বত
~~ষাণ্মাসিক~~	ষাণ্মাসিক
~~সনাক্ত~~	শনাক্ত
~~সন্যাসী~~	সন্ন্যাসী
~~সমীরন~~	সমীরণ
~~সংগ্রহীত~~	সংগৃহীত
~~সম্বর্ধনা~~	সংবর্ধনা
সম্বলিত	সংবলিত
~~সলীল~~	সলিল
~~সাময়িকি~~	সাময়িকী
~~সারথী~~	সারথি
~~সুপারিস~~	সুপারিশ
~~সুষম~~	সুষম
~~সুষ্ঠ~~	সুষ্ঠু
সুচিস্মিতা	শুচিস্মিতা
~~সূচীপত্র~~	সূচিপত্র
~~সূচগ্র~~	সূচ্যগ্র
~~সৌখিন~~	শৌখিন
~~সৌষ্ঠব~~	সৌষ্ঠব
~~স্নেহাশীষ~~	স্নেহাশিস (স্নেহ + আশিস)
~~ষ্টেডিয়াম~~	স্টেডিয়াম
~~সরস্বতী~~	সরস্বতী
স্বচ্ছল	সচ্ছল
~~স্বামীগৃহ~~	গৃহস্বামী
~~সুস্থ্য~~	সুস্থ
~~স্বাস্থ~~	স্বাস্থ্য
~~হরিতকি~~	হরীতকী

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[৪৪তম BCS; ২১তম BCS; ১০ম BCS; আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২০, ১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ) ২০১৬; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬; Janata Bank Ltd Executive Officer 2012, Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2010, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ইছামতি) ২০১০; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সহকারী ইনস্ট্রাক্টর (পিইডিপি-৩) ১২; আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ০৪]*

A. মুমুর্ষু B. মুমূর্ষু
C. মূমুর্ষু D. মূমূর্ষূ **উ: B**

২. ভুল বানান কোনটি? *[৪৩তম BCS]*

A. ভূবন B. অন্তঃসার
C. মুহূর্ত D. অদ্ভুত **উ: A**

৩. কোনটি শুদ্ধ নয়? *[৪২তম BCS]*

A. যন্ত্রনা B. শূদ্রা
C. সহযোগিতা D. স্বতঃস্ফূর্ত **উ: A**

৪. সঠিক বানান নয় কোনটি? *[৪২তম BCS]*

A. ধরণি B. মূর্ছা
C. গুণ D. প্রানী **উ: D**

৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[৪১তম BCS]*

A. পুরষ্কার B. আবিস্কার
C. সময়পোযোগী D. স্বত্ব **উ: D**

৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[৪১তম BCS]*

A. মনোকষ্ট B. মনঃকষ্ট
C. মণকষ্ট D. মনকস্ট **উ: B**

৭. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[৪০তম BCS, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]*

A. প্রজ্বল B. প্রোজ্জল
C. প্রোজ্বল D. প্রোজ্জ্বল **উ: D**

৮. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? *[৩৮তম BCS]*

A. শূণ্য B. ত্রিভুজ
C. পূন্য D. ভূবন **উ: B**

৯. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[৩৮তম BCS, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৭, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১২, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১১, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (টগর) ২০১১, ঢা.বি. গ ২০১৪-১৫, জাতীয়.বি. ক ২০১৪-১৫]*

A. স্বায়ত্বশাসন B. স্বায়ত্তশাসন
C. সায়ত্বশাসন D. স্বায়ত্বশাসন **উ: B**

১০. নিচের কোনটি অশুদ্ধ? *[৩৭ তম BCS; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন / HR) ২০১৭]*

A. অহিংস-সহিংস B. প্রসন্ন-বিষণ্ন
C. দোষী-নির্দোষী D. নিষ্পাপ-পাপিনী **উ: C**

১১. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলোই অশুদ্ধ? *[৩৭তম BCS]*

A. নিক্কণ, সূচগ্র, অনুর্ধ্ব
B. অনূর্বর, উর্ধ্বগামী, শুদ্ধাশুদ্ধি
C. ভূরিভূরি, ভূঁড়িওয়ালা, মাতৃষ্বসা
D. রানি, বিকিরণ, দূরতিক্রম্য **উ: A**

ব্যাখ্যা: লক্ষ করে দেখুন অপশন D এর বানানগুলো কেবল শুদ্ধ। এছাড়া প্রতিটা অপশনেরই কোনো না কোনো বানান অশুদ্ধ। কিন্তু প্রশ্নটি ভালো করে পড়ুন। প্রশ্নে বলা হয়েছে কোন বানানগুচ্ছের সবগুলোই অশুদ্ধ। অপশন B এর 'উর্ধ্বগামী' বানানটি শুদ্ধ আর বাকি দুটির শুদ্ধ রূপ – অনুর্বর ও শুদ্ধাশুদ্ধি। অপশন C এর 'মাতৃষ্বসা' বানানটি শুদ্ধ আর বাকি দুটির শুদ্ধ রূপ – ভুরিভুরি ও ভুঁড়িওয়ালা।

অপশন A এর সবগুলো বানানই অশুদ্ধ যার শুদ্ধ রূপ – নিক্কণ, সূচ্যগ্র, অনূর্ধ্ব। সুতরাং সঠিক উত্তর A.

১২. "পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার!" – বাক্যটিতে নিম্নরেখ পদে ষ / স ব্যবহারে – *[৩৫তম BCS]*

A. প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ
B. প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
C. দুটোই অশুদ্ধ D. দুটোই শুদ্ধ **উ: C**

১৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[৩৩তম BCS]*

A. মনীষী B. মনিষি
C. মনীষি D. মনিষী **উ: A**

১৪. কোনটি সঠিক বানান? *[৩৩তম BCS; ৩২তম BCS; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব / সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ২০১৭; জা. বি. D ২০১৭-১৮; জা. বি. C ২০১২-১৩; ঢা. বি. C ২০০৬-০৭; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পিএসসি'র সহকারী পরিচালক ২০১৬; রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শাপলা) ২০১১; অর্থমন্ত্রণালয়ের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর ক্লাস্টার আইটি অ্যাসিসটেন্ট ২০১২]*

A. নিশিথিনী B. নীশিথিনী
C. নিশীথিনী D. নিশিথিণি **উ: C**

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? *[৩৩তম BCS]*

A. দরিদ্রতা B. উর্দ্ধ
C. শ্রদ্ধাঞ্জলি D. উপযোগিতা **উ: B**

১৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[৩৩তম BCS; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০, Basic Bank Ltd. Asst. Manager 2018, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে অডিটর ২০১৫; শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিআইসি'র সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ২০১১, ঢা. বি. চ ২০১৯-২০, রা. বি. E (জোড়) ২০১৬-১৭ চ. বি. D ২০১৬-১৭ ঢা. বি. চ ২০১৫-১৬, রা. বি. A ২০১৩-১৪, ব. বি. C ২০১২-১৩, ঢা. বি. A ২০০৬-০৭]*

A. পিপিলিকা B. পিপীলিকা
C. পীপিলিকা D. পিপিলীকা **উ: B**

১৭. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[৩২তম BCS; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিভিল স্টাফ অফিসার এবং সহকারী পরিচালক ২০১৬; রা.বি. E (বিজোড়) ২০১৬-১৭ আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ০৫; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৭]*

A. আকাংখা B. আকাঙ্ক্ষা
C. আকাঙ্খা D. আকাংক্ষা **উ: B**

১৮. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[২৫তম BCS, জ. বি. E ২০১৫-১৬]*

A. দন্দ্ব B. দ্বন্দ
C. দ্বন্দ্ব D. দন্ধ **উ: C**

১৯. শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ সনাক্ত করুন – *[২৩তম BCS (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান); প্রাক.প্রা.সহ শিক্ষক ২০১৪ (আলফা)]*

A. ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যক্ষ্মা
B. যশলাভ, সদ্যোজাত, সম্বর্ধনা
C. স্বায়ত্তশাসন, অভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক
D. ঐক্যতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত **উ: C**

ব্যাখ্যা: অপশনে প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ যথাক্রমে – A. ভবিষ্যৎ, ভৌগোলিক, যক্ষা B. যশোলাভ, সংবর্ধনা D. ঐকতান, কেবল / মাত্র, উপরিউক্ত / উপর্যুক্ত। অপশন C এর সবগুলো বানানই শুদ্ধ। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

২০. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[২১তম BCS; Janata Bank Limited Executive Officer 2012; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তিতাস) ২০১০]*

A. সূচিস্মিতা B. শুচিস্মিতা
C. সূচীস্মিতা D. সুচিস্মিতা **উ: B**

২১. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[২০তম BCS; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৫ জেলা) ২৭ জুন ২০১৫; খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২; বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (বিশেষ) ২০১০; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তিন্তা) ২০১০]*

A. শুশ্রুষা B. সুশ্রুষা
C. শুশ্রূষা D. সুশ্রুসা **উ: C**

২২. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[১৮তম BCS; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৮; Agrani Bank Ltd. Officer (ICT) 2017 (Written), Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 201, ১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন [স্কুল / সমপর্যায়-২] ১৭; ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর ২০১৬; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার এবং সহকারী পরিচালক ২০১৬; ঢা. বি. ক ২০১২-১৩; রা. বি. ২০১৩-১৪, সহকারী উপজেলা / থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO) ২০১২; প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (বেলী) ২০০৯; রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষ (গোলাপ) ২০১১; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইন্সপেক্টর / এপ্রেইজার / প্রিভেন্টিভ অফিসার / গোয়েন্দা কর্মকর্তা ১০; পরিবার পরিকল্পনা সহকারী / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী ২০১১]*

A. সমীচীন B. সমিচীন
C. সমীচিন D. সমিচিন **উ: A**

২৩. বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের কোন দুটি বানানই শুদ্ধ? *[১৩তম BCS; ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার ২০১৬]*

A. হাতি / হাতী B. নারি / নারী
C. জাতি / জাতী D. দাদি / দাদী **উ: A**

ব্যাখ্যা: বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হিসেবে অপশন B দেওয়া আছে দেখলাম। সেখানে বলা আছে 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুযায়ী হাতি, জাতি ও দাদি বানান সঠিক অর্থাৎ ঈ-কার দিয়ে এই বানানগুলো লিখলে তা ভুল হবে। আর নারি / নারী – এক্ষেত্রে দুটোই সঠিক। 'নারি' শব্দের মানে হচ্ছে না পারি (যেমন: যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা)। আর 'নারী' শব্দের মানে হচ্ছে স্ত্রী। একারণে অপশন B কে সঠিক বলা হয়েছে।

এটা ঠিক যে 'নারি' ও 'নারী' দুটো বানানই অভিধানে আছে। কিন্তু এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন B হবে না। প্রশ্নটি ভালো করে পড়ুন। প্রশ্নে বলা হয়েছে একই শব্দের কোন দুটি বানানই শুদ্ধ। 'নারি' ও 'নারী' দুটোই শুদ্ধ কিন্তু তা একই অর্থ প্রকাশ করে না। এই দুটি প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ। যেমন: দীপ, দ্বীপ ও দ্বিপ – ৩টি বানানই শুদ্ধ, উচ্চারণও এক। কিন্তু প্রতিটিরই অর্থ আলাদা। দীপ – প্রদীপ, দ্বীপ – জলবেষ্টিতে স্থান, দ্বিপ – হাতি।

এবারে আসুন, বাংলা বানানের একটি নিয়ম শিখে নেওয়া যাক। **যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সেক্ষেত্রে এবং অর্ধ-তৎসম ও বিদেশি শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে।** যেমন: বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চুড়ি, হাড়ি, দাড়ি, হাতি ইত্যাদি।

ওপরের নিয়মের 'অভিধানসিদ্ধ' শব্দটির দিকে লক্ষ করুন। এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে – অভিধান অনুযায়ী সঠিক। তার মানে ওপরের নিয়মটিকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে বলা যায় – যে সকল শব্দের বানানে ই-কার ও ঈ-কার দুটোই বসানো যায় সেক্ষেত্রে ই-কার বসাতে হবে। আগে বাড়ী, গাড়ী, শাড়ী, হাতী বানানগুলো ঈ-কার দিয়ে লেখা হতো। এখনও অনেক ক্ষেত্রে এই বানানগুলো ঈ-কার দিয়েই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান বানানরীতি অনুসারে এই বানানগুলো ই-কার দিয়ে লিখতে হবে।

প্রশ্নটি ১৩তম BCS এ এসেছে। প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। তাই তৎকালীন সময়ানুযায়ী অপশন A অর্থাৎ হাতি / হাতী হচ্ছে সঠিক উত্তর। এখন কেউ যদি মনে করেন যে বর্তমানে এই প্রশ্ন আসলে উত্তর কী হবে? উত্তর: বর্তমানে এই প্রশ্ন আসবেই না। কারণ ৩০ বছর আগে হাতি / হাতী দুটো বানানই শুদ্ধ হিসেবে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে কেবল 'হাতি'ই সঠিক।

২৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[১৪তম BCS (শিক্ষা); জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৬; ১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল /সমপর্যায়) ২০১৬; প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া) ২০১২; পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কারিগরি) ২০১১; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১১; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (তিস্তা) ২০১০; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) (হেমন্ত) ১০; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডাটা প্রসেসিং অপারেটর ২০০২]*

A. বিভিসীকা B. বিভীষিকা
C. বীভিষিকা D. বীভিষীকা **উ: B**

২৫. শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন - *[১৫তম BCS; বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার ২০১৭; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর সহকারী পরিচালক ২০১৭; ১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন [স্কুল পর্যায়] ২০১৭; পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬; পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬; ATEO ২০১৬; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৫ জেলা) ২৭ জুন ২০১৫; ৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২; প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (শাপলা) ২০১৯; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ অফিসার ২০০৬]*

A. মুহুর্মুহু B. মূহুর্মুহু
C. মুর্হমূর্হু D. মুর্হুর্মূহু **উ: A**

২৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[১২তম BCS (পুলিশ); রা. বি. E ২০১৪-১৫; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তিতাস) ২০১০]*

A. পাষাণ B. পাষান
C. পাসান D. পাশান **উ: A**

২৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[১১তম BCS; প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (আলফা) ২০১৪; রা. বি. E ২০১৮-১৯; চ. বি. A ২০১৪-১৫]*

A. সৌজন্যতা B. সৌজন্নতা
C. সৌজনতা D. সৌজন্য **উ: D**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই সমস্যা হয় অপশন A ও D এর মধ্যে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় মনে রাখবেন –

প্রথমটি হচ্ছে, শব্দের শেষে য-ফলা (্য) যুক্ত থাকলে তা সাধারণত বিশেষ্য পদ হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কোনো বিশেষণ পদকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে – বিশেষণ পদটির সাথে 'তা' প্রত্যয় অথবা য-ফলা (্য) যুক্ত করতে হবে। যেমন: দরিদ্র – বিশেষণ পদ। এটিকে বিশেষ্যে রূপান্তর করলে হবে দরিদ্রতা / দারিদ্র্য।

এখন অপশন A এর 'সৌজন্য' শব্দটির শেষে য-ফলা (্য) আছে। তার মানে এটি বিশেষ্য পদ। এখন 'সৌজন্য' শব্দটি এমনিতেই বিশেষ্য; কিন্তু তার ওপর এর সাথে আবার 'তা' প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দটিকে পুনরায় বিশেষ্য করার অপচেষ্টা করা হয়েছে যে কারণে শব্দটি অশুদ্ধ।

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২৮. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক ২০২১]*

A. জিগিষা B. জীগীষা
C. জিগীষা D. জীগিষা **উ: C**

২৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Frist Security Islami Bank Probationary Officer 2021]*

A. নথিপত্র B. নতিপত্র
C. ণথিপত্র D. নথিপত্ত **উ: A**

৩০. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান নয়? *[Bangladesh Bank Data Entry Control Opaerator 2020]*

A. গীতাঞ্জলি B. কৌতুক
C. অতিথি D. সমীচীণ **উ: D**

৩১. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[Probashi Kallyan Bank Ltd. Executive Officer (General) 2019, ই. বি. B ২০১৯-২০, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী শ্রম অফিসার ২০০৩]*

A. তৃহায়ন B. ত্রিহায়ন
C. ত্রিহায়ণ D. তৃহায়ণ **উ: C**

ব্যাখ্যা: এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে 'ণত্ব ও ষত্ব বিধান' অধ্যায়ের ৯ নং পয়েন্টের (পৃষ্ঠা নং ৬০) 'সতর্কতা' নামক শিরোনামটি পড়ুন।

৩২. কোনটি ভুল বানান? *[জীবন বিমা কর্পোরেশন সহকারী ম্যানেজার ২০২০]*

A. ত্রিনয়ণ B. পিণাক
C. ব্রাহ্মণ D. দুর্নীতি **উ: A**

৩৩. নিচের যে গুচ্ছে অপ্রমিত বানান রয়েছে? *[Bangladesh Bank Officer (General) 2019]*

A. স্বত্ত্ব, কনকাঞ্জলী B. পিপীলিকা, ধস্ত
C. ঝঞ্ঝা, অবাঞ্ছিত D. উপর্যুক্ত, উর্ধ্ব **উ: A**

৩৪. কোনটি অশুদ্ধ? *[5 Banks Officer (Cash) 2019, Sonali Bank Ltd. Deputy Asst. Eng. (Electric) 2019, Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017]*

A. নিষ্পন্ন B. নিষ্পন্দ
C. নিস্পৃহ D. নিষ্ফল **উ: B**

৩৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Pubali Bank Ltd. Tajo (Cash) 19, Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]*

A. মরুদ্যান B. জাগরুক
C. শুশ্রুষা D. ত্রুটি **উ: D**

৩৬. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[Rupali Bank Ltd. Senior Officer 2010, Pubali Bank Ltd. Junior Officer (Cash) 2013, একটি খামার প্রকল্পের মাঠ সহকারী ২০১৮, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা ১৭, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০৭]*

A. মুর্ধন্য B. মূর্ধন্য
C. মূর্ধণ্য D. মুর্ধণ্য **উ: B**

৩৭. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (নাগালিঙ্গম) ২০১২, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (শিউলি) ২০০৯]*

A. আদ্যোক্ষর B. আদ্যাক্ষর
C. আদ্যেক্ষর D. আদ্যক্ষর **উ: B**

ব্যাখ্যা: সন্ধির নিয়মানুসারে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে অপশন B ও D এর দুটো শব্দের বানানই ঠিক আছে।
আদি (প্রথম) + অক্ষর = আদ্যক্ষর [অর্থ: ১ম অক্ষর]
আদ্য (প্রথম) + অক্ষর = আদ্যাক্ষর [অর্থ: ১ম অক্ষর]
তবে বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধানে 'আদ্যক্ষর' শব্দের ভুক্তি নেই; আছে কেবল 'আদ্যাক্ষর' শব্দটি। এরকম আরও দুটি শব্দ হচ্ছে –
আদি (শুরু) + অন্ত = আদ্যন্ত [অর্থ: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত]
আদ্য (শুরু) + অন্ত = আদ্যান্ত [অর্থ: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত]
এক্ষেত্রে আবার বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধানে 'আদ্যান্ত' শব্দের ভুক্তি নেই; আছে কেবল 'আদ্যন্ত' শব্দটি।

এরকম ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধানে যে শব্দের ভুক্তি আছে তা সর্বোত্তম উত্তর হবে। সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন B.

৩৮. কোন বানানটি সঠিক? *[Joint 4 Banks Officer (General) 2019, জা. বি. আইবিএ ২০১২-১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১২]*

A. নিরিক্ষন B. নীরীক্ষণ
C. নিরীক্ষন D. নিরীক্ষণ **উ: D**

৩৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Pubali Bank Ltd. Tajo (Junior Officer) 2019]*

A. কৃতিত্ব B. আকাংখা
C. কার্য্য D. অহঙ্কার **উ: A**

৪০. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[Joint 8 Banks Senior Officer 2019, Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017]*

A. দুরাবস্থা B. দুরাচার
C. দুরাকাঙ্ক্ষা D. দুরাশয় **উ: A**

৪১. কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[Probashi Kallyan Bank Ltd. Asst. Programmer 2019, সাব-রেজিস্ট্রার ২০১৬]*

A. সুকেশী B. সুকেশীনী
C. সুকেশা D. সুকেশিনী **উ: B**

৪২. অশুদ্ধ বানান কোনটি? *[Probashi Kallyan Bank Ltd. Asst. Prog rammer 2019, Probashi Kallyan Bank Senior Executive Officer 2018]*

A. পুণ্য B. পুজো
C. মুহূর্ত D. ভূল **উ: D**

৪৩. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive (Teller) 2019, বাংলাদেশ কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কর্যালয় ২০২১, যু. বি. S ২০১৫-১৬, সাব-রেজিস্ট্রার পদে নির্বাচনী পরীক্ষা ২০০১]*

A. নৈঋিত B. নৈর্ঋত
C. নৈঋত D. নৈহৃত **উ: B**

৪৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[Sonali Bank Ltd. Officer (Cash), Freedom Fighter 2019, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া) ২০১২]*

A. অনসূয়া B. অনুসূয়া
C. অণুসুয়া D. অণূসূয়া **উ: A**

৪৫. কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[Sonali Bank Ltd. Officer (Freedom Fighter) 2019, চ.বি. B ২০১৬-১৭, চ.বি. D ২০১৫-১৬]*

A. নিস্পত্তি B. পরস্পর
C. স্নেহাস্পদ D. দুষ্প্রাপ্য **উ: B**

৪৬. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি? *[Sadharon Bima Corpororaton Asst. Manager 2019]*

A. মহত্ত, মহিয়সী, পক্ব
B. মরুদ্যান, ভস্ম, উচ্ছাস
C. সমীচীন, সংশ্রব, সত্তা
D. অপরাহ্ন, সস্ত্রীক, শূন্য **উ: C**

৪৭. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? *[Sadharon Bima Corporor aton Junior Officer 19, Janata Bank Ltd. Executive Officer 17 (Morning)]*

A. দুর্বার, মূমূর্ষু B. স্বায়ত্বশাসন, সমীচীন
C. দুর্গা, পুণ্য D. স্বান্তনা, শরীরি **উ: C**

৪৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Probashi Kallyan Bank Executive Officer (Cash) 2018]*

A. অধীনী B. নীরস
C. মাধুরিয়া D. নিঃশোষিত **উ: B**

৪৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Probashi Kallyan Bank Senior Executive Officer 2018]*

A. সংশ্রব B. উজ্জল
C. দূর্গ D. ধস **উ: D**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে অপশন B ও C প্রথমেই বাদ। বানান দুটির শুদ্ধরূপ হবে উজ্জ্বল ও দুর্গ। বাকি অপশন A ও D এর দুটি বানানই শুদ্ধ। তবে অনেকেই মনে করেন এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেবল অপশন D হবে। কারণ 'ধ্বংস' বানানে ব-ফলা থাকলেও 'ধস' বানানে ব-ফলা নেই – এটা আমরা সবাই জানি।

অনেকে মনে করেন অপশন A এর 'সংশ্রব' বানানটি ভুল আছে যার শুদ্ধরূপ হবে 'সংস্রব'। কিন্তু আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে –
সংশ্রব – অর্থ: মনোযোগ সহকারে শ্রবণ / সম্বন্ধ
সংস্রব – অর্থ: সম্পর্ক / সম্বন্ধ / প্রভাব / মিলন

তার মানে দুটো শব্দই অর্থবহ এবং দুটো বানানই ঠিক আছে। সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর A ও D দুটোই হয়। তবে যে কোনো একটি দাগাতে হলে এই প্রশ্নের অপশন বিবেচনায় অপশন D হবে সর্বোত্তম সঠিক উত্তর। কারণ এটির শুদ্ধতা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

৫০. অশুদ্ধ বানান-জোড় কোনটি? *[পূবালী ব্যাংক লি. অফিসার / জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১৪]*

A. পুরস্কার, পরিষ্কার B. লবন, স্থানু
C. অত্যধিক, আকাঙ্ক্ষা
D. ওজোন, অস্ত্রোপচার **উ: B**

৫১. কোন বানানটি ভুল? *[Karmasangshtan Bank Ltd. (Data Entry Operator) 2018]*

A. সূক্ষ্ম B. ইতোমধ্যে
C. নিক্কণ D. নূন্যতম **উ: D**

ব্যাখ্যা: মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সম্পাদিত বাংলা ব্যাকরণ বইটি যা ২০২০ সাল পর্যন্ত NCTB কর্তৃক ৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যবই হিসেবে হিসেবে নির্বাচিত ছিল সেখানে 'ণত্ব ও ষত্ব বিধান' অধ্যায়ে "স্বভাবতই ণ বসে" এমন শিরোনামের আওতায় কিছু শব্দের উল্লেখ ছিল যেখানে 'নিক্কণ' বানানটি এভাবে দেওয়া আছে।

তবে বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধানে 'নিক্কণ' বানানটি এভাবে আছে। তাই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর C ও D দুটোই হয়। তবে যে কোনো একটি দাগাতে হলে এই প্রশ্নের অপশন বিবেচনায় অপশন D হবে সর্বোত্তম সঠিক উত্তর। কারণ 'নিক্কণ' বানান বর্তমানে ভুল হলেও আগের ৯ম-১০ম শ্রেণির বইয়ে বানানটির উল্লেখ থাকায় অনেকে এটিকে শুদ্ধ বলে ধরেন। অন্যদিকে 'নূন্যতম' শব্দটি যে অশুদ্ধ তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই যার শুদ্ধ রূপ হবে – ন্যূনতম।

৫২. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান? *[Karmasangathan Bank Data Entry Operator 2011, পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর ২০২০, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়) ২০১৯, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) ২০১২, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (ড্যাফোডিল) ১২, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (কপোতাক্ষ) ১০, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার (সন্তান) ২০১০]*

A. গৃহিনী B. গৃহীণী
C. গৃহিনি D. গৃহিণী **উ: D**

৫৩. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[Sonali Bank Ltd. Officer (Freedom Fighter) 2019, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুডেন্ট ২০১৫, সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক ২০১১, রা.বি. A ১২-১৩]*

A. সরস্বতী B. সরস্বতি
C. স্বরস্বতী D. শরস্বতী **উ: A**

৫৪. বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানবিধি অনুসারে শুদ্ধ বানানটি হলো – *[Bangladesh Krishi Bank Officer (Cash) 2017]*

A. উনত্রিশ B. উনবিংশ
C. উনচল্লিশ D. উনিশ **উ: A**

৫৫. কোন বানানটি প্রমিত? *[Bakhrabad Gas Distribution Co. Ltd. Asst. Manager (General) 2017, ব.শে.মু.র.বি.প্র.বি. C ২০১৯-২০, পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬]*

A. গোধূলী B. গোধূলি
C. গোধুলি D. গোধুলী **উ: B**

৫৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২০, প্রাক. প্রা. সহ. শিক্ষক ২০১৪ (বিটা), প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (পদ্ম) ২০১২, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক (গ্রেড-২) ২০০৩]*

A. নিরিহ B. নীরিহ
C. নিরীহ D. নীরীহ **উ: C**

৫৭. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017, পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬]*

A. স্বশুর B. শ্বশুর
C. শ্বসুর D. শশুর **উ: B**

৫৮. অপ্রমিত বানান রয়েছে যে গুচ্ছে – *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]*

A. ধ্বংস, ধ্বস, উচ্ছাস
B. উদ্দেশ, উচ্ছল, দিঙনির্ণয়
C. বন্দি, ইতঃপূর্বে, বাষ্পীভূত
D. একত্র, স্তূপীকৃত, নিরবচ্ছিন্ন **উ: A**

৫৯. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[Pubali Bank Ltd. Junior Officer (Cash) 2013, Janata Bank Limited Executive officer 2012]*

A. দৈন্যতা B. দিনতা
C. দীনতা D. দীন্যতা **উ: C**

৬০. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Bakhrabad Gas Distribution Co. Ltd. Asst. Manager (General) 2017]*

A. নিরস্ত B. নিবিড়
C. নিরাস D. সবগুলোই **উ: D**

৬১. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Bakhrabad Gas Distribution Co. Ltd. Asst. Manager (General) 2017]*

A. মধ্যাকর্ষণ B. মাধ্যাকর্ষন
C. মাধ্যাকর্ষণ D. মধ্যাকর্ষন **উ: C**

৬২. নিচের শব্দগুলোর কোনটি সঠিক বানানে লেখা? *[Uttara Bank Limited Asst. Officer (Cash) 2011, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তৃতীয় পর্যায়) ২০১৯, দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক ২০১১, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১০]*

A. দূষন B. দুষণ
C. দূষণ D. দুষন **উ: C**

৬৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Titas Gas Transmission & Distribu- tion Co. Ltd. Deputy Asst. Engineer 2011, ১০ম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৪]*

A. চক্ষুশ্মান B. চক্ষুষ্মান
C. চাক্ষুস্মান D. চক্ষুস্মান **উ: B**

৬৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Bangladesh Rural Development (BRDB) Asst. Officer 2012, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১২, বিজেএস (সহকারী জজ) ২০০৭, সাব-রেজিস্ট্রার ২০০৩]*

A. বুদ্ধিজিবী B. বুদ্ধিজীবী
C. বুদ্ধিজিবি D. বুদ্ধিজীবি **উ: B**

৬৫. বিশুদ্ধ বানান কোনটি? *[Bangladesh Rural Development (BRDB) Asst Officer 2012, রা.বি. ই (জোড়) ২০১৫-১৬, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর ২০১৭, পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬, বিআরডিবির উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১২, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) ২০১৩, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (জবা) ২০০৯, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া) ২০১২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী ২০১১]*

A. কৃষিজিবি B. কৃষিজীবি
C. কৃষিজীবী D. কৃষিজিবী **উ: C**

৬৬. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*

A. পচানব্বই B. অদ্ভুত
C. ধস D. মহীয়সী **উ: A**

৬৭. নিচের শুদ্ধ বানান-জোড় কোনটি? *[পূবালী ব্যাংক লি. অফিসার / জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১৪]*

A. কিন্তুত, অদ্ভুত B. বিকিরণ, সমীরণ
C. সাবলীল, অনাবীল D. অনিষ্ট, ঘনিষ্ট **উ: B**

৬৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Probasi Kalyan Bank Executive Officer (General) 2017]*

A. আবিস্কার B. পরিস্কার
C. পিচাস D. পরিষ্কার **উ: D**

৬৯. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[Bangladesh Development Bank Ltd. Senior Officer (IT) 2011, জা. বি. C ২০১৭-১৮]*

A. অত্যধিক B. অত্যাধিক
C. অত্তাধিক D. অত্বাধিক **উ: A**

৭০. অশুদ্ধ বানান কোনটি? *[Agrani Bank Limited Officer 2013]*

A. মনকষ্ট B. ব্যতীত
C. ব্রাহ্মণ D. সমীচীন **উ: A**

৭১. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[Standard Bank Limited Asst. Officer 2012]*

A. প্রতিযোগিতা B. বৈশিষ্ট্যতা
C. সহযোগীতা D. শ্রদ্ধাঞ্জলী **উ: A**

৭২. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[Dutch-Bangla Bank Ltd Management Trainee Officer 2012, ই.বি. খ ২০১৬-১৭, ঢা.বি. ক ২০১৫-১৬]*

A. প্রনয়ন B. প্রনয়ণ
C. প্রণয়ন D. প্রণয়ণ **উ: C**

৭৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017]*

A. নিমীলিত B. নিমিলীত
C. নিমিলিত D. নীমিলিত **উ: A**

৭৪. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017]*

A. ব্রাহ্মণ B. সমীচীন
C. মনকষ্ট D. দারিদ্র **উ: B**

৭৫. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[Bangladesh Bank Asst. Director 2011]*

A. আপদমস্তক B. আপাদমস্তক
C. অপাদমস্তক D. আপাদমাস্তক **উ: B**

৭৬. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[Pubali Bank Ltd. Junior Officer (Cash) 2013, Pubali Bank Ltd. Senior Officer / Officer 2011, Pubali Bank Ltd. Junior Officer (Cash) 2011, চ.বি. ক ২০১৪-১৫, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) সহকারী ব্যবস্থাপক ২০২০, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ০৯]*

A. নির্ণিশেষ B. নির্ণীমেষ
C. নির্নিমেষ D. নীর্ণিমেষ **উ: C**

৭৭. নিচের কোন বানানটি সঠিক নয়? *[Janata Bank Ltd. Senior Officer (Cash) 2011]*

A. পরিষ্কার B. নমস্কার
C. হিরন্ময় D. দুষ্কর **উ: C**

৭৮. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[Agrani Bank Ltd. Officer 2011]*

A. অনুশাশন B. অনুসাশন
C. অনুশাসন D. অনুশাষণ **উ: C**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৭৯. নিচের কোনটি সঠিক বানান? *[খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০২১]*

A. মুর্হুমুহু, ব্যত্যয়, মৃত্যুত্তীর্ণ
B. মূর্হমুহু, ব্যাতয়, মৃতুত্তীর্ন
C. মূর্হমূহু, ব্যাত্যয়, মৃত্যুত্তীর্ন
D. মুহুর্মুহু, ব্যত্যয়, মৃত্যুত্তীর্ণ **উ: D**

৮০. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০২১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ২০০৭]*

A. আনুষঙ্গিক B. আনুষাঙ্গিক
C. আনুসাঙ্গিক D. আনুসঙ্গিক **উ: A**

৮১. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২১]*

A. কার্য B. অতঃপর
C. লজ্জাকর D. উজ্জল **উ: D**

৮২. বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' কত সালে প্রকাশিত হয়? *[দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিমি. সহকারী ব্যবস্থাপক (জেনারেল) ২০২১]*

A. ১৯৯৩ B. ১৯৯৪
C. ১৯৯৫ D. ১৯৯৬ **উ: B**

৮৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০২০, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দাজলা) ২০১৩, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী) ২০১২]*

A. পসারিণী B. পসারীনী
C. পসারিনি D. পসারিনী **উ: A**

৮৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক ২০১৯, থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৫, জা.বি. আই ২০১৯-২০, ঢা.বি. ঘ ২০১৭-১৮, বে.রো.বি. খ ২০১৭-১৮, জা.বি. গ ২০১২-১৩, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB) এর সহকারী সচিব / সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ২০১৯, SESDP থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৫, ১২তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫, ১১তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৪, তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৩, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল) ২০০৭, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা ২০০৫]*

A. শিরচ্ছেদ B. শিরোচ্ছেদ
C. শিরশ্ছেদ D. শিরোশ্ছেদ **উ: C**

৮৫. শুদ্ধ বানান নির্ণয় করুন – *[তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. ২০২১]*

A. অন্বেষণ B. অণ্বেষণ
C. অন্বেষন D. অণ্বেষন **উ: A**

৮৬. শুদ্ধ বানান নির্ণয় করুন – *[তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. ২০২১]*

A. দেদিপ্যমান B. দেদিপ্যমাণ
C. দেদীপ্যমাণ D. দেদীপ্যমান **উ: D**

৮৭. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়ারলেস অপারেটর ২০২১]*

A. ব্যুৎপত্তি B. বুৎপত্তি
C. ব্যুৎপত্তি D. বুৎপত্তি **উ: C**

৮৮. কোনটি শুদ্ধ? *[বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সহকারী পরিচালক ২০২০]*

A. বিদ্রূপ B. গড্ডালিকা
C. দারিদ্রতা D. সম্ভবপর **উ: D**

৮৯. শুদ্ধ শব্দ – *[দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক ২০২০]*

A. ঐক্যমত B. খৃষ্টাব্দ
C. লক্ষণীয় D. অচিন্ত্যনীয় **উ: C**

৯০. শুদ্ধ বানান – *[পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট ২০২০]*

A. ঔষধ B. ঔষুধ
C. অষুধ D. ওষধ **উ: A**

৯১. শুদ্ধ বানান নির্ণয় করুন – *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর এক্সটেনশন অফিসার ২০১৯]*

A. ভ্রাতুষ্পুত্র B. ভ্রাতুস্পুত্র
C. ভ্রাতৃষ্পুত্র D. ভ্রাতৃস্পুত্র **উ: A**

৯২. শুদ্ধ বানান নির্ণয় করুন – *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর এক্সটেনশন অফিসার ২০১৯]*

A. অনুকূল B. অনূকুল
C. অনূকূল D. অনুকুল **উ: A**

৯৩. শুদ্ধ উত্তর করুন – *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর এক্সটেনশন অফিসার ২০১৯]*

A. ভণিতা B. ভনিতা
C. ভণীতা D. ভনীতা **উ: A**

৯৪. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? *[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৯]*

A. বিদ্যান B. বিদ্বান
C. বিদ্দান D. বিদ্ব্যান **উ: B**

৯৫. শুদ্ধ বানান নির্ণয় করুন – *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর এক্সটেনশন অফিসার ২০১৯]*

A. পীড়াপিড়ি B. পিড়াপিড়ী
C. পিড়াপীড়ি D. পীড়াপীড়ি **উ: D**

৯৬. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ – *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (CGDF)-এর কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১৯]*

A. উর্ধ B. নুপূর
C. অত্যান্ত D. কোনোটিই নয় **উ: D**

৯৭. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী / নকশাকার ২০১৯, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর ২০১৭, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়) ২০১৯, প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (গামা, ডেলটা) ২০১৪, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১০, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) ২০১০, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (জবা) ০৯]*

A. অভ্যন্তরীণ B. অভ্যন্তরীন
C. আভ্যন্তরীণ D. আভ্যন্তরীন **উ: A**

৯৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী (পুর) ২০১৯, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ২০১৭, পরিসংখ্যা ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬]*

A. অতিথী B. অথিতি
C. অতীথী D. অতিথি **উ: D**

৯৯. শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে কোনটি? *[তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার ২০১৯]*

A. লবণ B. পবণ
C. ভবণ D. মগণ **উ: A**

১০০. কোনটি শুদ্ধ? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৯]*

A. সজ্ঞা B. সংজ্ঞা
C. সংগা D. সংঙ্গা **উ: B**

১০১. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৮, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (হোয়াংহো) ২০১৩]*

A. রূপায়ন B. রুপায়ন
C. রূপায়ণ D. রুপায়ণ **উ: C**

১০২. নিচের কোন বানানটি সঠিক? *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর ফিল্ড অফিসার ২০১৯]*

A. ধূলিসাৎ B. ধুলিসাৎ
C. ধূলিস্যাৎ D. ধুলিস্যাৎ **উ: A**

১০৩. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী ২০১৬, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১২]*

A. নিরিক্ষণ B. নীরিক্ষণ
C. নিরীক্ষণ D. নীরীক্ষণ **উ: C**

১০৪. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট ১৯]*

A. লক্ষন B. লক্ষ্যণ
C. লক্ষম D. লক্ষণ **উ: D**

১০৫. সঠিক বানানে লেখা হয়েছে কোন শব্দটি? *[স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী / নকশাকার ২০১৯]*

A. নিক্কন B. নিক্কণ
C. নিক্কণ D. নিক্কন **উ: B**

১০৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (CGDF) এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৯]*

A. পরিষেবা B. ইতিমধ্যে
C. ষাণ্মাসিক D. বিভূতিভূষণ **উ: B**

১০৭. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? *[সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ২০১৯]*

A. ভূবন B. গগণ
C. লগন D. পবণ **উ: C**

১০৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (CGDF) এর কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর ২০১৯, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৮, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১৭, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১৬, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১২, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) ২০১০]*

A. মরিচিকা B. মরিচীকা
C. মরীচিকা D. মরীচীকা **উ: C**

১০৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১২, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]*

A. মরিচিকা B. মরিচীকা
C. মরীচিকা D. মরীচীকা **উ: C**

১১০. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার ২০১৮]*

A. অত্যাধিক B. আবিষ্কার
C. আদ্যক্ষর D. অদ্যপি **উ: B**

১১১. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে নিচের কোন শব্দ-জোড়ের বানান শুদ্ধ? *[প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক ২০১৭]*

A. পিপীলিকা, নির্নিমেষ
B. পিপিলিকা, নির্নিমেস
C. পিপীলিকা, নির্ণিমেষ
D. পিপিলিকা, নির্নিমেশ **উ: A**

১১২. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার ২০১৬, SESIP উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ২০১৫, চ.বি. H ২০১৬-১৭]*

A. শারীরীক B. শারীরিক
C. শারিরিক D. শারিরীক **উ: B**

১১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর ২০১৭]*

A. দুর্বিসহ B. দূর্বিষহ
C. দুর্বিষহ D. দূর্বিসহ **উ: C**

১১৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর ২০১৭, চা.বি. ক ২০১৫-১৬]*

A. দুষ্কৃতকারি B. দুষ্কৃতকারী
C. দুষ্কৃতিকারি D. দুষ্কৃতিকারী **উ: B**

১১৫. অশুদ্ধ বানান কোনটি? *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফম্যান ২০১৭]*

A. অনুকূল B. অমাবস্যা
C. অনটন D. অধ্যায়ন **উ: D**

১১৬. শুদ্ধ বানান বিশিষ্ট শব্দ কোনটি? *[৫ম বিজীস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা ২০০৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১৮]*

A. আশির্বাদ B. ভবিষ্যৎ
C. দীর্ঘজীবি D. পিপিলীকা **উ: B**

১১৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর (তড়িৎ) ২০১৯, ১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়) ২০১৭, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১, সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক ২০১০, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ইছামতি) ২০১০]*

A. বাল্মিকী B. বাল্মীকি
C. বাল্মিকি D. বাল্মীকী **উ: B**

১১৮. শুদ্ধ বানান – *[জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইনস্ট্রাক্টর ১৮]*

A. প্রতিযগিতা B. প্রতিযোগিতা
C. প্রতিযোগীতা D. প্রতীযোগীতা **উ: B**

১১৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৩, রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১১]*

A. রৌদ্রকরজ্জল B. রৌদ্রকরোজ্জ্বল
C. রৌদ্রকরজ্জ্বল D. রৌদ্রকরোজ্জল **উ: B**

১২০. কোন বানানটি সঠিক? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৩]*

A. ক্ষীনজীবী B. ক্ষীণজীবী
C. ক্ষীনজীবি D. ক্ষীণজীবি **উ: B**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১২১. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[ঢা.বি. ঘ ২০২০-২১]*

A. মহিয়সি B. মহীয়সী
C. মহিয়সী D. মহীয়সি **উ: B**

১২২. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[ব.শে.মু.র.বি.প্র.বি. B ২০১৯-২০]*

A. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া B. অন্ত্যেস্টিক্রিয়া
C. অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া D. অন্ত্যেষ্ট্যিক্রিয়া **উ: A**

১২৩. সঠিক বানান কোনটি? *[রা.বি. A ২০২০-২১]*

A. মাননীয়াষু B. মাননীয়েসু
C. মাননীয়াসু D. মাননিয়াসু **উ: C**

১২৪. যে বানানটি শুদ্ধ? *[ঢা.বি. অধিভুক্ত সাত কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট) ২০২১]*
A. বুভুক্ষু B. বুভূক্ষু
C. বূভুক্ষু D. বুবুক্ষূ **উ: A**

১২৫. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম চালু করেন – *[রা.বি. A ২০২০-২১]*
A. বাংলাদেশ সরকার B. এশিয়াটিক সোসাইটি
C. বাংলা একাডেমি
D. শিল্পকলা একাডেমি **উ: C**

১২৬. কোন বানানটি সঠিক? *[রা.বি. A ২০২০-২১]*
A. সরিসৃপ B. সরীসৃপ
C. শরিসৃপ D. শরীসৃপ **উ: B**

১২৭. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান? *[ঢা.বি. B ২০১৯-২০]*
A. উচ্ছল B. ইদানিং
C. বৈপরীত্য D. অপরাহ্ন **উ: C**

১২৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? *[জা.বি. C ২০১৯-২০]*
A. ঠাণ্ডা B. কুষ্মাণ্ড
C. উত্তরকাণ্ড D. ভণ্ড **উ: A**

১২৯. নিচের কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? *[কু.বি. C ২০১৯-২০, রা.বি. K ২০১৭-১৮]*
A. সমিচীন B. মুমুর্ষূ
C. আকাংখা D. সান্ত্বনা **উ: D**

১৩০. 'শৃঙ্খলা' বানানে 'ঙ' এর স্থানে 'ং' হবে না, কারণ – শব্দটি – *[শা.বি.প্র.বি. A ২০১৯-২০]*
A. সন্ধিবদ্ধ নয় B. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা নয়
C. সমাসবদ্ধ নয় D. দ্বিরুক্ত নয় **উ: A**

১৩১. আধুনিক বানান-বিধি অনুসারে নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[ঢা.বি. D ২০১৮-১৯]*
A. উনসত্তর B. পোস্ট অফিস
C. কাহিনি D. ঝরনা **উ: A**

১৩২. কোন বানানটি সঠিক? *[ঢা.বি. C ২০১৭-১৮]*
A. আকাঙ্খা B. প্রতিযোগীতা
C. মুমূর্ষূ D. পরিণয় **উ: D**

১৩৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[ঢা.বি. ৭ কলেজ (বিজ্ঞান) ১৮-১৯]*
A. বানিজ্য B. বাণীজ্য
C. বাণিজ্য D. বানীজ্য **উ: C**

১৩৪. সঠিক বানান নিচের কোনটি? *[ঢা.বি. C ২০১৮-১৯]*
A. অন্তস্থ B. অন্তঃস্থল
C. অন্তস্তল D. অন্ততল **উ: C**

১৩৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[কু.বি. B ২০১৮-১৯, ই.বি. B ২০১০-১১]*
A. শ্বাসত B. শাশ্বত
C. শ্বাশত D. শাস্বত **উ: B**

১৩৬. কোন শব্দটি সঠিক? *[রা.বি. A ২০১৮-১৯]*
A. শ্রদ্ধাস্পদাসু B. শ্রদ্ধাষ্পদাষু
C. শ্রদ্ধাস্পদেসু D. শ্রদ্ধাষ্পদাসু **উ: A**

১৩৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[খু.বি. B ২০১৮-১৯]*
A. সৌজন্যতা B. প্রতিযোগিতা
C. মিতালী D. সহযোগীতা **উ: B**

১৩৮. নিচের কোন বানানটি বৈয়াকরণিক দিক থেকে যথাযথ? *[খু.বি. B ২০১৮-১৯]*
A. বিচিত্র্য B. বৈচিত্র্যতা
C. বৈচিত্র্য D. বৈচিত্র **উ: C**

১৩৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[জা.বি. C ২০১৮-১৯]*
A. কীর্তিস্তম্ভ B. কির্তীস্তম্ভ
C. কৃতিস্তম্ভ D. কৃর্তিস্তম্ভ **উ: A**

১৪০. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[ঢা.বি. B ২০১৭-১৮]*
A. জীবনান্দ দাস B. জীবনান্দ দাশ
C. জীবনানন্দ দাশ D. জীবনানন্দ দাস **উ: C**

১৪১. কোন শব্দটি শুদ্ধ? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর ২০১৭, কু.বি. A ২০১৩-১৪]*
A. শীহরণ B. শিহরণ
C. শীহরন D. শিহরন **উ: D**

১৪২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *(ঢা. বি. গ ২০১৭-১৮)*
A. পরিস্কার B. সংস্রব
C. স্নেহাশীষ D. শ্রদ্ধাভাজনীয়াষু **উ: B**

১৪৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *(জাতীয়. বি. গ ২০১৪-১৫)*
A. সূক্ষ্ম B. সংশ্রব
C. আদ্যান্ত D. উনত্রিশ **উ: A**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে অপশন C ও D প্রথমেই বাদ। বানান দুটির শুদ্ধরূপ হবে আদ্যন্ত ও উনত্রিশ। বাকি অপশন A ও B এর দুটি বানানই শুদ্ধ। তবে অনেকেই মনে করেন অপশন B এর 'সংশ্রব' বানানটি ভুল আছে যার শুদ্ধ রূপ হবে 'সংস্রব'। পূর্বের প্রশ্নের ক্ষেত্রেও আপনি বিষয়টি লক্ষ করে দেখতে পারেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে –
সংশ্রব – অর্থ: মনোযোগ সহকারে শ্রবণ / সম্বন্ধ
সংস্রব – অর্থ: সম্পর্ক / সম্বন্ধ / প্রভাব / মিলন

তার মানে দুটো শব্দই অর্থবহ এবং দুটো বানানই ঠিক আছে। সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর A ও B দুটোই হয়। তবে যে কোনো একটি দাগাতে হলে এই প্রশ্নের অপশন বিবেচনায় অপশন A হবে সর্বোত্তম সঠিক উত্তর। কারণ এটির শুদ্ধতা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

১৪৪. নিচের কোন শব্দজোড় ভুল? *[গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ১৯-২০]*
A. সাধুতা, দৈন্য B. গড্ডালিকা, লজ্জাস্কর
C. শিরশ্ছেদ, বৃশ্চিক D. পাণিনি, উন্মীলিত **উ: B**

১৪৫. ঠিক শব্দগুচ্ছ হলো – *(ঢা. বি. খ ২০১৭-১৮)*
A. দুর্ভীক্ষ, নিস্কাসন, শীততাপ
B. উদিচী, বুভুক্ষু, পোস্ট-অফিস
C. অভীষ্ট, নিশ্চল, সমীচীন
D. লক্ষণ, মধ্যস্ত, উদ্ধোধন
উ: C

১৪৬. নিচের কোনটি শুদ্ধ? *[গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ২০১৯-২০]*
A. অভিক
B. নির্ভিক
C. অনিক
D. ধনিক
উ: D

১৪৭. ঠিক শব্দগুচ্ছ হলো – *[ঢা.বি. B ২০১৮-১৯]*
A. শিহরন, দারুণ, দরুন
B. গণ্ডূষ, সায়াহ্ণ, ঈপ্সিত
C. আশীষ, ইতোপূর্বে, শ্বাশুড়ি
D. ভষ্ম, পুস্পাঞ্জলি, দরিদ্রতা
উ: A

১৪৮. শুদ্ধরূপ কোনটি? *[রা.বি. A ২০১৭-১৮, জাতীয় বি. ২০০৫-০৬]*
A. কল্যাণীয়াসু
B. কল্যাণীয়াষু
C. কল্যাণীয়েসু
D. কল্যাণীয়াশু
উ: A

১৪৯. সঠিক বানানের শব্দ কোনটি? *[রা.বি. ২০১৪-১৫]*
A. উচ্ছাস
B. উচ্ছাশ
C. উচ্ছ্বাস
D. উচ্ছাস্ব
উ: C

১৫০. কোন বানানটি সঠিক? *[ই.বি. চ ২০০৪-০৫]*
A. উর্ণনাভ
B. উর্ণনাভ
C. উর্ননাভ
D. উর্ননাভ
উ: B

১৫১. কোনটি সঠিক বানান? *[ই.বি. খ ২০০৫-০৬]*
A. অসূর্যস্পর্শা
B. অসূর্যম্পশ্যা
C. অসুর্যস্পশ্যা
D. অসুর্যম্পশ্যা
উ: B

১৫২. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ১২, ঢা.বি. ঘ ২০০৬-০৭]*
A. কনীনিকা
B. কনিনীকা
C. কনিনিকা
D. কনীনীকা
উ: A

১৫৩. সঠিক বানান কোনটি? *[পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী ২০১৫, ঢা.বি. চ ২০১৬-১৭, জাতীয় ক.কা.ন.ই.বি. ক ২০১৬-১৭]*
A. দধিচী
B. দধিচি
C. দধীচী
D. দধীচি
উ: D

১৫৪. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? *[জ.বি. ই ২০১৬-১৭]*
A. রুপালি
B. অপরাহ্ন
C. নীরদ
D. অগ্রহায়ণ
উ: B

১৫৫. কোনটি সঠিক বানান? *[রা.বি. A (জোড়) ২০১৪-১৫]*
A. উর্ণজাল
B. উর্ণাজাল
C. উর্ণাজাল
D. উর্নাজাল
উ: C

১৫৬. সঠিক বানান কোনটি? *[রা.বি. E ২০১৪-১৫]*
A. তরান্বিত
B. ত্বরান্বিত
C. ত্বরান্নিত
D. ত্বরানিত
উ: B

১৫৭. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[চ.বি. B ২০১৪-১৫]*
A. বিভিষণ
B. বিভীসন
C. বিভীষণ
D. বিভীষন
উ: C

১৫৮. নিচের কোন বানানটি সঠিক? *[ই.বি. C ২০১৪-১৫]*
A. ভাগিরথী
B. ভাগীরথী
C. ভাগীরথি
D. ভাগিরথি
উ: B

১৫৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? *[চ.বি. H ২০১৩-১৪]*
A. অনুবাদিত
B. অনুদিত
C. অনূদিত
D. অণুদিত
উ: C

১৬০. কোন শব্দটির বানান শুদ্ধ? *[চ.বি. B ২০১৫-১৬]*
A. সহযোগীতা
B. স্থায়ীত্ব
C. কৃতিত্ব
D. নিস্ফল
উ: C

১৬১. কোনটি অশুদ্ধ? *[রা.বি. E (জোড়) ২০১৫-১৬]*
A. দরিদ্রতা
B. দারিদ্র্য
C. দারিদ্রতা
D. দরিদ্র
উ: C

১৬২. কোন বানানটি সঠিক? *[রা.বি. I ২০১৫-১৬]*
A. বিপদসংকুল
B. বিপৎসংকুল
C. বিপদশংকূল
D. বিপৎশংকুল
উ: B

১৬৩. নিচের কোন বানানগুচ্ছ অশুদ্ধ? *(ঢা. বি. গ ২০১৬-১৭)*
A. ধ্বস, মরুদ্যান
B. স্বায়ত্তশাসন, শিহরন
C. সুষম, নৈঃসঙ্গ্য
D. ঝর্না, পুরোনো
উ: A

১৬৪. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বিশেষ্য? *(ঢা. বি. গ ২০১৬-১৭)*
A. একত্র
B. জবাবদিহি
C. সহমর্মিতা
D. উৎকর্ষতা
উ: D

১৬৫. কোন শব্দগুচ্ছের বানান শুদ্ধ? *(ঢা. বি. ক ২০১৫-১৬)*
A. ইন্দ্রীয়, ক্ষত্রীয়
B. সুশ্রূষা, স্বান্তনা
C. চিহ্ন, অপরাহ্ণ
D. পোষ্টার, মাস্টার
উ: C

১৬৬. নিচের কোন শব্দে চন্দ্রবিন্দুর (ঁ) ভুল প্রয়োগ রয়েছে? *(ঢা. বি. খ ২০১৫-১৬)*
A. কাঁধ
B. সাঁকো
C. কাঁচ
D. আঁকাবাঁকা
উ: C

১৬৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *(ঢা. বি. গ ২০১৫-১৬)*
A. ত্রিভূজ
B. পরিপক্ক
C. আকাঙ্খা
D. পুণ্য
উ: D

১৬৮. ভুল বানান কোনটি? *(ঢা. বি. ঘ ২০১৫-১৬)*
A. দ্বন্দ্ব
B. শিহরন
C. সমীচিন
D. জিগীষা
উ: C

১৬৯. শুদ্ধ বানানে সংকলিত গুচ্ছ কোনটি? *(ঢা. বি. ঘ ২০১৫-১৬)*
A. মধ্যাহ্ণ, বক্ষমাণ, মহত্ত্ব
B. উচ্ছল, স্বায়ত্তশাসন, প্রজ্বলিত
C. প্রোজ্জ্বল, পরাস্থ, সস্ত্রিক
D. পরিবহন, পক্ক, ভস্ম
উ: B

১৭০. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[ঢা.বি. ক ২০১৪-১৫, জ.বি. খ ১৪-১৫]*
A. দূরাকাঙ্খা B. দুরাকাঙ্খা
C. দুরাকাঙ্ক্ষা D. দূরাকাঙ্ক্ষা **উ: C**

১৭১. কোনটি সঠিক? *(রা. বি. ২০১৭-১৮)*
A. বিশ্লেষন B. বিশ্লেশন
C. বিশ্লেষণ D. বিশ্লেশণ **উ: C**

১৭২. নিচের কোন বানানটি সঠিক নয়? *(জ. বি. গ ২০১৬-১৭)*
A. মুহুর্মুহু B. হেমহর্ম
C. দূর্বা D. মরূদ্যান **উ: B**

১৭৩. কোন শব্দটির বানান ভুল রয়েছে? *(চ. বি. ২০১৪-১৫)*
A. প্রস্ফুটিত B. ভস্মীভুত
C. নিষ্ফল D. স্ফীতি **উ: B**

১৭৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? *(চ. বি. ২০১৬-১৭)*
A. ঋণগ্রহণ B. ভীষণ
C. অনশন D. ভুষণ **উ: D**

১৭৫. সঠিক বানান কোনটি? *(রা. বি. A ২০১৭-১৮)*
A. ভূলের মুল্য B. ভূলের মূল্য
C. ভুলের মুল্য D. ভুলের মূল্য **উ: D**

১৭৬. সময়বাচক 'কাল' শব্দটির সাথে শুদ্ধ প্রয়োগ হয় কোনটির? *(খু. বি. গ ২০১৬-১৭)*
A. এর B. কের C. খানা D. টি **উ: B**

১৭৭. কোনটি শুদ্ধ বানান? *(রা. বি. E ২০১৭-১৮)*
A. জীবন সঙ্গিনি B. জীবন সঙ্গিনী
C. জীবন-সঙ্গিনী D. জীবনসঙ্গিনী **উ: D**

১৭৮. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর এক্সটেনশন অফিসার ২০১৯, রা. বি. D2 ২০১৭-১৮]*
A. বিকীরণ B. বিকিরণ
C. বিকিরন D. বিকীরন **উ: B**

১৭৯. কোন বানানটি সঠিক? *(চ. বি. B1 ২০১৭-১৮)*
A. গীতাঞ্জলী B. গিতাঞ্জলি
C. গিতাঞ্জলী D. গীতাঞ্জলি **উ: D**

১৮০. কোন শব্দটির বানান ভুল? *(চ. বি. B1 ২০১৭-১৮)*
A. জলন্ত B. বিভাজ্য
C. সজ্জন D. উজ্জ্বল **উ: A**

১৮১. কোন শব্দে ভুল বানান রয়েছে? *(চ. বি. D ২০১৭-১৮)*
A. সমীচীন B. মুমূর্ষ
C. ম্রিয়মাণ D. প্রতীয়মান **উ: B**

১৮২. কোনটি শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ – *(রা.বি. E ২০১৮-১৯, জা.বি. ১৩-১৪)*
A. সমীচীন, হরীতকী, বাল্মীকি, অতীন্দ্রিয়
B. সমিচীন, হরিতকী, বাল্মীকি, অতীন্দ্রিয়
C. সমীচীন, হরীতকী, বাল্মিকী, অতিন্দ্রীয়
D. সমীচিন, হরিতকি, বাল্মিকী, অতীন্দ্রিয় **উ: A**

১৮৩. নিচের কোন বানানটি সঠিক? *(য. প্র. বি. ২০১৭-১৮)*
A. ইতিমধ্যে B. সমীচিন
C. পুরস্কার D. পোষাক **উ: C**

১৮৪. ঠিক বানান কোনটি? *(কু. বি. B ২০১৯-২০)*
A. আইনজীবি B. উচ্ছাস
C. সত্তা D. ইতিমধ্যে **উ: C**

১৮৫. নিচের কোন শব্দটি নির্ভুল? *(খু. বি. B ২০১৭-১৮)*
A. উপর্যুক্ত B. উপরুক্ত
C. উপরোক্ত D. উপরিযুক্ত **উ: A**

১৮৬. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি? *(ঢা. বি. ঘ ২০১৩-১৪)*
A. দূরাকাঙ্খা, বাল্মীকী, পল্বল
B. দুর্ভাবনা, মিথস্ক্রিয়া, ব্যভিচার
C. ত্রিভূজ, প্রণয়ণ, বিমর্ষ
D. শিহরণ, মরুদ্যান, অঞ্জলি **উ: B**

১৮৭. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? *(ব. বি. ২০১৩-১৪)*
A. কৃতিত্ব B. দায়িত্ব
C. সখিত্ব D. সতিত্ব **উ: D**

১৮৮. কোন বানানটি অশুদ্ধ? *(চ. বি. ২০১৬-১৭)*
A. রামায়ণ B. দুর্নাম
C. অনুবীক্ষণ D. রুগ্ণ **উ: C**

১৮৯. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ? *(ই. বি. B ২০১৫-১৬)*
A. ষাণ্মাসিক B. ষান্মাসিক
C. ষান্মাষিক D. ষাণ্মাসিক **উ: D**

১৯০. কোন শব্দটি শুদ্ধ? *(রা. বি. A ২০১৫-১৬)*
A. সখ্যতা B. নম্রতা
C. সামঞ্জস্যতা D. বাহুল্যতা **উ: B**

১৯১. কোন শব্দে ভুল বানান রয়েছে? *(চ. বি. E ২০১৫-১৬)*
A. শ্রদ্ধাস্পদ B. নিষ্পত্তি
C. চতুষ্পদ D. দুষ্প্রাপ্য **উ: A**

১৯২. কোন বানানটি শুদ্ধ? *(রা. বি. E ২০১৭-১৮)*
A. মূমূর্ষু B. ন্যূনতম
C. মূর্ধণ্য D. চাহণ **উ: B**

১৯৩. কোনটি শুদ্ধ বানান? *(জ. বি. ঘ ২০১৭-১৮)*
A. উর্দ্ধমুখী B. উর্ধমুখি
C. উর্ধ্বমুখী D. উর্ধ্বমুখি **উ: C**

১৯৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? *(শা. বি. প্র. বি. ২০১৪-১৫)*
A. সৌন্দর্যত্বত্ত্ব B. সৌর্ন্দযতত্ত
C. সোন্দর্যতত্ত্ব D. সৌন্দর্যতত্ত্ব **উ: D**

১৯৫. নিচের কোন বানানটি ভুল? *(জাতীয়. বি. ক ২০১৪-১৫)*
A. পরিপক্ক B. মুহূর্ত
C. মুমূর্ষু D. শুশ্রূষা **উ: A**

১৯৬. নিচের কোন বানানটি প্রমিত? *(জা.বি. গ ২০১৯-২০)*
A. স্বায়ত্তোশাসন B. অপেক্ষমান
C. অনিন্দসুন্দর D. শ্মশ্রু **উ: D**

১৯৭. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ? *(ঢা. বি. ক ২০১৯-২০)*
A. সমীচীন, কণ্ঠ, মাষ্টার
B. অঞ্জুলি, দন্ডনীয়, কিংকর্তব্যবিমুঢ়
C. প্রতিযোগিতা, স্বাদেশীক, সন্তরণ
D. সহযোগী, শিরশ্ছেদ, গুঞ্জরণ **উ: D**

১৯৮. নিচের ঠিক বানানটি চিহ্নিত কর – *(জা. বি. গ ২০১৯-২০)*
A. অপরাহ্ন B. অপরাহ্ণ
C. মরন D. কুস্ট **উ: B**

১৯৯. কোন বানানটি অশুদ্ধ? *(জা. বি. এফ. ২০১৯-২০)*
A. সমীচীন B. উদীচী
C. প্রতীচী D. অনাথীনী **উ: D**

২০০. অধিকার বা মালিকানা অর্থে নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *(রা. বি. ক ২০১৯-২০, রা. বি. ই ২০১২-১৩)*
A. স্বত্বাধীকার B. স্বত্বাধিকারী
C. স্বত্তাধিকার D. সত্ত্বাধিকার **উ: B**

২০১. কোনটি ঠিক বানান? *(চ. বি. খ ২০১৯-২০)*
A. অভূতপুর্ব B. অভূতপূর্ব
C. অভুতপূর্ব D. অভুতপুর্ব **উ: B**

২০২. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *(খু. বি. খ ২০১৯-২০)*
A. স্বচ্ছলতা B. উর্ধমুখী
C. উচ্ছৃঙ্খল D. প্রজ্জলন **উ: C**

অনুশীলনযোগ্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

২০৩. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি?
A. বিভীষিকা, আশীর্বাদ, শারীরিক, সমীচিন
B. নির্নিমেষ, গননা, অপরাহ্ন, সর্বাঙ্গীন
C. অদ্ভুত, প্রত্যুষ, উদ্ভূত, নূপুর
D. পূর্বাহ্ন, পুরস্কার, দুর্বিষহ, অভিষেক **উ: C**

২০৪. কোন শব্দগুচ্ছে অশুদ্ধ বানান আছে?
A. প্রদোষ, যুধিষ্ঠির, চান্দ্রায়ণ, পরান্ন
B. সমীক্ষণ, বিপন্ন, শতবার্ষিক, সাইরেন
C. শেকসপিয়র, পরিষ্কার, সুরকি, সৌষ্ঠব
D. প্রণয়ন, পরিবহণ, দুর্নীতি, হস্তিনী **উ: C**

২০৫. কোনটি সঠিক বানান?
A. পৌনঃপুনিক B. পুনঃপৌনিক
C. পূনঃপৌনিক D. পুনপুনিক **উ: A**

২০৬. কোনটি ভুল?
A. বুদ্ধিজীবী B. অন্তর্লীন
C. উপাচার D. তেজস্ক্রিয়া **উ: C**

২০৭. 'জ্ঞানি লোকেরা মনে করেন, তাদের ছেলেমেয়েরা অধ্যায়ন ছেরেছে বলেই তারা ব্যাথা, আকাঙ্খা, প্রতিযোগীতা, দারিদ্রতা ইত্যাদি বানান ভূল করে।' – বাক্যে কয়টি বানান ভুল?
A. ৬ টি B. ৭ টি
C. ৯ টি D. ৮ টি **উ: C**

ব্যাখ্যা: জ্ঞানী লোকেরা মনে করেন, তাদের ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন ছেড়েছে বলেই তারা ব্যথা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিযোগিতা, দরিদ্রতা ইত্যাদি বানান ভুল করেন।

২০৮. 'দেশবিভাগের অব্যাবহিত পর পরিত্যাক্ত বাড়িটি দখল করেছিল কলকাতার ঘিঞ্জী এলাকায় মাথা গুজে দুর্বিসহ জীবনযাপণ করা উদ্ভাস্তু কয়েকজন মানুষ।' বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা –
A. ৫ টি B. ৬ টি
C. ৭ টি D. ৮ টি **উ: B**

ব্যাখ্যা: দেশবিভাগের অব্যবহিত পর পরিত্যক্ত বাড়িটি দখল করেছিল কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় মাথা গুজে দুর্বিষহ জীবনযাপন করা উদ্বাস্তু কয়েকজন মানুষ।

২০৯. 'বিপদপন্ন লোককে সহজোগিতা করা সকল মানুষের সধর্ম হওয়া উচিত।" – বাক্যটিতে ভুল রয়েছে?
A. ২ টি B. ৩ টি
C. ৪ টি D. ৫ টি **উ: B**

ব্যাখ্যা: বিপদাপন্ন লোককে সহযোগিতা করা সকল মানুষের স্বধর্ম হওয়া উচিত।

২১০. নিম্নোক্ত চলিত ভাষায় লেখা বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা: স্বস্ত্রীক প্রাতভ্রমন কিংবা জোৎস্না রজনীর সৌন্দর্য দর্শণ শুধুমাত্র স্বাস্থপ্রদই নহে, মানসিক প্রশান্তিও বহিয়া আনে –
A. ৫ টি B. ৬ টি
C. ৭ টি D. ৮ টি **উ: D**

ব্যাখ্যা: সস্ত্রীক প্রাতঃভ্রমণ কিংবা জ্যোৎস্না রজনীর সৌন্দর্য দর্শন শুধু স্বাস্থ্যপ্রদই নয়, মানসিক প্রশান্তিও বয়ে আনে।

২১১. কোন বানানটি অশুদ্ধ?
A. ঔজ্জ্বল্য B. শ্রদ্ধাঞ্জলি
C. বুদ্ধিজীবি D. সন্ন্যাসী **উ: C**

২১২. নির্ভুল বানানের শব্দত্রয় –
A. পৌরহিত্য, নির্ঘৃণ, জেষ্ঠ্য
B. জ্যৈষ্ঠ, সচ্ছল, দৌরাত্ম্য
C. ঝঞ্ঝা, নিরীখ, দ্ব্যার্থ
D. দুর্বিষহ, সম্মদ্ধ, জিগীসা **উ: B**

২১৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?
A. বিশ্বস্ত B. বিশ্বস্থ
C. বিশস্ত D. বিসস্ত **উ: A**

২১৪. 'বিনয়ভুষনের তনয় সুকেশী নন্দিতা উড়োজাহাজের আবিস্কারকের নাম পরিস্কাররূপে বলিতে না পারায় পুরষ্কারটি হারাল।' – চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কতটি?

A. ৫ টি B. ৬ টি
C. ৭ টি D. ৮ টি **উ: D**

ব্যাখ্যা: বিনয়ভূষণের তনয়া সুকেশিনী নন্দিতা (বাদ) উড়ো জাহাজের আবিষ্কারকের নাম পরিষ্কারভাবে বলতে না পারায় পুরস্কারটি হারাল।

২১৫. কোনটি শুদ্ধ?

A. সম্বর্ধনা B. প্রতিযোগিতা
C. সমৃদ্ধশালী D. সামঞ্জস্যতা **উ: B**

২১৬. এখানে কোন বানানটি সঠিক?

A. উৎবন্ধন B. উদ্বন্ধণ
C. উদবন্ধণ D. উদ্বন্ধন **উ: D**

২১৭. 'শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যাহা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও গলধকরণ করিতে বাদ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু সেচ্ছায় নয়, স্বানন্দে পান করে' – চলিত রীতির এ বাক্যে ভুলের সংখ্যা কতটি?

A. ৫ টি B. ৬ টি
C. ৭ টি D. ৮ টি **উ: D**

ব্যাখ্যা: শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপর-পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে।

২১৮. কোনটি শুদ্ধ?

A. ব্যকরণ B. আবহমান
C. প্রবাহমান D. বিবাদমান **উ: B**

২১৯. শুদ্ধ বানান কোনটি?

A. স্বস্ত্রীক B. সত্তা
C. স্বায়ত্ব D. সত্ত্বা **উ: B**

২২০. চলিত ভাষার বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে? 'সাধু ভাষা-রীতির অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করে যাহারা অত্যাধিক উল্লাসিত, তারা কি কখনো বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মশাররফ প্রমুখদের গদ্যশৈলীর মাধুর্যতা অনুধাবনের প্রচেষ্টায় কিছুমাত্র সময় ব্যয় করিয়াছেন?'

A. ৫ টি B. ৬ টি
C. ৭ টি D. ৪ টি **উ: C**

ব্যাখ্যা: সাধু ভাষা-রীতির অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করে যারা অত্যধিক উল্লসিত, তারা কি কখনো বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম - মশাররফ প্রমুখের গদ্যশৈলীর মাধুর্য অনুধাবনের প্রচেষ্টায় কিছু সময় ব্যয় করেছেন।

২২১. 'ও কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরন করতে পারলেন না' – বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা –

A. ২ টি B. ৩ টি
C. ৪ টি D. ১ টি **উ: B**

ব্যাখ্যা: ও কৌতুক করার কৌতুহল সংবরণ করতে পারলো না।

২২২. শুদ্ধ বাক্য কোনটি?

A. আমি, তুমি ও সে একই বয়সের
B. আমি, সে ও তুমি একই বয়সের
C. তুমি, আমি ও সে একই বয়সের
D. তুমি, সে ও আমি একই বয়সের **উ: D**

২২৩. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?

A. উদ্বন্ধন B. আকস্মিক
C. কিংকর্তব্যবিমূঢ় D. মরিচিকা **উ: D**

২২৪. শুদ্ধ বাক্যাংশ কোনটি?

A. খেলা চলাকালীন সময়ে
B. খেলাকালীন সময়ে
C. খেলা চলাকালে
D. খেলা চলার সময়কালে **উ: C**

২২৫. 'ভারসাম্যতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন?

A. প্রত্যয়জনিত কারণে
B. উপসর্গজনিত কারণে
C. সন্ধিজনিত কারণে
D. কারকজনিত কারণে **উ: A**

২২৬. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?

A. সমীচীন, উচিৎ, আকাংক্ষা, পক্ক, অন্তর্ভূক্ত
B. সমিচীন, উচিত, আকাঙ্খা, পক্ক, অন্তর্ভূক্ত
C. সমীচীন, উচিত, আকাঙ্ক্ষা, পক্ক, অন্তর্ভুক্ত
D. সমীচিন, উচিত, আকাংখা, পক্ক, অন্তর্ভুক্ত **উ: C**

২২৭. সৌজন্যতা শব্দটি অশুদ্ধ কোন কারণে?

A. ণ-ত্ব বিধান জনিত B. প্রত্যয় জনিত
C. উপসর্গ জনিত D. সন্ধি জনিত **উ: B**

২২৮. নিচের কোন শব্দ-ত্রয় শুদ্ধ?

A. স্বায়ত্বশাসন, পক্ক, ধারনা
B. ঝর্না, ধস, ধরন
C. উর্ধ, আকাঙ্ক্ষা, শারীরিক
D. ধাঁধাঁ, সুসম, ষ্টেশন **উ: B**

২২৯. কোন শব্দটি শুদ্ধ?

A. ইতিমধ্যে B. ইতঃমধ্যে
C. ইতোমধ্যে D. ইতিপূর্বে **উ: C**

২৩০. অশুদ্ধ বানান কোনটি?

A. অদ্যাবধি B. উপর্যুক্ত
C. দুরবস্থা D. প্রাতঃরাশ **উ: D**

২৩১. "মুমুর্ষ লোকটির সুষ্ঠ চিকিৎসা না হওয়ায় ব্যধি মারাত্বক রুপ ধারন করে।" – বাক্যটিতে বানান ভুলের সংখ্যা –
A. ৪ টি B. ৫ টি
C. ৬ টি D. ৭ টি **উ: C**

ব্যাখ্যা: মুমূর্ষ লোকটির সুষ্ঠ চিকিৎসা না হওয়ায় ব্যাধি মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

২৩২. "আমাদের ভবিষ্যত সভ্যতা গড়িয়া উঠবে আমাদের মনের গভির অন্তস্থল হইতে।" – চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা
A. ২ টি B. ৩ টি
C. ৪ টি D. ৫ টি **উ: D**

ব্যাখ্যা: আমাদের ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের গভীর অন্তস্তল হতে।

২৩৩. কোনটি শুদ্ধ?
A. বিদ্যান ব্যক্তিরা দারিদ্রতার শিকার হন
B. বিদ্বান ব্যক্তিরা দারিদ্রতার স্বীকার হন
C. বিদ্বান ব্যক্তিরা দারিদ্র্যের শিকার হন
D. বিদ্বান ব্যক্তিরা দারিদ্র্যের স্বীকার হন **উ: C**

২৩৪. "সকল ছাত্রছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে, মুখস্ত করে পরীক্ষায় লিখিলে ক্রীতকার্য হওয়া যাবে না।" – চলিত রীতির এই বাক্যে ভুলের সংখ্যা কতটি?
A. ৩ টি B. ৪ টি
C. ৫ টি D. ৬ টি **উ: C**

ব্যাখ্যা: সকল (বাদ) ছাত্রছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, মুখস্থ করে পরীক্ষায় লিখলে কৃতকার্য হওয়া যাবে না।

২৩৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
A. শষ্য B. সষ্য
C. শশ্য D. শস্য **উ: D**

২৩৬. "বঙ্গস্বরস্বতীর চরনে পুষ্পাঞ্জলী দেওয়াই আমাদের একমাত্রিক কাজ নহে।" – চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা –
A. ৩ টি B. ৪ টি
C. ৫ টি D. ৬ টি **উ: C**

ব্যাখ্যা: বঙ্গসরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ নয়।

২৩৭. বন্ধুত্ব অর্থে কোন শব্দটি শুদ্ধ?
A. সখ্যতা B. সখ্য
C. সখা D. সহিস **উ: B**

২৩৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
A. দারিদ্র্যতা B. দৈন্যতা
C. উৎকর্ষতা D. জবাবদিহিতা **উ: D**

২৩৯. "বিজ্ঞানের নামে অনেকে ভিত থাকেন এই মনে করিয়া যে তাহা তত্বজ্ঞানের বিরোধি।" – চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা
A. ৩ টি B. ৪ টি
C. ৫ টি D. ৬ টি **উ: C**

ব্যাখ্যা: বিজ্ঞানের নামে অনেকে ভীত থাকেন এই মনে করে যে তা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী।

২৪০. 'এখন টক শো-র কল্যানে সবাই পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবির ভুমিকায় অবতীর্ন হইয়াছে, উপদেশও বর্ষন করছে, কিন্তু তার বেশিরভাগই অর্থহিন বিস্বাদ ও তিক্ত। চলিত ভাষারীতির এই বাক্যে ভুল কয়টি?
A. ৫ টি B. ৬ টি
C. ৭ টি D. ৮ টি **উ: D**

ব্যাখ্যা: এখন টক শো-র কল্যাণে সবাই পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, উপদেশও বর্ষণ করছে, কিন্তু তার বেশিরভাগই অর্থহীন বিস্বাদ ও তিক্ত।

২৪১. সঠিক শব্দ কোনটি?
A. সুষুপ্তি B. সুসুপ্তি
C. সুশুপ্তি D. শুষুপ্তি **উ: A**

২৪২. "পলিটিক্স ও চক্রান্ত যে সমার্থক নয় এ নূন্যতম বোধ বুদ্ধিহীন ব্যাক্তিগনের হাতে যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দায়ীত্ব আসিয়া পড়ে তখনই জাতি চরম দূর্দশায় নিপতিত হয়।" – চলিত ভাষার বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা –
A. ৫ টি B. ৬ টি
C. ৭ টি D. ৮ টি **উ: D**

ব্যাখ্যা: পলিটিক্স ও চক্রান্ত যে সমার্থক নয় এ ন্যূনতম বোধ-বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণের (২টি) হাতে যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে তখনই জাতি চরম দুর্দশায় পতিত হয়।

২৪৩. "ভিজে সাল মুড়ি দিয়া আবার বাহিরে এসে বসিলাম।" – চলিত রীতির বাক্যে ভুলের সংখ্যা –
A. ৪ টি B. ২ টি
C. ৫ টি D. ৩ টি **উ: A**

ব্যাখ্যা: ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বসলাম।

২৪৪. 'জীবনে স্বার্থকতা অর্জন করিতে চাইলে সংকীর্নতার উর্ধে উঠিতে হবে, সব অপগুণগুলো বিসর্জ্জন দিতে হবে।' – চলিত ভাষা রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কতটি?
A. ৪ টি B. ৫ টি
C. ৬ টি D. ৭ টি **উ: D**

ব্যাখ্যা: জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে চাইলে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে হবে, সব (বাদ) অপগুণগুলো বিসর্জন দিতে হবে।

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ও মূর্ধন্য-ষ বর্ণ দুটির ব্যবহার নেই। উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি এবং বিদেশি। তবে এই ৫ প্রকার শব্দের মধ্যে কেবল তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ ও মূর্ধন্য-ষ বর্ণ দুটি ব্যবহৃত হয়। ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের কিছু নিয়ম নিম্নরূপ –

ণ-ত্ব বিধান:

১. ঋ, র, ষ – এর পরে সাধারণত মূর্ধন্য-ণ (ণ) বসে। যেমন: ঋণ, তৃণ, ঘৃণা, রণ, স্মরণ, সরণ, সারণ, সারণি, বর্ণ, বর্ণনা, করণ, কারণ, মরণ, সাধারণ, ব্যাকরণ, দূষণ, বর্ষণ, ঘর্ষণ, আকর্ষণ, ভাষণ, ভীষণ, উষ্ণ ইত্যাদি।

২. বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে সর্বদা দন্ত্য-ন (ন) বসে। পূর্বে ঋ, র, ষ থাকলেও দন্ত্য-ন (ন) বসবে। যেমন: ধরেন, করেন, করুন (বিশেষণ বুঝালে 'করুণ' বানানে 'ণ' বসবে), মারেন, ভরেন, চরান ইত্যাদি।

৩. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অ-তৎসম ও বিদেশি শব্দে সর্বদা দন্ত্য-ন (ন) বসে। পূর্বে ঋ, র, ষ থাকলেও দন্ত্য-ন (ন) বসবে। যেমন:

প্রচলিত কিন্তু ভুল	সঠিক বানান	উৎস	প্রচলিত কিন্তু ভুল	সঠিক বানান	উৎস
~~দরুণ~~	দরুন	ফারসি	~~ঝর্ণা~~	ঝরনা	বাংলা
~~পরগণা~~	পরগনা	ফারসি	~~চিরুণী~~	চিরুনি	বাংলা
~~কৃষাণ~~	কৃষান	বাংলা	~~কেরাণী~~	কেরানি	বাংলা
~~অঘ্রাণ~~	অঘ্রান	বাংলা	~~রাণী~~	রানি	তদ্ভব
~~শিহরণ~~	শিহরন	বাংলা	~~মৃণ্ময়~~	মৃন্ময়	তদ্ভব
~~গৃহায়ণ~~	গৃহায়ন	বাংলা	~~হর্ণ~~	হর্ন	ইংরেজি
~~কর্ণার~~	কর্নার	ইংরেজি	~~কর্ণেল~~	কর্নেল	ইংরেজি
~~ফার্ণিচার~~	ফার্নিচার	ইংরেজি	~~গভর্ণর~~	গভর্নর	ইংরেজি
~~ভণ্ডুল~~	ভন্ডুল	দেশি	~~ভাণ্ডার~~	ভান্ডার	তদ্ভব

৪. তৎসম শব্দে 'ট' বর্গীয় ধ্বনির যুক্ত ব্যঞ্জনে সর্বদা মূর্ধন্য-ণ (ণ) বসে। যেমন: কণ্টক, ঘণ্টা, কণ্ঠ, লুণ্ঠন, ভণ্ড, কাণ্ড, গুণ্ডা ইত্যাদি। তবে অ-তৎসম শব্দের 'ট' বর্গীয় যুক্ত বর্ণে মূর্ধন্য-ণ (ণ) বসে না। যেমন: ঠান্ডা, ঝান্ডা (হিন্দি শব্দ), স্ট্যান্ড, প্যান্ট, ডান্ডি, লন্ঠন (ইংরেজি শব্দ)।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়

লুণ্ঠন (অর্থ: লুট করা)
শব্দটি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে, তাই 'ণ'

লন্ঠন (অর্থ: মশাল)
শব্দটি ইংরেজি Lantern থেকে এসেছে, তাই 'ন'

সতর্কতা

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ২০২০ সংস্করণের বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে 'লন্ঠন' বানানটি মূর্ধন্য-ণ (ণ) দিয়ে দেওয়া আছে যা বইটির অনাকাঙ্ক্ষিত মুদ্রণ ভুল। মূলত বানানটি হবে 'লুণ্ঠন'। সহজে বোঝার জন্য পাশের চিত্র দুটি লক্ষ করুন।

৫. তদ্ভব শব্দে সর্বদা দন্ত্য-ন (ন) ব্যবহৃত হয়। যেমন: কান (কর্ণ), সোনা (স্বর্ণ), পরান (প্রাণ), পর্ণ (পান), বামুন (ব্রাহ্মণ) ইত্যাদি।

৬. মূর্ধন্য-ণ (ণ) এর পরে সর্বদা দন্ত্য-ন (ন) বসে। যেমন: গণনা, বর্ণনা, পাণিনি, ঘূর্ণন, রণন (ঝংকার), ক্ষুণ্ন, বিষণ্ন ইত্যাদি।

৭. 'ত' বর্গীয় ধ্বনির যুক্ত ব্যঞ্জনে সর্বদা দন্ত্য-ন (ন) বসে। যেমন: দন্ত, ঘুমন্ত, চলন্ত, পড়ন্ত, ডুবন্ত, উঠন্ত, নামন্ত, ঝুলন্ত, তদন্ত, গ্রন্থ, অন্ত, ক্রন্দন, বৃন্ত, গন্ধ, সন্ধ্যা, সন্ধান, মন্থর, মন্দ ইত্যাদি।

৮. ত, থ, দ, ধ – এই চারটি বর্ণের পরে সবসময় দন্ত্য-ন (ন) বসে। যেমন: কথোপকথন, দান, ধান, ঐকতান ইত্যাদি।

৯. সমাসবদ্ধ পদে ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এক্ষেত্রে সাধারণত দন্ত্য-ন (ন) ব্যবহৃত হয়। যেমন: ত্রিনয়ন, দুর্নিবার, দুর্নাম, নির্নিমেষ, সর্বনাম, দুর্নীতি, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস ইত্যাদি।

⚠ সতর্কতা

এক শিক্ষার্থী আমাকে প্রশ্ন করেছে – 'স্যার, 'ত্রিনয়ন' সমাসবদ্ধ পদ তাই এ বানানে দন্ত্য-ন বসে। তাহলে 'ত্রিহায়ণ' সমাসবদ্ধ পদ হওয়া সত্ত্বেও এ বানানে মূর্ধন্য-ণ কেন বসে?

বিভিন্ন মৌলিক বই, বাংলাপিডিয়ার নোট বা অভিধান খুঁজেও এই প্রশ্নের উত্তর পাইনি। বাজারের প্রচলিত কিছু বই ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলাম শুধু 'ত্রিহায়ণ' না আরও কিছু শব্দের উল্লেখ করা আছে যাতে সমাসবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মূর্ধন্য-ণ বসেছে। যেমন: রথারোহণ, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ ইত্যাদি। তবে এই বানানগুলোতে কেন মূর্ধন্য-ণ বসেছে তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া নেই। তাই শিক্ষার্থীদেরও এগুলো নিয়ে অনেক দ্বিধান্বিত হতে দেখা যায়।

<u>সমাধান ও সঠিক ব্যাখ্যা</u>: 'সমাসবদ্ধ পদ' এই কথাটির অর্থ বুঝলেই এই রহস্যের সমাধান করা সহজ হয়ে যাবে। 'সমাসবদ্ধ পদ' বলতে বোঝায় যেখানে পূর্বপদ ও পরপদ বদ্ধ বা যুক্ত হয়েছে। যেমন: ত্রিনয়ন – এখানে পূর্বপদ হচ্ছে 'ত্রি' আর পরপদ হচ্ছে 'নয়ন'। তাহলে এদের যুক্তস্থল হচ্ছে 'ত্রি' এর পর আর 'নয়ন' এর প্রথম 'ন' এর আগে। মনে রাখতে হবে, এই যুক্ত স্থলে যদি কোনো 'ন' বসানোর প্রয়োজন হয় তাহলে তা সবসময় দন্ত্য-ন হবে। কিন্তু সমাসবদ্ধ পদ হলেও পূর্বপদ ও পরপদের যুক্তস্থল ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় ণত্ব বিধানের নিয়মানুসারে মূর্ধন্য-ণই বসবে। যেমন:

- ✓ **নির্নিমেষ** – এখানে রেফের পর 'ণ' বসার কথা থাকলেও 'ন' বসেছে। কারণ 'নির' ও 'নিমেষ' এই দুটি পদের যুক্তস্থলে 'ন' বসেছে।
- ✓ **অগ্রনায়ক** – এখানে র-ফলার পর 'ণ' বসার কথা থাকলেও 'ন' বসেছে। কারণ 'অগ্র' ও 'নায়ক' এই দুটি পদের যুক্তস্থলে 'ন' বসেছে।
- ✓ **ত্রিনয়ন** – এখানে 'ত্র' মানে র-ফলার পর 'ণ' বসার কথা থাকলেও 'ন' বসেছে। কারণ 'ত্রি' ও 'নয়ন' এই দুটি পদের যুক্তস্থলে 'ন' বসেছে।
- ✓ **ত্রিহায়ণ** – 'হায়ন' বানানে বসে দন্ত্য-ন। কিন্তু তারপরও 'ত্রিহায়ণ' বানানে 'ণ' বসার কারণ 'ত্রি' ও 'হায়ন' এই দুটি পদের যুক্তস্থলে 'ন' বসেনি অর্থাৎ যেখানে সমাসবদ্ধ দুটি পদ যুক্ত হয়েছে সেখানে 'ন' বসেনি। তাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত ণত্ব বিধানের ১০ নং নিয়মানুসারে শব্দটিতে মূর্ধন্য-ণ (ণ) বসেছে।
- ✓ **রথারোহণ** – সমাসবদ্ধ পদ হওয়া সত্ত্বেও 'রথারোহণ' বানানে 'ণ' বসার কারণ 'রথ' ও 'আরোহণ' এই দুটি পদের যুক্তস্থলে 'ন' বসেনি অর্থাৎ যেখানে সমাসবদ্ধ দুটি পদ যুক্ত হয়েছে সেখানে 'ন' বসেনি।
- ✓ **অপরাহ্ণ** – 'অহ্ন' বানানে বসে দন্ত্য-ন, আবার 'অপরাহ্ণ' পদটিও সমাসবদ্ধ পদ। কিন্তু তারপরও 'অপরাহ্ণ' বানানে 'ণ' বসার কারণ 'অপর' ও 'অহ্ন' এই দুটি পদের যুক্তস্থলে 'ন' বসেনি অর্থাৎ যেখানে সমাসবদ্ধ দুটি পদ যুক্ত হয়েছে সেখানে 'ন' বসেনি।
- ✓ **পূর্বাহ্ণ** – 'অহ্ন' বানানে বসে দন্ত্য-ন, আবার 'পূর্বাহ্ণ' পদটিও সমাসবদ্ধ পদ। কিন্তু তারপরও 'পূর্বাহ্ণ' বানানে 'ণ' বসার কারণ 'পূর্ব' ও 'অহ্ন' এই দুটি পদের যুক্তস্থলে 'ন' বসেনি অর্থাৎ যেখানে সমাসবদ্ধ দুটি পদ যুক্ত হয়েছে সেখানে 'ন' বসেনি। তাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত ণত্ব বিধানের ১০ নং নিয়মানুসারে শব্দটিতে মূর্ধন্য-ণ (ণ) বসেছে।

বি. দ্র: ওপরের সাতটি উদাহরণের বিশ্লেষণ দেখে অনেক শিক্ষার্থী আবার এটা মনে করতে পারে শব্দের মাঝখানে হলে দন্ত্য-ন (ন) বসবে আর শব্দের শেষে হলে মূর্ধন্য-ণ (ণ) বসবে। – এটা কিন্তু মোটেও ঠিক নয়, মূলত ণত্ব বিধান অনুসারে সর্বদা ন / ণ বসবে। তবে শব্দটি যদি সমাসবদ্ধ হয় এবং যেস্থানে সমাসবদ্ধ পদ দুটির মিলন ঘটেছে কেবল সেই স্থানে কোনো 'ন' বসানোর প্রয়োজন হলে সেখানে দন্ত্য-ন (ন) বসবে। যেমন: 'পলান্ন' – এটিও সমাসবদ্ধ পদ কিন্তু শেষে দন্ত্য-ন (ন) বসেছে। কারণ এখানে ণত্ব বিধানের কোনো নিয়ম কার্যকর নয়।

১০. ঋ, র, ষ – এর পরে 'হ, য়, য, ং' – এই ৪টি বর্ণ এবং 'ক' ও 'প' বর্গীয় ধ্বনির পরে সর্বদা মূর্ধন্য-ণ (ণ) বসে। যেমন: কৃপণ, অর্পণ, গ্রহণ, দ্রবণ, শ্রবণ, পার্বণ, চর্বণ, প্রাঙ্গণ, বৃংহণ, অকর্মণ্য, উত্তরায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ ইত্যাদি।

ণত্ব বিধানের চুম্বক তত্ত্ব

ব্যাখ্যা: এক খণ্ড চুম্বক একটি লোহাকে আকর্ষণ করে আবার ওই লোহার ওপর আরেকটি লোহা রাখলে তাকেও আকর্ষণ করে। কিন্তু ১ম লোহার টুকরা থেকে চুম্বক সরিয়ে নিলে এরপর ওই লোহার টুকরাটি আর কোনো লোহার টুকরাকে আকর্ষণ করবে না। আবার চুম্বকের সাথে লোহার টুকরাটি সংস্পর্শে থাকা অবস্থায়ও যদি লোহার টুকরার পরে কোনো কাঠের টুকরা রাখা হয় এবং তারপর কাঠের টুকরার পরে আবার কোনো লোহার টুকরা রাখা হয় তাহলেও কিন্তু লোহার টুকরাটিকে আকর্ষণ করবে না। কেননা কাঠকে ভেদ করে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে না।

এখন ওপরের চিত্রে বাম পাশের ছকের বর্ণগুলোকে চুম্বক হিসেবে ধরব এবং ডান পাশের ছকের ১৪টি বর্ণগুলোকে আমরা লোহা হিসেবে ধরব। আর এগুলো ছাড়া বাংলা বর্ণমালার অন্যান্য বর্ণগুলোকে কাঠ হিসেবে ধরব। এখন কোনো চুম্বকের পরে যদি লোহা থাকে তাহলে 'ণ' কে আকর্ষণ করবে। আর যদি চুম্বকের পরে কাঠ থাকে অথবা লোহার একটি টুকরা থাকলেও তার পরে যদি কাঠ থাকে তাহলে 'ন' কে আকর্ষণ করবে। যেমন: রামায়ণ [এখানে 'র' চুম্বক এবং 'ম এবং য়' এই দুটি লোহা। এই শব্দে 'র' (চুম্বক) এর পরে কোনো কাঠ নেই তাই তারপর 'ণ' বসেছে।] এরূপ – নির্মাণ, পরিমাণ, অকর্মণ্য, আক্রমণ, রমণী, চর্বণ, দর্পণ, দ্রবণ, ক্ষরণ, সংক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, ক্ষেপণাস্ত্র, রোপণ, রাবণ, শ্রবণ, শ্রাবণ, ভ্রাম্যমাণ, সর্বাঙ্গীণ, বৃংহণ, রূপায়ণ, নারায়ণ, পরিবহণ, পরায়ণ (তবে 'পরাগায়ন' এ 'ন'), গ্রহণ, গ্রহায়ণ (তবে 'গৃহায়ন' এ 'ন'), নগরায়ণ, চন্দ্রায়ণ, উত্তরায়ণ, অপেক্ষমাণ, ভ্রাম্যমাণ, অগ্রহায়ণ (তবে 'অঘ্রান' এ 'ন')। আবার রসায়ন [এখানে 'র' চুম্বক এবং 'য়' লোহা, কিন্তু 'য়' এর পূর্বের 'স' বর্ণটি কাঠ। কাঠ ভেদ করে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। তাই এখানে 'ন' বসেছে।] এরূপ – প্রদান, প্রধান, মূর্ধন্য, কর্তন, দর্শন, প্রার্থনা ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: ণত্ব বিধানের চুম্বক তত্ত্বের ব্যতিক্রমধর্মী কিছু শব্দ যেখানে চুম্বকের সাথে লোহা সরাসরি সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও 'ণ' এর পরিবর্তে 'ন' বসেছে। যেমন: পূষন, শ্রীমান, আয়ুষ্মান, চক্ষুষ্মান, গরীয়ান, বর্ষীয়ান, নির্গমন, বহির্গমন, প্রবহমান, রূপবান। বাংলা একাডেমির অভিধানে শব্দগুলোর বানানে দন্ত্য-ন (ন) ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এই বানানগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে।

১১. **যে সকল শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য (ণ) হয়:** স্বভাবতই মূর্ধন্য (ণ) বলতে বোঝায় যে সকল শব্দে কোনো নিয়মানুযায়ী মূর্ধন্য (ণ) হয় না, এমনিতেই মূর্ধন্য (ণ) বসে। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ২০২০ সংস্করণের বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে স্বভাবতই মূর্ধন্য (ণ) বসে এমন কিছু শব্দের উল্লেখ করা আছে।

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণী গণিকা
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ

আরও কিছু শব্দ যেগুলোতে স্বভাবতই মূর্ধন্য (ণ) বসে: গণিত, এণ, গণ্য, নগণ্য, কণা, লাবণ্য, আণবিক, উৎকুণ, শোণ।

ষ-ত্ব বিধান:

ষত্ব বিধানের বেশিরভাগ নিয়মই আলাদাভাবে মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা সহজভাবে এটুকু মনে রাখলেই হবে যে, যেখানে মূর্ধন্য-ণ বসে সেখানেই মূর্ধন্য-ষ বসে; যেখানে যেখানে মূর্ধন্য-ণ বসে না সেখানে মূর্ধন্য-ষও বসে না।

ঋ, র – এর পরে সাধারণত মূর্ধন্য-ষ (ষ) বসে। যেমন:– ঋষি, ঋষভ, বর্ষা, বর্ষণ, কর্ষণ, ঘর্ষণ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৃষি, কৃষক, হর্ষ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, মহাকর্ষ ইত্যাদি। **ব্যতিক্রম:** দর্শন, দৃশ্য, স্পর্শ, পরামর্শ।

বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে সর্বদা মূর্ধন্য-ষ (ষ) বসে না; দন্ত্য-স (স) বসে। পূর্বে ঋ, র, ষ থাকলেও দন্ত্য-স (স) বসবে। যেমন:– ধরিস, করিস, মারিস, ভরিস, চরাস ইত্যাদি।

ণ = ষ
ণ ≠ ষ

তৎসম 'ট' বর্গীয় ধ্বনির যুক্ত ব্যঞ্জনে সর্বদা মূর্ধন্য-ষ (ষ) বসে। যেমন: কষ্ট, কাষ্ঠ, নষ্ট, তুষ্ট, সুষ্ঠু, পুষ্টি, দুষ্ট, ভ্রষ্ট, অতিষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ইত্যাদি। তবে দেশি-বিদেশি শব্দের 'ট' বর্গীয় যুক্ত বর্ণে মূর্ধন্য-ষ (ষ) বসে না; দন্ত্য-স (স) বসে। যেমন: স্ট্যান্ড, স্টিল, স্টার, স্টোর, মাস্টার, ডাস্টার, কাস্টম, ফটোস্ট্যাট, রেস্টুরেন্ট, ডায়াগনস্টিক (ইংরেজি শব্দ)।

'ত' বর্গীয় ধ্বনির যুক্ত ব্যঞ্জনে সর্বদা দন্ত্য-স (স) বসে। যেমন: স্তন্যপায়ী, স্তবক, স্তাবক, স্তূপ, স্ত্রী, স্থান, স্থল, স্থগিত, স্থাপন, স্থির, স্থূল, নিস্তার, নিস্তেজ, বিস্তার, বিস্তৃত, বিস্তারিত, বিস্তীর্ণ ইত্যাদি।

সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন:– ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ, আত্মসাৎ, অগ্নিসাৎ।

১২. খাঁটি বাংলা শব্দে সর্বদা দন্ত্য-স বা তালব্য-শ বসে। যেমন: দেশি, বসবাস, সোনা ইত্যাদি।

১৩. পুরুষবাচক সম্বোধনে মূর্ধন্য-ষ দিয়ে 'এষু' আর স্ত্রীবাচক সম্বোধনে দন্ত্য-স দিয়ে 'আসু' ব্যবহার করা হয়। যেমন:
পুরুষবাচক: কল্যাণবরেষু, কল্যাণীয়েষু, পূজনীয়েষু, প্রিয়বরেষু, মাননীয়েষু, মান্যবরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীচরণেষু ইত্যাদি।
স্ত্রীবাচক: কল্যাণবরাসু, কল্যাণীয়াসু, পূজনীয়াসু, মাননীয়াসু, মান্যবরাসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু, শ্রীচরণাসু ইত্যাদি।

১৪. **'অ' এবং 'আ' এই দুটি স্বরধ্বনির পর 'স' বসে।** যেমন: তিরস্কার, পুরস্কার, নমস্কার, বৃহস্পতি, আস্পদ, আস্ফালন, আস্কারা, পরস্পর, তেজস্কর, ভাস্কর, স্নেহাস্পদ, শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রদ্ধাস্পদাসু, কল্যাণীয়াসু ইত্যাদি। **ব্যতিক্রম:** বাষ্প (স্বভাবতই 'ষ' বসেছে)।
'অ' এবং 'আ' বাদে বাকি ৯ টি (ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ) স্বরধ্বনির পর মূর্ধন্য-ষ বসে। যেমন: অভিষেক, অভিষিক্ত, অনুষ্ঠান, অনুষঙ্গ, বিষ, বিষয়, বিষম, বিষাদ, আয়ুষ্মান, আয়ুষ্কাল, আবিষ্কার, আবিষ্কৃত, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত, বহিষ্কার, বহিষ্কৃত, দুষ্কর, দুষ্কৃত, দুষ্কৃতি, চতুষ্পদ, চতুষ্কোণ, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কৃতি, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কাম, নিষ্পত্তি, নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রয়োজন, নিষ্ফল, নিষ্ফলা, অনিষ্ট, নিকৃষ্ট, নিষ্পন্ন, নিষুপ্ত, নির্বিষ, পৃষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান, ভবিষ্যৎ, ভূমিষ্ঠ, সুষম, সুষুপ্ত, সুষ্ঠু ইত্যাদি।
ব্যতিক্রম - ১: নিস্তব্ধ, নিস্তার, নিস্তেজ, বিস্তার, বিস্তৃত, বিস্তারিত, বিস্তীর্ণ, পরিস্থিতি – এই শব্দগুলোতে 'ই-কার' এর পরে 'ষ' বসার কথা থাকলেও 'স' বসেছে। **[মনে রাখার কৌশল: 'ত' বর্গীয় ধ্বনির যুক্ত ব্যঞ্জনে সর্বদা 'স' বসে]**
ব্যতিক্রম - ২: **'স্ফুট' ও 'স্ফুর' ধাতু দ্বারা গঠিত শব্দে সর্বদা দন্ত্য-স বসে।** যেমন: পরিস্ফুট, দন্তস্ফুট, বিস্ফোটক, বিস্ফোরণ, বিস্ফুরণ ইত্যাদি।
ব্যতিক্রম - ৩: অভিসন্ধি, অভিসম্পাত, অভিসার, অনুসন্ধান, অনুসরণ, অনুসারী, অনুসৃত, নিঃস্পৃহ, নিস্পন্দ, পরিসংখ্যান, পরিসর, পরিসমাপ্তি, পরিসম্পদ, পরিসীমা, পরিস্রবণ, পরিস্রুতি, বিসর্গ, বিসর্জন, বিস্ময়, বিস্মিত, বিস্মৃতি, বিস্বাদ, সুস্পষ্ট, সুসময়, সুসজ্জিত, সুসংবাদ, সুস্মিতা, শুচিস্মিতা, মৃদুস্মিতা। এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে 'ষ' বসার কথা থাকলেও 'স' বসে।

১৫. **যে সকল শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ বসে:** স্বভাবতই মূর্ধন্য (ষ) বলতে বোঝায় যে সকল শব্দে কোনো নিয়মানুযায়ী মূর্ধন্য (ষ) হয় না, এমনিতেই মূর্ধন্য (ষ) বসে। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ২০২০ সংস্করণের বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে স্বভাবতই মূর্ধন্য (ষ) বসে এমন কিছু শব্দের উল্লেখ করা আছে। যেমন: ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, উষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ ইত্যাদি।

উল্লিখিত শব্দগুলো ছাড়াও জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইয়ে আরও কিছু শব্দের উল্লেখ আছে যেগুলোতে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ বসে। আমরা একটি কবিতার মতো করে শব্দগুলো মুখস্থ করে নিতে পারি। [ডান পাশের বক্স দ্রষ্টব্য]

ভাষা, ভাষ্য, আষাঢ়, উষর, ষণ্ড
ভাষণ, ভূষণ, পাষাণ, পোষণ, পাষণ্ড
তোষণ, বিষাণ, রোষ, কোষ, পৌষ
আভাষ, অভিলাষ, সরিষা, ষোড়শ, কলুষ
পুষ্প, পুরুষ, পোষ্য, প্রত্যুষ, শেষ
বাষ্প, প্রদোষ, উষ্ম, নিকষ, বিশেষ
তুষ, গণ্ডুষ, বিষ, বিশেষণ, দ্বেষ
ভূষা, পূষা, দোষ, মহিষ ও মেষ
ঔষধ, ওষধি, ঈষৎ, মানুষ করে শোষণ
ষটচক্র, ষড়যন্ত্র, উষা, মূষিক, দূষণ
এগুলোই স্বভাবত 'ষ' এর উদাহরণ

⚠ সতর্কতা

উল্লিখিত ১৪ নং নিয়মটি ষত্ব বিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। এই নিয়মের উপর ভিত্তি করেই আগের সংস্করণের বইয়ে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ এর শব্দের উল্লেখ ছিল। কিন্তু বিগত বছরের প্রশ্ন ও মৌলিক কিছু বইয়ে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ পড়ে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ এর বর্তমান শব্দতালিকা তৈরি করা হয়েছে। ১৪ নং নিয়মটি মাথায় রেখে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ এর শব্দের তালিকা নির্ণয় করতে গেলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছে। যেমন: কোষ – শব্দে 'ষ' এর ব্যবহার হয়েছে কী নিয়মানুযায়ী না কি স্বভাবতই? ১৪ নং নিয়মানুযায়ী 'কোষ' শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ ক+ও+ষ। এখন আমরা যদি এরকমটা ভাবি যে ও-কারের পর নিয়মানুযায়ী মূর্ধন্য-ষ বসেছে তাহলে তা ভুল হবে।

ধাতু থেকে গঠিত সংস্কৃত শব্দের মূলে যদি মূর্ধন্য-ষ থাকে তাহলে মূল শব্দটিতেও মূর্ধন্য-ষ বসবে; তার আগে অ / আ / ই / উ যাই থাকুক না কেন। চলুন কিছু শব্দের বিশ্লেষণ করে দেখি।

- ✓ কোষ – শব্দটির বিশ্লেষণ হচ্ছে √কুষ্ + অ। তার মানে 'কোষ' শব্দটি √কুষ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। শব্দের মূল ধাতুতে যেহেতু 'ষ' ছিল তাই 'কোষ' শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ বসেছে।
- ✓ পাষাণ – শব্দটির বিশ্লেষণ হচ্ছে √পিষ্ + আন। তার মানে 'পাষাণ' শব্দটি √পিষ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। শব্দের মূল ধাতুতে মূর্ধন্য-ষ আছে বলেই 'পাষাণ' শব্দে মূর্ধন্য-ষ বজায় আছে। কিন্তু উল্লিখিত ১৪ নং নিয়মানুসারে আ -কারের পর দন্ত্য-স বসার কথা ছিল। কিন্তু দন্ত্য-স না বসে মূর্ধন্য-ষ বসেছে। তার মানে 'পাষাণ' শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ বসেছে; নিয়মানুসারে নয়।
- ✓ ভূমিষ্ঠ – শব্দটির বিশ্লেষণ হচ্ছে ভূমি + √স্থা + অ। এখানে 'ভূমিষ্ঠ' শব্দটি √স্থা ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। শব্দের মূল ধাতুতে দন্ত্য-স আছে কিন্তু তারপরও ১৪ নং নিয়মানুসারে ই-কারের পর মূর্ধন্য-ষ বসেছে। তার মানে 'ভূমিষ্ঠ' শব্দে নিয়মানুসারে মূর্ধন্য-ষ বসেছে; স্বভাবতই না।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে কোন শব্দের মূলে দন্ত্য-স আছে আর কোন শব্দের মূলে মূর্ধন্য-ষ আছে তার সব মনে রাখা বা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তাই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা 'স্বভাবতই ষ' এর যত উদাহরণ আছে এবং বিভিন্ন মৌলিক লেখকদের বই থেকে যত উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় তার সবগুলো নিয়েই একটি কবিতার মতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে ওপরে। কবিতাটির প্রতি লাইনে ৫টি করে শব্দ আছে। শব্দগুলো একবারেই মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। ২ লাইন, ২ লাইন করে মুখস্থ করার চেষ্টা করুন। আর যদি কোনোভাবেই মুখস্থ না হয় তাহলে অন্তত ১০ বার রিডিং পড়ে নিন এবং কিছু দিন পরপর রিভিশন দিয়ে নেবেন। তাহলে পরীক্ষার হলে অপশন দেখলেই আপনি আপনার পরিচিত শব্দ খুঁজে পাবেন ইনশাল্লাহ।

‘ধরন’ বানানে কেন দন্ত্য-ন বসে?

ঋ, র, ষ – এর পরে সাধারণত মূর্ধন্য (ণ) বসে। যেমন: ঋণ, তৃণ, ঘৃণা, রণ, স্মরণ, আকর্ষণ, ভাষণ, ভীষণ, উষ্ণ ইত্যাদি। তাহলে ‘ধরন’ শব্দে কেন দন্ত্য-ন বসবে? এই বানানটি নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের মধ্যেই একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বাজারে প্রচলিত অনেক বইতে এই সম্পর্কিত অনেক বানান ভুলও আছে। বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা বানানের নিয়মানুসারে এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করছি।

অনেকেই সহজভাবে বলে থাকেন ‘ণ-ত্ব বিধান’ কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ‘ধরন’ বাংলা শব্দ তাই দন্ত্য-ন বসবে। সেক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির অভিধান অনুসরণীয়। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘আধুনিক বাংলা অভিধান’এ শব্দটিকে তৎসম বলা হয়েছে। অভিধান অনুযায়ী, ধরন (সংস্কৃত √ধৃ + অন) – বিশেষ্য পদ যার অর্থ পদ্ধতি, প্রণালি, বর্ষণবিরতি, আকৃতি, ভঙ্গি, চালচলন প্রভৃতি। সংস্কৃত √ধৃ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে, ণ-ত্ব বিধি অনুযায়ী শব্দটির বানান হওয়া উচিত ‘ধরণ’। তাহলে তারপরও শব্দটির বানান ধরন হলো কেন?

সুভাষ ভট্টাচার্য ‘আধুনিক বাংলা প্রয়োগ’ অভিধানে লিখেছেন, *“সংস্কৃতে ‘ধরন’ শব্দের একটি অর্থ ধারণ। শব্দটির এই অর্থে প্রয়োগ এখন বাংলায় হয় না। অর্থাৎ শব্দটি অর্থের দিক থেকে তৎসম নয়। আর এই কারণেই ণ-ত্ব বিধান এতে প্রয়োগ করার কারণ নেই।”*

এবার ‘ধরন’ শব্দটির জন্মবৃত্তান্ত এবং বানানে ‘দন্ত্য-ন’ এর ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করা যাক। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ গ্রন্থে ধরন শব্দটি নেই, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষে’ও শব্দটি পাওয়া যায় না। অথচ এই দুটি অভিধান সর্বপণ্ডিতস্বীকৃত বিশুদ্ধ বাংলা শব্দকোষ। এই দুই গ্রন্থে কেবল ‘ধরণ’ শব্দটি স্থান পেয়েছে। তার মানে, ওই দুটি অভিধান প্রণয়নকালে বাংলায় বর্তমানে প্রচলিত অর্থে ‘ধরন’ শব্দটির অস্তিত্বই ছিল না। সংগত কারণে বলা যায়, ‘ধরণ’ শব্দটিই ‘ধরন’ হয়ে বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অথবা ‘ধরণ’ শব্দ থেকে নতুন অর্থে ‘ধরন’ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। যেটিই হোক না কেন, শব্দটি (ধরন) ব্যুৎপত্তিগতভাবে সংস্কৃত হলেও অর্থের উৎস বিবেচনায় তৎসম নয়। তাই বৈয়াকরণগণ ‘ধরন’ বানানে ‘দন্ত্য-ন’ সিদ্ধ বলে মনে করেছেন।

এখান থেকে আমরা আর একটি বিষয় পাই এবং সেটি হলো: ভিন্ন অর্থ প্রদানের কারণেও কোনো শব্দ তার তৎসমত্ব হারাতে পারে। আসলে ‘ধরণ’ শব্দের দুটি রূপ। একটি হলো ‘ধরণ’ এবং অন্যটি ‘ধরন’। এবার আমি এই বিষয়টাকেই একটু টেকনিকে আনার চেষ্টা করি।

টেকনিক:

→ ‘ধরণ’ শব্দের দ্বারা ধরে রাখা, ধারণকারী, ধরণি বুঝালে ‘ণ’ বসবে।

→ ‘ধরন’ শব্দের দ্বারা প্রকার, রকম, পদ্ধতি বুঝালে ‘ন’ বসবে।

যেমন: ধরণিতে নানান ধরনের মানুষ আছে। এখানে প্রথম ‘ধরণি’ দ্বারা ধারণকারী পৃথিবীকে আর দ্বিতীয় ‘ধরনের’ দ্বারা প্রকার / রকম বুঝানো হচ্ছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ‘ধরন’ শব্দটি উৎসগতভাবে সংস্কৃত হলেও অর্থগতভাবে সংস্কৃতকে অনুসরণ না-করে অন্য অর্থ ধারণ করায় তার তৎসমত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বিষয়টাকে অনেকটা পিতামাতার অবাধ্য ত্যাজ্যপুত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ত্যাজ্যপুত্র ত্যাজ্য হলেও পিতামাতার নাম হতে চ্যুত হতে পারে না। তাই ‘ধরন’ সংস্কৃত হতে চ্যুত হলেও অভিধানে উৎস হিসেবে সংস্কৃত পরিচয় রেখে দেওয়া হয়েছে। এখানেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১. নিচের কোন শব্দে ণত্ব বিধি অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? *[৩৬তম BCS]*
A. কল্যাণ B. প্রবণ
C. নিক্বণ D. বিপণি **উ: B**

২. নিত্য মূর্ধন্য-ষ কোন শব্দে বর্তমান? *[২৪তম BCS, ২০তম BCS; NRBC Bank Ltd. Probationary Officer 2021; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অফিসার ২০২১, Bangladesh Krishi Bank Officer (Cash) 2017; থু. বি. B ২০১৬-১৭; জ. বি. D ১৫-১৬; প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডার ২০২০; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশ সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক ২০০২; Rajshahi Krishi Unnayan Bank Senior Officer 2011]*
A. কষ্ট B. উপনিষৎ
C. কল্যাণীয়েষু D. আষাঢ় **উ: D**

৩. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য? *[২১তম BCS, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৯]*
A. দেশি B. বিদেশি
C. তৎসম D. তদ্ভব **উ: C**

৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[১২তম BCS (পুলিশ); প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ইতিহাস) ২০১০]*
A. পাষাণ B. পাষান
C. পাসান D. পাশান **উ: A**

৫. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? *[৩৮তম BCS]*
A. শূণ্য B. ত্রিভুজ C. পূন্য D. ভূবন **উ: B**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৬. নিচের কোন বানানে মূর্ধন্য 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? *[জনতা ব্যাংক লি. অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার (টেলার) ১৫]*
A. মধ্যাহ্ন B. বিপন্ন
C. তৃষ্ণা D. রত্ন **উ: C**

৭. শুদ্ধ বানানটি চিহ্নিত করুন? *[রূপালী ব্যাংকের সিনিয়ার অফিসার ১৯, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৭]*
A. মূর্ধন্য B. মূর্ধণ
C. মুর্ধন্য D. মুর্ধণ্য **উ: A**

৮. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অফিসার (ক্যাশ) ২০১৯, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ২০১৫, পূবালী ব্যাংক লি. জুনিয়ার অফিসার ১৩]*
A. নির্নিমেষ B. নির্ণিমেষ
C. ণির্নিমেষ D. ণির্ণিমেষ **উ: A**

৯. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফিসার ২০১৬, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১৩]*
A. ক্ষীনজিবী B. ক্ষীনজিবি
C. ক্ষীণজীবী D. ক্ষীনজীবি **উ: C**

১০. ণত্ব ও ষত্ব বিধান বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত? *[Janata & Rupali Bank Ltd. Officer (General) 2019; Sonali Bank Ltd. Officer (Freedom Fighter) 2019; রা. বি. D ২০১৭-১৮; A (বিজোড়) ২০১৬-১৭; চ. বি. D ২০১৪-১৫]*
A. ধ্বনিতত্ত্বে B. ছন্দতত্ত্বে
C. রূপতত্ত্বে D. বাক্যতত্ত্বে **উ: A**

১১. নিচের কোন শব্দে 'ণ' এর ভুল প্রয়োগ রয়েছে? *[Joint 5 Banks Officer (Cash) 2019; Sonali Bank Ltd. Deputy Asst. Eng. (Eletric) 2019; রা. বি. ২০০৫-০৬; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (২২ জেলা) ২০১৫]*
A. চাণক্য B. মাণিক্য
C. গণ D. ক্রন্দণ **উ: D**

১২. কোন জাতীয় শব্দে 'ষ' ব্যবহার হয় না? *[Probasi Kallyan Bank Executive Officer (General) 17; চা. বি. C ২০১৬-১৭; জ. বি. A ১৬-১৭]*
A. তৎসম B. সংস্কৃত
C. বিদেশি D. তদ্ভব **উ: C**

ব্যাখ্যা: সাধারণত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে বসে 'ষ' আর অতৎসম শব্দে অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দে বসে 'স'। তবে বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে অনেক তদ্ভব শব্দেও 'ষ' বসে। যেমন: পোষা, ষোলো, বোষ্টম, কেষ্ট ইত্যাদি। তার মানে বিদেশি শব্দের বানানে 'ষ' ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

১৩. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে যে শব্দে – *[Janata Bank Ltd. Executive Officer (Morning) 2017; Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer 2017]*
A. বিপণি B. রুক্মিণী C. ব্রাহ্মণী D. হরিণী **উ: A**

১৪. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়েছে? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৪]*
A. বক্ষ্যমাণ B. স্থাণু
C. পরিবহণ D. উত্তরায়ণ **উ: B**

১৫. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়েছে? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ২০১৪]*
A. কৃষ্ণ B. কল্যাণীয়েষু
C. ভাষ্য D. অভিষেক **উ: C**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৬. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ডেলটা) ২০১৪, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (গামা) ২০১৪]*
A. অভ্যন্তরীণ B. আভ্যন্তরীণ
C. অভ্যন্তরীন D. অভ্যন্তরিণ **উ: A**

১৭. কোন বানানটি 'ষ-ত্ব' বিধানের নিয়মে শুদ্ধ? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer 2019]*
A. মাষ্টার B. পোষাক
C. সংস্কার D. পোষ্ট **উ: C**

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

১৮. নিচের কোন বানানে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ বসেছে? *[Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. Asst. Manager (Accounts) 2018; এবি ব্যাংক লি. অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার ২০১৪]*

A. ঔষধ B. তৃষ্ণা C. কৃষক D. বর্ষা **উ: A**

১৯. কোন ধরনের শব্দে কখনোই 'ণ' হবে না? *[৯ম শিক্ষক নিবন্ধন ১৩; জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খ ২০১৪-১৫; রা. বি. E ২০১২-১৩]*

A. বিদেশি B. আঞ্চলিক

C. তৎসম D. তদ্ভব **উ: A**

২০. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়? *[জীবন বীমা কর্পোরেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ২০; খু. বি. B ২০১৬-১৭; সহকারী উপজেলা / থানা শিক্ষা অফিসার (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ২০১৫]*

A. এ B. ঞ C. ণ D. ন **উ: C**

ব্যাখ্যা: 'ট-বর্গীয়' ধ্বনির আগে বলতে এখানে 'ট-বর্গীয়' ধ্বনির যুক্ত ব্যঞ্জনকে বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি, 'ট-বর্গীয়' ধ্বনির যুক্ত ব্যঞ্জনে 'ণ' বসে। যেমন: ঘণ্টা, কণ্ঠ, লুণ্ঠন ইত্যাদি।

২১. ষ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্রম কোনটি? *[শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক ২০০৬; ই. বি. খ ২০১৭-১৮]*

A. ভাষা B. দুষ্কর C. অফিস D. সুষ্ঠু **উ: A**

২২. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী ২০১২, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১২, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ২০১২]*

A. গণণা B. গণনা C. গননা D. গনণা **উ: B**

২৩. কখন 'ন' হয় না? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৭]*

A. ক বর্গের আগে B. ট বর্গের আগে

C. ত বর্গের আগে D. ব বর্গের আগে **উ: B**

২৪. স্বতঃসিদ্ধভাবে 'ণ' বসেছে কোন শব্দে? *[তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার ২০১৯]*

A. কারণ B. বারণ C. আপণ D. রাবণ **উ: C**

২৫. নিচের কোন শব্দগুচ্ছ ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান অনুসারে সঠিক? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৯]*

A. বর্ণনা, সুশমা, লবণ B. ঘণ্টা, দ্বেষ, ক্রন্দণ

C. ব্রাহ্মণ, কষ্ট, পোষাক

D. ভাষণ, গ্রন্থ, জিনিস **উ: D**

২৬. স্বভাবতই 'ষ' হয়নি নিচের কোন শব্দে? *[তিতাস গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লি. সহকারী অফিসার (জেনারেল) ২০১৮]*

A. নিষেধ B. বিশেষণ

C. মহিষ D. আষাঢ় **উ: A**

ব্যাখ্যা: ৬৬ পৃষ্ঠার ছক ও সতর্কতা অংশ অনুযায়ী 'বিশেষণ', 'মহিষ' ও 'আষাঢ়' শব্দে মূর্ধন্য-ষ কোনো নিয়মানুসারে বসেনি। এই শব্দগুলো-তে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ বসেছে। অপরদিকে 'নিষেধ' শব্দের বিশ্লেষণ হচ্ছে নি + √সিধ্ + অ। তাহলে মূল ধাতুতে দন্ত্য-স থাকা সত্ত্বেও ষত্ব বিধানের ১৪ নং নিয়মানুসারে 'নিষেধ' বানানে মূর্ধন্য-ষ বসেছে।

২৭. ণ-ত্ব বিধান কী? *[জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক ২০০১]*

A. দেশীয় শব্দের ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম

B. বিদেশি শব্দের অভিজ্ঞতাজাত বিধান

C. তৎসম শব্দের রীতি

D. বেদ নির্দেশিত রীতি **উ: C**

২৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? *[পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ১৬, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বিজ্ঞাপন আধিকারিক (গ্রেড-২) ০৬]*

A. ব্যাকরন B. ব্যকারণ

C. ব্যাকারন D. ব্যাকরণ **উ: D**

২৯. নিচের কোন শব্দে নিত্য মূর্ধন্য-ণ হয়? *[বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৯]*

A. বর্ণনা B. বন্টন

C. শাণিত D. হরিণ **উ: C**

৩০. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়? *[বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সহকারী পরিচালক ২০২০]*

A. মুমূর্ষু B. কষ্ট

C. ভাষা D. প্রতিষ্ঠান **উ: C**

৩১. নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধি অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? *[বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০১৯]*

A. নিক্বণ B. ব্যাকরণ

C. লবণ D. কল্যাণ **উ: B**

৩২. স্বভাবতই 'ষ' হয় এমন একটি শব্দের উদাহরণ? *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৯]*

A. মানুষ B. সুষমা C. বর্ষা D. ঋষি **উ: A**

ব্যাখ্যা: বর্ষা ও ঋষি – শব্দে ষ বসেছে ঋ, র এর পর মূর্ধন্য-ষ হয় এই নিয়মে। 'সম' বানানে দন্ত্য-স বসে। এর পূর্বে উপসর্গ 'সু' ও পরে প্রত্যয় 'আ' যোগে 'সুষমা' শব্দটি গঠিত। তার মানে ষত্ব বিধানের ১৪ নং নিয়মানুসারে 'সুষমা' বানানে মূর্ধন্য-ষ বসেছে। সুতরাং সঠিক উত্তর A. আরও বিস্তারিত জানতে ৬৬ পৃষ্ঠার ছক ও সতর্কতা অংশ পড়ুন।

৩৩. নিপাতনে সিদ্ধ 'ষ' এর ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৯]*

A. মুমূর্ষু B. বর্ষণ

C. অনুষঙ্গ D. ভূষণ **উ: D**

৩৪. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ২০০৯]*

A. লুন্ঠন B. দন্ড

C. কন্টক D. স্পন্দন **উ: D**

৩৫. ণ-ত্ব বিধির বাইরে স্বতঃসিদ্ধভাবে 'ণ' বসেছে কোন শব্দে? *[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশী (তড়িৎ) ২০১৯]*

A. অর্পণ B. রাবণ C. কঙ্কণ D. বরণ **উ: C**

৩৬. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না – এর উদাহরণ কোনটি? *[১৬তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায়) ১৯]*

A. অনুষ্ঠান B. রতন
C. আপন D. অগ্রনায়ক **উ: D**

৩৭. কোন প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না? *[১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]*

A. সাৎ B. সা C. ষ্কেয় D. ষ্কিক **উ: A**

৩৮. নিচের কোন শব্দে নিত্য মূর্ধন্য-ণ হয়? *[বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৯]*

A. বর্ণনা B. শোণিত
C. হরিণ D. বণ্টন **উ: B**

৩৯. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক-এর পর 'ষ' এর প্রয়োগ হলে তা কী হয়? *[ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (DESCO) এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমপ্লেইন্ট সুপারভাইজার ২০১৯]*

A. স হয় B. অবিকৃত থাকে
C. শ হয় D. বিকৃত হয় **উ: B**

৪০. ণত্ব বিধান অনুসরণ করে 'ণ' বসেছে নিচের কোন শব্দে? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর ১৯]*

A. কোণ B. কৃপণ C. লাবণ্য D. বাণ **উ: B**

৪১. 'কণিকা' শব্দে 'ণ' বসেছে কোন নিয়মে? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৮]*

A. 'ক' এর পরে 'ণ' বসে
B. 'ক' এর পূর্বে 'ণ' বসে
C. 'ক' এবং 'ক' এর মাঝে 'ণ' বসে
D. স্বভাবতই 'ণ' বসে **উ: D**

৪২. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' বসেছে? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদ ২০১৮]*

A. মণি B. পরিণাম
C. পরিণতি D. নির্ণয় **উ: A**

৪৩. কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার ২০১৮]*

A. সূর্য B. সুবর্ণ
C. অনুষঙ্গ D. ফটোষ্ট্যাট **উ: D**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৪৪. ষ-ত্ব বিধান অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? *[রা. বি. E ২০১৮-১৯]*

A. অনুষ্ঠান B. আবিষ্কার
C. নিস্কাম D. স্টেশন **উ: C**

৪৫. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন শব্দগুচ্ছ অশুদ্ধ? *[জ. বি. B ২০১৬-১৭]*

A. পুরোণো, ধরণ B. বরণীয়, মানবীয়
C. ধারণা, ঝর্না D. রূপায়ণ, প্রণয়ন **উ: A**

৪৬. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন গুচ্ছ অশুদ্ধ বানান? *[জ. বি. D ২০১৭-১৮]*

A. হরিণ, রূপায়ণ B. ত্রিকোণ, পুরোনো
C. নেত্রকোনা, নিরূপণ D. ঝর্ণা, ধরণ **উ: D**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর করার সময় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই অপশন C ও অপশন D এর মধ্যে একটা ঝামেলা হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশ্নে উল্লিখিত অপশনগুলোর মধ্যে অপশন D এর 'ঝরনা' ও 'ধরন' বানানে আধুনিক বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী দন্ত্য-ন বসে। সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন D.

লক্ষণীয়: অপশন C এর 'নিরূপণ' বানানটি সঠিক – এটি নিয়ে কোনো দ্বিমত না থাকলেও 'নেত্রকোনা' বানানে দন্ত্য-ন বসবে না কি মূর্ধন্য-ণ বসবে এবিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা কোথাও নেই। তাছাড়া বাংলা একাডেমির অভিধানেও এই বানানটি অনুপস্থিত।

ণত্ব বিধানের চুম্বকতত্ত্বের নিয়মানুসারে 'ত্র' এর পর 'ক-বর্গীয়' ধ্বনি আছে বলে এর পর মূর্ধন্য-ণ বসার কথা। উইকিপিডিয়াসহ আরও কিছু অনলাইন পোর্টালেও 'নেত্রকোণা' বানানটি 'ণ' দিয়েই দেখলাম। কিন্তু বিগত বছরের সকল প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় 'নেত্রকোনা' বানানে দন্ত্য-ন এর ব্যবহারকেই শুদ্ধ বলে ধরা হয়েছে প্রতি ক্ষেত্রে। তাই 'নেত্রকোনা' বানানে দন্ত্য-ন কে সঠিক ধরেই আমরা উত্তর করব।

৪৭. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ? *[জ. বি. B ১৭-১৮]*

A. প্রণয়ন B. পরগণা
C. রাণী D. ধরণ **উ: A**

৪৮. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে কোন বানানটি সঠিক? *[রা. বি. E ২০১৭-১৮]*

A. পূর্বাহ্ন B. অপরাহ্ন
C. পূর্বাহ্ণ D. A ও B উভয়ই **উ: C**

৪৯. 'ষ' বর্ণটি কোন শব্দে প্রয়োগ হয়? *[রা. বি. E ২০১৭-১৮]*

A. দেশি B. তৎসম
C. তদ্ভব D. অর্ধ-তৎসম **উ: B**

৫০. ষ-ত্ব বিধান অনুসারে কোন বানানটি ভুল? *[রা. বি. E ১৭-১৮]*

A. বৃষ্টি B. তুষ্ট
C. রেজিষ্ট্রার D. উৎকৃষ্ট **উ: C**

৫১. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি অশুদ্ধ? *[কু. বি. এ ২০১৬-১৭, জ. বি. D ২০১২-১৩]*

A. রুগন B. অপরাহ্ণ
C. বিভীষণ D. পরিবহণ **উ: A**

৫২. কোনটি সঠিক? *[জ. বি. D ২০১৩-১৪]*

A. বিদেশি শব্দে 'ষ' হয় না
B. খাঁটি বাংলা শব্দে 'ষ' হয় না
C. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত শব্দে 'ষ' হয় না
D. সবগুলোই **উ: D**

৫৩. নিচের কোনটিতে ণ-ত্ব বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে? *[ব. বি. B ২০১৪-১৫]*

A. বিষণ্ন B. ভিক্ষান্ন
C. ঘন্টা D. পরিবহন **উ: C**

ব্যাখ্যা: এখানে অপশন C ও D এর দুটো বানানই ভুল আছে। বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' ও ণ-ত্ব বিধান অনুসারে 'ঘণ্টা' ও 'পরিবহণ' বানানে মূর্ধন্য-ণ বসে। তবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' ও রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা অভিধান' – দুটোতেই 'পরিবহন' বানান দন্ত্য-ন দিয়ে লেখা হয়েছে। জ্যোতিভূষণ চাকী তাঁর 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইয়েও 'পরিবহন' বানানে দন্ত্য-ন লিখার সমর্থন করেছেন। একারণে 'পরিবহণ' শব্দের বানান নিয়ে মতবিরোধ থাকায় এই প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর অপশন C. কারণ 'ঘণ্টা' বানানে 'মূর্ধন্য-ণ' হবে এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

৫৪. ণত্ব বিধান কোন শব্দের জন্য প্রযোজ্য? *[ঢাবি অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ (বিজ্ঞান ইউনিট) ২০২০-২১]*

A. দেশি B. বিদেশি
C. তৎসম D. তদ্ভব **উ: C**

৫৫. ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী কোনটি অশুদ্ধ? *[ঢা. বি. A ২০১৯-২০]*

A. দূর্নীতি B. দারুণ
C. মূল্যায়ন D. বর্ণ **উ: A**

৫৬. কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ণ' হয়েছে? *[কু. বি. B ১৯-২০]*

A. ব্যাকরণ B. কণিকা
C. ভাষণ D. ঘণ্টা **উ: B**

৫৭. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়? *[ঢা. বি. A ২০১৮-১৯]*

A. বর্ণনা B. তৃণ C. লবণ D. ভীষণ **উ: C**

৫৮. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দে? *[খু. বি. B ২০১৭-১৮]*

A. নিপুণ B. হরিণ C. শ্রাবণ D. ঘণ্টা **উ: A**

৫৯. নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ – *[ঢা. বি. A ২০১৬-১৭]*

A. সমর্পণ B. গৃহিণী
C. উষ্ণ D. পুণ্য **উ: D**

৬০. ণত্ব বিধান বাংলা বানানে কোন শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? *[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় A ২০১৫-১৬; রা. বি. E ২০১৪-১৫; ১২তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৫]*

A. সংস্কৃত B. দেশি
C. বিদেশি D. তদ্ভব **উ: A**

৬১. ষ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্রম কোনটি? *[কু. বি. B ২০১৪-১৫; ঢা. বি. B ২০১১-১২]*

A. ভাষা B. অফিস C. সুষ্ঠু D. দুষ্কর **উ: A**

৬২. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে কোনটি অশুদ্ধ বানান? *[ঢা. বি. B ২০১৫-১৬]*

A. পুরোনো B. ধরন
C. ঝরনা D. বর্ননা **উ: D**

৬৩. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে অশুদ্ধ বানান কোনটি? *[রা. বি. E (জোড়) ২০১৬-১৭]*

A. ধরন B. মূল্যায়ণ
C. পরিবহণ D. গৃহকোণ **উ: B**

৬৪. কোনটিতে ষ-ত্ব বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে? *[ব. বি. A ১৪-১৫]*

A. বিষণ্ন B. কল্যাণীয়েষু
C. পরিস্কার D. নিষ্ফল **উ: C**

৬৫. কোনটি নিত্য মূর্ধন্য-ষ বাচক শব্দ? *[ব. বি. B ২০১৪-১৫; ঢা. বি. D ২০০৯-১০]*

A. বৃষ্টি B. তৃষ্ণা
C. ভাষা D. পরিষ্কার **উ: C**

৬৬. কোনটি খাঁটি ষ-ত্ব বিধানের উদাহরণ? *[ঢা. বি. D ২০১৩-১৪]*

A. বিশেষণ B. ভূষণ
C. স্পষ্ট D. ষোড়শ **উ: C**

৬৭. নিচের যে শব্দটিতে স্বভাবতই 'ণ' হয় – *[ঢা. বি. B ১৮-১৯]*

A. অর্পণ B. তূণ
C. লক্ষণ D. ভীষণ **উ: B**

৬৮. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন জোড় অশুদ্ধ বানান? *[ঢা. বি. B ২০১৬-১৭; জ. বি. E ২০১৫-১৬]*

A. দুনির্বার, নবারুণ B. কেরাণি, পরগণা
C. হরিণ, মূল্যায়ন D. পণ, প্রণয়ন **উ: B**

৬৯. 'স্ট' যুক্তব্যঞ্জনটি কোন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত হয়? *[ঢা. বি. A ২০১৮-১৯]*

A. তৎসম B. বিদেশি
C. তদ্ভব D. দেশি **উ: B**

৭০. খাঁটি বাংলা শব্দে নিচের কোনটি যুক্ত হয় না? *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০১৩, খু. বি. গ ২০১৭-১৮]*

A. ন B. ণ C. ষ D. স **উ: B**

ব্যাখ্যা: খাঁটি বাংলা বা তদ্ভব শব্দে সাধারণত 'ণ' ও 'ষ' উভয়ই যুক্ত হয় না; এগুলো সাধারণত বসে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে। সেহিসেবে অপশন B ও C দুটোই উত্তর হওয়ার কথা। তবে বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে অনেক তদ্ভব শব্দেও 'ষ' বসে। যেমন: পোষা, ষোলো, বোষ্টম, কেষ্ট ইত্যাদি। কিন্তু তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দে মূর্ধন্য-ণ কখনোই বসে না। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

৭১. 'কণ্টক' বানান কোন নিয়মে হয়েছে? *[রা. বি. E (বিজোড়) ২০১৬-১৭]*

A. ণ-ত্ব বিধান B. বর্ণ বিধান
C. ষ-ত্ব বিধান D. কোনোটিই নয় **উ: A**

৭২. নিচের কোন শব্দটির বানানে ণত্ব বিধির নিয়ম ব্যবহৃত হয়নি? *[জ. বি. A ২০১৬-১৭]*

A. হরিণ B. পূর্বাহ্ণ
C. অণু D. কর্ণ **উ: C**

৭৩. নিচের কোন শব্দটিতে স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে? *[জ. বি. B ২০১৭-১৮]*

A. কৃপণ B. নির্বাণ C. কণা D. প্রণীত **উ: C**

৭৪. নিচের কোনটি ব্যতিক্রম? *(চ. বি. গ ২০১৫-১৬)*

A. নিষ্কলঙ্ক B. চতুষ্পদ

C. বাষ্প D. আস্পদ **উ: C**

ব্যাখ্যা: 'অ' এবং 'আ' এই দুটি স্বরধ্বনির পর 'স' বসে। 'অ' এবং 'আ' বাদে বাকি ৯ টি (ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ) স্বরধ্বনির পর মূর্ধন্য-ষ বসে।

এই হিসেবে অপশন A, B ও D এর নিষ্কলঙ্ক, চতুষ্পদ ও আস্পদ শব্দগুলো নিয়ম দিয়েই গঠিত হয়েছে। 'বাষ্প' শব্দটিতে আ-কারের পর 'স' বসার কথা থাকলেও বসেছে 'ষ'। তার মানে এটি নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন C.

৭৫. কোনটি নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ? *[ঢা. বি. C ২০১২-১৩]*

A. পুণ্য B. গ্রহণ

C. স্মরণ D. অর্পণ **উ: A**

৭৬. কোনগুলো ষ-ত্ব বিধানের উদাহরণ? *[জা. বি. D ২০১১-১২]*

A. করিস, দেশি B. পোশাক, মাস্টার

C. আষাঢ়, উষা D. উষা, করিস **উ: C**

৭৭. নিচের কোন বানানটির দন্ত্য 'স' নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে 'ষ' হয়েছে? *[রাবি (লোক প্রশাসন) ২০০৮-০৯]*

A. ভবিষ্যৎ B. বিষাণ

C. কৃষান D. সুষম **উ: B**

৭৮. সাধিত ষ-বিশিষ্ট নয় এমন শব্দ – *[ঢা. বি. D ২০০৭-০৮]*

A. অভিষেক B. মূষিক

C. দৃষ্টি D. সুষম **উ: B**

৭৯. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন জোড় অশুদ্ধ? *(ঢা. বি. খ ১৬-১৭)*

A. দুর্নিবার, নবারুণ B. হরিণ, মূল্যায়ন

C. কেরাণি, পরগণা D. পণ, প্রণয়ন **উ: C**

৮০. নিচের কোনটি নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ? *(ঢা. বি. ক ১৬-১৭)*

A. পুণ্য B. গ্রহণ

C. স্মরণ D. অর্পণ **উ: A**

৮১. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে কোন শব্দগুচ্ছ অশুদ্ধ? *(জ. বি. খ ২০১৬-১৭)*

A. পুরোণো, ধরণ B. ধারণা, ঝরনা

C. বরণীয়, মানবীয় D. রূপায়ণ, প্রণয়ন **উ: A**

৮২. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ? *(ঢা. বি. এ ১৫-১৬)*

A. ধরন B. ধারনা

C. ভিখারিনী D. ঝর্ণা **উ: A**

৮৩. কোন বানানটি অশুদ্ধ? *(চ. বি. ২০১৬-১৭)*

A. রামায়ণ B. দুর্নাম

C. অনুবীক্ষণ D. রুগণ **উ: C**

অনুশীলনযোগ্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

৮৪. ষত্ব বিধান অনুযায়ী অশুদ্ধ শব্দ –

A. প্রিয় বরেষু B. চতুষ্কল

C. খ্রিস্টাব্দ D. মুশকিল **উ: C**

৮৫. বাংলায় ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কোন ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে খাটে?

A. তৎসম B. তদ্ভব

C. দেশি D. বেদেশি **উ: A**

৮৬. কোন শব্দটি ষ-ত্ব বিধানের নিয়মের বাইরে?

A. বিষয় B. বর্ষা

C. ভাষা D. কষ্ট **উ: C**

৮৭. নিচের কোন বানানটি ভুল?

A. ঠান্ডা B. লুন্ঠন

C. স্ট্যান্ড D. ডান্ডি **উ: B**

৮৮. ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুসারে কোন শব্দটি যথার্থ?

A. উত্তোরায়োণ B. উত্তারায়ণ

C. উত্তরায়ণ D. উত্তরায়ন **উ: C**

৮৯. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন গুচ্ছ অশুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্ত?

A. ধরন, বরণ

B. বর্ননা, পুরোনো

C. নেত্রকোনা, পরগনা

D. রূপায়ণ, প্রণয়ন **উ: B**

৯০. নিচের কোন শব্দে ষ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্রম ঘটেছে?

A. পৃষ্ঠা B. নিষ্কৃতি

C. নিষ্পন্ন D. নিস্তব্ধ **উ: D**

৯১. 'ণ-ত্ব' বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল?

A. পুরোনো B. ধরন

C. পরগণা D. রূপায়ণ **উ: C**

৯২. ষ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল?

A. স্টেশন B. সুষম

C. মিথষ্ক্রিয়া D. নিষ্পাপ **উ: C**

৯৩. ষ-ত্ব বিধি হলো –

A. বাক্য গঠন রীতি B. পদক্রম

C. ষ-এর ব্যবহার বিধি

D. শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় **উ: C**

৯৪. নিচের কোন শব্দে মূর্ধন্য ণ-এর ব্যবহার রয়েছে?

A. চিহ্ন B. অন্ন

C. যত্ন D. তৃষ্ণা **উ: D**

৯৫. সাধিত ষ-বিশিষ্ট নয় এমন শব্দ –

A. আভাষ B. অভিষেক

C. দৃষ্টি D. সুষম **উ: A**

ধ্বনিতত্ত্ব

১. প্রত্যেক ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় = বর্ণ।
২. এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে তৈরি হয় = শব্দ।
৩. ভাষার ঐশ্বর্যময় সম্ভার = শব্দ।
৪. শব্দের ক্ষুদ্রতম একককে বলে = ধ্বনি।
৫. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রতম একককে বলে = রূপ (Morpheme)।
৬. ধ্বনির লিখিত রূপকে বলে = বর্ণ।
৭. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে = বর্ণ।
৮. **ভাষার / বাক্যের / শব্দের উপাদান, উপকরণও একক:**

ব্যাখ্যা: ভাষার গঠনচিত্র নিম্নরূপ –

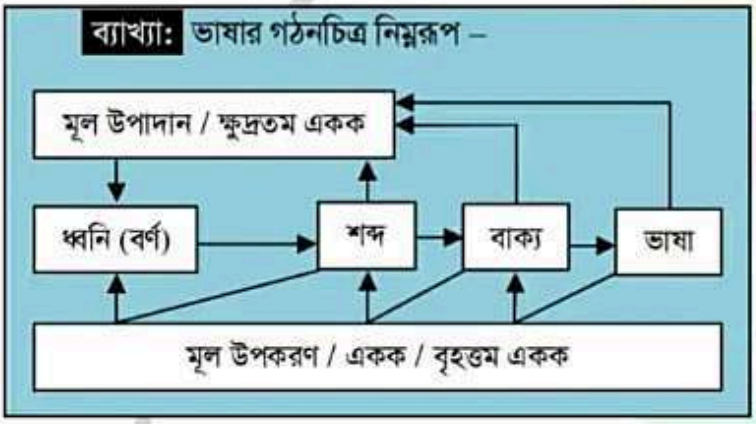

প্রশ্ন হচ্ছে, সিরিয়ালটা এরকমই বা কেন হবে? কেন শব্দ বা বাক্য আগে হলো না? উত্তর: মনে রাখবেন, কয়েকটি ধ্বনি / বর্ণকে পাশাপাশি সাজিয়ে আমরা পাই শব্দ। আবার কয়েকটি শব্দকে পাশাপাশি সাজিয়ে আমরা পাই বাক্য। আর সেই বাক্যের মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি যা ভাষা। তাই সিরিয়ালটা এরকম হবে। এবার আসুন পুরো বিষয়টা নিয়ে যুক্তি সাপেক্ষে আলোচনা করি।

প্রথমেই আমাদের জানতে হবে উপাদান আর উপকরণ কী? অধিকাংশ শিক্ষার্থী এই উপাদান আর উপকরণের মধ্যে পার্থক্যই বুঝে না। একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

ধরুন, আপনি একটা মিষ্টির দোকানে গিয়েছেন। গিয়ে দেখলেন, সেখানে হরেক প্রকার মিষ্টি রয়েছে; চমচম, রসমালাই, কালোজাম, রসগোল্লা, দুধমালাই, লাড্ডু, সন্দেশ ইত্যাদি। এখন চিন্তা করেন এগুলো তৈরি করা হয়েছে কী দিয়ে? উত্তর: দুধ, চিনি, ময়দা। এগুলো হচ্ছে মিষ্টি তৈরির মূল উপাদান; উপকরণ নয়। উপকরণ হচ্ছে উপাদান দিয়ে যা তৈরি হয়েছে তা অর্থাৎ চমচম, রসমালাই, কালোজাম, রসগোল্লা, লাড্ডু, দুধমালাই, সন্দেশ ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে, উপাদান **Fixed** কিন্তু উপকরণ **Not Fixed.** খেয়াল করুন – দুধ, চিনি, ময়দা **Fixed.** কিন্তু এই দুধ, চিনি, ময়দাকে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে কত প্রকার মিষ্টি তৈরি করা যাবে তা কিন্তু **Not Fixed.**

এবার আসুন আমরা ফ্লো-চার্টে ফিরে আসি।

ধ্বনি / বর্ণ → শব্দ → বাক্য → ভাষা

এবার লক্ষ করুন, এই ফ্লো-চার্ট এর কেবল ধ্বনি / বর্ণই Fixed মানে ৫০টি। এটা কেউ ২টা বেশিও বলতে পারবে না মানে ৫২টি বা কেউ ২টা কমও বলতে পারবে না মানে ৪৮টি। এটা **Fixed** তাই এটা হচ্ছে উপাদান। আর এই উপাদান দিয়ে আপনি শত শত শব্দ, শত শত বাক্য, শত শত ভাষা তৈরি করতে পারবেন। একারণে ভাষার উপাদান বললে হবে ধ্বনি / বর্ণ। আর উপকরণ বললে ফ্লো-চার্ট এর যেটার উপকরণ জানতে চাইবে ঠিক তার আগেরটা হবে অর্থাৎ ভাষার উপকরণ বললে বাক্য; বাক্যের উপকরণ বললে শব্দ।

এক নজরে উপাদান / উপকরণ / একক

- ভাষার মূল উপকরণ → বাক্য *[প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]*
- ভাষার মূল উপাদান → ধ্বনি *[রা.বি. খ ২০১৮-১৯, জ.বি. ক ২০১৫-১৬]*
- ভাষার মৌলিক উপাদান → শব্দ *[রা.বি. ক ২০১৮-১৯]*
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক → ধ্বনি *[৩২তম BCS]*
- ভাষার একক / বৃহত্তম একক → বাক্য

- বাক্যের মূল উপকরণ → শব্দ
- বাক্যের মূল উপাদান → ধ্বনি
- বাক্যের মৌলিক উপাদান → শব্দ *[NSI সহকারী পরিচালক ২০১৫]*
- বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক → ধ্বনি *[১৮তম BCS]*
- বাক্যের একক / বৃহত্তম একক → শব্দ *[রা.বি. ঞ ২০১৫-১৬]*

- শব্দের মূল উপকরণ → ধ্বনি
- শব্দের মূল উপাদান → ধ্বনি
- শব্দের মৌলিক উপাদান → হয় না
- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক → ধ্বনি *[নো.বি.প্র.বি. খ ১৭-১৮, রা.বি. ঞ ১৫-১৬]*
- শব্দের একক / বৃহত্তম একক → হয় না

৯. **অক্ষর:** নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে (চেষ্টায়) একটি শব্দের যতটুকু অংশ একসাথে উচ্চারণ করা যায় তাকে অক্ষর বলে। যেমন: ফার্মগেট একটি শব্দ যা উচ্চারণ করতে গেলে 'ফার্ম' একসাথে ও 'গেট' একসাথে উচ্চারণ করা যায়। সুতরাং ফার্মগেট শব্দটি ২ টি অক্ষরে গঠিত। অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে বলে মাত্রা।

অক্ষর নির্ণয়ের সহজ টেকনিক – যেকোনো শব্দের অক্ষর নির্ণয়ের জন্য শব্দটিকে প্রথমে SMS এর ভাষায় যেভাবে আমরা লিখি সেভাবে লিখে ফেলতে হবে। যেমন: বিশ্ববিদ্যালয় = BISSHOBIDDALOY. এবার দেখতে হবে এর মধ্যে Vowel কতটি? শব্দটিতে যে কয়টি Vowel আছে সে কয়টি অক্ষর আছে। BISSHOBIDDALOY শব্দটিতে ৫ টি Vowel আছে। সুতরাং এখানে ৫ টি অক্ষর আছে। এরূপ – কাকা (KAKA) শব্দে ২ অক্ষর, চাচা (CHACHA) শব্দে ২ অক্ষর, ফার্মগেট (FARMGET) শব্দে ২ অক্ষর, কর্নেল (KORNEL) শব্দে ২ অক্ষর ইত্যাদি। তবে লক্ষণীয়: দুটি Vowel পাশাপাশি থাকলে ১টি বলে ধরতে হবে। যেমন: বোনাই (BONAI) শব্দে ২ অক্ষর, ভাই (VAI) শব্দে ১ অক্ষর, হৈমন্তী (HOIMONTI) শব্দে ৩ অক্ষর ইত্যাদি।

১০. কোনো শব্দে যদি ১টি মাত্র অক্ষর থাকে তাহলে তাকে একাক্ষর শব্দ বলে। যেমন: জল (JOL), মা (MA), প্রেম (PREM) ইত্যাদি।

১১. অক্ষর ২ প্রকার। যথা:

ক. স্বরান্ত অক্ষর: যে অক্ষরের শেষে মুক্তভাবে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন: মামা (ম্ + আ + ম্ + আ), রাত্রি (র্ + আ + ত্ + র্ + ই) ইত্যাদি।

খ. ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর: যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। যেমন: কলম (ক্ + অ + ল্ + অ + ম্), দিন (দ্ + ই + ন্) ইত্যাদি।

১২. **ধ্বনি / বর্ণ:** মানুষের মুখনিঃসৃত বাক সংকেতের নামই ধ্বনি। সহজ ভাষায় বলতে গেলে মানুষ মুখে যা উচ্চারণ করে তাই ধ্বনি। আর ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। অর্থাৎ ধ্বনির লিখিত রূপকে বলা হয় বর্ণ। আমরা অনেক সময় ধ্বনি আর বর্ণের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলি। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে – মানুষ যা উচ্চারণ করে তার সবই ধ্বনি, কিন্তু তার সবই বর্ণ নয়। কারণ যা উচ্চারণ করে তার সবগুলোর লিখিত রূপ নেই। যেমন: অ্যা – এটা উচ্চারণ করা যায় তাই এটি ধ্বনি, কিন্তু এর লিখিত রূপ বাংলা বর্ণমালার ৫০টি বর্ণের মধ্যে নেই। তাই এটিকে বর্ণ বলা যাবে না।

১৩. **বর্ণমালা:** বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা ১টি – এই তথ্যটি পড়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর মনে যে প্রশ্নটা আসে তা হচ্ছে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা যে ১টি, সেই ১টি কী? আসলে বর্ণমালা কী সেটা জানলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। বর্ণের সমষ্টিকে বলা হয় বর্ণমালা। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় যে ৫০টি বর্ণ আছে তার সমষ্টিকে একসাথে বলা হয় বর্ণমালা। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছি।

মনে করুন, আপনার কাছে ৫০টি বকুল ফুল আছে। এই ফুলগুলোকে সুই-সুতো দিয়ে গেঁথে একটা বকুল ফুলের মালা তৈরি করলেন আপনি। এবার চিন্তা করুন, বকুল ফুল ছিল ৫০টি কিন্তু সব মিলিয়ে বকুল ফুলের মালা কয়টি হয়েছে? ১টি। এরকম বাংলা ভাষায় মোট বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। আর ৫০টি বর্ণের সমষ্টিকে বলা হয় বাংলা বর্ণমালা যা ১টি।

বাংলা বর্ণমালার ৫০টি বর্ণকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: স্বরবর্ণ (১১টি) ও ব্যঞ্জনবর্ণ (৩৯টি)। তবে মনে রাখতে হবে, বাংলা বর্ণের সংখ্যা না বলে বাংলা ধ্বনির সংখ্যা বললে উত্তর হবে ৩৭টি। যথা: স্বরধ্বনি (৭টি) ও ব্যঞ্জনধ্বনি (৩০টি)।

১৪. **স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ:** যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস বাগযন্ত্রের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না তাকে স্বরধ্বনি বলে। আর স্বরধ্বনির দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে স্বরবর্ণ বলে।

→ স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১ টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ)।

→ স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭ টি (অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও)।

১৫. উচ্চারণ অনুসারে স্বরবর্ণ = ২ প্রকার। যথা:

ক. হ্রস্বস্বর: যে সব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে সেগুলোকে হ্রস্বস্বর বলে। হ্রস্বস্বর ৪টি (অ, ই, উ, ঋ)।

খ. দীর্ঘস্বর: যে সব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে বেশি সময় লাগে সেগুলোকে দীর্ঘস্বর বলে। দীর্ঘস্বর ৭টি (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ)।

১৬. গঠন অনুসারে স্বরবর্ণ = ২ প্রকার। যথা:

ক. মৌলিক স্বর: যে সকল স্বরকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে মৌলিক স্বর বলে। ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্যের কারণে মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি (অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও)। আর মৌলিক স্বরবর্ণ ৬টি (অ, আ, ই, উ, এ, ও)। এর কারণ 'অ্যা' ধ্বনির কেবল উচ্চারিত রূপ পাওয়া যায়; লিখিত রূপ নয়।

খ. যৌগিক স্বর: পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এই রূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে বলা হয় যৌগিক স্বরধ্বনি। যৌগিক স্বরধ্বনির অপর নাম দ্বিস্বর / যুগ্মস্বর / যৌগিক স্বর / সন্ধিস্বর / সান্ধ্যক্ষর। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫ টি। যথা:

১.	অ + এ = অয়	উদা: বয়, ময়না, জয়, ভয়
২.	অ + ও = অও	উদা: বও, লও, সওদা
৩.	আ + ই = আই	উদা: খাই, ভাই, যাই
৪.	আ + উ = আউ	উদা: লাউ, জাউ
৫.	আ + এ = আয়	উদা: খায়, যায়
৬.	আ + ও = আও	উদা: খাও, যাও
৭.	ই + ই = ইই	উদা: দিই, নিই
৮.	ই + উ = ইউ	উদা: শিউলি, পিউ
৯.	ই + এ = ইয়ে	উদা: বিয়ে, দিয়ে, নিয়ে
১০.	ই + ও = ইও	উদা: দিও, নিও
১১.	উ + আ = উয়া	উদা: কুয়া, দুয়া
১২.	উ + ই = উই	উদা: শুই, দুই
১৩.	উ + উ = উউ	উদা: কুউ (কোকিলের ডাক)
১৪.	এ + আ = এয়া	উদা: কেয়া, খেয়া
১৫.	এ + ই = এই	উদা: সেই, নেই, দেই
১৬.	এ + উ = এউ	উদা: ঢেউ, কেউ, সেঁউতি
১৭.	এ + এ = এয়	উদা: পেয়, প্রদেয়
১৮.	এ + ও = এও	উদা: খেও, যেও
১৯.	ও + ই = ওই (ঐ)	উদা: বই, মই, দই
২০.	ও + উ = ওউ (ঔ)	উদা: বউ, মৌ, নৌকা
২১.	ও + এ = ওয়	উদা: শোয়, ধোয়, ছোঁয়
২২.	ও + ও = ওও	উদা: শোও, ধোও, ছোঁও
২৩.	অ্যা + এ = অ্যায়	উদা: ন্যায়
২৪.	অ্যা + ও = অ্যাও	উদা: শ্যাওলা, ক্যাওড়া
২৫.	অ্যা + ই = অ্যাই	উদা: অ্যাই (সম্বোধনের ক্ষেত্রে)

এই ২৫ টি যৌগিক স্বরধ্বনির মধ্যে ১৯ ও ২০ নং এর ধ্বনি দুটিকে (ঐ = অ + ই / ও + ই এবং ঔ = অ + উ / ও + উ) আমরা বাংলা বর্ণমালায় স্বাধীন বর্ণ রূপে ব্যবহৃত হতে দেখি। লিখিত রূপ আছে বিধায় একে আমরা যৌগিক স্বরজ্ঞাপক / যৌগিক স্বরবর্ণও বলতে পারি।

১৭. **অর্ধস্বর:** পাশাপাশি অবস্থিত দুটি মৌলিক স্বরধ্বনির দ্বিতীয়টি যদি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হয় তবে তাকে অর্ধস্বর (Semi Vowel) বলা হয়। এই অর্ধস্বরগুলি এককভাবে দল গঠন করতে পারে না। যেমন: বই – শব্দটির বিশ্লেষণ ব + অ + ই। 'অ' এবং 'ই' উভয়েই মৌলিক স্বরধ্বনি কিন্তু 'ই' এর উচ্চারণ নির্ভর করছে 'অ' এর ওপর – অই। 'অ' ধ্বনিটি স্পষ্ট কিন্তু 'ই' ধ্বনিটি অস্ফুটরূপে উচ্চারিত হচ্ছে। এখানে 'ই' হচ্ছে অর্ধস্বর। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরের সংখ্যা ৪টি (ই, উ, এ, ও)।

১৮. **স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান:** বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ নিম্নরূপ -

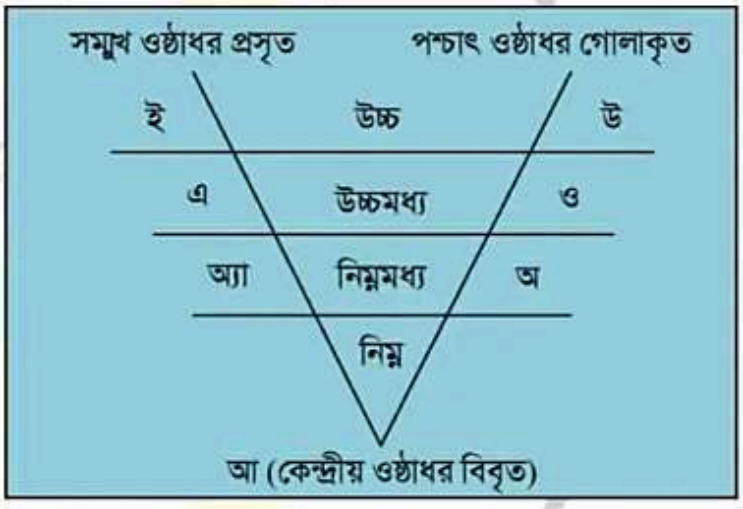

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্বরবর্ণের নাম			
কণ্ঠ্য বর্ণ	অ, আ	মূর্ধন্য বর্ণ	ঋ
তালব্য বর্ণ	ই, ঈ	কণ্ঠ তালব্য বর্ণ	এ, ঐ
ওষ্ঠ্য বর্ণ	উ, ঊ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ	ও, ঔ

১৯. **কার:** স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় = সংক্ষিপ্ত স্বর / কার। বাংলা বর্ণমালায় কারের সংখ্যা ১০টি। ১১টি স্বরবর্ণের মধ্যে কেবল 'অ' এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ (কার) নেই। একারণে 'অ' কে বলা হয় নিলীন বর্ণ।

২০. স্বরধ্বনি যুক্ত না হলে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণের নিচে দিতে হয় = হস (্) চিহ্ন। যেমন: ক্ + অ = ক।

২১. হস চিহ্ন যুক্ত বর্ণকে বলে = হসন্ত বর্ণ / হলন্ত বর্ণ।

২২. বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি বলা হয় = 'অ্যা' ধ্বনিকে। ১৯৭৪ সালে ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই এই নামকরণ করেন।

২৩. যে স্বরধ্বনিটিকে প্রকৃত স্বরধ্বনি বলা চলে না = 'ঋ' কে।

২৪. বাংলা বর্ণমালার মাত্রাভিত্তিক বিভাগ:

মাত্রা	পূর্ণমাত্রা	অর্ধমাত্রা	মাত্রাহীন
স্বরবর্ণ (১১ টি)	০৬	০১ (ঋ)	০৪ (এ, ঐ, ও, ঔ)
ব্যঞ্জনবর্ণ (৩৯ টি)	২৬	০৭	০৬
মোট বর্ণ (৫০ টি)	৩২	০৮	১০

২৫. **ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ:** যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস বাগযন্ত্রের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। আর ব্যঞ্জনধ্বনির দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

→ ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৯ টি (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ)।

→ বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা = ৩০ টি (ঞ, ণ, য, ষ, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ – এই ৯টি বাদ দিয়ে বাকি ৩০টি ব্যঞ্জনবর্ণকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে)।

ব্যাখ্যা : এই ৯টি বর্ণ দিয়ে যে শব্দগুলো লেখা হয় তা এই ৯টি বর্ণ ব্যবহার না করেও অন্য বর্ণ দিয়ে লেখা যায়।

১. ণ → এর পরিবর্তে 'ন' লিখলেও একই উচ্চারণ হবে। যেমন: মণ - মন, আপণ - আপন ইত্যাদি।

২. য → এর পরিবর্তে 'জ' লিখলেও একই উচ্চারণ হবে। যেমন: কর্য - কর্জ, নামায - নামাজ ইত্যাদি।

৩. ষ → এর পরিবর্তে 'শ' লিখলেও একই উচ্চারণ হবে। যেমন: পোষা - পোশা, রোষ - রোশ ইত্যাদি।

৪. ৎ → এর পরিবর্তে 'ত' লিখলেও একই উচ্চারণ হবে। যেমন: ভবিষ্যৎ - ভবিষ্যত ইত্যাদি।

৫. ং → এর পরিবর্তে 'ঙ' লিখলেও একই উচ্চারণ হবে। যেমন: রং - রঙ, ঢং - ঢঙ ইত্যাদি।

৬. ঃ → এর পরিবর্তে 'হ' লিখলেও একই উচ্চারণ হবে। যেমন: আঃ - আহ, উঃ - উহ্ ইত্যাদি।

৭. ঁ → এটি অনুনাসিক বর্ণ। এর উচ্চারণই বাংলা ভাষায় সংকটাপন্ন। যেমন: তাঁর - তার।

৮. ঞ → এর পরিবর্তে 'অঁ' লিখলেও একই উচ্চারণ হবে। যেমন: মিঞা - মিআ, ভুঁইঞা - ভুঁইআ।

৯. য় → এই বর্ণের উচ্চারণ (অন্ত্যস্থ অ) করলেই বুঝা যায় এর পরিবর্তে কী বসতে পারে। যেমন: কাআ (চর্যার রূপ) - কায়া (চলিত রূপ)।

যেহেতু ধ্বনি হচ্ছে উচ্চারিত রূপ আর বর্ণ হচ্ছে লিখিত রূপ। তাই এই ৯টি বর্ণের উচ্চারণ অন্য ধ্বনি দিয়ে করা যায় বিধায় এদের ধ্বনি বলা হয় না। সুতরাং ব্যঞ্জনধ্বনি (৩৯ - ৯) = ৩০টি।

*** ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণের উপর্যুক্ত মতবাদটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

২৬. **ফলা:** ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ফলা। বাংলা বর্ণমালায় ফলার সংখ্যা ০৬ টি। যথা: ন, ম, য, র, ল, ব। শব্দের মধ্যে এই ৬টি বর্ণ সরাসরি বা প্রতীকাকারে, যেভাবেই বসুক না কেন তা ফলা হিসেবে ধরতে হবে। যেমন: অন্ন, চিহ্ন, ভিন্ন – এখানে ন ফলা; জন্ম, আত্ম, পদ্ম, বর্ম – এখানে ম ফলা; ধন্য, সত্য, কার্য – এখানে য ফলা; পত্র, নেত্র, শুক্র – এখানে র ফলা; পল্লব, প্লাবন, কল্লোল – এখানে ল ফলা; স্বাধীনতা, বিশ্ব, পক্ক – এখানে ব ফলা।

মনে রাখার সহজ উপায়: মনে রবে যল / বল রমযান।

২৭. **ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন:** এ জাতীয় ধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য দুই ধরনের – বাতাস প্রথমে স্পৃষ্ট ধ্বনির মতো মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়, কিন্তু দ্রুত বের না হয়ে কিছুটা বিলম্বে ঘর্ষণ ধ্বনি তৈরি করে বের হয়। সে হিসেবে এ জাতীয় ধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য হলো: ঘর্ষণজাত + স্পৃষ্ট = ঘৃষ্ট। যেমন: কাচ, মাছ, কাজ, মাঝ ইত্যাদি। বাংলা বর্ণমালায় ঘৃষ্ট ধ্বনির সংখ্যা ৪ টি (চ, ছ, জ, ঝ)।

২৮. **স্পর্শ ব্যঞ্জন / স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন:** মুখের মধ্যে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ বা বন্ধ হওয়ার পর অকস্মাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাদের স্পর্শ ধ্বনি / স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় দুটি বাগযন্ত্র একসাথে সংযুক্ত হয়ে বাতাসের বহির্গমণ পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে হঠাৎ করে খুলে যায়। যেমন: শখ, লাট্ট ইত্যাদি। বাংলা বর্ণমালায় স্পৃষ্ট ধ্বনির সংখ্যা ১৬ টি। যথা –

ক, খ, গ, ঘ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ

⚠ সতর্কতা

স্পর্শ ধ্বনি / স্পৃষ্ট ধ্বনির উপর্যুক্ত মতবাদটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অভিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। বাজারে প্রচলিত বেশিরভাগ বইসমূহে ক-ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা ভুল। মূলত ক-ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণকে বর্গীয় বর্ণ বলা হয় যদিও মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বই যা ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল তাতেও ক-ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণকেই স্পর্শ বর্ণই বলা হয়েছে। তবে স্বরোচিষ সরকার, তারিক মঞ্জুর প্রমুখ রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ২০২১ সালের বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে আবার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সংখ্যা দেওয়া ২০টি। যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনের গঠন হচ্ছে – ঘর্ষণ + স্পৃষ্ট। তার মানে ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনও এক প্রকারের স্পৃষ্ট ধ্বনি।

তাই এই প্রশ্নের উত্তর করার সময় প্রশ্নের অপশনগুলোর দিকে অনেক ভালো করে লক্ষ করতে হবে।

২৯. **অঘোষ বর্ণ:** যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না তাকে বলে অঘোষ বর্ণ। ক – ম পর্যন্ত ২৫টি বর্গীয় বর্ণের মধ্যে ১০টি অঘোষ বর্ণ রয়েছে। প্রতি বর্গের ১ম ও ২য় কলামের বর্ণগুলো অঘোষ বর্ণ। তবে অবর্গীয় মানে য – ঁ পর্যন্ত বর্ণগুলোর মধ্যেও ৯টি অঘোষ বর্ণ আছে। যথা: য, শ, ষ, স, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ । তার মানে ৩৯টি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে মোট অঘোষ বর্ণ ১৯টি।

৩০. **ঘোষ বর্ণ:** উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে তাকে বলে ঘোষ বর্ণ। ক – ম পর্যন্ত ২৫টি বর্গীয় বর্ণের মধ্যে ১৫টি ঘোষ বর্ণ রয়েছে। প্রতি বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কলামের বর্ণগুলো ঘোষ বর্ণ। তবে অবর্গীয় মানে য – ঁ পর্যন্ত বর্ণগুলোর মধ্যেও ৫টি ঘোষ বর্ণ আছে। যথা: র, ল, হ, ড়, ঢ়। তার মানে ৩৯টি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে মোট ঘোষ বর্ণ ২০টি।

একনজরে ঘোষ ও অঘোষ বর্ণের হিসেব

	অঘোষ		ঘোষ		মোট
বর্গীয়	১০	+	১৫	=	২৫
অবর্গীয়	৯	+	৫	=	১৪
মোট	১৯	+	২০	=	৩৯

৩১. **অল্পপ্রাণ বর্ণ:** যে সকল বর্ণ উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না অর্থাৎ ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর কম থাকে, সেগুলোকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলা হয়। ক – ম পর্যন্ত ২৫টি বর্গীয় বর্ণের মধ্যে ১৫টি অল্পপ্রাণ বর্ণ রয়েছে। প্রতি বর্গের ১ম, ৩য় ও ৫ম কলামের বর্ণগুলো অল্পপ্রাণ বর্ণ। তবে অবর্গীয় মানে য – ঁ পর্যন্ত বর্ণগুলোর মধ্যেও ১২টি অল্পপ্রাণ বর্ণ আছে। যথা: য, র, ল, শ, ষ, স, ড়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ । তার মানে ৩৯টি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে মোট অল্পপ্রাণ বর্ণ ২৭টি।

৩২. **মহাপ্রাণ বর্ণ:** যে সকল বর্ণ উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় অর্থাৎ ফুসফুস থেকে জোরে বাতাস বের হয়, সেগুলোকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলা হয়। ক – ম পর্যন্ত ২৫টি বর্গীয় বর্ণের মধ্যে ১০টি মহাপ্রাণ বর্ণ রয়েছে। প্রতি বর্গের ২য় ও ৪র্থ কলামের বর্ণগুলো মহাপ্রাণ বর্ণ। তবে অবর্গীয় মানে য – ঁ পর্যন্ত বর্ণগুলোর মধ্যেও ২টি মহাপ্রাণ বর্ণ আছে। যথা: হ, ঢ়। তার মানে ৩৯টি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে মোট মহাপ্রাণ বর্ণ ১২টি।

একনজরে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের হিসেব

	অল্পপ্রাণ		মহাপ্রাণ		মোট
বর্গীয়	১৫	+	১০	=	২৫
অবর্গীয়	১২	+	২	=	১৪
মোট	২৭	+	১২	=	৩৯

৩৩. **নাসিক্য বর্ণ / নাসিক্য ধ্বনি:** বাংলা একাডেমির "প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ" অভিধানে (১ম খণ্ড) নাসিক্য ধ্বনি স্পষ্ট দেওয়া আছে ৩ টি (ঙ, ন, ম)। এর পিছনে অবশ্য যুক্তিও আছে; 'ঞ' এবং 'ণ' বর্ণের উচ্চারণ স্বতন্ত্র নয় অর্থাৎ এই বর্ণ দুটির উচ্চারণ অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্যে করা যায়। এখন কথা হচ্ছে অভিধানে নাসিক্য ধ্বনি ৩ টির কথা স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও নাসিক্য বর্ণের কথা স্পষ্ট উল্লেখ নেই। আর আমাদের ২০২০ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইতে তো ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এর সাথে ং আর ঁ যোগ করে মোট নাসিক্য ধ্বনি বলা হয়েছে ৭ টি বর্ণকে। সমস্যাটা সংখ্যায় নয়; নামে। অর্থাৎ এই ৭ টি হচ্ছে নাসিক্য বর্ণ, নাসিক্য ধ্বনি নয়।

এবার আসি অনুনাসিক / আনুনাসিক বর্ণে।

অনুনাসিক: শব্দটির বিশ্লেষণ অনু + নাসিক। শব্দটির অর্থ নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য।

আনুনাসিক: সংস্কৃত 'আনুনাসিক' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'ইক' প্রত্যয় যোগে যার অর্থ নাকের সাহয্যে উচ্চারিত। অর্থাৎ যা নাকের সাহায্যে উচ্চারণ করা হয় তা আনুনাসিক। এর সমার্থকই হচ্ছে সানুনাসিক (সহ + অনুনাসিক)।

অনুনাসিক ও আনুনাসিক এর মধ্যে পার্থক্য:

ভালো করে সংজ্ঞা না পড়লে এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করাটা অনেক কঠিন। লক্ষ করুন, অনুনাসিক শব্দের অর্থ নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য অর্থাৎ যেটার উচ্চারণে নাসিকা ব্যবহার করতে হবে। আর আনুনাসিক হচ্ছে নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত অর্থাৎ যে-কোনো বর্ণই যা নাক দিয়ে উচ্চারিত।

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছি। একটা বাক্য বললাম, "আজ শুক্রবার, চলো ঘুরতে যাই।" এই বাক্যে কোনো নাসিক্য বর্ণ নেই। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছা করে সবগুলো বর্ণের ওপর চন্দ্রবিন্দু (ঁ) দিয়ে এভাবে উচ্চারণ করে, "আঁজ শুঁক্রবাঁর, চঁলো ঘুঁরঁতেঁ যাঁই।" তাহলে তা হবে আনুনাসিক অর্থাৎ নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত – ব্যাকরণের ভাষায় যা ভুল।

সুতরাং ব্যাকরণের ক্ষেত্রে নাকের সাহায্যে উচ্চার্য প্রকাশে অনুনাসিক শব্দটি সঠিক, আনুনাসিক / সানুনাসিক নয়।

সারসংক্ষেপ :

- ✓ নাসিক্য ধ্বনি / অনুনাসিক ধ্বনি - ৩টি (ঙ, ন, ম)।
- ✓ নাসিক্য বর্ণ / অনুনাসিক বর্ণ - ৭টি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ)

৩৪. **উষ্মবর্ণ / শিসবর্ণ / উষ্মধ্বনি / শিসধ্বনি:** আমাদের ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে, এক জায়গায় দেওয়া আছে উষ্মধ্বনি / শিসধ্বনি ৪টি, অন্যত্র দেওয়া আছে ৩টি। কোনটি সঠিক? চলুন সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা জেনে নেই।

উষ্মধ্বনি: যে সব ধ্বনি উচ্চারণে মুখের বাতাস বেশি বের হয়, শ্বাসবায়ুর ওপর প্রাধান্য থাকে, সেগুলোকে উষ্মধ্বনি বলে। আর উষ্মধ্বনি নির্দেশক বর্ণগুলোকে উষ্মবর্ণ বলে। এ ধ্বনির প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্বাস যতক্ষণ খুশি ধরে রাখা যায়।

- ✓ বাংলা ভাষায় উষ্মবর্ণ - ৪টি (শ, ষ, স, হ)।
- ✓ বাংলা ভাষায় উষ্মধ্বনি - ৩টি (শ, স, হ)।

শিসধ্বনি: যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় শিস দেওয়ার মত উচ্চারণ হয়, তাদের শিসধ্বনি বলে। শিস ধ্বনির দ্যোতক নির্দেশক বর্ণকে শিস বর্ণ বলে।

- ✓ বাংলা ভাষায় শিসবর্ণ - ৩টি (শ, ষ, স)।
- ✓ বাংলা ভাষায় শিসধ্বনি - ২টি (শ, স)।

এখন প্রশ্ন থাকতে পারে, 'হ' কি শিসধ্বনি নয়? উত্তর: না। কারণ, হ – ধ্বনি উচ্চারণের সময় শিস জাতীয় কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। তা শুধু কণ্ঠ থেকে বাতাস বের হওয়ার মাধ্যমে উচ্চারিত হয়।

মনে রাখতে হবে: সকল শিসধ্বনিই উষ্মধ্বনি কিন্তু সকল উষ্মধ্বনি শিসধ্বনি নয়।

⚠ সতর্কতা

→ চ, ছ, জ, ঝ – এই ৪টি হলো ঘৃষ্ট ধ্বনি।
→ শ, স, হ – এই ৩টি হলো ঘর্ষণজাত ধ্বনি।

ঘর্ষণজাত ধ্বনি আর ঘৃষ্ট ধ্বনি এক নয়। বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' ১ম খণ্ডে ঘর্ষণজাত ধ্বনির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এ জাতীয় ধ্বনির উচ্চারণে দটি বাগযন্ত্র খুব কাছাকাছি আসে কিন্তু একসঙ্গে যুক্ত হয় না বলে প্রায় বদ্ধ একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফুসফুস-আগত বাতাস বাধা পায় ও সংকীর্ণ পথে বের হওয়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি করে। বাতাসের ঘর্ষণের ফলে উচ্চারিত হওয়ায় এই ধ্বনিগুলোকে বলে ঘর্ষণজাত ধ্বনি। বাংলায় এ জাতীয় ধ্বনি আছে ৩টি (শ, স, হ)।

এবার চ, ছ, জ, ঝ – এই ৪টি ধ্বনি উচ্চারণ করে দেখুন। দেখবেন বাতাস প্রথমে স্পৃষ্ট ধ্বনির মতো মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়, কিন্তু দ্রুত বের না হয়ে কিছুটা বিলম্বে জিহ্বার মাঝখানের অংশ ও তালুতে ঘর্ষণ ধ্বনি তৈরি করে বের হয়। সে হিসেবে এ জাতীয় ধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য হলো: ঘর্ষণজাত + স্পৃষ্ট = ঘৃষ্ট।

তাই প্রশ্নে কেবল ঘর্ষণজাত বললে উত্তর হবে ৩টি (শ, স, হ)। আর ঘর্ষণজাত স্পৃষ্ট / ঘৃষ্ট বললে উত্তর হবে ৪টি (চ, ছ, জ, ঝ)।

৩৫. **তাড়নজাত ব্যঞ্জন:** কম্পনজাত ধ্বনি এবং তাড়িত ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কম্পিত ধ্বনিতে দুটি উচ্চারকের মধ্যে বার বার সংযোগ স্থাপিত হয়, কিন্তু তাড়িত ধ্বনির ক্ষেত্রে এই সংযোগ হয় মাত্র একবার। এ জাতীয় ধ্বনি তৈরির সময় জিভের সামনের অংশ ওপরের পাটির দাঁতের মূলের একটু ওপরে বা মূর্ধায় টোকা দেওয়ার মতো একবার মাত্র ছুঁয়ে যায়। যেমন: বড়ো, গাঢ়। বাংলা বর্ণমালায় তাড়নজাত ধ্বনির সংখ্যা ২ টি (ড়, ঢ়)।

৩৬. **কম্পনজাত ব্যঞ্জন:** যে ধ্বনি উচ্চারণকালে সক্রিয় উচ্চারক (জিভ) একাধিকবার অতি দ্রুত নিষ্ক্রিয় উচ্চারকে (দন্তমূলে) আঘাত করে বায়ুপথে বাধার সৃষ্টি করে তাকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে। যেমন: তার, কার, ধার ইত্যাদি।
বাংলা বর্ণমালায় কম্পনজাত ধ্বনির সংখ্যা ১ টি (র)।
উচ্চারণ স্থানের বিচারে ধ্বনিটি পশ্চাৎ দন্তমূলীয়।

৩৭. **পার্শ্বিক ব্যঞ্জন:** যে ধ্বনি উচ্চারণকালে জিভের অগ্রভাগ দন্তমূল স্পর্শ করে এবং বাতাস জিভের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। বাংলা বর্ণমালায় পার্শ্বিক ধ্বনির সংখ্যা ১ টি (ল)। যেমন: তাল, শাল, দল ইত্যাদি। পার্শ্বিক ধ্বনির উচ্চারণ ঘোষ হয়।

৩৮. **তরল ব্যঞ্জন:** 'র' ও 'ল' ধ্বনি দুটি উচ্চারণের সময় বাতাস কোনো জায়গায় বাধাগ্রস্ত না হওয়ায় এবং খুব সহজেই প্রলম্বিত (লম্বমান) করে উচ্চারণ করা যায় বলে এই ধ্বনি দুটিকে বলে তরল ব্যঞ্জন। যেমন: চানাচুররররর, গোলললল।

৩৯. **অন্তঃস্থ ব:** বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ বর্ণ ৪টি (য, র, ল, ব)। এই অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব' এর আকৃতি বা লিখিত রূপ এখন অভিন্ন হলেও প্রাচীনকালে এই দুটির রূপ ও ধ্বনি উভয়ই পৃথক ছিল। অন্তঃস্থ 'ব' এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি W এর মতো, বাংলায় প্রকাশ করলে যা 'ওয়া' হয়। ব-ফলা'র উচ্চারণে ৩ ধরনের প্রয়োগ দেখা যায়।

১. ব-ফলা শব্দের আদিতে বসলে বর্ণটিকে শ্বাসাঘাত সম্পন্ন করে মাত্র যার উচ্চারণ হয় না। যেমন: স্বামী (Swami), স্বদেশ (Swadesh) ইত্যাদি।

২. ব-ফলা শব্দের মাঝে বা শেষে বসলে ব-ফলার উচ্চারণ হয় না কিন্তু ব-ফলা যে বর্ণের সাথে যুক্ত হয় তার দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন: বিশ্ব (বিশ্‌শো), পক্ক (পক্‌কো), দ্বিত্ব (দিত্‌তো) ইত্যাদি।

৩. 'হ' এর সাথে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-ফলা এর উচ্চারণ উ/ও রূপে 'হ' এর আগে হয়। সেক্ষেত্রে 'হ' এর উচ্চারণ 'ভ' হয়। যেমন: জিহ্বা (জিউভা), আহ্বান (আওভান্) ইত্যাদি।

৪০. **পরাশ্রয়ী বর্ণ:** যে ব্যঞ্জন বর্ণসমূহ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বর্ণের মতো কার বা ফলা গ্রহণ করতে পারে না; অন্য বর্ণের আশ্রয়ে থেকে শব্দ তৈরি করে তাদের পরাশ্রয়ী বর্ণ বলে। বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩টি (ং, ঃ, ঁ)।

৪১. **অযোগবাহ বর্ণ:** বাংলা বর্ণমালায় অনুস্বার (ং) ও বিসর্গ (ঃ) বর্ণ দুটি স্বর ও ব্যঞ্জনের বাইরে অবস্থান করে অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয় না বলে এদের অযোগবাহ বর্ণ বলে।

৪২. **যুক্তব্যঞ্জন VS যুগ্মব্যঞ্জন VS লগ্নব্যঞ্জন:** বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অভিধানে (১ম খণ্ড) বাংলা ভাষার সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলোকে উচ্চারিত রূপে প্রথমত ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: যুক্তব্যঞ্জন ও যুগ্মব্যঞ্জন।

যুক্তব্যঞ্জন: দুটি ভিন্ন বর্গের বা একটি বর্গীয় আর একটি অ-বর্গীয় ব্যঞ্জন পাশাপাশি বসে সংযুক্ত রূপে উচ্চারিত হলে তাকে যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন:

আস্থা = আ + স (অ-বর্গীয়) + থ (বর্গীয়) + আ
শক্ত = শ + অ + ক (ক-বর্গীয়) + ত (ত-বর্গীয়) + অ
উদ্ভিদ = উ + দ (ত-বর্গীয়) + ভ (প-বর্গীয়) + ই + দ

বাংলা ভাষায় তিনটি ব্যঞ্জনের যুক্ত ব্যঞ্জনও আছে। যেমন:

অস্ত্র = অ + স + ত + র + অ
ক্ষ্রু = স + ক + র + উ
দৌরাত্ম্য = দ + ঔ + র + আ + ত + ম + য + অ

যুগ্মব্যঞ্জন: দুটি সমব্যঞ্জন বা একটি অল্পপ্রাণ ও আরেকটি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন পাশাপাশি বসে সংযুক্ত রূপে উচ্চারিত হলে তাকে যুগ্মব্যঞ্জন বলে। যেমন:

পল্লব = প + অ + ল + ল + অ + ব
সম্মতি = স + অ + ম + ম + অ + ত + ই
সিন্ধ = স + ই + দ + ধ + অ

লগ্নব্যঞ্জন: দুটি ব্যঞ্জন সংযুক্ত রূপে না বসে নিছক পাশাপাশি বসে সংযুক্ত রূপে উচ্চারিত হলে তাকে লগ্নব্যঞ্জন বলে। যেমন:

আমরা = আ + ম + র + আ
ছোকরা = ছ + ও + ক + র + আ
হুগলি = হ + উ + গ + ল + ই

৪৩. ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক হচ্ছে = জিহ্বা ও ওষ্ঠ।

৪৪. বিসর্গ (ঃ) চিহ্নটিও 'হ' বর্ণের অঘোষ উচ্চারণ। বাংলা ভাষায় কেবল বিস্ময় প্রকাশক অব্যয়ের ক্ষেত্রেই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যেমন: আঃ, উঃ, ওঃ ইত্যাদি।

৪৫. 'য' ধ্বনির ইংরেজি করলে লিখতে হয় = Y।

৪৬. 'ব' ধ্বনির ইংরেজি করলে লিখতে হয় = W।

৪৭. বাঙালি শিশুরা আগে শেখে = 'প' বর্গীয় ধ্বনিগুলো।

সংখ্যায় ধ্বনিতত্ত্ব

৪৮. বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা = ১ টি।

৪৯. বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণের সংখ্যা = ৫০ (১১+৩৯) টি।

৫০. বাংলা বর্ণমালায় অসংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা = ৫০ টি।

৫১. বাংলা ভাষায় মোট ধ্বনির সংখ্যা = ৩৭ (৭+৩০) টি।

৫২. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ = ১১ টি।

৫৩. মৌলিক স্বরধ্বনি = ৭ টি (অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও)।

৫৪. মৌলিক স্বরবর্ণ = ৬ টি (অ, আ, ই, উ, এ, ও)।

৫৫. স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি = ১ টি (অ্যা)।

৫৬. যৌগিক স্বরধ্বনি / দ্বিস্বর / যুগ্মস্বর / সন্ধিস্বর = ২৫ টি।

৫৭. যৌগিক স্বরবর্ণ / যৌগিক স্বরজ্ঞাপক = ২ টি (ঐ, ঔ)।

৫৮. হ্রস্ব স্বর = ৪ টি (অ, ই, উ, ঋ)।

৫৯. দীর্ঘ স্বর = ৭ টি (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ)।

৬০. অর্ধস্বর = ৪ টি (ই, উ, এ, ও)।

৬১. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি = ১ টি (আ)।

৬২. সংক্ষিপ্ত স্বর / কার = ১০ টি ('অ' বাদে)।

৬৩. নিলীন বর্ণ = ১ টি (অ)।

৬৪. সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জন / ফলা = ৬ টি (ম, ন, য, র, ব, ল)।

৬৫. মোট ব্যঞ্জনবর্ণ = ৩৯ টি।

৬৬. মোট ব্যঞ্জনধ্বনি = ৩০ টি।

৬৭. বর্গীয় বর্ণ = ২৫ টি (ক-ম)।

৬৮. বর্গীয় ধ্বনি = ২৩ টি (ঞ, ণ বাদে ক-ম)।

৬৯. নাসিক্য ব্যঞ্জন / নাসিক্য বর্ণ / অনুনাসিক বর্ণ = ৭ টি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ)।

৭০. নাসিক্য ধ্বনি / অনুনাসিক ধ্বনি = ৩ টি (ঙ, ন, ম)।

৭১. ঘৃষ্ট ধ্বনি / ঘৃষ্ট বর্ণ = ৪ টি (চ, ছ, জ, ঝ)।

৭২. স্পর্শ ব্যঞ্জন / স্পর্শ বর্ণ / স্পর্শ ধ্বনি / স্পৃষ্ট বর্ণ / স্পৃষ্ট ধ্বনি = ১৬ টি (ঘৃষ্ট ধ্বনি বাদে প্রতি বর্গের ১ম ৪টি)।

৭৩. পার্শ্বিক ধ্বনি = ১ টি (ল)।

৭৪. কম্পিত ধ্বনি / কম্পনজাত বর্ণ = ১ টি (র)।

৭৫. তরল বর্ণ = ২ টি (র, ল)।

৭৬. তাড়িত ধ্বনি / তাড়নজাত বর্ণ = ২ টি (ড়, ঢ়)।

৭৭. উষ্মবর্ণ = ৪ টি (শ, স, ষ, হ)।

৭৮. উষ্মধ্বনি = ৩ টি (শ, স, হ)।

৭৯. শিস বর্ণ = ৩ টি (শ, স, ষ)।

৮০. শিস ধ্বনি = ২ টি (শ, স)।

৮১. অন্তঃস্থ বর্ণ = ৪ টি (য, র, ল, ব)।

৮২. অন্তঃস্থ ধ্বনি = ৩ টি (র, ল, ব)।

৮৩. অযোগবাহ বর্ণ = ২ টি (ং ঃ)।

৮৪. পরাশ্রয়ী বর্ণ = ৩ টি (ং ঃ ঁ)।

৮৫. বর্ণাতিরিক্ত চিহ্ন = ২ টি (হসন্ত, রেফ)।

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৮৬. ব্যঞ্জনবর্ণের বিশ্লেষণ: (এই ছকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবসময় মাথায় রাখতে হবে)

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম	অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি			অবর্গীয় কিছু বর্ণের উচ্চারণ স্থান
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য	
জিহ্বামূলীয় / কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	হ্
তালব্য / ঘৃষ্ট	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	শ, য, য়
পশ্চাৎ দন্তমূলীয় / মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ষ, ড়, ঢ়, র
অগ্র দন্তমূলীয়	ত	থ	দ	ধ	ন	স, ৎ, ল
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম	

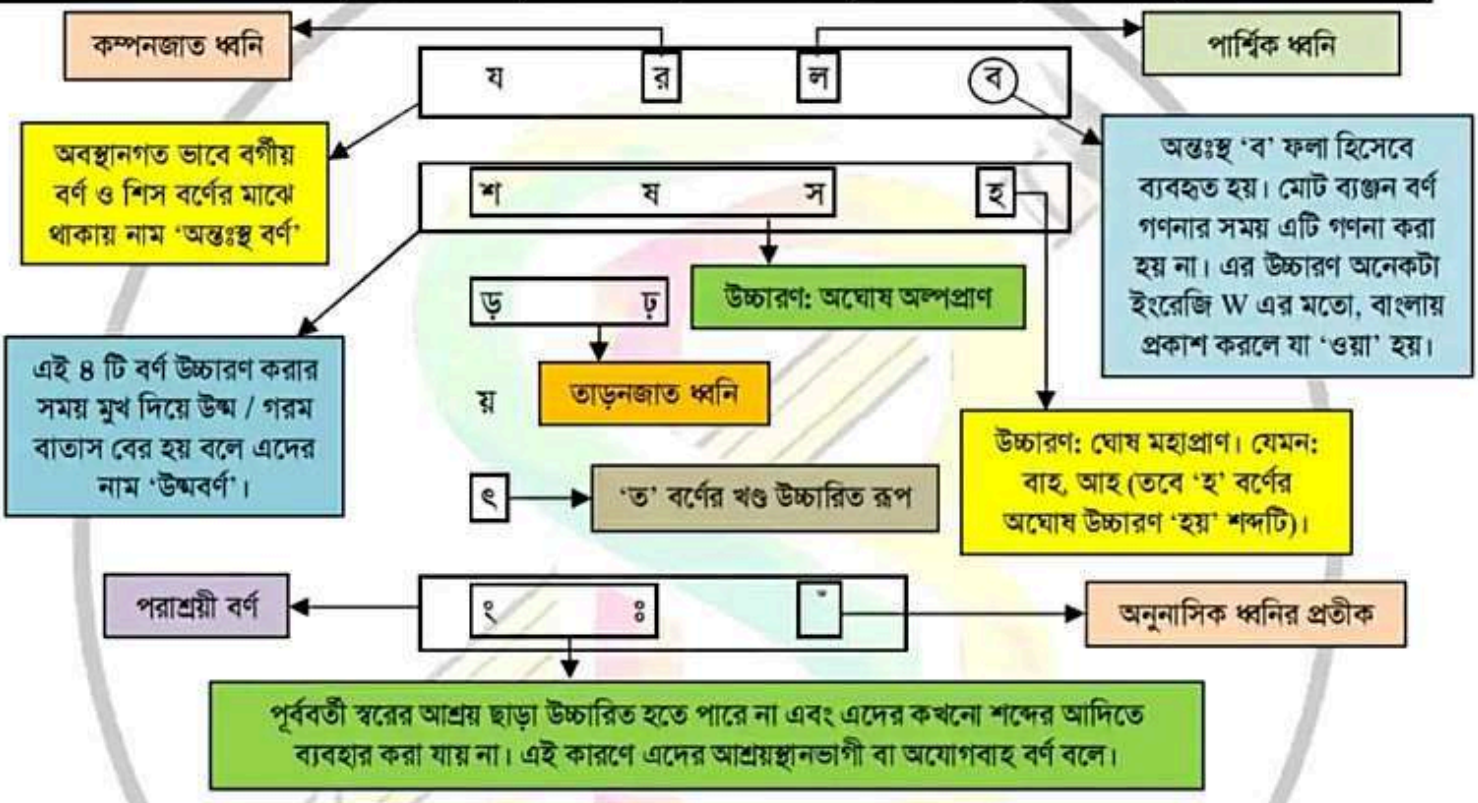

৮৭. **স্বাধীন অর্থ প্রকাশকারী ধ্বনি / বর্ণ:** আমরা সবাই জানি, কতগুলো ধ্বনি / বর্ণ পাশাপাশি সাজিয়ে তৈরি করা হয় শব্দ। কিন্তু বাংলা ভাষার কিছু কিছু ধ্বনি / বর্ণও আছে যার নিজেরই স্বাভাবিক অর্থ আছে। অর্থাৎ <u>এই ধ্বনি বা বর্ণগুলোকে ক্ষেত্রবিশেষে শব্দও বলা যাবে</u>। এগুলো জানা থাকলে বাক্য গঠনে আমাদের অনেক সুবিধা হয়। চলুন তাহলে জেনে নেয়া যাক –

ক = বাতাস (ক-তে চরে করে যে = কপোত)
খ = আকাশ (খ-তে গমন করে যে = খেচর)
গ = গমণকারী (অগ্রে গমণ করে যে = অগ্রগ)
ছ = ৬ এর সংক্ষিপ্ত রূপ (ছ'জন লোক এসেছে)
জ = ১ ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্য
ত = কারণ প্রকাশক অব্যয় (জ্ঞানত পাপ করিনি)
থ = নির্বাক / কিংকর্তব্যবিমূঢ় (থ বনে যাওয়া)
দ = দাতা / প্রদানকারী (জল দেয় যে = জলদ)
ন = জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে ৪র্থ বা সেজোর পরবর্তী
প = পালন করে এমন (গোপ)
প = পান করে এমন (মধুপ)
ভ = নক্ষত্র / গ্রহ
ল = আইন বিষয়ে পরীক্ষা বা ডিগ্রি
শ = শত এর কথ্য রূপ (একশ টাকা)
স = সাথে (আপনি সপরিবার নিমন্ত্রিত)
হ = অবজ্ঞার্থে 'হওয়া' ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপ (দূর হ)

সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ

মূল বর্ণ	সংযুক্ত বর্ণ	মূল বর্ণ	সংযুক্ত বর্ণ	মূল বর্ণ	সংযুক্ত বর্ণ	মূল বর্ণ	সংযুক্ত বর্ণ	মূল বর্ণ	সংযুক্ত বর্ণ
ষ্ণ	ষ্+ণ	ত্ত	ত্+ত	হ্ন	হ্+ন	জ্ঞ	জ্+ঞ	ন্ন	ন্+ন
ক্ষ	ক্+ষ	ত্র	ত্+র	হ্ণ	হ্+ণ	ঞ্জ	ঞ্+জ	ণ্ণ	ণ্+ণ
ক্ষ্ম	ক্+ষ্+ম	ক্র	ত্+র্+উ	হ্ম	হ্+ম	ঞ্ঝ	ঞ্+ঝ	ন্ন	ন্+ন
ক্ষ্ণ	ক্+ষ্+ণ	ক্র	ক্+র	ঙ	ণ্+ড	ঞ্ছ	ঞ্+চ	দ্ম	দ্+ম
হ্ম	হ্+ম	ঙ্ক	ঙ্+ক	ন্ড	ন্+ড	ঞ্ছ	ঞ্+ছ	দ্ব	দ্+ব
ক্স	ক্+স	ঙ্গ	ঙ্+গ	ত্ম	ত্+ম	ট্ট	ট্+ট	দ্ধ	দ্+ধ
স্ক	স্+ক	ভ্রু	ভ্+র্+উ	ষ্ম	ষ্+ম	থ্থ	ত্+থ	ব্ধ	ব্+ধ
স্ত	স্+ত	স্থ	স্+থ	ত্ম	ত্+ম	ষ্ম	ষ্+ম	র্ক	র্+ক

*** মার্ক করাগুলোই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বেশি আসতে দেখা গিয়েছে। এগুলো ভালো করে পড়বেন।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? *[৪৩তম BCS]*

A. স্বরযন্ত্র B. ফুসফুস
C. দাঁত D. সবগুলো **উ: D**

০২. মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে কী বলে? *[৪২তম BCS]*

A. বাক-প্রত্যঙ্গ B. অঙ্গধ্বনি
C. স্বরতন্ত্রী D. নাসিকাতন্ত্র **উ: A**

০৩. ব্যঞ্জনধ্বনির / ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? *[৪১তম BCS; কু.বি.গ ২০১৯-২০; চ.বি.ঙ ২০১৫-১৬; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ) ২০০৬]*

A. রেফ B. হসন্ত C. কার D. ফলা **উ: D**

০৪. নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ কে কী বলে? *[৪১তম BCS]*

A. যৌগিক ধ্বনি B. অক্ষর
C. বর্ণ D. মৌলিক স্বরধ্বনি **উ: B**

০৫. বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণমালায় 'ম' অক্ষরটির পূর্বের ৫ম অক্ষরটি কী? *[৪০তম BCS]*

A. ধ B. ন C. প D. ল **উ: B**

০৬. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? *[৩২তম BCS; তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী ২০১৭; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পিএসসি'র সহকারী পরিচালক ২০১৬; শিক্ষা, ডাক, স্বাস্থ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৫; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৫ জেলা) ২০১৫]*

A. বর্ণ B. শব্দ
C. অক্ষর D. ধ্বনি **উ: D**

০৭. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? *[৩৮তম BCS; ৩৫তম BCS; Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Senior Officer 2017; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৩য় পর্যায়) ১৯; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিন্টেনডেন্ট ২০১৯; বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৬; সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১৫; ঢা.বি. D ২০১৮-১৯; ঢা.বি. A ২০১৮-১৯; ঢা. বি. গ ২০১৬-১৭. ঢা.বি. ৭ কলেজ (মানবিক) ২০১৮-১৯; জ.বি. E ২০১৬-১৭; চ. বি. ঘ ২০১৫-১৬]*

A. ৭টি B. ৮টি C. ৬টি D. ১১টি **উ: A**

০৮. 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? *[৩৮তম BCS; ২৩তম BCS (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান); জবি E ইউনিট ২০১৭-১৮; ২০১৬-১৭; রাবি E ইউনিট (বিজোড়) ২০১৬-১৭; ই বি A ইউনিট ২০১৫-১৬; ২৩তম BCS (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান); জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পিএসসি'র সহকারী পরিচালক ১৬; সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী নিয়োগ ১৬; বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী ২০১৬; পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী ১০; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ০৭]*

A. হ্+ম A. ক্+ষ
C. ষ্+ম D. ম্+হ **উ: A**

০৯. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? *[৩৭তম BCS]*

A. যৌগিক স্বরধ্বনি B. তালব্য স্বরধ্বনি
C. মিলিত স্বরধ্বনি D. কোনোটিই নয় **উ: A**

১০. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? *[১৩তম BCS]*

A. চ, ছ B. ড, ঢ C. ব, ভ D. দ, ধ **উ: A**

১১. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি? *[৩৬তম BCS, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অফিসার ২০২১]*

A. ব+ন্+ধ+ন্ B. বন্+ধন্
C. ব+ন্ধ+ন্ D. বান্+ধন্ **উ: B**

১২. বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? *[৩৭তম BCS]*
A. বর্গের বর্ণ B. দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
C. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ
D. দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ **উ: B**

১৩. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? *[৩৬তম BCS; Exim Bank Ltd. Asst. Officer 2010, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৮]*
A. ৭টি B. ৯টি C. ১০টি D. ৮টি **উ: D**

১৪. 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ – *[৩৬তম BCS, রা. বি. ক, গ ২০১৭-১৮]*
A. জ্ + ঞ B. ঞ্ + গ
C. ঞ্ + জ D. গ্ + ঞ **উ: A**

১৫. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? *[৩০তম BCS; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন / HR) ১৭; বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী ১৬]*
A. ভ B. ঠ C. ফ D. চ **উ: D**

১৬. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি? *[২৯তম BCS; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অফিসার ২০২১, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হিসাব রক্ষক / গুদাম রক্ষক / কোষাধ্যক্ষ ১১; প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী ১১; Sonali Bank limited Officer 10]*
A. ১৩টি B. ১০টি
C. ১২টি D. ১১টি **উ: D**

১৭. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? *[১৮তম BCS; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক ১৭; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা বিভাগের ফিল্ড অফিসার ১৭; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ১৬; পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর মাঠকর্মী ১৪; সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার ১৩]*
A. ১১টি B. ৯টি C. ১০টি D. ৮টি **উ: C**

১৮. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? *[১৮তম BCS; ৬ষ্ঠ বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১১]*
A. শব্দ B. বর্ণ C. ধ্বনি D. চিহ্ন **উ: C**

১৯. বর্ণ হচ্ছে - *[১৪তম BCS (শিক্ষা), প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯]*
A. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ
B. একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
C. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক
D. ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ **উ: C**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২০. 'সমাবর্তন' শব্দে কয়টি অক্ষর আছে? *[Janata Bank Ltd. Executive Officer 2017 (Morning)]*
A. ৭ B. ৬ C. ৫ D. ৪ **উ: D**

২১. বাংলা স্বরবর্ণে স্বরধ্বনিমূল কয়টি? *[Sonali and Janata Bank Officer IT 2020]*
A. ২টি B. ৪টি C. ৫টি D. ৭টি **উ: D**

২২. বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি? *[Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer 2017]*
A. ৮টি B. ১১টি C. ৭টি D. ৯টি **উ: C**

২৩. 'ক' বর্গের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি? *[বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক ২০২১]*
A. জিহ্বামূল B. অগ্রতালু
C. পশ্চাৎ দন্তমূল D. অগ্রদন্তমূল **উ: A**

২৪. 'হ' এর সঙ্গে 'ঋ-কার' যুক্ত হলে যে ধ্বনিটি মহাপ্রাণ হয় – *[বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক ২০২১]*
A. ঘ B. এ C. ণ D. র **উ: D**

ব্যাখ্যা: 'হ' ধ্বনির উচ্চারণ মহাপ্রাণ। তবে 'হ' এর সাথে ঋ-কার (ৃ) বা র-ফলা (্র) যুক্ত হলে 'হ' এর উচ্চারণ আর মহাপ্রাণ থাকে না; বরং 'হ' এর পরিবর্তে 'র' এর উচ্চারণ মহাপ্রাণ হয়। যেমন: হৃদয়, সুহৃদ, হ্রস্ব, হ্রেষা ইত্যাদি। সুতরাং সঠিক উত্তর D.

২৫. নিচের কোনটি তাড়নজাত ধ্বনি? *[Janata bank Ltd. Asst. Executive Officer 2017]*
A. ড় B. র C. ষ D. ধ **উ: A**

২৬. যেটিতে বাংলা বর্ণের যথাযথ ক্রম অনুসৃত হয়নি – *[Joint Five Banks & Financial Institution (Officer) 2018]*
A. ঈ, উ, ঊ, ঋ B. র, ল, ব, ষ
C. ফ, ব, ভ, ম D. ঙ, চ, ছ, জ **উ: B**

২৭. 'আসমান' শব্দে 'স' এর উচ্চারণ হলো – *[Bangladesh Develop ment Bank Ltd. Senior Officer 2017]*
A. ওষ্ঠ্য B. দন্তমূলীয়
C. দন্ত D. দন্তৌষ্ঠ্য **উ: B**

২৮. সংস্কৃত প্রয়োগানুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত? *[কর্মসংস্থান ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ২০১৫]*
A. উষ্ম বর্ণ B. স্বরবর্ণ
C. ব্যঞ্জন বর্ণ D. ঘোষ বর্ণ **উ: B**

২৯. নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি? *[Pubali Bank limited Junior Officer 2012]*
A. অ B. আ C. ঐ D. ঈ **উ: C**

৩০. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? *[Pubali Bank ltd. Senior Officer 12]*
A. গ, ঘ B. দ, ধ
C. প, ফ D. জ, ঝ **উ: C**

৩১. বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি? *[Pubali Bank limited Junior Officer 2011]*
A. ৪টি B. ৫টি C. ৬টি D. ৭টি **উ: C**

৩২. নিচের কোন গুচ্ছে একটিও ঘর্ষণজাত ধ্বনি নেই? *[Bangladesh Bank Office (General) 2019]*
A. চ, ব, হ B. ল, স, ছ
C. র, শ, জ D. ফ, ড়, চ **উ: D**

ব্যাখ্যা: উষ্মধ্বনি / শিসধ্বনি শিরোনামের সতর্কতা অংশটুকু পড়ুন। এই প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি সেখানে।

৩৩. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? *[Sonali Bank limited Officer 2010]*
A. ১১টি B. ৯টি C. ৮টি D. ১০টি **উ: D**

৩৪. 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণযোগে গঠিত? *[Bangladesh Rural Development Bank (BRDB) Assistant Officer 2012, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১২, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১১, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী ২০১০, আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০০৪, গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (বেতার প্রকৌশল প্রশিক্ষণ) ২০০৩]*

A. ক্ + ষ B. হ্ + ম
C. খ্ + ম D. ম্ + হ **উ: A**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৩৫. বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনির সংখ্যা কয়টি? *[জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ফিল্ড স্টাফ ২০২১]*

A. ৭টি B. ৩৭টি C. ৩২টি D. ৩৯টি **উ: B**

৩৬. অক্ষর উচ্চারণের কাল বা পরিমাণকে কী বলে? *[সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১৬]*

A. ধ্বনি B. যতি C. মাত্রা D. ছেদ **উ: C**

৩৭. 'শ, ষ, স, হ' – এই চারটি বর্ণের নাম কী? *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর থানা পরিসংখ্যান অফিসার ২০২০]*

A. বর্গীয় বর্ণ B. পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
C. উষ্ম বর্ণ D. কণ্ঠ্য বর্ণ **উ: C**

৩৮. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি পূর্ণমাত্রার বর্ণ আছে? *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০, চ.বি. ক ১৬-১৭]*

A. ৩১টি B. ৩৩টি C. ৩২টি D. ৩৪টি **উ: C**

৩৯. কোনগুলো স্পর্শ ধ্বনি? *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]*

A. ক – ফ B. ট – ৎ
C. ক – ব D. ক – ম **উ: D**

৪০. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় – *[আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর অফিস সহায়ক ২০২০, জ. বি. ঘ ২০১৫-১৬]*

A. শব্দ B. পদ C. ধাতু D. বর্ণ **উ: D**

৪১. কোনটি নিলীন বর্ণ? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ২০১৯]*

A. ই B. উ C. এ D. অ **উ: D**

৪২. কোনটি মহাপ্রাণ ধ্বনি? *[শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী ২০১৯]*

A. চ B. ঝ C. ট D. প **উ: B**

৪৩. কোনটি ঘোষ অল্পপ্রাণ বর্ণ? *[বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০১৯]*

A. থ B. ড C. ভ D. ট **উ: B**

৪৪. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ দুটো কী কী? *[ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমপ্লেইন্ট সুপারভাইজার ২০১৯]*

A. ই, উ B. অ, এ
C. ঐ, ঔ D. আ, ও **উ: C**

৪৫. 'চিতল' শব্দে কয়টি অক্ষর রয়েছে? *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭]*

A. ৩টি B. ১টি C. ২টি D. ৪টি **উ: C**

৪৬. স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি? *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ক্যামেরাম্যান ২০১৯]*

A. ২ টি ও ৪ টি B. ১ টি ও ৪ টি
C. ২ টি ও ৩ টি D. ৩ টি ও ৪ টি **উ: B**

৪৭. 'Phoneme' শব্দের অর্থ কী? *[১৫তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৮]*

A. শব্দমূল B. নাম প্রকৃতি
C. রূপ D. ধ্বনিমূল **উ: D**

৪৮. বাগযন্ত্রের অংশ নয় – *[যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার ২০১৮, ১২তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫]*

A. দাঁত B. তালু C. কান D. নাক **উ: C**

ব্যাখ্যা: ধ্বনি উচ্চারণে মানবদেহের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত সেগুলোকে একসাথে বলে বাকপ্রত্যঙ্গ বা বাগযন্ত্র। মানবদেহের ফুসফুস থেকে ঠোঁট পর্যন্ত ধ্বনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১ম খণ্ড) হতে বাগযন্ত্রের ছবি গৃহীত –

চিত্র ২.১ : বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ

সুতরাং সঠিক উত্তর C.

৪৯. যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে না তাকে বলে – *[যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার ২০১৮]*

A. ঘোষ বর্ণ B. অঘোষ বর্ণ
C. অল্পপ্রাণ বর্ণ D. মহাপ্রাণ বর্ণ **উ: B**

৫০. উচ্চারণের দিক থেকে 'ল' কোন ধরনের বর্ণ? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ) ২০০৩]*

A. দন্ত্য বর্ণ B. ওষ্ঠ্য বর্ণ
C. স্বর বর্ণ D. ব্যঞ্জন বর্ণ **উ: A**

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৫১. বাংলা ভাষায় 'ঞ' হরফটির উচ্চারণ কত প্রকার? *[পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ অফিসার ২০০৬]*

A. এক B. দুই C. তিন D. চার **উ: C**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে 'ঞ' ধ্বনির উচ্চারণ ৩ রকমের হয়।

১. স্বতন্ত্র বর্ণরূপে 'ঞ' এর উচ্চারণ 'অঁ' এর মতো। যেমন: মিঞা (মিআঁ), মিঞ (মিঅঁ) ইত্যাদি।

২. 'ঞ' এর সাথে চ, ছ, জ, ঝ যুক্ত হলে 'ঞ' এর উচ্চারণ 'ন' এর মতো হয়। যেমন: অঞ্চল (অন্‌চল্), বাঞ্ছা (বান্‌ছা), অঞ্জন (অন্‌জন্), ঝঞ্ঝা (ঝন্‌ঝা) ইত্যাদি।

৩. 'জ' এর পরে 'ঞ' যুক্ত হলে যুক্তবর্ণটির ধ্বনি 'গ্‌ণ' এর মতো হয়। যেমন: অজ্ঞ (অগ্‌গ্যাঁ), বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যান্)।

সুতরাং সঠিক উত্তর C.

৫২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি কত প্রকার? *[পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট ২০২০]*

A. ২ প্রকার B. ৩ প্রকার

C. ৪ প্রকার D. ৫ প্রকার **উ: A**

ব্যাখ্যা: প্রচলিত কিছু বইতে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া আছে ৩ প্রকার (স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি)। আবার সেক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (১ম খণ্ড) এর রেফারেন্সও টানা হয়েছে।

আসলে বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (১ম খণ্ড) এর ৬৩ নং পৃষ্ঠায় ধ্বনির প্রকারভেদে অর্ধস্বরধ্বনিকে সরাসরি ধ্বনির শ্রেণিভেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে 'অর্ধস্বরধ্বনির' কথা বলা হয়েছে।

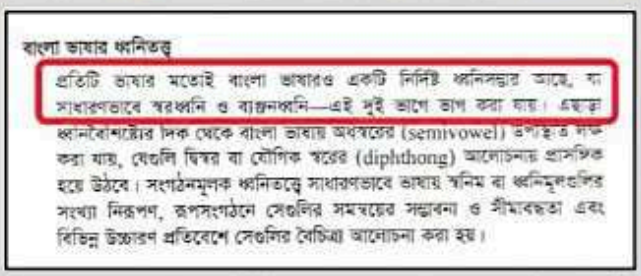
বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব

প্রতিটি ভাষার মতোই বাংলা ভাষারও একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিসম্ভার আছে, যা সাধারণভাবে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়া ধ্বনীবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরের (semivowel) উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেগুলি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরের (diphthong) আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। সংগঠনমূলক ধ্বনিতত্ত্বে সাধারণভাবে ভাষায় স্বনিম বা ধ্বনিমূলগুলির সংখ্যা নিরূপণ, রূপসংগঠনে সেগুলির সমন্বয়ের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা এবং বিভিন্ন উচ্চারণ প্রতিবেশে সেগুলির বৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়।

তাই অপশনের উপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নের সর্বোত্তম সঠিক উত্তর ২ প্রকারই হবে। তবে অপশনে ২ প্রকার না থাকলে তখন ৩ প্রকার দাগানো যেত। সুতরাং সঠিক উত্তর A.

৫৩. 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ – *[১৫তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৮]*

A. উম্যা B. উমো

C. উয়ো D. ইয়ো **উ: C**

৫৪. ধ্বনিতত্ত্ব ভেদে নিচের কোন শব্দটি অন্যগুলো থেকে আলাদা? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৭]*

A. জিহ্বা B. হাত C. তালু D. ঠোঁট **উ: B**

৫৫. মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ? *[শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২১]*

A. চ B. ছ C. জ D. গ **উ: B**

৫৬. নিচের কোনটি পরাশ্রয়ী বর্ণ? *[খাদ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০২১]*

A. ঙ B. ঞ C. ণ D. ং **উ: D**

৫৭. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়? *[Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla) Upper Division Assistant 2017]*

A. ও + ই B. অ + উ

C. এ + ই D. অ + ই **উ: A**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর অনেক বইতে 'অ + ই' দেওয়া আছে যা এই প্রশ্নের অপশন অনুযায়ী সর্বোত্তম সঠিক উত্তর নয়। বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে 'ঐ' হচ্ছে 'ও + ই' যৌগিক স্বরের দ্যোতক। তবে অপশনে 'ও + ই' না থাকলে 'অ + ই' দাগানো যেতে পারে। সুতরাং সঠিক উত্তর A.

৫৮. বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা কয়টি? *[NSI এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ২০১৯, ১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৯, ডিজিএফআই এর সহকারী পরিচালক ২০১৯]*

A. ৬টি B. ৪টি C. ৩টি D. ৫টি **উ: C**

৫৯. বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা কয়টি? *[ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ডাক অধিদপ্তরের পোস্টাল অপারেটর ২০১৬]*

A. ২৩টি B. ২৪টি C. ২৫টি D. ২৬টি **উ: C**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অভিধানে স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা বলা হয়েছে ১৬টি (ঘৃষ্ট ধ্বনি বাদে প্রতি বর্গের ১ম ৪টি)। তবে বাজারে প্রচলিত বেশিরভাগ বইসমূহে ক-ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ক-ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণকে বর্গীয় বর্ণ বলা হয় যদিও মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বই যা ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল তাতেও ক-ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণকেই স্পর্শ বর্ণই বলা হয়েছে। তবে স্বরোচিষ সরকার, তারিক মঞ্জুর প্রমুখ রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ২০২১ সালের বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে আবার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সংখ্যা দেওয়া ২০টি। যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনের গঠন হচ্ছে – ঘর্ষণ + স্পৃষ্ট। তার মানে ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনও এক প্রকারের স্পৃষ্ট ধ্বনি।

তাই এই প্রশ্নের উত্তর করার সময় প্রশ্নের অপশনগুলোর দিকে ভালো করে লক্ষ করতে হবে। অপশনে ১৬ থাকলে তা সর্বোত্তম উত্তর। ১৬ না থাকলে ২০২১ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বই অনুসারে ২০টি থাকলে তা উত্তর হবে। আর ২০টি না থাকলে ২০২০ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বই অনুসারে ২৫টি থাকলে তা উত্তর হবে। আশা করি বুঝাতে পেরেছি।

৬০. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি 'ব' আছে? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা) ২০১৬]*

A. ৩টি B. ১টি C. ৪টি D. ২টি **উ: B**

৬১. কোনটি মূল ধ্বনি নয়? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা) ২০১৬]*

A. উ B. অ C. এ D. ঔ **উ: D**

৬২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা কয়টি? *[পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অফিসারের সহকারী পরিচালক ২০১৪]*

A. ৩৯ টি B. ৪১ টি
C. ৪২ টি D. ৪৩ টি **উ: B**

ব্যাখ্যা: প্রশ্নটি খুবই দ্বিধান্বিত। প্রশ্নে যদি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণের সংখ্যা কয়টি তা জিজ্ঞেস করা হতো তাহলে কোনো চিন্তা ছাড়াই সঠিক উত্তর হতো ৫০টি (স্বরবর্ণ ১১টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি)। কিন্তু ধ্বনির সংখ্যা নিয়েই যত ঝামেলা। এ অধ্যায়ের মূল আলোচনায় আমি ইতোমধ্যে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি যে ধ্বনি আর বর্ণ একই জিনিস নয়। ধ্বনি হচ্ছে বর্ণের উচ্চারিত রূপ, আর বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ। এবার আসি ব্যঞ্জন ধ্বনির আলোচনায়। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অভিধানে ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা নিয়ে কোনো তথ্যের উল্লেখ না থাকলেও ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অভিধানে ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা বলা হয়েছে ৩০টি (পৃষ্ঠা নং ২৮ এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে)। আর স্বরধ্বনির ব্যাপারে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোকেই মূল স্বরধ্বনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মানে স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি। এখন তাহলে মোট ধ্বনির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭টি (স্বরধ্বনি ৭টি + ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি)। কিন্তু এই প্রশ্নের অপশনে ৩৭টি নেই। এরকম ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির সংখ্যা অভিধানে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় ৭টির পরিবর্তে ১১টিই ধরতে হবে। তাই এই প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর হবে ৪১ টি।

৬৩. পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে কি বলে? / একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরকে কি বলে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯, আনসার ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট ২০১০]*

A. মৌলিক স্বরধ্বনি B. সমধ্বনি
C. মূলধ্বনি D. যৌগিক স্বরধ্বনি **উ: D**

৬৪. কোনগুলো ওষ্ঠ্যধ্বনি? *[বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বিজ্ঞাপন আধিকারিক (গ্রেড-২) ০৬, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ০৮]*

A. চ ছ জ ঝ B. ত থ দ ধ
C. প ফ ব ভ D. য র ল ব **উ: C**

৬৫. উচ্চারণের সময় মুখবিবর উন্মুক্ত থাকে বলে 'আ' কে কি ধ্বনি বলে? *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০১৩]*

A. হ্রস্বধ্বনি B. বিবৃত স্বরধ্বনি
C. সম্মুখ স্বরধ্বনি D. পশ্চাৎ স্বরধ্বনি **উ: B**

৬৬. বাংলা স্বরধ্বনিতে হ্রস্বস্বরের সংখ্যা – *[থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ১৫]*

A. ৫টি B. ৪টি C. ৭টি D. ৬টি **উ: B**

৬৭. বাগযন্ত্রের অংশ নয় কোনটি? *[১২তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৫]*

A. দাঁত B. তালু C. কান D. নাক **উ: C**

৬৮. 'ত' এর উচ্চারণ স্থান কোথায়? *[Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. Asst. Manager (Accounts) 2018]*

A. দন্ত্য B. ওষ্ঠ্য
C. কণ্ঠ্য D. নাসিক্য **উ: A**

৬৯. 'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনি দুটি কী ধ্বনি? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা তত্ত্বাবধায়ক ২০১০, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের থানা নির্বাচন অফিসার ২০০৮]*

A. ঘোষ B. তাড়নজাত
C. অল্পপ্রাণ D. শিস **উ: B**

৭০. তালব্য বর্ণ কোনগুলো? *[প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৫, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক ০৬]*

A. এ, ঐ B. ই, ঈ
C. উ, ঊ D. ও, ঔ **উ: B**

৭১. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা, মাত্রাহীন ও অর্ধমাত্রার বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে – *[১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল) ২০১৯]*

A. ৩২, ৮, ১০ B. ৩০, ৭, ১১
C. ৩২, ১০, ৮ D. ৩২, ৭, ৯ **উ: C**

৭২. জিভের সামনের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত স্বরধ্বনি গুলোকে কী বলে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯]*

A. নিম্ন স্বরধ্বনি B. অগ্র স্বরধ্বনি
C. জিভ স্বরধ্বনি D. সম্মুখ স্বরধ্বনি **উ: D**

৭৩. বাংলা ভাষায় নাসিক্য ধ্বনি কয়টি? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লিমিটেড অফিসার (ক্যাশ) ২০১৪, রা. বি. খ ২০১৫-১৬]*

A. ২টি B. ৩টি C. ৪টি D. ৫টি **উ: B**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৭৪. 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দে কয়টি অক্ষর আছে? *[ঢা. বি. ঘ ২০-২১, জা. বি. গ ০৯-১০]*

A. ৭ B. ২ C. ৫ D. ৬ **উ: C**

৭৫. আভিধানিক ক্রমানুসারে সজ্জিত শব্দগুচ্ছ – *[ঢা.বি. খ ২০-২১]*

A. নদী, সাগর, বন B. ফুল, ফল, পাখি
C. চাঁদ, তারা, সূর্য D. আলো, মাটি, বায়ু **উ: C**

৭৬. ভাষার মূল উপাদান কী? *(জা. বি. ক ২০১৫-১৬)*

A. বাক্য B. বর্ণ
C. ধ্বনি D. শব্দ **উ: C**

৭৭. নিচের কোনটি অঘোষ ধ্বনি নয়? *(ঢা. বি. খ ২০০৭-০৮)*

A. ক B. ত C. ফ D. ম **উ: D**

৭৮. মহাপ্রাণ ধ্বনি কোনটি? *(কু. বি. খ ২০১৫-১৬)*

A. গ B. ড C. থ D. জ **উ: C**

৭৯. কোনটি কম্পনজাত ধ্বনি? *(জা. বি. খ ২০১৫-১৬)*

A. র B. ব C. ঢ় D. য **উ: A**

৮০. বাংলা ভাষার কয়টি বর্ণে মাত্রা নেই? *(বশেমুরবিপ্রবি ঘ ১৬-১৭, খু. বি. ড ১৬-১৭, ঢা. বি. গ ০৪-০৫, রা. বি. নৃবিজ্ঞান ০৭-০৮)*

A. ৮টি B. ৯টি C. ১০টি D. ৫টি **উ: C**

৮১. বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? *(ক. ন. বি. খ ২০১৫-১৬)*

A. ৪৯টি B. ২৯টি C. ৩৫টি D. ৩৯টি **উ: D**

৮২. নিচের কোনটি একাক্ষর শব্দ? *(জ. বি. খ ২০১৬-১৭)*

A. মামা B. কাকা C. বোন D. ফুপু **উ: C**

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৮৩. কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? *(কু. বি. খ ২০১৬-১৭)*
A. ঔ B. ই
C. ঐ D. সবকয়টি **উ: B**

৮৪. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়? *(চ. বি. আইন ২০১৫-১৬, রা. বি. হিসাব বি ২০০৬-০৭)*
A. ফল B. ফলা
C. ফলাই D. অক্ষর **উ: B**

৮৫. 'ক্ষ্ম' যুক্তবর্ণটির সঠিক বিশ্লিষ্ট রূপ – *(জ. বি. ঘ ২০১০-১১)*
A. ক্ষ + ম B. ক্ + ষ্ + ম
C. ক্ + ষ্ + ণ D. হ্ + ম **উ: B**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন A ও B দুটোই হয়। তবে এখানে সঠিক ও সর্বোত্তম উত্তর অপশন B হবে। কারণ প্রশ্নে বলা হয়েছে বিশ্লিষ্ট রূপ; 'ক্ষ্ম' এর বিশ্লিষ্ট রূপ 'ক্ষ্ + ম'। কিন্তু 'ক্ষ' এর বিশ্লেষণ করা যায় যা 'ক্ + ষ'। তার মানে সম্পূর্ণ 'ক্ষ্ম' এর বিশ্লিষ্ট রূপ 'ক্ + ষ্ + ম'।

৮৬. পাশাপাশি অবস্থিত এবং দ্রুত উচ্চারিত দুটি স্বরের যুক্তরূপকে কী বলা হয়? *(জ. বি. খ ২০১৫-১৬)*
A. সান্ধ্যক্ষর B. অর্ধস্বর
C. পরাশ্রয়ী স্বর D. যুক্তাক্ষর **উ: A**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় অপশন A ও D এর মধ্যে। অনেকের মতে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন D এর যুক্তাক্ষর। কিন্তু তা ভুল, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেবল অপশন A. এর কারণ প্রশ্নে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 'দুটি স্বরের যুক্তরূপ'। যদি প্রশ্নে দুটি স্বরের না বলে দুটি বর্ণের বলা হতো তাহলে উত্তর হতো যুক্তাক্ষর।

৮৭. বাংলা অভিধানে 'ক্ষ' এর অবস্থান কোথায়? *(ঢা.বি. ক ১৬-১৭)*
A. 'খ' বর্ণের পরে B. 'হ' বর্ণের পরে
C. 'ষ' বর্ণের পরে D. 'ক' বর্ণের পরে **উ: D**

৮৮. 'ক্ষ্ম' এর বিশ্লিষ্ট রূপ কোনটি? *(কৃ. ন. বি. ক ২০১৬-১৭)*
A. ক্ + ষ B. ক্ + ষ্ + ম
C. ক্ষ্ + ম D. হ্ + ম **উ: D**

৮৯. 'ম' এর উচ্চারণ স্থান কোথায়? *(রা. বি. খ ২০০৩-০৪)*
A. নাক B. তালু
C. ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র D. ওষ্ঠ **উ: C**

৯০. বাংলা স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি? *(কু. বি. ক ২০১৯-২০)*
A. ১টি B. ৩টি C. ৪টি D. ৫টি **উ: A**

৯১. নিচের কোনটিতে বাংলা ব্যঞ্জন ভুলভাবে যুক্ত হয়েছে? *[ঢা. বি. খ ২০১৮-১৯]*
A. ক্ষ – ক্ + ষ B. হ্ম – হ্ + ম
C. ত্ন – ত্ + ন D. জ্ঞ – জ্ + ঞ **উ: C**

৯২. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি? *(কু. বি. খ ২০১৮-১৯)*
A. হ B. শ C. র D. ল **উ: D**

৯৩. কোনটি শব্দের উদাহরণ? *(ঢা. বি. ক ২০১৬-১৭)*
A. ষ B. ট C. খ D. ক্ষ **উ: C**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নটি খুবই দ্বিধান্বিত। অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর করার সময় চিন্তা করেন যে এখানে যা আছে তার সবই তো ধ্বনি / বর্ণ, এখানে আবার শব্দ এলো কোথা থেকে! ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। কতগুলো ধ্বনি / বর্ণ পাশাপাশি সাজিয়ে তৈরি করা হয় শব্দ। কিন্তু বাংলা ভাষায় এমন অনেক ধ্বনি / বর্ণ আছে যার নিজেরই স্বাভাবিক অর্থ আছে অর্থাৎ এই ধ্বনি / বর্ণগুলোই শব্দের মতো স্বাভাবিক অর্থ প্রকাশ করে। প্রদত্ত প্রশ্নের 'খ' এর অর্থ আকাশ। এ কারণেই বলা হয়, খ-তে চড়ে যে = খেচর। পৃষ্ঠা নং ৩৫ এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৯৪. কোন বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিন জায়গায়তেই ব্যবহৃত হয়? *(কু. বি. ক ২০১৯-২০)*
A. ন B. ণ C. ঙ D. ঞ **উ: A**

৯৫. কোনটি উষ্মবর্ণের উদাহরণ? *(ব.শে.মু.র.বি.প্র.বি. F ২০১৯-২০; ঢা. বি. ক ২০১৩-১৪)*
A. হ B. ঙ C. ৎ D. ম **উ: A**

৯৬. কোন ধ্বনির ওপর চন্দ্রবিন্দু বসলে সানুনাসিক হয়? *(ঢা. বি. ঘ ২০১৮-১৯)*
A. স্বরধ্বনি B. ব্যঞ্জনধ্বনি
C. বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনি D. দন্ত্য-ন **উ: A**

৯৭. বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনির অনুপাত কত? *(ঢা. বি. ঘ ২০১৮-১৯)*
A. ১১:৯ B. ১১:৭
C. ১১:১০ D. ১১:৬ **উ: B**

৯৮. উচ্চারণস্থান অনুসারে 'প' কোন ধ্বনি? *(ঢা.বি. ৭ কলেজ ২০১৮-১৯)*
A. ওষ্ঠ্য B. তালব্য
C. কণ্ঠ্য D. দন্ত্য **উ: A**

৯৯. 'মানুষ' শব্দটিতে কয়টি ধ্বনি আছে? *(রা. বি. ঙ ২০১৮-১৯)*
A. ৫টি B. ৩টি C. ৪টি D. ৬টি **উ: A**

ব্যাখ্যা: 'ধ্বনি' হচ্ছে শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ আর বর্ণের উচ্চারিত রূপ। আর বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ। প্রশ্নে 'মানুষ' শব্দের ধ্বনির সংখ্যা জানতে চেয়েছে অর্থাৎ উচ্চারিত রূপ। উচ্চারণ অনুসারে 'মানুষ' শব্দের বিশ্লেষণ করলে হয় ম্ + আ + ন্ + উ + ষ্। এখানে ২টি স্বর ও ৩টি ব্যঞ্জন আছে অর্থাৎ মোট ৫টি ধ্বনি আছে। সুতরাং সঠিক উত্তর A.

১০০. 'য' এর উচ্চারণ অবস্থান কোথায়? *(জ. বি. F-2 ১৮-১৯)*
A. কণ্ঠ B. মূর্ধা
C. দন্ত্য D. তালব্য **উ: D**

১০১. 'চ-বর্গীয়' ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়? *(খু. বি. ২০১৬-১৭; জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ২০০৫)*
A. ঙ B. ঞ C. ন D. ণ **উ: B**

১০২. কোন দু'টি অঘোষ ধ্বনি? *(বশেমুরবিপ্রবি. ঘ ২০১৬-১৭)*
A. চ, ছ B. ড, ঢ
C. ব, ভ D. দ, অ **উ: A**

১০৩. বাংলায় 'ণ' ও 'ন' বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দুটিতে কী আছে? *(বে. রো. বি. B ২০১৬-১৭)*
A. পার্থক্য B. অসমতা
C. বৈসাদৃশ্য D. ঐক্য **উ: D**

ব্যাখ্যা: 'ধ্বনি' হচ্ছে শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ আর বর্ণের উচ্চারিত রূপ। 'ণ' ও 'ন' ধ্বনির লিখিত রূপ আলাদা হলেও এদের উচ্চারণ কিন্তু একই অর্থাৎ এই দুটি বর্ণের ধ্বনি একই। সুতরাং সঠিক উত্তর D. এরূপ 'ং' ও 'ঙ' বর্ণ দুটিরও উচ্চারিত রূপ বা ধ্বনি একই।

১০৪. নিচের কোন ধ্বনিটি বাংলায় নেই? *(ঢা. বি. গ ২০১৯-২০)*
A. ওষ্ঠ্য B. দন্তোষ্ঠ্য
C. তালব্য D. মূর্ধন্য **উ: B**

১০৫. 'স্ত্রী শব্দে কয়টি বর্ণ আছে? *(য.বি.প্র.বি. B ২০১৬-১৭)*
A. ১টি B. ২টি C. ৪টি D. ৫টি **উ: C**

ব্যাখ্যা: 'স্ত্রী' শব্দের বিশ্লেষণ করলে হয় স্ + ত্ + র্ + ঈ। এখানে ৪টি বর্ণ আছে। তবে 'স্ত্রী' শব্দে অক্ষর কয়টি জিজ্ঞেস করলে উত্তর হতো ১টি। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

১০৬. বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনিমূলের সংখ্যা কয়টি? *(রা. বি. খ ২০১৩-১৪)*
A. ২৪টি B. ৩৪টি C. ৫০টি D. ৫২টি **উ: B**

ব্যাখ্যা: 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অভিধানের সম্পাদক পবিত্র সরকারের মতে ৩০টি ব্যঞ্জন ও ৪টি অর্ধস্বরধ্বনিমূল নিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনিমূল মোট ৩৪টি। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

১০৭. কোনটি একাক্ষর শব্দ? *(রা. বি. ঙ ২০১৮-১৯)*
A. মামা B. দিদি
C. জল D. আম্মা **উ: C**

১০৮. যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি মুক্তভাবে উচ্চারিত হয় তাকে কী বলে? *(ঢা. বি. গ ২০১৭-১৮)*
A. বদ্ধাক্ষর B. স্বরতন্ত্রী
C. দীর্ঘস্বর D. মুক্তাক্ষর **উ: D**

১০৯. উচ্চারণের একককে কী বলা হয়? *(ই বি. ২০১৫-১৬, জ বি. খ ২০১২-১৩)*
A. অক্ষর B. অনুসর্গ
C. উপসর্গ D. ধ্বনি **উ: A**

১১০. নিচের কোনটি একাক্ষর শব্দ? *(জ বি. ঙ ২০১৫-১৬, জ. বি. খ ২০১১-১২)*
A. মামা B. ঘুম C. বন্ধু D. জলজ **উ: B**

১১১. বাংলা ভাষায় অসংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা কয়টি? *(রা.বি. ক ২০০৯-১০)*
A. ৫০টি B. ৩৯টি C. ৪৮টি D. ৪৯টি **উ: A**

১১২. কোনটি স্বরান্ত অক্ষর? *(জা. বি. গ ২০১১-১২)*
A. আশা B. পবন C. দহন D. মরণ **উ: A**

১১৩. 'প্রেম' শব্দটিতে কয়টি অক্ষর আছে? *(জা. বি. গ ২০১১-১২)*
A. ৩টি B. ১টি C. ২টি D. ৪টি **উ: B**

১১৪. 'ভয়' ও 'মোয়া' শব্দদ্বয়ে ধ্বনিরীতির ব্যবহার হলো - *(শা.বি.প্র.বি. ক ২০১৪-১৫)*
A. হ্রস্বস্বর B. দীর্ঘস্বর
C. মৌলিক স্বর D. যৌগিক স্বর **উ: D**

অনুশীলনযোগ্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১১৫. 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই হচ্ছে ভাষার ইট' – এই ইটকে বাংলা ভাষায় কী বলা হয়?
A. বর্ণ B. বাক্য
C. শব্দ D. কথা **উ: D**

ব্যাখ্যা: এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থ থেকে। নব্বইয়ের দশকে চাকুরির পরীক্ষায় এমন একটি প্রশ্ন এসেছিল। সে সময়ের বই এবং বর্তমান বইগুলোর বেশিরভাগেই এর উত্তর ভুল দেওয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "ধ্বনি দিয়ে আঁটবাধা শব্দই ভাষার ইট, বাংলায় তাকে বলি কথা।" সুতরাং সঠিক উত্তর D.

১১৬. বাংলা বর্ণমালায় মৌলিক স্বরবর্ণের সংখ্যা কয়টি?
A. ৪টি B. ৫টি C. ৬টি D. ৭টি **উ: C**

১১৭. বাংলা স্বরবর্ণের দীর্ঘস্বর কয়টি?
A. ৫টি B. ৭টি C. ৯টি D. ১১টি **উ: B**

১১৮. ওষ্ঠ্য ধ্বনির ব্যঞ্জনবর্ণ গুলো হলো –
A. ঠ, ড, ঢ B. ছ, জ, ঝ
C. থ, দ, ধ D. ফ, ব, ভ **উ: D**

১১৯. বাতাস কোনো রকম বাধা ছাড়া একইসঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত বাগধ্বনিগুলোকে কী বলে?
A. নাসিক্য ধ্বনি B. মৌখিক ধ্বনি
C. অনুনাসিক স্বরধ্বনি D. স্পৃষ্ট ধ্বনি **উ: A**

১২০. বাংলা ভাষায় ঘৃষ্ট বর্ণের সংখ্যা –
A. ৩টি B. ৪টি C. ৫টি D. ৬টি **উ: B**

১২১. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?
A. ২৫টি B. ২৬টি C. ২৭টি D. ২৮টি **উ: D**

১২২. কোন প্রকার ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর প্রয়োজন হয়?
A. মহাপ্রাণ ধ্বনি B. ঘোষ ধ্বনি
C. ওষ্ঠ্য ধ্বনি D. উষ্ম ধ্বনি **উ: B**

১২৩. ধ্বনির প্রতীককে কী বলে?
A. ধ্বনি B. বর্ণ C. পদ D. শব্দ **উ: B**

১২৪. শব্দের মৌলিক একক কোনটি?
A. ধ্বনি B. ব্যঞ্জনবর্ণ
C. স্বরবর্ণ D. বর্ণ **উ: A**

১২৫. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণ –
A. ঘোষ B. অঘোষ
C. মহাপ্রাণ D. নাসিক্য **উ: D**

১২৬. কোনটি অনুনাসিক বর্ণ?
A. ণ B. ঁ C. ঙ D. ম **উ: B**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে অনেকেই দ্বিধান্বিত হয়ে থাকেন। কারণ এ অধ্যায়ের মূল আলোচনায় বলা হয়েছে নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ ৭ টি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ)। সে হিসেবে এখানে অপশন A, B ও C – তিনটিই সঠিক উত্তর হয়। কিন্তু এখানে সর্বোত্তম সঠিক উত্তর অপশন B. কারণ বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অভিধানে অনুনাসিক বর্ণ বলতে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর ওপরে চন্দ্রবিন্দুর (ঁ) ব্যবহারকে নির্দেশ করা হয়েছে।

১২৭. দন্ত্য বর্ণ নয় –
A. ত B. ধ C. ন D. প **উ: D**

১২৮. নিচের কোনটি পরাশ্রয়ী বর্ণ নয়?
A. ং B. ঞ C. ঁ D. ক **উ: D**

১২৯. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
A. ফলা B. কার
C. গ্রাহ্য D. অনুকার **উ: B**

১৩০. কোনটি উচ্চমধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি?
A. অ্যা B. অ C. ও D. এ **উ: D**

১৩১. 'হ' বর্ণের অঘোষ উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনিকে বলে –
A. ঃ B. ৎ C. ক্ষ D. ং **উ: A**

১৩২. কোন তিনটি বর্ণ উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টে গিয়ে মূর্ধাকে স্পর্শ করে?
A. ক, খ, গ B. চ, ছ, জ
C. ট, ঠ, ড D. ত, থ, দ **উ: C**

১৩৩. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোন গুচ্ছ?
A. দ, ধ B. ত, থ
C. ব, ভ D. চ, ছ **উ: C**

১৩৪. কোনটি মহাপ্রাণ বর্ণ?
A. ব B. চ C. ক D. ঢ **উ: D**

১৩৫. বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ সংখ্যা কয়টি?
A. ১৯টি B. ২৯টি
C. ৫০টি D. ৪৭টি **উ: C**

১৩৬. 'ল' – এর উচ্চারণ স্থান কোনটি?
A. দন্তমূল B. তালু
C. ওষ্ঠ D. জিহ্বামূল **উ: A**

১৩৭. কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি?
A. ও B. ঐ
C. উ D. একটিও নয় **উ: B**

১৩৮. 'উ' কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত?
A. হ্রস্বস্বর B. অর্ধস্বর
C. দ্বিস্বর D. ভগ্নস্বর **উ: A**

১৩৯. 'বউ' কথাটির উ-কে কী বলে?
A. হ্রস্বস্বর B. অর্ধস্বর
C. দ্বিস্বর D. ভগ্নস্বর **উ: B**

ব্যাখ্যা: ভালো করে প্রশ্নের দিকে লক্ষ করি। প্রশ্নে যদি এটা জানতে চায় যে 'উ' কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তাহলে উত্তর হবে হ্রস্বস্বর। কারণ বাংলা বর্ণমালায় হ্রস্বস্বর ৪টি (অ, ই, উ, ঋ)। কিন্তু এই প্রশ্নে কেবল 'উ' কোন ধ্বনি তা জানতে চায়নি। 'বউ' কথাটির 'উ' কোন ধ্বনি তা জানতে চেয়েছে।

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি মৌলিক স্বরধ্বনির দ্বিতীয়টি যদি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হয় তবে তাকে অর্ধস্বর (Semi Vowel) বলা হয়। এই অর্ধস্বরগুলি এককভাবে দল গঠন করতে পারে না। যেমন: বই – শব্দটির বিশ্লেষণ ব + অ + ই। 'অ' এবং 'ই' উভয়েই মৌলিক স্বরধ্বনি কিন্তু 'ই' এর উচ্চারণ নির্ভর করছে 'অ' এর ওপর – অই। 'অ' ধ্বনিটি স্পষ্ট কিন্তু 'ই' ধ্বনিটি অস্ফুটরূপে উচ্চারিত হচ্ছে। এখানে 'ই' হচ্ছে অর্ধস্বর। 'বউ' শব্দের ক্ষেত্রেও একই – অর্থাৎ 'বউ' শব্দের 'উ' হচ্ছে অর্ধস্বর। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

১৪০. 'বউ' কথাটিতে কোন স্বর আছে?
A. হ্রস্বস্বর B. অর্ধস্বর
C. দ্বিস্বর D. ভগ্নস্বর **উ: C**

ব্যাখ্যা: 'বউ' কথাটির বিশ্লেষিত রূপ হচ্ছে 'ব + অ + উ'। এখন প্রশ্নের ওপর নির্ভর করে যে উত্তর কোনটি হবে। প্রশ্নে যদি 'বউ' শব্দটির কেবল 'উ' কে কী বলা হয় তা জানতে চাওয়া হয় তাহলে উত্তর হবে অর্ধস্বর।

কিন্তু এই প্রশ্নে 'বউ' কথাটিতে কোন স্বর আছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে 'বউ' কথাটির বিশ্লেষিত রূপ 'ব + অ + উ' এর দিকে লক্ষ করতে হবে। এখানে পাশাপাশি দুটো স্বর (অ + উ) বসে একটি যৌগিক স্বরের রূপ নিয়েছে যার অপর নাম সান্ধ্যক্ষর বা দ্বিস্বর।
সুতরাং সঠিক উত্তর C.

১৪১. উচ্চারণের তারতম্য অনুযায়ী নিচের কোনটি ব্যতিক্রম?
A. ষ B. হ C. শ D. স **উ: B**

১৪২. বাংলা স্বরধ্বনিতে হ্রস্ব স্বরের সংখ্যা কয়টি?
A. ২টি B. ৪টি C. ৬টি D. ৮টি **উ: B**

১৪৩. ভাষার একক কি?
A. বর্ণ B. ধ্বনি
C. শব্দ D. বাক্য **উ: D**

১৪৪. কোনগুলো শিস বর্ণ?
A. ঙ, ঞ, ন B. শ, স, ষ
C. প, ফ, ভ D. য, র, ল **উ: B**

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ (লিঙ্গ)

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ: বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিকে পুরুষ আবার কোনোটিকে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বুঝায় তাকে পুরুষবাচক এবং যে শব্দে স্ত্রী বুঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। বাংলা পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ ২ প্রকার (পতি-পত্নীবাচক ও সাধারণ পুরুষ-স্ত্রীবাচক)।

- ✓ পতি-পত্নীবাচক শব্দ: চাচা – চাচি, মামা – মামী, কাকা – কাকী, ভাই – ভাবি, দেবর – জা, শিক্ষক – শিক্ষকপত্নী ইত্যাদি।
- ✓ পুরুষ-স্ত্রীবাচক শব্দ: খোকা – খুকি, বালক – বালিকা, ভাই – বোন, দেবর – ননদ ইত্যাদি।

লিঙ্গ: লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন। পুরুষ ও স্ত্রী নির্দেশক চিহ্নগুলোকে বলে লিঙ্গ। পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ ২ প্রকার হলেও পুরুষ ও স্ত্রী নির্দেশক চিহ্ন অর্থাৎ লিঙ্গ ৪ প্রকার। যথা:

- ✓ পুং লিঙ্গ: যে সকল শব্দ দ্বারা পুরুষ জাতি বোঝায় তা পুং লিঙ্গ। যেমন: ভাই, চাচা, বালক ইত্যাদি।
- ✓ স্ত্রী লিঙ্গ: যে সকল শব্দ দ্বারা স্ত্রী জাতি বোঝায় তা স্ত্রী লিঙ্গ। যেমন: মা, বোন, চাচি ইত্যাদি।
- ✓ উভয় লিঙ্গ: যে সকল শব্দ দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতি বোঝায় তা উভয় লিঙ্গ। যেমন: শিশু, পাখি, সন্তান, মানুষ, আমি, তুমি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি। *উভয় লিঙ্গ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।*
- ✓ ক্লীব লিঙ্গ: যে সকল শব্দ দ্বারা জড় পদার্থ বোঝায় তা ক্লীব লিঙ্গ। যেমন: চেয়ার, টেবিল, পাহাড়, নদী ইত্যাদি।

নিত্য পুরুষবাচক শব্দ: যে সকল পুরুষবাচক শব্দের কোনো স্ত্রীবাচক রূপ হয় না তাকে নিত্য পুরুষবাচক শব্দ বলে। যেমন: কবিরাজ, কাপুরুষ, রাষ্ট্রপতি, ঢাকি, বামুন, কৃতদার, অকৃতদার, সেনাপতি, যোদ্ধা, বিচারপতি, পুরোহিত, স্ত্রৈণ ইত্যাদি।

টেকনিক: বামুন রাষ্ট্রপতির অনুমতি পেয়ে কাপুরুষ কবিরাজ বিচারপতি, সেনাপতি, যোদ্ধা ও ঢাকিকে ডেকে বললেন যারা এখনও অকৃতদার পুরোহিতের নির্দেশ তারা কৃতদার হয়ে স্ত্রৈণ হয়ে যাও।

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ: যে সকল স্ত্রীবাচক শব্দের কোনো পুরুষবাচক রূপ হয় না তাকে নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন: ডাইনি, পেতনি শাঁখচুন্নি, সতিন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা, বিধবা, অন্তঃসত্ত্বা, অসূর্যম্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী, কুলটা, রূপসি, ললনা ইত্যাদি।

টেকনিক: সধবা, বিধবা বা সতিন যাই হোক না কেন সপত্নী হওয়া সত্ত্বেও একে অন্যকে ডাইনি, পেতনি, শাঁখচুন্নি ও কুলটা বলে ডাকে। এদিকে রূপসি সজনি অসূর্যম্পশ্যা বাইজির মতো অঙ্গনা অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণে সমাজের চোখে কলঙ্কিনী অবস্থায় আছে। একারণে ললনার সৎমা অরক্ষণীয়াকে রক্ষার জন্য দাই বা এয়ো খুঁজতে গেল।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়

প্রশ্ন: 'বিধবা' শব্দের পুরুষবাচক রূপ কোনটি? *[ইসলামী ব্যাংক সহকারী অফিসার ২০০৮]*

A. বিধব B. বিপত্নীক C. সধবা D. কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: 'বিধবা' শব্দটির অর্থ যে নারীর স্বামী মারা গিয়েছে যা কখনো কোনো পুরুষবাচক কাউকে বোঝায় না; সর্বদা নারীকেই বোঝায়। এই হিসেবে 'বিধবা' শব্দটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ। কিন্তু আমাদের সবাইকে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে আর তা হচ্ছে প্রশ্নের চাহিদা ও প্রশ্নের অপশন। প্রশ্নে কী চেয়েছে এবং অপশনগুলো কী দেওয়া আছে সেদিকে ভালো করে লক্ষ রাখতে হবে। এমন কোনো নারী যার স্বামী মারা গিয়েছে তাকে বলা হয় 'বিধবা'। এখন কথা হচ্ছে এমন কোনো স্বামী যার স্ত্রী মারা গিয়েছে তাকে কী বলা হয়? বিপত্নীক। তার মানে 'বিপত্নীক' শব্দটি দ্বারা কোনো পুরুষকেই বোঝায়। অর্থাৎ ব্যাবহারিক দিক থেকে 'বিধবা' শব্দটির পুরুষবাচক রূপ 'বিপত্নীক'।

এখন সবার মনে একটা প্রশ্ন জাগবে আর তা হচ্ছে নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের তো কোনো পুরুষবাচক রূপ হয় না। আর যেহেতু 'বিধবা' নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ সেহেতু 'বিধবা' শব্দের পুরুষবাচক রূপ কীভাবে হয়?

উত্তর: ব্যাপারটা হচ্ছে নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের পুরুষবাচক রূপ হয় না কথাটি সত্য তবে তা শব্দের গঠনগত দিক থেকে। ব্যাবহারিক দিক দিয়ে বা অবস্থানগত দিক দিয়ে কিছু কিছু নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের পুরুষবাচক রূপ হতে পারে। 'বিধবা' শব্দটিও এমন একটি শব্দ। এর কারণ, সাধারণত পুরুষবাচক শব্দের শেষে আ / ক / ইকা / নী / ইনী / আনী ইত্যাদি আরও নানান প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক রূপ তৈরি করা হয়। এখন 'বিধবা' শব্দ থেকে 'আ' প্রত্যয় বাদ দিয়ে শব্দটিকে পুরুষবাচক করার চেষ্টা করলে তা ভুল হবে। কারণ অভিধানে 'বিধব' শব্দের কোনো অর্থ নেই। তাই শাব্দিক গঠনগত দিক দিয়ে শব্দটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ। তবে ব্যাবহারিক দিক থেকে এর পুরুষবাচক রূপ 'বিপত্নীক'। তাই গৎবাঁধা মুখস্থ না করে বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করেন। ভালো করে প্রশ্ন না দেখেই উত্তর নির্বাচন করবেন না। এতে মারাত্মক বিপত্তি ঘটতে পারে।

পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীবাচক করার নিয়ম: পুরুষবাচক শব্দের শেষে কিছু স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দের রূপ নির্ণয় করা হয়। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো –

১. পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'ই' থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে 'নি' যুক্ত হয় আর পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে 'নী' যুক্ত হয় এবং আগের 'ঈ' কার 'ই' কারে পরিবর্তিত হয়। যেমন: ভিখারি – ভিখারিনি, শিকারি – শিকারিনি, যোগী – যোগিনী, মেধাবী – মেধাবিনী, মায়াবী – মায়াবিনী, দুঃখী – দুঃখিনী ইত্যাদি।

বি. দ্র. ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ অধ্যায়ের 'বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়' শিরোনামে উল্লিখিত ভিখারী ও ভিখারিনী বানান দুটি 'ঈ-কার' দিয়েই দেওয়া আছে। প্রচলিত অনেক বইতে একই নিয়ম অনুকরণে শিকারী বা শিকারিনী বানান দুটোও 'ঈ-কার' দিয়ে উল্লেখ করা। প্রকৃতপক্ষে বইটির রচনাকালে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব অনেক বেশি ছিল বিধায় এবং নিয়মটি সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলায় আসায় 'ঈ-কার' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে ভিখারি শব্দটি খাঁটি বাংলা আর শিকারি শব্দটি ফারসি। তাই অভিধান অনুসারে বানগুলো যথাক্রমে – ভিখারি, ভিখারিনি, শিকারি, শিকারিনি হবে। তবে বাকি শব্দগুলো সংস্কৃত বিধায় তাতে 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে সেগুলোতে 'ঈ-কার' বজায় থাকবে।

২. **'নী' প্রত্যয় যোগে অবজ্ঞার্থে স্ত্রীবাচক শব্দ:** ডাক্তার – ডাক্তারনী, মাস্টার – মাস্টারনী, জমিদার – জমিদারনী, দারোগা – দারোগানী। (তবে 'নী' প্রত্যয় যুক্ত থাকলেই যে তা কেবল অবজ্ঞার্থ প্রকাশ করবে তা নয়। 'নী' প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ সাধারণ অর্থও প্রকাশ করতে পারে। যেমন: কামার – কামারনী, কুমার – কুমারনী, জেলে – জেলেনী, ভিখারি – ভিখারিনি, অভিসারী – অভিসারিণী, ধোপা – ধোপানী, বেদে – বেদেনী, মজুর – মজুরনী ইত্যাদি)।

'নী' প্রত্যয় যুক্ত হলে কখন অবজ্ঞার্থ বোঝায় আর কখন সাধারণ অর্থ বোঝায় তা মনে রাখার সহজ উপায়:

জমিদার (উঁচু জাত) | ডাক্তার (উঁচু জাত) | দারোগা (উঁচু জাত) | মাস্টার (উঁচু জাত) + নী = অবজ্ঞার্থ

নিচু জাত + নী = সাধারণ অর্থ
যেমন: জেলেনী, ধোপানী, বেদেনী, কামারনী, কুমারনী, অভিসারিণী, ভিখারিনি, মজুরনী।

৩. 'আনী' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ: মেথর – মেথরানি, চাকর – চাকরানি, ঠাকুর – ঠাকুরানি, মাতুল – মাতুলানী, নাপিত – নাপিতানী, ইন্দ্র – ইন্দ্রাণী ইত্যাদি। তবে 'আনী' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যদি শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে তাহলে তা পুরুষ বা স্ত্রী কোনটাই বোঝায় না, অন্য কোনো বিশেষ অর্থ বোঝায়। যেমন: অরণ্য – অরণ্যানী (বৃহৎ অর্থে), বন – বনানী (বৃহৎ অর্থে), হিম – হিমানী (হিম শব্দের অর্থ জমাটবদ্ধ আর হিমানী শব্দের অর্থ বরফ খণ্ড)।

৪. 'ইনী' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ: কাঙাল – কাঙালিনী, গোয়ালা – গোয়ালিনী, বাঘ – বাঘিনী, কুহক – কুহকিনী ইত্যাদি।

৫. পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'অক' থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে 'ইকা' হয়। যেমন: নায়ক – নায়িকা, বালক – বালিকা, গায়ক – গায়িকা, সেবক – সেবিকা, অধ্যাপক – অধ্যাপিকা ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: গণক – গণকী, নর্তক – নর্তকী, চাতক – চাতকী, রজক – রজকিনি, যুবক – যুবতি, জনক – জননী।

- তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে 'ইকা' প্রত্যয় যুক্ত থাকলেই তা সবসময় স্ত্রীবাচকতা বোঝায় না। অনেক সময় ক্ষুদ্রার্থ প্রকাশ করার জন্যও 'ইকা' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন: নাটক – নাটিকা, মালা – মালিকা, গীতি – গীতিকা, পুস্তক – পুস্তিকা, একাঙ্ক – একাঙ্কিকা। এগুলো পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ নয়, এগুলো ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়।
- আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে কেবল 'ইকা' প্রত্যয় যুক্ত হয়েই ক্ষুদ্রার্থ প্রকাশিত হয় না। 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়েও ক্ষুদ্রার্থ প্রকাশ করতে পারে। যেমন: ডিঙা – ডিঙি, কাঠ – কাঠি, ছোরা – ছুরি, পোঁটলা – পুঁটলি, কোষা – কুষি ইত্যাদি।

৬. বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ:

পুরুষ	স্ত্রী	উদাহরণ	পুরুষ	স্ত্রী	উদাহরণ
তা	ত্রী	নেতা – নেত্রী, শ্রোতা – শ্রোত্রী, কর্তা – কর্ত্রী, ধাতা – ধাত্রী	বান	বতী	গুণবান – গুণবতী; রূপবান – রূপবতী, দয়াবান – দয়াবতী
অত	অতী	সৎ – সতী, মহৎ – মহতী	মান	মতী	শ্রীমান – শ্রীমতী; বুদ্ধিমান – বুদ্ধিমতী
অ	আ	মৃত – মৃতা	ঈয়ান	ঈয়সী	গরীয়ান – গরীয়সী; মহীয়ান – মহীয়সী

বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ মনে রাখার সহজ উপায়: শ্রীমতীর নারী বান্ধবী তার দেবর-জাকে রানির নিকট এনে বলল সম্রাজ্ঞী, তারা সম্প্রতি স্বামী – স্ত্রী হয়েছে। রানি নেত্রী স্টাইলে কর্ত্রীকে বলল যাও নতুন পতি – পত্নীর জন্য রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী ও সতী ধাত্রীর ব্যবস্থা কর। কর্ত্রী শ্রোত্রীদের মধ্য হতে সভানেত্রীর শ্বশ্রূ গরীয়সী শিক্ষয়িত্রীকে যুবতির জন্য নির্বাচন করল।

৭. **ভিন্ন শব্দ যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ:** কুলি – কামিন, শুক (শালিক) – শারি, গুরু – গুর্বী, বিদ্বান – বিদুষী, খানসামা – আয়া, বাদশা – বেগম।

৮. **বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ:** খান – খানম, মরদ – জেনানা, মালেক – মালেকা, বালেগ – বালেগা, মুহতারিম – মুহতারিমা, সুলতান – সুলতানা।

৯. যে সকল স্ত্রীবাচক শব্দের ২ টি করে পুরুষবাচক রূপ রয়েছে: বোন – ভাই ও দুলাভাই, ননদ – দেবর ও নন্দাই।

১০. যে সকল পুরুষবাচক শব্দের ২ টি করে স্ত্রীবাচক রূপ রয়েছে:

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	
আচার্য	আচার্যা (অধ্যাপিকা)	আচার্যানী (আচার্যের স্ত্রী)
দেবর	ননদ (দেবরের বোন)	জা (দেবরের স্ত্রী)
ভাই	বোন	ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী)
শিক্ষক	শিক্ষয়িত্রী (পেশা অর্থে)	শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী)
বন্ধু	বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু)	বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী)
ঘোষ	ঘোষজা (কন্যা অর্থে)	ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)
দাদা	দিদি	বৌদি
বর	বধূ / বউ (বিবাহিত)	কনে (অবিবাহিত)
শূদ্র	শূদ্রা (শূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোক)	শূদ্রাণী (শূদ্রের স্ত্রী)

১১. সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণটি স্ত্রীবাচক হয়। যেমন: বিদুষী স্ত্রী ইত্যাদি।

১২. অ-তৎসম / খাঁটি বাংলা ভাষায় স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণটি পুরুষবাচক হয়। যেমন: সুন্দর গাই, বিদ্বান নানি, পাগল মেয়ে ইত্যাদি।

BCS, JOB EXAM, সরকারি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাসহ সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাক্য শুদ্ধীকরণ বা প্রয়োগ-অপপ্রয়োগে উল্লিখিত নিয়ম দুটি থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে। তাই পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের এই অংশটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত নিয়ম দুটিকে একটু বিশ্লেষণ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

নিয়ম - ১ : পুরুষবাচক শব্দের ক্ষেত্রে তা তৎসম হোক বা অ-তৎসম (অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব বা বাংলা, বিদেশি), বিশেষণটি সর্বদা পুরুষবাচকই হয়। যেমন: পাগল বালক (তৎসম), বিদ্বান লোক (তৎসম), বুদ্ধিমান ছেলে (তদ্ভব), গুণবান মামা (দেশি) ইত্যাদি।

নিয়ম - ২ : স্ত্রীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে -

- তৎসম শব্দের বিশেষণটি স্ত্রীবাচক হয়। যেমন: পাগলি বালিকা (তৎসম), বিদুষী নারী (তৎসম), বুদ্ধিমতী সভানেত্রী (তৎসম)।
- অ-তৎসম শব্দের বিশেষণটি পুরুষবাচক হয়। যেমন: সুন্দর মেয়ে (তদ্ভব), বুদ্ধিমান নানি (হিন্দি), পাগল মেথরানি (আরবি)।

মোট কথা, পুরুষবাচকের ক্ষেত্রে বিশেষণ সর্বদা পুরুষবাচক হবে – এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু স্ত্রীবাচকের ক্ষেত্রে বিশেষণ কি পুরুষবাচক হবে না কি স্ত্রীবাচক হবে তা নির্ভর করে স্ত্রীবাচক শব্দটির ওপর।

১৩. উভয় লিঙ্গ: যে সকল শব্দ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই বোঝায় সেগুলোকে উভয়লিঙ্গ বলা হয়। যেমন: মানুষ, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী, শত্রু, মিত্র, শিল্পী, পাখি, অভিভাবক, জঙ্গি ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতি / সেনাপতি / বিচারপতি - এগুলো কী নিত্য পুরুষবাচক শব্দ না কি উভয়লিঙ্গ?

বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুযায়ী,

১. জীবিকা বা পদ, স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের অধিকারী হতে পারে, সেগুলো উভয়লিঙ্গ। যেমন: প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি।

২. সমষ্টিবাচক বা শ্রেণিবাচক বিশেষ্য যাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই থাকতে পারে, সেগুলো উভয়লিঙ্গ। যেমন: মানুষ, জনতা, বন্ধু, শিশু ইত্যাদি।

এবার দুটি প্রশ্নের দিকে লক্ষ করা যাক -

প্রশ্ন - ১ : রাষ্ট্রপতি কোন লিঙ্গ?

A. পুং লিঙ্গ B. স্ত্রী লিঙ্গ C. উভয় লিঙ্গ D. ক্লিব লিঙ্গ

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: ধরে নিন, সংবাদমাধ্যম থেকে আমরা জেনেছি, 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশে আসবেন। কিন্তু আমরা কেউ জানি না বা চিনি না 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতিকে। আমরা এটাও জানিনা তিনি পুরুষ, না মহিলা। ওই দেশের রাষ্ট্রপতি পুরুষ / মহিলা উভয়ই হতে পারেন। তিনি আসার পর আমরা জানতে পারলাম, উনি মহিলা না পুরুষ। ইংরেজিতে যাকে কমন নাউন (Common Noun) বলে। সুতরাং সঠিক উত্তর C. উভয় লিঙ্গ।

প্রশ্ন - ২ : নিচের কোনটি নিত্য পুরুষ বাচক শব্দ?

A. ভিখারি B. কবি C. রাষ্ট্রপতি D. বর্ষীয়ান

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা: কখনো কি শুনেছেন রাষ্ট্রপতির লিঙ্গান্তর রাষ্ট্রপত্নী? বা অন্য কোনো কিছু। না, আমরা কেউ কোনোদিন শুনিনি রাষ্ট্রপতির মহিলা বাচক শব্দ। রাষ্টপতি মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী, তিনি মহিলা হোক বা পুরুষ। তাই রাষ্ট্রপতি সর্বদা নিত্য পুরুষবাচক শব্দ। উপরন্তু ২য় প্রশ্নের বাকি ৩টি অপশনের স্ত্রীবাচক রূপ যথাক্রমে ভিখারি – ভিখারিনি, কবি – মহিলা কবি, বর্ষীয়ান – বর্ষীয়সী। সুতরাং সঠিক উত্তর C. রাষ্ট্রপতি।

আশা করি আপনাদের দ্বিধা দূর করতে পেরেছি। আসল কথা হলো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন বুঝে উত্তর করতে হয়। সহজ প্রশ্নকেই একটু ঘুরিয়ে দেয়। যদি মাথা ঠান্ডা করে প্রশ্ন পড়ে বুঝে উত্তর করেন তখন দেখবেন সঠিক উত্তর দিতে পারছেন।

১৪. বাংলায় কতগুলো স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন: রজক – রজকী / রজকিনি, গোপ – গোপী / গোপিনী, মাতঙ্গ – মাতঙ্গী / মাতঙ্গিনী, হেমাঙ্গ – হেমাঙ্গী / হেমাঙ্গিনি, বিহঙ্গ – বিহঙ্গী / বিহঙ্গিনি, অভাগা – অভাগী / অভাগিনি, ননদাই – ননদী / ননদিনি, সুনয়ন – সুনয়না / সুনয়নী, সুকণ্ঠ – সুকণ্ঠা / সুকণ্ঠী, কৃশোদর – কৃশোদরা / কৃশোদরী।

১৫. কিছু কিছু পুরুষবাচক শব্দের শেষে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যোগ করা যায় না। তখন এগুলোর পূর্বে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন: কবি – মহিলা কবি, ডাক্তার – মহিলা ডাক্তার, শিল্পী – মহিলা শিল্পী, কর্মী – মহিলা কর্মী, পুলিশ – মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

⚠ সতর্কতা ও সাবধানতা

বাজারে প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাকরণ বইতে এই তথ্যটি দেখতে পাওয়া যায় সুকেশ (অর্থ – যে পুরুষের মাথায় সুন্দর চুল আছে) আর এর স্ত্রীবাচক রূপ – সুকেশা, সুকেশী, সুকেশিনী ৩টিই সঠিক। অনেক বড়ো বড়ো লেখকদের বইতেও আমি এই তথ্য পেয়েছি। যাই হোক, এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল।

বাংলা একাডেমির "আধুনিক বাংলা অভিধান" অনুসারে –

→ সুকেশ = সুন্দর কেশবিশিষ্ট [পুরষবাচক]

→ সুকেশা = সুন্দর কেশবিশিষ্টা [স্ত্রীবাচক]

→ সুকেশী = সুন্দর কেশবিশিষ্ট [পুরষবাচক]

→ সুকেশিনী = সুন্দর কেশবিশিষ্টা [স্ত্রীবাচক]

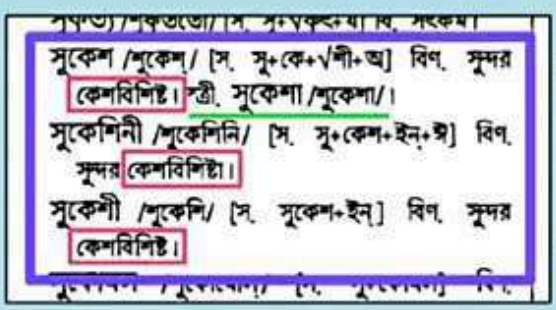
সুকেশ /শুকেশ্/ [স. সু+কে+√শী+অ] বিণ. সুন্দর কেশবিশিষ্ট। স্ত্রী. সুকেশা /শুকেশা/।
সুকেশিনী /শুকেশিনি/ [স. সু+কেশ+ইন্+ঈ] বিণ. সুন্দর কেশবিশিষ্টা।
সুকেশী /শুকেশি/ [স. সুকেশ+ইন্] বিণ. সুন্দর কেশবিশিষ্ট।

আধুনিক বাংলা অভিধান ৩য় সংস্করণ পৃ. ১৩৩২

তার মানে বাজারের প্রচলিত প্রায় সব বইয়ে 'সুকেশ' শব্দের স্ত্রীবাচক রূপ হিসেবে 'সুকেশা', 'সুকেশী' ও 'সুকেশিনী' – তিনটিই সঠিক বলে যে তথ্যটি পাওয়া যায় তা নিশ্চিত ভুল। 'সুকেশ' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কেবল 'সুকেশা' আর 'সুকেশী' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কেবল 'সুকেশিনী'।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
অনাথ	অনাথা	বীর	বীরাঙ্গনা	শুদ্ধ	শুদ্ধা	নিশাচর	নিশাচরী
দীর্ঘাঙ্গ	দীর্ঘাঙ্গী	গো	গবী	ভব	ভবানী	সাহেব	বিবি
বেঙ্গমা	বেঙ্গমী	চতুর	চতুরা	কান্ত (স্বামী)	কান্তা (স্ত্রী)	খানসামা	আয়া
বর্ষীয়ান	বর্ষীয়সী	সুকেশ	সুকেশা	কোকিল	কোকিলা	মাতঙ্গ	মাতঙ্গী
সুকণ্ঠ	সুকণ্ঠা / সুকণ্ঠী	চন্দ্রমুখ	চন্দ্রমুখা / চন্দ্রমুখী	শ্রদ্ধেয়	শ্রদ্ধেয়া	ঘট	ঘটী
বাঁদি	বাঁদিনি			চপল	চপলা	ডাহুক	ডাহুকী
কল্যাণীয়েষু	কল্যাণীয়াসু	বেয়াই	বেয়াইন	গয়লা	গয়লা-বউ	মলিন	মলিনা
কল্যাণীবরেষু	কল্যাণীবরাসু	মলিন	মলিনা	প্রথম	প্রথমা	চতুর	চতুরা
শ্রদ্ধাস্পদেষু	শ্রদ্ধাস্পদাসু	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা	নবীন	নবীনা	নিশাচর	নিশাচরী
সুজনীয়েষু	সুজনীয়াসু	শিষ্য	শিষ্যা	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	ভয়ংকর	ভয়ংকরী
অজ	অজা	ময়ূর	ময়ূরী	বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী	চতুর্দশ	চতুর্দশী
বিজ্ঞ	বিজ্ঞা	মৃন্ময়	মৃন্ময়ী	প্রকুপিত	প্রকুপিতা	সহোদর	সহোদরা
সাধু	সাধ্বী	বিদগ্ধ	বিদগ্ধা	ভেড়া	ভেড়ী	দাদুর (ব্যাং)	দাদুরী

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শব্দ - *[২৩তম BCS]*

A. সুচরিতেষু B. শ্রদ্ধাস্পদাসু
C. কল্যাণীয়েষু D. প্রীতিভাজনেষু **উ: B**

০২. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? *[১৮তম BCS; কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার ২০২১, Sonali and Janata Bank Officer IT 20, Probashi Kallyan Rank Ltd. Executive Officer (General) 2019, Bangladesh Bank Asst. Director 2010, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর সহকারী পরিচালক ২০১৭, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১২, বিজেএস (সহকারী জজ) ২০০৭, কু.বি. ম ২০১৫-১৬ জাতীয় বি. ম ২০১৪-১৫; বে.রো.বি. গ ২০১৩-১৪ ই.বি. ম ২০১০-১১]*

A. সাহেব B. বেয়াই
C. সঙ্গী D. কবিরাজ **উ: D**

০৩. দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে কোনটির? *[১৮তম BCS, ডাক অধি দপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার ২০১০]*

A. ননদ B. প্রিয়া C. শিষ্যা D. আয়া **উ: A**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০৪. 'আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমনি বিদ্বান' এই বাক্যে কোন ধরনের ভুল আছে? *[বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি. অফিসার (গ্রেড-৩): ২০০০]*

A. কালগত B. বচনগত
C. পদগত D. লিঙ্গগত **উ: D**

০৫. 'নাটিকা' কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ? *[Sonali Bank Ltd. Officer 2010; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৬, ১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৯, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৮, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৬, রা. বি. লোক. প্র. ২০০৫-০৬]*

A. বৃহদার্থে B. ক্ষুদ্রার্থে
C. ব্যাঙ্গার্থে D. সাদৃশ্য অর্থে **উ: B**

০৬. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দ? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অফিসার (ক্যাশ) ১৯, ১০ম বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ১৪, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক ২০১৭, ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫, ১০ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪, ১১তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ সমপর্যায়) ২০১৪, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]*

A. সতিন B. বিধাতা
C. সপত্নী D. বিপত্নী **উ: A**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে অনেক শিক্ষার্থীই দ্বিধান্বিত হয়ে যায়। এর কারণ অপশন A, C ও D এর সবগুলো শব্দই নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করুন প্রশ্নে কেবল নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ চায়নি; নিত্য স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দ কোনটি তা চেয়েছে। অপশন C ও D এর শব্দদুটি তৎসম নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ। সুতরাং সঠিক উত্তর A.

০৭. 'বিধবা' শব্দের পুংলিঙ্গ – *[ইসলামী ব্যাংক সহকারী অফিসার ০৮]*

A. বহুপত্নীক B. সধবা
C. বিপত্নীক D. অধবা **উ: C**

ব্যাখ্যা: মূল অধ্যায়ের নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের 'বিশেষভাবে লক্ষণীয়' দ্রষ্টব্য।

০৮. 'সমিতি' কোন লিঙ্গ? *[Joint 5 Banks Officer (Cash) 2019, রা. বি. ই (বিজোড়) ২০১৬-১৭]*

A. স্ত্রীলিঙ্গ B. পুরুষলিঙ্গ
C. ক্লীবলিঙ্গ D. উভয়লিঙ্গ **উ: C**

০৯. 'মানিন' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[Pubali Bank Ltd. TAJO (Cash) 2019]*

A. মাননীয়া B. মানবতী
C. মানীয়া D. মানিনী **উ: D**

১০. কোন পুরুষবাচক-নারীবাচক শব্দজোড় অশুদ্ধ? *[Pubali Bank Ltd. TAJO (Cash) 2019, Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]*

A. কোকিল-কোকিলা B. শারদীয়-শারদীয়া
C. অসীম-অসীমা D. ভাই-বোনাই **উ: D**

১১. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ? *[Pubali Bank Ltd. TAJO (Cash) 2019, Bangladesh Development Bank Limited Senior Officer (IT) 2011; Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2010]*

A. গাভি B. জননী C. সতিন D. আয়া **উ: C**

১২. নিচের কোনটির পুরুষবাচক রূপ নেই? *[Joint 8 Banks Senior Officer 2019]*

A. বেহান B. কুলটা
C. ঠাকুরঝি D. ননদ **উ: B**

১৩. নিচের কোনটি পুরুষবাচক শব্দ? *[Sadharon Bima Corporation Uper Division Asst. 2019]*

A. বেহান B. ঠাকুরঝি
C. শঙ্খী D. দীর্ঘাঙ্গী **উ: C**

১৪. নিচের কোন স্ত্রীবাচক শব্দের দুটি পুরুষবাচক রূপ রয়েছে? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অফিসার ২০২১, Sonali Bank Ltd. Deputy Asst. Eng. (Electric) 2019; Probashi Kallyan Bank Executive Officer (Cash) 2018]*

A. কবিরাজ B. ননদ
C. কুলটা D. ইবীন **উ: B**

১৫. কোনটি 'আ' প্রত্যয় যোগে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer 2019]*

A. গায়িকা B. নায়িকা
C. প্রথমা D. বালিকা **উ: C**

১৬. নিচের কোন শব্দটির পুরুষবাচক রূপ নেই? *[Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. Deputy Asst. Engineer 2011; ১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়) ২০১৭]*

A. বাঁদী B. দাত্রী
C. ডাইনী D. তাদৃশী **উ: C**

১৭. কোনটির শেষে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করতে হয়? *[Janata & Rupali Bank Ltd. Officer (General) 2019]*

A. পুলিশ B. গয়লা C. কর্মী D. কবি **উ: B**

১৮. কোনটি পত্নী অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ? *[Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla) Upper Divission Assistant 2017; পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]*

A. ছাত্রী B. দাদি C. আয়া D. সৎমা **উ: B**

১৯. 'অরক্ষণীয়া' শব্দের পুরুষবাচক শব্দ কোনটি? *[Bakhrabad Gas Distribution Co. Ltd. Asst. Manager (Accounts) 17]*

A. অরক্ষণীয় B. অরক্ষণী

C. অরক্ষণশীল D. কোনোটিই নয় **উ: D**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমির "আধুনিক বাংলা অভিধান" অনুসারে 'অরক্ষণীয়া' শব্দটি স্ত্রীবাচক শব্দ। শব্দটির মূল শব্দ হিসেবে দেওয়া আছে 'অরক্ষণীয়' যার অর্থ রক্ষা করা যায় না এমন। কিছু কিছু বইতে 'অরক্ষণীয়া' শব্দটিকে স্ত্রীবাচক হিসেবে ধরে এর পুরুষবাচক হিসেবে 'অরক্ষণীয়' হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা নিতান্তই ভুল। অভিধানে 'অরক্ষণীয়া' কে স্ত্রীবাচক বলা হয়েছে, তার মানে এই না যে 'অরক্ষণীয়' পুরুষবাচক শব্দ। এটা সম্পূর্ণভাবে বোঝার ভুল।

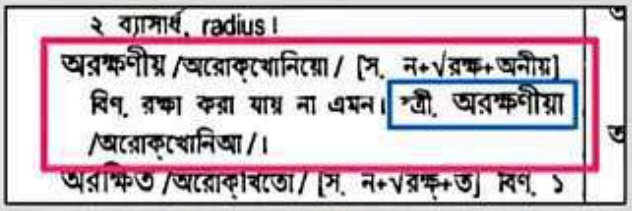

আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। 'অরক্ষণীয়া' শব্দটির প্রয়োগ আমরা চলিত রীতিতে খুব একটা দেখতে পাই না। শব্দটি সংস্কৃতে অধিক প্রচলিত ছিল। শব্দটি দ্বারা অবিবাহিত কুমারী মেয়েকে বোঝানো হতো। কিন্তু অবিবাহিত ছেলেকে 'অরক্ষণীয়' বলা হতো না। তাছাড়া অভিধানে 'অরক্ষণীয়' শব্দের অর্থ দেওয়া আছে 'রক্ষা করা যায় না এমন'। এখন কথা হচ্ছে 'রক্ষা করা যায় না এমন' – এটা দিয়ে তো পুরুষ-মহিলা দুটোই বোঝানো যেতে পারে। আবার পুরুষ-মহিলা কোনোটিকে না বুঝিয়ে কোনো বস্তুর অবস্থাকেও বোঝানো যেতে পারে। যেমন:

→ এখন থেকে সচেতন না হলে এবারের বন্যায় গ্রামবাসীর
→ পুরোপুরি অরক্ষণীয় অবস্থা হয়ে যাবে।
→ পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জমিদার বাড়িটির কোনো যত্ন না
→ নেওয়ায় এখন তা একদমই অরক্ষণীয়।

এখানে প্রথম বাক্যে 'গ্রামবাসী' অরক্ষণীয় অবস্থায় পড়বে বলা হয়েছে। এখন গ্রামবাসীর দ্বারা কিন্তু পুরুষ-মহিলা দুটোই বোঝায়। আর দ্বিতীয় বাক্যে জমিদার বাড়ির মানে কোনো বস্তুর অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। তার মানে 'অরক্ষণীয়' কোনো পুরুষবাচক শব্দ না। কিন্তু 'অরক্ষণীয়া' স্ত্রীবাচক শব্দ। আর যেহেতু 'অরক্ষণীয়া' শব্দটির কোনো পুরুষবাচক রূপ নেই তাই এটিকে আমরা 'নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ' বলতে পারব। সুতরাং সঠিক উত্তর D.

বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

'অরক্ষণীয়া' শব্দের মতো এরকম আরও একটি শব্দ হচ্ছে – ষোড়শী।

বাংলা একাডেমির "আধুনিক বাংলা অভিধান" অনুসারে 'ষোড়শী' শব্দের অর্থ ষোল বছর বয়সী কন্যা। 'ঈ' প্রত্যয় বাদ দিয়ে শব্দটিকে পুরুষবাচক করার চেষ্টা করলে শব্দটি হবে 'ষোড়শ' যা আসলে কোনো পুরুষবাচক শব্দ নয় বরং ১৬ সংখ্যার ক্রমবাচক রূপ। তার মানে 'ষোড়শী' শব্দটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ।

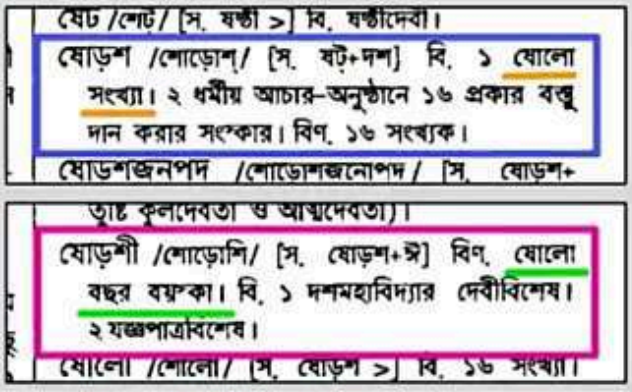

২০. নিচের কোনটি নিত্য নারীবাচক শব্দ? *[Sadharan Bima Corpara tion Asst. Manager 2019]*

A. সম্রাজ্ঞী B. গুণবতী

C. সপত্নী D. নন্দিনী **উ: C**

২১. 'মালা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017]*

A. মালিকা B. মালী

C. মালীনী D. মালিনী **উ: A**

২২. নিচের কোনটি নিত্য পুংলিঙ্গবাচক শব্দ? *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant 2017]*

A. ভাসুর B. বেয়াই

C. স্ত্রৈণ D. ঠাকুর **উ: C**

২৩. নিচের কোনটি ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীলিঙ্গ? *[বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৯]*

A. গীতিকা B. লেডি

C. হিমানী D. আয়া **উ: A**

২৪. ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017 (Cancelled)]*

A. মালিকা B. সুন্দরী

C. মানবী D. কুমারী **উ: A**

২৫. 'বিদ্বান' এর সঠিক স্ত্রী-বাচক শব্দ কোনটি? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2017]*

A. বিদ্বানী B. বিদুষিণী

C. বিদুষী D. বিদূষী **উ: C**

২৬. নিচের কোন পুরুষবাচক শব্দের স্ত্রীবাচক রূপ নেই? *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer 2010; পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কারিগরি) ২০১১]*

A. চৌধুরী B. কুলটা

C. নবীন D. কোনোটিই নয় **উ: D**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২৭. 'শুক' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-১) ২০১৭]*

A. সারী B. শারি
C. শুকী D. সারা **উ: B**

ব্যাখ্যা: বাজারে প্রচলিত অধিকাংশ বইতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে অপশন A এর 'সারী'। এর কারণ ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ অধ্যায়ের 'বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়' শিরোনামের ৭ম নিয়মে প্রশ্নোক্ত উদাহরণটি দেওয়া ছিল।

বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে 'সারী' নামে কোনো শব্দই নেই। 'সারি' আছে – তবে তার অর্থ শ্রেণি, ইংরেজিতে যেটাকে আমরা Row বলি। যেমন আমরা বলি, "সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াও"।

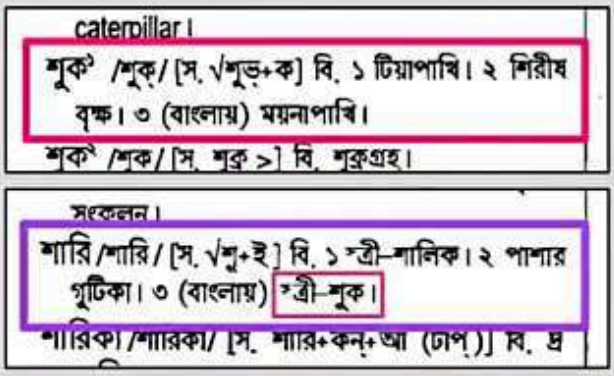
caterpillar।
শুক[১] /শুক্/ [স. √শুভ্+ক] বি. ১ টিয়াপাখি। ২ শিরীষ বৃক্ষ। ৩ (বাংলায়) ময়নাপাখি।
শুক[২] /শুক/ [স. শুক্র >] বি. শুক্রগ্রহ।

সংকলন।
শারি/শারি/ [স. √শু+ই] বি. ১ স্ত্রী-শালিক। ২ পাশার গুটিকা। ৩ (বাংলায়) স্ত্রী-শুক।
শারিকা/শারিকা/ [স. শার+কন্+আ (টাপ্)] বি. দ্র

অভিধান অনুযায়ী 'শুক' শব্দের অর্থ হচ্ছে টিয়া / ময়না / শালিক পাখি। যার স্ত্রীবাচক শব্দ – শারি। সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন B.

দ্র: অপশনে 'শারি' না থাকলে; 'সারী' থাকলে সেটাই উত্তর হবে। তবে দুটোই থাকলে অবশ্যই 'শারি' সঠিক উত্তর হবে।

২৮. 'বীর' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ) ০৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০]*

A. তেজস্বিনী B. বীরাঙ্গনা
C. বীরাঙ্গী D. বিদুষী **উ: B**

২৯. পুরুষবাচক শব্দ কোনটি? *[জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১৫]*

A. রজকী B. মায়াবী
C. বৈষ্ণবী D. শ্রোত্রী **উ: B**

৩০. কোনটি উভয় লিঙ্গের উদাহরণ? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ১৮, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা ১৩]*

A. মানুষ B. কবিরাজ
C. সধবা D. সৈনিক **উ: A**

৩১. 'আমি' শব্দটি কোন লিঙ্গ? *[থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ১৫, ১১ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৪, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ১১]*

A. পুংলিঙ্গ B. স্ত্রীলিঙ্গ
C. ক্লীবলিঙ্গ D. উভয় লিঙ্গ **উ: D**

৩২. নিচের কোন পুরুষবাচক শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ নেই? *[পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস সহায়ক ২০১৫, সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০]*

A. চৌধুরী B. কুলটা
C. নবীন D. কোনোটিই নয় **উ: D**

৩৩. বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না? *[১১তম বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৪]*

A. বিশেষণ B. অব্যয়
C. সর্বনাম D. বিশেষ্য **উ: A**

ব্যাখ্যা: বাজারে প্রচলিত অধিকাংশ বইতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে অপশন B এর 'অব্যয়' যা নিতান্তই ভুল। সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণটি স্ত্রীবাচক হয়। যেমন: বিদুষী স্ত্রী। কিন্তু বাংলায় স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণটি এই নিয়ম মানে না অর্থাৎ পুরুষবাচক হয়। যেমন: সুন্দর মেয়ে। সুতরাং সঠিক উত্তর A. মূল অধ্যায়ের ১১ ও ১২ নং পয়েন্ট এবং তার পরের অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৪. 'বাদশাহ' এর স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ০৩]*

A. রানি B. বাদশানী
C. বেগম D. সম্রাজ্ঞী **উ: C**

৩৫. 'কুলি' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মেইল অপারেটর ১৯, কর্মসংস্থান ব্যাংক অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (জেনারেল) ১২, Sonali Bank Asst. Officer (General) 2012]*

A. কামিনী B. কুলিনী
C. কামিন D. মহিলা কুলি **উ: C**

৩৬. দেবর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৩]*

A. নন্দাই B. ননদ
C. ভাবী D. দেবী **উ: B**

৩৭. স্ত্রী জাতীয় কাউকে সম্বোধন করার সময় কোনটি ব্যবহার করতে হবে? *[নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৬, রা.বি. ই ১৬-১৭]*

A. সুজনেষু B. সৃজনেসু
C. সুজনীয়াসু D. সুজনিয়াষু **উ: C**

৩৮. বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[১২তম বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন (২) ২০১৫]*

A. গয়লা-গয়লা বউ B. ধাত্রা-ধাত্রী
C. মালি-মালিনী D. বাদী-বাদিনী **উ: B**

৩৯. 'বাদশা'র লিঙ্গান্তর কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (খুলনা বিভাগ) ২০০৩]*

A. রানি B. বাদশাহ
C. বেগম D. সম্রাজ্ঞী **উ: C**

৪০. নিচের কোনটি প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ? *[খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০২১]*

A. জেলেনী B. পেত্নী
C. বাদী D. সভানেত্রী **উ: A**

৪১. 'সাথী' শব্দটি কোন লিঙ্গ? *[অর্থ মন্ত্রণায়ের অফিস সহকারী ১১]*

A. পুংলিঙ্গ B. ক্লীবলিঙ্গ
C. স্ত্রীলিঙ্গ D. উভয় লিঙ্গ **উ: D**

৪২. 'দালান' শব্দটি কোন লিঙ্গ? *[অর্থ মন্ত্রণায়ের অফিস সহকারী ১১]*

A. পুংলিঙ্গ B. ক্লীবলিঙ্গ
C. স্ত্রীলিঙ্গ D. উভয় লিঙ্গ **উ: B**

৪৩. পুরুষবাচক শব্দ কোনটি? *[সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ২০১৫]*

A. মায়াবী B. রজকী
C. বৈষ্ণবী D. শ্রোত্রী **উ: A**

৪৪. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৭]*

A. সতিন B. কাঙালিনী
C. সধবা D. ঠাকুরানি **উ: A**

৪৫. 'নী' প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর হয়েছে কোন শব্দটির? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৭]*

A. অরণ্যানী B. চাকরানি
C. ভাগনী D. মেধাবিনী **উ: D**

৪৬. কোনটি স্ত্রীবাচক শব্দ? *[মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৬]*

A. মায়াবী B. যোগী
C. দুঃখী D. বৈষ্ণবী **উ: D**

৪৭. নিচের কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না? *[ক্রীড়া পরিদপ্তরের অফিস সহকারী ১৯, পূবালী ব্যাংক লি. অফিসার/ সিনিয়র অফিসার ১৪]*

A. রাঁধুনি B. সতিন
C. কবি D. আচার্য **উ: B**

৪৮. 'কুহক' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) সহকারী পরিচালক ২০১৯]*

A. কুহিকানী B. কুহকিনী
C. কুহিকী D. কুহিকা **উ: B**

৪৯. 'কবিরাজ' এর স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]*

A. মহিলা কবিরাজ B. কবিরাজ গিন্নি
C. কবিরাজনী D. কোনোটিই নয় **উ: D**

৫০. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ? *[১২তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২) ২০১৫]*

A. এয়ো B. কবিরাজ
C. সন্তান D. কৃতদার **উ: A**

৫১. নিচের কোন পুরুষবাচক শব্দের দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে? *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]*

A. ছাত্র B. চৌধুরী C. ভাই D. বাবা **উ: C**

৫২. 'মালী' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৪]*

A. মালা B. মালিকা
C. মালিনী D. মালিনি **উ: C**

৫৩. বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[১২তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২) ২০১৫]*

A. বালক-বালিকা B. দুঃখী-দুঃখিনী
C. নর-নারী D. খান-খানম **উ: C**

ব্যাখ্যা: বাজারে প্রচলিত অধিকাংশ বইতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে অপশন D. এটা ভুল, মূলত 'খান-খানম' বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ।

এই প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রথমে বিশেষ নিয়মে গঠিত বলতে কী বোঝায় তা বুঝতে হবে। সাধারণত পুরুষবাচক শব্দের সাথে আমরা নী / আনী / ইনী / ইকা / ই-কার (ি) / ঈ-কার (ী) যোগ করে স্ত্রীবাচক রূপ করে থাকি। সেক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক রূপটির মধ্যেও পুরুষবাচক শব্দটি কিন্তু বর্তমান। যেমন: নায়ক – নায়িকা, বালক – বালিকা, ডাক্তার – ডাক্তারনী, মাস্টার – মাস্টারনী, মাতুল – মাতুলানী, নাপিত – নাপিতানী, বাঘ – বাঘিনী, কুহক – কুহকিনী ইত্যাদি। লক্ষ করে দেখুন প্রতিটি স্ত্রীবাচক শব্দের মধ্যেই কিন্তু পুরুষবাচক রূপটি বিদ্যমান।

কিন্তু স্ত্রীবাচক শব্দ তৈরির সময় যদি পুরুষবাচক শব্দটির পরিবর্তন হয় তাহলে তা বিশেষ নিয়মে সাধিত। যেমন: শ্রীমান – এর স্ত্রীবাচক রূপ শ্রীমানী বা শ্রীমানিকা নয়; এর স্ত্রীবাচক রূপ শ্রীমতী (মূল শব্দ 'শ্রীমান' এর পরিবর্তন হয়েছে)। এরূপ – পতি – এর স্ত্রীবাচক রূপ পতিনী বা পতিনীকা নয়; এর স্ত্রীবাচক রূপ পত্নী (মূল শব্দ 'পতি' এর পরিবর্তন হয়েছে)।

এবারে অপশনগুলোর দিকে ভালো করে লক্ষ করুন। বালক, দুঃখী, খান এই ৩টি শব্দের স্ত্রীবাচক রূপ করার সময় মূল শব্দের পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু 'নর' এর স্ত্রীবাচক রূপ নরি, নরিনী বা নরিকা নয়; নারী। তার মানে মূল শব্দের পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন C.

৫৪. কোনটির স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দ? *[১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায় ২) ২০১৪]*

A. বিদ্বান B. গায়ক
C. কোকিল D. দাদা **উ: A**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৫৫. 'গুরু' শব্দের নারীবাচক শব্দ কোনটি? *(ই. বি. B ১৯-২০, চ. বি. B ১৬-১৭, চ. বি. ১৬-১৭, রা. বি. F ১৩-১৪, রা. বি. আইন ০৬-০৭)*

A. গুর্বী B. গরীয়সী
C. গূর্বি D. গুর্বি **উ: A**

৫৬. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *(জা. বি. এফ ২০১৫-১৬)*

A. সাধ্বী B. সুকেশা
C. সুকণ্ঠী D. সজনী **উ: D**

৫৭. নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ কোনটি? *(য. বি. ঘ ২০১৬-১৭)*

A. জেনানা B. শিক্ষয়িত্রী
C. ক্ষত্রিয়া D. অরক্ষণীয়া **উ: D**

৫৮. কোনটির দু'টি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে? *(চ. বি. ঙ ২০০৫-০৬)*

A. শুক B. গায়ক C. খোকা D. বর **উ: D**

৫৯. 'চতুর্দশ' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[রা. বি. বি ১৮-১৯]*

A. চতুর্দশি B. চতুর্দশা
C. চতুর্দশী D. চতুর্দশক **উ: C**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর চপশন C এর চতুর্দশী। এই প্রশ্নে কোনো ঝামেলা নেই, তবে 'চতুর্দশী' শব্দটি নিয়ে ঝামেলা আছে। ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ অধ্যায়ের 'সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়' শিরোনামের ২য় নিয়মে প্রশ্নোক্ত উদাহরণটি দেওয়া আছে।

এখানে শিক্ষার্থীদের একটা বোঝার ভুল হয়ে থাকে। অনেক শিক্ষার্থীই মনে করে, 'চতুর্দশী' স্ত্রীবাচক শব্দ আর এর পুরুষবাচক রূপ 'চতুর্দশ'। মূলত 'চতুর্দশী' স্ত্রীবাচক শব্দ – এটা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এর কোনো পুরুষবাচক রূপ নেই। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

বা নিমিত্ত কারকের বিভক্তি।
চতুর্দশ /চোতুরদশ্/ [স. চতুর্+দশন্] বি. ১৪ সংখ্যা। বিণ. ১৪ সংখ্যক; ১৪ পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট।
চতুর্দশপদী /চোতুরদশ্‌পোদি/ [স. চতুর্দশ+পদী] বি.

বিশ্বাসমতে সাতটি স্বর্গ ও সাতটি পাতাল।
চতুর্দশী /চোতুরদোশি/ [স. চতুর্দশ+ঈ] বি. ১ তিথি-বিশেষ। ২ চৌদ্দ বছর বয়স্ক বালিকা।
চতুর্দিক /চোতুরদিক/ [স. চতুর্+দিক] বি. ১ চারদিক

বাংলা একাডেমির "আধুনিক বাংলা অভিধান" অনুসারে 'চতুর্দশী' শব্দের অর্থ চৌদ্দ বছর বয়সী কন্যা। 'ঈ' প্রত্যয় বাদ দিয়ে শব্দটিকে পুরুষবাচক করার চেষ্টা করলে শব্দটি হবে 'চতুর্দশ' যা আসলে কোনো পুরুষবাচক শব্দ নয় বরং ১৪ সংখ্যার ক্রমবাচক রূপ। তার মানে 'চতুর্দশী' শব্দটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ।

তাই প্রশ্নের দিকে ভালো করে লক্ষ রাখতে হবে যে প্রশ্নে কী বলা হয়েছে। প্রশ্নে যদি বলে 'চতুর্দশী' শব্দটি কোন শব্দ? তাহলে উত্তর হবে নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ। আর যদি প্রশ্নে চতুর্দশী শব্দের পুরুষবাচক রূপ কী তা জানতে চায় তাহলে ৯ম-১০ম শ্রেণির পূর্বের বই অনুসারে 'চতুর্দশ'ই হবে উত্তর।

৬০. নিচের কোন শব্দটির লিঙ্গান্তর হয় না? *(কু. বি. খ ২০১৫-১৬; ঢা. বি. গ ২০০৪-০৫)*

A. সাহেব B. বেয়াই
C. কবিরাজ D. সঙ্গী **উ: C**

৬১. "রজক" এর স্ত্রী লিঙ্গ – *(রা. বি. আইন ২০০৫-০৬; ২০০৬-০৭)*

A. রজকিনি B. মহিলা রজক
C. রজকা D. রজকী **উ: A**

৬২. 'বৃহৎ' – অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *(জ. বি. ঘ ২০০৬-০৭)*

A. যোগিনী B. ক্ষত্রিয়ানী
C. অরণ্যানী D. গীতিকা **উ: C**

৬৩. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রী-বাচক শব্দ? *(চ. বি. খ ২০১২-১৩)*

A. পেত্নী B. মুরগি C. মেথর D. ভিখারি **উ: A**

৬৪. কোনটি উভয়লিঙ্গ বাচক শব্দ? *(চ. বি. গ ২০০৬-০৭)*

A. শিশু B. বৃদ্ধ
C. প্রৌঢ় D. নাবালক **উ: A**

৬৫. 'ঠাকুর' শব্দের সঠিক স্ত্রীবাচক শব্দ নয় কোনটি? *[জা. বি. F ২০১৯-২০]*

A. ঠাকুরূন B. ঠাকুরাইন
C. ঠাকুরন D. ঠাকুরানি **উ: A**

৬৬. 'গৃহস্বামী' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? *[জা. বি. F ১৯-২০]*

A. গৃহস্বামিনী B. গৃহস্ত্রী
C. গৃহিণী D. গৃহকর্ত্রী **উ: A**

৬৭. 'ঘোষজা' কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ? *[জা. বি. F ২০১৯-২০]*

A. কন্যা অর্থে B. জাতি অর্থে
C. পত্নী অর্থে D. সাধারণ অর্থে **উ: A**

৬৮. 'প্রণেতা' এর স্ত্রীবাচক রূপ কোনটি? *[রা. বি. B ২০১৯-২০]*

A. প্রণয়িণী B. প্রণেত্রী
C. প্রণতি D. প্রণিতা **উ: B**

৬৯. নিচের কোনটির দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে? *[খু. বি. C ১৯-২০]*

A. শুক B. দেবর C. খোকা D. কুলি **উ: B**

৭০. নিচের কোনটির পুরুষবাচক শব্দ নেই? *[ঢা. বি. C ১৮-১৯]*

A. ঠাকুরানি B. এয়ো
C. দুলাইন D. জেনানা **উ: B**

৭১. লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা গঠিত শব্দ কোনটি? *[ঢা.বি. অধিভুক্ত ৭ কলেজ (বিজ্ঞান) ২০১৮-১৯]*

A. ধার্মিক B. অত্যাচার
C. উপকূল D. পাচিকা **উ: D**

৭২. 'শ্বশুর' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ – *[রা. বি. ই ২০১৮-১৯]*

A. শ্বাশ্রু B. শ্বশ্রু C. শ্বশ্রূ D. শ্মশ্রু **উ: C**

৭৩. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? *[রা. বি. ই ২০১৮-১৯]*

A. সাহেব B. ঘরজামাই
C. ভ্রাতুষ্পুত্র D. কবি **উ: B**

৭৪. ঈ-প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? *[খু. বি. বি ১৮-১৯]*

A. জেলেনী B. বেদেনী
C. বাঘিনী D. সতী **উ: D**

৭৫. নিচের কোনটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা? *[খু. বি. বি ১৮-১৯]*

A. সতীন B. ননদী
C. সৎমা D. দাইমা **উ: B**

৭৬. পুরুষবাচক শব্দ নয় – *[ঢা. বি. বি ২০১৭-১৮]*

A. বেঙ্গমা B. দীর্ঘাঙ্গী
C. বর্ষীয়ান D. দুঃখী **উ: B**

৭৭. 'অরণ্য' শব্দের সঠিক লিঙ্গান্তর কোনটি? *[ঢা. বি. ক ১৭-১৮]*

A. অরণ্যা B. অরণ্য-রাণী
C. অরণ্যিনী D. অরণ্যানী **উ: D**

বাংলা ভাষা ও ভাষারীতি

১. মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে = ৩ ভাবে (কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে, ইঙ্গিতের মাধ্যমে ও লেখনীর মাধ্যমে)।
২. মানুষ তার মনের ভাব বেশি প্রকাশ করে = কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে।
৩. মানুষ তার মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবও প্রকাশ করতে পারে = কণ্ঠধ্বনির দ্বারা।
৪. ভাষার সৃষ্টি হয় ধ্বনির সাহায্যে। আর ধ্বনির সৃষ্টি হয় ভাষা সৃষ্টির মূল উৎস বাগযন্ত্রের সাহায্যে।
৫. মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে বলে = ভাষা।
৬. মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক সংকেতের সংগঠনকে বলে = ভাষা।
৭. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য হাত দিয়ে অনুভব করা যায় এমন উঁচু নিচু করে তৈরি করা ভাষার নাম = ব্রেইল ভাষা।
৮. ভাষার পরিবর্তন ঘটে = দেশ, কাল ও পরিবেশ ভেদে।
৯. বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে = ৭১৫১ টি ভাষা।
১০. জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর = ৭ম ভাষা।
১১. মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর = ৫ম ভাষা।
১২. Official Language বা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্থান = ১০ম [ইংরেজি – ১ম]
১৩. বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় = ২৭ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।

সতর্কতা

স্বরোচিষ সরকার, তারিক মঞ্জুর প্রমুখ রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ২০২১ সালের বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের ১ম পৃষ্ঠায় 'ভাষা' অধ্যায়ে লেখা আছে "বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৩০ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।" কিন্তু ইথনোলগ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ২৭ কোটি। প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে ২৭ কোটি থাকলে তা সর্বোত্তম উত্তর হবে আর না থাকলে ৩০ কোটিই দাগাবেন।

সতর্কতা

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার অবস্থান কত তম বা মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান কততম – এই তথ্যগুলো পরিবর্তনশীল। বৈশ্বিক ভাষা গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান ইথনোলোগ প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এই সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করে।

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ প্রকাশিত ইথনোলগ এর ২৫তম সংস্করণ অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থান ৭ম। আর মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলার বর্তমান অবস্থান ৫ম। তবে আমি আগেই বলেছি এই তথ্য পরিবর্তনশীল। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ এ প্রকাশিত ইথনোলগ এর ২৪তম সংস্করণ অনুযায়ী জনসংখ্যা ও মাতৃভাষা উভয়দিক দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান ছিল ৬ষ্ঠ। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২০ এ প্রকাশিত ইথনোলগ এর ২৩তম সংস্করণ অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান ছিল ৭ম আর মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান ছিল ৫ম। অবশ্য ২০২১ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বইতে মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলার অবস্থান ৬ষ্ঠই বলা আছে।

মোট কথা পরীক্ষার হলে প্রবেশের পূর্বে এ সম্পর্কিত আপডেট তথ্য জেনে নিলে ভালো হয়।

১৪. বাংলাদেশের মানুষদের First Language বা মাতৃভাষা হচ্ছে = বাংলা।

প্রচলিত ভুল

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা আর বাংলাদেশ ছাড়া 'সিয়েরা লিওন' নামে অন্য একটি দেশ রয়েছে যাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এই তথ্যটি প্রচলিত প্রায় সব বইতেই দেখতে পাওয়া যায় যা নিতান্তই ভুল। বাংলাদেশ সরকার কখনো সিয়েরা লিওন সরকারের কাছে এমন কোনো প্রস্তাব পাঠায়নি। আর সিয়েরা লিওন সরকারই বা কেন বাংলাকে তাদের রাষ্ট্রভাষা করতে যাবে? ওখানকার কেউ তো বাংলায় কথা বলে না। সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রভাষা দুটি; ইংরেজি ও ক্রিয়ো। তবে ইংরেজি ভাষাই সেখানে বহুল প্রচলিত।

বাংলা ওই দেশের রাষ্ট্রভাষা এটি ঠিক নয়। এ সম্পর্কিত কোনো অফিশিয়াল স্টেটমেন্টও নেই। মূলত পাকিস্তানি একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল (www.dailytimes.com.pk) প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর ভিত্তি করে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। Bangla Made One of The Official Languages of Sierra Leone - 2002-12-27 এই শিরোনামে নিউজ পোর্টালটি গুজব ছড়ায়। তবে পরবর্তীতে ওই পোর্টালটি এটি সরিয়ে নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশীয় কিছু গণমাধ্যমের পাশাপাশি উইকিপিডিয়া ও বাংলাদেশের পাঠ্যবইয়েও এই ভুল তথ্যটি এখন পর্যন্ত বহাল আছে। তাই পরীক্ষার হলে এমন প্রশ্ন এলে বাধ্য হয়ে সিয়েরা লিওনই দাগাবেন।

১৫. **ভাষারীতি:** পৃথিবীর বহু উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও দু-ধরনের ভাষারীতি বিদ্যমান। এই রীতি বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এর একটি মৌখিক বা কথ্য রীতি এবং অপরটি শুধু লেখ্য রীতি।

১৬. **সাধু ভাষা:** সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন ভাষাকেই সাধু ভাষা বলা হয়। 'বেদান্ত' গ্রন্থে 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি ১ম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায়। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এভাষাকে প্রথম প্রাঞ্জল করে তোলেন। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলা হয় সাধু ভাষার জনক। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের প্রাক্কালে সাধু ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সে সময় লিখিতভাবে সাধু ভাষা ছিল আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের প্রসারকালে সাধু ভাষার দুটি রূপ দেখা গিয়েছিল: বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী। প্রথমটিতে খ্যাত ছিলেন বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সেই সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁদের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দবহুল, যাতে অসংস্কৃত শব্দ পরিহারের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় রূপের প্রধান পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল হলেও তা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সে ভাষায় অসংস্কৃত শব্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। বঙ্কিমী সাধু ভাষায়ই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশাররফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলি রচিত হয়; এছাড়া সামসময়িক সাহিত্যেও কমবেশি এ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে সাধু ভাষা বাংলার আদর্শ লেখ্য ভাষা (Standard written language) হয়ে ওঠে।

১৭. **চলিত ভাষা:** চলিত ভাষা সৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল বাংলা ভাষাকে সব ধরনের কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করা। চলিত ভাষার সৃষ্টি হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। চলিত ভাষা হচ্ছে মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ ভাষা। যে ভাষা মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কথা বলতে ব্যবহার করে তাকেই চলিত ভাষা বা চলিত রীতি বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উত্তরাংশসহ কলকাতা ও ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষিত জনগণের মুখের ভাষার আদলে যে শক্তিশালী সাহিত্যিক গদ্য প্রবর্তিত হয়, তাই চলিত ভাষা বা চলিত গদ্য বলে খ্যাত। 'চলিত রীতি'র প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী।

১৮. **সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য –**

সাধু রীতি	চলিত রীতি
১. সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে।	১. সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে না।
২. সাধু রীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।	২. চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
৩. সাধু রীতিতে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি।	৩. চলিত রীতিতে তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
৪. নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য অনুপযোগী।	৪. নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য উপযোগী।
৫. এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তাহারা, আমাদিগের, ইহাতে, পড়িতেছি, খাইতেছি, যাইতেছি ইত্যাদি।	৫. এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তারা, আমাদের, এতে, পড়ছি, খাচ্ছি, যাচ্ছি ইত্যাদি।
৬. সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর।	৬. চলিত ভাষা কৃত্রিমতাবর্জিত ও সহজ।
৭. সাধু ভাষা ঐতিহ্যমণ্ডিত কিন্তু সকলের বোধগম্য নয়।	৭. চলিত ভাষা ঐতিহ্যমণ্ডিত নয় কিন্তু সকলের বোধগম্য।
৮. শিক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রেণি এ ভাষা অধিক ব্যবহার করে।	৮. সকল শ্রেণি পেশার লোক এ ভাষা অধিক ব্যবহার করে।

১৯. গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের সাধু ও চলিত রূপ –

পদ	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	পদ	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	পদ	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
বিশেষ্য	জুতা	জুতো	সর্বনাম	কাহারা	কারা	ক্রিয়া	পার হইয়া	পেরিয়ে
	তুলা	তুলো		তাহারা	তারা		করিবার	করবার / করার
	সুতা	সুতো		তাহার / তাঁহার	তার / তাঁর		হইলেন	হলেন
	মস্তক	মাথা		তাহাকে	তাকে		খাইয়াছিলাম	খেয়েছিলাম
	পূজা	পুজো		উহাকে	ওকে		পড়িয়াছেন	পড়েছেন
	হস্তী	হাতি		ইহাকে	একে		ব্যাপ্ত হইলে	ছড়ালে
বিশেষণ	শুষ্ক / শুকনা	শুকনো	অব্যয়	পূর্বেই	আগেই		লিখিতেছিলেন	লিখছিলেন
	বন্য	বুনো		সহিত	সঙ্গে / সাথে		দেখিয়া	দেখে
	গ্রাম্য	গেঁয়ো		দ্বারা / দিয়া	দিয়ে		চকিত হইয়া	চমকে
	ক্ষুদ্র	ছোটো		হইতে	হতে		রহিয়াছে	রয়েছে
	পাথুরিয়া	পাথুরে		ব্যতীত	ছাড়া		দেন নাই	দেননি

২০. উপভাষা: বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলে। যে ভাষা শিশু প্রাকৃতিক নিয়মে শেখে, যার কোনো লিখিত ব্যাকরণ নাই, যে ভাষা অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয় সেই ভাষাই আঞ্চলিক ভাষা। আর রবীন্দ্রনাথের মতে, আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম উপভাষা। এর ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে **Dialect**. এভাষার শুধু কথ্যরূপ রয়েছে। পৃথিবীর সব ভাষারই উপভাষা আছে।

বাংলা ভাষার উপভাষার সংখ্যা ৫টি। যথা:

ক. রাঢ়ি (পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ)
খ. বরেন্দ্রি (উত্তরবঙ্গ)
গ. বঙ্গালি (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ, বাংলাদেশ)
ঘ. কামরূপি (উত্তর-পূর্ববঙ্গ, কোচবিহার, কাছাড়)
ঙ. ঝাড়খণ্ডি (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ, মানভূম, পুরুলিয়া)

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য – *[৩৯তম BCS, ১৬তম BCS, ১৫তম BCS]*

A. তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার
B. ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে
C. শব্দের কথ্য ও লেখ্য রূপে
D. বাক্যের সরলতা ও জটিলতায় **উ: B**

০২. 'তৎসম' শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়? *[২৯তম BCS, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষক ২০১১, রা.বি. ২০১৪-১৫]*

A. চলিত রীতি B. মিশ্র রীতি
C. সাধু রীতি D. আঞ্চলিক রীতি **উ: C**

০৩. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? *[১৮তম BCS; বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (বিশেষ) পরীক্ষা ২০১০; তথ্য মন্ত্রণালয়ের (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ) সহকারী পরিচালক ২০০১]*

A. কবিতার পঙক্তিতে B. গল্পের বর্ণনায়
C. গানের কলিতে D. নাটকের সংলাপে **উ: D**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০৪. বাংলা ভাষার প্রধান দুইটি রূপ কী কী? *[বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক ২০০১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ০৪-০৫]*

A. কথ্য ও আঞ্চলিক B. মৌখিক ও লৈখিক
C. লেখ্য ও আঞ্চলিক
D. আঞ্চলিক ও সর্বজনীন **উ: B**

০৫. কোন ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়? *[বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ২০১৫, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (রাইন) ২০১৩]*

A. কথ্য ভাষা B. আঞ্চলিক ভাষা
C. সাধু ভাষা D. চলিত ভাষা **উ: C**

০৬. সাধুভাষা থেকে চলিত বাংলায় লিখতে কোন পদযুগলের পরিবর্তন ঘটে? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অফিসার (ক্যাশ) ২০১৯, দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০১০, পূবালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]*

A. বিশেষ্য ও বিশেষণ B. বিশেষণ ও ক্রিয়া
C. সর্বনাম ও ক্রিয়া D. বিশেষ্য ও সর্বনাম **উ: C**

০৭. বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি / বাংলা ভাষারীতির কয়টি রূপ? *[জনতা ব্যাংক লিঃ সিনিয়র অফিসার ১১, পূবালী ব্যাংক জুনিয়র অফিসার ২০০০, ১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৬]*

A. ২টি B. ৩টি C. ৪টি D. ৬টি **উ: A**

০৮. চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[এক্সিম ব্যাংক লি. অফিসার ২০১১, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চ-ইউনিট) ২০১৩-১৪]*

A. আভিজাত্যপূর্ণ B. পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট
C. কৃত্রিমতা বর্জিত
D. কাঠামো অপরিবর্তিত **উ: C**

০৯. 'বন্য' শব্দটির চলিত রূপ কোনটি? *[রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সুপারভাইজার ১৭, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ১৯, ৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১২]*

A. বন্যে B. বুনো C. বনো D. বন্য **উ: B**

১০. লোকজ শব্দ 'দইয়ল' এর প্রমিত রূপ হলো – *[রূপালী ব্যাংকের অফিসার ২০১৯]*

A. দেওয়াল B. দোয়েল
C. দয়াল D. দইওয়ালা **উ: B**

১১. মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কোনটি? *[বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ২০০১, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী ১৩]*

A. চিত্র B. ইঙ্গিত
C. ভাষা D. আচরণ **উ: C**

১২. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি? *[জনতা ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১৯, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১৯, ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন]*

A. ৪ টি B. ২ টি
C. ৬ টি D. কোনোটিই নয় **উ: A**

১৩. সাধু ভাষার সঙ্গে 'ঙ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহার হয়? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ২০১৪]*

A. ং B. ঙ C. গ D. ঞ **উ: B**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৪. ভাষার কোন রীতি কেবল লেখ্যরূপে ব্যবহার করা হয়? *[খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য পরিদর্শক ১১]*

A. কথ্য রীতি B. সাধু রীতি
C. আঞ্চলিক রীতি D. চলিত রীতি **উ: B**

১৫. সাধু ও চলিত রীতি বাংলা ভাষার কোন রূপে বিদ্যমান? *[১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৫]*

A. আঞ্চলিক B. লেখ্য
C. উপভাষা D. কথ্য **উ: B**

১৬. মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কোনটি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী ২০১৩]*

A. ভাষা B. চিত্র
C. ইঙ্গিত D. আচরণ **উ: A**

১৭. ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি? *[মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন জুনিয়র অডিটর ১১]*

A. বক্তৃতার রীতি B. কথা বলার রীতি
C. লেখার রীতি
D. লেখার ও বলার রীতি **উ: B**

ব্যাখ্যা: প্রচলিত অনেক বইতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে লেখা ও বলার রীতি যা আসলে বোঝার ভুল। যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও রেফারেন্স দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি।
ড. হুমায়ুন আজাদের মতে, "কথ্য ও লিখিত ভাষার মধ্যে কোনটিকে মনে করব মৌলিক? কথ্য ভাষাই যে অগ্রবর্তী বা মৌলিক তা বিভিন্নভাবে দেখানো যায়। যেমন: কথ্য ভাষা ঐতিহাসিকভাবে লিখিত ভাষার পূর্ববর্তী অর্থাৎ কথ্য ভাষার আবির্ভাবই ঘটেছিল আগে, পরে উদ্ভাবিত হয় লিখন পদ্ধতি।" আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় একটা ছোটো বাচ্চা প্রথমে কিন্তু কথা বলতে শিখে অর্থাৎ উচ্চারণ শিখে। তারপর আস্তে আস্তে লেখা শিখে। সুতরাং কথা বলার রীতি বা কথ্য রীতিই ভাষার মৌলিক রীতি।

১৮. 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন – *[৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১২]*

A. অক্ষয় কুমার দত্ত B. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
C. রাজা রামমোহন রায়
D. রাজা মনিমোহন রায় **উ: C**

১৯. চলিত ভাষারীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য? *[১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (২) ২০১৫, পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ সংগঠক ২০১৩, ৬ষ্ঠ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ২০১০]*

A. অপরিবর্তনীয় B. পরিবর্তনশীল
C. গুরুগম্ভীর
D. আভিজাত্যের অধিকারী **উ: B**

২০. চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য – *[১০ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন, ১৪]*

A. গাম্ভীর্য B. তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার
C. প্রমিত উচ্চারণ
D. ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে **উ: C**

২১. সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ১৩]*

A. গুরুগম্ভীর B. দুর্বোধ্য
C. গুরুচণ্ডাল D. অবোধ্য **উ: A**

২২. নাটকের সংলাপে উপযোগী ভাষার কোন রীতি? *[১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল-২) ১৬]*

A. সাধু B. মিশ্র
C. চলিত D. আঞ্চলিক **উ: C**

২৩. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয় – *[১২তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৫]*

A. চলিত ভাষারীতিতে B. সমাজ উপভাষায়
C. সাধু ভাষারীতিতে
D. আঞ্চলিক উপভাষায় **উ: C**

২৪. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় – *[১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ) ১৯, ৭ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১১, খু.বি. B ১৯-২০]*

A. অব্যয় B. সর্বনাম
C. সম্বোধন পদ D. ক্রিয়া **উ: C**

ব্যাখ্যা: প্রচলিত অনেক বইতে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া অব্যয় পদ যা এই প্রশ্নের অপশন অনুযায়ী ভুল। মনে রাখতে হবে, অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু রীতিতে অনুসর্গের পূর্ণরূপ আর চলিত রীতিতে অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়; সবসময় হয় না। যেমন:

"পুত্র হইতে পিতৃসুখ আর হইবে না" – সাধু রীতির এই বাক্যে অনুসর্গের পূর্ণরূপ 'হইতে' ব্যবহৃত হয়েছে। আবার একই বাক্যের চলিত রূপ – "পুত্র হতে পিতৃসুখ আর হবে না" – এখানে অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ 'হতে' ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে মাঝে মাঝে সাধু ও চলিত উভয় ক্ষেত্রেই অনুসর্গের একই রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: "নীরবের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা করিতে পারিতেছি না।" – সাধু রীতির এই বাক্য এবং "নীরবের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা করতে পারছি না।" – চলিত রীতির এই বাক্য, উভয়ক্ষেত্রেই অনুসর্গের একই রূপ 'প্রতি' ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা জানি, অব্যয়ের অনেক প্রকারভেদের মধ্যে 'অনুসর্গ অব্যয়' একটি। তার মানে বলা যায়, অব্যয় পদ সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্ন রূপে মানে পরিবর্তিত না হয়েও ব্যবহৃত হতে পারে আবার পরিবর্তিত হয়েও ব্যবহৃত হতে পারে।

এবারে আসি সম্বোধন পদে। কাউকে যে পদের দ্বারা আহ্বান করা হয় সেই পদটিকে বলা হয় সম্বোধন পদ। যেমন: "ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে" – এখানে 'ওগো' সম্বোধন পদ। রবীন্দ্রনাথ রচিত এই বাক্যটি চলিত রীতিতে লেখা। আবার রবীন্দ্রনাথেরই লেখা আরেকটি কবিতার চরণ – "ওগো, আমার চির অচেনা পরদেশী / ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কীসের আহ্বানে" – এখানে সাধু ভাষার বাক্যে সম্বোধন পদ 'ওগো' ব্যবহৃত হয়েছে।

তার মানে সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হতে পারে সম্বোধন পদ। তবে অপশনে যদি সম্বোধন পদ না থাকে সে ক্ষেত্রে 'অব্যয়' পদ সঠিক উত্তর হবে।

২৫. কোনটি সাধু রীতির শব্দ – *[৭ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১১]*

A. মিনতি B. জ্যোৎস্না
C. আজ D. জল **উ: B**

২৬. নিচের কোন শব্দটি সাধু ভাষায় ব্যবহারের উপযোগী? *[১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল) ২০১৯]*

A. শুকনো B. সাথে
C. জুতা D. বুনো **উ: C**

২৭. চলিত ভাষায় নিম্নের কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়? *[৯ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১৩]*

A. অনুসর্গ B. বিশেষ্য
C. উপসর্গ D. অব্যয় **উ: A**

ব্যাখ্যা: পূর্বের প্রশ্নের ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ও চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনুসর্গ। এখন কথা হচ্ছে, যেহেতু অনুসর্গ এক প্রকার অব্যয়; সেহিসেবে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অব্যয়ও হয়। কিন্তু অনুসর্গ ও অব্যয় দুটিই অপশনে আছে বিধায় যেটা বেশি যথাযোগ্য অর্থাৎ অনুসর্গকে উত্তর হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। তবে অপশনে যদি 'অনুসর্গ' না থাকতো তাহলে 'অব্যয়'ই সঠিক উত্তর হতো।

২৮. সাধু রীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না? *[৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ১২]*

A. বিশেষ্য B. সর্বনাম
C. ক্রিয়া D. অব্যয় **উ: D**

২৯. বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কী বলে? *[প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডার ২০২০, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সহকারী পরিচালক ০৬, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ০৬]*

A. চলিত ভাষা B. উপভাষা
C. সাধু ভাষা D. মিশ্র ভাষা **উ: B**

৩০. নিচের কোনটি চলিত রীতির শব্দ? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ১৩, ৭ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১১]*

A. তুলা B. পড়িল
C. শুকনো D. সহিত **উ: C**

৩১. 'ছড়ালে' এর সাধু রূপ – *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহকারী সচিব সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ১৩, জা.বি. C ইউনিট ০৫-০৬]*

A. ব্যাপ্তিলে B. ছড়াইয়া দিলে
C. ছড়াইলে D. ব্যাপ্ত হইলে **উ: D**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নটির উত্তর নির্বাচনে অপশন C ও অপশন D এর মধ্যে সাধারণত শিক্ষার্থীদের দ্বিধা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রচলিত কিছু বইতে এই প্রশ্নের উত্তর অপশন C এর 'ছড়াইলে' শব্দটি দেওয়া আছে যা নিতান্তই ভুল। <u>'ছড়াইলে' শব্দটি মূলত সাধু রূপ নয়। এটি আমরা সাধারণত তুচ্ছার্থে বা ঘনিষ্ঠার্থে কথ্যরূপে ব্যবহার করে থাকি</u>। যেমন: এই কথাটি ছড়াইলে তোর / তোমার অনেক ক্ষতি হবে। মূলত 'ব্যাপ্ত হইলে' শব্দটির চলিত রূপ হচ্ছে ছড়ালে। সুতরাং সঠিক উত্তর D.

৩২. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট? *[৯ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১৩, ৬ষ্ঠ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ১০]*

A. চলিত রীতি B. সাধু রীতি
C. কথ্য রীতি D. লেখ্য রীতি **উ: B**

৩৩. 'উহা' কোন রীতির শব্দ? *[সড়ক ও জনপথ গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ০১]*

A. সাধু B. চলিত
C. উভয় রীতি D. আঞ্চলিক **উ: A**

সন্ধি বিচ্ছেদ

সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। এ-কারণে সন্ধিতে কীসের মিলন ঘটে প্রশ্নের উত্তর হবে – ধ্বনির মিলন ঘটে। তবে অপশনে যদি ধ্বনি না থাকে তাহলে বর্ণের দাগাবেন। সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন, ঐক্য, চুক্তি। আর এর বিপরীত হচ্ছে বিচ্ছেদ / বিগ্রহ। সন্ধি শব্দটি তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ। এটি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ যার বিশ্লেষণ সম্ + √ধা + ই। তবে যদি এরকম প্রশ্ন আসে যে 'সন্ধি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? তাহলে উত্তর হবে সম + ধি যা ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ। সন্ধির উদ্দেশ্য ২ টি (স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজ প্রবণতা ও ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন)।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য: বাংলা ভাষায় নতুন শব্দের গঠনে সন্ধির ভূমিকা অনেক। সন্ধির প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ –

১. সন্ধি ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে।
২. শব্দের উচ্চারণ সহজতর করে।
৩. শুদ্ধ বানান লিখতে সাহায্য করে।
৪. ধ্বনিগত মাধুর্য সাধন করে। [মনে রাখতে হবে, ধ্বনি মাধুর্য রক্ষিত না হলে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন: কচু + আলু + আদা = কচ্চাদালু হয় না।]

সন্ধি নিয়ে দ্বিধান্বিত প্রশ্নের সমাধান

প্রশ্ন: কোন বাংলা পদের সন্ধি হয় না? *[বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (গবেষণা কর্মকর্তা) ২০১৮, Bangladesh Krishi Bank (BKB) Officer (Cash), 2011, ১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৭, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মিসিসিপি) ২০১৩]*

A. বিশেষ্য B. বিশেষণ C. ক্রিয়া D. অব্যয়

সমাধান ও ব্যাখ্যা: বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই প্রশ্নটি একাধিকবার এলেও এটি নিয়ে ভিন্ন মতবাদ আছে। অনেকে বলেন এর উত্তর অব্যয়, আবার অনেকে বলেন এর উত্তর ক্রিয়া। আবার অনেক জায়গায় এর উত্তর সর্বনামও খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে বাংলা এমন কোনো পদই নেই যার সন্ধি হয় না, বাংলা সকল পদেরই সন্ধি হয়। যেমন:

বিশেষ্য পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়
গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার
গীত + অঞ্জলি = গীতাঞ্জলি
জল + আশয় = জলাশয়
পদ + উন্নতি = পদোন্নতি
অগ্নি + উৎসব = অগ্ন্যুৎসব

বিশেষণ পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ

ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত
জন + এক = জনৈক
উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত
অতি + অধিক = অত্যধিক

সর্বনাম পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ

পর + পর = পরস্পর

অব্যয় পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ

ইতি + আদি = ইত্যাদি
কিম + বা = কিংবা
পরম + তু = পরন্তু

ক্রিয়া পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ

দেখিতে + আছি = দেখিতেছি
করিতে + আছি = করিতেছি

ক্রিয়াপদের উদাহরণ দুটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং ড. এনামুল হকের 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে পরীক্ষায় এলে এর উত্তর কী দিবেন? অপশনে যদি 'কোনোটিই নয়' থাকে তাহলে তা সর্বোত্তম উত্তর আর তা না থাকলে 'ক্রিয়া'ই দাগাবেন। কারণ ভালো করে প্রশ্নটি লক্ষ করুন, প্রশ্নে বলা হয়েছে কোন বাংলা পদের সন্ধি হয় না? এবার খেয়াল করুন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং ড. এনামুল হকের 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' বইতে ক্রিয়াপদের যে সন্ধি দেখানো হয়েছে তা কিন্তু সাধু ভাষার অর্থাৎ তৎসম শব্দ। বাংলা শব্দ বলতে সাধারণত আমরা তদ্ভব বা দেশি শব্দগুলোকে বুঝি। সে হিসেবে বাংলা 'ক্রিয়া' পদের সন্ধি হয় না।

তবে মনে রাখতে হবে, অপশনে যদি ক্রিয়াপদ না থাকে তাহলে সর্বাধিক প্রচলিত উত্তর হিসেবে 'অব্যয়'কেই সর্বোত্তম সঠিক উত্তর হিসেবে দাগাতে হবে।

সন্ধির প্রকারভেদ

গঠন অনুযায়ী সন্ধিকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. **অন্তঃসন্ধি:** একই শব্দের মধ্যে সন্ধি হলে তাকে বলে অন্তঃসন্ধি। উপসর্গ বা প্রকৃতি ও প্রত্যয় সাধিত শব্দ গঠিত হওয়ার সময় নিজেদের মধ্যে যে মিলন হয় তাকে বলে অন্তঃসন্ধি। যেমন: ভজ্ + তি = ভক্তি, ষষ্ + থ = ষষ্ঠ, দৃষ্ + তি = দৃষ্টি ইত্যাদি।

২. **বহিঃসন্ধি:** দুটি পৃথক অর্থবোধক শব্দের মধ্যে সন্ধি হলে তাকে বলে বহিঃসন্ধি। আলাদা আলাদা অর্থবোধক দুটি শব্দ একত্র হওয়ার সময় মিলন হয় বলে এর নাম বহিঃসন্ধি। যেমন: শত + এক = শতেক, হিম + আলয় = হিমালয় ইত্যাদি।

উৎস অনুযায়ী সন্ধিকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. বাংলা সন্ধি কত প্রকার? = ২ প্রকার (স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি)।

২. তৎসম সন্ধি কত প্রকার? = ৩ প্রকার (স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি)।

বাংলা শব্দের স্বরসন্ধি

৩. স্বরসন্ধিতে কোন কোন ধ্বনির মিলন হয়? = স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির।

৪. **স্বরসন্ধি চিহ্নিতকরণের সহজ উপায়:** দুটি পদের প্রথমটির শেষে যে-কোনো একটি স্বরধ্বনি থাকবে এবং দ্বিতীয়টির প্রথমে যে-কোনো একটি স্বরধ্বনি থাকবে। এই দুটো স্বরধ্বনি হতে একটি লোপ পাবে। যেমন: শাঁখা (শ্+আ+খ্+আ) + আরি (আ+র্+ই) = শাঁখারি; শত (শ্+অ+ত্+অ) + এক (এ+ক্) = শতেক (শ্+অ+ত্+এ+ক্)।

বাংলা শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধি

৫. বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি কোন রীতিতে সীমাবদ্ধ? = কথ্য রীতিতে।

৬. বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি গঠিত হতে পারে = ৩টি উপায়ে। যথা:

ক) স্বরে + ব্যঞ্জনে: কাঁচা (ক্+আ+চ্+আ) + কলা (ক্+অ+ল্+আ) = কাঁচকলা (ক্+আ+চ্+ক্+অ+ল্+আ)।

খ) ব্যঞ্জনে + স্বরে: তিন (ত্+ই+ন্) + এক (এ+ক্) = তিনেক (ত্+ই+ন্+এ+ক্)।

গ) ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে: বদ (ব্+অ+দ্) + জাত (জ্+আ+ত্) = বজ্জাত (ব্+অ+জ্+জ্+আ+ত্)।

৭. সন্ধিতে স্বরধ্বনির পর ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন: কাঁচা (ক্+আ+চ্+আ) + কলা (ক্+অ+ল্+আ) = কাঁচকলা (ক্+আ+চ্+ক্+অ+ল্+আ), নাতি + বউ = নাতবউ, রাজা + পুত্র = রাজপুত্র, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি।

৮. সন্ধিতে হলন্ত ধ্বনির পর অর্থাৎ ব্যঞ্জন ধ্বনির পর স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন: বোন (ব্+ও+ন্) + আই (আ+ই) = বোনাই (ব্+ও+ন্+আ+ই); তিন (ত্+ই+ন্) + এক (এ+ক্) = তিনেক (ত্+ই+ন্+এ+ক্)।

৯. প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সমীভবনের নিয়মে গঠিত হয়। তবে এই বিষয়টি ভালো ভাবে বোঝার জন্য প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে 'প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি' বলতে কোনগুলোকে বোঝানো হয়েছে। ৬ নং এ উল্লিখিত ব্যঞ্জন সন্ধির ৩টি নিয়মের দিকে ভালো করে লক্ষ করুন। এই ৩টি উপায়ের প্রথম দুটিতে প্রথমে বা পরে কোনো না কোনো জায়গায় স্বর যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় পদ্ধতিতে ১ম শব্দের শেষে ও ২য় শব্দের শুরুতে উভয় জায়গায় ব্যঞ্জন যুক্ত হয়েছে। তাই এটিকে বলা হয় প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি। এবার এই ৩য় পদ্ধতিতে উল্লিখিত উদাহরণের দিকে লক্ষ করুন।

বদ (ব্+অ+দ্) + জাত (জ্+আ+ত্) = বজ্জাত (ব্+অ+জ্+জ্+আ+ত্)। তাহলে দেখুন, 'দ' আর 'জ' এই দুটির মধ্যে একটি ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে আরেকটির মতো হয়ে গিয়েছে যা সমীভবনের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি ধ্বনি পরিবর্তনের সমীভবনের নিয়মে গঠিত হয়।

বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি গঠনের কিছু সূত্র

অঘোষ + ঘোষ	=	দুটো মিলে ঘোষ হয়	→ ছোট্ + দা = ছোড়্দা (ট্ > ড়) রাত + দিন = রাদ্দিন (ত্ > দ) বট + গাছ = বড়্গাছ (ট > ড়)
ঘোষ + অঘোষ	=	দুটো মিলে অঘোষ হয়	→ রাগ + করা = রাক্করা (গ > ক্) কাজ + করা = কাচ্করা (জ > চ্) সব + পাওয়া = সপ্পাওয়া (ব > প্)
চ বর্গীয় ধ্বনি + শ, ষ, স	=	'চ' বর্গীয় ধ্বনি শ / স হয়	→ পাঁচ + শ = পাঁশ্শ (চ > শ্) পাঁচ + সিকা = পাঁস্সিকা (চ > স্) পাঁচ + সের = পাঁস্সের (চ > স্)
ত বর্গীয় ধ্বনি + চ বর্গীয় ধ্বনি	=	'ত' বর্গীয় লুপ্ত হয় 'চ' বর্গীয় দ্বিত্ব হয়	→ বদ + জাত = বজ্জাত নাত + জামাই হাত + ছানি
হলন্ত 'র্' + ব্যঞ্জন ধ্বনি	=	হলন্ত 'র্' লুপ্ত হয় পরের ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়	→ আর + না = আন্না চার + টি = চাট্টি দুর + ছাই = দুচ্ছাই
স্বর ধ্বনি + চ / ছ	=	সন্ধিস্থলে নতুন করে 'চ' আসবে	→ দু + চার = দুচ্চার দু + ছাই = দুচ্ছাই হত + ছাড়া = হতচ্ছাড়া

লক্ষণীয় বিষয়

প্রথমে চিন্তা করুন, পরীক্ষায় কীভাবে প্রশ্ন আসে? প্রশ্নে কি সন্ধির বিচ্ছেদটা দিয়ে তারপর এটা জানতে চায় যে এই বিচ্ছেদ কোন সন্ধির? না কি একটা সন্ধিবদ্ধ শব্দ দিয়ে এর বিচ্ছেদ কী তা জানতে চায়? হ্যাঁ, একটা সন্ধিবদ্ধ শব্দ দিয়ে এর বিচ্ছেদ কী তা-ই জানতে চায় পরীক্ষায়। যেমন:

প্রশ্ন : 'নিশ্চয়' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী?

A. নি + চয় B. নির + চয়
C. নিঃ + চয় D. নিঃ + শয়

এখন প্রশ্নে যেহেতু সন্ধি বিচ্ছেদ উল্লেখ করে এটা জানতে চাওয়া হয় না যে সেই বিচ্ছেদের সন্ধিবদ্ধ শব্দটা কী, তাই আমরা গতানুগতিক ধারায় কেবল ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে যেভাবে সন্ধির নিয়মগুলো দেওয়া আছে তা শিখব না; নিয়মগুলোর শেখার সাথে সাথে কীভাবে প্রশ্নে প্রদত্ত সন্ধিবদ্ধ শব্দ থেকে বিচ্ছেদ করতে হয় তার টেকনিকও শিখব।

তৎসম শব্দের স্বরসন্ধি

১০. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'আ-কার' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'আ-কার' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'অ' বা 'আ' বসবে আবার ২য় শব্দের শুরুতে 'অ' বা 'আ' বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে ও ২য় শব্দের শুরুতে 'অ' বসবে না কি 'আ' বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

মহার্ঘ

প্রদত্ত শব্দের মাঝে 'আ-কার' আছে। তাহলে বিচ্ছেদের জন্য 'আ-কার' এর জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে। এখন ১ম শব্দের শেষে যদি 'অ' আছে ধরি তাহলে 'মহ' শব্দের কোনো অর্থ হয় না। তার মানে ১ম শব্দের শেষে হবে 'মহা'। আবার ২য় শব্দের শুরুতে যদি 'অ' আছে ধরি তাহলেই আমরা অর্থবহ শব্দ 'অর্ঘ' পাই। তাছাড়া অভিধানে 'আর্ঘ' শব্দের কোনো ভুক্তি নেই। তার মানে মহার্ঘ = মহা + অর্ঘ।

হস্তাক্ষর

প্রদত্ত শব্দের মাঝে 'আ-কার' আছে। তাহলে বিচ্ছেদের জন্য 'আ-কার' এর জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে। এখন ১ম শব্দের শেষে যদি 'অ' আছে ধরি তাহলে পাই 'হস্ত' যা অর্থবহ শব্দ। আবার ২য় শব্দের শুরুতে যদি 'অ' আছে ধরি তাহলে পাই 'অক্ষর' যা অর্থবহ শব্দ। তাছাড়া ১ম শব্দের শেষে ও ২য় শব্দের শুরুতে 'আ-কার' যুক্ত করলে হবে 'হস্তা' ও 'আক্ষর' যার কোনো ভুক্তি অভিধানে নেই। তার মানে হস্তাক্ষর = হস্ত + অক্ষর।

হিমাচল

উপরের দুটি উদাহরণের মতো শব্দের মাঝখানে যেখানে 'আ-কার' আছে সেখানে ভেঙে ফেললে ১ম শব্দের শেষে যদি 'অ' আছে ধরি তাহলে পাই 'হিম' যার অর্থ ঠান্ডা। আবার ২য় শব্দের শুরুতে যদি 'অ' আছে ধরি তাহলে পাই 'অচল' যার অর্থ পাহাড়। তাহলে 'হিমাচল' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হবে হিম + অচল যার অর্থ ঠান্ডা স্থান। দ্রষ্টব্য: হিম + আচল – বহুল প্রচলিত হলেও এটা ভুল।

ওপরের ৩টি সন্ধিবদ্ধ শব্দ যেভাবে বিচ্ছেদ করেছি নিচের সন্ধিগুলোও সেভাবে বিচ্ছেদ হবে।

অন্যান্য = অন্য + অন্য	ছাত্রাবাস = ছাত্র + আবাস	নবান্ন = নব + অন্ন	সত্যাগ্রহ = সত্য + আগ্রহ
অপরাপর = অপর + অপর	জলাশয় = জল + আশয়	নিন্দার্হ = নিন্দা + অর্হ	সানন্দ = স + আনন্দ
আদ্যাক্ষর = আদ্য + অক্ষর	তথাপি = তথা + অপি	পরাধীন = পর + অধীন	সূর্যাস্ত = সূর্য + অস্ত
আশাতীত = আশা + অতীত	দয়ার্দ্র = দয়া + আর্দ্র	প্রাণাধিক = প্রাণ + অধিক	স্বর্ণাক্ষর = স্বর্ণ + অক্ষর
কথামৃত = কথা + অমৃত	দাবানল = দাব + অনল	বিপদাপন্ন = বিপদ + আপন্ন	স্বাধিকার = স্ব + অধিকার
কারাগার = কারা + আগার	দ্বীপান্তর = দ্বীপ + অন্তর	বিন্ধ্যাচল = বিন্ধ্য + অচল	স্বাধীন = স্ব + অধীন
কুশাসন = কুশ + আসন	দ্বৈপায়ন = দ্বীপ + আয়ন	মহাশয় = মহা + আশয়	স্বায়ত্ত = স্ব + আয়ত্ত
গ্রন্থাগার = গ্রন্থ + আগার	ধর্মান্ধ = ধর্ম + অন্ধ	যথাযথ = যথা + অযথ	শুদ্ধাশুদ্ধি = শুদ্ধ + অশুদ্ধি
গীতাঞ্জলি = গীত + অঞ্জলি	ধর্মাধর্ম = ধর্ম + অধর্ম	রত্নাকর = রত্ন + আকর	হিমালয় = হিম + আলয়
চরণামৃত = চরণ + অমৃত	নরাধম = নর + অধম	লোকালয় = লোক + আলয়	হিতাহিত = হিত + অহিত

উল্লিখিত উদাহরণের কিছু শব্দার্থ: আগার – স্থান, কুশ – তৃণবিশেষ, কুশাসন – তৃণ নির্মিত আসন, অপি – অধিকন্তু, তথাপি – তা সত্ত্বেও, দাব – অরণ্য, অর্হ – উপযুক্ত, আপন্ন – বেষ্টিত, বিন্ধ্য – মধ্যভারতে অবস্থিত পর্বতমালাবিশেষ, অচল – পাহাড়, আকর – খনি / উৎস, অহিত – অকল্যাণ।

১১. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'এ-কার' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'এ-কার' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'অ' বা 'আ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'ই' বা 'ঈ' বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে 'অ' বসবে না কি 'আ' বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা	নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র	মহেন্দ্র = মহা + ইন্দ্র	রাজেন্দ্র = রাজা + ইন্দ্র
অবেক্ষণ = অব + ঈক্ষণ	নির্মলেন্দু = নির্মল + ইন্দু	মহেশ = মহা + ঈশ	স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
গঙ্গেশ্বর = গঙ্গা + ঈশ্বর	পরেশ = পর + ঈশ	যথেচ্ছা = যথা + ইচ্ছা	শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা
গণেশ = গণ + ঈশ	পরমেশ্বর = পরম + ঈশ্বর	যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট	শ্রবণেন্দ্রিয় = শ্রবণ + ইন্দ্রিয়
দেবেন্দ্র = দেব + ইন্দ্র	পূর্ণেন্দু = পূর্ণ + ইন্দু	রমেশ = রমা + ঈশ	

১২. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'ঐ-কার' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'ঐ-কার' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'অ' বা 'আ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'এ' বা 'ঐ' বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে 'অ' বসবে না কি 'আ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'এ' বসবে না কি 'ঐ' বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

জনৈক

প্রথমে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিচ্ছেদ করে নেওয়া যাক।

A. জন + এক [অ + এ] B. জন + ঐক [অ + ঐ]
C. জনা + এক [আ + এ] D. জনা + ঐক [আ + ঐ]

লক্ষ করে দেখুন 'জনা' শব্দের কোনো অর্থ হয় না। তার মানে প্রথমাংশ 'জন' হবে এটা নিশ্চিত। এবারে ভাবুন 'এক' আর 'ঐক' কোনটির অর্থ আছে? 'ঐক' শব্দের কোনো অর্থ নেই। তার মানে দ্বিতীয়াংশ হবে 'এক'। তার মানে জনৈক = জন + এক।

মতৈক্য

প্রথমে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিচ্ছেদ করে নেওয়া যাক।

A. মত + এক্য [অ + এ] B. মত + ঐক্য [অ + ঐ]
C. মতা + এক্য [আ + এ] D. মতা + ঐক্য [আ + ঐ]

লক্ষ করে দেখুন 'মতা' শব্দের কোনো অর্থ হয় না। তার মানে প্রথমাংশ 'মত' হবে এটা নিশ্চিত। এবারে ভাবুন 'এক্য' আর 'ঐক্য' কোনটির অর্থ আছে? 'এক্য' শব্দের কোনো অর্থ নেই। তার মানে দ্বিতীয়াংশ হবে 'ঐক্য'। তার মানে মতৈক্য = মত + ঐক্য।

ওপরের ২টি সন্ধিবদ্ধ শব্দ যেভাবে বিচ্ছেদ করেছি নিচের সন্ধিগুলোও সেভাবে বিচ্ছেদ হবে।

অতুলৈশ্বর্য = অতুল + ঐশ্বর্য
একৈক = এক + এক
তথৈব = তথা + এব
পরমৈশ্বর্য = পরম + ঐশ্বর্য
বিপুলৈশ্বর্য = বিপুল + ঐশ্বর্য
মহৈক্য = মহা + ঐক্য
মহৈশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য
রাজৈশ্বর্য = রাজ + ঐশ্বর্য
সদৈব = সদা + এব
সর্বৈব = সর্ব + এব
হিতৈষণা = হিত + এষণা
হিতৈষী = হিত + এষী

১৩. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'ও-কার' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'ও-কার' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'অ' বা 'আ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'উ' বা 'ঊ' বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে 'অ' বসবে না কি 'আ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'উ' বসবে না কি 'ঊ' বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

শিল্পোন্নত

প্রদত্ত শব্দের মাঝে 'ও-কার' আছে। তাহলে বিচ্ছেদের জন্য 'ও-কার' এর জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে। এখন ১ম শব্দের শেষে যদি 'অ' আছে ধরি তাহলে হবে 'শিল্প' যা অর্থবহ শব্দ আর 'আ' আছে ধরলে হবে 'শিল্পা' যা কোনো অর্থবহ শব্দ নয়। তার মানে ১ম শব্দটি হবে 'শিল্প'। এখন ২য় শব্দের শুরুতে 'উ' হবে না কি 'ঊ' হবে তা নির্ভর করে বানানের উপর। 'উন্নত' বানানে 'উ-কার' বসে। তার মানে শিল্পোন্নত = শিল্প + উন্নত।

গঙ্গোর্মি

প্রদত্ত শব্দের মাঝে 'ও-কার' আছে। তাহলে বিচ্ছেদের জন্য 'ও-কার' এর জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে। এখন ১ম শব্দের শেষে যদি 'অ' আছে ধরি তাহলে হবে 'গঙ্গ' যা কোনো অর্থবহ শব্দ নয় আর 'আ' আছে ধরলে হবে 'গঙ্গা' যা অর্থবহ শব্দ। তার মানে ১ম শব্দটি হবে 'গঙ্গা'। এখন ২য় শব্দের শুরুতে 'উ' হবে না কি 'ঊ' হবে তা নির্ভর করে বানানের উপর। 'ঊর্মি' বানানে 'ঊ-কার' বসে। তার মানে গঙ্গোর্মি = গঙ্গা + ঊর্মি।

আদ্যোপান্ত = আদ্য + উপান্ত
উত্তরোত্তর = উত্তর + উত্তর
একোন = এক + উন
একোনবিংশ = এক+ঊনবিংশ
কথোপকথন = কথা+উপকথন
গঙ্গোপাধ্যায় = গঙ্গা+উপাধ্যায়
গৃহোর্ধ্ব = গৃহ + ঊর্ধ্ব
চঞ্চলোর্মি = চঞ্চল + ঊর্মি
চলোর্মি = চল + ঊর্মি
দুর্গোৎসব = দুর্গা + উৎসব
দেবোপম = দেব + উপম
নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া
নরোত্তম = নর + উত্তম
নীলোৎপল = নীল + উৎপল
পদোন্নতি = পদ + উন্নতি
পরোপকার = পর + উপকার
পর্বতোর্ধ্ব = পর্বত + ঊর্ধ্ব
প্রশ্নোত্তর = প্রশ্ন + উত্তর
ফলোদয় = ফল + উদয়
বন্যোত্তর = বন্যা + উত্তর
বিদ্যোৎসাহী = বিদ্যা+উৎসাহী
বিবাহোত্তর = বিবাহ + উত্তর
বোধোদয় = বোধ + উদয়
মহোৎসব = মহা + উৎসব
মহোদয় = মহা + উদয়
মহোপকার = মহা + উপকার
মহোর্ধ্ব = মহা + ঊর্ধ্ব
মুখোপাধ্যায় = মুখ + উপাধ্যায়
মূলোচ্ছেদ = মূল + উচ্ছেদ
যথোচিত = যথা + উচিত
যথোপযুক্ত = যথা + উপযুক্ত
শারদোৎসব = শারদ + উৎসব
সর্বোচ্চ = সর্ব + উচ্চ
সহোদর = সহ + উদর
সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়
হিতোপদেশ = হিত + উপদেশ

উল্লিখিত উদাহরণের কিছু শব্দার্থ: ঊঢ়া – বিবাহিত, উপান্ত – প্রান্ত, উপকথন – জনশ্রুত কাহিনি বা উপাখ্যান, উৎপল – পদ্ম।

১৪. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'ঔ-কার' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'ঔ-কার' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'অ' বা 'আ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'ও' বা 'ঔ' বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে 'অ' বসবে না কি 'আ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'ও' বসবে না কি 'ঔ' বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

মহৌষধ

প্রদত্ত শব্দের মাঝে 'ঔ-কার' আছে। তাহলে বিচ্ছেদের জন্য 'ঔ-কার' এর জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে। প্রথমে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিচ্ছেদ করে নেওয়া যাক।

A. মহ + ওষধ [অ + ও] B. মহ + ঔষধ [অ + ঔ]
C. মহা + ওষধ [আ + ও] D. মহা + ঔষধ [আ + ঔ]

লক্ষ করে দেখুন 'মহ' শব্দের কোনো অর্থ হয় না। তার মানে প্রথমাংশ 'মহা' হবে এটা নিশ্চিত। এবারে ভাবুন 'ওষধ' আর 'ঔষধ' কোনটির অর্থ আছে? 'ওষধ' শব্দের কোনো অর্থ নেই। তার মানে দ্বিতীয়াংশ হবে 'ঔষধ'। তার মানে মহৌষোধ = মহা + ঔষধ।

বনৌষধি

প্রদত্ত শব্দের মাঝে 'ঔ-কার' আছে। তাহলে বিচ্ছেদের জন্য 'ঔ-কার' এর জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে। প্রথমে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিচ্ছেদ করে নেওয়া যাক।

A. বন + ওষধি [অ + ও] B. বন + ঔষধি [অ + ঔ]
C. বনা + ওষধি [আ + ও] D. বনা + ঔষধি [আ + ঔ]

লক্ষ করে দেখুন 'বনা' শব্দের কোনো অর্থ হয় না। তার মানে প্রথমাংশ 'বন' হবে এটা নিশ্চিত। এবারে ভাবুন 'ওষধি' আর 'ঔষধি' কোনটির অর্থ আছে? এক্ষেত্রে দুটিরই অর্থ আছে। তবে আমরা ব্যবহার করব 'ঔষধি'। তার মানে বনৌষধি = বন + ঔষধি। [ব্যাখার জন্য নিচের বক্সের লেখা পড়ুন।]

ঔষধ / ঔষধি / ওষধ / ওষধি – কোনটি কোথায় ব্যবহার করব

কোথায় কী বসবে তা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জানতে হবে। তাহলে প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জেনে নেই –

- ✓ ঔষধ – এর অর্থ রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্ত দ্রব্যাদি।
- ✓ ঔষধি – এর অর্থ যে সকল গাছ গাছড়া থেকে ঔষধ তৈরি হয়।
- ✓ ওষধি – এর অর্থ একবার ফল দিয়েই যে গাছ মরে যায়।

প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দের শেষে যদি কেবল 'ধ' থাকে অর্থাৎ মহৌষধ / বনৌষধ / দিব্যৌষধ / জলৌষধ / উত্তমৌষধ – এগুলোর সন্ধি বিচ্ছেদ নির্ণয়ে কোনো ঝামেলা হবে না। এর কারণ আমাদের সমস্যা হয় 'ও' বসবে না কি 'ঔ' বসবে তা নিয়ে। এখন মহৌষধ / বনৌষধ / দিব্যৌষধ / উত্তমৌষধ – এগুলোর ২য় অংশের শুরুতে 'ঔ' বসবে অর্থাৎ 'ঔষধ' হবে এটা নিশ্চিত। কারণ 'ও' বসালে অর্থাৎ 'ওষধ' বললে তা আভিধানিকভাবে কোনো অর্থবহ শব্দ হয় না। শিক্ষার্থীদের সমস্যা হয় যখন প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দের শেষে 'ধি' থাকে অর্থাৎ মহৌষধি / বনৌষধি / দিব্যৌষধি / জলৌষধি / উত্তমৌষধি – এগুলোর সন্ধি বিচ্ছেদ নির্ণয়ে ঝামেলা হয়। এর কারণ এই শব্দগুলোর বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়াংশে 'ও' বসালে হবে 'ওষধি' আর 'ঔ' বসালে হবে 'ঔষধি' যার দুটিই আভিধানিকভাবে অর্থবহ শব্দ। এখন পরীক্ষায় তাহলে এগুলো থেকে প্রশ্ন আসলে সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি দাগাবো?

বাংলা একাডেমির "আধুনিক বাংলা অভিধানে" 'মহৌষধি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ দেওয়া আছে 'মহা + ঔষধি' কিন্তু প্রাচীন অনেক মৌলিক লেখকদের বইয়ে 'মহৌষধি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ দেওয়া আছে 'মহা + ওষধি'। এখন অর্থ অনুসারে আপনারাই চিন্তা করুন কোনটি সঠিক? 'ঔষধি' মানে যে সকল গাছ গাছড়া থেকে ঔষধ তৈরি হয়। এই হিসেবে 'মহৌষধি' শব্দের অর্থ যে সকল গাছ গাছড়া থেকে ঔষধ তৈরি হয় এমন মহা প্রতিষেধক। আর 'ওষধি' মানে একবার ফল দিয়েই যে গাছ মরে যায়। এই হিসেবে 'মহৌষধি' শব্দের অর্থ একবার ফল দিয়েই মরে যায় এমন মহান গাছ – এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটা বিষয়।

সুতরাং পরীক্ষায় 'মহৌষধি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ জানতে চাইলে সর্বোত্তম উত্তর হবে মহা + ঔষধি। তবে অপশনে যদি এটা না থাকে সেক্ষেত্রে মহা + ওষধি থাকলে তা দাগাতে হবে। তবে অপশনে দুটিই থাকলে অবশ্যই মহা + ঔষধি হবে।

ওপরের ২টি সন্ধিবদ্ধ শব্দ যেভাবে বিচ্ছেদ করেছি নিচের সন্ধিগুলোও সেভাবে বিচ্ছেদ হবে।

জলৌকা = জল + ওকা	মাংসৌদন = মাংস + ওদন	মহৌদাস্য = মহা + ঔদাস্য	দিব্যৌষধ = দিব্য + ঔষধ
জলৌষধি = জল + ঔষধি	মহৌষধি = মহা + ঔষধি	মহৌৎসুক্য = মহা + ঔৎসুক্য	উত্তমৌষধ = উত্তম + ঔষধ

উল্লিখিত উদাহরণের কিছু শব্দার্থ: ওদন – অন্ন / ভাত, ঔদাস্য – উদাসীনতা, জলৌকা – জোঁক।

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

১৫. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে রেফ (র্) থাকলে বিচ্ছেদের সময় রেফ (র্) এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'অ' বা 'আ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'ঋ' বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে 'অ' বসবে না কি 'আ' বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

অধমর্ণ = অধম + ঋণ	তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত	বন্যার্ত = বন্যা + ঋত	রাজর্ষি = রাজা + ঋষি
উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ	দুঃখার্ত = দুঃখ + ঋত	বেদনার্ত = বেদনা + ঋত	সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি
ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত	দেবর্ষি = দেব + ঋষি	ভয়ার্ত = ভয় + ঋত	শীতার্ত = শীত + ঋত
ঘর্মার্ত = ঘর্ম + ঋত	পরমর্ষি = পরম + ঋষি	মহর্ষি = মহা + ঋষি	শোকার্ত = শোক + ঋত

উল্লিখিত উদাহরণের কিছু শব্দার্থ: অধমর্ণ – দেনাদার, **উত্তমর্ণ** – পাওনাদার, **ঋত** – পূজিত / প্রাপ্ত / পীড়িত / দীপ্ত, **মহর্ষি** – ঋষিশ্রেষ্ঠ, **রাজর্ষি** – রাজা হয়েও যিনি ঋষির মতো জীবন যাপন করেন, **সপ্তর্ষি** – সাতজন ঋষির নামে খ্যাত উত্তর আকাশে দৃশ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ।

১৬. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'ঈ-কার' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'ঈ-কার' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'ই' বা 'ঈ' বসবে আবার ২য় শব্দের শুরুতে 'ই' বা 'ঈ' বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে ও ২য় শব্দের শুরুতে 'ই' বসবে না কি 'ঈ' বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

অতীত = অতি + ইত	গিরীশ = গিরি + ঈশ	প্রতীতি = প্রতি + ইতি	যতীন্দ্র = যতি + ইন্দ্র
অতীন্দ্রিয় = অতি + ইন্দ্রিয়	গিরীন্দ্র = গিরি + ইন্দ্র	বারীন্দ্র = বারি + ইন্দ্র	যতীশ = যতি + ঈশ
অতীব = অতি + ইব	দিল্লীশ্বর = দিল্লী + ঈশ্বর	বারীশ = বারি + ঈশ	রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র
অধীশ্বর = অধি + ঈশ্বর	পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা	ভর্তীচ্ছু = ভর্তি + ইচ্ছু	শচীন্দ্র = শচী + ইন্দ্র
অভীপ্সা = অভি + ঈপ্সা	পৃথিবীশ্বর = পৃথিবী + ঈশ্বর	মহীন্দ্র = মহী + ইন্দ্র	শ্রীশ = শ্রী + ঈশ
অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট	পৃথ্বীশ = পৃথ্বী + ঈশ	মহীশ = মহী + ঈশ	সতীন্দ্র = সতী + ইন্দ্র
ক্ষিতীশ = ক্ষিতি + ঈশ	প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা	মুক্তীচ্ছা = মুক্তি + ইচ্ছা	সুধীন্দ্র = সুধী + ইন্দ্র

টেকনিক: ২য় শব্দের শুরুতে 'ই' না 'ঈ' কোনটি বসবে তার জন্য ২টি লাইন মনে রাখতে পারেন।

ঈক্ষা, ঈপ্সা, ঈশ

'ঈ-কার' দিস

অর্থাৎ এই ৩টি দিয়ে শব্দ নির্মিত হলে 'ঈ' বসবে। অন্য সব জায়গায় 'ই' বসবে।

১৭. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'য-ফলা' (্য) থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'য-ফলা' (্য) এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'ই' বা 'ঈ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'ই' বা 'ঈ' ছাড়া অন্য যে-কোনো স্বর বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে 'ই' বসবে না কি 'ঈ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে অন্য কোন স্বর বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

অগ্ন্যুৎপাত = অগ্নি + উৎপাত	অভ্যাগত = অভি + আগত	ন্যূন = নি + ঊন	ব্যক্তি = বি + উক্তি
অত্যন্ত = অতি + অন্ত	অভ্যুত্থান = অভি + উত্থান	প্রত্যহ = প্রতি + অহ	ব্যাকরণ = বি + আকরণ
অত্যধিক = অতি + অধিক	অভ্যুদয় = অভি + উদয়	প্রত্যুক্তি = প্রতি + উক্তি	ব্যতিক্রম = বি + অতিক্রম
অত্যুক্তি = অতি + উক্তি	আদ্যন্ত = আদি + অন্ত	প্রত্যুপকার = প্রতি + উপকার	ব্যতীত = বি + অতীত
অত্যাচার = অতি + আচার	ইত্যাদি = ইতি + আদি	প্রত্যুত্তর = প্রতি + উত্তর	বহ্ন্যুৎসব = বহ্নি + উৎসব
অত্যাশ্চর্য = অতি + আশ্চর্য	গত্যন্তর = গতি + অন্তর	প্রত্যাশা = প্রতি + আশা	ব্যর্থ = বি + অর্থ
অত্যৈশ্বর্য = অতি + ঐশ্বর্য	জাত্যভিমান = জাতি + অভিমান	প্রত্যূষ = প্রতি + ঊষ	ব্যুৎপত্তি = বি + উৎপত্তি
অধ্যয়ন = অধি + অয়ন	নদ্যম্বু = নদী + অম্বু	প্রত্যেক = প্রতি + এক	মস্যাধার = মসী + আধার
অভ্যন্তর = অভি + অন্তর	নদ্যূর্মি = নদী + ঊর্মি	প্রত্যাবর্তন = প্রতি + আবর্তন	যদ্যপি = যদি + অপি

১৮. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'র্য' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'র্য' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'পরি' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'অ', 'আ' বা 'উ' বসবে। এখন ২য় শব্দের শুরুতে 'অ', 'আ' বা 'উ' – এই ৩টির কোনটি বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত	পর্যন্ত = পরি + অন্ত	পর্যাকুল = পরি + আকুল	পর্যায় = পরি + আয়
উপর্যুপরি = উপরি + উপরি	পর্যবেক্ষণ = পরি + অবেক্ষণ	পর্যাপ্ত = পরি + আপ্ত	পর্যালোচনা = পরি + আলোচনা

উল্লিখিত উদাহরণের কিছু শব্দার্থ: অবেক্ষণ – অবলোকন / দর্শন, **পর্যাকুল** – অতিশয় কাতর, **আপ্ত** – প্রাপ্ত / লব্ধ।

১৯. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'উ-কার' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'উ-কার' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'উ' বা 'ঊ' বসবে আবার ২য় শব্দের শুরুতে 'উ' বা 'ঊ' বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে ও ২য় শব্দের শুরুতে 'উ' বসবে না কি 'ঊ' বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

অনূর্ধ্ব = অনু + ঊর্ধ্ব	তরূর্ধ্ব = তরু + ঊর্ধ্ব	ভানূদয় = ভানু + উদয়	সাধূক্তি = সাধু + উক্তি
অনূদিত = অনু + উদিত	বহূর্ধ্ব = বহু + ঊর্ধ্ব	ভূর্ধ্ব = ভূ + ঊর্ধ্ব	সাধূচিত = সাধু + উচিত
কটূক্তি = কটু + উক্তি	বধূক্তি = বধূ + উক্তি	মরূদ্যান = মরু + উদ্যান	**ব্যতিক্রম:**
গুরূপদেশ = গুরু + উপদেশ	বধূৎসব = বধূ + উৎসব	লঘূর্মি = লঘু + ঊর্মি	গুরুক্তি = গুরু + উক্তি
তনূর্ধ্ব = তনু + ঊর্ধ্ব	বিধূদয় = বিধু + উদয়	সাধূত্তম = সাধু + উত্তম	

২০. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'ব-ফলা' (্ব) থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'ব-ফলা' (্ব) এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'উ' বা 'ঊ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'উ' বা 'ঊ' ছাড়া অন্য যে-কোনো স্বর বসবে। এখন ১ম শব্দের শেষে 'উ' বসবে না কি 'ঊ' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে অন্য কোন স্বর বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

অন্বেষণ

প্রদত্ত শব্দের মাঝে 'ব-ফলা' আছে। তাহলে বিচ্ছেদের জন্য 'ব-ফলা' এর জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে।

এখন ১ম শব্দের শেষে যদি 'উ' আছে ধরি তাহলে হবে 'অনু' যা অর্থবহ শব্দ আর 'ঊ' আছে ধরলে হবে 'অনূ' যা কোনো অর্থবহ শব্দ নয়। তার মানে ১ম শব্দটি হবে 'অনু'।

এখন ২য় শব্দের শুরুতে অন্য কোন স্বর বসবে এটা নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে 'ব-ফলা' যুক্ত শব্দে যে স্বর বসে, বিচ্ছেদের সময় ২য় শব্দের শুরুতেও ঐ স্বর বসবে। লক্ষ করে দেখুন, মূল শব্দে 'অন্বেষণ' বানানে 'এ-কার' আছে। তার মানে অন্বেষণ = অনু + এষণ।

পশ্বধম

প্রদত্ত শব্দের মাঝে 'ব-ফলা' আছে। তাহলে বিচ্ছেদের জন্য 'ব-ফলা' এর জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে।

এখন ১ম শব্দের শেষে যদি 'উ' আছে ধরি তাহলে হবে 'পশু' যা অর্থবহ শব্দ আর 'ঊ' আছে ধরলে হবে 'পশূ' যা কোনো অর্থবহ শব্দ নয়। তার মানে ১ম শব্দটি হবে 'পশু'।

এখন ২য় শব্দের শুরুতে অন্য কোন স্বর বসবে এটা নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে 'ব-ফলা' যুক্ত শব্দে যে স্বর বসে, বিচ্ছেদের সময় ২য় শব্দের শুরুতেও ঐ স্বর বসবে। লক্ষ করে দেখুন, মূল শব্দে 'পশ্বধম' বানানে কোনো কার নেই তাহলে এখানে 'অ' বসবে। তার মানে পশ্বধম = পশু + অধম।

ওপরের ২টি সন্ধিবদ্ধ শব্দ যেভাবে বিচ্ছেদ করেছি নিচের সন্ধিগুলোও সেভাবে বিচ্ছেদ হবে।

অন্বয় = অনু + অয়	পশ্বাদি = পশু + আদি	বধ্বানয়ন = বধূ + আনয়ন	স্বচ্ছ = সু + অচ্ছ
অন্বিত = অনু + ইত	পশ্বাচার = পশু + আচার	বধ্বালয় = বধূ + আলয়	স্বল্প = সু + অল্প
তন্বী = তনু + ঈ	বধ্বাগমন = বধূ + আগমন	মন্বন্তর = মনু + অন্তর	স্বাগত = সু + আগত

উল্লিখিত উদাহরণের কিছু শব্দার্থ: অন্বয় – সম্বন্ধ / মিল, **অনু** – পশ্চাৎ / পেছন দিক, **অয়** – লোহা / নরক, **পশ্বাচার** – পশুর মতো আচরণ, **পশ্বধম** – পশুর চেয়েও অধম, **মন্বন্তর** – আকাল / দুর্ভিক্ষ, **অচ্ছ** – স্ফটিক / নির্মল।

২১. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'ত্র' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'ত্র' এর পরিবর্তে ১ম শব্দের শেষে 'ঋ-কার' বসবে আর ২য় শব্দের শুরুতে 'ঋ' ছাড়া অন্য যে-কোনো স্বর বসবে। এখন ২য় শব্দের শুরুতে অন্য কোন স্বর বসবে তা নির্ভর করে বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে ওই অর্থের সংশ্লিষ্টতার ওপর। যেমন:

ধাত্রী = ধাতৃ + ঈ	পিত্রাদেশ = পিতৃ + আদেশ	পিত্রুপদেশ = পিতৃ + উপদেশ	মাত্রুপদেশ = মাতৃ + উপদেশ
পিত্রনুমতি = পিতৃ + অনুমতি	পিত্রালয় = পিতৃ + আলয়	পিত্রৈশ্বর্য = পিতৃ + ঐশ্বর্য	
পিত্রর্থ = পিতৃ + অর্থ	পিত্রিচ্ছা = পিতৃ + ইচ্ছা	মাত্রাদেশ = মাতৃ + আদেশ	

২২. সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে অয়, আয়, অব, আব উচ্চারিত হলে বিচ্ছেদের সময় তার পরিবর্তে যথাক্রমে এ-কার / ঐ-কার / ও-কার / ঔ-কার বসে। যেমন:

গবাদি = গো + আদি [অব = ও]	নয়ন = নে + অন [অয় = এ]	পবন = পো + অন [অব = ও]	ভাবুক = ভৌ + উক [আব = ঔ]
গবেষণা = গো + এষণা [অব = ও]	নাবিক = নৌ + ইক [আব = ঔ]	পবিত্র = পো + ইত্র [অব = ও]	লবণ = লো + অন [অব = ও]
গায়ক = গৈ + অক [আয় = ঐ]	নায়ক = নৈ + অক [আয় = ঐ]	পাবক = পৌ + অক [আব = ঔ]	শয়ন = শে + অন [অয় = এ]

দ্বিধান্বিত কিছু স্বরসন্ধি

২৩. **আদ্যন্ত / আদ্যান্ত সমস্যা:** আদি + অন্ত = আদ্যন্ত সঠিক না কি আদ্য + অন্ত = আদ্যান্ত সঠিক? – এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক শিক্ষার্থীই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরকম ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা মূল শব্দের অর্থের সাথে বিচ্ছেদকৃত অর্থের সমন্বয় করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করে থাকি। যেমন: 'হিমাচল' – শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হিসেবে আমরা দুটি সম্ভাব্য বিশ্লেষণ করতে পারি। প্রথমত, হিম + অচল আর দ্বিতীয়ত, হিম + আচল। এখন কোনটি সঠিক তা নির্ণয়ের জন্য আমাদের মূল শব্দ ও বিচ্ছেদকৃত শব্দের অর্থ জানতে হবে। 'হিমাচল' দ্বারা বোঝায় ঠান্ডা স্থান, 'হিম' শব্দের অর্থ ঠান্ডা, 'অচল' শব্দের অর্থ পাহাড় আর 'আচল' শব্দটি মূলত 'আঁচল' অর্থাৎ শাড়ির প্রান্তভাগ শব্দের অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত রূপ। এখন হিম + আচল বললে অর্থ দাঁড়ায় শাড়ির ঠান্ডা প্রান্তভাগ যা 'হিমাচল' শব্দের অর্থের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অপরদিকে হিম + অচল বললে অর্থ দাঁড়ায় ঠান্ডা বা বরফাবৃত পাহাড় যা 'হিমাচল' শব্দের অর্থের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ-কারণে হিমাচল = হিম + অচল।

এখন সমস্যা হচ্ছে আদ্যন্ত / আদ্যান্ত নিয়ে। কারণ অভিধানে 'আদি' আর 'আদ্য' দুটো শব্দেরই অস্তিত্ব রয়েছে এবং দুটো শব্দের অর্থ একই। 'আদি / আদ্য' মানে প্রথম আর 'অন্ত' মানে শেষ। এখন লক্ষণীয় বিষয় এটাই যে অভিধানে 'আদ্যন্ত' বা 'আদ্যান্ত' শব্দ সম্পর্কে কী আছে? অভিধানে 'আদ্যান্ত' শব্দের কোনো অস্তিত্ব নেই; 'আদ্যন্ত' শব্দের উল্লেখ আছে যার অর্থ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তার মানে বলা যায় আদি + অন্ত = আদ্যন্ত শব্দটি সঠিক।

২৪. **আদ্যক্ষর / আদ্যাক্ষর সমস্যা:** 'আদ্যন্ত' বা 'আদ্যান্ত' এর মতো 'আদ্যক্ষর' বা 'আদ্যাক্ষর' এর সন্ধিবিচ্ছেদ নিয়েও ঝামেলা আছে। আদি + অক্ষর = আদ্যক্ষর সঠিক না কি আদ্য + অক্ষর = আদ্যাক্ষর সঠিক? এক্ষেত্রেও 'আদি' বা 'আদ্য' দুটো শব্দের অর্থ অভিধানে থাকলেও অভিধানে 'আদ্যক্ষর' শব্দের কোনো অস্তিত্ব নেই; আছে আদ্য + অক্ষর = আদ্যাক্ষর।

২৫. **আদ্যপান্ত / আদ্যোপান্ত সমস্যা:** এক্ষেত্রেও 'আদি' বা 'আদ্য' দুটো শব্দের অর্থ অভিধানে থাকলেও অভিধানে 'আদ্যপান্ত' শব্দের কোনো অস্তিত্ব নেই; আছে আদ্য + উপান্ত = আদ্যোপান্ত।

২৬. **স্বাধীন / স্বল্প / স্বচ্ছ / স্বেচ্ছা সমস্যা:** স্বাধীন, স্বল্প, স্বচ্ছ, স্বেচ্ছা – এই শব্দগুলোর সন্ধি বিচ্ছেদ করতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীই তালগোল পাকিয়ে ফেলে। সু + অধীন = স্বাধীন না কি স্ব + অধীন = স্বাধীন? সু + অল্প = স্বল্প না কি স্ব + অল্প = স্বল্প? এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ হচ্ছে বিচ্ছেদের পর প্রথমাংশে 'সু' বসালেও তার অর্থ হয় আবার 'স্ব' বসালেও তার অর্থ হয়। 'সু' মানে ভালো / অনেক আর 'স্ব' মানে নিজের।

এখন লক্ষ করতে হবে কোনটি বসালে সন্ধিবদ্ধ শব্দের সাথে অর্থের সংশ্লিষ্টতা রক্ষা হয়। যেমন: 'স্বাধীন' এর বিশ্লেষণ হিসেবে সু + অধীন বললে এর অর্থ হয় ভালো অধীন যা 'স্বাধীন' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো অর্থবহ কিছুই হয় না। কিন্তু স্ব + অধীন বললে হবে নিজের অধীন যা স্বাধীন শব্দের অর্থের পরিপূরক। সুতরাং সঠিক উত্তর স্ব + অধীন = স্বাধীন।

একইভাবে 'স্বল্প' শব্দের ক্ষেত্রে সু + অল্প বললে এর অর্থ হয় অনেক অল্প যা 'স্বল্প' শব্দের অর্থের পরিপূরক। কিন্তু স্ব + অল্প বললে হবে নিজের অল্প যা 'স্বল্প' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো অর্থবহ কিছুই প্রকাশ করে না।

স্বচ্ছ বা স্বেচ্ছার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। স্বচ্ছ = সু + অচ্ছ কিন্তু স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা। এখানে 'সু' আর 'স্ব' এই দুটির ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে অপরটি বসালে তা ভুল হবে।

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ বলতে বোঝায় যেগুলো ব্যাকরণের প্রথাগত নিয়ম না মেনে গঠিত হয়েছে সেগুলোকে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করছি। যেমন: 'কুলটা' শব্দটির বিশ্লেষণ কুল + অটা। এখানে ১ম শব্দের শেষে ও ২য় শব্দের শুরুতে 'অ' আছে। আমরা জানি, অ + অ = আ হয়। কিন্তু 'কুলটা' শব্দে 'আ' না হয়ে 'অ' হয়েছে। তাহলে তা কি ব্যাকরণের নিয়ম মানলো? না, এরকম নিয়ম না মানা সন্ধিগুলোকে বলে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। নিপাতনে সিদ্ধ স্বর সন্ধির কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো –

০১. অন্যোন্য = অন্য + অন্য ব্যাখ্যা: এখানে অ + অ = আ (অন্যান্য) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + অ = ও।

ব্যাকরণের জন্য প্রসিদ্ধ মৌলিক বইগুলোতে 'অন্যোন্য' শব্দটিকে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির মধ্যে দেখানো হলেও আধুনিক বাংলা অভিধানে 'অন্যোন্য' শব্দটির বিশ্লেষণ অন্যঃ + অন্য দেওয়া আছে অর্থাৎ বিসর্গ সন্ধি। তাই পরীক্ষায় এলে অপশন বিবেচনা করে দাগাতে হবে। সর্বোত্তম উত্তর বিসর্গ সন্ধি হবে আর তা না থাকলে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি হবে।

০২. পরোক্ষ = পর + অক্ষ ব্যাখ্যা: এখানে অ + অ = আ (পরাক্ষা) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + অ = ও।
০৩. কুলটা = কুল + অটা ব্যাখ্যা: এখানে অ + অ = আ (কুলাটা) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + অ = অ।
০৪. সমর্থ = সম + অর্থ ব্যাখ্যা: এখানে অ + অ = আ (সমার্থ) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + অ = অ।
০৫. সারঙ্গ = সার + অঙ্গ ব্যাখ্যা: এখানে অ + অ = আ (সারাঙ্গ) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + অ = অ।
০৬. মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড ব্যাখ্যা: এখানে অ + অ = আ (মার্তাণ্ড) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + অ = অ।
০৭. সীমন্ত = সীমন + অন্ত ব্যাখ্যা: এখানে অ + অ = আ (সীমান্ত) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + অ = অ।
০৮. স্বৈর = স্ব + ঈর ব্যাখ্যা: এখানে অ + ঈ = এ (স্বের) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + অ = ঐ।
০৯. প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ় ব্যাখ্যা: এখানে অ + ঊ = ও (প্রোঢ়) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + ঊ = ঔ।
১০. অক্ষৌহিণী = অক্ষ + ঊহিনী ব্যাখ্যা: এখানে অ + ঊ = ও (অক্ষোহিণী) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + ঊ = ঔ।
১১. শুদ্ধোদন = শুদ্ধ + ওদন ব্যাখ্যা: এখানে অ + ও = ঔ (শুদ্ধৌদন) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + ও = ও।
১২. রক্তোষ্ঠ = রক্ত + ওষ্ঠ ব্যাখ্যা: এখানে অ + ও = ঔ (রক্তৌষ্ঠ) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + ও = ও।
১৩. বিম্বোষ্ঠ = বিম্ব + ওষ্ঠ ব্যাখ্যা: এখানে অ + ও = ঔ (বিম্বৌষ্ঠ) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + ও = ও।
১৪. প্রেষণ = প্র + এষণ ব্যাখ্যা: এখানে অ + এ = ঐ (প্রৈষণ) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে অ + এ = এ।
১৫. গবাক্ষ = গো + অক্ষ ব্যাখ্যা: এখানে ও + অ = অব (গবক্ষ) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে ও + অ = অবা।
১৬. গবেন্দ্র = গো + ইন্দ্র ব্যাখ্যা: এখানে ও + ই = অব (গবিন্দ্র) হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে ও + অ = অবে।

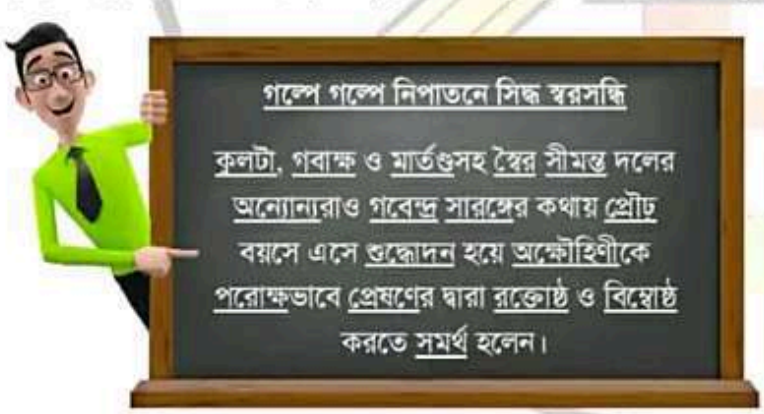

উল্লিখিত উদাহরণের কিছু শব্দার্থ: কুলটা – অসতী নারী, গবাক্ষ – জানালা, মার্তণ্ড – সূর্য, স্বৈর – স্বেচ্ছাচারী, সীমন্ত – সিঁথি, অন্যোন্য – পরস্পর, সারঙ্গ – চিত্রা হরিণ, প্রৌঢ় – বয়স্ক, শুদ্ধোদন – বুদ্ধদেবের পিতা, অক্ষৌহিণী – বিপুল সংখ্যক অশ্ব হস্তী ও রথসহ পৌরাণিক প্রণালিতে সমাবিষ্ট সৈন্যবাহিনী, প্রেষণ – প্রণোদনা, রক্তোষ্ঠ – রক্তের ন্যায় লাল ঠোঁট, বিম্বোষ্ঠ – তেলাকুচা বা বিম্ব ফলের ন্যায় লাল ঠোঁট।

সতর্কতা

সীমন্ত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে তাদের বইতে উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

সীমা + অন্ত = সীমন্ত *[ড. এনামুল হক, ড. মাহবুবুল আলম]*
সীমন + অন্ত = সীমন্ত *[জগদীশ চন্দ্র ঘোষ]*
সীম + অন্ত = সীমন্ত *[ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]*

এ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে অপশনে সাধারণত যে কোনো একটি সন্ধি বিচ্ছেদ থাকবে।

লক্ষণীয়: অন্যান্য ও অন্যোন্য, সীমান্ত ও সীমন্ত, বিম্বৌষ্ঠ ও বিম্বোষ্ঠ - এসব শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ একই। কিন্তু শব্দের গঠন, বানানে পার্থক্য আছে। অন্যান্য, সীমান্ত, বিম্বৌষ্ঠ নিয়মানুসারে গঠিত; আর অন্যোন্য, সীমন্ত, বিম্বোষ্ঠ নিপাতনে সিদ্ধ। তাই উত্তর করার সময় সতর্ক থাকতে হবে।

তৎসম শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎসম শব্দের ব্যঞ্জন সন্ধি গঠিত হওয়ার অনেক অনেক নিয়ম আমরা প্রচলিত বইগুলোতে দেখতে পাই। আর এই অনেক অনেক নিয়ম থাকার আরেকটি কারণ হচ্ছে নিয়ম দিয়ে সন্ধি করা। কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি যে, পরীক্ষায় নিয়ম দিয়ে সন্ধি আসে না; আসে সন্ধিবদ্ধ শব্দ থেকে বিচ্ছেদ করা। আমরা মাত্র **৭টি জাদুকরি কৌশলে** ব্যঞ্জনসন্ধির সকল নিয়মগুলোকেই আত্মস্থ করার উপায় শিখব।

১	২	৩	৪	৫
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড (ড়)	ঢ	ণ
ত (ৎ)	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম

২৭. সন্ধিবদ্ধ শব্দে বর্গীয় বর্ণের ৩য় কলামের বর্ণ [গ, জ, ড (ড়), দ, ব] থাকলে বিচ্ছেদের সময় ওই ৩য় কলামের বর্ণের পরিবর্তে বর্গীয় বর্ণের ১ম কলামের বর্ণ [ক, চ, ট, ত (ৎ), প] বসে।

টেকনিক: ৩ = ১

কৃদন্ত = কৃৎ + অন্ত
জগদিন্দ্র = জগৎ + ইন্দ্র
জগদ্বন্ধু = জগৎ + বন্ধু
ডুবন্ত = ডুপ্ + অন্ত
ণিজন্ত = ণিচ্ + অন্ত
তদন্ত = তৎ + অন্ত
তদবধি = তৎ + অবধি

তদবধি = তৎ + অবধি
তদ্রূপ = তৎ + রূপ
দিগগজ = দিক্ + গজ
দিগনির্ণয় = দিক্ + নির্ণয়
দিগবলয় = দিক্ + বলয়
বাগাড়ম্বর = বাক্ + আড়ম্বর
বাগদান = বাক্ + দান

বাগদেবী = বাক্ + দেবী
বাগধারা = বাক্ + ধারা
বাগবিতণ্ডা = বাক্ + বিতণ্ডা
বাগযন্ত্র = বাক্ + যন্ত্র
বাগীশ = বাক্ + ঈশ
ষড়ঋতু = ষট্ + ঋতু
ষড়ঙ্গ = ষট্ + অঙ্গ

ষড়দর্শন = ষট্ + দর্শন
ষড়বর্গ = ষট্ + বর্গ
ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র
ষড়ানন = ষট্ + আনন
সদানন্দ = সৎ + আনন্দ
সদুপায় = সৎ + উপায়
সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত

১	২	৩	৪	৫
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড (ড়)	ঢ	ণ
ত (ৎ)	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
				ং

২৮. কোনো সন্ধিজাত শব্দের মধ্যে বর্গীয় বর্ণের ৫ম কলামের বর্ণগুলো (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) এবং অনুস্বর (ং) থাকলে অর্থাৎ নাসিক্য বর্ণগুলো থাকলে বিচ্ছেদের সময় তার পরিবর্তে 'ম' বসে।

টেকনিক: ৫ = ম

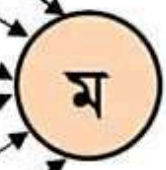

অহংকার = অহম্ + কার
কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ
কিন্তু = কিম্ + তু
কিন্নর = কিম্ + নর
কিম্ভূত = কিম্ + ভূত
কিংকর = কিম্ + কর
কিংবদন্তি = কিম্ + বদন্তি
কিংবা = কিম্ + বা
বারংবার = বারম্ + বার
শঙ্কা = শম্ + কা

সংগঠন = সম্ + গঠন
সংগীত = সম্ + গীত
সংঘ = সম্ + ঘ
সংঘাত = সম্ + ঘাত
সঞ্চয় = সম্ + চয়
সঞ্জয় = সম্ + জয়
সঞ্জীবনী = সম্ + জীবনী
সন্তাপ = সম্ + তাপ
সন্দর্শন = সম্ + দর্শন
সন্ধান = সম্ + ধান

সন্ন্যাস = সম্ + ন্যাস
সম্মান = সম্ + মান
সর্বংসহা = সর্বম্ + সহা
সংকল্প = সম্ + কল্প
সংখ্যা = সম্ + খ্যা
সংবরণ = সম্ + বরণ
সংবাদ = সম্ + বাদ
সংযোগ = সম্ + যোগ
সংযোজন = সম্ + যোজন
সংযম = সম্ + যম

সংলগ্ন = সম্ + লগ্ন
সংলাপ = সম্ + লাপ
সংরক্ষণ = সম্ + রক্ষণ
সংসার = সম্ + সার
সংশপ্তক = সম্ + শপ্তক
সংশয় = সম্ + শয়
সংশোধন = সম্ + শোধন
সংহার = সম্ + হার
স্বয়ংবরা = স্বয়ম্ + বরা
সম্রাট = সম্ + রাট

২৯. পূর্বের নিয়মে আমরা শিখেছি ৫ = ম, অর্থাৎ নাসিক্য বর্ণ থাকলে বিশ্লেষণের সময় তার পরিবর্তে 'ম' বসাতে হবে। এখন যদি নাসিক্য বর্ণগুলো একটি অপরটির সাথে যুক্ত থাকে; যেমন: ন্ম, ণ্ম, ঙ্ম, ন্ন ইত্যাদি তাহলে ১ম নাসিক্য বর্ণের পরিবর্তে ওই বর্গের ১ম বর্ণটি বসবে আর পরের নাসিক্য বর্ণটি অপরিবর্তিত থাকবে।

১	২	৩	৪	৫
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড (ড়)	ঢ	ণ
ত (ৎ)	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম

টেকনিক: ৫ ৫ = ১ ৫

উন্নত = উৎ + নত	উন্মত্ত = উৎ + মত্ত	তন্ময় = তৎ + ময়	**ব্যতিক্রম:**
উন্নতি = উৎ + নতি	উন্মুখ = উৎ + মুখ	তন্মধ্যে = তৎ + মধ্যে	কিন্নর = কিম + নর
উন্নয়ন = উৎ + নয়ন	চিন্ময় = চিৎ + ময়	বাঙ্ময় = বাক + ময়	সন্ন্যাস = সম + ন্যাস
উন্নিদ্র = উৎ + নিদ্র	জগন্নাথ = জগৎ + নাথ	মৃন্ময় = মৃৎ + ময়	সম্মান = সম + মান

৩০. কোনো সন্ধিজাত শব্দের মধ্যে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (ড্ড, চ্চ, জ্জ, ত্ত, প্প, ল্ল, দ্দ) থাকলে বিচ্ছেদের সময় ১ম ব্যঞ্জনের পরিবর্তে 'ৎ / দ' বসবে। এখন 'ৎ' বসবে না কি 'দ' বসবে তা নির্ভর করে বানান অনুযায়ী শব্দ গঠনের ওপর। যেমন: শরচ্চন্দ্র – এখানে 'চ্চ' আছে যার ১ম 'চ' এর পরিবর্তে 'ৎ' বসবে। কারণ 'দ' বসালে 'শরদ' শব্দের কোনো অর্থ হয় না। তার মানে শরচ্চন্দ্র = শরৎ + চন্দ্র। আবার বিপজ্জাল – এখানে 'জ্জ' আছে যার ১ম 'জ' এর পরিবর্তে 'দ' বসবে। কারণ 'ৎ' বসালে 'বিপৎ' শব্দের কোনো অর্থ হয় না। তার মানে বিপজ্জাল = বিপদ + জাল। এরকম বিপজ্জনক = বিপদ + জনক।

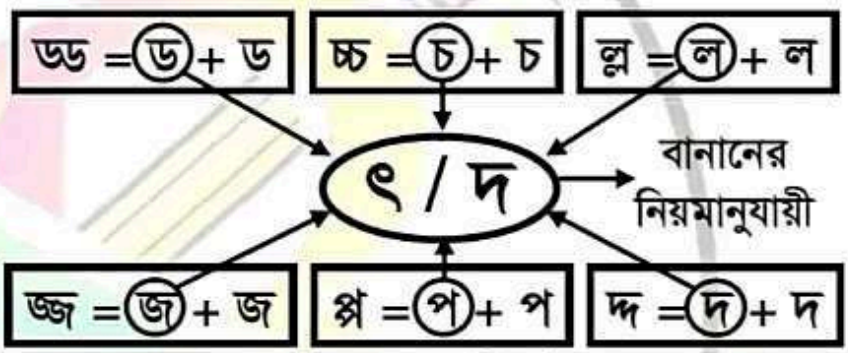

উচ্চারণ = উৎ + চারণ	উল্লাস = উৎ + লাস	চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র	মহড্ঢাল = মহৎ + ঢাল
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল	উল্লম্ফন = উৎ + লম্ফন	জগজ্জীবন = জগৎ + জীবন	যাবজ্জীবন = যাবৎ + জীবন
উজ্জীবিত = উৎ + জীবিত	উল্লিখিত = উৎ + লিখিত	জগজ্জ্যোতি = জগৎ + জ্যোতি	শরচ্চন্দ্র = শরৎ + চন্দ্র
উড্ডয়ন = উৎ + ডয়ন	উল্লেখ = উৎ + লেখ	তজ্জন্য = তৎ + জন্য	সজ্জন = সৎ + জন
উড্ডীন = উৎ + ডীন	উল্লেখ্য = উৎ + লেখ্য	বিপচ্চয় = বিপদ্ + চয়	সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
উল্লঙ্ঘন = উৎ + লঙ্ঘন	কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা	বৃহড্ঢক্কা = বৃহৎ + ঢক্কা	সচ্চিন্তা = সৎ + চিন্তা

বিশেষভাবে লক্ষণীয়

সন্ধিবদ্ধ শব্দের বিশ্লেষণে 'তৎ' হবে না কি 'তদ্' হবে আবার 'উৎ' হবে না কি 'উদ্' হবে তা নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে একেক বইতে একেক রকমভাবে উল্লেখ করা আছে বিধায় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে দ্বিধান্বিত হয়ে যায় কোনটি দাগাবে তা নিয়ে।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ অনুসারে 'উদ্' হচ্ছে 'উৎ' এর সন্ধিবদ্ধ রূপ অর্থাৎ মূলে থাকে 'উৎ' পরে এর সাথে অন্য কোনো শব্দের সন্ধি হলে তা 'উদ্' হয়। যেমন: উৎ + বাহু = উদ্বাহু, উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন ইত্যাদি। তার মানে সন্ধিতে 'উৎ' প্রয়োগ করাই শ্রেয়। তবে পাণিনি ও তার পরবর্তী সংস্কৃত ব্যাকরণ পণ্ডিতেরা সন্ধি-বিচ্ছেদে 'উদ্' ব্যবহার করেছেন। সে অনুসারে কিছু বইয়ে এখনও 'উদ্' ব্যবহার হয়। তার মানে 'উদ্' ব্যবহার করলে ভুল হবে না, তবে অপশনে 'উৎ' থাকলে তা দাগানোই উত্তম। 'তৎ' বা 'তদ্' এর ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণীয়।

৩১. কোনো সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে 'দ্ধ' থাকলে বিচ্ছেদের সময় 'ধ' এর পরিবর্তে 'হ' বসে আর 'দ' এর পরিবর্তে দ / ৎ বসে। এখন 'ৎ' বসবে না কি 'দ' বসবে তা নির্ভর করে বানান অনুযায়ী শব্দ গঠনের ওপর। যেমন: তদ্ধিত – এখানে 'দ্ধ' আছে যার বিচ্ছেদে 'ধ' এর পরিবর্তে 'হ' বসবে যা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর 'দ' এর পরিবর্তে 'ৎ' বসবে। তার মানে তদ্ধিত = তৎ + হিত। আবার পদ্ধতি – এখানে 'দ্ধ' আছে যার বিচ্ছেদে 'ধ' এর পরিবর্তে 'হ' বসবে যা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর 'দ' এর পরিবর্তে 'দ'ই বসবে। কারণ 'ৎ' বসালে হবে 'পৎ' যার কোনো অর্থ নেই। তার মানে পদ্ধতি = পদ + হতি। যেমন:

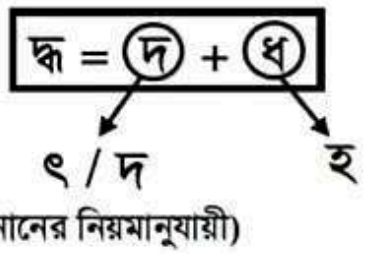

(বানানের নিয়মানুযায়ী)

উদ্ধরণ = উৎ + হরণ	উদ্ধত = উৎ + হত	উদ্ধৃতি = উৎ + হৃতি	পদ্ধতি = পদ্ + হতি
উদ্ধার = উৎ + হার	উদ্ধৃত = উৎ + হৃত	তদ্ধিত = তৎ + হিত	

৩২. কোনো সন্ধিজাত শব্দের মধ্যে 'চ্ছ' থাকলে তা ৩ ভাবে বিচ্ছেদ করা যায়। যথা:

ক. বিচ্ছেদের সময় 'চ' লোপ করে।

খ. বিচ্ছেদের সময় প্রথম 'চ' এর পরিবর্তে বানানের নিয়মানুযায়ী ৎ / দ বসিয়ে।

গ. বিচ্ছেদের সময় 'চ' এর পরিবর্তে 'ৎ' আর 'ছ' এর পরিবর্তে 'শ' বসিয়ে।

সন্ধিবদ্ধ শব্দে 'চ্ছ' থাকলে

বিচ্ছেদ	উচ্ছেদ	উচ্ছ্বাস
ক. বি + ছেদ ✓	ক. উ + ছেদ ✗	ক. উ + ছ্বাস ✗
খ. বিৎ + ছেদ ✗	খ. উৎ + ছেদ ✓	খ. উৎ + ছ্বাস ✗
গ. বিৎ + শেদ ✗	গ. উৎ + শেদ ✗	গ. উৎ + শ্বাস ✓

এখন আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে আর তা হচ্ছে 'চ্ছ' থাকলে যদি ৩টি উপায়েই বিচ্ছেদ করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীরা কীভাবে বুঝবে যে ৩টির মধ্যে কোন উপায়ে বিচ্ছেদ করতে হবে? এর সহজ উত্তর বুঝে যাবেন ডান পাশের ছবির ৩টি শব্দের বিশ্লেষণের দিকে লক্ষ করলেই। ছবিতে উল্লিখিত সবগুলো শব্দেই 'চ্ছ' আছে। আর প্রতিটি শব্দকে সম্ভাব্য ৩টি নিয়মেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লক্ষ করে দেখুন, 'বিচ্ছেদ' শব্দে ক নং নিয়ম, 'উচ্ছেদ' শব্দে খ নং নিয়ম এবং 'উচ্ছ্বাস' শব্দে 'গ' নং নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। সুতরাং এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই যে বিশ্লেষণের সময় কোন নিয়ম অনুসরণ করবেন। ৩টি নিয়মের যেটা দিয়ে বিশ্লেষণ করলে অর্থবহ শব্দ পাবেন সেটাই হবে।

ওপরের ৩টি সন্ধিবদ্ধ শব্দ যেভাবে বিচ্ছেদ করেছি নিচের সন্ধিগুলোও সেভাবে বিচ্ছেদ হবে।

অঙ্গচ্ছেদ = অঙ্গ + ছেদ	উচ্ছেদ = উৎ + ছেদ	তচ্ছক্তি = তৎ + শক্তি	বটচ্ছায়া = বট + ছায়া
অনুচ্ছেদ = অনু + ছেদ	উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস	তচ্ছ্রবণ = তৎ + শ্রবণ	বিচ্ছিন্ন = বি + ছিন্ন
আচ্ছন্ন = আ + ছন্ন	উচ্ছিষ্ট = উৎ + শিষ্ট	পরিচ্ছদ = পরি + ছদ	বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
আপচ্ছান্তি = আপদ + শান্তি	উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল	পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ	বিপচ্ছায়া = বিপদ + ছায়া
আলোকচ্ছটা = আলোক + ছটা	কথাচ্ছলে = কথা + ছলে	পূর্ণচ্ছেদ = পূর্ণ + ছেদ	বৃক্ষচ্ছায়া = বৃক্ষ + ছায়া
একচ্ছত্র = এক + ছত্র	চলচ্ছক্তি = চলৎ + শক্তি	প্রচ্ছদ = প্র + ছদ	মুখচ্ছবি = মুখ + ছবি
উচ্ছন্ন = উৎ + ছন্ন	চলচ্ছবি = চলৎ + ছবি	প্রতিচ্ছবি = প্রতি + ছবি	স্বচ্ছন্দে = স্ব + ছন্দে

৩৩. সন্ধিজাত শব্দে 'ষ' এর সাথে যুক্ত অবস্থায় 'ট ও ঠ' থাকলে বিচ্ছেদের সময় তার পরিবর্তে যথাক্রমে 'ত ও থ' বসে।

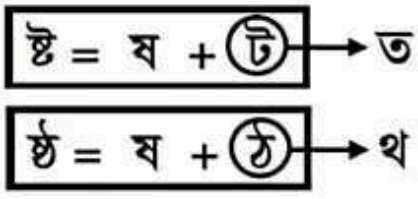

ইষ্টি = ইষ্ + তি	তুষ্ট = তুষ্ + ত	নিষ্ঠা = নিষ্ + থা
কষ্ট = কষ্ + ত	দৃষ্টি = দৃষ্ + তি	বৃষ্টি = বৃষ্ + তি
কৃষ্টি = কৃষ্ + তি	নষ্ট = নষ্ + ত	ষষ্ঠ = ষষ্ + থ

৩৪. মাত্র ৭টি নিয়মে (২৭ নং – ৩৩ নং) আমরা যে টেকনিকগুলো শিখেছি তার দ্বারা প্রায় ৯৫% ব্যঞ্জন সন্ধির বিচ্ছেদ করা সম্ভব। তবে কিছু ব্যঞ্জন সন্ধির বিচ্ছেদ উল্লিখিত টেকনিকে নির্ণয় করা যায় না। এগুলোর ক্ষেত্রে বারবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। এখন আবার আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে যেহেতু এগুলো উল্লিখিত টেকনিকে নির্ণয় করা যায় না তাহলে কি এগুলো নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি? উত্তর না, নিপাতনে সিদ্ধ বলতে বোঝায় যেটা ব্যাকরণের নিয়ম মানে না। লক্ষ করে দেখুন, ২৭ নং থেকে ৩৩ নং পর্যন্ত আমি যে টেকনিকগুলো উল্লেখ করেছি তা কিন্তু সন্ধি গঠনের কোনো নিয়ম না। তা সন্ধিবদ্ধ শব্দ থেকে বিচ্ছেদের আমার বানানো টেকনিকমাত্র। এখন আমার টেকনিক দিয়ে সন্ধি নির্ণয় করা না গেলেই যে তা নিপাতনে সিদ্ধ তা কিন্তু নয়।

ক্ষুণ্নিবৃত্তি = ক্ষুৎ + নিবৃত্তি	রাজ্ঞী = রাজ্ + নী	লব্ধ = লভ্ + ত	বৃংহিত = বৃন্ + হিত
ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুৎ + পিপাসা	দুগ্ধ = দুহ্ + ত	বিমুগ্ধ = বিমুহ্ + ত	সিংহ = সিন্ + হ
যজ্ঞ = যজ্ + ন	বুদ্ধ = বুধ্ + ত	জিঘাংসা = জিঘান্ + সা	হিংসা = হিন্ + সা
যাচ্ঞা = যাচ্ + না	রুদ্ধ = রুধ্ + ত	দংশন = দন্ + শন	প্রশংসা = প্রশন্ + সা

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ বলতে বোঝায় যেগুলো ব্যাকরণের প্রথাগত নিয়ম না মেনে গঠিত হয়েছে সেগুলোকে। নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধির কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো –

একাদশ = এক + দশ	বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি	তস্কর = তৎ + কর	পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি
দ্বাদশ = দ্বি + দশ	আশ্চর্য = আ + চর্য	গোষ্পদ = গো + পদ	বাগেশ্বরী = বাক্ + ঈশ্বরী
ষোড়শ = ষট্ + দশ	হরিশ্চন্দ্র = হরি + চন্দ্র	দ্যুমণি = দিব্ + মণি	
মনীষা = মনস্ + ঈষা	পশ্চার্ধ = পশ্চাৎ + অর্ধ	দ্যুলোক = দিব্ + লোক	

বি. দ্র: ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সম্পাদিত ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইতে 'বনস্পতি' ও 'পরস্পর' শব্দদুটি নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণে দেখতে পাওয়া যায়। ২০২১ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণির নতুন বাংলা ব্যাকরণ বইতে নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণে 'বনস্পতি' ও 'পরস্পর' শব্দদুটির উল্লেখই নেই। 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে 'বনস্পতি (বনঃ + পতি) ও পরস্পর (পরঃ + পর) স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত বিসর্গ সন্ধি।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি মনে রাখার টেকনিক:

ষোড়শী মনীষার একাদশে বৃহস্পতি
তা দেখিয়া আশ্চর্য হরিশ্চন্দ্রের বাগেশ্বরী
তস্কর, গোষ্পদ ও দ্যুমণি
দ্যুলোকের পশ্চার্ধের দ্বাদশ পতঞ্জলি

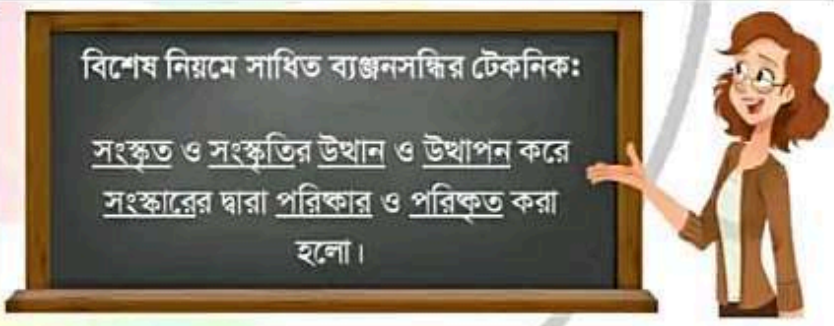

৩৫. বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি:

সম্ + কৃত = সংস্কৃত	উৎ + স্থান = উত্থান	সম্ + কার = সংস্কার	পরি + কৃত = পরিষ্কৃত
সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন	পরি + কার = পরিষ্কার	

৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে ব্যঞ্জন সন্ধি নিয়ে আলোচনা করার পরে বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধির উদাহরণ দেওয়া আছে, কিন্তু নিয়মগুলো বলা নেই। আমি নিয়মগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

নিয়ম – ১: **'উৎ' বা 'উদ' উপসর্গের পর 'স্থা' ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ** (স্থান, স্থিতি, স্থিত, স্থাপন ইত্যাদি) **থাকলে উপসর্গের 'দ' বা 'ৎ' এর স্থানে 'ত' হয় এবং 'স্থা' ধাতুর 'স' লোপ পায়।** যেমন: উৎ + স্থান = উত্থান, উৎ + স্থাপন = উত্থাপন, উৎ + স্থিত = উত্থিত।

নিয়ম – ২: **'সম' ও 'পরি' উপসর্গের পরে 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ** (কৃত, কৃতি, কার, করণ, কারক, কারিকা, ক্রিয়া ইত্যাদি) **থাকলে সম এর 'ম' স্থানে 'ং' হয়, 'পরি' উপসর্গটি ঠিক থাকে এবং 'ক' এর সাথে 'স' যুক্ত হয়।** যেমন: সম + কৃত = সংস্কৃত, সম + কার = সংস্কার, সম + করণ = সংস্করণ, সম + কৃতি = সংস্কৃতি, পরি + কার = পরিষ্কার, পরি + কৃত = পরিষ্কৃত।

বি. দ্র: এখন আপনার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে পরিষ্কার, পরিষ্কৃত – শব্দ দুটিতে 'ষ' কেন? নিয়মে তো বলা আছে 'স' যুক্ত হবে। এর উত্তর হচ্ছে – এখানে ষত্ব বিধি প্রয়োগ হয়েছে।

তৎসম বিসর্গ সন্ধি

৩৬. বস্তুত বিসর্গ (ঃ) কীসের সংক্ষিপ্ত রূপ? = র্ এবং স্ এর।

৩৭. বিসর্গ সন্ধি কত প্রকার? = ২ প্রকার। যথা: র্-জাত বিসর্গ এবং স্-জাত বিসর্গ।

৩৮. বিসর্গ সন্ধি দুইভাবে সাধিত হয়। যথা:

ক) বিসর্গ + স্বর খ) বিসর্গ + ব্যঞ্জন

৩৯. **বিসর্গ সন্ধির সহজ সূত্র:** শব্দের মাঝখানে বিসর্গ (ঃ), ও-কার (ো), র, রেফ (র্) এবং যুক্তবর্ণ হিসেবে শ, স, ষ – এই ৭ টির যেকোনো একটি থাকলেই বুঝতে হবে তা বিসর্গ সন্ধি। যেমন:

অধোগতি = অধঃ + গতি
অন্তরঙ্গ = অন্তঃ + অঙ্গ
অন্তরীপ = অন্তঃ + ঈপ
অন্তর্গত = অন্তঃ + গত
অন্তর্ঘাত = অন্তঃ + ঘাত
অন্তর্ধান = অন্তঃ + ধান
অন্তর্নিহিত = অন্তঃ + নিহিত
অন্তর্বর্তী = অন্তঃ + বর্তী
অন্তর্ভুক্ত = অন্তঃ + ভুক্ত
অহরহ = অহঃ + অহ
অহর্নিশ = অহঃ + নিশা
আবিষ্কার = আবিঃ + কার
আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ
আস্পদ = আঃ + পদ
ইতোমধ্যে = ইতঃ + মধ্যে
ইতস্তত = ইতঃ + তত
চতুরঙ্গ = চতুঃ + অঙ্গ
চতুর্ভুজ = চতুঃ + ভুজ
চতুর্দিক = চতুঃ + দিক
চতুষ্কোণ = চতুঃ + কোণ
চতুষ্পদ = চতুঃ + পদ
জ্যোতিরিন্দ্র = জ্যোতিঃ + ইন্দ্র
জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ + ময়
ততোধিক = ততঃ + অধিক

তপোবন = তপঃ + বন
তিরস্কার = তিরঃ + কার
তিরোধান = তিরঃ + ধান
তেজস্কর = তেজঃ + কর
দুরন্ত = দুঃ + অন্ত
দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা
দুর্ঘটনা = দুঃ + ঘটনা
দুর্জন = দুঃ + জন
দুর্নীতি = দুঃ + নীতি
দুর্ভাগ্য = দুঃ + ভাগ্য
দুর্লভ = দুঃ + লভ
দুর্যোগ = দুঃ + যোগ
দুশ্চরিত্র = দুঃ + চরিত্র
দুশ্চিন্তা = দুঃ + চিন্তা
দুষ্কর = দুঃ + কর
দুষ্কৃতি = দুঃ + কৃতি
দুষ্পাচ্য = দুঃ + পাচ্য
দুষ্প্রাপ্য = দুঃ + প্রাপ্য
দুস্থ = দুঃ + স্থ
দুস্কর = দুঃ + কর
ধনুষ্টঙ্কার = ধনুঃ + টঙ্কার
নভশ্চর = নভঃ + চর
নমস্কার = নমঃ + কার
নিরন্ন = নিঃ + অন্ন

নিরবধি = নিঃ + অবধি
নিরাকার = নিঃ + আকার
নিরাপদ = নিঃ + আপদ
নিরাময় = নিঃ + আময়
নিরাশা = নিঃ + আশা
নির্জন = নিঃ + জন
নির্গত = নিঃ + গত
নির্গমন = নিঃ + গমন
নিশ্চয় = নিঃ + চয়
নিশ্চল = নিঃ + চল
নিশ্চিহ্ন = নিঃ + চিহ্ন
নিশ্ছিদ্র = নিঃ + ছিদ্র
নিষ্কৃতি = নিঃ + কৃতি
নিষ্পাপ = নিঃ + পাপ
নিষ্ফল = নিঃ + ফল
নিস্তেজ = নিঃ + তেজ
পরস্পর = পরঃ + পর
পুনরাগত = পুনঃ + আগত
পুনরায় = পুনঃ + আয়
পুনরুক্ত = পুনঃ + উক্ত
পুনর্জন্ম = পুনঃ + জন্ম
পুরস্কার = পুরঃ + কার
প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
প্রাতরুত্থান = প্রাতঃ + উত্থান

প্রাদুর্ভাব = প্রাদুঃ + ভাব
বয়োজ্যেষ্ঠ = বয়ঃ + জ্যেষ্ঠ
বয়োবৃদ্ধ = বয়ঃ + বৃদ্ধ
বহির্গত = বহিঃ + গত
বনস্পতি = বনঃ + পতি
বাচস্পতি = বাচঃ + পতি
ভাস্কর = ভাঃ + কর
ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র
মনস্কামনা = মনঃ + কামনা
মনস্তাপ = মনঃ + তাপ
মনোজগৎ = মনঃ + জগৎ
মনোভাব = মনঃ + ভাব
মনোরথ = মনঃ + রথ
মনোরম = মনঃ + রম
মনোরঞ্জন = মনঃ + রঞ্জন
মনোহর = মনঃ + হর
যশোভিলাষ = যশঃ + অভিলাষ
যশোলাভ = যশঃ + লাভ
শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ
শিরোধার্য = শিরঃ + ধার্য
সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত

টেকনিকের ব্যতিক্রম:

নীরক্ত = নিঃ + রক্ত | নীরব = নিঃ + রব | নীরস = নিঃ + রস | নীরোগ = নিঃ + রোগ

উল্লিখিত ৪টি শব্দের মাঝে 'র' আছে যা বিসর্গ সন্ধির একটি চিহ্ন। তাই টেকনিক অনুযায়ী বিচ্ছেদের সময় 'র' এর পরিবর্তে বিসর্গ (ঃ) বসার কথা। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি এখানে 'র' এর পরিবর্তে বিসর্গ না বসে এমনিতেই আলাদাভাবে ১ম শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) বসেছে। তাই এগুলো টেকনিকের ব্যতিক্রম। তাই বলে এগুলোকে আবার নিপাতনে সিদ্ধ ভাববেন না। নিপাতনে সিদ্ধ বলতে বোঝায় নিয়মের ব্যতিক্রম। আর এগুলো আমার বানানো টেকনিকের ব্যতিক্রম। টেকনিকের ব্যতিক্রম এরকম আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ হচ্ছে – অতঃ + এব = অতএব। দুস্থ = দুঃ + স্থ

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়: ভাস্কর = ভাঃ + কর (বিসর্গ সন্ধি) তবে ভাস্বর = √ ভাস্ + বর (প্রত্যয় সাধিত শব্দ)।

৪০. **বিসর্গ বজায় থাকে এমন সন্ধিবদ্ধ শব্দ:** সাধারণত বিসর্গ সন্ধিবদ্ধ পদের মধ্যে বিসর্গ বজায় থাকে না। তবে ২য় শব্দের প্রথমে যদি (ক / ক্ষ / খ / প / ফ / শ / স) থাকে তাহলে সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে বিসর্গ বজায় থাকে। **সহজে মনে রাখার জন্য এটা মাথায় রাখুন – সখের পক্ষে শফিক।** যেমন:

অন্তঃকরণ = অন্তঃ + করণ	তপঃসাধন = তপঃ + সাধন	নিঃসঙ্গ = নিঃ + সঙ্গ	মনঃপীড়া = মনঃ + পীড়া
অতঃপর = অতঃ + পর	দুঃসম্পর্ক = দুঃ + সম্পর্ক	পুনঃপুন = পুনঃ + পুন	মনঃপুত = মনঃ + পুত
অধঃপতন = অধঃ + পতন	দুঃসংবাদ = দুঃ + সংবাদ	প্রাতঃকাল = প্রাতঃ + কাল	মনঃশান্তি = মনঃ + শান্তি
অধঃপাত = অধঃ + পাত	দুঃসাহস = দুঃ + সাহস	বয়ঃপ্রাপ্ত = বয়ঃ + প্রাপ্ত	মনঃসাধ = মনঃ + সাধ
অন্তঃপুর = অন্তঃ + পুর	নমঃশিবায় = নমঃ + শিবায়	বয়ঃসন্ধি = বয়ঃ + সন্ধি	যশঃপ্রার্থী = যশঃ + প্রার্থী
অন্তঃসত্ত্বা = অন্তঃ + সত্ত্বা	নিঃশর্ত = নিঃ + শর্ত	বহিঃপ্রকাশ = বহিঃ + প্রকাশ	শিরঃকম্পন = শিরঃ + কম্পন
ইতঃপূর্বে = ইতঃ + পূর্বে	নিঃশ্বাস = নিঃ + শ্বাস	মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট	শিরঃপীড়া = শিরঃ + পীড়া
গলাধঃকরণ = গলাধঃ + করণ	নিঃশেষ = নিঃ + শেষ	মনঃক্ষুণ্ন = মনঃ + ক্ষুণ্ন	

⚠ বিশেষ সতর্কতা

৪০নং নিয়ম অনুযায়ী বিচ্ছেদের সময় ২য় শব্দের শুরুতে যদি (ক / ক্ষ / খ / প / ফ / শ / স) থাকে তাহলে তাহলে সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে বিসর্গ বজায় থাকে। কিন্তু ৩৯নং নিয়মের অনেক উদাহরণে এটা লক্ষ করবেন যে ২য় শব্দের শুরুতে (ক / ক্ষ / খ / প / ফ / শ / স) থাকা সত্ত্বেও সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় থাকেনি। যেমন:

আবিষ্কার = আবিঃ + কার	তেজস্কর = তেজঃ + কর	দুস্কর = দুঃ + কর	নিষ্ফল = নিঃ + ফল
আস্পদ = আঃ + পদ	দুষ্কর = দুঃ + কর	দুস্থ = দুঃ + স্থ	পুরস্কার = পুরঃ + কার
চতুষ্কোণ = চতুঃ + কোণ	দুষ্কৃতি = দুঃ + কৃতি	নমস্কার = নমঃ + কার	বাচস্পতি = বাচঃ + পতি
চতুষ্পদ = চতুঃ + পদ	দুষ্পাচ্য = দুঃ + পাচ্য	নিষ্কৃতি = নিঃ + কৃতি	ভাস্কর = ভাঃ + কর
তিরস্কার = তিরঃ + কার	দুষ্প্রাপ্য = দুঃ + প্রাপ্য	নিষ্পাপ = নিঃ + পাপ	মনস্কামনা = মনঃ + কামনা

এখন কীভাবে মনে রাখবেন যে, কখন ২য় শব্দের শুরুতে (ক / ক্ষ / খ / প / ফ / শ / স) থাকলে বিসর্গ বজায় থাকবে আর কখন থাকবে না। লক্ষ করুন, আপনার পরীক্ষার প্রশ্নে কিন্তু বিচ্ছেদ দেওয়া থাকবে না; সন্ধিবদ্ধ শব্দটি দেওয়া থাকবে। সন্ধিবদ্ধ শব্দে যদি (স / ষ) যুক্তব্যঞ্জন হিসেবে থাকে সেক্ষেত্রে ২য় শব্দের শুরুতে (ক / ক্ষ / খ / প / ফ / শ / স) থাকলে বিসর্গ বজায় থাকবে না। উল্লিখিত সবগুলো উদাহরণেই (স / ষ) যুক্তব্যঞ্জন হিসেবে আছে একারণে সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় নেই।

কিন্তু ৪০নং নিয়মের সবগুলো উদাহরণের দিকে লক্ষ করুন, এখানে সন্ধিবদ্ধ শব্দের মধ্যে (স / ষ) যুক্তব্যঞ্জন হিসেবে অনুপস্থিত। একারণে ২য় শব্দের শুরুতে (ক / ক্ষ / খ / প / ফ / শ / স) থাকায় সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় আছে।

ব্যতিক্রম: দুঃস্বপ্ন = দুঃ + স্বপ্ন, নিঃস্ব = নিঃ + স্ব, স্বতঃস্ফূর্ত = স্বতঃ + স্ফূর্ত – এই তিনটি শব্দে (স / ষ) যুক্তব্যঞ্জন হিসেবে থাকলেও সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় আছে।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[৩৫তম BCS; রা.বি ২০১৬-১৭; ব.বি-গ ২০১২-১৩]*

A. দ্বীপ + আয়ন B. দ্বীপ + অয়ন
C. দ্বিপ + অনট D. দ্বীপ + অনট **উ: A**

ব্যাখ্যা: বাজারে প্রচলিত বেশিরভাগ বইতেই এর উত্তর দ্বীপ + অয়ন দেওয়া আছে যা নিঃসন্দেহে ভুল। অনেক বইতে দ্বীপ + অয়ন শব্দটির পক্ষে যুক্তিও স্থাপন করা হয়েছে।

প্রচলিত বইয়ের ভুল ব্যাখ্যা: 'দ্বীপ' শব্দের অর্থ জলবেষ্টিত স্থান, আর অভিধানে 'অয়ন' শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে ভূমি, পথ বা আশ্রয় এবং 'আয়ন' শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কণা। সে হিসেবে, বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কণাটি (আয়ন) জলবেষ্টিত (দ্বীপ) – সংগতিপূর্ণ হয় না। বরং ভূমিটি (অয়ন) জলবেষ্টিত (দ্বীপ) – অর্থ সংগতিপূর্ণ তাই দ্বীপ + অয়ন সঠিক উত্তর। এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা।

আভিধানিকভাবে সঠিক ব্যাখ্যা: অভিধান অনুযায়ী 'অয়ন' শব্দের অর্থ কেবল ভূমি নয়, যুদ্ধভূমি (আধুনিক বাংলা অভিধান পৃ. ৯২)। এখন তাহলে চিন্তা করুন 'দ্বৈপায়ন' শব্দটির অর্থ কী? অভিধানে 'দ্বৈপায়ন' শব্দের অর্থ দেওয়া আছে দ্বীপে জাত। অবশ্য মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেবের জন্ম দ্বীপে হয়েছে বলে তার অপন নাম দ্বৈপায়ন। এবার আসা যাক 'আয়ন' শব্দে। 'আয়ন' শব্দের আভিধানিক অর্থ বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কণা – এটা ঠিক আছে। কিন্তু লক্ষ করতে হবে 'আয়ন' কী হিসেবে বসেছে এখানে? শব্দ হিসেবে না প্রত্যয় হিসেবে। আমরা একটু লক্ষ করলে দেখব, সন্ধির ক্ষেত্রে কখনোই পরবর্তী স্বর যুক্ত হলে প্রথম শব্দের আদিস্বর বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। এটা হয় প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে। তার মানে 'দ্বীপ' শব্দের সঙ্গে 'আয়ন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'দ্বৈপায়ন' শব্দটি হয়েছে। এরূপ – বৎস্য + আয়ন = বাৎস্যায়ন, বদর + আয়ন = বাদরায়ন
রেফারেন্স: জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' পৃ. ১৩২

বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধানে' দ্বৈপায়ন শব্দটির বিশ্লেষণ দেওয়া আছে 'দ্বীপ + অয়ন + অ'। এটা দেখে অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন যে, দ্বীপ + অয়ন-ও তো হতে পারে। কিন্তু না, কারণ এর শেষে একটা 'অ' যুক্ত আছে। মূলত 'আয়ন' প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করে অভিধানে 'অয়ন + অ' দেওয়া আছে।

২. 'রবীন্দ্র' – এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[৩৬তম BCS; একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার ১৮; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ১৮; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (দ্বিতীয় পর্যায়) ১৯]*

A. রবী + ইন্দ্র B. রবী + ঈন্দ্র
C. রবি + ইন্দ্র D. রবি + ঈন্দ্র **উ: C**

৩. 'দুরবস্থা' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[৩৯তম BCS, চ. বি. B ২০১১-১২]*

A. দুর + বস্থা B. দূর + বস্থা
C. দূর + অবস্থা D. দুঃ + অবস্থা **উ: D**

৪. 'সদ্যোজাত' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[৩৮তম BCS, বাংলাদেশ কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় ২১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর থানা পরিসংখ্যান ২০২০]*

A. সৎ + জাত B. সদ্যো + জাত
C. সদ্যঃ + জাত D. সদ্য + জাত **উ: C**

৫. 'দ্যুলোক' শব্দের যথার্থ সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৫তম BCS; দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিমি. সহকারী ব্যবস্থাপক (জেনারেল) ২১, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭জেলা) ৩০ অক্টোবর ২০১৫; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান এসিস্টেন্ট অফিসার ১৪; প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৩; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী) ২০১২]*

A. দুঃ + লোক B. দিব্ + লোক
C. দ্বি + লোক D. দ্বিঃ + লোক **উ: B**

৬. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ – *[৩০তম BCS; প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৪; কু.বি. B ২০১৫-১৬, চ.বি. A ২০১৩-১৪, B ২০১১-১২]*

A. বাগ + অম্বর B. বাগ + আড়ম্বর
C. বাক্ + অম্বর D. বাক্ + আড়ম্বর **উ: D**

৭. 'জনৈক' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ – *[২৯তম BCS; Rajshahi Krishi Unnayan Bank Senior Officer 10; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ১৯; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব / সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) - ১৭; চ.বি-ক ০২-০৩]*

A. জন + ইক B. জন + এক
C. জনৈ + এক D. জন + ঈক **উ: B**

৮. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? *[২৭তম BCS, Rupali Bank Ltd. Senior Officer 2019; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), সহকারী ব্যবস্থাপক ২০২০, খু. বি. S ২০১৫-১৬, প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ডেলটা) ২০১৪]*

A. বাক্ + দান = বাগদান
B. উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
C. পর + পর = পরস্পর
D. সম + সার = সংসার **উ: C**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের অপশন অনুযায়ী সর্বোত্তম উত্তর C. তবে বর্তমানে 'পরস্পর' শব্দটি বিসর্গ সন্ধিসাধিত বলে ধরতে হবে। বিস্তারিত জানতে ৮৬ পৃষ্ঠার 'নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন' সন্ধি অংশ পড়ুন।

৯. সন্ধির প্রধান সুবিধা কি? *[১৮তম BCS; বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক ২০১৫, রা.বি-এ (জোড়) ২০১৫-১৬]*

A. পড়ার সুবিধা B. লেখার সুবিধা
C. উচ্চারণের সুবিধা D. শোনার সুবিধা **উ: C**

১০. 'প্রাতরাশ'-এর সন্ধি – *[২৩তম BCS (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান); খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০২১, Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2010, ব.বি-খ ২০১৩-১৪; জা.বি-২০১২-১৩; র.বি-ক ২০১২-১৩; ঢা.বি-ক ২০১১-১২; ঢা.বি-খ খ ২০১২-১৩, খ ২০০১-০২, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (শাপলা) ০৯]*

A. প্রাত + রাশ B. প্রাতঃ + রাশ
C. প্রাতঃ + আশ D. প্রাত + আশ **উ: C**

১১. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? *[১৮তম BCS; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (২২ জেলা) ২০১৫; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইন্সপেক্টর / এপ্রেইজার / প্রিভেন্টিভ অফিসার / গোয়েন্দা কর্মকর্তা ২০১০; সপ্তম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১২; বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী ২০১২]*

A. রূপতত্ত্ব B. ধ্বনিতত্ত্ব
C. পদক্রম D. বাক্য প্রকরণ **উ: B**

১২. ষড়ঋতু শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – *[১৭তম BCS; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্টাফ অফিসার এবং সহকারী পরিচালক ২০১৬; আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০০৪; সহকারী পরিচালক (পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন) ২০০৩]*

A. ষড় + ঋতু B. ষড় + ঋতু
C. ষট + ঋতু D. ষট্ + ঋতু **উ: D**

১৩. সন্ধি-সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? *[৩২তম BCS; মু.বি-বি ২০১৭-১৮; জ.বি-গ ২০১৬-১৭]*

A. ব্যঞ্জন ধ্বনি B. স্বরধ্বনি
C. নিপাতনে সিদ্ধ D. বিসর্গ সন্ধি **উ: D**

১৪. 'রত্নাকর' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ – *[১০ম BCS; রা.বি-ই ১২-১৩, রা.বি- ০৯-১০; ই.বি-ছ ০৫-০৬, ০৪-০৫; জা.বি-২০০৪-০৫]*

A. রত্না + কর B. রত্ন + কর
C. রত্না + আকার D. রত্ন + আকর **উ: D**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৫. 'বর্জন' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[Agrani Bank Ltd. Officer 10, বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের অফিসার ২০১৭]*

A. বুজ + অর্জন B. বৃ + অর্জন
C. বর + জন D. বৃজ + অন **উ: D**

১৬. সন্ধির নিয়মানুসারে ঈ + অ = ? *[Bangladesh Bank Asst. Director (General) 2018]*

A. য্ + আ B. য্ + অ
C. আ + য্ D. অ + য্ **উ: B**

১৭. কোনটি শুদ্ধ? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ২০১৪]*

A. অতঃ + এব B. পরিঃ + কার
C. একঃ + ছত্র D. পরিঃ + চ্ছদ **উ: A**

১৮. 'দর্শনীয়' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[Probashi Kallayan Bank Executive Officer (Cash) 2019, প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৩]*

A. দৃশ + অনীয় B. দৃশ্য + নীয়
C. দৃশ্য + অনীয় D. দৃশ + নীয় **উ: A**

১৯. 'ক্ষুণ্নিবৃত্তি' শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১৪]*

A. ক্ষুধা + নিবৃত্তি B. ক্ষুণ + নিবৃত্তি
C. ক্ষুণ্নি + বৃত্তি D. ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি **উ: D**

২০. 'গতানুগতিক' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০]*

A. গত + আনুগতিক B. গতা + অনুগতিক
C. গত + অনুগতিক D. গতানু + গতিক **উ: C**

২১. 'পুরাধ্যক্ষ' শব্দের বিচ্ছেদ কোনটি? *[অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ১০]*

A. পুর + আধ্যক্ষ B. পুর + অধ্যক্ষ
C. পুরা + অধ্যক্ষ D. পুরা + আধ্যক্ষ **উ: B**

২২. 'উদ্ধার' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[Joint 5 Banks Officer (Cash) 2020, চ. বি. E ২০১৫-১৬]*

A. উৎ + হার B. উৎ + ধার
C. উত + হার D. উদ্ + ধার **উ: A**

২৩. 'জগজ্জীবন' শব্দটি সন্ধির কোন নিয়ম অনুসরণে করা হয়েছে? *[2 Govt. Banks Officer (General) 2019]*

A. ত + ঝ = জ্জ B. দ + জ = জ্জ
C. দ + ঝ = জ্জ D. ত + জ = জ্জ **উ: D**

২৪. 'গবেষণা' শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[রা. বি. ক (বিজোড়) ২০১৪-১৫, চ. বি. ক ২০১৩-১৪, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সহকারী পরিচালক ২০২০, ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২) ২০১৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (প্রথম পর্যায়) ১৯]*

A. গব + এষণা B. গো + এষণা
C. গো + ষণা D. গ + বেষণা **উ: B**

২৫. 'সতীশ' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[Joint 4 Govt. Banks Officer (General) 2019; ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২) ২০১৫]*

A. সতি + ইশ B. সতী + ইশ
C. সতি + ঈশ D. সতী + ঈশ **উ: D**

২৬. কোনটি অশুদ্ধ? *[Joint 2 Govt. Banks Officer (IT) 2019, চ. বি. F ২০১৬-১৭]*

A. মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট
B. প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল
C. মনঃ + কামনা = মনঃকামনা
D. অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ **উ: C**

২৭. 'পশ্বধম' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কী? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer 2019, চ. বি. ঘ ২০১৫-১৬]*

A. পশু + অধম B. পশ্বা + অধম
C. পশ্বা + অধম D. পশু + ধম **উ: A**

২৮. 'মহর্ষি' শব্দের সঠিক সন্ধি কোনটি? *[PolliKarma Sahayak Foundation (PKSF) Asst. Manager 2019]*

A. মহ + আর্ষি B. মহো + ঋষি
C. মহা + অর্ষি D. মহা + ঋষি **উ: D**

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

২৯. কোনটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ? *[Joint 4 Govt. Banks Oficer (General) 2019]*

A. উৎ + শাস = উচ্ছ্বাস
B. উৎ + ডীণ = উড্ডীন
C. লভ + ধ = লব্ধ
D. বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা

উ: D

৩০. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer 2019]*

A. পরিষ্কার
B. ষড়ানন
C. আশ্চর্য
D. সংস্কার

উ: C

৩১. 'বৃষ্টি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[Probashi Kallayan Bank Executive Officer (Cash) 2019, Standard Bank Limited, Asst. Officer 2012, Bangladesh Bank Asst. Director 2011, প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৩ (সুরমা), তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক গ্রেড-২ ২০০৩, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (টগর) ২০১১]*

A. বৃষ + টি
B. বৃষ + তি
C. বৃশ + তি
D. বৃ + তি

উ: B

৩২. 'নবোঢ়া' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[Joint 6 Govt. Banks & 2 Financial Institutes Senior Officer (General) 2019, জ. বি. C ১৬-১৭, রা. বি. A ১২-১৩, ০৯-১০, ২০০৪-০৫]*

A. নব + উঢ়া
B. নবো + উঢ়া
C. নৌ + ওঢ়া
D. নব + উঢ়া

উ: D

৩৩. 'ক্ষুধার্ত' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২১, Janata Bank Ltd. Asst. Executive (Teller) 2019, তিতাস গ্যাস লি. অফিসার ১৮, সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, উপসহকারী প্রকৌশলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৬, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৫ জেলা) ২৭ জুন ২০১৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১২, Bangladesh Krishi Bank Data Entry Control Operator 2012, Uttara Bank Limited Asst. Officer (Cash) 2011]*

A. ক্ষুধা + ঋত
B. ক্ষুধ + আর্ত
C. ক্ষুধা + রত
D. ক্ষুধার + ত

উ: A

৩৪. জাতি + অভিমান = ? *[Probashi Kallayan Bank Executive Officer (Cash) 2018]*

A. জাত্যাভিমান
B. জাত্যভিমান
C. জাতিভিমান
D. জাতভিমান

উ: B

৩৫. কোনটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ? *[Probashi Kallayan Bank Executive Officer (Cash) 18, Agrani Bank Ltd. Officer 10]*

A. সম্ + চয় = সঞ্চয়
B. রাজ + ঙ্গী = রাঙ্গী
C. শ + অন = শয়ন
D. মনো + কষ্ট = মনঃকষ্ট

উ: A

৩৬. 'অত্যধিক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[বাংলাদেশ কৃষি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৮, খাদ্য অধিদপ্তরের উপ খাদ্য পরিদর্শক ২০১২, রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৩]*

A. অতি + ধিক
B. অতি + অধিক
C. অত্যা + অধিক
D. অ + তাধিক

উ: B

৩৭. বিসর্গ সন্ধির একটি উদাহরণ হলো – *[Joint 2 Banks & Financial Institution (Officer) 2018]*

A. সংস্কৃত
B. আচ্ছন্ন
C. জ্যোতিরিন্দ্র
D. গোষ্পদ

উ: C

৩৮. 'স্বাধীন' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ক্যাশিয়ার) ২০১৮, সহকারী উপজেলা থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO) ২০১৬]*

A. স + অধীন
B. সু + অধীন
C. স্ব + অধীন
D. স্ব + অধিন

উ: C

৩৯. 'প্রাতঃকাল' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কানটি? *[Bangladesh Krishi Bank Officer 2017]*

A. প্রাতঃ + কাল
B. প্রাত + কাল
C. প্রাত্ + কাল
D. প্রাতশ + কাল

উ: A

৪০. 'গায়ক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 17, Rupali Bank Ltd. Senior Officer 2010, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তৃতীয় পর্যায়) ১৯]*

A. গা + ওক
B. গা + য়ক
C. গা + অক
D. গৈ + অক

উ: D

৪১. নিচের কোন সন্ধি বিচ্ছেদটি শুদ্ধ নয়? *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]*

A. অগ্নি + উৎপাত = অগ্ন্যুৎপাত
B. বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়
C. অতি + অধিক = অত্যাধিক
D. পুনঃ + বণ্টন = পুনর্বণ্টন

উ: C

৪২. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: 'নরাধম'? *[Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla) Upper Division Assistant 2017]*

A. নর + আধম
B. নর + অধম
C. নর + ধম
D. কোনোটিই নয়

উ: B

৪৩. 'মনীষা' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[খাদ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০২১, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার ২০১৮, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১৮, Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla) Upper Division Assistant 2017, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার ২০১২, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কপোতাক্ষ) ২০১০, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) ২০১০, বিজেএস (সহকারী জজ) প্রিলিমিনারি টেস্ট ২০০৭, য. প্র. বি. ২০১৭-১৮, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় A ২০১৫-১৬, রা. বি. ২০১৪-১৫, ব. বি. খ ২০১৩-১৪, জা. বি. আইবিএ ২০১২-১৩, জ. বি. ক ২০১০-১১, জা. বি. আইবিএ ২০১১-১২]*

A. মনী + ঈশা
B. মনস্ + ঈষা
C. মণী + ঈষা
D. মনস + ঈশা

উ: B

৪৪. 'বিষয় বহির্ভূত অথচ প্রচলিত' – ব্যাকরণে একে বলা হয় – *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017, ব. বি. ঘ ২০১৫-১৬]*

A. ব্যতিক্রম
B. অনিয়ম
C. ব্যাভিচার
D. নিপাতনে সিদ্ধ

উ: D

৪৫. সন্ধি সহযোগে গঠিত শুদ্ধ শব্দ কোনটি? *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*

A. প্রীত্যান্তে B. বৃহদংশ
C. দুরাবস্থা D. জাত্যাভিমান **উ: B**

৪৬. 'সংগীত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১৩, Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2010, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (গোলাপ) ০৯]*

A. সং + গীত B. সং + গিত
C. সম + গিত D. সম্ + গীত **উ: D**

৪৭. 'দৃষ্টান্ত' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[Agrani Bank Limited Officer 2010]*

A. দৃষ্টি + অন্ত B. দৃষ্ট + আন্ত
C. দৃষ্টি + আন্ত D. দৃষ্ট + অন্ত **উ: D**

৪৮. 'পর্যালোচনা' সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ – *[Bangladesh Bank Cash Officer 2011, Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Senior Officer 2011, রা. বি. ২০০৯-১০, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দানিয়ুব) ১৩]*

A. পর্য + আলোচনা B. পর্যা + লোচনা
C. পরি + আলোচনা D. পরি + লোচনা **উ: C**

৪৯. 'মৃন্ময়' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. Deputy Asst. Engineer 2011, Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017 (cancelled), অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্টমাস্টার ২০১৬, প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (২২ জেলা) ২০১৫]*

A. মৃন + ময় B. মৃং + ময়
C. মৃৎ + ময় D. মৃঃ + ময় **উ: C**

৫০. বক + কচ্ছপ = 'বকচ্ছপ' এই রীতিতে গঠিত শব্দকে বলা হয় – *[জনতা ব্যাংক লি. এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১৫]*

A. সন্ধিবদ্ধ শব্দ B. জোড়কলম
C. নিপাতনে সিদ্ধ শব্দ D. মিশ্র শব্দ **উ: B**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর অনেক বইতে সন্ধিবদ্ধ শব্দ পাওয়া গেলেও তা বইটির মুদ্রণজনিত ভুল। এটি মূলত জোড়কলম শব্দ। একটি শব্দ বা তার অংশ বিশেষের সাথে অন্য শব্দের অংশবিশেষ যোগ করে যদি নতুন একটি শব্দ তৈরি করা হয়, তবে তাকে জোড়কলম শব্দ বলে। যেমন: আরবি 'মিন্নৎ' শব্দের সাথে সংস্কৃত শব্দ 'বিনতি' শব্দের শেষ অংশ যোগ করে হয়েছে 'মিনতি'। বাংলা 'তফাৎ' ও 'ইংরেজি' difference যোগ করে হয়েছে 'তফারেন্স'। এরূপ – ঝট + তড়িৎ = ঝটিৎ, ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা, হাঁস + সজারু = হাঁসজারু, বক + কচ্ছপ = বকচ্ছপ, হাতি + তিমি = হাতিমি, স্নান + সাঁতার = স্নাতার, সিংহ + ব্যাঘ্র = সিংঘ্র, প্রেমিকা + সেবিকা = প্রেবিকা, ঘুস + উৎসাহ = ঘুৎসাহ ইত্যাদি। সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন B.

৫১. 'শশাঙ্ক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla), Asst. Manager (Admin) 2011, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৬]*

A. শশ + অঙ্ক B. শস + অঙ্ক
C. শশা + অঙ্ক D. শম + অঙ্ক **উ: A**

৫২. 'অহরহ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Senior Officer 2010, Agrani Bank Limited Officer 2010, সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৯, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৮, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দাজলা) ১৩, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সহকারীর ইনস্ট্রাক্টর (পিইডিপি-৩) ২০১৮, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (শিউলী) ২০০৯, রা. বি. E ২০১৪-১৫, জ. বি. D ২০১৫-১৬, জ. বি. B ২০১১-১২, ঢা. বি. C ২০১৭-১৮]*

A. অহ + রহ B. অহঃ + রহ
C. অহো + রহ D. অহঃ + অহ **উ: D**

৫৩. 'ব্যর্থ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো – *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Senior Officer 2010, Rupali Bank Ltd. Officer 2010, প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (২২ জেলা) ২০১৫, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) এর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০০৯, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৫, ঢা.বি. খ ২০২০-২১, কবি. ন. ক ২০১৬-১৭, ঢা. বি. গ ২০১০-১১]*

A. বি + অর্থ B. ব্যা + অর্থ
C. বি + আর্থ D. ব্য + অর্থ **উ: A**

৫৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: তিরস্কার – *[Dutch-Bangla Bank Limited Management Trainee Officer 2012]*

A. তিরস + কার B. তির + স্কার
C. তিরঃ + কার D. তিরসঃ + কার **উ: C**

৫৫. 'শীতার্ত' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[Karmasangsthan Bank Asst. Officer (General / Cash) 12, জ. বি. E ২০১৫-১৬, কারা তত্ত্বাবধায়ক ১৩, কর্মসংস্থান ব্যাংক এসিস্ট্যান্ট অফিসার ১২]*

A. শীত + তার্ত B. শীত + আর্ত
C. শীত + আরত D. শীত + ঋত **উ: D**

৫৬. 'বিদ্যালয়' এর সন্ধি বিচ্ছেদ – *[Exim Bank Ltd. Officer (Cash) 2011, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (জবা) ২০০৯]*

A. বিদ্যা + আলয় B. বিদ্যা + লয়
C. বিদ্য + আলয় D. বিদ + আলয় **উ: A**

৫৭. 'সংলাপ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ: *[Investment Corporation of Bangladesh (ICB) Officer 2011, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়) ২০১৯]*

A. সম্ + লাপ B. সং + লাপ
C. স + আলাপ D. সু + আলাপ **উ: A**

৫৮. 'পরস্পর' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. Deputy Asst. Engineer 2011, Agrani Bank Limited Officer 2010]*

A. পরস + পর B. পর + পর
C. পরসঃ + পর D. পরঃ + পর **উ: D**

৫৯. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? *[Pubali Bank Limited Senior Officer 2011, খু.বি. (আইন বিভাগ) ২০১৬-১৭]*

A. বাক্ + দান = বাগদান
B. জল + ওকা = জলৌকা
C. নিঃ + রব = নীরব
D. ষট্ + দশ = ষোড়শ **উ: D**

৬০. পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে কী বলে? *[জাতীয় নিরপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭, ১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল / সমপর্যায় ২) ২০১৭, SESIP উপজেলা / থানা একাডেমিক সুপারভাইজার ২০১৫, রা. বি. I ২০১৫-১৬, ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৪, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১, ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার ২০১০, Exim Bank Limited Asst. Officer 2010]*

A. ধ্বনি বিপর্যয় B. অপিনিহিতি
C. সমাস D. সন্ধি **উ: D**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৬১. কোন সন্ধি বিচ্ছেদটি ভুল? *[সাধারণ বিমা কর্পোরেশন জুনিয়র অফিসার ২০১৯, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১৫]*

A. সু + অল্প = স্বল্প B. গৈ + অক = গায়ক
C. আ + চর্য = আশ্চর্য
D. দু + লোক = দ্যুলোক **উ: D**

৬২. 'ঢাকেশ্বরী' শব্দের প্রকৃত সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (NSI) ফিল্ড স্টাফ ২০২১]*

A. ঢাকে + ঈশ্বরী B. ঢাক + ঈশ্বরী
C. ঢাকা + ঈশ্বরী D. ঢাকাই + ঈশ্বরী **উ: C**

৬৩. নিচের কোন ক্ষেত্রে সন্ধি করা অনুচিত? *[জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (NSI) ফিল্ড স্টাফ ২০২১]*

A. বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সন্ধি করা অনুচিত
B. সমাসবদ্ধ পদে সন্ধি করা অনুচিত
C. ধাতুর সঙ্গে প্রযুক্ত উপসর্গের সন্ধি করা অনুচিত
D. কোনোটিই নয় **উ: A**

৬৪. 'মনোযোগ' শব্দটি কোন সন্ধির নিয়মে গঠিত? *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৮]*

A. নিপাতনে সিদ্ধ B. ব্যঞ্জন সন্ধি
C. বিসর্গ সন্ধি D. স্বর সন্ধি **উ: C**

৬৫. দুটি ধ্বনির পরস্পরের মিলনকে কী বলে? *[জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (NSI) ফিল্ড স্টাফ ২০১৭, ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৪]*

A. সন্ধি B. কারক
C. সমাস D. প্রত্যয় **উ: A**

৬৬. 'মাথায়' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের অফিসার ২০১৭]*

A. মাথা + আয় B. মাথা + য়
C. মাথা + য় D. মাথা + এ **উ: D**

৬৭. কোনটি নির্ভুল? *[সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার ২০০৯]*

A. দূঃ + ঘটনা = দূর্ঘটনা
B. দূর + ঘটনা = দূর্ঘটনা
C. দুঃ + ঘটনা = দূর্ঘটনা
D. দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা **উ: D**

৬৮. কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ? *[১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]*

A. অহরহ B. হিমালয়
C. সংসার D. বনস্পতি **উ: B**

৬৯. কাঁদ + না – এটি কোন সন্ধি? *[১২তম প্রভাষক নিবন ২০১৫]*

A. স্বরসন্ধি B. ব্যঞ্জন সন্ধি
C. খাঁটি বাংলা সন্ধি D. বিসর্গ সন্ধি **উ: C**

৭০. 'ছেলেমি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]*

A. ছে + লেমি B. ছেলে + মি
C. ছেলে + আমি D. ছে + এলেমি **উ: C**

৭১. 'রূপালি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ ২০১৩]*

A. রূপা + আলি B. রূপ + আলি
C. রূপা + লি D. রূপ + লি **উ: A**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে সঠিক ও শুদ্ধ বানান রুপালি যার বিচ্ছেদ – রুপা + আলি। তবে ব্যাংকের নামের ক্ষেত্রে তা 'রূপালী' হবে। এবিষয়ে 'বাংলা বানান শুদ্ধীকরণ' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রশ্নে প্রদত্ত সন্ধিবদ্ধ শব্দ ও অপশন অনুযায়ী সর্বোত্তম সঠিক উত্তর অপশন A হবে।

৭২. 'বিচ্ছিন্ন' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ করুন – *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ পর্যায়) ১৯, রা. বি. E (বিজোড়, জোড়) ২০১৫-১৬, Social Development Foundation Cluster IT Asst. / Data Entry Operator 12, অর্থমন্ত্রণালয়ের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর ক্লাস্টার আইটি অ্যাসিসটেন্ট / ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১২]*

A. বিচ + ছিন্ন B. বিৎ + ছিন্ন
C. বি + ছিন্ন D. বিৎ + ছিন **উ: C**

৭৩. 'মনস্তাপ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[SESDP থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৫, ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৪, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (বিটা) ২০১৪, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ইছামতি) ২০১০]*

A. মনঃ + তাপ B. মন + তাপ
C. মনস + তাপ D. মনো + তাপ **উ: A**

৭৪. 'পরীক্ষা' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে নিয়োগ পরীক্ষা ২০২১, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৪, ৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (জবা) ২০০৯, জ. বি. গ ১৬-১৭; কবি. ন. ক ১৬-১৭]*

A. পরি + ঈক্ষা B. পরি + ইক্ষা
C. পরিঃ + ঈক্ষা D. পরিঃ + ইক্ষা **উ: A**

৭৫. 'বিচ্ছেদ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (CGDF) এর কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১৯, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (হায়াংহো) ২০১৩]*

A. বিৎ + ছেদ B. বি + ছেদ
C. বিচ্ + ছেদ D. বিঃ + ছেদ **উ: B**

৭৬. 'দুর্যোগ' এর সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৭, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর মাঠকর্মী ২০১৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী ২০১১, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০১]*

A. দুহঃ + যোগ B. দুর + যোগ
C. দুঃ + যোগ D. দুরঃ + যোগ **উ: C**

৭৭. 'দুশ্চরিত্র' এর সন্ধি বিচ্ছেদ – *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) শরৎ ২০১০]*

A. দুশ্চ + চিত্র B. দু + চরিত্র
C. দুঃ + চরিত্র D. দুশঃ + চরিত্র **উ: C**

৭৮. 'অত্যন্ত' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) হেমন্ত ২০১০]*

A. অতি + অন্ত B. অতী + অন্ত
C. অতৎ + অন্ত D. অত + অন্ত **উ: A**

৭৯. 'ধনুষ্টংকার' এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার ২০১২, খু. বি. B ২০১৯-২০]*

A. ধনুষ + টঙ্কার B. ধনু + টঙ্কার
C. ধনুঃ + টঙ্কার D. ধনুট + ঙ্কার **উ: C**

ব্যাখ্যা: 'ধনুষ্টংকার' শব্দের মাঝখানে 'ষ' যুক্তাবস্থায় আছে যা বিসর্গ সন্ধিবদ্ধ শব্দের একটি চিহ্ন। মূল অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, কোনো শব্দের মধ্যে বিসর্গ সন্ধির কোনো চিহ্ন থাকলে বিচ্ছেদের সময় তার পরিবর্তে বিসর্গ (ঃ) বসে। তার মানে ধনুষ্টংকার = ধনুঃ + টংকার।

তবে লক্ষ করার মতো আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে 'ধনুষ্টংকার' শব্দের সঠিক বানান হচ্ছে প্রশ্নে যেটা উল্লেখ আছে সেটা। সে অনুযায়ী 'টংকার' শব্দের বানানে অনুস্বর বসবে। কিন্তু অপশনের সবগুলোতেই 'টঙ্কার' বানানে 'ঙ' দেওয়া আছে। তাই অপশন বিবেচনা করে ধনুঃ + টঙ্কার সঠিক উত্তর। তবে অপশনে যদি ধনুঃ + টংকার থাকতো তাহলে তাই সঠিক উত্তর হতো। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

৮০. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন – 'পুরস্কার'? *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর সহকারী পরিচালক ২০১৭, রা.বি. D ২০১৬-১৭, খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক / উপ খাদ্য পরিদর্শক ২০১১, জা.বি. E ২০১৮-১৯]*

A. পুর + কার B. পুর + শকার
C. পুরঃ + কার D. পুরস + কার **উ: C**

৮১. 'বৈঠক' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হচ্ছে – *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তিতাস) ২০১০]*

A. বৈঠ্ + অক B. বৈঠ + ক
C. বৈ + ঠক D. বি + ঠক **উ: A**

৮২. 'দিগন্ত' এর সন্ধি বিশ্লেষণ – *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব শিক্ষক (তিতাস) ২০১০]*

A. দিক্ + অন্ত B. দি + অন্ত
C. দিগ্ + অন্ত D. দিখ্ + অন্ত **উ: A**

৮৩. 'তৃষ্ণার্ত' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর ২০১৯, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৯, রা.বি. A ২০১৮-১৯, D ২০১৪-১৫, কারা তত্ত্বধায়ক ২০১৩, জাতীয় বি. C ২০০৯-১০, থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার ১৯৯৫]*

A. তৃষ্ণা + আর্ত B. তৃষ্ণা + ঋত
C. তৃষ্ণা + যর্ত D. তৃষ্ণা + রিত **উ: B**

৮৪. 'অন্বেষণ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করুন – *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১৮]*

A. অন্ব + এষণ B. অনু + এষণ
C. অন্ব + এষন D. অন + এষণ **উ: B**

৮৫. সন্ধির উদ্দেশ্য কোনটি? *[প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৪]*

A. ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি B. বর্ণের মিল
C. শব্দের মিলন D. শব্দগত মাধুর্য সৃষ্টি **উ: A**

৮৬. 'সদাশয়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দাজলা) ২০১৩]*

A. সদ + আশয় B. সদা + আশয়
C. সৎ + আশয় D. সৎ + শয় **উ: C**

ব্যাখ্যা: সদালাপ, সদাচার, সদাচরণ, সদাশয় – এই শব্দগুলোর সন্ধি বিচ্ছেদ করতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীই তালগোল পাকিয়ে ফেলে। সৎ + আলাপ = সদালাপ না কি সদা + আলাপ = সদালাপ? সৎ + আশয় = সদাশয় না কি সদা + আশয় = সদাশয়? এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ হচ্ছে বিচ্ছেদের পর প্রথমাংশে 'সৎ' বসালেও তার অর্থ হয় আবার 'সদা' বসালেও তার অর্থ হয়। 'সৎ' মানে সত্য / উত্তম আর 'সদা' মানে সবসময়।

সদালাপ, সদাচার, সদাচরণ, সদাশয় – এই শব্দগুলোর বিচ্ছেদের সময় প্রথমাংশে 'সদা' বসালে শব্দগুলোর অর্থ হয় যথাক্রমে সবসময় আলাপ, সবসময় ব্যবহার, সবসময় চালচলন ও সবসময় আশ্রয় – যার কোনোটিই কোনো অর্থবহ কিছু প্রকাশ করে না।

কিন্তু বিচ্ছেদের সময় শব্দগুলোর প্রথমাংশে 'সৎ' বসালে শব্দগুলোর অর্থ হয় যথাক্রমে উত্তম আলাপ, উত্তম ব্যবহার, উত্তম চালচলন ও উত্তম আশ্রয় – যার প্রতিটিই অর্থবহ কিছু প্রকাশ করে। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

৮৭. 'বহ্ন্যুৎসব' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাই – *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা) ১৩]*

A. বহ্ন্য + উৎসব B. বহ্নি + উৎসব
C. বহ্ন + উৎসব D. বহ্নি + উৎসব **উ: D**

৮৮. 'শুভেচ্ছা' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বাগানবিলাস) ২০১২, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ১৯৯২]*

A. শুভ + ইচ্ছা B. শু + ইচ্ছা
C. শু + বেচ্ছা D. শুভ + চ্ছা **উ: A**

৮৯. 'উল্লাস' এর সন্ধিবিচ্ছেদ – *[প্রাক সহকারী শিক্ষক (ইছামতি) ১০]*
A. উৎ + লাস B. উঃ + লাস
C. উৎ + লাশ D. উল + লাস **উ: A**

৯০. 'স্বাগত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (হোয়াংহো) ১৩, রা.বি. ক ২০১১-১২]*
A. স্ব + আগত B. স্বা + গত
C. সু + আগত D. সা + আগত **উ: C**

৯১. সন্ধিবদ্ধ শুদ্ধ বানান কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কপোতাক্ষ) ২০১০]*
A. ভবিষ্যদ্বাণী B. ভবিষ্যৎবাণী
C. ভবিষ্যৎবানী D. ভবিষ্যতবাণী **উ: A**

৯২. 'দংশন' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শাপলা) ২০০৯]*
A. দম্ + শন B. দম্ + সন
C. দম + ষন D. দন্ + শন **উ: D**

৯৩. কোনটি 'এদ্দূর' এর সন্ধি বিচ্ছেদ? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ) ২০০৬]*
A. এ + দ্দুর B. এত + দূর
C. এৎ + দূর D. এ + দূর **উ: B**

৯৪. 'ইতস্তত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (নাগলিঙ্গম) ২০১২]*
A. ইত + তত B. ইতস্ + তত
C. ইতঃ + তত D. ইত + স্তত **উ: C**

৯৫. 'নিশ্চয়' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রা. বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১৯৯৩]*
A. নিশ্চয় + য় B. নিশ + চয়
C. নি + চয় D. নিঃ + চয় **উ: D**

৯৬. যেসব ক্ষেত্রে সন্ধি নিয়মানুসারে হয় না তাকে বলে – *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০০]*
A. স্বরসন্ধি B. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি
C. ব্যঞ্জন সন্ধি D. বিসর্গ সন্ধি **উ: B**

৯৭. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]*
A. অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান
B. তদ্ + কাল = তৎকাল
C. সম্ + তান = সন্তান
D. গো + পদ = গোষ্পদ **উ: D**

৯৮. সন্ধির উদ্দেশ্য কোনটি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৪, তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার ২০০৫]*
A. শব্দের মিলন B. ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি
C. শব্দগত মাধুর্য সৃষ্টি D. বর্ণের মিলন **উ: B**

৯৯. কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ? *[প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ২৮ অক্টোবর ২০১৫, প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৩]*
A. ণিজন্ত B. অহরহ
C. বিদ্যালয় D. দুঃশ্চিন্তা **উ: C**

১০০. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (আলফা) ১৪]*
A. বাগ + আম্বর B. বাগ + আড়ম্বর
C. বাক + অম্বর D. বাক্ + আড়ম্বর **উ: D**

১০১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন – কথাচ্ছলে *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১৮]*
A. কথ + ছলে B. কথা + চ্ছলে
C. কথা + ছলে D. কোনোটিই নয় **উ: C**

১০২. 'কাঁদুনি' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ – *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৪]*
A. কাঁদ + নি B. কাঁদো + উনি
C. কাঁদ + ইনি D. কাঁদ্ + উনি **উ: D**

১০৩. 'পাগলামি' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় – *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সহ. পরিচালক ২০০১]*
A. পাগল + লামি B. পাগল + মি
C. পাগল + আমি D. পাগলা + মি **উ: C**

১০৪. 'বিদ্যালয়' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ – *[মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৩, এক্সিম ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ১১]*
A. বিদ্যা + আলয় B. বিদ্য + আলয়
C. বিদ্যা + লয় D. বিদ + আলয় **উ: A**

১০৫. কোনটি 'নিরাময়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ? *[প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৪, ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর ২০১৬]*
A. নির + আময় B. নিঃ + ময়
C. নিরা + ময় D. নির + ময় **উ: A**

ব্যাখ্যা: 'নিরাময়' শব্দের মাঝখানে 'র' আছে যা বিসর্গ সন্ধিবদ্ধ শব্দের একটি চিহ্ন। মূল অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, কোনো শব্দের মধ্যে বিসর্গ সন্ধির কোনো চিহ্ন থাকলে বিচ্ছেদের সময় তার পরিবর্তে বিসর্গ (ঃ) বসে। তার মানে 'নিরাময়' শব্দের সর্বোত্তম সঠিক উত্তর হচ্ছে – নিঃ + আময়।

এখন ঝামেলার বিষয় হচ্ছে অপশনে এটি নেই। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বিসর্গ সন্ধি ২ প্রকার। যথা: র-জাত বিসর্গ ও স-জাত বিসর্গ। এখন 'নি' এর সাথে 'স' বসালে হবে 'নিস' যার কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু 'নি' এর সাথে 'র' বসালে হবে 'নির' যা তৎসম উপসর্গ হয়। তার মানে 'নিরাময়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – নিঃ + আময় / নির + আময়। সুতরাং সঠিক উত্তর A.

১০৬. 'বনস্পতি'র সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাঠ সহকারী ২০১৮, রা. বি. ই ২০১৬-১৭, য. প্র. বি. ২০১৬-১৭, ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]*
A. বন + পতিঃ B. বনঃ + পতি
C. বন্ + পতি D. বন + স্পতি **উ: B**

ব্যাখ্যা: ৮৬ পৃষ্ঠার 'নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন' সন্ধি অংশ পড়ুন।

১০৭. 'প্রৌঢ়' শব্দটির যথাযথ সন্ধি-বিচ্ছেদ হলো – *[ঢা. বি. খ ২০১৯-২০, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৯]*

A. প্র + উঢ় B. প্র + ওঢ়
C. প্রো + উঢ় D. প্র + উঢ় **উ: D**

১০৮. সন্ধি কত প্রকার? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৯, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৩]*

A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫ **উ: A**

১০৯. কোন শব্দটি বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনি সন্ধির ফলে মূর্ধন্য-ষ হয়েছে? *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ২০১৪]*

A. পরিষ্কার B. বর্ষীয়সী
C. পুষ্কর D. পুষ্ট **উ: A**

১১০. 'আবির্ভাব' শব্দটি গঠিত হয়েছে – *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব / সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ২০১৩]*

A. উপসর্গ দ্বারা B. বিভক্তি দ্বারা
C. প্রত্যয় দ্বারা D. সন্ধি দ্বারা **উ: D**

১১১. 'শুদ্ধোদন' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – *[পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ২০১৪]*

A. শুদ্ধ + উদন B. শুদ্ধ + উদন
C. শুদ্ধ + ওদন D. শুদ্ + উদন **উ: C**

১১২. 'সুধীন্দ্র' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কী? *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ২০১৮, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ২০১৩]*

A. সুধি + ইন্দ্র B. সুধী + ইন্দ্র
C. সুধী + ঈন্দ্র D. সুধ + ইন্দ্র **উ: B**

১১৩. 'ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী' কোন নিয়মে সন্ধি হয়েছে? *[বাংলাদেশ সহকারী কর্ম কমিশন এর সহকারী পরিচালক ২০০৬]*

A. আ + ঈ = এ B. অ + ঈ = এ
C. আ + ই = এ D. অ + ই = এ **উ: A**

১১৪. 'তপোবন' এর সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৪, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ২০১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ড্যাফোডিল) ২০১২]*

A. তপ + বন B. তপঃ + বন
C. তপো + বন D. তপ + উবন **উ: B**

১১৫. 'জলৌকা' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[সমবায় অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণির অফিসার ১৯৯৭]*

A. জল + একা B. জলো + ঐকা
C. জল + ওকা D. জল + ঔকা **উ: C**

১১৬. 'যদ্যপি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী নিয়োগ ২০১৬, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ১০]*

A. যদি + অপি B. যদ্য + অপি
C. যদ + পি D. যদ + অপি **উ: A**

১১৭. 'জমানো' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে – *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১০]*

A. জমান + ও B. জমা + ন
C. জমা + নো D. জমা + আনো **উ: D**

১১৮. 'আশ্চর্য' এর সন্ধি বিচ্ছেদ – *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) ১২, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ১২]*

A. অ + আর্চ B. আ + চর্য
C. অতি + চার্য D. আ + চার্য **উ: B**

১১৯. 'দেবালয়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্যাশ সরকার ও অফিস সহায়ক ২০১৪]*

A. দেব + আলয় B. দেবা + আলয়
C. দেবা + লয় D. দেব + লয় **উ: A**

১২০. 'দৈনিক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ১০, ৫ম বিজেএস (সহকারী জজ) লিখিত পরীক্ষা ১০]*

A. দৈ + এক B. দৈ + নিক
C. দৈঃ + এক D. দিন + ইক **উ: D**

১২১. 'উন্নত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (হায়াংহো) ২০১৩]*

A. উৎ + নত B. উৎ + নীত
C. উন্নী + ত D. উৎ + নিত **উ: A**

১২২. কোনটি সন্ধিজাত শব্দ? *[প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ৩০ অক্টোবর ২০১৫]*

A. দখিনা হাওয়া B. উন্মনা
C. মিনতি D. ফাল্গুন **উ: B**

১২৩. 'প্রত্যূষ' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১৮, রা.বি. E ২০১৮-১৯, জ.বি. A ২০১২-১৩]*

A. প্রতি + উষ B. প্রতি + উষ
C. প্রতু + উষ D. প্রত্যূ + উষ **উ: A**

১২৪. 'চতুষ্পদ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৩তম শিক্ষক নিবন্ধ (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৬]*

A. চতুষঃ + পদ B. চতুর + পদ
C. চতু + পদ D. চতুঃ + পদ **উ: D**

১২৫. 'তাৎক্ষণিক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[সহকারী উপজেলা থানা / শিক্ষা অফিসার ২০০৯]*

A. তৎ + ক্ষণিক B. তাৎ + ক্ষণিক
C. তৎক্ষণ + ইক D. তাৎক্ষণ + ইক **উ: C**

১২৬. 'চতুরঙ্গ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ১৭, খাদ্য অধিদপ্তরে উপ-খাদ্য পরিদর্শক ১২]*

A. চতু + অঙ্গ B. চতুঃ + অঙ্গ
C. চতুর + অঙ্গ D. চার + অঙ্গ **উ: B**

১২৭. 'গীতাঞ্জলি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট ২০১৯]*

A. গিত + অঞ্জলি B. গীত + আঞ্জলি
C. গীত + অঞ্জলি D. গীতা + অঞ্জলি **উ: C**

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

১২৮. 'ষষ্ঠ' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষ (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৬, Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017, জ. বি. E ২০১৬-১৭, রা. বি. ২০০৯-১০]*

A. ষষ্ঠ + থ B. ষট্ + থ
C. ষষ্ + থ D. ষষ্ + ঠ **উ: C**

১২৯. সন্ধি-বিচ্ছেদ করুন – সংসার *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৬, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১০]*

A. সং + সার B. সম্ + সার
C. সন্ + সার D. সং + আসর **উ: B**

১৩০. 'যাচ্ছেতাই' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইনস্পেক্টর / এপ্রেইজার / প্রিভেন্টিভ অফিসার / গোয়েন্দা কর্মকর্তা ১০, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা তত্ত্বাবধায়ক ১০]*

A. যাচ্ছে + তাই B. যাহা + ইচ্ছা + তাহা
C. যা + ইচ্ছে + তাই
D. যা + ইচ্ছা + তাই **উ: C**

ব্যাখ্যা: ড. মুহম্মদ এনামুল হকের 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' ও জ্যোতিভূষণ চাকীর 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অনুযায়ী 'যাচ্ছেতাই' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ যা + ইচ্ছে + তাই। যদিও মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত ৯ম-১০ম শ্রেণির পূর্বের বাংলা ব্যাকরণ বই অনুসারে যাচ্ছেতাই = যা + ইচ্ছা + তাই।

এক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে অনেক সময় প্রশ্ন এবং অপশনের ওপর নির্ভর করে উত্তর নির্বাচন করতে হয়। যেমন: বর্তমানে আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে 'উষা' বানানে উ-কার বসে। সেহিসেবে 'প্রত্যুষ' বানানেও উ-কার বসে যার বিচ্ছেদ প্রতি + উষ। তবে প্রশ্নে অনেক সময় 'প্রত্যূষ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী? – এমন প্রশ্নে 'প্রত্যূষ' বানানে ঊ-কার লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে সন্ধি বিচ্ছেদ করার সময় ঊ-কার ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ প্রতি + ঊষ।

৭৯নং প্রশ্নের ব্যাখ্যাটি পড়ুন। সেখানে 'ধনুষ্টংকার' বানানের ক্ষেত্রেও এরকম একটি জটিলতার কথা উল্লেখ আছে।

তাই যেহেতু প্রশ্নে 'যাচ্ছেতাই' শব্দের বিচ্ছেদ জানতে চাওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে যা + ইচ্ছে + তাই উত্তর করাই শ্রেয়ো। তবে অপশনে যা + ইচ্ছে + তাই না থাকলে তার পরিবর্তে যা + ইচ্ছা + তাই দাগানো যেতে পারে। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

১৩১. 'পদ্ধতি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[খাদ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০২১, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৮, পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত ১২টি পদ ০১, প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৪ (বিটা), রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (গোলাপ) ২০১১, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১২, Rupali Bank Ltd. Senior Officer 2010, রা. বি. E ২০১৭-১৮ চ. বি. B ২০১৭-১৮]*

A. পদ + ধতি B. পথ + ধতি
C. পৎ + ধতি D. পদ + হতি **উ: D**

১৩২. 'নীরস' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাক প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দজলা) ২০১৩, খাদ্য অধিদপ্তরে উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক (পদ্মা) ২০১২, কৃ. বি. খ ২০১২-১৩, ব. বি. গ ২০১২-১৩, ঢা. বি. ঘ ২০০৪-০৫]*

A. নি + রস B. নী + রস
C. নিঃ + রস D. নীঃ + রস **উ: C**

১৩৩. 'রাজ্ঞী' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল / সমপর্যায়-২) ২০১৭]*

A. রাজ + নী B. রাজ + জী
C. রাগ + নী D. রাগ + জী **উ: A**

১৩৪. 'উদ্যোগ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[বিজ্ঞি মন্ত্রণালয় / বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৯, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শিউলী) ২০১১]*

A. উদ + যোগ B. উদ্যো + গ
C. উৎ + যোগ D. উত + যোগ **উ: C**

১৩৫. 'লবণ' শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল পর্যায়-২) ২০১৯, ১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায়-২) ২০১৪, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কপোতাক্ষ) ২০১০]*

A. লো + অন B. লো + বন
C. ল + বন D. লৈ + বন **উ: A**

১৩৬. 'মনোযোগ' শব্দটির শুদ্ধ সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৯, CGDF এর কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর ২০১৯, গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৮, বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট ২০০৭, সাব-রেজিস্ট্রার ২০০৩]*

A. মনোঃ + যোগ B. মনঃ + যোগ
C. মনো + যোগ D. মন + যোগ **উ: B**

১৩৭. 'প্রতীক্ষা' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৯]*

A. প্রতি + ইক্ষা B. প্রতি + ঈক্ষা
C. প্রতি + ইক্ষ D. প্রতী + ইক্ষা **উ: B**

১৩৮. 'ততোধিক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায়? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৭, রা. বি. A ২০১৭-১৮, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ২০১৩, সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার ১৯৯৮]*

A. তত + অধিক B. তত + ধিক
C. ততো + ধিক D. ততঃ + অধিক **উ: D**

১৩৯. 'যথেষ্ট' এর সন্ধি বিচ্ছেদ রূপ কেমন হবে? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হিসাব রক্ষক / গুদাম রক্ষক / কোষাধ্যক্ষ ২০১১]*

A. যথা + ঈষ্ট B. যথা + ইষ্ট
C. যথা + ইস্ট D. যথ + ইষ্ট **উ: B**

১৪০. 'বাগদান' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]*

A. বাক্ + দান B. বাগ্ + দান
C. বাঃ + দান D. কোনোটিই নয় **উ: A**

১৪১. 'চিরুনি' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ হচ্ছে – *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ২০১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১০]*

A. চিরু + নি B. চির্ + উনি
C. চিরুন + ই D. চির + উন্নি **উ: B**

১৪২. 'সন্ধান' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]*

A. সম্ + ধান B. সঃ + ধান
C. সন্ + ধান D. কোনোটিই নয় **উ: A**

১৪৩. 'উত্থাপন' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাই – *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (NSI) এর সহহারী পরিচালক ২০১৯, জ.বি. A ২০১৭-১৮, জ. বি. খ ২০১০-১১, ঢা. বি. খ ২০০৩]*

A. উৎ + থাপন B. উৎ + স্থাপন
C. উঃ + স্থাপন D. উঃ + থাপন **উ: B**

১৪৪. 'অতীব' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[আমদানি ও রফতানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর অফিস সহায়ক ২০২০]*

A. অতী + ব B. অতি + ইব
C. অত + ইত D. অত + ইত **উ: B**

১৪৫. 'ইত্যাকার' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ – *[দুর্নীতি দমন কমিশন সহকারী পরিচালক ২০২০]*

A. ইতি + আকার B. ইতি + কার
C. ইত্যা + কার D. ইত + আকার **উ: A**

১৪৬. 'ইত্যাদি' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[পরিবেশ আধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট ২০২০, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৪]*

A. ইতি + দি B. ইতি + আদি
C. ইত্য + আদি D. ইত + তাদি **উ: B**

১৪৭. 'নাজ্জামাই' শব্দের যথার্থ সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পিএসসি'র সহকারী পরিচালক ২০১৬]*

A. নাতি + জামাই B. নাত + জামাই
C. নাজ + জামাই D. নাতিন + জামাই **উ: B**

১৪৮. 'ব্যাকরণ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৮]*

A. বি+আ+কৃ+অন B. বি+আ+ক+অণ
C. বি+আ+কৃ+অণ D. বি+অ+কৃ+অণ **উ: A**

ব্যাখ্যা: 'ব্যাকরণ' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ মূলত বি + আকরণ যা ব্যঞ্জন সন্ধিবদ্ধ শব্দ। বি+আ+কৃ+অন হচ্ছে 'ব্যাকরণ' শব্দের বিশ্লেষণ। প্রশ্নে সন্ধি-বিচ্ছেদ চাইলেও অপশনগুলোর সবগুলোই 'ব্যাকরণ' শব্দটির বিশ্লেষিত রূপ সম্পর্কিত। তাই সর্বোত্তম উত্তর হিসেবে এখানে 'ব্যাকরণ' শব্দটির সঠিক বিশ্লেষিত রূপ অপশন A. হবে। তবে অপশনে বি + আকরণ থাকলে তাই সঠিক উত্তর হতো।

১৪৯. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কোনটি? *[বাংলাদেশ বেতারের সহ-সম্পাদক ২০১৯]*

A. একাদশ B. পুনরায়
C. পরিষ্কার D. মনোহর **উ: A**

১৫০. 'মনোরম' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর ১৯]*

A. মনোঃ + রম B. মনো + রম
C. মন + রম D. মনঃ + রম **উ: D**

১৫১. 'মহৌষধি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[NSI এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ২০১৯, চ. বি. জে ২০১৬-১৭]*

A. মহা + ঔষধি B. মহ্ + ঔষধি
C. মহাঃ + ওষধি D. মহা + ওষধি **উ: A**

১৫২. 'সংবিধান' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তৃতীয় পর্যায়) ২০১৯, জ.বি. D ২০১৭-১৮, ৭ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১২, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কারিগরি) ২০১১]*

A. সম্ + বিধান B. সমান + বিধান
C. সমঃ + বিধান D. সমঃ + ধান **উ: A**

১৫৩. 'নিষ্পত্তি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ২০১৮]*

A. নিঃ + স্পত্তি B. নিঃ + পত্তি
C. নিষ + পত্তি D. নিস্ + পত্তি **উ: B**

১৫৪. 'সঞ্চয়' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক ২০২১, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৯, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৪]*

A. সন্ + চয় B. সম্ + চয়
C. সঙ + চয় D. সৎ + চয় **উ: B**

১৫৫. 'বাচস্পতি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদ ২০১৮]*

A. বাচ + পতি B. বাচসঃ + পতি
C. বাচঃ + পতি D. বাচস্ + পতি **উ: C**

১৫৬. 'নীরোগ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৫তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৮]*

A. নিঃ + রোগ B. নি + রোগ
C. নীঃ + রোগ D. নির + ওগ **উ: A**

১৫৭. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: নবান্ন – *[জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৮, গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফটম্যান ২০১৭]*

A. নব + অন্ন B. নবো + অন্ন
C. নবঃ + অন্ন D. নব + ণ্য **উ: A**

১৫৮. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: 'সূর্যোদয়' – *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অফিস সহকারী ২০১৮, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]*

A. সূর্য + দয় B. সূর্য + উদয়
C. সূর্যো + উদয় D. সূর্যো + দয় **উ: B**

১৫৯. খাঁটি বাংলা সন্ধি কত প্রকার? *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফটম্যান ২০১৭, রা. বি. I ২০১৬-১৭]*

A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫ **উ: A**

১৬০. 'চলচ্চিত্র' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহকারী ২০২০, ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৪, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ২০১৩, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডাটা প্রসেসিং অপারেটর ২০০২, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (হাসনাহেনা) ২০১১]*

A. চল্ + চিত্র　　B. চলৎ + চিত্র

C. চলচ + চিত্র　　D. চল + চ্চিত্র　　**উ: B**

১৬১. 'নাবিক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[NSI এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (মেট্রোপলিটন সার্কেল) পরিদর্শক ২০১৬, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দাজলা) ২০১৩, Bangladesh Krishi Bank Supervision 2012; Bangladesh House Building Finance Corparation (BHBFC) Senior Officer 2011, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) ২০১০, ডাক ও টেলিযোগাযোগ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০০৩, রা. বি. গ ২০১২-১৩]*

A. না + ইক　　B. নো + ইক

C. নৌ + ইক　　D. নো + বিক　　**উ: C**

১৬২. নিচের অশুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের অফিসার ২০১৭]*

A. সু + অল্প = স্বল্প　　B. ভৌ + উক = ভাবুক

C. আদ্য + অন্ত = আদ্যন্ত

D. অনু + এষণ = অন্বেষণ　　**উ: C**

> ব্যাখ্যা: C নং অপশনের সন্ধিটি অশুদ্ধ। শুদ্ধ রূপ হবে আদি + অন্ত = আদ্যন্ত। সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী ই-কার / ঈ-কারের পর 'ই' ও 'ঈ' ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ ' য ' হয়। আর ' য ' পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন:-
>
> আদি + অন্ত = আদ্যন্ত　　অতি + অধিক = অত্যধিক
>
> অভি + উদয় = অভ্যুদয়　　অগ্নি + উৎপাত = অগ্ন্যুৎপাত
>
> প্রতি + এক = প্রত্যেক　　প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন
>
> যদি অপশন C এর সন্ধিবিচ্ছেদ ঠিক হতো তাহলে মূল শব্দ হতো 'আদ্যান্ত' কারণ 'আদ্য' শব্দের শেষে 'অ' উচ্চারিত হচ্ছে। আবার 'অন্ত' শব্দের শুরুতে 'অ' উচ্চারিত হচ্ছে। আর সন্ধিত নিয়মানুসারে অ+অ = আ হয়। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

১৬৩. 'উজ্জ্বল' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১৯]*

A. উজ + জ্বল　　B. উদ + জ্বল

C. উদ্ + জল　　D. উৎ + জ্বল　　**উ: D**

১৬৪. 'পবিত্র' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের অফিসার ২০১৭]*

A. প + বিত্র　　B. প + অবিত্র

C. পো + ইত্র　　D. পো + অবিত্র　　**উ: C**

১৬৫. 'নিষ্ঠা' শব্দের ঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক ২০১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]*

A. নিস্ + ঠা　　B. নিঃ + স্থা

C. নিঃ + ঠা　　D. কোনোটিই নয়　　**উ: C**

১৬৬. ভুল সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]*

A. মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

B. ইতঃ + পূর্বে = ইতঃপূর্বে

C. সিম্ + হ = সিংহ

D. শ্রু + অন = শ্রবণ　　**উ: C**

> ব্যাখ্যা: 'সন্ধি'র মূল অধ্যায়ের ৩৪নং নিয়মটি পড়ুন।

১৬৭. 'ভাস্বর' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? *[১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষার (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৯]*

A. ভাস + সর　　B. ভাস + কর

C. ভাস + বর　　D. বা + স্বর　　**উ: C**

> ব্যাখ্যা: 'ভাস্বর' শব্দের মাঝখানে 'স' যুক্তাবস্থায় আছে যা বিসর্গ সন্ধিবদ্ধ শব্দের একটি চিহ্ন। মূল অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, কোনো শব্দের মধ্যে বিসর্গ সন্ধির কোনো চিহ্ন থাকলে বিচ্ছেদের সময় তার পরিবর্তে বিসর্গ (ঃ) বসে। সেহিসেবে অনেকেই 'ভাস্বর' শব্দের বিচ্ছেদ হিসেবে – ভাঃ + বর চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু "আধুনিক বাংলা অভিধান" অনুসারে 'ভাস্বর' শব্দটি প্রত্যয়সাধিত শব্দ যার বিশ্লেষণ – ভাস + বর। 'ভাস্বর' প্রত্যয়সাধিত শব্দ হলেও প্রশ্ন ও অপশন বিবেচনায় এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর C.

১৬৮. 'অধোগতি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) বসন্ত ২০১০, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বসন্ত) ২০০৪]*

A. অধ + গতি　　B. অধ + অগতি

C. অধঃ + গতি　　D. অধঃ + অগতি　　**উ: C**

১৬৯. 'মরূদ্যান' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – *[গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (বেতার প্রকৌশল প্রশিক্ষণ) ২০০৩]*

A. মরু + দ্যান　　B. মরু + উদ্যান

C. মরূ + উদ্যান　　D. মরূ + দ্যান　　**উ: B**

১৭০. 'ক্ষুৎপিপাসা' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি – *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক-২০১৮, জ বি. গ ২০১৬-১৭]*

A. ক্ষুধা + পিপাসা　　B. ক্ষুৎ + পিপাসা

C. ক্ষুধ্ + পিপাসা　　D. ক্ষুত + পিপাসা　　**উ: B**

১৭১. উৎ + লিখিত – এর সন্ধিটি হবে – *[সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ সহকারী ২০১৮]*

A. উল্লেখিত　　B. উৎলিখিত

C. উল্লিখিত　　D. উল্লেখ্য　　**উ: C**

১৭২. 'নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি' সম্পর্কে কোনটি সঠিক? *[বাংলাদেশ কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় ২০২১]*

A. যে সন্ধি ব্যাকরণের কোনো নিয়ম মানে না

B. যে সন্ধি সকল বিষয় মানে

C. যে সন্ধি দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে শুরু হয়

D. কোনোটিই নয়　　**উ: A**

১৭৩. নিয়ম অনুসারে সন্ধি হয় না কোনটির? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৭, ঢা.বি. A ২০১৭-১৮, ই.বি. C ২০১৫-১৬, বে.রো.বি. C ১৬-১৭]*

A. পাবক B. শাবক
C. কুলটা D. গায়ক **উ: C**

১৭৪. 'মিথ্যুক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে নিয়োগ পরীক্ষা ২০২১]*

A. মিথ্যা + ঔক B. মিথ্যা + উক
C. মিথ্যা + উক D. মিথ্যা + ওক **উ: B**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৭৫. 'জাত্যভিমান' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হবে – *[ঢা. বি. C ২০২০-২১]*

A. জাতি + অভিমান B. জাত + অভিমান
C. জাত্য + অভিমান D. জাত্যা + অভিমান **উ: A**

১৭৬. 'যজ্ঞ' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[রা. বি. ক ২০২০-২১, রা. বি. ঙ (জোড়) ২০১৫-১৬]*

A. যজ্ + ন B. যজ্ + জ
C. যজ্ + গ D. যজ্ + ঞ **উ: A**

১৭৭. 'প্রৌঢ়' শব্দটির যথাযথ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[ঢা. বি. খ ২০১৯-২০, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৯]*

A. প্র + উঢ় B. প্রো + উঢ়
C. প্র + ওঢ় D. প্রো + ঔঢ় **উ: A**

১৭৮. 'গবাক্ষ' কোন ধরনের সন্ধির উদাহরণ? *[ই বি খ ২০১৬-১৭, শিক্ষা, ডাক, স্বাস্থ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৫]*

A. স্বরসন্ধি B. ব্যঞ্জনসন্ধি
C. নিপাতনে সিদ্ধ D. বিসর্গ সন্ধি **উ: C**

১৭৯. 'অতএব' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[রা. বি. F ২০১৯-২০]*

A. অত + এব B. অতঃ + এব
C. অত + ঈব D. অতো + এব **উ: B**

১৮০. 'পতঞ্জলি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[রা. বি. ঙ ২০১৭-১৮, ২০১২-১৩, চ বি. ২০১২-১৩, ই. বি. ঙ ২০১৩-১৪]*

A. পত + অঞ্জলী B. পতঃ + অঞ্জলী
C. পত্ + অঞ্জলি D. পতৎ + অঞ্জলি **উ: D**

১৮১. 'নীরব' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[ঢা. বি. চ ২০১৭-১৮, চ. বি. খ ২০১৬- ১৭, গ ২০১১-১২ ব. বি. ক ২০১৪-১৫]*

A. নী + রব B. নির + অব
C. নিঃ + রব D. নিঃ + অব **উ: C**

১৮২. বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধিজাত শব্দ? *[ঢা.বি. ৭ কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান) ২০১৭-১৮]*

A. উত্থান B. রাজ্ঞী
C. যাচঞা D. তৎকাল **উ: A**

১৮৩. সন্ধি বিচ্ছেদ কর 'উচ্ছ্বাস' – *[শা. বি. প্র. বি. ক ২০১৬-১৭, জ বি. ক ২০১৭-১৮, শা.বি.প্র.বি ২০১৬-১৭, ১১তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৪, রা.বি. চ ২০১৩-১৪, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (শিউলী) ০৯]*

A. উৎ + ছাস B. উৎ + শ্বাস
C. উচ্ + ছাস D. উৎ + ছ্বাস **উ: B**

১৮৪. কোনটি সঠিক? *[য. বি. ঘ ২০১৬-১৭]*

A. চক্ষু + রোগ = চক্ষুরোগ
B. নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র
C. অন্ত + ইপ = অন্তরীপ
D. দুঃ + ণিবার = দুর্নিবার **উ: B**

১৮৫. 'দুর্লভ' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ? *[কু.বি. C ২০১৮-১৯]*

A. দুঃ + লভ B. দুর + লভ
C. দুঃ + লোভ D. দুর + লোভ **উ: A**

১৮৬. 'প্রত্যাবর্তন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ – *[ঢা.বি. B ২০১৭-১৮]*

A. প্রতি + আবর্তন B. প্রতিঃ + আবর্তন
C. প্রতি + বর্তন D. প্রত্যা + বর্তন **উ: A**

১৮৭. 'খাওয়া' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[জ.বি. A ১৭-১৮]*

A. খা + ওয়া B. খা + আ
C. খাও + আ D. খাঃ + ওয়া **উ: B**

১৮৮. 'নিরাকরণ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[জ. বি. খ ২০১৬-১৭]*

A. নির + আকরণ B. নিঃ + আকরণ
C. নিঃ + করণ D. নিরা + করণ **উ: B**

১৮৯. 'শোক + ঋত = শোকার্ত' কোন সন্ধির দৃষ্টান্ত? *[জা.বি. C ২০১৮-১৯]*

A. স্বর সন্ধি B. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি
C. ব্যঞ্জন সন্ধি D. কোনটিই নয় **উ: A**

১৯০. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি কোনটি? *[জা.বি. E ২০১৮-১৯]*

A. সংযোগ B. সঞ্চয়
C. উদ্ধত D. ষোড়শ **উ: D**

১৯১. 'মৃন্ময়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – *[জ. বি. খ ২০১০-১১]*

A. মৃত + ময় B. মৃদ্ + ময়
C. মৃৎ + ময় D. মৃন্ + ময় **উ: C**

১৯২. 'ভ্রাতুষ্পুত্র' সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় – *[ঢা. বি. ক ০৪-০৫]*

A. ভ্রাত + পুত্র B. ভ্রাতঃ + পুত্র
C. ভ্রাতুঃ + পুত্র D. ভ্রাতু + পুত্র **উ: C**

১৯৩. নিচের কোনটি শুদ্ধ? *[ঢা. বি. ঘ ২০১৬-১৭]*

A. পুষ্প + অঞ্জলি = পুস্পাঞ্জলি
B. মহা + ঈশ্বর = মহীশ্বর
C. বহ্নি + উৎসব = বহ্ন্যুৎসব
D. সৎ + চিন্তা = সুচিন্তা **উ: C**

১৯৪. 'অলংকার' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[চ. বি. ১৬-১৭]*
A. অলম্ + কার B. অলং + কার
C. অলঃ + কার D. অলঙ + কার **উ: A**

১৯৫. 'নিরবধি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর ফিল্ড অফিসার ২০১৯, চ. বি. F ২০১৬-১৭]*
A. নির + বধি B. নিরব + অধি
C. নিঃ + অবধি D. নি + অবধি **উ: C**

১৯৬. 'পর্যবেক্ষণ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ – *[ই. বি. খ ২০১৫-১৬, ঢা. বি. ঘ ২০০৫-০৬]*
A. পর্ + বেক্ষণ B. পরি + বেক্ষণ
C. পর্ + অবেক্ষণ D. পরি + অবেক্ষণ **উ: D**

১৯৭. কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ? *[১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫, রা. বি. C ২০১৯-২০]*
A. হিমালয় B. অহরহ
C. সংসার D. বনস্পতি **উ: A**

১৯৮. 'ভুক্ত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[জ.বি. E ২০১৭-১৮]*
A. ভুক্ + তো B. ভুজ্ + তো
C. ভুজ + ত D. ভুঃ + ক্ত **উ: C**

১৯৯. 'মৃদঙ্গ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[রা. বি. ক ১৬-১৭]*
A. মৃৎ + অঙ্গ B. মৃদ্ + অঙ্গ
C. মৃদঙ + অঙ্গ D. মৃদং + অঙ্গ **উ: A**

২০০. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ নয়? *[জ. বি. খ ২০১০-১১]*
A. দশ + ঋণ = দশার্ণ
B. পো + অন = পবন
C. গো + অক্ষ = গবাক্ষ
D. স্ব + ঈর = স্বৈর **উ: B**

২০১. 'তন্ময়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[জা.বি. C ১৭-১৮]*
A. তন্ + ময় B. তদ্ + ময়
C. তনু + ময় D. তৎ + ময় **উ: D**

২০২. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ কোনটি? *[খু. বি. খ ১৬-১৭]*
A. উত্থান B. গবেষণা
C. ষড়ানন D. ষোড়শ **উ: D**

২০৩. কোনটি অশুদ্ধ? *[ঢা.বি. D ২০১৭-১৮]*
A. উৎ + ছ্বাস = উচ্ছ্বাস
B. প্রতি + উষ = প্রত্যুষ
C. পুরঃ + কার = পুরস্কার
D. মনস + ঈষা = মনীষা **উ: A**

২০৪. 'জগন্নাথ' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[জা.বি. A ২০১৮-১৯]*
A. জগ + নাথ = জগন্নাথ
B. জগৎ + নাথ = জগন্নাথ
C. জগ + নাথ = জগন্নাথ
D. জগঃ + নাথ = জগন্নাথ **উ: B**

২০৫. 'কথামৃত' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[রা. বি. এ ২০১৯-২০]*
A. কথা + অমৃত B. কথা + মৃত
C. কথঃ + অমৃত D. কথঃ + মৃত **উ: A**

২০৬. 'ত্রিশাল' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[কবি. ন. ঘ ১৬-১৭]*
A. ত্রিশ + আল B. ত্রি + শাল
C. তিশ + আল D. ত্রিশা + ল **উ: A**

২০৭. 'সদানন্দ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ হলো – *[ঢা.বি. ৭ কলেজ (মানবিক) ২০১৮-১৯]*
A. সদ + আনন্দ B. সদা + আনন্দ
C. সৎ + আনন্দ D. সদা + নন্দ **উ: C**

ব্যাখ্যা: 'সদানন্দ' শব্দটির সম্ভাব্য সন্ধি বিচ্ছেদ –
ক. সৎ + আনন্দ = সদানন্দ
খ. সদা + আনন্দ = সদানন্দ
প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি সঠিক? এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে 'সদানন্দ' শব্দের অর্থটা কী? 'সদানন্দ' শব্দের অর্থ সর্বদা আনন্দিত। এই অনুযায়ী ২য় সন্ধি বিচ্ছেদটি সঠিক অর্থাৎ স্বরসন্ধি।

তবে বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে 'সদানন্দ' শব্দের বিচ্ছেদ ১ম টিকে ধরা হয়েছে। এবং অর্থ হিসেবে দেওয়া আছে 'সর্বদা আনন্দময়। এর পক্ষে যুক্তি দাঁড় করালে 'সৎ' শব্দের অর্থগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। 'সৎ' শব্দের একটি অর্থ 'অস্তিত্ববিশিষ্ট / বিদ্যমান'। তাহলে 'সদানন্দ' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় আনন্দে বিদ্যমান অর্থাৎ যিনি সর্বদা হাসি-খুশি থাকেন।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায়, 'সদানন্দ' শব্দটি স্বরসন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধি উভয়ই সঠিক। তবে বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধান' অনুসারে 'সদানন্দ' শব্দের বিচ্ছেদ হিসেবে যেহেতু (সৎ + আনন্দ) ধরা হয়েছে তাই এটিই সর্বাধিক সমর্থনযোগ্য অর্থাৎ ব্যঞ্জনসন্ধি। তবে অপশনে ব্যঞ্জনসন্ধি না থাকলে আপনি নির্দ্বিধায় স্বরসন্ধি দাগাতে পারেন। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

২০৮. 'উচ্ছল' এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[রা. বি. C ২০১৯-২০]*
A. উৎ + শল B. উৎ + ছল
C. উৎ + চল D. উচ + ছল **উ: B**

২০৯. 'শিরশ্ছেদ' শব্দটির ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[কু. বি. C ২০১৯-২০]*
A. শিরঃ + ছেদ B. শির + শেদ
C. শিরঃ + ভেদ D. শির + ছেদ **উ: A**

২১০. 'হিমাচল' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[জ. বি. গ ২০১৬-১৭]*
A. হিমা + আচল B. হিম + আচল
C. হিম + আঁচল D. হিম + অচল **উ: D**

২১১. কোনটি সংস্কৃত ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ? *[ই. বি. B ১৯-২০]*
A. দিক্ + অন্ত B. শুভ + ইচ্ছা
C. বদ + জাত D. শাক্ + ভাত **উ: A**

২১২. 'সন্ধি' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[জা.বি. D ১৭-১৮, রা.বি. বিজনেস স্টাডিজ ও আইবিএ ইউনিট (শিফট - ৩) ২০-২১]*
A. সম্ + ধি B. সন্ + ধি
C. সং + ধি D. সঃ + থি **উ: A**

২১৩. কোনটি সন্ধিজাত শব্দ? *[বে.রো.বি. B ২০১৯-২০]*
A. অভিযান B. সংবাদ
C. গমন D. সুলভ **উ: B**

২১৪. 'উন্নয়ন' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[বে.রো.বি. C ২০১৯-২০, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (গোলাপ) ২০০৯]*
A. উৎ + নয়ন B. উৎ + য়ন
C. উন্ন + য়ন D. উৎ + অয়ন **উ: A**

২১৫. 'উচ্ছিষ্ট' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[ঢা.বি. A ২০১৮-১৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (গোলাপ) ২০০৯]*
A. উদ + ছিষ্ট B. উদ + ইষ্ট
C. উদ + শিষ্ট D. উদ্ + ষ্ট **উ: C**

২১৬. 'উপর্যুক্ত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? *[ঢা.বি. C ২০১৮-১৯, চ.বি. D ২০০৯-১০]*
A. উপর + যুক্ত B. উপ + যুক্ত
C. উপরি + উক্ত D. উপঃ + যুক্ত **উ: C**

২১৭. 'উদ্ধত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাই – *[ঢা.বি. D ২০১৮-১৯]*
A. উৎ + হত B. উৎ + ধত
C. উৎ + হৃত D. উৎ + ঋত **উ: A**

২১৮. 'পিত্রাদেশ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হচ্ছে – *[ঢা.বি. D ১৮-১৯]*
A. পিতঃ + আদেশ B. পিত্র + আদেশ
C. পিতা + আদেশ D. পিতৃ + আদেশ **উ: D**

২১৯. কোনটি খাঁটি বাংলা স্বরধ্বনির উদাহরণ? *[বে.রো.বি. B ২০১৯-২০]*
A. শত + এক B. ইতর + আমি
C. বিশ্ব + মিত্র D. আ + চর্য **উ: A**

২২০. নিচের কোনটি বিসর্গ সন্ধি? *[কু.বি. B ২০১৮-১৯]*
A. যদ্যপি B. অন্বেষণ
C. উচ্ছেদ D. দুষ্কর **উ: D**

২২১. নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে কোনটি? *[ঢা. বি. গ ২০১৯-২০]*
A. মৃন্ময় B. বৃহস্পতি
C. বৃহদর্থ D. আদ্যন্ত **উ: B**

২২২. 'মন্বন্তর' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? *[ঢা.বি. অধিভুক্ত সাত কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট) ২০২০-২১]*
A. মন্ + অন্তর B. মনু + অন্তর
C. মনো + ন্তর D. মনোঃ + অন্তর **উ: B**

২২৩. কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ? *[ঢা.বি. ৭ কলেজ (বিজ্ঞান) ২০১৮-১৯]*
A. তৎ + অন্ত = তদন্ত
B. বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
C. নিঃ + আপদ = নিরাপদ
D. নর + অধম = নরাধম **উ: D**

২২৪. 'পর্যন্ত' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[রা.বি. B ১৮-১৯]*
A. পর্য + ন্ত B. পর্য + অন্ত
C. পরি + অন্ত D. প + যন্ত **উ: C**

২২৫. 'মহৈশ্বর্য' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[রা.বি. B ২০১৮-১৯, জ.বি. A ২০১৪-১৫]*
A. মহা + ঐশ্বর্য B. মহান + ঐশ্বর্য
C. মহ + ঐশ্বর্য D. মহৎ + ঐশ্বর্য **উ: A**

২২৬. সন্ধির বিপরীত শব্দ কোনটি? *[রা.বি. A ২০১৮-১৯]*
A. সন্দেহ B. অসন্ধি
C. বিগ্রহ D. দুরভিসন্ধি **উ: C**

২২৭. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি? *[খু.বি. B ২০১৮-১৯]*
A. ষষ্ঠ B. অন্বিত
C. গবেষণা D. আশ্চর্য **উ: D**

২২৮. 'অধম + ঋণ = অধমর্ণ' কোন সন্ধির দৃষ্টান্ত? *[জা.বি. C ২০১৮-১৯]*
A. স্বর সন্ধি B. বিসর্গ সন্ধি
C. ব্যঞ্জন সন্ধি
D. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি **উ: A**

২২৯. 'দুস্থ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ – *[রা. বি. (বিজোড়) E ২০১৬-১৭, জ. বি. B ২০০৯-১০]*
A. দুস্ + হ B. দুস্ + থ
C. দুঃ + থ D. দুঃ + স্থ **উ: D**

ব্যাখ্যা: প্রচলিত অনেক বইতে 'দুস্থ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হিসেবে 'দুঃ + থ' দেওয়া আছে যা বাংলা বানানের নিয়মানুসারে ভুল। মনে রাখতে হবে, বিসর্গের পরে যদি 'স্ত, স্থ বা স্প' থাকে তাহলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় রাখলেও হবে না রাখলেও হবে। যেমন: নিঃ + স্পৃহ = নিঃস্পৃহ / নিস্পৃহ, নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ / নিস্পন্দ ইত্যাদি। সুতরাং দুস্থ = দুঃ + স্থ। সুতরাং সঠিক উত্তর D.

২৩০. 'উন্নতি' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[জা.বি. A ২০১৮-১৯]*
A. উন্ + নতি = উন্নতি
B. উত + নতি = উন্নতি
C. উদ + নতি = উন্নতি
D. উৎ + নতি = উন্নতি **উ: D**

২৩১. কোনটি সংস্কৃত ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ? *[ই. বি. B ১৯-২০]*
A. দিক্ + অন্ত B. শুভ + ইচ্ছা
C. বদ + জাত D. শাক্ + ভাত **উ: A**

ধ্বনির পরিবর্তন

ভাষা গতিশীল, নদীর ধারার মতো বয়ে চলে বিরামহীন। নদীর ধারা যেমন আপন গতিপথ ছেড়ে অন্যদিকে বাঁক নেয়, ভাষাও তেমনি পরিবর্তন হয়। ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। এই পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নতুন নতুন শব্দও তৈরি হয় ধ্বনির পরিবর্তনের মাধ্যমে। ভাষার গতিশীলতা, বৈচিত্র্য, সৃষ্টি এবং আধুনিকায়নে ধ্বনি পরিবর্তনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ধ্বনির পরিবর্তন ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে আলোচিত হয়। ধ্বনি পরিবর্তনের একটি বিষয় ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, ধ্বনি পরিবর্তনের দ্বারা কেবল শব্দটির উচ্চারণের পরিবর্তন হবে কিন্তু শব্দটির অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। ধ্বনির পরিবর্তনের কতিপয় নিয়মাবলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **স্বরাগম:** স্বরাগম বলতে বোঝায় স্বরবর্ণের আগমন। উচ্চারণের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত্যে (শেষে) যে-কোনো একটি স্বরবর্ণ এলে তাকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম ৩ প্রকার; যথা: আদিস্বরাগম, মধ্যস্বরাগম ও অন্ত্যস্বরাগম।

নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
আদি স্বরাগম	উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে একটি স্বরের আগমন ঘটলে তাকে আদি স্বরাগম বলে।	স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্টেশন > ইস্টিশন
মধ্য স্বরাগম	উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের মাঝখানে একটি স্বরের আগমন ঘটলে তাকে মধ্য স্বরাগম বলে।	রত্ন (র্+অ+ত্+ন্+অ) > রতন (র্+অ+ত্+অ+ন্) প্রেক (প্+র+এ+ক্) > পেরেক (প্+এ+র্+এ+ক্) প্রীতি (প্+র্+ই+ত্+ই) > পিরীতি (প্+ই+র্+ই+ত্+ই) মুক্তা (ম্+উ+ক্+ত্+আ) > মুকুতা (ম্+উ+ক্+উ+ত্+আ) গ্লাস (গ্+ল্+আ+স্) > গেলাস (গ্+এ+ল্+আ+স্) এরূপ – ক্লিপ > কিলিপ, শ্লোক > শোলোক, ভ্রু > ভুরু
	মধ্যস্বরাগমের অপর নাম স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। এই তথ্যটি বোর্ড বইসহ বাজারের প্রায় সকল বইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু কেন মধ্যস্বরাগমকে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলা হয় তার ব্যাখ্যাটা সচরাচর প্রচলিত বইগুলোতে চোখে পড়ে না। ব্যাখ্যা করছি, লক্ষ করুন, 'ভক্তি' কথাটির অনেকগুলো অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হচ্ছে পৃথক করে দেওয়া। একটি স্বর এনে যুক্তব্যঞ্জনের মাঝে বসিয়ে পৃথক (ভক্তি) করা হয় বলে একে বলা হয় স্বরভক্তি। আর বিপ্রকর্ষ কথাটির অর্থ ব্যবধান। নতুন আগত স্বরবর্ণটি যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে বিধায় একে বিপ্রকর্ষও বলা হয়।	
অন্ত্য স্বরাগম	উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের শেষে একটি স্বরের আগমন ঘটলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে।	সত্য (শ্+অ+ত্+ত্+অ) > সত্যি (শ্+অ+ত্+ত্+ই) বেঞ্চ (ব্+এ+ন্+চ্) > বেঞ্চি (ব্+এ+ন্+চ্+ই) পোকত্ (প্+ও+ক্+ত্) > পোক্ত (প্+ও+ক্+ত্+অ) আজ (আ+জ্) > আজি (আ+জ্+ই)

২. **স্বরলোপ:** দ্রুত উচ্চারণের সময় নির্দিষ্ট শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত্য থেকে যে-কোনো একটি স্বরবর্ণ লোপ পেলে তাকে বলা হয় স্বরলোপ। স্বরলোপের অপর নাম সম্প্রকর্ষ। যেমন: জানালা (জ্+আ+ন্+আ+ল্+আ) > জানলা (জ্+আ+ন্+ল্+আ); আজি (আ+জ্+ই) > (আ+জ্) ইত্যাদি। স্বরলোপ ৩ প্রকার যথা: আদিস্বরলোপ, মধ্যস্বরলোপ ও অন্ত্যস্বরলোপ। স্বরলোপ হচ্ছে স্বরাগমের বিপরীত।

নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
আদি স্বরলোপ	দ্রুত উচ্চারণের সময় শব্দের আদি থেকে কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় আদিস্বরলোপ।	অলাবু > লাবু, উধার > ধার
মধ্য স্বরলোপ	দ্রুত উচ্চারণের সময় শব্দের মাঝখান থেকে কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় মধ্যস্বরলোপ।	সুবর্ণ (শ্+উ+ব্+অ+র্+ণ্+অ) > স্বর্ণ (শ্+ব্+অ+র্+ণ্+অ) অগুরু (অ+গ্+উ+র্+উ) > অগ্রু (অ+গ্+র্+উ) বসিল (ব্+অ+শ্+ই+ল্+অ) > বসল (ব্+অ+শ্+ল্+অ) ফাইন্যান্স (ফ+আ+ই+ন্যা+ন্স) > ফিন্যান্স (ফ+ই+ন্যা+ন্স)
অন্ত্য স্বরলোপ	দ্রুত উচ্চারণের সময় শব্দের শেষের কোনো স্বর ধ্বনির লোপকে বলা হয় অন্ত্যস্বরলোপ।	আজি (আ+জ্+ই) > আজ (আ+জ্), চারি (চ্+আ+র্+ই) > চার (চ্+আ+র্), আশা (আ+শ্+আ) > আশ (আ+শ্)

৩. **সমীভবন:** শব্দ মধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ব্যঞ্জন একে অপরের প্রভাবে অল্প বা বিস্তর সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন: জন্ম > জম্ম; তর্ক > তক্ক; পদ্ম > পদ্দ; দুর্গা > দুগ্গা। সমীভবনের অপর নাম সমীকরণ বা ব্যঞ্জনসংগতি। মনে রাখতে হবে সমী মানে একই রকম অর্থাৎ দুটো বর্ণ একই রকম হবে। সমীভবন ৩ প্রকার। যথা: প্রগত সমীভবন, পরাগত সমীভবন, অন্যোন্য সমীভবন।

নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
প্রগত সমীভবন	পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হলে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি যদি পরিবর্তিত হয়ে পূর্ব ধ্বনির মত হয় তাহলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে।	চক্র (চ্+অ+ক্+র্+অ) > চক্ক (চ্+অ+ক্+ক্+অ) পদ্ম (প্+অ+দ্+ম্+অ) > পদ্দ (প্+অ+দ্+দ্+অ) লগ্ন (ল্+অ+গ্+ন্+অ) > লগ্গ (ল্+অ+গ্+গ্+অ) পদ + হতি > পদ্ধতি
পরাগত সমীভবন	পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ব ধ্বনির পরিবর্তন হলে অর্থাৎ পূর্ব ধ্বনি যদি পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির মত হয় তাহলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে।	তৎ + জন্য > তজ্জন্য; তৎ + হিত > তদ্ধিত; উৎ + হার > উদ্ধার; উৎ + মুখ > উন্মুখ; বদ + জাত > বজ্জাত; ধর + না > ধন্না; কাদ + না > কান্না; রাঁধ + না > রান্না; চার + টি > চাট্টি; গল্প > গপ্প; তর্ক > তক্ক; কর্তা > কত্তা; কার্তিক > কাত্তিক; স্বর্ণ > সন্ন; ভর্তা > ভত্তা; ধর্ম > ধম্ম ইত্যাদি।
প্রগত সমীভবন ও পরাগত সমীভবনের উদাহরণ সহজে চেনার উপায়		
প্রগত ও পরাগতর দ্বন্দ্ব দূর করতে হলে অর্থাৎ কোনটি প্রগত ও কোনটি পরাগত তা সহজে নির্ণয় করতে হলে যে ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো – **"জোর যার মুল্লুক তার"** অর্থাৎ ক্ষমতা যার বেশি সে অপরিবর্তিত থাকবে আর নামকরণটা তার নামেই হবে। জোর যার মুল্লুক তার – নিয়মে শব্দের দুটি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণ অপরিবর্তিত থাকে, ধরে নেওয়া হয় তার জোর (শক্তি) বেশি। তাই সেই বর্ণটি যেখানে থাকে তার ওপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয় অর্থাৎ সেই অপরিবর্তিত বর্ণটি প্রথমে থাকলে নাম হয় প্রগত আর সেই বর্ণটি পরে থাকলে নাম হয় পরাগত। যেমন: → লগ্ন (ল্+অ+গ্+ন্+অ) > লগ্ন (ল্+অ+গ্+গ্+অ) – এখানে প্রথম শব্দের 'গ' আর 'ন' এর মধ্যে 'গ' অপরিবর্তিত আছে। তার মানে 'গ' এর শক্তি বেশি। তাহলে এবার দেখি 'গ' কোথায় আছে? প্রথমে, তার মানে প্রগত। → কাদ + না > কান্না – এখানে প্রথমাংশের 'দ' আর 'ন' এর মধ্যে পরবর্তী অংশে 'ন' অপরিবর্তিত আছে। তার মানে 'ন' এর শক্তি বেশি। তাহলে এবার দেখি 'ন' কোথায় আছে? পরে, তার মানে পরাগত।	
অন্যোন্য সমীভবন	যখন পূর্ববর্তী ধ্বনি এবং পরবর্তী ধ্বনি দুটোই একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে।	বিদ্যা > বিজ্জা; সত্য > সচ্চ। উদাহরণগুলোর প্রথমটিতে অর্থাৎ বিদ্যা উচ্চারণ করলে হয় ব্+ই+দ্+দ্+আ, যার দুটো 'দ'ই পরিবর্তন হয়ে 'জ' হয়েছে; আর দ্বিতীয়টিতে সত্য উচ্চারণ করলে হয় শ্+অ+ত্+ত্+অ, যার দুটো 'ত'ই পরিবর্তন হয়ে 'চ' হয়েছে।

৪. **বিষমীভবন:** দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বলা হয় বিষমীভবন। যেমন: লাল > নাল; শরীর > শরীল; আনারস > আনারস ইত্যাদি। বিষমীভবন হচ্ছে সমীভবনের বিপরীত। বিষমীভবন এর আরেক নাম সাদৃশ্যগত পরিবর্তন।
[লক্ষণীয়: বিষমীভবনে দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়। এখন অনেকে মনে করে শব্দের দুটি সমবর্ণকে পাশাপাশি থাকতে হবে কিন্তু এ ধারণা ভুল। পাশাপাশি না থাকলেও শব্দের মধ্যকার দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন: লাঙ্গল > নাঙ্গল; আলমারি > আলমারি; তলোয়ার > তলোয়ার ইত্যাদি।

৫. **অসমীকরণ:** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করে শব্দকে শ্রুতিমধুর করার জন্য শব্দের মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন: ধপ + ধপ > ধপাধপ (ধ্+প্+আ+ধ্+প্); টপ + টপ > টপাটপ (ট্+প্+আ+ট্+প্) ইত্যাদি। এরূপ – গপাগপ, ফলাফল, চলাচল।

৬. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন:** কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা। যেমন: পাকা > পাক্কা; সকাল > সক্কাল; চক্র > চক্কর; কিছু > কিচ্ছু; বড়ো > বড্ডো; ছোটো > ছোট্টো ইত্যাদি।

৭. **অপিনিহিতি:** শব্দের শেষের 'ই' কার বা 'উ' কার আগে উচ্চারিত হলে অথবা যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির আগে নতুন করে 'ই' কার বা 'উ' কার বসলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন: আজি (আ+জ্+ই) > আইজ (আ+ই+জ্); সাধু (শ্+আ+ধ্+উ) > সাউধ (শ্+আ+উ+ধ্); চারি (চ্+আ+র্+ই) > চাইর (চ্+আ+ই+র্); মারি (ম্+আ+র্+ই) > মাইর (ম্+আ+ই+র্)। এরূপ - সত্য > সইত্য; বাক্য > বাইক্য; রাজ্য > রাইজ্য; কন্যা > কইন্যা, বন্যা > বইন্যা, কাব্য > কাইব্য; গদ্য > গইদ্য; ভাগ্য > ভাইগ্য ইত্যাদি।

[একটু ভালো করে লক্ষ না করলে অপিনিহিতির শেষের ৮টি উদাহরণকে মধ্যস্বরাগম বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো মধ্যস্বরাগম নয়; এগুলো অপিনিহিতি। তাহলে আমরা এখন মধ্যস্বরাগমের সাথে অপিনিহিতির পার্থক্যটা শিখে ফেলি –

মধ্য স্বরাগম	অপিনিহিতি
মধ্যস্বরাগমে 'ই' কার বা 'উ' কার যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিকে ভেঙে তাদের ঠিক মাঝখানে বসে।	অপিনিহিতির ক্ষেত্রে 'ই' কার বা 'উ' কার যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিকে আলাদা করে না; যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির ঠিক পূর্বে বসে।
উদা ১ – প্রীতি (প্+র্+ই+ত্+ই) > পিরীতি (প্+ই+র্+ই+ত্+ই); [এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন হচ্ছে 'প' এবং 'র'; আর 'ই' প এবং র কে ভেঙে তাদের ঠিক মাঝে বসেছে]	উদা ১ – বাক্য (ব্+আ+ক্+ক্+অ) > বাইক্য (ব্+আ+ই+ক্+ক্+অ) [এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন হচ্ছে 'ক' এবং 'ক'; আর 'ই' এই যুক্তব্যঞ্জনের এর ঠিক পূর্বে বসেছে, তাদেরকে আলাদা করে মাঝে বসেনি]
উদা ২ – মুক্তা (ম্+উ+ক্+ত্+আ) > মুকুতা (ম্+উ+ক্+উ+ত্+আ) [এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন হচ্ছে ক এবং ত; আর 'উ' ক এবং ত কে ভেঙে তাদের ঠিক মাঝে বসেছে]।	উদা ২ – রাজ্য (র্+আ+জ্+জ্+অ) > রাইজ্য (র্+আ+ই+জ্+জ্+অ) [এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন হচ্ছে জ এবং জ; আর 'ই' এই যুক্তব্যঞ্জনের এর ঠিক পূর্বে বসেছে, তাদেরকে আলাদা করে মাঝে বসেনি]

৮. **অভিশ্রুতি:** অপিনিহিতির প্রভাবজাত 'ই' বা 'উ' ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন: মাছুয়া > মাউছা > মেছো; জালিয়া > জেলে; গাছুয়া > গেছো; হাটুয়া > হাউটা > হেটো; মানিয়া > মাইন্যা > মেনে। সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ অভিশ্রুতির মাধ্যমে চলিত রূপ লাভ করে। যেমন: শুনিয়া > শুইনা > শুনে; বলিয়া > বইলা > বলে; করিয়া > কইরা > করে ইত্যাদি। অভিশ্রুতি হচ্ছে অপিনিহিতির পরের ধাপ।

অভিশ্রুতি চিহ্নিতকরণের সহজ উপায়: 'য়' যুক্ত যেকোনো বড়ো শব্দ ছোটো হয়ে যাবে।

⚠ সতর্কতা

বাজারে প্রচলিত অনেক বইতে অভিশ্রুতির টেকনিক হিসেবে লেখা আছে সাধু থেকে চলিত হলেই তা অভিশ্রুতি। এই নিয়মটি পুরোপুরি ঠিক নয়। সাধু থেকে চলিত হলে মোট ৩টি ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। যথা:

→ চলিলেন (সাধু) > চললেন (চলিত) = মধ্যস্বরলোপ
→ গাহিলেন (সাধু) > গাইলেন (চলিত) = হ-লোপ
→ করিয়া (সাধু) > করে (চলিত) = অভিশ্রুতি

তাহলে সাধু থেকে চলিত হলেই তা অভিশ্রুতি হবে এটা সবসময় ঠিক নাও হতে পারে। তবে হ্যাঁ, সাধু থেকে চলিত হলেই তা অভিশ্রুতি হবে যদি সেই সাধুভাষার পদটি 'য়' যুক্ত হয়। যেমন: মাছুয়া > মাউছা > মেছো, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, বলিয়া > বইলা > বলে, করিয়া > কইরা > করে, মানিয়া > মাইন্যা > মেনে। **তাহলে এত কিছু মনে না রেখে শর্টকাটে শুধু এটা মনে রাখেন, 'য়' যুক্ত যে-কোনো বড়ো শব্দ ছোটো হয়ে গেলেই তা অভিশ্রুতি।**

৯. **ধ্বনি বিপর্যয়:** শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর জায়গা পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন: রিকশা > রিশকা; বাকস > বাসক; লাফ > ফাল; পিশাচ > পিচাশ; ডেস্ক > ডেস্ক; তলোয়ার > তরোয়াল; লোকসান > লোসকান ইত্যাদি।

১০. **ব্যঞ্জন চ্যুতি:** পাশাপাশি সম উচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়, একে ব্যঞ্জন চ্যুতি বলে। যেমন: বউদিদি > বউদি; বড়দাদা > বড়দা; ছোটকাকা > ছোটকা ইত্যাদি। ব্যঞ্জনচ্যুতির অপর নাম সমাক্ষর লোপ।

১১. **ব্যঞ্জন বিকৃতি:** শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ পায় এবং ওই স্থানে আরেকটি নতুন ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটে, একে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন:

- ✓ কবাট > কপাট
- ✓ ধাইমা > দাইমা
- ✓ লেবু > নেবু
- ✓ ধোবা > ধোপা
- ✓ শাক > শাগ
- ✓ পানি > হানি
- ✓ বাকযন্ত্র > বাগযন্ত্র
- ✓ ডাকঘর > ডাগঘর

ব্যঞ্জন বিকৃতির অপর নাম ধ্বনিবিকার / বর্ণবিকার।

১২. **স্বরসংগতি:** একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসংগতি বলে। যেমন: দেশি (দ্+এ+শ্+ই) > দিশি (দ্+ই+শ্+ই); মুলা (ম্+উ+ল্+আ) > মুলো (ম্+উ+ল্+ও) ইত্যাদি। স্বরসংগতি ৫ প্রকার যথা: প্রগত, পরাগত, মধ্যগত, অন্যোন্য এবং চলতি বাংলা স্বরসংগতি)।

⚠ সতর্কতা

বিষমীভবন VS ব্যঞ্জন চ্যুতি VS ব্যঞ্জন বিকৃতি

লক্ষ রাখতে হবে, বিষমীভবনেও দুটো সমবর্ণ থাকে আবার ব্যঞ্জন চ্যুতিতেও দুটি সমবর্ণ থাকে। পার্থক্য হচ্ছে ব্যঞ্জন চ্যুতির ক্ষেত্রে এক টির লোপ হয় আর বিষমীভবনের ক্ষেত্রে এক টির পরিবর্তন হয়।যেমন:

→ শরীর > শরীল = বিষমীভবন

→ মেজদিদি > মেজদি = ব্যঞ্জন চ্যুতি

এখন আবার শিক্ষার্থীদের এটা মনে হতে পারে যে বিষমীভবনে যদি ধ্বনির পরিবর্তন হয় তাহলে ব্যঞ্জন বিকৃতিতেও তো ধ্বনির পরিবর্তন হয়। তাহলে এই দুটোর মধ্যে আবার পার্থক্য কী? এখানে মনে রাখতে হবে, বিষমীভবনে দুটো সমবর্ণের এক টির পরিবর্তন হয় আর ব্যঞ্জন বিকৃতিতে সমবর্ণ থাকে না, এক টি বর্ণ থাকে সেটারই পরিবর্তন হয়। যেমন:

→ শরীর > শরীল = বিষমীভবন

→ কবাট > কপাট = ব্যঞ্জন বিকৃতি

নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
প্রগত স্বরসংগতি	প্রথম স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে প্রগত স্বরসংগতি বলে।	মুলা (ম্+উ+ল্+আ) > মুলো (ম্+উ+ল্+ও) শিকা (শ্+ই+ক্+আ) > শিকে (শ্+ই+ক্+এ)
পরাগত স্বরসংগতি	পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে প্রথম স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে পরাগত স্বরসংগতি বলে।	দেশি (দ্+এ+শ্+ই) > দিশি (দ্+ই+শ্+ই) আখো (আ+খ্+ও) > এখো (এ+খ্+ও)
মধ্যগত স্বরসংগতি	প্রথম স্বরধ্বনি ও শেষ স্বরধ্বনির প্রভাবে মাঝ খানের স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে মধ্যগত স্বরসংগতি বলে।	বিলাতি (ব্+ই+ল্+আ+ত্+ই) > বিলিতি (ব্+ই+ল্+ই+ত্+ই) জিলাপি (জ্+ই+ল্+আ+প্+ই) > জিলিপি (জ্+ই+ল্+ই+প্+ই) বিদেশি (ব্+ই+দ্+এ+শ্+ই) > বিদিশি (ব্+ই+দ্+ই+শ্+ই)
অন্যোন্য স্বরসংগতি	প্রথম স্বরধ্বনি ও শেষ স্বরধ্বনি উভয়ই যদি একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় তাহলে তাকে অন্যোন্য স্বরসংগতি বলে।	মোজা (ম্+ও+জ্+আ) > মুজো (ম্+উ+জ্+ও) – লক্ষ করুন, ১ম শব্দের 'ও' স্থলে ২য় শব্দে 'ও' নেই; আর ১ম শব্দের 'আ' স্থলে ২য় শব্দে 'আ' নেই। তার মানে দুটো স্বরই পরিবর্তন হয়েছে।
চলিত বাংলা স্বরসংগতি	পূর্বস্বর যদি 'উ' কার হয় তবে পরবর্তী স্বর 'আ' কার হয় না, 'ও' কার হয়।	মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো। এছাড়াও চলিত বাংলা স্বরসংগতির উদাহরণের মধ্যে আছে – গিলা > গেলা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে, মিলামিশা > মেলামেশা ইত্যাদি।
	বিশেষ নিয়মে সাধিত চলিত বাংলা স্বরসংগতির উদাহরণ হলো = উড়ুনি > উড়নি; এখনি > এখুনি। এই উদাহরণ দুটির প্রথমটিকে মধ্যস্বরলোপ এবং দ্বিতীয়টিকে মধ্যস্বরাগম বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ দুটো বিশেষ নিয়মে সাধিত চলিত বাংলা স্বরসংগতির উদাহরণ।	

চলিত বাংলা স্বরসংগতি অংশ থেকে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাধারণত প্রশ্ন আসে না। এর কারণ আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে চলিত বাংলা স্বরসংগতির উদাহরণগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই প্রগত স্বরসংগতি কিংবা পরাগত স্বরসংগতির নিয়মে বিশ্লেষণ করা যায়। লক্ষ করে দেখুন, মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো – এগুলো চলিত বাংলা স্বরসংগতির উদাহরণে দেওয়া থাকলেও এগুলো কিন্তু প্রগত স্বরসংগতির নিয়মে সাধিত হয়েছে। আবার গিলা > গেলা, ইচ্ছা > ইচ্ছে – এগুলো চলিত বাংলা স্বরসংগতির উদাহরণে দেওয়া থাকলেও এগুলো কিন্তু পরাগত স্বরসংগতির নিয়মে সাধিত হয়েছে। তাই এই উদাহরণগুলো থেকে প্রশ্ন আসলে এবং অপশনে চলিত বাংলা স্বরসংগতি না থাকলে প্রগত বা পরাগত যে নিয়মে সাধিত হয়েছে সেটা দাগাতে হবে।

১৩. **র-কার লোপ:** উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক সময় শব্দের মধ্যকার 'র' লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়, একে র-কার লোপ বলে। যেমন: করতে > কত্তে; মারলাম > মাল্লাম; করলাম > কল্লাম ইত্যাদি।

⚠ সতর্কতা

করতে > কত্তে, কর্তা > কত্তা – উদাহরণ দুটির প্রথমটি র-কার লোপ এর উদাহরণ কিন্তু দ্বিতীয়টি পরাগত সমীভবনের উদাহরণ। দুটি উদাহরণেই 'র' লোপ পেয়েছে এবং 'র' এর পরের বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়েছে। পার্থক্য এইটুকুই যে দ্বিতীয়টি যুক্ত ব্যঞ্জনের উদাহরণ কিন্তু প্রথমটি নয়। অর্থাৎ যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে যদি 'র' লোপ পায় এবং 'র' এর পরের বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় তাহলে তা পরাগত সমীভবন। আর যদি যুক্ত ব্যঞ্জন না হয়ে 'র' লোপ পায় এবং 'র' এর পরের বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় তাহলে তা র-কার লোপ। এরূপ – তরকারি > তক্কারি = র-কার লোপ কিন্তু তর্ক > তক্ক = পরাগত সমীভবন। যদিও আমাদের ৯-১০ শ্রেণির ২০২০ সালের সংস্করণের বাংলা ব্যাকরণ বইতে 'তর্ক > তক্ক' র-লোপ এর উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের অনেক বই যেমন ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ স্যারের 'বিদ্যাকোষ' ও ড. হায়াৎ মামুদ স্যারের 'ভাষাশিক্ষা' বইয়ে 'তর্ক > তক্ক' উদাহরণটি পরাগত সমীভবনের মধ্যে আছে। 'স্বর্ণ > সন্ন' এরকমই একটি উদাহরণ যা বিভিন্ন বইতে পরাগত সমীভবনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

তবে পরীক্ষার হলে অপশনের ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। স্বর্ণ > সন্ন, তর্ক > তক্ক, কর্তা > কত্তা – এগুলো পরীক্ষায় আসলে অর্থাৎ 'পরাগত সমীভবন' দাগানো উত্তম। তবে অপশনে যদি 'পরাগত সমীভবন' না থাকে তাহলে 'র-কার লোপ'ই দাগাবেন। আবার করতে > কত্তে, তরকারি > তক্কারি – এগুলো পরীক্ষায় আসলে 'র-কার লোপ' দাগানো উত্তম। তবে অপশনে যদি 'র-কার লোপ' না থাকে তাহলে 'পরাগত সমীভবন'ই দাগাবেন।

১৪. **হ-কার লোপ:** উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক সময় শব্দের মধ্যকার 'হ' লোপ পায়, একে হ-কার লোপ বলে। যেমন: গাহিল > গাইল, কহিল > কইল, চাহিলো > চাইলো, সিপাহি > সিপাই, বাদশাহ > বাদশা, আল্লাহ > আল্লা, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা, পুরোহিত > পুরুত

টেকনিক

শব্দ থেকে কেবল 'হ' লোপ পেলেই তা হ-কার লোপ। এক্ষেত্রে 'হ' এর সাথে কোনো স্বর থাকলে তা লোপ পেতেও পারে আবার নাও পেতে পারে।

১৫. **অন্তর্হতি:** কোনো কারণ ছাড়াই যদি শব্দের মাঝখান থেকে একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ পায় তাহলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন: ফাল্গুন (ফ্+আ+ল্+গ্+উ+ন্) > ফাগুন (ফ্+আ+গ্+উ+ন্), বাপজান > বাজান, রঙ্গিন > রঙিন, ইন্দুর > ইদুর।

⚠ সতর্কতা

অন্তর্হতি VS ব্যঞ্জন চ্যুতি

লক্ষ রাখতে হবে ব্যঞ্জন চ্যুতিতেও ব্যঞ্জন বর্ণের লোপ পায় তবে সেক্ষেত্রে দুটো সমবর্ণ থাকে, একটির লোপ হয় আর অন্তর্হতিতে দুটো আলাদা আলাদা ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তার মধ্য থেকে একটির লোপ হয়। যেমন:

→ মেজদিদি > মেজদি = ব্যঞ্জন চ্যুতি

→ ফাল্গুন > ফাগুন = অন্তর্হতি

বিশেষভাবে লক্ষণীয়

২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সম্পাদিত ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ে 'আলাহিদা > আলাদা' ও 'ফলাহার > ফলার' উদাহরণ দুটি অন্তর্হতির মধ্যে দেওয়া আছে।

কিন্তু মৌলিক বেশ কিছু লেখকের বইয়ে যেমন বামনদেব চক্রবর্তীর *'উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ'*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'* ও জ্যোতিভূষণ চাকীর *'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'* বইয়ে ওপরের উদাহরণ দুটিকে হ-কার লোপের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে।

তাই পরীক্ষার হলে এই উদাহরণদুটির ক্ষেত্রে মৌলিক বই অনুসারে 'হ-কার লোপ' দাগানোই উত্তম। তবে অপশনে 'হ-কার লোপ' না থাকলে সেক্ষেত্রে ৯ম-১০ম শ্রেণির পূর্বের বই অনুসারে 'অন্তর্হতি' দাগানো যেতে পারে।

ধ্বনির পরিবর্তনের ধাপ

প্রশ্ন – 'পুরোহিত > পুরুত' – কোন ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?

A. হ-কার লোপ B. অন্তর্হতি C. য়-শ্রুতি D. ব্যঞ্জন বিকৃতি

ব্যাখ্যা: ধ্বনির পরিবর্তন অনেক দ্বিধান্বিত একটা বিষয়। খুব ভালো করে লক্ষ না করলে এই অধ্যায়ের অনেক উদাহরণের শুধু আ-কার / ই-কার পরিবর্তন করেই তাকে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সম্পাদিত ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে 'পুরোহিত > পুরুত' উদাহরণটি হ-কার লোপের মধ্যে দেওয়া আছে এবং এটা 'হ-কার লোপ'ই হবে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কীভাবে 'হ-কার লোপ' হলো? এখানে তো 'হ' লোপের সাথে সাথে শব্দের 'রো' পরিবর্তন হয়ে 'রু' হয়েছে। তাহলে কেন শুধু হ-কার লোপই হবে?

একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, ধ্বনি পরিবর্তন যে কেবল একটি ধাপেই হয়ে থাকে তা নয়। একাধিক ধাপ অতিক্রম করেও ধ্বনির পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম ধাপটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নামকরণ করা হয়। যেমন: অলাবু > লাউ – এখানে 'অলাবু' থেকে সরাসরি 'লাউ' হয়নি। 'অলাবু' থেকে প্রথমে হয়েছে 'লাবু' মানে 'অ' লোপ পেয়েছে অর্থাৎ অলাবু > লাবু = আদি স্বরলোপ হয়েছে। তারপর 'লাবু' থেকে 'লাউ' হয়েছে মানে 'ব' লোপ পেয়েছে অর্থাৎ ব্যঞ্জনলোপ বা অন্তর্হতি। কিন্তু প্রশ্নে যদি বলা হয় অলাবু > লাউ – তাহলে 'অ' আর 'ব' মানে স্বর আর ব্যঞ্জন দুটিই লোপ পেয়েছে তার মানে এটার নাম হবে 'বর্ণলোপ'। কোন বর্ণ লোপ তা কিন্তু বলা হয়নি, শুধু 'বর্ণলোপ'। এখন প্রশ্নে যদি বলা হয় যে 'অলাবু > লাউ' কোন ধ্বনি পরিবর্তন? আর অপশনে যদি 'বর্ণলোপ' না থাকে সেক্ষেত্রে প্রথম ধাপে যেহেতু স্বর লোপ পেয়েছে সেহেতু 'আদি স্বরলোপ'ই তখন সর্বোত্তম উত্তর হবে।

এরকম আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে মর্মর > মার্বেল। আমাদের ৯ম-১০ম শ্রেণির বইতে এটিকে বিষমীভবন বলা হয়েছে। বিষমীভবনের সংজ্ঞা হলো – দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হলে তাকে বিষমীভবন বলে। কিন্তু এই সংজ্ঞানুসারে 'মর্মর > মার্বেল' কীভাবে হলো তা অনেক শিক্ষার্থীর কাছেই একটা দ্বিধার বিষয়। আগেই বলেছি একাধিক ধাপে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। চলুন দেখে নেই 'মর্মর' থেকে 'মার্বেল' রূপ ধারণের একটি ফ্লো-চার্ট।

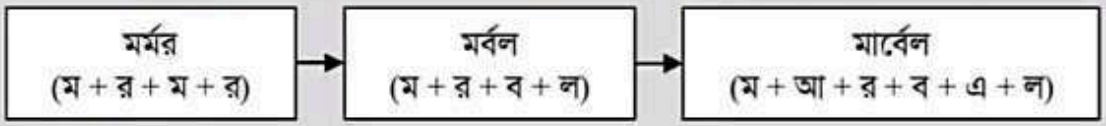

এখানে ১ম ধাপে 'মর্মর' থেকে হয়েছে 'মর্বল'। 'মর্মর' শব্দে দুটো 'ম' আর দুটো 'র' ছিল যার একটি করে পরিবর্তন হয়েছে 'মর্বল' শব্দে। মানে দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ বিষমীভবন। আর ২য় ধাপে 'মর্বল' থেকে হয়েছে 'মার্বেল'। এখানে শব্দের মাঝখানে নতুন করে 'আ' ও 'এ' দুটো স্বরধ্বনি এসেছে অর্থাৎ মধ্য স্বরাগম। তার মানে মর্মর > মার্বেল হয়েছে দুটি ধাপে। এখন প্রথম ধাপে যেহেতু বিষমীভবন হয়েছে তাই উত্তর নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'বিষমীভবন'ই সর্বোত্তম উত্তর হবে।

এবার আসুন ৯ম-১০ম শ্রেণির বইয়ে উল্লিখিত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করি, চলুন দেখে নেই 'পুরোহিত' থেকে 'পুরুত' রূপ ধারণের একটি ফ্লো-চার্ট।

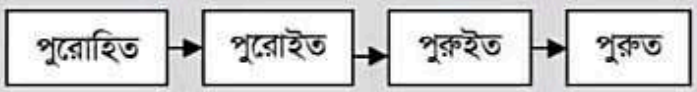

এখানে ১ম ধাপে 'পুরোহিত' থেকে হয়েছে 'পুরোইত'। মানে কেবল 'হ' লোপ পেয়েছে অর্থাৎ হ-লোপ। আর ২য় ধাপে 'পুরোইত' থেকে হয়েছে 'পুরুইত'। মানে প্রথম 'উ-কার' এর প্রভাবে পরের 'ও-কার' পরিবর্তিত হয়ে 'উ-কার' হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ প্রগত স্বরসংগতি। ৩য় ধাপে 'পুরুইত' থেকে হয়েছে 'পুরুত'। মানে শব্দের মাঝখান থেকে 'ই-কার' লোপ পেয়েছে অর্থাৎ মধ্য স্বরলোপ। তার মানে পুরোহিত > পুরুত হয়েছে তিনটি ধাপে। এখন প্রথম ধাপে যেহেতু হ-লোপ হয়েছে তাই উত্তর নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'হ-লোপ'ই সর্বোত্তম উত্তর হবে। সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন A.

১৬. **য়-শ্রুতি ও অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি:** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এই দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর (যৌগিক স্বর) না হয় তাহলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য এই স্বরদুটির মধ্যে একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' বা অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জন ধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন: মা+আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার; যা + আ = যাওয়া ইত্যাদি।

১৭. **ক্ষীণায়ন:** নামটা বিশ্লেষণ করলেই আমরা এর সংজ্ঞা পেয়ে যাব। 'ক্ষীণ' মানে কম বা অল্প আর 'আয়ন' প্রত্যয় দ্বারা বোঝায় আনা বা আনয়ন করা। সুতরাং বলা যায় শব্দমধ্যস্থ কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণকে অল্পপ্রাণ করলে অর্থাৎ 'ক্ষীণ' করে আনলে তাকে বলে ক্ষীণায়ন। যেমন: ব্যথা > ব্যতা, কথা > কতা ইত্যাদি।

১৮. **পীনায়ন:** এটারও নামটা বিশ্লেষণ করলেই আমরা এর সংজ্ঞা পেয়ে যাব। 'পীন' মানে স্থূল বা পুষ্ট আর 'আয়ন' প্রত্যয় দ্বারা বোঝায় আনা বা আনয়ন করা। সুতরাং বলা যায় শব্দমধ্যস্থ কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণকে মহাপ্রাণ করলে অর্থাৎ 'স্থূল' করলে তাকে বলে পীনায়ন। যেমন: কারক > খারক, পানি > হানি ইত্যাদি।

⚠ সতর্কতা

ক্ষীণায়ন বা পীনায়নের উদাহরণগুলো দেখে অনেকের কাছেই তা ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ বলে মনে হতে পারে এবং মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। একারণে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেকেই ক্ষীণায়ন বা পীনায়নের অস্তিত্ব মানতে চান না। তাদের মতে অন্যান্য ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম দিয়েই এগুলোর উদাহরণকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন: কারক > খারক - এখানে দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়েছে যা বিষমীভবনের নিয়ম। আবার কথা > কতা - এখানে একটি ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে সেস্থানে আরেকটি ব্যঞ্জন চলে এসেছে যা ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ। তাই পরীক্ষার হলে ক্ষীণায়ন বা পীনায়নের উদাহরণ থেকে কোনো প্রশ্ন এলে তা ক্ষীণায়ন বা পীনায়নের অনুসারে দাগাতে হবে। তবে অপশনে তা না থাকলে ধ্বনি পরিবর্তনের অন্য যে নিয়মে তা সাধিত হতে পারে তা দাগাতে হবে। যেমন: ধাইমা > দাইমা। এটা আমরা ব্যঞ্জন বিকৃতিতে পড়েছি। মূলত এটা ক্ষীণায়নের উদাহরণ। তবে অপশনে ক্ষীণায়ন না থাকলে ব্যঞ্জন বিকৃতিই দাগাতে হবে।

১৯. **ঘোষীভবন:** শব্দমধ্যস্থ কোনো অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় ঘোষ হলে তাকে বলে ঘোষীভবন। যেমন: কাক > কাগ, বেটা > বেডা, শাক > শাগ, কতদূর > কদদূর ইত্যাদি।

২০. **অঘোষীভবন:** শব্দমধ্যস্থ কোনো ঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় অঘোষ হলে তাকে বলে অঘোষীভবন। যেমন: বেয়াদব > বেয়াদপ, বাবু > বাপু, গুলাব > গোলাপ, বড় ঠাকুর > বট ঠাকুর ইত্যাদি।

২১. **নাসিক্যীভবন:** উচ্চারণের সময় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) অনুনাসিক স্বরে (অঁ, আঁ, ইঁ, উঁ, এঁ, অ্যাঁ, ওঁ) পরিবর্তন হলে তাকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন: অঙ্ক > আঁক, চন্দ্র > চাঁদ, সন্ধ্যা > সাঁঝ, কঙ্কণ > কাঁকন ইত্যাদি।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও উত্তর

BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১. অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? *[৪১তম BCS]*
A. আজি > আইজ B. অলাবু > লাবু > লাউ
C. ডেস্ক > ডেস্ক D. জন্ম > জম্ম **উ: A**

২. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? *[৩৫তম BCS]*
A. প্রাতিপদিক B. অভিশ্রুতি
C. অপিনিহিতি D. ধ্বনি বিপর্যয় **উ: A**

৩. বড় > বড্ড – কোন ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত? *[৪৩তম BCS]*
A. পরাগত সমীভবন B. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন
C. ধ্বনি বিপর্যয় D. ব্যঞ্জন বিকৃতি **উ: B**

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৪. স্বরসংগতির উদাহরণ কোনটি? *[2 Govt. Banks Officer (General) 20; 4 Govt. Banks Officer (General) 19: Probashi Kallyan Bank Progammer 2019, Pubali Bank Ltd. Senior Officer 2011, কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় D ২০১৫-১৬]*
A. হইবে > হবে B. দেশি > দিশি
C. রাত্রি > রাইত D. কেনোটিই নয় **উ: B**

৫. 'বিলাতি > বিলিতি' – কীসের উদাহরণ? *[2 Gov. Banks Officer (General) 2019]*
A. মধ্য স্বরাগম B. অপিনিহিতি
C. প্রগত স্বরসংগতি
D. মধ্যগত স্বরসংগতি **উ: D**

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৬. 'মধ্য স্বরাগম' – এর অপর নাম কী? *[2 Gov. Banks Officer (General) 2019]*
A. অসমীকরণ B. বিষমীভবন
C. বিপ্রকর্ষ D. সমীভবন **উ: C**

৭. কোনটি স্বরভক্তির উদাহরণ? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer 2019, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৯]*
A. বিলিতি B. পিরীতি
C. বসতি D. জানালা **উ: B**

ব্যাখ্যা: এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় দ্বিধান্বিত হয়ে থাকে। কারণ ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যদি কেবল একটি শব্দ দেওয়া থাকে তাহলে এর মূল শব্দ কী হবে বা এর পরিবর্তিত শব্দ কী হবে তা না জানার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা দুটো শব্দের মধ্যের পার্থক্যটা ধরতে পারে না। এক্ষেত্রে আমি যে পরামর্শ দিই তা হলো পর্যাপ্ত অনুশীলন। পর্যাপ্ত অনুশীলন করলে প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনের মূল শব্দ সম্পর্কে ধারণা করা অনেক সহজ হয়।

প্রদত্ত প্রশ্নে 'বিলিতি' হচ্ছে 'বিলাতি' শব্দের পরিবর্তিত রূপ যা মধ্যগত স্বরসংগতির কারণে হয়েছে। 'বসতি' মূল শব্দ যা থেকে মধ্যস্বরলোপের কারণে 'বস্তি' হয়েছে। 'জানালা' মূল শব্দ যা থেকে মধ্যস্বরলোপের কারণে হয়েছে 'জানলা'। সুতরাং সঠিক উত্তর 'পিরীতি' যা মূল শব্দ 'প্রীতি' এর মাঝখানে 'ই-কার' আগমনের ফলে অর্থাৎ মধ্য স্বরাগম বা স্বরভক্তির কারণে হয়েছে। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

৮. 'বউদি ফাগুন মাসের সক্কালবেলা অযথাই বড়োদার সঙ্গে তক্ক কত্তে লাগল' – এই বাক্যটিতে ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ আছে? *[Bangladesh Bank Asst. Director 2018]*
A. ৫টি B. ৬ টি C. ৭টি D. ৮ টি **উ: B**

ব্যাখ্যা: বউদি (বউদিদি > বউদি – ব্যঞ্জনচ্যুতি) ফাগুন (ফাল্গুন > ফাগুন – অন্তর্হতি) মাসের সক্কালবেলা (সকাল > সক্কাল – ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা) অযথাই বড়োদার (বড়োদাদা > বড়োদা – ব্যঞ্জনচ্যুতি) সঙ্গে তক্ক (তর্ক > তক্ক – পরাগত সমীভবন) কত্তে (করতে > কত্তে – র কার লোপ) লাগল। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

৯. 'স্নান > সিনান' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া? *[Janata Bank Ltd. Executive Officer (Morning) 2017]*
A. বিপ্রকর্ষ B. সমীভবন
C. ধ্বনিলোপ D. স্বরসংগতি **উ: A**

১০. কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা কীসের উদাহরণ? *[Janata Bank Ltd. Asst. Executive Officer 2019]*
A. ধ্বনি বিপর্যয় B. ব্যঞ্জন চ্যুতি
C. অভিশ্রুতি D. ব্যঞ্জন বিকৃতি **উ: D**

১১. 'ফাল্গুন > ফাগুন' – কীসের উদাহরণ? *[Bangladesh krishi bank officer 2017, খু. বি. B ২০১৯-২০]*
A. ব্যঞ্জন বিকৃতি B. ব্যঞ্জন চ্যুতি
C. অন্তর্হতি D. অভিশ্রুতি **উ: C**

PSC নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১২. প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে? *[১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল পর্যায়-০২) ২০১৯]*
A. সমীভবন B. অপিনিহিতি
C. বিষমীভবন D. অসমীকরণ **উ: A**

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে 'প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি' বলতে কোনগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি গঠিত হয় = ৩ টি উপায়ে। যথা:

ক) স্বরে + ব্যঞ্জনে : কাঁচা + কলা = কাঁচকলা।
খ) ব্যঞ্জনে + স্বরে : তিন + এক = তিনেক।
গ) ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে : বদ + জাত = বজ্জাত।

এই ৩টি উপায়ের প্রথম দুটিতে প্রথমে বা পরে কোনো না কোনো জায়গায় স্বর যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় পদ্ধতিতে প্রথমে ও পরে উভয় জায়গায় ব্যঞ্জন যুক্ত হয়েছে। তাই এটিকে বলা হয় প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি। এবার এই ৩য় পদ্ধতিতে উল্লিখিত উদাহরণের দিকে লক্ষ করুন।

বদ (ব্+অ+দ্) + জাত (জ্+আ+ত্) = বজ্জাত (ব্+অ+জ্+জ্+আ+ত্)। তাহলে দেখুন, 'দ' আর 'জ' এই দুটির মধ্যে একটি ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে আরেকটির মতো হয়ে গিয়েছে যা সমীভবনের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি ধ্বনি পরিবর্তনের সমীভবনের নিয়মে গঠিত হয়। সুতরাং সঠিক উত্তর A.

১৩. নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ? *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৯]*
A. স্কুল > ইস্কুল B. সত্য > সত্যি
C. রত্ন > রতন D. বাক্য > বাইক্য **উ: D**

১৪. 'কাঁদনা > কান্না' কোন ধরনের পরিবর্তনের উদাহরণ? *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (NSI) এর সহকারী পরিচালক ২০১৯]*
A. অভিশ্রুতি B. বিষমীভবন
C. অপিনিহিতি D. সমীভবন **উ: D**

১৫. 'Prothesis' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী? *[বাংলাদেশ বেতারের সহ-সম্পাদক ১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক ১৯]*
A. ধ্বনি সংযুক্তি B. আদি স্বরাগম
C. স্বরভক্তি D. বিপ্রকর্ষ **উ: B**

১৬. 'ফলাহার থেকে 'ফলার' শব্দ হওয়ার কারণ – *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৭, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ২০১৪]*
A. ব্যঞ্জনচ্যুতি B. অন্তর্হতি
C. ব্যঞ্জন বিকৃতি D. বিষমীভবন **উ: B**

১৭. 'মিঠা > মিঠে' – এরূপ পরিবর্তনকে কী বলা হয়? *[দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক ২০১৯]*

A. স্বরসংগতি B. ধ্বনি বিপর্যয়
C. স্বরভক্তি D. স্বরলোপ **উ: A**

১৮. ধ্বনির পরিবর্তন কত প্রকার? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (প্রথম পর্যায়) ১৯]*

A. ৩ প্রকার B. ৪ প্রকার
C. ৫ প্রকার D. ২ প্রকার **উ: D**

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অভিধান (১ম খণ্ড) অনুসারে ৪টি উপায়ে ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। যথা:

ক) কোনো ধ্বনির লোপ হচ্ছে।
খ) কোনো ধ্বনির যোগ হচ্ছে।
গ) কোনো ধ্বনি অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।
ঘ) কোনো দুটি ধ্বনি পরস্পরের স্থান বিনিময় করছে।

এই কারণে অনেকেই ভেবে থাকেন ধ্বনির পরিবর্তন ৪ প্রকার। আসলে এখানে সামান্য একটু বোঝার ভুল রয়েছে। এগুলো ধ্বনির পরিবর্তনের প্রকার নয়; এগুলো ধ্বনির পরিবর্তনের রীতিভেদ বা ধ্বনির পরিবর্তনের উপায়।

ড. রমজান আলি তাঁর 'ভাষার ইতিহাস ও আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থে বলেছেন, ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনির পরিবর্তন ২ প্রকার। যথা:

১. সাধারণ ধ্বনি পরিবর্তন: এখানে বাকব্যবহারে বিশেষ অর্থ-পার্থক্য থাকে না। যেমন: অন্য ভাষা থেকে যেসব শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলিও কিছু পরিবর্তনের পর বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। এগুলোকে সাধারণ ধ্বনি পরিবর্তন বলে।
২. ব্যাকরণগত ধ্বনি পরিবর্তন: সময়ের ব্যবধানে বাংলা ভাষায় যে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে এবং নতুন রূপ লাভ করেছে এগুলো ব্যাকরণগত ধ্বনি পরিবর্তন।

সুতরাং প্রশ্ন ভালো করে পড়তে হবে। ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকার চাইলে তা ২ প্রকার আর ধ্বনি পরিবর্তনের উপায় বা রীতি চাইলে তা ৪ প্রকার হবে। সুতরাং সঠিক উত্তর D.

১৯. 'Apenthesis' এর অর্থ – *[১৫তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল / সমপর্যায়) ২০১৮]*

A. স্বরসংগতি B. অভিশ্রুতি
C. স্বরাগম D. অপিনিহিতি **উ: D**

২০. 'গ্রাম > গেরাম' এখানে কোনটি ঘটেছে? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৮]*

A. ব্যঞ্জন বিকৃতি B. পরাগত
C. স্বরাগম D. অসমীকরণ **উ: C**

২১. কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ? *[১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৯, ঢা. বি. ক ২০১৩-১৪]*

A. বড়দাদা > বড়দা B. পিশাচ > পিচাশ
C. কিছু > কিচ্ছু D. মুক্তা > মুকুতা **উ: B**

২২. কোনটি 'অপিনিহিতি'র উদাহরণ? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ) ২০০৫]*

A. ইস্কুল B. আইজ
C. গেলাস D. ধপাধপ **উ: B**

ব্যাখ্যা: এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় দ্বিধান্বিত হয়ে থাকে। এর কারণ ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যদি কেবল একটি শব্দ দেওয়া থাকে তাহলে এর মূল শব্দ কী হবে বা এর পরিবর্তিত শব্দ কী হবে তা না জানার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা দুটো শব্দের মধ্যের পার্থক্যটা ধরতে পারে না। এক্ষেত্রে আমি যে পরামর্শ দেই তা হলো পর্যাপ্ত অনুশীলন। পর্যাপ্ত অনুশীলন করলে প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনের মূল শব্দ সম্পর্কে ধারণা করা অনেক সহজ হয়।

প্রদত্ত প্রশ্নে 'ইস্কুল' হচ্ছে 'স্কুল' শব্দের পরিবর্তিত রূপ যা আদি স্বরাগমের কারণে হয়েছে। 'গেলাস' হচ্ছে 'গ্লাস' শব্দের পরিবর্তিত রূপ যা মধ্য স্বরাগমের কারণে হয়েছে। 'ধপাধপ' হচ্ছে 'ধপ' শব্দের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য শব্দের মাঝখানে 'আ' যুক্ত করার অর্থাৎ অসমীকরণের নিয়ম।

সুতরাং সঠিক উত্তর 'আইজ' যা মূল শব্দ 'আজি' এর পরের 'ই-কার' আগে উচ্চারণের কারণে হয়েছে।
সুতরাং সঠিক উত্তর B.

২৩. কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ? *[১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৬]*

A. শরীল > শরীল B. হংস > হাঁস
C. দুর্গা > দুগগা D. লাফ > ফাল **উ: D**

২৪. মধ্য স্বরাগমের সমার্থক কোনটি? *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০১৩]*

A. স্বরসংগতি B. বিপ্রকর্ষ
C. অভিশ্রুতি D. সম্প্রকর্ষ **উ: B**

২৫. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন স্বরসংগতি হয়? *[আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার ২০১২]*

A. পরাগত B. মধ্যগত
C. প্রগত D. অন্যোন্য **উ: C**

২৬. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১১, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৮, জা. বি. খ ২০১৫-১৬]*

A. পিশাচ > পিচাশ B. স্কুল > ইস্কুল
C. আজি > আইজ D. পাকা > পাক্কা **উ: A**

২৭. 'আশু > আউশ' – এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ? *[ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ০৬, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা পরিদপ্তরের উপ-তত্ত্বাবধায়ক ২০০৫]*

A. সমীভবন B. বর্ণ বিপর্যয়
C. অপিনিহিতি D. বিপ্রকর্ষ **উ: C**

২৮. কোনটি আদি স্বরাগম? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা) ১৬]*

A. স্নেহ > সিনেহ B. স্ত্রী > ইস্ত্রী
C. রত্ন > রতন D. গ্রাম > গেরাম **উ: B**

২৯. দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী স্বরধ্বনরি লোপকে কী বলে? *[খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০২১, জা. বি. C ২০১৯-২০]*

A. অভিশ্রুতি B. অপিনিহিতি
C. স্বরসংগতি D. সম্প্রকর্ষ **উ: D**

৩০. 'বিলাতি > বিলিতি' – কী ধরনের পরিবর্তন? *[খাদ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০২১]*

A. অপিনিহিতি B. স্বরসংগতি
C. বিপ্রকর্ষ D. সম্প্রকর্ষ **উ: B**

৩১. 'শরীর > শরীল' – শব্দটিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন ধরনের নিয়ম প্রযোজ্য? *[১৪তম প্রজযক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ / সমপর্যায়) ২০১৭, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ) ০৭, খু. বি. B ২০১৭-১৮]*

A. সমীভবন B. অসমীভবন
C. বিষমীভবন D. ধ্বনি বিপর্যয় **উ: C**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৩২. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ নয় কোনটি? *(ঢা. বি. ঘ ২০২০-২১)*

A. বাক্স > বাসক B. রিক্সা > রিসকা
C. পিচাশ > পিশাচ D. স্কুল > ইস্কুল **উ: D**

৩৩. শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে? *(ঢা. বি. ক ২০১৫-১৬)*

A. ধ্বনি বিপর্যয় B. সমীভবন
C. অসমীকরণ D. বিপ্রকর্ষ **উ: A**

৩৪. অপিনিহিতির ক্ষেত্রে কোন স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয়? *[কু. বি. A ২০১৯-২০]*

A. ই, উ B. এ, ঐ
C. ই, এ D. ই, ঔ **উ: A**

৩৫. দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে? *[জা.বি. C ১৯-২০, ব.শে.মু.র.বি.প্র.বি. B ২০১৯-২০, বে.রো.বি. C ২০১৩-১৪, ঢা.বি. C ২০০৫-০৬, কু. বি. B ২০১৫-১৬]*

A. পরাগত B. সমীভবন
C. অসমীভবন D. বিষমীভবন **উ: D**

৩৬. 'তুলতুলা > লুতলুতা' কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন? *[জ.বি. B ২০১২-১৩]*

A. সমাক্ষর লোপ B. সমীকরণ
C. ব্যঞ্জনচ্যুতি D. ধ্বনির বিপর্যয় **উ: D**

৩৭. নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ? *[জ. বি. B ২০১৬-১৭]*

A. স্ত্রী > ইস্ত্রী B. ভাগ্য > ভাইগ্য
C. স্বপ্ন > স্বপন D. পূজা > পুজো **উ: B**

৩৮. মর্মর > মার্বেল – এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া? *(ঢা. বি. ক ২০১৫-১৬)*

A. ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা B. ধ্বনি বিপর্যয়
C. বিষমীভবন D. ব্যঞ্জন বিকৃতি **উ: C**

ব্যাখ্যা: দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হলে তাকে বিষমীভবন বলে। কিন্তু এই সংজ্ঞানুসারে 'মর্মর > মার্বেল' কীভাবে হলো তা অনেক শিক্ষার্থীর কাছেই একটা দ্বিধার বিষয়। 'ধ্বনি পরিবর্তন' অধ্যায়ের মূল আলোচনায় আমি আগেই বলেছি ধ্বনি পরিবর্তন একাধিক ধাপেও সম্পন্ন হতে পারে। চলুন দেখে নেই 'মর্মর' থেকে 'মার্বেল' রূপ ধারণের একটি ফ্লো-চার্ট।

মর্মর (ম+র+ম+র) → মর্বল (ম+র+ব+ল) → মার্বেল (ম+আ+র+ব+এ+ল)

এখানে ১ম ধাপে 'মর্মর' থেকে হয়েছে 'মর্বল'। 'মর্মর' শব্দে দুটো 'ম' আর দুটো 'র' ছিল যার একটি করে পরিবর্তন হয়েছে 'মর্বল' শব্দে। মানে দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ বিষমীভবন। আর ২য় ধাপে 'মর্বল' থেকে হয়েছে 'মার্বেল'। এখানে শব্দের মাঝখানে নতুন করে 'আ' ও 'এ' দুটো স্বরধ্বনি এসেছে অর্থাৎ মধ্য স্বরাগম। তার মানে মর্মর > মার্বেল হয়েছে দুটি ধাপে। এখন প্রথম ধাপে যেহেতু বিষমীভবন হয়েছে তাই উত্তর নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'বিষমীভবন'ই সর্বোত্তম উত্তর হবে। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

৩৯. নিচের কোনটি সমীভবনের উদাহরণ? *[ব.শে.মু.র.বি.প্র.বি. E ২০১৪-১৫]*

A. পদ্ম > পদ্দ B. বিলাতি > বিলিতি
C. আজি > আইজ D. শুনিয়া > শুনে **উ: A**

৪০. নিচের কোনটি অসমীকরণের উদাহরণ? *[জা. বি. F ১৪-১৫]*

A. মুরগ > মোরগ B. ধপ + ধপ = ধপাধপ
C. শরীর > শরীল
D. অলাবু > লাবু > লাউ **উ: B**

৪১. কোনটি অভিশ্রুতির উদাহরণ? *[জা.বি. C ২০১৩-১৪]*

A. চলিল > চলল B. আসিয়া > এসে
C. আজি > আইজ D. কন্যা > কইন্যা **উ: B**

৪২. কোনটি অভিশ্রুতির উদাহরণ? *[জা.বি. C ২০১৩-১৪]*

A. শরীর > শরীল B. গলদা > গল্লা
C. সর্প > সপ্প D. পিচাশ > পিশাচ **উ: A**

৪৩. 'দেশি > দিশি' কোন ধরনের স্বরসংগতি? *[ই.বি. A ১৩-১৪]*

A. প্রগত স্বরসংগতি B. পরাগত স্বরসংগতি
C. মধ্যগত স্বরসংগতি D. কোনোটিই নয় **উ: B**

৪৪. 'ধরণা > ধন্না' কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন? *[জাতীয় বি. B ২০১২-১৩]*

A. স্বরসংগতি B. অপিনিহিতি
C. স্বরভক্তি D. সমীভবন **উ: D**

৪৫. নিচের কোনটি সমীভবনের নিয়মে সাধিত হয়েছে? *[রা. বি. A ২০১৭-১৮]*

A. স্বর্ণ B. কান্না
C. বাক্য D. ফাল **উ: B**

> **ব্যাখ্যা:** এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় দ্বিধান্বিত হয়ে থাকে। এর কারণ ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যদি কেবল একটি শব্দ দেওয়া থাকে তাহলে এর মূল শব্দ কী হবে বা এর পরিবর্তিত শব্দ কী হবে তা না জানার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা দুটো শব্দের মধ্যের পার্থক্যটা ধরতে পারে না। এক্ষেত্রে আমি যে পরামর্শ দিই তা হলো পর্যাপ্ত অনুশীলন। পর্যাপ্ত অনুশীলন করলে প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনের মূল শব্দ সম্পর্কে ধারণা করা অনেক সহজ হয়।
>
> প্রদত্ত প্রশ্নে 'স্বর্ণ' হচ্ছে মূল শব্দ সমীভবনের ফলে যা হওয়ার কথা ছিল 'সন্ন'। 'বাক্য' শব্দটিও মূল শব্দ যার অপিনিহিতির রূপ হবে 'বাইক্য'। 'ফাল' হচ্ছে 'লাফ' শব্দের পরিবর্তিত রূপ যা ধ্বনি বিপর্যয়ের কারণে হয়েছে।
>
> সুতরাং সঠিক উত্তর 'কান্না' যা মূল শব্দ 'কাদনা' থেকে সমীভবনের কারণে হয়েছে। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

৪৬. অভিশ্রুতির উদাহরণ হলো – *[ঢাবি ৭ কলেজ (মানবিক) ১৮-১৯]*

A. হাউট্যা B. মেছো
C. মাছুয়া D. আইসা **উ: B**

> **ব্যাখ্যা:** পূর্বের প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য। প্রদত্ত প্রশ্নে 'হাউট্যা' ও 'আইসা' শব্দদুটি যথাক্রমে 'হাটুয়া' ও 'আসিয়া' শব্দের পরিবর্তিত রূপ যা অপিনিহিতির কারণে হয়েছে। 'মাছুয়া' হচ্ছে মূল শব্দ যার অপিনিহিতির রূপ হবে 'মাউছ্যা' আর অভিশ্রুতির রূপ হবে 'মেছো'। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

৪৭. 'ধার' শব্দটি যে ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত – *[ঢা.বি. B ২০১৭-১৮]*

A. বিপ্রকর্ষ B. স্বরভক্তি
C. সম্প্রকর্ষ D. অন্তর্হতি **উ: C**

> **ব্যাখ্যা:** 'ধার' শব্দটির মূল শব্দ হচ্ছে 'উধার'। অর্থাৎ মূল শব্দের আদি থেকে 'উ' ধ্বনি লোপ পেয়েছে যার নাম আদি স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ। সুতরাং সঠিক উত্তর C.

৪৮. 'ধৈরজ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যে নিয়মানুসারে – *[জ.বি. D ২০০৯-১০]*

A. স্বরসংগতি B. স্বরভক্তি
C. অভিশ্রুতি D. অপিনিহিতি **উ: B**

> **ব্যাখ্যা:** 'ধৈরজ' শব্দটির মূল শব্দ হচ্ছে 'ধৈর্য'। ধৈর্য (ধ্+ঐ+র্+জ্+অ) > ধৈরজ (ধ্+ঐ+র্+অ+জ্+অ)। এখানে মূল শব্দের যুক্তবর্ণ ভেঙে তার মাঝখানে 'অ' ধ্বনির আগমন হয়েছে যা মধ্যস্বরাগম বা স্বরভক্তির উদাহরণ। সুতরাং সঠিক উত্তর B.

৪৯. একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়াকে বলা হয় – *[রা.বি. B ২০১০-১১]*

A. স্বরসংগতি B. অপিনিহিতি
C. সমীকরণ D. অসমীকরণ **উ: D**

৫০. পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে? *[কু. বি. গ ১৫-১৬, ঢা.বি. C ০৮-০৯, চ.বি. H ০৭-০৮]*

A. পরাগত B. অন্যোন্য
C. স্বরলোপ D. প্রগত **উ: D**

৫১. পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তনকে বলে? *[জা. বি. C ২০১৯-২০]*

A. প্রগত সমীভবন B. পরাগত সমীভবন
C. অন্যোন্য সমীভবন D. বিষমীভবন **উ: B**

৫২. 'গল্প > গপ্প' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? *[ঢা. বি. ঘ ২০১৪-১৫]*

A. স্বরসংগতি B. বিষমীভবন
C. অসমীকরণ D. সমীভবন **উ: D**

৫৩. লাফ > ফাল; বাক্স > বাসক – কোন ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত? *(ঢা. বি. খ ২০০৭-০৮)*

A. ব্যঞ্জনাগম B. ধ্বনি বিপর্যয়
C. ধ্বনিলোপ D. বিষমীভবন **উ: B**

৫৪. 'অলাবু' থেকে 'লাউ' হওয়ার কারণ – *(জাতীয় বি. ক ২০১১-১২, ঢা. বি. খ ২০০৫-০৬)*

A. বর্ণাগম B. বর্ণলোপ
C. বর্ণ বিপর্যয় D. বর্ণাশুদ্ধি **উ: B**

৫৫. 'রত্ন > রতন' হওয়ার ধ্বনিসূত্র – *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৯, খু.বি. C ২০১৭-১৮, ঢা. বি. খ ১৯৯৬-৯৭]*

A. স্বরভক্তি B. স্বরসংগতি
C. অভিশ্রুতি D. অপিনিহিতি **উ: A**

৫৬. স্কুল > ইস্কুল, প্রীতি > পিরীতি – এ ধরনের পরিবর্তনকে কী বলে? *(জা. বি. খ ২০১২-১৩, ঢা. বি. গ ২০০৭-০৮)*

A. স্বরযুক্তি B. স্বরবিচ্ছেদ
C. বর্ণাগম D. স্বরাগম **উ: D**

৫৭. ব্যঞ্জন বিকৃতির দৃষ্টান্ত কোনটি? *(ঢা. বি. খ ২০০৭-০৮)*

A. ফাল্গুন > ফাগুন B. বউদিদি > বউদি
C. ধোবা > ধোপা D. ধরিতে > ধরতে **উ: C**

৫৮. নিচের কোনটি সমধ্বনির দৃষ্টান্ত নয়? *(ঢা. বি. খ ২০০৬-০৭)*

A. চির-চীর B. কাদা-কাঁদা
C. বিশ-বিষ D. আপন-আপণ **উ: B**

৫৯. লেবু > নেবু – কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? *(রা. বি. ঘ ২০০৭-০৮)*

A. স্বরসংগতি B. সমীভবন
C. ব্যঞ্জন বিকৃতি D. বিষমীভবন **উ: C**

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৬০. উৎ + মুখ > উন্মুখ – কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত? *(রা. বি. ঘ ২০০৭-০৮)*
A. প্রগত সমীভবন B. পরাগত সমীভবন
C. অন্যোন্য সমীভবন D. বিষমীভবন **উ: B**

৬১. তৎ + হিত > তদ্ধিত – কীসের উদাহরণ? *(চা.বি. খ ০৮-০৯)*
A. সম্প্রকর্ষ B. বিষমীভবন
C. স্বরসংগতি D. সমীভবন **উ: D**

৬২. 'মুলা > মুলো' – কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন? *[চা. বি. A ২০১৯-২০]*
A. স্বরসংগতি B. অপিনিহিতি
C. স্বরাগম D. অসমীকরণ **উ: A**

৬৩. 'বড়দাদা > বড়দা' – শব্দের এই পরিবর্তনকে কী বলে? *[জা. বি. C ২০১৯-২০]*
A. অন্তর্হিতি B. অভিশ্রুতি
C. স্বরসংগতি D. ব্যঞ্জনচ্যুতি **উ: D**

৬৪. নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ? *[কু. বি. B ২০১৯-২০, জ. বি. D ২০১৬-১৭]*
A. গল্প > গপ্প B. তুলা > তুলো
C. সুবর্ণ > স্বর্ণ D. লাল > নাল **উ: D**

৬৫. 'মিত্তির' শব্দটি সৃষ্টির কারণ – *[চা.বি. B ২০০৬-০৭]*
A. অভিশ্রুতি B. অপিনিহিতি
C. স্বরভক্তি D. স্বরসংগতি **উ: C**

৬৬. শব্দের মধ্যে নিচের কোনটি লোপ পেলে ধ্বনি বিপর্যয় বলে? *[রা. বি. B ২০১৭-১৮]*
A. মধ্যস্বর B. আদিস্বর
C. স্বর D. ব্যঞ্জন

নোট: ধ্বনি বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ধ্বনি বা বর্ণের পরস্পর পরিবর্তন হয়। এতে কোনো ধ্বনি বা বর্ণের লোপ হয় না। যেমন: লাফ > ফাল, পিশাচ > পিচাশ ইত্যাদি।
বি. দ্র: ধ্বনি বিপর্যয়ের সংজ্ঞানুসারে এই প্রশ্নের প্রদত্ত অপশন গুলোর কোনোটিই সঠিক নয়। এরকম ক্ষেত্রে উত্তর না দাগানোই শ্রেয়।

৬৭. 'বড্ড' শব্দটি কীসের উদাহরণ? *[ই.বি. B ২০০৫-০৬]*
A. ধ্বন্যাত্মক শব্দ B. দ্বিরুক্ত শব্দ
C. ব্যঞ্জনাগম D. বর্ণদ্বিত্ব **উ: D**

৬৮. ধ্বনি বিকারের উদাহরণ কোনটি? *[ই. বি. B ২০১৯-২০]*
A. গাহিল > গাইল B. লেবু > নেবু
C. বন্যা > বান D. মারল > মাল্ল **উ: B**

৬৯. 'চারি > চার' – এটি কোন ধরনের ধ্বনিলোপ? *[ই. বি. B ১৯-২০]*
A. আদিস্বর B. মধ্যস্বর
C. অন্ত্যস্বর D. র-কার **উ: C**

৭০. অপিনিহিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দে কোন পরিবর্তনের জন্য 'অভিশ্রুতি' ঘটে? *[মু বি. B ২০১৬-১৭]*
A. অন্তর্হিতি B. ব-শ্রুতি
C. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন D. সন্ধি **উ: A**

ব্যাখ্যা: অপনিহিতির পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে অভিশ্রুতি। যেমন: বলিয়া > বইল্যা > বলে। এখানে বলিয়া > বইল্যা হয়েছে অপিনিহিতির মাধ্যমে। আর অপিনিহিতি থেকে প্রাপ্ত 'বইল্যা' শব্দটি অভিশ্রুতিতে হয়েছে 'বলে'। লক্ষ করুন, অপিনিহিতি থেকে প্রাপ্ত 'বইল্যা' শব্দটির মধ্য থেকে 'ই' লোপ পেয়ে 'বলে' হয়েছে। আর শব্দের মধ্য থেকে ধ্বনি লোপ পেলে তা অন্তর্হিতি হয়। যদিও অন্তর্হিতির ক্ষেত্রে মূলত ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পায়। তবে এক্ষেত্রে স্বর লোপ পেলেও অপশন বিবেচনায় প্রশ্নে প্রদত্ত ৪টি অপশনের মধ্যে কেবল অন্তর্হিতিতেই ধ্বনির লোপ হয় বলে এটিই সর্বোত্তম উত্তর। সুতরাং অপিনিহিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দে অন্তর্হিতির পরিবর্তনের জন্য অভিশ্রুতি ঘটে।

৭১. সমীভবন কী? *[রা. বি. A ২০-২১, পা.বি.প্র.বি. B ২০১৯-২০]*
A. ষ-ত্ব বিধান B. দুটো ব্যঞ্জন এক রকম হওয়া
C. স্বর আলাদা D. বিদেশি শব্দ **উ: B**

৭২. 'ট্যাক্স > ট্যাকসো' – এটি ধ্বনির কোন ধরনের পরিবর্তন? *[চা. বি. D ২০১৭-১৮]*
A. অন্ত্য স্বরাগম B. ধ্বনি বিপর্যয়
C. অভিশ্রুতি D. মধ্য স্বরাগম **উ: A**

৭৩. 'শুনিয়া > শুনে' কোন ধরনের ধ্বন পরিবর্তন? *[চা.বি. D ২০১৮-১৯]*
A. বিষমীভবন B. সমীভবন
C. অভিশ্রুতি D. স্বরলোপ **উ: C**

৭৪. 'ধরিয়া > ধরে' – ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মে হয়েছে? *[জা. বি. D ১৮-১৯]*
A. অভিশ্রুতি B. অন্তর্হিতি
C. সমীভবন D. স্বরসংগতি **উ: A**

৭৫. 'রাতি > রাইত' – এখানে কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে? *[য.বি.প্র.বি. B ২০১৭-১৮]*
A. অপিনিহিতি B. স্বরসংগতি
C. অভিশ্রুতি D. সমীভবন **উ: A**

৭৬. নিচের কোনটিকে মধ্যস্বরাগম এর বিকল্প বলা যায়? *[কু. বি. C ২০১৮-১৯]*
A. অপিনিহিতি B. বিপ্রকর্ষ
C. অভিশ্রুতি D. স্বরসংগতি **উ: B**

৭৭. নিচের কোনটি পরাগত স্বরসংগতির উদাহরণ? *[ব.শে.মু.র. বি.প্র.বি. C ২০১৮-১৯]*
A. আখো > এখো B. শিকা > শিকে
C. বিলাতি > বিলিতি D. মোজা > মুজো **উ: A**

৭৮. 'বিপ্রকর্ষ' এর উদাহরণ কোনটি? *[কু. বি. A ২০১৮-১৯]*
A. হর্ষ > হরষ B. কাদনা > কান্না
C. ধপ + ধপ > ধপাধপ
D. ধোবা > ধোপা **উ: A**

৭৯. পর্তুগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস'। এটি কোন পরিবর্তন? *[জা. বি. B ২০১৭-১৮]*
A. সাদৃশ্যগত B. বৈসাদৃশ্য
C. অর্থগত D. ধ্বনিতাত্ত্বিক **উ: A**

> ব্যাখ্যাঃ দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বলে বিষমীভবন। যেমন: লাল > নাল; শরীর > শরীল; আনানস > আনারস ইত্যাদি। বিষমীভবনের অপর নাম সাদৃশ্যগত পরিবর্তন। সুতরাং সঠিক উত্তর A

৮০. পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে কী বলে? *[খু. বি. B ১৯-২০]*
A. পরাগত সমীভবন B. বিষমীভবন
C. প্রগত সমীভবন
D. অন্যোন্য সমীভবন **উ: D**

৮১. 'বাপজান > বাজান' – কী জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত? *[ঢা.বি. অধিভুক্ত কলেজ A ২০১৭-১৮]*
A. অভিশ্রুতি B. অন্তর্হতি
C. ধ্বনি বিপর্যয় D. স্বরলোপ **উ: B**

৮২. পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে কী বলে? *[খু. বি. B ২০১৯-২০]*
A. পরাগত সমীভবন B. বিষমীভবন
C. প্রগত সমীভবন
D. অন্যোন্য সমীভবন **উ: D**

৮৩. শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করলে তাকে বলে – *[ঢা. বি. A ১৮-১৯]*
A. বিপ্রকর্ষ B. সমীভবন
C. সম্প্রকর্ষ D. অসমীকরণ **উ: B**

৮৪. শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে (যেমন: রিকসা > রিসকা) তাকে বলে – *[রা. বি. D ১৭-১৮]*
A. শব্দ বিপর্যয় B. বর্ণ বিপর্যয়
C. ধ্বনি বিপর্যয়
D. আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট **উ: C**

৮৫. 'মোজা > মুজো' – এটি কোন ধরনের স্বরসংগতি? *[খু.বি. B ১৮-১৯]*
A. পরাগত B. মধ্যগত
C. অন্যোন্য D. প্রগত **উ: C**

৮৬. কোনটি 'বিষমীভবন' এর উদাহরণ? *[জ. বি. D ২০১৬-১৭]*
A. লাফ > ফাল B. লাল > নাল
C. কবাট > কপাট D. লগ্ন > লগণ **উ: B**

৮৭. পরের 'ই-কার' বা 'উ-কার' আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে? *[খু. বি. S ২০১৫-১৬, রা. বি. F ২০১৪-১৫]*
A. বিপ্রকর্ষ B. অপিনিহিতি
C. স্বরাগম D. অভিশ্রুতি **উ: B**

৮৮. 'স্তাবল > আস্তাবল' কোন পরিবর্তন? *[শা.বি.প্র.বি. D ১৬-১৭]*
A. অপিনিহিতি B. অন্ত্য স্বরাগম
C. মধ্য স্বরাগম D. আদি স্বরাগম **উ: D**

৮৯. স্বরলোপ কোনটির বিপরীত? *[বে.রো.বি. B ২০১৬-১৭]*
A. অপিনিহিতি B. সমীভবন
C. স্বরসংগতি D. স্বরাগম **উ: D**

৯০. 'মিছা > মিছে' শব্দটির ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র কোনটি? *[জ বি. A ২০১৫-১৬]*
A. সমীভবন B. স্বরসংগতি
C. ব্যঞ্জন বিপর্যয় D. অন্ত্যস্বরাগম **উ: B**

৯১. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে? *[ঢা. বি. A ২০১৫-১৬, ঢা. বি. ক ২০০৪-০৫]*
A. বিপ্রকর্ষ B. স্বরসংগতি
C. অভিশ্রুতি D. সমীভবন **উ: A**

৯২. নিচের কোনটিতে মধ্য স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে? *[জ. বি. D ১৪-১৫]*
A. ফিল্ম > ফিলিম B. সত্য > সত্যি
C. শিকা > শিকে D. গ্লাস > গেলাস **উ: A/D**

> ব্যাখ্যাঃ গ্লাস (গ্+ল্+আ+স্) > গেলাস (গ্+এ+ল্+আ+স্), ফিল্ম (ফ্+ই+ ল্+ম্) > ফিলিম (ফ্+ই+ল্+ই+ম্) – অপশন A ও D এর দুটো অপশনেই মধ্য স্বরাগমের প্রয়োগ ঘটেছে। সুতরাং সঠিক উত্তর A ও D.

৯৩. শব্দের মধ্যবর্তী স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হয় – *[চ. বি. A ২০১৪-১৫]*
A. বর্ণ বিকৃতি B. বর্ণ বিপর্যয়
C. বর্ণাগম D. বর্ণলোপ **উ: B**

৯৪. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে – *[ঢা. বি. D ২০১১-১২]*
A. অভিকর্ষ B. অভিশ্রুতি
C. ক্ষীণায়ন D. বিপ্রকর্ষ **উ: C**

অনুশীলনযোগ্য অনন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

৯৫. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?
A. বাক্য > বাইক্য B. সত্য > সত্যি
C. করিয়া > কইর্যা D. ধূলা > ধূলো **উ: B**

৯৬. যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হওয়াকে কী বলে?
A. সমীভবন B. বিষমীভবন
C. অপিনিহিতি D. বিপ্রকর্ষ **উ: C**

৯৭. অর্ণা > অন্না – কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?
A. স্বরসংগতি B. অপিনিহিতি
C. স্বরভক্তি D. সমীভবন **উ: D**

৯৮. মধ্যস্বর লোপের উদাহরণ কোনটি?
A. আশা > আশ B. অলাবু > লাবু
C. অগুরু > অগ্রু D. আজি > আইজ **উ: C**

৯৯. প্রিয়া 'নর্দা'র উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গন্তব্যে এসে দেখল এখানে সবাই 'নর্দা'কে 'নদ্দা' বলছে – এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?
A. প্রগত সমীভবন B. পরাগত সমীভবন
C. র-কার লোপ D. বিষমীভবন **উ: B**

১০০. 'চক্র > চক্কর' – এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তন?
A. বিপ্রকর্ষ B. স্বরসংগতি
C. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন D. সমীভবন **উ: C**

ব্যাখ্যা: চক্র > চক্ক; চক্র > চক্কর – উদাহরণ দুটির প্রথমটি প্রগত সমীভবনের উদাহরণ কিন্তু দ্বিতীয়টি ব্যঞ্জন দ্বিত্বতার উদাহরণ। প্রথম উদাহরণকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই চক্র (চ্+অ+ক্+র্+অ) > চক্ক (চ্+অ+ক্+ক্+অ) অর্থাৎ 'র' বর্ণটি এর আগের বর্ণ 'ক' এর প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তাই এটি প্রগত সমীভবন।

কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই চক্র (চ্+অ+ক্+র্+অ) > চক্কর (চ্+অ+ক্+ক্+র্) অর্থাৎ 'র' বর্ণটির পরিবর্তন হয় নি বরং তার পূর্বে জোর দেওয়ার জন্য নতুন করে একটি 'ক' এসেছে তাই এটি দ্বিত্ব ব্যঞ্জন।

সুতরাং সঠিক উত্তর C.

১০১. 'গাহিল > গাইল' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যে নিয়মসূত্রে –
A. স্বরসংগতি B. স্বরলোপ
C. অন্তর্হতি D. হ-কার লোপ **উ: D**

১০২. জাপানি 'রিক্সা' বাংলায় এসে কেন 'রিক্সা' হয়ে গেল?
A. মানুষের প্রয়োজনে
B. বাঙালিদের ইচ্ছায়
C. ধ্বনির বিপর্যয়ে
D. ঔপনিবেশিক কারণে **উ: C**

১০৩. ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান কারণ কোনটি?
A. আঞ্চলিক প্রভাব
B. উচ্চারণের সহজ প্রবণতা
C. ভৌগোলিক প্রভাব
D. বাগযন্ত্রের অসুবিধা **উ: B**

১০৪. দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দে আদি, মধ্য, অন্ত্যের যে-কোনো স্বরধ্বনি লোপ হওয়াকে কী বলে?
A. সম্প্রকর্ষ B. স্বরলোপ
C. A + B D. অন্তর্হতি **উ: C**

১০৫. শব্দের অন্ত্যস্বরের প্রভাবে আদিস্বর পরিবর্তন হওয়াকে কী বলে?
A. অন্ত্যস্বর লোপ B. পরাগত স্বরসংগতি
C. প্রগত স্বরসংগতি
D. অন্যোন্য স্বরসংগতি **উ: B**

১০৬. শব্দের আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হওয়াকে বলে –
A. প্রগত স্বরসংগতি B. মধ্যগত স্বরসংগতি
C. পরাগত স্বরসংগতি
D. অন্যোন্য স্বরসংগতি **উ: D**

১০৭. 'ইচ্ছা > ইচ্ছে' কিসের উদাহরণ?
A. স্বরসংগতি B. স্বরলোপ
C. অন্যোন্য স্বরসংগতি
D. চলিত বাংলা স্বরসংগতি **উ: D**

১০৮. শব্দকে শ্রুতিমধুর করার জন্য কোন ধ্বনি পরিবর্তন ব্যবহৃত হয়?
A. অসমীকরণ B. অপিনিহিতি
C. সমীভবন D. বিষমীভবন **উ: A**

১০৯. 'সত্য > সত্যি' কিসের উদাহরণ?
A. অপিনিহিতি B. অন্ত্য স্বরাগম
C. বিপ্রকর্ষ D. কোনোটিই নয় **উ: B**

১১০. 'আলাহিদা > আলাইদা' কীসের উদাহরণ?
A. অন্ত্যস্বর লোপ B. হ-কার লোপ
C. ব্যঞ্জন চ্যুতি D. অন্তর্হতি **উ: B**

১১১. নিচের কোনটি স্বরসংগতির উদাহরণ?
A. জন্ম > জম্ম B. হিসাব > হিসেব
C. মুক্তা > মুক্তা D. কন্যা > কইন্যা **উ: B**

বাগধারা, প্রবাদ ও প্রবচন

বাগধারা: একটি বা কয়েকটি শব্দ বাক্যে একসাথে ব্যবহৃত হয়ে যখন ওই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সাধারণ অর্থ প্রকাশ না করে কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাদের বলা হয় বাগধারা বা বাক্যরীতি। বাগধারা মূলত কথ্য ভাষার সম্পদ হলেও তা এখন আর কেবল কথ্য ভাষায় সীমাবদ্ধ নেই। বাংলা সাহিত্যে তার বিচরণ এখন যত্রতত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রবাদ-প্রবচন: প্রবাদ-প্রবাচন সমাজ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। দীর্ঘকাল ধরে লোকমুখে প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তি যার মধ্যে সরলভাবে জীবনের কোনো গভীরতর সত্য প্রকাশ পায় সেগুলো প্রবাদ বা প্রবচন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সমাজে প্রচলিত দীর্ঘদিনের রীতিনীতি, সংস্কৃতির ভাঙা গড়ার ইতিহাস লুকায়িত থাকে এ প্রবাদ-প্রবচনে। একই প্রবাদ যেমন পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি বিভিন্ন পরিবেশের ব্যবহার অর্থকে ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনাও দিতে পারে। কোনো স্বচ্ছন্দ, আন্তরিক কথাবার্তায় বা বর্ণনায় বক্তব্যকে চমকপ্রদ করে ইঙ্গিতময় করে তোলার ক্ষেত্রে সাধারণত প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার হয়ে থাকে। নতুন অর্থে এর ব্যবহার হয় না বললেই চলে।

অধিক গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা, প্রবাদ ও প্রবচন

অ

০১. অ আ ক খ – প্রাথমিক জ্ঞান

০২. অকড়িয়া – ধনহীন

০৩. অকাল কুসুম – অসম্ভব জিনিস।

০৪. **অকাল কুষ্মাণ্ড:** কাণ্ডজ্ঞানহীন।

বাগধারাটির কাহিনি ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এবং নকুল ও সহদেব জন্ম নিলে পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গর্ভবতী গান্ধারী প্রচণ্ড ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। গর্ভধারণের দুই বছর পার হলেও গান্ধারীর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছিল না। এ অবস্থায় তিনি রাগে ক্ষোভে নিজেই নিজের গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলেন। গর্ভপাতের ফলে কুমড়া বা কুষ্মাণ্ড আকৃতির একটি মাংসপিণ্ড অকালে নির্গত হয়। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, গান্ধারী অকালে একটা কুষ্মাণ্ড প্রসব করেছেন। পরবর্তীতে ব্যাসদেবের নৈপুণ্যে সে মাংসপিণ্ড থেকে জন্ম হলো একশজন পুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যার। অকালজাত এই একশ পুত্রের রাজ্যলোভ, অন্যায় আচার-আচরণ, মাত্রাতিরিক্ত বিলাস এবং ভোগস্পৃহা ও অন্যায় ষড়যন্ত্রের কারণে কুরুক্ষেত্রের ১৮ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংস হয় বলে এদেরকে অকাল কুষ্মাণ্ড বলা হয়।

০৫. **অকাল বোধন:** অসময়ে আবির্ভাব।

'অকাল' শব্দের অর্থ নির্ধারিত সময়ের বাইরে এবং 'বোধন' শব্দের অর্থ জাগরণ বা উদ্বোধন। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, রাবণ সীতাকে হরণ করে অশোকবনে লুকিয়ে রাখেন। রাবণ যখন এই কাজটা করেন তখন ছিল স্বর্গের দেবীগণের ঘুমানোর সময়। সীতা হরণ হওয়ায় রাম বিভিন্ন দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন সীতাকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়, সেই উপায় খুঁজতে। তখন ব্রহ্মা রামকে দেবী দুর্গার আরাধনা করতে বলেন। রাম তখন দেবী দুর্গার আরাধনা করে তাঁকে ঘুম থেকে অসময়ে জাগিয়ে তোলেন। এই নিদ্রাভঙ্গের কাহিনি থেকেই বাগধারাটির জন্ম।

০৬. অকালে বাদলা – অপ্রত্যাশিত বাঁধা

০৭. অকট বিকট – ছটফটানি

০৮. অকাট মূর্খ – নিরেট বোকা

০৯. অকূল পাথার – সীমাহীন বিপদ

১০. অকূলে কূল পাওয়া – নিরুপায় অবস্থা হতে উদ্ধার পাওয়া

১১. অকূলে ভাসা – ভীষণ সংকটে পড়ে দিশেহারা হওয়া

১২. **অক্কা পাওয়া:** মারা যাওয়া।

'অক্কা' শব্দের অর্থ হলো ঈশ্বর। 'অক্কা পাওয়া' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো ঈশ্বরকে পাওয়া। আর ঈশ্বরকে পাওয়ার একটাই অর্থ প্রভুর কাছে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করা।

১৩. অক্ষর পরিচয় – সামান্য বিদ্যা / বর্ণজ্ঞান

১৪. অক্ষয় বট – প্রাচীন ব্যক্তি

১৫. অক্ষয় ভান্ডার – অফুরন্ত

১৬. অক্ষরে অক্ষরে – সম্পূর্ণভাবে

১৭. **অগ্যস্ত যাত্রা:** মৃত্যু, চিরবিদায়।

প্রচলিত গল্পটি এমন – 'অগস্ত্য' ছিলেন একজন ঋষি বা মুনি। তিনি থাকতেন বিন্ধ্যপর্বতে। সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে দুইটি পক্ষ ছিল এবং তাদের মধ্যে আজীবন কলহ লেগেই থাকত। অতঃপর এলাকাবাসী এই কলহ সমাধানে অগস্ত্য মুনির শরণাপন্ন হলো। সব শুনে অগস্ত্য মুনি এদের থামানোর উপায় ভাবতে লাগলেন। তিনি জানতেন যে, এদের ঝগড়া জন্ম জন্মান্তরের, বংশানুক্রমিক। সহজ কোনো সমাধানে এরা থামবে না। অবশেষে অগস্ত্য বললেন, তোমাদের এখনকার ঝগড়ার সমাধান আমি আনতে যাচ্ছি পাহাড়ের ওই পাড়ে। কিন্তু তোমাদের কথা দিতে হবে যে, আমি না আসা পর্যন্ত তোমরা আবার ঝগড়া করবে না। সবাই একবাক্যে রাজী হলো। তারপর সেই যে অগস্ত্য মুনি যাত্রা করলেন, আর ফিরে এলেন না। তাই অগস্ত্য যাত্রা বাগধারার অর্থ হচ্ছে চিরতরে চলে যাওয়া। সময়ের প্রেক্ষিতে তা মারা যাওয়া অর্থ প্রকাশেও এখন ব্যবহৃত হয়।

১৮. অগত্যা মধুসূদন – অনন্যোপায় হয়ে

১৯. অগাকান্ত / অঘারাম / অঘাচণ্ডী – নির্বোধ / নিরেট বোকা

২০. অগাধ জলের মাছ – অতি চালাক / অত্যন্ত কৌশলী

২১. অগ্নিশর্মা – অত্যন্ত রাগান্বিত

২২. **অগ্নিপরীক্ষা:** কঠিন পরীক্ষা।

প্রাচীন ভারতে কোনো স্ত্রীলোকের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা হলে তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হতো। এমনটা বিশ্বাস করা হতো যে, স্ত্রীলোকটি অপবিত্র হলে সে আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে তবে সে পবিত্র হলে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। তাই 'অগ্নিপরীক্ষা' বলতে কঠিন পরীক্ষা বা ভয়াবহ সমস্যাকে বোঝানো হয়।

২৩. অঙ্গ জল হওয়া – শীতল

২৪. অজগর বৃত্তি – আলসেমি

২৫. অঞ্চল প্রভাব – স্ত্রীর প্রভাব

২৬. অতলে তলানো – ডুবে যাওয়া / বিস্মৃত হওয়া

২৭. অতি চালাকের গলায় দড়ি – বেশি চালাক সহজেই ধরা পড়ে

২৮. **অতি দর্পে হত লঙ্কা:** অহংকারে পতন।

'দর্প' শব্দের অর্থ দম্ভ বা অহংকার, আর 'লঙ্কা' হচ্ছে রাবণের রাজ্য। রাবণের মা নিকষা সতীর উপদেশে রাবণ, বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ – তিন ভাই ব্রহ্মার কাছে অমরত্বের বর (আশীর্বাদ) চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাতে রাজি হলেন না। বিকল্প হিসেবে রাবণ তখন ব্রহ্মার কাছে দেব, দানব ও দৈত্যের কাছে অবধ্য হওয়ার বর চেয়েছিলেন। ব্রহ্মা রাবণকে সেই বর দিয়েছিলেন। অতঃপর বর পেয়ে রাবণ পৃথিবী জয়ের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলেন। একের পর এক অপকর্ম ঘটাতেন আর যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। কিন্তু অতি দর্পে আত্মহারা রাবণ কখনো চিন্তাও করেননি যে, দেবতা-দানব-যক্ষ ও রাক্ষসদের হাতে অজেয় ও অবধ্য হলেও মানবের (রামের) হাতে নিহত হতে পারেন। তার দর্পের কারণেই তার ও তার লঙ্কা রাজ্যের পতন হয়েছে বলে এই প্রবাদের উদ্ভব হয়েছে।

২৯. অথৈ জল – ভীষণ বিপদ

৩০. অদৃষ্টের পরিহাস – ভাগ্যের বিড়ম্বনা

৩১. অধঃপাতে যাওয়া – উচ্ছন্নে যাওয়া

৩২. অনধিকার চর্চা – অনায়ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ

৩৩. **অনুরোধে ঢেঁকি গেলা:** অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কঠিন কাজের দায়িত্ব নেওয়া।

ঢেঁকি শক্ত কাঠের তৈরি প্রায় ছয় থেকে সাত ফুট লম্বা একটি ভারী বস্তু। বোঝাই যাচ্ছে এই জিনিস গলা দিয়ে নামানো অসম্ভব। নিঃসন্দেহে কেউ এই অসাধ্য সাধন করতে চাইবে না। কিন্তু তারপরও কিছু লোক নিজের সাধ্যের বাইরে গিয়ে অন্যের অনুরোধ রাখার চেষ্টা করে। সেই অনুষঙ্গ থেকেই এই বাগধারাটির সৃষ্টি হয়েছে।

৩৪. অন্তর টিপুনি – গোপন ইশারা

৩৫. অন্ন ধ্বংস করা – অলসভাবে জীবন কাটানো

৩৬. অন্ধ বিশ্বাস – প্রবল বিশ্বাস

৩৭. অন্ধকার দেখা – বিপদে পড়ে ভয় ও ভাবনায় আকুল হওয়া

৩৮. অন্ধকারে থাকা – কিছু না জানা

৩৯. **অন্ধের যষ্টি / নড়ি:** একমাত্র অবলম্বন।

অন্ধ ব্যক্তি একা পথ চলতে পারে না। পথ চলার জন্য তার একটি লাঠি বা অন্য ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কারণ, সামনে কোনো পথরোধক কিছু আছে কিনা কিংবা কোনো গর্ত আছে কিনা তা সে নিজে বুঝতে পারে না। অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া অন্ধ ব্যক্তির জন্য লাঠিটি তার পাথেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'অন্ধের যষ্টি' বাগধারার সূত্রপাত হয়।

৪০. অনন্ত শয্যা – শেষ শয্যা / মৃত্যুশয্যা

৪১. অনলে জল পড়া – রাগ কমে যাওয়া

৪২. অন্ন মারা – জীবিকা বন্ধ করা

৪৩. অন্ধকারে ঢিল ছোড়া – অনুমানের ওপর নির্ভর করে কাজ করা

৪৪. অন্ধিসন্ধি – ফাঁকফোকর / গোপন তথ্য

৪৫. **অন্ধের হাতি দেখা:** কোনো বিষয়ের সামান্য অংশ পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ অংশের ওপর মতামত দেওয়া।

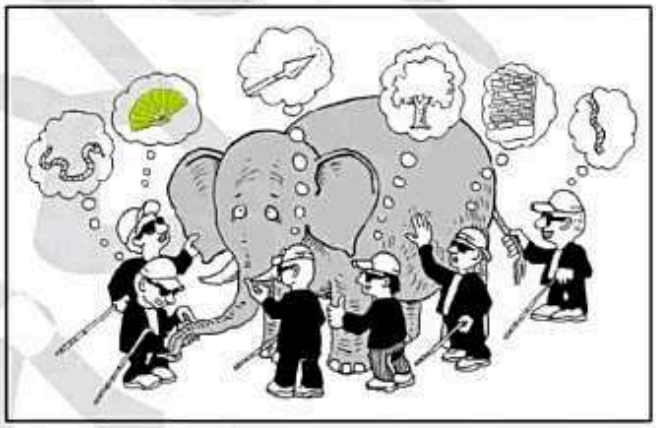

প্রাচীনকালে রাজাদের হাতিশালে হাতি বাঁধা থাকতো। একবার কয়েক জন অন্ধের হাতি দেখার শখ হলো। তারা হাতিশালে এসে হাতিকে স্পর্শ করে হাতির আকার আকৃতি বোঝার চেষ্টা করল। একজন অন্ধ হাতির পা স্পর্শ করে বলে উঠল, হাতি হলো বড়ো স্তম্ভ বা পিলারের মতো। অন্য একজন হাতির কান স্পর্শ করে বলল, হাতি হচ্ছে পাখার মতো। আরেক অন্ধ হাতির লেজ ধরে বলল, হাতি হচ্ছে দড়ির মতো। আর একজন হাতির শুঁড় ধরে বলল, হাতি হচ্ছে সাপের মতো। একজন হাতির দাঁত ধরে বলল, হাতি হচ্ছে বর্শার মতো। শেষের জন হাতির পেট ধরে বলল, হাতি হচ্ছে দেওয়ালের মতো।

এখানে উপস্থিত সবাই হাতির নানা অঙ্গ স্পর্শ করে হাতির ব্যাপারে একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে চেয়েছে। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি না থাকায় তারা কেউই হাতির বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। এই অনুষঙ্গের প্রেক্ষাপটে কোনো কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ধারণা না নিয়ে শুধু অংশবিশেষ পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার বিষয়টিকেই 'অন্ধের হাতি দেখা'র সাথে তুলনা করা হয়।

৪৬. অপোগণ্ড – অপ্রাপ্ত বয়স্ক / নাবালক / অকর্মণ্য

৪৭. **অমাবস্যার চাঁদ:** দুর্লভ বস্তু।

কৃষ্ণপক্ষের ১৫তম দিনকে অমাবস্যা বলা হয়। জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে, অমাবস্যা হচ্ছে সেই সময়, যখন চাঁদ ও সূর্য একই বরাবর থাকে। ফলে, পৃথিবী থেকে চাঁদকে তার কক্ষপথে দেখা যায় না। এজন্য কোনো অদৃশ্য বস্তু বা দুর্লভ বস্তুর উপমা দিতে উক্ত বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৪৮. অবরে সবরে – কালেভদ্রে / হঠাৎ

৪৯. অমৃতে অরুচি – দামি জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা

৫০. **অরণ্যে রোদন:** নিষ্ফল আবেদন।

অরণ্যে শব্দের অর্থ বনে, আর রোদন শব্দের অর্থ ক্রন্দন করা। তার মানে 'অরণ্যে রোদন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বনে গিয়ে কান্না করা। জনশূন্য বনে গিয়ে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য কান্না করলে সেই আবদার মেটানোর মতো কেউ সেখানে থাকে না। তাই বৃথা আবেদন অর্থে এই অনুষঙ্গটি ব্যবহৃত হয়।

৫১. **অর্ধচন্দ্র দান:** গলা ধাক্কা দেওয়া।

অর্ধচন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অর্ধেক চাঁদ। কিন্তু ব্যাবহারিক অর্থ গলা ধাক্কা দেওয়া। কাউকে গলা ধাক্কা দিতে হলে হাতের আকৃতি অর্ধবৃত্তাকার অর্থাৎ অর্ধচন্দ্রের মতো হয়ে যায়। এই চিত্রকল্পটি থেকেই অর্ধচন্দ্র বাগধারার উৎপত্তি হয়।

৫২. অলক্ষ্মীর দশা – দারিদ্র্য

৫৩. অশ্বমেধ যজ্ঞ – বিপুল আয়োজন

৫৪. অষ্টকপাল / আট কপালে – হতভাগ্য

৫৫. অষ্টবজ্র সম্মেলন – প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ

৫৬. অষ্টরম্ভা – কাঁচকলা দেখানো / ফাঁকি দেওয়া

৫৭. অসূর্যম্পশ্যা – যে নারী এখনও সূর্যের আলোর স্পর্শে আসেনি

৫৮. **অহি-নকুল সম্পর্ক:** ভীষণ শত্রুতা।

অহি শব্দের অর্থ সাপ। আর নকুল শব্দের অর্থ বেজি। সাপ আর বেজির মধ্যকার সম্পর্ক সবসময়ই বিরোধমূলক। তাই ভীষণ শত্রুতা বোঝাতে 'দা-কুমড়া' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

৫৯. অস্থির পঞ্চক – কিংকর্তব্যবিমূঢ়

আ

৬০. আওয়াজ তোলা – দাবিমূলক বা আন্দোলনমূলক ধ্বনি দেওয়া

৬১. আওয়াজ দেওয়া – ব্যঙ্গ করা

৬২. আঁকুপাঁকু করা – অতিরিক্ত ব্যস্ততার ভাব, ছটফটানি

৬৩. আকাশ কুসুম – অসম্ভব জিনিস / কাল্পনিক বস্তু

৬৪. আকাশ ধরা – বৃষ্টি বন্ধ হওয়া

৬৫. আকাশ পাতাল – ব্যবধানে বিশালতা

৬৬. আকাশ থেকে পড়া – অপ্রত্যাশিত

৬৭. আকাশে তোলা – অতিরিক্ত প্রশংসা করা

৬৮. **আকাশ ভেঙে পড়া:** ভীষণ বিপদে পড়া।

আমাদের মাথার ওপরে দৃষ্টিসীমার সর্বোচ্চ স্থানটি হলো আকাশ যার কোনো শেষ নেই, সীমা নেই। মানুষ কোনো বিপদে পড়লে তা থেকে রক্ষার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে; এখান থেকে সেখানে ছুটে বেড়ায় সে সমস্যার সমাধানের জন্য। কিন্তু যার কোনো সীমা নেই সে আকাশটাই যদি মাথায় ভেঙে পড়ে তাহলে সেই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য কোথাও ছোটাছুটি করার উপায়ও থাকবে না। তাই রূপক অর্থে 'আকাশ ভেঙে পড়া' বলতে বোঝায় ভীষণ বিপদে পড়া।

৬৯. আখের গোছানো – ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা

৭০. **আকাশের চাঁদ:** দুর্লভ বস্তু।

নিঃসন্দেহে আকাশের চাঁদ দুর্লভ বস্তু। পূর্ণিমার চাঁদ যদি কোনো জ্যোৎস্নাকাতর মানুষ পেয়ে যায়, তবে সে যে কতটা খুশি হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণে কোনো অতি আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু হঠাৎ পাওয়াকে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৭১. **আক্কেল গুড়ুম:** হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কামান থেকে গোলা ছোড়ার সময় গুড়ুম শব্দ করে তা উড়ে যায়। কখনো কখনো অবস্থার বিপাকে পড়ে মানুষের আক্কেল বুদ্ধিও মাথা থেকে উড়ে যায়। এই অবস্থাটাই মানুষের আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। মানুষ যখন হঠাৎ এমন কোনো পরিস্থিতির শিকার হয় যার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সেই অপ্রস্তুত অবস্থাই প্রকাশ পায় 'আক্কেল গুড়ুম' বাগধারাটির দ্বারা।

৭২. আক্কেল সেলামি – বোকামির দণ্ড / ভুলের মাশুল

৭৩. আক্কেল দাঁত ওঠা – বুদ্ধি পাকা হওয়া

৭৪. আক্কেল মন্দ – ভালোমন্দ বিবেচনাকারী

৭৫. আগল ভাঙা – বাঁধা ভেঙে এগিয়ে যাওয়া

৭৬. আগড়ম বাগড়ম – অর্থহীন কথা

৭৭. আগাছার বড়ো বাড় – অকাজের লোকের হাঁকডাক বেশি

৭৮. আগাপাছতলা – সম্পূর্ণ / আদ্যন্ত

৭৯. আগুন নিয়ে খেলা – ভয়ংকর বিপদ / বিপদ নিয়ে খেলা

৮০. **আগুনে ঘি ঢালা:** রাগ বাড়ানো।

আগুন সবকিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মানুষের রাগও অনেকটা আগুনের মতো। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তেমনি রাগান্বিত ব্যক্তিকে উস্কে দিলে আগুনে ঘি ঢালার মতো সেও আরো রেগে যায়।

৮১. **আঙুল ফুলে কলাগাছ:** হঠাৎ বড়োলোক হওয়া।

সাধারণত অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায় কলাগাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এজন্য অসৎ উপায়ে অর্জিত কিংবা হঠাৎ লটারি জিতে বা কারো দানের মাধ্যমে যখন কেউ স্বাভাবিকের তুলনায় কম সময়ে অবস্থার পরিবর্তন করে ফেলে তখন সেই অবস্থাকে কলাগাছের দ্রুত বৃদ্ধির সাথে মিলিয়ে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' বলা হয়।

৮২. আঁচল ধরে বেড়ানো – ব্যক্তিত্বহীন

৮৩. **আট প্রহর:** দিন-রাত সবসময়।

ভারতীয় সময় পরিমাপক একক অনুসারে ৩ ঘণ্টা = ১ প্রহর। প্রহর ব্যবস্থায় দিনের গণনা শুরু হতো সকাল ৬ টায়। অতএব প্রথম প্রহর মানে ৬ টা থেকে ৯ টা, দ্বিতীয় প্রহর মানে ৯ টা থেকে ১২ টা, তৃতীয় প্রহর মানে ১২ টা থেকে ৩ টা; এভাবে অষ্টম প্রহর রাত ৩টা থেকে সকাল ৬টা। তাই 'আটপ্রহর' বাগধারাটির দ্বারা দিনরাত সর্বক্ষণকে বোঝানো হয়।

৮৪. আঁজল পাঁজল করা – গা ঝাড়া দেওয়া / ঝাঁকুনি দেওয়া
৮৫. আট কপালে – হতভাগ্য
৮৬. আট ঘাট বাঁধা – সব দিক থেকে আত্মরক্ষা
৮৭. আটাশে ছেলে – দুর্বল ও অক্ষম ছেলে
৮৮. আঁটকুড়ো – নিঃসন্তান
৮৯. আঠারো আনা – বাড়াবাড়ি
৯০. **আঠারো মাসে বছর:** দীর্ঘসূত্রিতা, অলস।
বারো মাসে এক বছর হয়। কিন্তু বারো মাসের কাজ যদি কেউ আঠারো মাসে সম্পন্ন করে তাহলে তাতে স্বাভাবিকের তুলনায় দেড়গুণ বেশি সময় লেগেছে। সাধারণত অলস ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করে না; স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সময় খরচ করে কাজ করে। তাই দীর্ঘসূত্রিতা বা অলস বোঝাতে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।
৯১. আড্ডা গাড়া – বাস করতে থাকা
৯২. আড়শিতে পড়শি দেখা – নিজের মতো করে অন্যকে দেখা
৯৩. আড়ি পাতা – গোপনে শোনা
৯৪. আতান্তরে পড়া – বিপদে পড়া
৯৫. আতারি কাতারি – ছটফটে ভাব
৯৬. আঁতে ঘা দেওয়া – মনে ব্যথা দেওয়া
৯৭. আদমের কাল – সুপ্রাচীন কাল
৯৮. আদা জল খেয়ে লাগা – প্রাণপণ চেষ্টা করা
৯৯. আদার বেপারি – সাধারণ লোক
১০০. আদাড়ের হাঁড়ি – সামান্য লোক
১০১. **আদায়-কাঁচকলায়:** শত্রুভাবাপন্ন।
আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রমতে আদার গুণ হলো রেচন অর্থাৎ আদা খেতে হয় কোষ্ঠকাঠিন্য হলে। কিন্তু কাঁচকলার গুণ হলো ধারণ অর্থাৎ উদরাময় রোগে খেতে হয় কাঁচকলা। তাছাড়া কাঁচকলা রান্নার সময় কোনোভাবে তাতে আদা পড়লে কাঁচকলা আর সহজে সেদ্ধ হয় না। একটি অন্যটির ক্রিয়াকে অকেজো করে দেয়। অর্থাৎ দুটির মধ্যে বিপরীত বা শত্রুতা সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই আদায়-কাঁচকলায় দ্বারা শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ককে বোঝায়।
১০২. আদিখ্যেতা – ন্যাকামি
১০৩. আধা খেঁচড়া – বিশৃঙ্খলা
১০৪. আঁধার ঘরের মানিক – প্রিয় বস্তু
১০৫. আপন কোলে ঝোল টানা – স্বার্থ
১০৬. আপন পায়ে কুড়াল মারা – নিজের অনিষ্ট করা
১০৭. **আমড়া কাঠের ঢেঁকি:** অপদার্থ।
আমড়া গাছের কাঠ খুব একটা শক্ত নয় বলে জ্বালানি ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। অপরদিকে ঢেঁকির কাঠ অনেক মজবুত হতে হয় কারণ ঢেঁকি দিয়ে ছাঁটার জন্য অনেক জোরে জোরে আঘাত করতে হয়। এ কারণে আমড়া কাঠ দিয়ে ঢেঁকি তৈরি করা হলে তা কোনো কাজের হবে না; নিমেষেই ভেঙে যাবে। তাই 'অপদার্থ' বোঝাতে আমড়া কাঠের ঢেঁকি বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।
১০৮. আমগন্ধি – কাঁচা গন্ধযুক্ত
১০৯. আমতা আমতা করা – ইতস্তত করা
১১০. আমড়াগাছি করা – তোষামোদ করা
১১১. আলগা কথা – গুরুত্বহীন কথা
১১২. আলালের ঘরের দুলাল – অতি আদরে নষ্ট ছেলে
১১৩. আলেয়ার আলো – দুর্লভ বস্তু
১১৪. আলেয়ার পেছনে ছোটা – অসম্ভবের পেছনে ছোটা
১১৫. আসর গরম করা – আড্ডায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করা
১১৬. আসলে মুষল নাই, ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া – পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থা গ্রহণ
১১৭. আসরে নামা – কাজে অবতীর্ণ হওয়া
১১৮. **আষাঢ়ে গল্প:** আজগুবি গল্প।
আষাঢ় মাসে বর্ষার প্রবল তাণ্ডবে চারদিক যখন পানিতে নিমজ্জিত তখন সেই কর্মহীন বাদলা দিনে ঘরের দাওয়ায় বসে চলে গল্পের আসর। আর প্রাচীনকাল থেকেই গল্পের আসরে শিরোস্থান দখল করে আছে দৈত্য-দানব, জিন-পরির অবিশ্বাস্য সব গল্প। তাই অবিশ্বাস্য গল্পের রেশ ধরেই 'আষাঢ়ে গল্প' বাগধারার জন্ম।
১১৯. আষাঢ়ান্ত বেলা – দীর্ঘস্থায়ী সময়
১২০. আস্ত কেউটে – অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক
১২১. আস্তা কুঁড়ের পাতা – নীচ ব্যক্তি
১২২. আড়ং ঘাট – খেয়াঘাট
১২৩. আহ্লাদে আটখানা – অত্যন্ত খুশি

ই, ঈ

১২৪. ইগল স্বভাব – হিংস্র প্রকৃতির
১২৫. ইঁচড়ে পাকা – অকাল পক্ব
১২৬. ইতর বিশেষ – ভেদাভেদ / পার্থক্য
১২৭. ইতুনিদকুঁড়ে – অলস
১২৮. ইঁদুর-কলে পড়া – লোভ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়া
১২৯. **ইঁদুর কপালে:** মন্দ ভাগ্য।
মানুষ মনে করে ইঁদুর তাদের কোনো উপকার করে না, কেবল ক্ষতি করে। তাই ইঁদুরের প্রতি মানুষের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয় না। যেখানে পায় সেখানে মারে। অথচ ইঁদুরের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রাণী আছে, যারা মানুষের এমন নিন্দার পাত্র নয়। ভাগ্য খারাপ বলেই এমনটা হয়।
ইঁদুরকে সর্বদা লুকিয়ে থাকতে হয়। দেখামাত্র মারার জন্য তাড়া করে মানুষ-বিড়াল। যাতে খাদ্যসংগ্রহ করতে না পারে সেজন্য ঘরে আর দোকানপাটে বিড়াল পুষে। মারার জন্য ফাঁদ বসিয়ে রাখে। খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ছড়িয়ে দেয় যত্রতত্র। তাছাড়া সাপের ভয় তো আছেই। চারদিকে এত বিপদ যার, তার ভাগ্য যে নিতান্তই মন্দ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই অত্যন্ত খারাপ ভাগ্য বোঝাতে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।
১৩০. ইঁদুর দৌড় – স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেপরোয়া প্রতিযোগিতা
১৩১. ইনিয়ে বিনিয়ে – ঘুরিয়ে ফিরিয়ে / নানাভাবে

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

১৩২. ইন্দ্রপতন –বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু

১৩৩. **ইলশে গুঁড়ি:** গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই বাগধারাটির প্রবর্তন করেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মাছ পানির উপরিভাগে উঠে আসে। আর ওই সময়েই জেলেরা জাল ফেলে ইলিশ মাছ ধরে। তাই 'গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি' বোঝাতে 'ইলশে গুঁড়ি' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

১৩৪. ইল্লতে কাণ্ড – নোংরা ব্যাপার

১৩৫. ইয়ার বকসি – বন্ধুবান্ধব

১৩৬. ইয়ারের টেক্কা – বন্ধু মহলের মধ্যে প্রধান

উ, ঊ

১৩৭. উজানের কই – সহজলভ্য

১৩৮. উচ্ছন্নে যাওয়া – অধঃপাতে যাওয়া

১৩৯. উটকো লোক – অচেনা ব্যক্তি

১৪০. উঠতি বয়স – যৌবনের প্রথমাবস্থা

১৪১. উঠে পড়ে লাগা – দৃঢ় সংকল্প

১৪২. উড়নচণ্ডী – অমিতব্যয়ী

১৪৩. উড়ো কথা – গুজব

১৪৪. উড়ো চিঠি – বেনামি পত্র

১৪৫. উড়ু উড়ু করা – অস্থির

১৪৬. উড়ে এসে জুড়ে বসা – অযাচিতভাবে এসে সর্বেসর্বা হওয়া

১৪৭. উত্তম মধ্যম – প্রহার

১৪৮. উদোমারা – বোকা

১৪৯. উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে – অন্যের কাঁধে দোষ চাপানো

১৫০. **উনপাঁজুরে:** অপদার্থ, দুর্বল।

উন অর্থ কম, আর পাঁজর হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণির বুক ও পার্শ্বদেশের অস্থি বা হাড়। সুতরাং উনপাঁজুরে অর্থ যার পাঁজর নেই বা একটু কম আছে। এ কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোককে বা অপদার্থ, অকর্মণ্য ব্যক্তিকে উনপাঁজুরে বলা হয়।

১৫১. উন বর্ষায় দুনো শীত – অল্প কাজে অধিক লোভ

১৫২. উনা ভাতে দুনো বল – স্বল্পাহার স্বাস্থ্যপ্রদ

১৫৩. উনিশ বিশ – সামান্য পার্থক্য

১৫৪. উনকোটি চৌষট্টি – প্রায় সম্পূর্ণ

১৫৫. **উনপঞ্চাশ বায়ু:** পাগলামি।

ভারতীয় পৌরাণিক বৃত্তান্ত হতে বাংলায় ব্যবহৃত 'উনপঞ্চাশ বায়ু' বাগধারাটির উদ্ভব। ঋগ্বেদ সংহিতায় বর্ণিত 'মরুৎগণ' হলেন ঝঞ্ঝার দেবতাদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। এরা সংখ্যায় উনপঞ্চাশ জন। মরুৎ ও বায়ু সমার্থক বলে বাংলায় উনপঞ্চাশ বায়ু কথাটির ব্যবহার হয়। উনপঞ্চাশ জন ঝঞ্ঝার দেবতা একসঙ্গে কোনো কাজে বা কোনো কিছু করতে গেলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতো। এজন্য কারো মাথায় ভয়ানক গণ্ডগোল বুঝাতে 'উনপঞ্চাশ বায়ু চড়েছে' কথাটির ব্যবহার করা হতো যা ধীরে ধীরে পাগলামি অর্থ ধারণ করে।

১৫৬. উপরি পাওয়া – বাড়তি আয় উপার্জন

১৫৭. উপোসি ছারপোকা – অভাবগ্রস্থ লোক

১৫৮. উভয় সংকট – দুদিকেই বিপদ

১৫৯. উলুখাগড়া – গুরুত্বহীন লোক

১৬০. উর্জস্বল – বলবান

১৬১. উপরোধে ঢেঁকি গেলা – অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা

১৬২. উলু বনে মুক্তা ছড়ানো – অপাত্রে মূল্যবান জিনিস

এ

১৬৩. এক কথার মানুষ – দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ

১৬৪. এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো – একই স্বভাবের

১৬৫. এক চোখা – পক্ষপাতিত্ব / পক্ষপাতদুষ্ট

১৬৬. এক গোয়ালের গোরু – একই শ্রেণিভুক্ত

১৬৭. এক ঝাঁকের কই – একই দল বা মতের অনুসারী

১৬৮. এক ডাকের পথ – নিকটবর্তী

১৬৯. এক ঢিলে দুই পাখি মারা – দুই দিকে লাভবান

১৭০. এক বনে দুই বাঘ – প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী

১৭১. এক মাঘে শীত যায় না – বিপদ বার বার আসে

১৭২. এক হাত লওয়া – জব্দ করা / প্রতিশোধ নেওয়া

১৭৩. একা ঘরের গিন্নি – সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব

১৭৪. একাদশে বৃহস্পতি – সৌভাগ্যের বিষয়

১৭৫. এঁড়ে তর্ক – যুক্তিহীন তর্ক

১৭৬. এলাহি কাণ্ড – বিরাট আয়োজন

১৭৭. এলেবেলে – নিকৃষ্ট

১৭৮. এলোপাতাড়ি – বিশৃঙ্খলা

১৭৯. এসপার ওসপার – মীমাংসা

ও, ঔ

১৮০. ওজন বুঝে চলা – আত্মসম্মান বজায় রাখা

১৮১. ওঝার ঘাড়ে ভূত – বিপদগ্রস্ত কাণ্ডারি

১৮২. ওঝার বেটা বনগোরু – পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র

১৮৩. ওঁত পাতা – সুযোগের অপেক্ষায়

১৮৪. ওলা ওঠা – কলেরা রোগ হওয়া

১৮৫. ওষুধ করা – বশ করা

১৮৬. ওষুধ পড়া – সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া

১৮৭. ঔষধে ধরা – প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা / প্রার্থিত ফল পাওয়া

ক

১৮৮. কইয়ের তেলে কই ভাজা – অন্যের দ্বারা নিজের স্বার্থ উদ্ধার

১৮৯. কচুকাটা করা – নির্মমভাবে ধ্বংস করা

১৯০. কচুবনের কালাচাঁদ – অপদার্থ

১৯১. কচু পোড়া – অখাদ্য

১৯২. **কই মাছের প্রাণ:** দীর্ঘজীবী, যা সহজে মরে না।

জলাশয়ের বাইরে থাকলে কিছুক্ষণ পর মাছ মারা যায়। কিন্তু কই মাছের ক্ষেত্রে বিষয়টা ব্যতিক্রম। এই মাছ ডাঙায় থাকলে ফুলকার সাহায্যে অক্সিজেন নিয়ে অনেক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। মূলত এই মাছের জীবনীশক্তি অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় 'কই মাছের প্রাণ' বাগধারাটি 'দীর্ঘজীবী' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১৯৩. **ক-অক্ষর গোমাংস:** বর্ণ পরিচয়হীন / সম্পূর্ণ মূর্খ।

হিন্দু ধর্মানুসারে গো-মাতা পরম পূজনীয়। একারণে তারা সাধারণত গোমাংস ভক্ষণ তথা স্পর্শও না। বাংলা বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ 'ক'। এখন গোমাংসের মতো 'ক' বর্ণ তথা বাংলা বর্ণমালা যিনি স্পর্শও করেননি তাকে বোঝানোর ক্ষেত্রেই এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

১৯৪. কচ্ছপের কামড় – যা সহজে ছাড়ে না

১৯৫. কড়ায় গণ্ডায় – সম্পূর্ণ / পুরোপুরি

১৯৬. **কড়ি কাঠ গোনা:** অলস সময় কাটানো।

কড়ি দিয়ে সাধারণত আমরা শামুকজাতীয় সামুদ্রিক জীব বুঝে থাকি। কিন্তু কড়ি শব্দের আরেকটি আভিধানিক অর্থ হলো ভার ধারণের জন্য ছাদের নিচে আড়াআড়িভাবে লাগানো কাঠের বরগা, যাকে আড়া বলা হয়। এগুলো টিনশেড ঘরবাড়িতে দেখা যায়। ঘরে বসে বসে এই কড়িকাঠ গোণার কোনো উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা কোনোটিই নেই। কিন্তু তারপরও কারো এই কাজ করা মানে নিছক সময় কাটানো।

১৯৭. কড়িতে বাঘের দুধ মিলে – টাকায় সব হয়

১৯৮. কড়ি কপালে – ভাগ্যবান

১৯৯. কত ধানে কত চাল – হিসেব করে চলা

২০০. কথা দিয়ে কথা নেওয়া – কৌশলে মনের কথা বের করা

২০১. কথার কথা – গুরুত্বহীন কথা

২০২. কথায় চিঁড়ে ভেজা – ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন

২০৩. **কথার তুবড়ি ছোটা:** অনর্গল কথা বলা।

তুবড়ি এক ধরনের বাজি, যা বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ করে কালী পুজোর রাতে ফোটানো হয়। এটি জ্বালালে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক সুদৃশ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। তুবড়ি জ্বালানোর পর অনেক্ষণ ধরে তার মধ্য থেকে অবিরাম আগুনের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। তাই কথা বলার ক্ষেত্রেও কেউ যখন অনর্গল কথা বলেই যায়, তখন মনে হয় যেন কথার তুবড়ি ছুটেছে।

২০৪. কপাল কাটা – অদৃষ্ট মন্দ হওয়া

২০৫. কপাল পোড়া – দুর্ভাগ্য / মন্দভাগ্য

২০৬. কপাল ফেরা – সৌভাগ্য লাভ

২০৭. কপোত বৃত্তি – সদ্য আহরণ করে বাঁচতে হয় এমন

২০৮. করাতের দাঁত – উভয় সংকট

২০৯. করে খাওয়া – জীবিকার উপায় পাওয়া

২১০. কলকাঠি নাড়া – গোপনে কুপরামর্শ দেওয়া

২১১. **কলকে পাওয়া / কলকি পাওয়া:** পাত্তা পাওয়া।

প্রাচীন সামাজিক প্রথা ছিল সমাজে বা সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তামাক খেতে দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো। তামাকের হুকো বা কলকে ঘুরত এ-হাত থেকে ও-হাতে। তাই কল্কে হাতে পাওয়ার ব্যাপারটি ছিল সামাজিক মর্যাদার লক্ষণ। এই অনুষঙ্গ থেকেই 'কলকে পাওয়া' বাগধারার জন্ম।

২১২. কলম পেশা – কেরানিগিরি

২১৩. কলমি কাপ্তেন – দরিদ্র কিন্তু বিলাসী

২১৪. কলমির ঝাড় – বংশে বহু লোক

২১৫. কলমের খোঁচা – অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ

২১৬. কলা দেখানো – ফাঁকি দেওয়া

২১৭. কলা বউ – অতিশয় লজ্জাশীল নারী

২১৮. কলির সন্ধ্যা – দৌরাত্ম্যের শুরু / দুর্দিনের সূত্রপাত

২১৯. **কলুর বলদ:** পরাধীন / একটানা খাটুনি

কলু একটি পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর নাম যারা বিভিন্ন তৈলবীজ থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদন করে। এই প্রক্রিয়ার জন্য তারা পশুদ্বারা চালিত যে দেশীয় যন্ত্রটি ব্যবহার করে তার নাম ঘানি। কলুরা ঘানিতে সরিষা, তিসি, সয়াবিন, সূর্যমুখী, ভেন্না, শুকনো নারিকেল প্রভৃতি উপাদান ভাঙিয়ে তেল তৈরি করে। ঘানি টানবার জন্য কলুরা বলদ (গোরু) ব্যবহার করে। এই অনুষঙ্গ থেকে 'কলুর বলদ' বাগধারাটি এসেছে - অর্থাৎ সারাদিন একটানা ঘানি টানা বা খাটুনি খাটাই যে গোরুর কাজ।

২২০. কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না – দুঃখহীন সুখ মেলে না

২২১. কংস মামা – নির্মম আত্মীয়

২২২. **কংস মামার আদর:** কৃত্রিম ভালোবাসা।

শ্রীকৃষ্ণের মা দেবকীর ভাই তথা শ্রীকৃষ্ণের মামার নাম ছিল কংস, যিনি শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নেবার আগেই তার ছয় সহোদরকে জন্মের সাথে সাথে পাথরে ছুড়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণকেও তার মানবজন্মের প্রথম দিন থেকেই তার মামা কংস হত্যার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কংসের এমন নির্দয় আচরণের জন্যই আমরা 'কংস মামা' বলতে নির্দয় ও নির্মম আত্মীয়কে বুঝি আর 'কংস মামার আদর' বলতে কৃত্রিম ভালোবাসাকে বুঝি।

২২৩. কাকতাল – আকস্মিক / দৈব যোগাযোগজাত ঘটনা

২২৪. কাক নিদ্রা – অগভীর নিদ্রা

২২৫. কাক স্নান – অসম্পূর্ণ গোসল

২২৬. কাগুজে বাঘ – মিথ্যা জুজু

২২৭. কাঁচা পয়সা – নগদ উপার্জন

২২৮. কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা – অল্প বয়সে বিগড়ানো

২২৯. কাঁচা হাত – অপক্ক

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

২৩০. **কাছা আলগা / কাছা ঢিলা:** অসাবধান।
পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র লুঙ্গির যে অংশ কোমরের পেছনদিকে গোঁজা থাকে তাকে বলে কাছা। এই কাছা যথাসম্ভব শক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়। কারণ অসাবধানতার কারণে কাছা খুলে গেলেই ইজ্জত শেষ।

২৩১. কাজির গোরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই – বাস্তব হিসাবে গরমিল

২৩২. কাজির বিচার – গোঁজামিল দিয়ে বিচার

২৩৩. কাটগোঁয়ার – অত্যন্ত একগুঁয়ে

২৩৪. কাটনার কড়ি – উপার্জনের সামান্য

২৩৫. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা – আহতকে আরও আঘাত দেওয়া

২৩৬. কাঁটার জ্বালা – অসহ্য যন্ত্রণা

২৩৭. কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা – শত্রু দিয়ে অন্য শত্রুর বিনাশ

২৩৮. **কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা:** বৃহৎ কাজে ক্ষুদ্র কারো সাধ্যমতো সাহায্য করা।
রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কার যুদ্ধে সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় কাঠবিড়ালি নিজের গায়ে বালি মেখে সাগরের জলে বারবার ডুব দিয়েছিল। সাগরে বালি ফেলে বাধ নির্মাণে রামের দলকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছিল এই ছোট্ট প্রাণীটি। এই অনুষঙ্গ থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি।

২৩৯. কাঁঠালের আমসত্ত্ব – অলীক বস্তু

২৪০. কাঠের পুতুল – নির্বাক / অসার

২৪১. কান কাটা – নির্লজ্জ / বেহায়া

২৪২. কান খাড়া করা – মনোযোগী হওয়া

২৪৩. কান পাতলা – সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ

২৪৪. কান ভাঙানো – কুপরামর্শ দান

২৪৫. কান ভারী করা – কুপরামর্শ দেওয়া

২৪৬. কানে খাটো – যে কম শুনতে পায়

২৪৭. কানে তুলো দেওয়া – ভ্রুক্ষেপ করা

২৪৮. কানে তোলা – কোনো কথার উত্থাপন করা

২৪৯. কাপুড়ে বাবু – বাহ্যিক সাজ

২৫০. কাবুতে পাওয়া – বাগে পাওয়া

২৫১. কানাকড়ি – কপর্দক

২৫২. কানা গোরুর ভিন্ন পথ – অস্থানে সুনির্দেশনা

২৫৩. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন – অযোগ্যের বিপরীত নামকরণ

২৫৪. কানু ছাড়া গীত নাই – একমাত্র অবলম্বন

২৫৫. কার্তিকে ঝড় – অসময়ের ঝড়

২৫৬. **কালেভদ্রে:** কদাচিৎ বা খুব কম সময়ে।
কালেভদ্রে কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো ভদ্র কালে বা ভালো সময়ে। শব্দটি উল্টে গিয়ে কালেভদ্রে হয়ে গিয়েছে। মানুষের জীবনে ভালো সময় বা আনন্দের সময় খুব কম সময় আসে। তাই কালেভদ্রে শব্দটির অর্থ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে 'কদাচিৎ' অর্থ ধারণ করে।

২৫৭. কায়দা হওয়া – বসে আসা

২৫৮. কায়েতের ঘরের ঢেঁকি – অপদার্থ লোক

২৫৯. **কালনেমির লঙ্কাভাগ:** কাজ শুরু করার আগেই ফল প্রাপ্তির আশা করা।
রাম রাবণের যুদ্ধকালের ঘটনাচক্রে হনুমানকে পাঠানো হয় গন্ধমাদন পর্বত থেকে মহৌষধি আনতে। হনুমানের যাত্রার খবর পেয়ে রাবণ হনুমানকে হত্যার জন্য মামা কালনেমিকে নিয়োগ করেন। সাথে ঘোষণা করেন হনুমানকে বধ করতে পারলে পুরস্কার হিসেবে তিনি অর্ধেক লঙ্কা মামা কালনেমিকে প্রদান করবেন। এই খবরে আনন্দিত কালনেমি হনুমানকে হত্যার প্রস্তুতি ছেড়ে লঙ্কাভাগের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। মহাবীর হনুমানের সাথে যুদ্ধে তিনি কিভাবে লড়াই করবেন সেই চিন্তা বা প্রস্তুতি না করে তার মাথায় ঘুরতে থাকে লঙ্কার কোন দিক তিনি নেবেন। অথচ হনুমানের মতো বীরের সাথে যুদ্ধে কীভাবে তিনি জয় লাভ করবেন তার কোনো ভাবনাই কালনেমির মাথায় নেই। কালনেমির মনের এই খবর কৌশলে হনুমান জানতে পেরে মহা শক্তিশালী হনুমান গন্ধমাদন পর্বতের সামনে থেকে কালনেমিকে সজোরে শূন্যে তুলে নিক্ষেপ করেন এবং কালনেমি সোজা লঙ্কায় রাবণের সিংহাসনের কাছে এসে আছড়ে পড়ে। কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়া অতিরিক্ত লাভের স্বপ্ন দেখে কালনেমির এই পরিণতি হয়েছিল।

২৬০. কাষ্ঠ হাসি – কপট হাসি

২৬১. কিপটের জাসু – অত্যন্ত কৃপণ

২৬২. কিম্ভূতকিমাকার – অদ্ভুত ও কুৎসিত

২৬৩. কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড – তুমুল হট্টগোল

২৬৪. কুঁড়ের বাদশা – অত্যন্ত অলস

২৬৫. কুনো ব্যাঙ – সীমিত জ্ঞান

২৬৬. কুপোকাত – পরাজিত

২৬৭. **কুবেরের ভান্ডার:** অফুরন্ত ঐশ্বর্য।
হিন্দু ধর্মানুসারে কুবের হলেন ধন-সম্পদের দেবতা যিনি রাক্ষসদের ঈশ্বরতুল্য রাজা। তিনিই দক্ষিণ সাগরের মাঝখানে সোনার শহর লঙ্কা তৈরি করেছিলেন।

২৬৮. কুমিরের সন্নিপাত – অসম্ভব ব্যাপার

২৬৯. **কুম্ভকর্ণের নিদ্রা:** দীর্ঘমেয়াদী আলস্য।
রাবণের ছোটো ভাই কুম্ভকর্ণ ছিলেন অত্যন্ত দীর্ঘ ও মহাবীর। তিনি ৬ মাস ঘুমাতেন আর ৬ মাস যুদ্ধ করতেন। মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও ঘুমের কারণে কুম্ভকর্ণের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল। এজন্য কেউ যদি কাজের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অযথা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার কারণে নিষ্কর্মা হয়ে যায় তাহলে দীর্ঘমেয়াদী আলস্য বোঝাতে 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

২৭০. কুম্ভীরাশ্রু – লোক দেখানো কান্না / নকল সমবেদনা

২৭১. কুমড়ো কাটা বটঠাকুর – অকর্মণ্য লোক

২৭২. কুরুক্ষেত্র কাণ্ড – প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার / তুমুল ঝগড়া

২৭৩. কুলোপানা চক্কর – সারহীন আড়ম্বর

২৭৪. কুল কাটব্য – তিরস্কার / গালাগালি

২৭৫. কুল কাঠের অঙ্গার – তীব্র জ্বালা / দীর্ঘস্থায়ী মনঃকষ্ট

২৭৬. কেঁচে যাওয়া – পণ্ড হওয়া

২৭৭. কেঁচে গণ্ডুষ করা – পুনরায় আরম্ভ করা

২৭৮. **কূপমণ্ডূক:** সীমাবদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, সংকীর্ণমনা।

কূপ শব্দের অর্থ 'কুয়ো' আর 'মণ্ডূক' শব্দের অর্থ ব্যাং। অর্থাৎ কূপমণ্ডূক শব্দের অর্থ কুয়োর ব্যাং যে অতি ক্ষুদ্র আয়তনের স্বল্প পরিমাণ জলে বাস করে। কুয়োর ভেতর থেকে সে মনে করে কুয়োটাই হয়তো সমগ্র পৃথিবী; এর বাইরে কিছু নেই। কূপের বাইরে যে আরও নদী, সাগর রয়েছে এবং সেখানে জলের অসীম সঞ্চয় রয়েছে, সেটি তার ধারণার বাইরে। তাই 'কূপমণ্ডূক' দিয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বোঝানো হয়।

২৭৯. **কূর্ম অবতার:** অলস।

হিন্দুপুরাণ অনুসারে 'কূর্ম' হলো কচ্ছপের রূপে সত্যযুগে অবতীর্ণ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। কচ্ছপ বা কূর্ম খুবই ধীর গতিতে চলাচল করে বিধায় 'কূর্ম অবতার' দ্বারা অলস বোঝানো হয়।

২৮০. কৃষ্ণের জীব – দুর্বল ও অসহায় প্রাণী

২৮১. **কেউকেটা:** তুচ্ছ, সামান্য, নগণ্য।

সুভাষ ভট্টাচার্যের মতে, সর্বনাম হিসেবে (কে + ও + কে + টা) থেকে শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "কে ওটা এবং কে এটা"। এখানে বর্ণিত ওটা শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত সর্বনাম। সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটির অর্থ হলো, "ও কে, কোন লোক?" প্রশ্নের ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে তিনি গণ্যমান্য কোন লোক নন, তিনি নগণ্য।

২৮২. কেতা দুরস্ত – পরিপাটি

২৮৩. কেবলা হাকিম – অনভিজ্ঞ

২৮৪. **কেল্লাফতে:** জয়লাভ / কঠিন কাজে সফল হওয়া।

'কেল্লা' শব্দের অর্থ দুর্গ, আর 'ফতে' শব্দের অর্থ বিজয়। অর্থাৎ 'কেল্লাফতে'র সাধারণ অর্থ দুর্গ বিজয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য দুর্গ তৈরি করা হতো। দুর্গ এমনভাবে তৈরি করা হতো, যাতে শত্রুবাহিনীর সৈন্য সহজে ঢুকতে না পারে আর নিজেদের সৈন্য যাতে সেই দুর্গ থেকে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে তাই প্রধান কৌশল হতো – কষ্ট করে হলেও বিরুদ্ধপক্ষের কেল্লা দখল করা। এখান থেকে বাগধারায় 'কেল্লাফতে' শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে বাজিমাত করা বা কঠিন কাজে সফল হওয়া।

২৮৫. কেষ্ট বিষ্ট – গণ্যমান্য / বিশিষ্ট লোক

খ

২৮৬. খণ্ড কপাল – দুর্ভাগ্য

২৮৭. খণ্ড প্রলয় – তুমুল কাণ্ড / ভীষণ ব্যাপার

২৮৮. খতিয়ে দেখা – বিবেচনা করা

২৮৯. **খয়ের খাঁ:** চাটুকার।

আরবি 'খইর' থেকে খয়ের শব্দটি এসেছে। এর অর্থ মঙ্গল বা কল্যাণ। আর ফারসি 'খাহি' থেকে খাঁই বা খাঁ শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। এক কথায় 'খয়ের খাঁ' শব্দের অর্থ মঙ্গল ইচ্ছা পোষণকারী বা কল্যাণ কামনাকারী। কিছু মানুষ সবসময় ক্ষমতা-বানদের কাছে থাকে এবং ভালো ভালো কথা বলে নিজের সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে। অন্যের তোষামদকারী অথচ সুযোগসন্ধানী এসব ব্যক্তিকে বাগধারায় খয়ের খাঁ বা চামচা বলে।

২৯০. খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি – আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি

২৯১. **খাণ্ডবদাহন:** ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড

মহাভারতে বর্ণিত যমুনা-তীরে অবস্থিত বর্তমান দিল্লির নিকটস্থ বনের নাম 'খাণ্ডব'। অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রী কৃষ্ণ ও অর্জুন জীবজন্তুসহ খাণ্ডব বনের দাহন করেন। এই অনুষঙ্গ থেকেই ভয়ংকর ও বিশাল অগ্নিকাণ্ড বোঝাতে খাণ্ডবদাহন বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

২৯২. খাতির জমা – নিরুদ্বিগ্ন

২৯৩. খাঁদা নাকে তিলক – অশোভন সাজসজ্জা

২৯৪. খাবি খাওয়া – হিমশিম খাওয়া

২৯৫. খামকাজ – ভুল কাজ

২৯৬. খাল কেটে কুমির আনা – বিপদ ডেকে আনা

২৯৭. খিচুড়ি পাকানো – জটিল করা

২৯৮. খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে – অন্যের ভরসায় শক্তি দেখানো

২৯৯. খুঁটে খাওয়া – স্বাবলম্বী হওয়া

৩০০. খেজুরে আলাপ – অকাজের কথা

৩০১. খোদার খাসী – হৃষ্টপুষ্ট / অলস

৩০২. খৈয়ের বন্ধনে পড়া – মুশকিলে পড়া

গ

৩০৩. গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো – যার জিনিস তাকেই দান করা

৩০৪. **গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ:** তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

গজকচ্ছপ, মহাভারতের একটি আখ্যানাংশ। বিভাবসু নামে ক্রুদ্ধ স্বভাবের এক মহর্ষি ছিলেন। তার ছোটো ভাইয়ের নাম ছিল মহাতপা সুপ্রতিক। সুপ্রতিক বড়ো ভাই বিভাবসুর সঙ্গে একসাথে বাস করতে অসম্মতি জানিয়ে ধন-সম্পদ ভাগ করে দিতে বললে বিভাবসু তাকে অভিশাপ দেন যে, 'তুমি গজ বা হস্তি হও'। তখন সুপ্রতীকও বিভাবসুকে পাল্টা অভিশাপ দেন যে 'তুমি কচ্ছপ হও'। তারপর তারা গজ ও কচ্ছপে পরিণত হন এবং পূর্বশত্রুতাবশে পরস্পর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। এক সরবরে তারা বহুকাল যুদ্ধরত ছিলেন। তাদের সেই রুদ্ররূপ ও আক্রমণ ভয়ংকর এবং অমঙ্গলজনক। গজকচ্ছপের যুদ্ধ প্রবাদতুল্য কথাটি এই কাহিনি থেকেই এসেছে।

৩০৫. **গড্ডলিকা প্রবাহ:** অন্ধ অনুকরণ।

গড্ডল, গড্ডর বা গাড়ল – এই সবগুলো শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে আর তা হচ্ছে ভেড়া বা মেষ। গড্ডলিকা বা গড্ডরিকা দ্বারা অগ্রবর্তী ভেড়াকে অনুসরণকারী ভেড়ার পালকে বোঝানো হয়। আর 'প্রবাহ' বলতে এখানে স্রোত বোঝানো হয়েছে। অগ্রবর্তী ভেড়া কোনো কারণে পানিতে লাফ দিলে তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে দলের বাকি ভেড়াগুলো সাঁতার না জানলেও পানিতে লাফ দেয়। ভেড়ার এই বৈশিষ্ট্যকেই গড্ডলিকা প্রবাহ বলা হয়।

৩০৬. গণেশ উল্টানো – ফেল মারা

৩০৭. গণ্ডগ্রাম – অজ পাড়া গাঁ

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৩০৮. গণ্ডায় আড্ডা দেওয়া – ফাঁকি দেওয়া

৩০৯. **গদাই লশকরি চাল:** কুঁড়ে, অলস, মন্থর গতি।

লশকর অর্থ সৈনিক বা যোদ্ধা। গদাই দ্বারা বোঝায় গদা নামের অস্ত্র বহনকারী। আর 'চাল' দ্বারা তাদের চলার অবস্থাকে বোঝায়। প্রাচীনকালের যুদ্ধে যেসব সৈনিকের কাছে গদা থাকতো তারা কিছুটা ধীরে চলাফেরা করত কারণ গদা খুবই ভারী অস্ত্র। এ কারণে ওই সৈন্যদের ভাবা হতো কিছুটা অলস। বাস্তবেও অলস প্রকৃতির মানুষের মাঝে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ করা যায়। তাই অত্যন্ত কুঁড়ে অর্থে গদাই লশকরি চাল বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

৩১০. **গন্ধমাদন বহিয়া আনা:** অবাস্তব বিষয়ের অবতারণা।

যে পর্বতের উদ্ভিদ থেকে নির্গত গন্ধ সারা অঞ্চলকে সুবাসিত করে রাখে তাকে গন্ধমাদন পর্বত বলে। গন্ধমাদন হিমালয় পর্বতের একটি অংশের পৌরাণিক নাম। এই পর্বত আট মাইল জায়গা নিয়ে বিস্তৃত ছিল বলে মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় হনুমান দু'বার ঔষধি পর্বত উৎপাটন করে আনেন। প্রথমবার ঔষধির গন্ধ নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হন ও বানররা সুস্থ হয়। পরে রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ জ্ঞান হারালে তার পুনরুজ্জীবনের জন্যও ঔষধির প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু হনুমান এবার সঠিক ঔষধি চিনতে না পেরে সম্পূর্ণ ঔষধি পর্বতশৃঙ্গ তুলে নিয়ে আসেন।

রামায়ণে এই ঘটনার স্থান পেলেও সাধারণ দৃষ্টিতে পাহাড় উঠিয়ে নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া একটা কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়। তাই অবাস্তব বিষয় বোঝাতে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

৩১১. গভীর জলের মাছ – ধূর্ত

৩১২. গরিবের ঘোড়া রোগ – অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা

৩১৩. গলগ্রহ – পরের বোঝা হয়ে থাকা

৩১৪. গলাগলি – ঘনিষ্ঠতা

৩১৫. গলায় গলায় ভাব – সৌহার্দ্য

৩১৬. গলায় গামছা দেওয়া – অপমান করা

৩১৭. গড়িমসি করা – ঢিলেমি / আলসেমি

৩১৮. গয়ংগচ্ছ – ঢিলেমি

৩১৯. **গাছপাথর:** হিসাব-নিকাশ।

প্রাচীনকালে মানুষ গাছের গায়ে ধারালো পাথর দিয়ে দাগ কেটে হিসাব-নিকাশ রাখত। গণনার কাজে ব্যবহৃত এই প্রাচীন পদ্ধতি থেকেই 'হিসাব-নিকাশ' অর্থে 'গাছপাথর' বাগধারার উৎপত্তি হয়েছে।

৩২০. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – প্রাপ্তির আগেই ভোগের আয়োজন

৩২১. গাছে তুলে মই কাড়া – সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা

৩২২. গাছে না উঠতেই এক কাঁদি – কাজ না করে ফল চাওয়া

৩২৩. গাছেরও খায় তলারও কুড়ায় – সব আত্মসাৎ

৩২৪. গাণ্ডে পিণ্ডে – আকণ্ঠ ভোজন

৩২৫. গা করা – মনোযোগ দেওয়া / উদ্যোগ নেওয়া

৩২৬. গা তোলা – ওঠা

৩২৭. গা ঢাকা দেওয়া – আত্মগোপন

৩২৮. গায়ে কাঁটা দেওয়া – রোমাঞ্চিত হওয়া

৩২৯. গায়ে মাখা – গুরুত্ব দেওয়া

৩৩০. গায়ে পড়া – অযাচিত / অনধিকার চর্চা

৩৩১. গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো – কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা

৩৩২. গায়ের ঝাল ঝাড়া – শোধ লওয়া

৩৩৩. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল – নিজেই নিজেকে কর্তা বলা

৩৩৪. গুণ গাওয়া – প্রশংসা করা

৩৩৫. গুরু মারা বিদ্যা – যার কাছে শিক্ষা তারই ওপর প্রয়োগ

৩৩৬. গুরুচণ্ডালি – উঁচু নিচুর সহাবস্থান

৩৩৭. গুড়ে বালি – আশায় নৈরাশ্য

৩৩৮. **গোকুলের ষাঁড়:** স্বেচ্ছাচারী।

ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে গোকুল নামক স্থানটি অবস্থিত। কথিত আছে, কৃষ্ণ তথা গোপাল ছোটো বেলায় বিস্তীর্ণ ভূমিতে গোরু চরাতেন, গোরুগুলি যথেচ্ছা ঘাসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত, হারিয়েও যেত অনেক সময়। আবার, কৃষ্ণের বাঁশির মধুর সুরে তাঁর সন্নিকটে ছুটে আসত। অর্থাৎ গোকুল ছিল অবাধ গো-চারণভূমি, যেখানে গোরুগুলি বাধাহীনভাবে চরে বেড়াতে পারত। বর্তমান সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা সমাজের মানুষের ক্ষতি করে অবাধে চলাফেরা করলেও মানুষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। কখনো ধর্মের ভয় কিংবা জীবনের ভয়ে সাধারণ মানুষ এসব স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না।

৩৩৯. গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা – স্বেচ্ছায় ক্ষতি করে সংশোধনের প্রয়াস দেখানো

৩৪০. গোদের ওপর বিষফোঁড়া – যন্ত্রণার ওপর আরও যন্ত্রণা

৩৪১. গো বৈদ্য – হাতুড়ে

৩৪২. গো মূর্খ – নিরেট মূর্খ / বর্ণজ্ঞানহীন

৩৪৩. গোবর গণেশ – অকর্মণ্য / মূর্খ

৩৪৪. গোবরে পদ্মফুল – অস্থানে উৎকৃষ্ট জিনিস

৩৪৫. গোরু খোঁজা – তন্ন তন্ন করে খোঁজা

৩৪৬. গোরু মেরে জুতা দান – বড়ো ক্ষতি করে সামান্য ক্ষতিপূরণ

৩৪৭. **গোঁফ খেজুরে:** অত্যন্ত কুড়ে, নিতান্তই অলস।

এরকম একটি গল্প কথিত আছে – প্রচণ্ড এক কুঁড়ে লোকের শখ হলো খেজুর খাওয়ার। কিন্তু খেজুর খেতে হলে তো তাকে কষ্ট করে গাছ থেকে পেড়ে খেতে হবে। এ কাজটুকু করার ইচ্ছে ঐ কুঁড়ের ছিল না। অতঃপর সে এক খেজুর গাছের নিচে শুয়ে রইল খেজুর পড়ার আশায়। অনেক্ষণ পর একটি খেজুর এসে পড়ল ঠিক তার গোঁফের ওপর। গোঁফ থেকে খেজুরটি নিয়ে মুখে পুরে খাওয়ার মতো কষ্ট করতে নারাজ সেই কুঁড়ে। অপেক্ষা করতে থাকল তাই এমন কোনো পথিকের জন্য যে তার গোঁফ থেকে খেজুরটি নিয়ে মুখে পুরে দিবে। অলস, নিশ্চেষ্ট ও অত্যন্ত কর্মবিমুখ মানুষ বোঝাতে তাই ব্যঙ্গার্থে 'গোঁফ-খেজুরে' বলা হয়।

৩৪৮. গোলক ধাঁধা – দিশেহারা

৩৪৯. গোল্লায় যাওয়া – নষ্ট হওয়া

৩৫০. গোঁয়ার গোবিন্দ – নির্বোধ অথচ হঠকারী

৩৫১. গোড়ায় গলদ – শুরুতেই ভুল

৩৫২. **গৌরচন্দ্রিকা:** ভূমিকা, মুখবন্ধ, ভণিতা।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপর নাম গৌরচন্দ্র। পালাকীর্তন গান শুরু করার পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনামূলক গান গাওয়া হয়। গৌরচন্দ্রের বন্দনা করে গাওয়া গানকে বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা। পালাকীর্তন গাওয়া হয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, মানভঞ্জন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। কিন্তু গায়ক-গায়িকারা এ গান সরাসরি শুরু করেন না। আগে গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে তারপর শুরু করেন মূল গান। একারণে ভূমিকা বা সূচনা অর্থে শব্দটির উৎপত্তি।

৩৫৩. গৌরীসেনের টাকা – বেহিসাবি অর্থ

৩৫৪. গ্যাট হয়ে বসা – অটল হয়ে বসা

ঘ

৩৫৫. ঘটিরাম – অপদার্থ / আনাড়ি হাকিম

৩৫৬. ঘটি উলটানো – ক্ষমতার রদ বদল

৩৫৭. ঘণ্টাগরুড় – অকর্মণ্য লোক

৩৫৮. ঘর থাকতে বাবুই ভিজা – সুযোগ থাকতে কষ্ট

৩৫৯. ঘর জ্বালানো পর ভুলানো – আত্মীয়ের কষ্টদায়ক অথচ পরের প্রিয়

৩৬০. ঘর পোড়া গোরু – বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি

৩৬১. ঘর ভাঙা – ঐক্য নষ্ট করা / সংসার বিনষ্ট করা

৩৬২. ঘরভেদী বিভীষণ – যে গৃহবিবাদ বাঁধায়

৩৬৩. ঘরে আগুন দেওয়া – সংসারে বিবাদ বাঁধানো

৩৬৪. ঘরের ঢেঁকি কুমির – অপদার্থ ষণ্ডা মার্কা

৩৬৫. ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা – কাম্য বস্তুকে অনাদর করা

৩৬৬. ঘরের শত্রু বিভীষণ – অভ্যন্তরীণ শত্রু

৩৬৭. ঘা খাওয়া – আঘাত পাওয়া

৩৬৮. ঘাট মানা – অন্যায় অস্বীকার করা

৩৬৯. **ঘাটের মড়া:** অতি বৃদ্ধ।

অনুমান করা হয় যে আগেকার সময়ে, বাড়িতে থাকা, অতি বৃদ্ধ, মুমূর্ষু, মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে, গঙ্গা নদীর ঘাটে নিয়ে রেখে দেয়া হতো। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো যে, গঙ্গার জোয়ারের জল তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তিনি দীর্ঘকালীন রোগ ভোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবেন এবং এইভাবে তার মৃত্যু বা গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে, অর্থাৎ একটি পুণ্য লাভজনক মৃত্যু হবে। আর গঙ্গার ঘাটে নিয়ে রেখে দেয়ার কারণ, এ ধরনের অতি বৃদ্ধ মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যু বাড়িতে হলে বাড়ির অমঙ্গল হবে বলে মনে করা হতো। সুতরাং বাড়িতে না হয়ে, নদীর ঘাটে মৃত্যু হওয়ার কারণে 'ঘাটের মড়া' বলা হতো।

৩৭০. ঘাড়ে গর্দানে – অত্যন্ত মোটা

৩৭১. ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া – বিপদ কেটে যাওয়া

৩৭২. **ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে:** নিজের অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞানতা।

গোরু বা মোষের মল অর্থাৎ গোবর শুকিয়ে গেলে তাকে বাংলায় বলে ঘুঁটে। ঘুঁটে নানা দেশে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে গোবরকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্য গোল গোল চ্যাপ্টা চাকতি হিসাবে শুকানো হয়। ঘুঁটে বলতে সাধারণত এই খয়েরী রঙের চাকতিগুলোকে বোঝানো হয়। ঘুঁটে যখন পোড়ানো হয়, তাজা গোবর যদি তখন ঘুঁটের পরিণতি দেখে হাসে (কাল্পনিক অর্থে) তাহলে ব্যাপারটা এমন হয় – যে নিজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে না চিন্তা করে অপরের দুঃখ দেখে আনন্দ পাওয়া। কারণ তাজা গোবর শুকিয়েই ঘুঁটে তৈরি করা হয়। আমাদের সমাজেও এমন কিছু লোক আছে যারা নিজের আসন্ন বিপদের কথা না ভেবে অন্যের বিপদ দেখে আনন্দ লাভ করে। এদের বোঝাতেই এই বাগধারার উদ্ভব।

৩৭৩. ঘুঘু চরানো – সর্বনাশ করা

৩৭৪. ঘুণ হওয়া – দক্ষতা লাভ করা

৩৭৫. ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া – পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা

৩৭৬. ঘোড়া রোগ – সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ

৩৭৭. ঘোড়ার কামড় – দৃঢ় পণ

৩৭৮. ঘোড়ার ডিম – অবাস্তব

চ

৩৭৯. চক্ষু চড়ক গাছ – বিস্ময়ে চোখ বড়ো হয়ে যাওয়া

৩৮০. **চক্ষুদান করা:** চুরি করা।

চক্ষুদান করা শব্দের শাব্দিক অর্থ দৃষ্টিশক্তি দান করা, দিব্যজ্ঞান প্রদান করা। তবে শব্দটির আলংকারিক অর্থ চুরি করা। চক্ষুহীনকে চক্ষু দিলে সে চলাফেরায় সক্ষম হয়। ফলে চক্ষু লাভকারী ব্যক্তি অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারে। চুরি করা হয় দ্রব্যের মালিকের অগোচরে। কোনো দ্রব্য যখন চুরি হয় তখন ধরে নেওয়া হয়, চোর দ্রব্যটিকে চক্ষুদান করেছে, কিংবা দিব্যজ্ঞান প্রদান করে জড় বস্তুটিকে অন্যের অগোচরে তার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে দ্রব্যটি চক্ষু পেয়ে সবার অগোচরে চোরের দখলে চলে এসেছে। এই অনুষঙ্গ থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি।

৩৮১. চক্ষু শূল – পীড়াদায়ক

৩৮২. চক্ষের পুতলি – আদরের ধন

৩৮৩. চটকের মাংস – সামান্য জিনিস

৩৮৪. চতুর্ভুজ হওয়া – উৎফুল্ল হওয়া

৩৮৫. চর্বিত চর্বণ – পুনরাবৃত্তি

৩৮৬. চশমখোর – চক্ষুলজ্জাহীন / সম্পূর্ণ বেহায়া

৩৮৭. চড়ু ইপাখির প্রাণ – ক্ষীণজীবী লোক

৩৮৮. চাঁদ কপালে – ভাগ্যবান

৩৮৯. চাঁদের হাট – আনন্দের প্রাচুর্য / প্রিয়জন সমাগম

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৩৯০. চাপা দেওয়া – গোপন করা
৩৯১. চাপান উতোর – পারস্পরিক সন্দেহ
৩৯২. চামচিকের লাথি – নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি
৩৯৩. চাল না চুলো ঢেকি না কুলো – নিতান্ত নিঃস্ব
৩৯৪. চিচিং ফাঁক – গোপন রহস্যের ফাঁস
৩৯৫. চিঁড়ে চেপটা – নাজেহাল
৩৯৬. চিত্রগুপ্তের খাতা – যে খাতায় সবকিছুই পাওয়া যায়
৩৯৭. চিনির পুতুল – শ্রমকাতুরে (আলসে)
৩৯৮. চিনির বলদ – ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়
৩৯৯. চিনে জোঁক – নাছোড়বান্দা
৪০০. চুনকালি দেওয়া – কলঙ্ক দেওয়া
৪০১. চুঁনোপুটি – নগণ্য / সামান্য / গুরুত্বহীন লোক
৪০২. চুল পাকানো – অভিজ্ঞতা অর্জন
৪০৩. চুলোয় যাওয়া – ধ্বংস
৪০৪. চূড়ার ওপর ময়ূর পাখা – ক্ষীণজীবী লোক
৪০৫. চোখ কপালে তোলা – বিস্মিত হওয়া
৪০৬. চোখ কান খোলা রাখা – সজাগ ও সতর্ক থাকা
৪০৭. চোখ ছানাবড়া হওয়া – বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে যাওয়া
৪০৮. চোখ টাটানো – ঈর্ষা করা / হিংসা করা
৪০৯. চোখ নাচা – শুভাশুভের লক্ষণ
৪১০. চোখ পাকানো – রাগ দেখানো
৪১১. চোখ ফোটা – ভুল বা অস্পষ্ট ধারণা দূর করা
৪১২. চোখ বুলানো – অগভীরভাবে বা ভাসা ভাসা ভাবে দেখা
৪১৩. চোখে অন্ধকার দেখা – নিরাস হওয়া
৪১৪. চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো – প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া
৪১৫. চোখে ধুলো দেওয়া – প্রতারণা করা
৪১৬. চোখে ধোঁয়া দেখা – হতভম্ব হওয়া
৪১৭. চোখে সরষে ফুল দেখা – বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়া / হতবুদ্ধি
৪১৮. চোখের চামড়া / পর্দা – লজ্জা
৪১৯. চোখের বালি – চক্ষুশূল / ভীষণ শত্রুতা
৪২০. চোখের মণি – অত্যন্ত প্রিয়
৪২১. চোখের মাথা খাওয়া – অন্ধ হওয়া
৪২২. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – উপস্থিত বুদ্ধির অভাব
৪২৩. চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা – অসৎ লোক অসৎ লোকেরই সমর্থন পায়
৪২৪. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই – খারাপের সাথে খারাপেরই ভাব হয়
৪২৫. চোরে না শুনে ধর্মে কাহিনি – অসাধু লোককে উপদেশ দান বৃথা
৪২৬. চোরের ওপর বাটপারী – প্রতারকের সাথে প্রতারণা করা
৪২৭. চোরাবালি – প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ / অদৃশ্য বিপদাশঙ্কা
৪২৮. চৌদ্দবুড়ি – প্রচুর

ছ

৪২৯. ছ কড়া ন কড়া – সস্তা দর / অপচয়
৪৩০. ছক কাটা – পূর্ব পরিকল্পনা করা
৪৩১. ছক্কা পাঞ্জা করা – ইতস্তত করা / বড়ো বড়ো কথা বলা
৪৩২. ছয়কে নয়, নয়কে ছয় – অপচয় করা
৪৩৩. ছা পোষা – অত্যন্ত গরিব / পোষ্য ভারাক্রান্ত
৪৩৪. ছাই চাপা আগুন – অপ্রকাশিত প্রতিভা / প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা
৪৩৫. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা – সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তি
৪৩৬. ছাতি ঠোকা – আস্ফালন করা / নির্ভয়ে কোনো কাজ করা
৪৩৭. ছারখার করা / ছারেখারে যাওয়া – ধ্বংস করা
৪৩৮. ছামনি নাড়া – দৃষ্টি বিনিময়
৪৩৯. ছাঁদনা তলা – বিবাহের মণ্ডপ
৪৪০. ছায়া মাড়ানো – কাছে যাওয়া
৪৪১. ছিঁচ কাদুনে – অল্পেই কাঁদে এমন
৪৪২. ছিনিমিনি খেলা – নষ্ট করা
৪৪৩. ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা – নগণ্য স্বার্থে দুর্নাম অর্জন
৪৪৪. ছুঁচোর কেত্তন – অবিরাম কলহ
৪৪৫. ছুতোনাতা – অজুহাত
৪৪৬. ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা – বৃথা চেষ্টা করা
৪৪৭. ছেলের হাতের মোয়া – সামান্য বস্তু / সহজলভ্য বস্তু
৪৪৮. ছোটা ঘোরানো – খবরদারি করা
৪৪৯. ছলা কলা – মনভোলানো কৌশল

জ

৪৫০. জগাখিচুড়ি পাকানো – গোলমাল বাধানো / বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা
৪৫১. **জগদ্দল পাথর:** গুরুভার, অতিশয় ভারী।
জগদ্দল শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো জগৎ মর্দনকারী অর্থাৎ জগৎকে মর্দন করতে পারে এমন অতি ভারী ও বিশাল পাথর। বাস্তবে এমন কোনো পাথর নেই। মূলত, জগদ্দল পাথরের অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের চিন্তা-চেতনায়। যখন বুকের মধ্যে অব্যক্ত ব্যথা বা যন্ত্রণার ভার অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন সেই ভারকেই আমরা তুলনা করি জগদ্দল পাথরের ভারের সাথে।
৪৫২. জল পান / জলযোগ – হালকা খাবার
৪৫৩. জল পানি – বৃত্তি
৪৫৪. জলাঞ্জলি দেওয়া – বিসর্জন দেওয়া
৪৫৫. জলে কুমির ডাঙায় বাঘ – উভয় সংকট
৪৫৬. জলের দাগ – ক্ষণস্থায়ী
৪৫৭. জাতে মাতাল তালে ঠিক – স্বার্থ সচেতন
৪৫৮. জামাই আদর – প্রচুর আদর যত্ন
৪৫৯. জাল পাতা – ফাঁদ পাতা
৪৬০. জাল গোটানো – কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হওয়া

৪৬১. জিগির তোলা – ধ্বনি দেওয়া
৪৬২. জিভ কাটা – লজ্জায় দাঁত দিয়ে জিহ্বা চেপে ধরা
৪৬৩. জিভে পানি আসা – লোভ
৪৬৪. জিলাপির প্যাঁচ – কূটবুদ্ধি
৪৬৫. জীয়ন্তে মরা – জীবন্মৃত
৪৬৬. জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ – ছোটো বড়ো সব কাজ
৪৬৭. জুয়াচুরি / জোচ্চরি – লোক ঠকানো
৪৬৮. জোঁকের মুখে নুন পড়া – দম্ভকারীকে থামিয়ে দেওয়ার মতো কথা বলা
৪৬৯. জোড়ের পায়রা – ঘনিষ্ঠ বন্ধু

ঝ

৪৭০. ঝরা পাতা – জীর্ণশীর্ণ লোক
৪৭১. ঝড়তি পড়তি – ছোটোখাটো অংশ
৪৭২. ঝড়ো কাক – বিপর্যস্ত
৪৭৩. ঝাঁকের কই – এক দলভুক্ত
৪৭৪. ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশা – দলছুটের পুনরায় দলে প্রত্যাবর্তন
৪৭৫. ঝাল ঝাড়া – আক্রোশ মিটানো
৪৭৬. ঝালে ঝোলে অম্বলে – সর্বত্র বিরাজিত
৪৭৭. ঝাড়ে বংশে – সবসুদ্ধ
৪৭৮. ঝিকে মেরে বউকে শেখানো – একের মাধ্যমে অন্যকে শিক্ষাদান
৪৭৯. ঝিঙে ফুল ফোটা – আয়ু ফুরিয়ে আসা / সন্ধ্যা হওয়া
৪৮০. ঝোপ বুঝে কোপ মারা – সুযোগ মত কাজ করা
৪৮১. ঝোলে অম্বলে এক করা – মিশিয়ে ফেলা
৪৮২. ঝোলের লাউ অম্বলের কদু – সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা

ট

৪৮৩. টইটম্বুর – কানায় কানায় পূর্ণ / ভরপুর
৪৮৪. টক্কর দেওয়া – প্রতিযোগিতা করা
৪৮৫. টনক নড়া – চৈতন্যোদয় / সজাগ হওয়া
৪৮৬. টাকার কুমির – ধনী ব্যক্তি
৪৮৭. টানা পড়েন – বিরক্তিকর যাতায়াত
৪৮৮. টাল সামলানো – বিপদ থেকে মুক্তি
৪৮৯. টি টি পড়া – কলঙ্ক
৪৯০. টিপ্পনী কাটা – ঝাঁঝালো উক্তি বা মন্তব্য করা
৪৯১. টীকা ভাষ্য – দীর্ঘ আলোচনা
৪৯২. টুপ ভুজঙ্গ – নেশায় বিভোর
৪৯৩. টুপি পরানো – খোশামোদ করা
৪৯৪. টুসকির মাল – ভঙ্গুর জিনিস
৪৯৫. টেকে গোঁজা – আত্মসাৎ করা / পকেট ভারী করা
৪৯৬. টেপ্তাই মেপ্তাই – আস্ফালন
৪৯৭. টোপ গেলা – লোভের ফাঁদে পড়া
৪৯৮. টোপ ফেলা – প্রলোভন দেখানো

ঠ

৪৯৯. ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় – আদর্শহীনতার প্রাচুর্য
৫০০. ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই না – নির্বুদ্ধিতা
৫০১. ঠাঁট বজায় রাখা – অভাব চাপা রাখা
৫০২. ঠান্ডা লড়াই – গোপন বিরোধিতা
৫০৩. ঠারে ঠারে – ইঙ্গিতে
৫০৪. ঠুঁটো জগন্নাথ – অকর্মণ্য
৫০৫. ঠেকা মেয়ে – চিরকুমারী
৫০৬. ঠেলা গোঁজা দেওয়া – গাছাড়া ভাবে কাজ করা
৫০৭. ঠেলা সামলানো – পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা
৫০৮. ঠেলার নাম বাবাজি – চাপে পড়ে কাবু
৫০৯. ঠোঁট কাটা – বেহায়া / স্পষ্টভাষী
৫১০. ঠোঁট টেপা – মুখ বন্ধ করা
৫১১. ঠোঁট ফুলানো – অভিমান
৫১২. ঠোঁট সেলাই করে রাখা – নির্বাক

ড

৫১৩. ডঙ্কা মারা – সগর্বে প্রচার করা / বড়ো গলায় বলা
৫১৪. ডাকের সুন্দরী – খুবই সুন্দরী
৫১৫. ডান হাতের ব্যাপার – খাওয়া
৫১৬. **ডাকাবুকো:** নির্ভীক, দুঃসাহসী।

একসময় ডাকাতরা প্রবল দাপটে দাপিয়ে বেড়াত, ফলে ডাকাত শব্দটি শুনলেই সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হতো। কিন্তু ডাকাতের সেই দাপট যদি কোনো সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মূলত এই অনুষঙ্গ থেকেই ডাকাতের মতো বুক যার অর্থাৎ প্রচণ্ড দুঃসাহসী বোঝাতে 'ডাকাবুকো' বাগধারার জন্ম।

৫১৭. ডানপিটে – দুরন্ত / দুঃসাহসী
৫১৮. ডানায় ভর দিয়ে থাকা – শূন্যলোকে ভাসা
৫১৯. ডানে আনতে বাঁয়ে কুলানো – আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি
৫২০. ডামাডোল – গণ্ডগোল
৫২১. **ডুমুরের ফুল:** অদৃশ্য বস্তু।

ডুমুরের ফুল লোকচক্ষুর অন্তরালে ফলের ভিতরেই ফোটে; ফলের অন্তঃপুরেই তার প্রকাশ। ফলগুলোর গোড়ায় খুব সরু ছিদ্র থাকে। কীট বা পিঁপড়া এই সরু ছিদ্রের মাধ্যমে ফুলের মধ্যে গিয়ে পরাগায়ন ঘটায়। ডুমুরের ফল যাকে বলা হয় মূলত সেটিই আবরণে ঢাকা ডুমুরের ফুল। ফল কাটার আগে ডুমুরের ফুল দেখা সম্ভব না। তাই 'ডুমুরের ফুল' দ্বারা অদৃশ্য কোনো কিছুকে বোঝায়।

৫২২. ডুবে ডুবে পানি খাওয়া – গোপনে কার্যসিদ্ধি

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

ঢ

৫২৩. ঢক্কা নিনাদ – উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা

৫২৪. ঢাক ঢাক গুড় গুড় – গোপন রাখার চেষ্টা / কপটতা

৫২৫. ঢাক বাজানো – উচ্চকণ্ঠে প্রচার করা

৫২৬. **ঢাকে কাঠি পড়া:** সূচনা হওয়া।

ঢাক বাজানোর জন্য কাঠি দিয়ে ঢাকের একপাশে বারবার আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। তাই ঢাকে কাঠি পড়া বলতে কোনো কাজের সূচনা হওয়া বোঝানো হয়।

৫২৭. **ঢাকের কাঠি:** মোসাহেব, চাটুকার, তোষামুদে।

ঢাক বাজানোর সময় কাঠি দিয়ে ঢাকের একপাশে বারবার আঘাত করে নতুন ধ্বনি তৈরি করা হয় অর্থাৎ ঢাকের শব্দ সৃষ্টি করা হয়। তার মানে ঢাক যখনই বাজে, কাঠি সবসময়ই ঢাককে সহযোগিতা করে অর্থাৎ তোষামুদ করে। আমাদের সমাজেও এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বারবার অন্যের নিকট একইভাবে চাটুকারি কথা বলে থাকে। তাই এ ধরনের লোককে ঢাকের কাঠির মতো চাটুকার বা লেজুরবৃত্তি স্বভাবের লোক বলা হয়ে থাকে।

৫২৮. **ঢাকের বাঁয়া:** অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয়, মূল্যহীন।

আকারে ঢাক অনেক বড়ো হয় এবং বাজানোর সময় শুধু ডান দিকই বাজানো হয়। বাম দিক বা বাঁয়া বাজানো হয় না। তাই ঢাকের বাঁয়া বলতে অপ্রয়োজনীয় বা মূল্যহীন বিষয়কে বোঝানো হয়।

৫২৯. ঢি ঢি পড়া – কলঙ্ক প্রচার হওয়া

৫৩০. ঢিপির মাকাল – দেখতে সুন্দর হলেও আসলে অকর্মণ্য

৫৩১. ঢিমে তেতালা – মন্থর / কুঁড়ে / মৃদু গতি

৫৩২. ঢুঁ মারা – খোঁজ করা

৫৩৩. ঢেউ গোণা – বাজে কাজে সময় নষ্ট করা

৫৩৪. ঢেঁকি অবতার – নিষ্কর্মা ও নির্বোধ লোক

৫৩৫. ঢেঁকির কচকচি – বিরক্তিকর কথা / কলহ

৫৩৬. ঢেঁকির কুমির – অপদার্থ

৫৩৭. ঢেরা সই – নিরক্ষর লোকের দস্তখত

৫৩৮. ঢেলে সাজানো – নতুন করে তৈরি

ত

৫৩৯. ত-খরচা – বাজে খরচ

৫৪০. তক্কে তক্কে থাকা – গোপনে সতর্ক থাকা

৫৪১. তর্জন গর্জন – শাসানি

৫৪২. তাক লাগা – আশ্চর্য হওয়া

৫৪৩. তামার বিষ – অর্থের কুপ্রভাব

৫৪৪. তাল কানা – বেতাল হওয়া

৫৪৫. তাল গাছের আড়াই হাত – শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ

৫৪৬. তাল ঠোকা – সগর্ব উক্তি

৫৪৭. **তাল পাতার সেপাই:** ক্ষীণজীবী / অতিশয় দুর্বল

তালপাতার সেপাই শিশু মনের চিত্তাকর্ষক খেলনা। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় এই খেলনার উদ্ভব। তালপাতাকে ছোটো ছোটো করে কেটে মানুষের দেহের নানা অংশ বানিয়ে সুতো দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। এর ভিতরে বাঁশের কঞ্চি আটকানো থাকে। বাঁশের কঞ্চি এমন ভাবে আটকানো হয় যাতে ঘোরানোর সাথে সাথে হাত পা নড়তে থাকে। অতীতের জনপ্রিয় এই খেলনাটি অধুনা বিলুপ্তপ্রায়। তালপাতা দিয়ে তৈরি করা হয় বলে মূলত এই ধরনের সেপাইয়ের কোনো শক্তি বা ক্ষমতা থাকে না। তাই অতিশয় দুর্বল বা ক্ষীণজীবী বোঝাতে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

৫৪৮. তাল সামলানো – শেষ রক্ষা

৫৪৯. **তাসের ঘর:** ক্ষণস্থায়ী।

কাগজ দিয়ে তৈরি খুব পাতলা এক ধরনের কার্ড হচ্ছে তাস। একটির ওপর আরেকটি তাস রেখে ঘরের আকৃতি দেওয়া যায়। তবে সামান্য বাতাসে বা হাতের আলতো স্পর্শেই সে ঘর ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। তাই তাসের ঘর বাগধারাটির দ্বারা ক্ষণস্থায়ী অর্থ প্রকাশ করা হয়।

৫৫০. তিক্ত অভিজ্ঞতা – কষ্টকর ধারণা

৫৫১. তিন মাথা এক হওয়া – খুব বুদ্ধি হওয়া

৫৫২. তিল কুড়িয়ে তাল – তুচ্ছ কিছু জমিয়ে বড়ো কিছুর সৃষ্টি

৫৫৩. তিলকে তাল করা – অতিরিক্ত করা

৫৫৪. তীর্থের কাক – প্রতীক্ষারত

৫৫৫. **তুঘলকি কাণ্ড:** হুলস্থুল ব্যাপার, খামখেয়ালি কাজ।

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন খামখেয়ালি শাসক। ১৩২৭ সালে তিনি হঠাৎ দিল্লি থেকে তার রাজধানী সরিয়ে ৭০০ মাইল দক্ষিণে দৌলতাবাদে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। খুবই স্বল্প সময়ের নোটিশে তিনি সাম্রাজ্যের সব অফিস-আদালত, উজির-নাজির সব নিয়ে চলে গেলেন দৌলতাবাদে। সেখানে গিয়ে সৃষ্টি হলো আরেক বিশাল সমস্যা। সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার জন্য যে স্থাপনা বা কাঠামো দরকার তার কোনো ব্যবস্থা না করেই রাজধানী স্থানান্তর ছিল অবিবেচকের মত একটি সিদ্ধান্ত। তার ফলও তিনি পান হাতেনাতে। ১৩৩৫ সালেই পুনরায় দিল্লিতে তার রাজধানী স্থানান্তর করেন তিনি। তার এই পাগলাটে কীর্তিকলাপই 'তুঘলকি কাণ্ড' নামে পরিচিতি পায়।

৫৫৬. তুলসী বনের বাঘ – ভণ্ড / সুবেশে দুর্বৃত্ত

৫৫৭. তুলা ধুনা করা – দুর্দশাগ্রস্ত করা

৫৫৮. তুর্কি নাচন – নাজেহাল অবস্থা / হুলস্থুল কাণ্ড

৫৫৯. তুষের আগুন – দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসহ যন্ত্রণা

৫৬০. তেল কজলা – চকচকে

৫৬১. তেল-নুন-লকড়ি – মৌলিক প্রয়োজন / খাদ্যের উপকরণ

৫৬২. তেল বাড়া – অহংকার
৫৬৩. তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা – ক্রুদ্ধ হওয়া
৫৬৪. তেলে মাথায় তেল দেওয়া – যার অনেক আছে তাকেই দেওয়া
৫৬৫. তোলা হাঁড়ি – গম্ভীর
৫৬৬. ত্রিশঙ্কু অবস্থা – মধ্যাবস্থা / উভয় সংকট

থ

৫৬৭. থ পাতা – স্থায়ীভাবে কিছু করা
৫৬৮. থ বনে যাওয়া – স্তম্ভিত হওয়া
৫৬৯. থ হওয়া – স্তম্ভিত হওয়া
৫৭০. থতমত খাওয়া – কি করবে বুঝতে না পারা
৫৭১. থরহরি কম্প – ভীতির আতিশয্যে কাঁপা
৫৭২. থাউকি বেলা – বিকালবেলা
৫৭৩. থানা পুলিশ করা – নালিশ করা
৫৭৪. থাবা থুবি দিয়ে রাখা – পিঠ চাপড়ে ভুলিয়ে রাখা
৫৭৫. থোড়াই কেয়ার করা – কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করা
৫৭৬. থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া – বড়ো মুখ ছোটো হওয়া

দ

৫৭৭. দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার – বিরাট সমারোহ
৫৭৮. দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার – খাওয়া / ভোজন
৫৭৯. দক্ষিণার জোরে – টাকার জোরে
৫৮০. দশ চক্রে ভগবান ভূত – দশ জনের চক্রান্তে ন্যায়কে অন্যায় করা
৫৮১. দশবাই চণ্ডী – অত্যন্ত রাগী স্ত্রীলোক
৫৮২. দড়ি কলসি – আত্মহত্যার উপায় / উপকরণ
৫৮৩. দয়ে মজানো – বিপদে ফেলা / সর্বস্বান্ত করা
৫৮৪. দহরম মহরম – ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক / অন্তরঙ্গ
৫৮৫. দহলা নহলা করা – ইতস্তত করা
৫৮৬. দহলা ভুঁই – নিচু জমি
৫৮৭. **দা-কুমড়া:** শত্রুতা।
দা দিয়ে কুমড়া কাটা হয় অর্থাৎ দা এর সাথে কুমড়ার সম্পর্কটা সব সময়ই বিরোধমূলক। তাই শত্রুতা বোঝাতে 'দা-কুমড়া' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।
৫৮৮. দাও মারা – মোটা লাভ করা
৫৮৯. দাঁতে আঙুল কাটা – লজ্জা পাওয়া
৫৯০. দাঁতে কুটা কাটা – বিনীত হওয়া
৫৯১. দাঁতে দড়ি দিয়ে থাকা – পানাহার ত্যাগ করা
৫৯২. দাদ তোলা / নেওয়া – প্রতিশোধ নেওয়া
৫৯৩. দাঁদুড়ে – অত্যন্ত / দুর্দান্ত
৫৯৪. দানাপানি – অন্নজল
৫৯৫. **দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ:** অনুকরণের হাস্যকর চেষ্টা।

দাঁড়কাক কালো রঙের এক ধরনের বড়ো কাকবিশেষ। আর ময়ূরপুচ্ছ বলতে বোঝায় ময়ূরের লেজ। এখন ময়ূর যতটা সুন্দর করে লেজের পেখম মেলতে পারে তা দেখে কোনো দাঁড়কাক যদি ময়ূরের পুচ্ছ নিজের লেজে লাগিয়ে ময়ূরের মতো পেখম মেলার চেষ্টা করে তাহলে কাকের এই অনুকরণ হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়।
৫৯৬. দাসখত লিখে দেওয়া – বশ্যতা স্বীকার করা
৫৯৭. দিন গোনা – অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করা
৫৯৮. দিনে দুপুরে ডাকাতি – প্রকাশ্যে প্রতারণা ও মিথ্যাচার
৫৯৯. দু কান কাটা – নির্লজ্জ / বেহায়া
৬০০. দু এক কথা – অল্প কথা
৬০১. দু চার কথা – আলাপ আলোচনা
৬০২. দু দণ্ড – কিছু সময় / একটুখানি সময়
৬০৩. দু নৌকায় পা – উভয় সংকট
৬০৪. দুটো পয়সার মুখ দেখা – আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া
৬০৫. দুধে-ঘিয়ে শ্রাদ্ধ করা – অপব্যয়
৬০৬. দুধে ভাতে থাকা – খেয়ে পড়ে সুখে থাকা
৬০৭. দুধের ছেলে – কচি ছেলে
৬০৮. দুধের মাছি – সুসময়ের বন্ধু
৬০৯. দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো – ভালোর অভাব মন্দ দিয়ে পূরণ
৬১০. দূর্বা গজানো – উৎখাত
৬১১. দেঁতো হাসি – কৃত্তিম হাসি
৬১২. দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ – মন্দ বংশে ভালো লোক
৬১৩. দোজবরে – দ্বিতীয় বার যে বিয়ে করতে চায়
৬১৪. দোহাই মানা – কথা রাখা / স্তব্ধ হয়ে পড়া

ধ

৬১৫. ধকল সওয়া – ধাক্কা সামলানো
৬১৬. ধনুক ভাঙা পণ – সুকঠিন প্রতিজ্ঞা
৬১৭. ধড়া-চূড়া – সাজপোশাক
৬১৮. ধড়ে প্রাণ আসা – বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া
৬১৯. ধরতাই বুলি – চালু কথা
৬২০. ধরি মাছ না ছুঁই পানি – কৌশলে কার্যোদ্ধার
৬২১. ধরাকে সরা জ্ঞান করা – অহংকারে সবকিছু তুচ্ছ মনে করা
৬২২. ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির – ধার্মিক
৬২৩. ধর্মের কল – সত্য
৬২৪. ধর্মের ডাক আপনি বাজে – পাপ গোপন না থাকা
৬২৫. ধান দিয়ে লেখাপড়া করা – নামমাত্র খরচ

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৬২৬. ধান ভানতে শিবের গীত – অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা

৬২৭. **ধর্মের ষাঁড়:** যথেচ্ছাচারী।

ধর্মের নামে মানত করা ষাঁড় বা ছাগল উন্মুক্তভাবে হাটবাজারে ছেড়ে দেয়ার নিয়ম এখনো দেখা যায় বাঙালি সমাজে। এরা যত্রতত্র তরি তরকারির ডালা বা খেতের ফসল খেলেও মানুষ তাদের ওপর অত্যাচার করে না। তাই যথেচ্ছাচারী অর্থে 'ধর্মের ষাঁড়' বাগধারাটির ব্যবহার করা হয়।

৬২৮. ধামা চাপা দেওয়া – স্থগিত বা গোপন করা

৬২৯. ধামা ধরা তোষামোদকারী

৬৩০. ধিনিকেষ্ট – দায়িত্ব পালনহীন ব্যক্তি

৬৩১. **ধুন্ধুমার কাণ্ড:** বিশাল হাঙ্গামা।

হিন্দুপুরাণ মতে, ধুন্ধু ছিল এক বিশাল দৈত্য। ব্রহ্মার বর পেয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে সে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে গণ্ডগোল শুরু করেছিল। তাকে থামাতে এক ঋষির সহায়তায় রাজা কুবলাশ্ব তাকে হত্যা করেন। তখন রাজা কুবলাশ্বকে উপাধি দেওয়া হয় 'ধুন্ধুমার' নামে। কিন্তু ধুন্ধুর সাথে যুদ্ধটা সহজ ছিলনা মোটেই। এই যুদ্ধে বিশাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। বহু লোক মারা যায়। তাই সে থেকে মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা অর্থে আমরা 'ধুন্ধুমার কাণ্ড' কথাটি ব্যবহার করি।

৬৩২. ধুয়ো তোলা – অজুহাত বা ছল বের করা / প্রচার করা

৬৩৩. ধোপে টেকা – পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া

৬৩৪. ধোপার গাধা – পরের জন্য খাটা / ভারবাহী

৬৩৫. ধোপার ভাঁড়ার – প্রচুর জিনিসপত্র যা ব্যবহার করা যাবে না

৬৩৬. ধোপা নাপিত বন্ধ করা – একঘরে করা

৬৩৭. ধোয়া তুলসী পাতা – নির্দোষ লোক

ন

৬৩৮. নকবি চাল – অতিরিক্ত বিলাসিতা

৬৩৯. নকড়া ছকড়া – হেলা ফেলা করা

৬৪০. নকশা করা – তামাশা করা / ন্যাকামি করা

৬৪১. **নখদর্পণে:** পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে।

যে নখ নিজেই দর্পণ বা আয়নার কাজ করে তাই হলো নখদর্পণ। কথিত আছে, প্রাচীনকালে ঋষি গুণিনের কাছে কেউ কোনো কিছু জানার জন্য গেলে গুণিন তার হাতের নখে তেল মাখিয়ে মন্ত্রবলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে তার জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে প্রতিবিম্বিত করাতেন। অর্থাৎ ঐ নখটিতে জিজ্ঞাসার যাবতীয় বিষয় দেখা যেত অর্থাৎ মন্ত্রবলে সবকিছুই সেই নখদর্পণের আয়ত্তে ছিল। কথিত এই ঘটনাই কালের বিবর্তনে বাগধারায় স্থান করে নিয়েছে।

৬৪২. নগদ নারায়ণ – কাঁচা টাকা / নগদ অর্থ

৬৪৩. নজর দেওয়া – কুদৃষ্টি

৬৪৪. নজর লাগা – অশুভ দৃষ্টিতে পড়া

৬৪৫. নজরে পড়া – সপ্রসঙ্গ দৃষ্টি আকর্ষণ করা

৬৪৬. নট খট – গোলমাল

৬৪৭. নটঘট – কেলেঙ্কারি

৬৪৮. নথ নাড়া – গর্ব করা / নগদ অর্থ

৬৪৯. নদের চাঁদ – অহমিকাপূর্ণ কিন্তু নির্গুণ

৬৫০. ননীর পুতুল – শ্রমবিমুখ / আদুরে দুলাল

৬৫১. নব কার্তিক – সুদর্শন কিন্তু অকর্মণ্য ব্যক্তি

৬৫২. নবমীর পাঠা – প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি

৬৫৩. নবাবি চাল – অতিরিক্ত বিলাসিতা

৬৫৪. নমাসে ছমাসে – কালেভদ্রে

৬৫৫. নয় ছয় – অপচয়

৬৫৬. নয় দুয়ারি – দ্বারে দ্বারে

৬৫৭. নয়নের মণি – পরম আদরের পাত্র

৬৫৮. নাক উঁচানো – অবজ্ঞা প্রকাশ করা

৬৫৯. নাকাল হওয়া – জব্দ করা / হয়রান হওয়া

৬৬০. নাকের বদলে নরুন – বড়ো ক্ষতি করে সামান্য ক্ষতিপূরণ

৬৬১. নাচতে নেমে ঘোমটা – বৃথা লজ্জা

৬৬২. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা – অক্ষমতা ঢাকতে বাজে অজুহাত

৬৬৩. নাটের গুরু – যত নষ্টের গোড়া / খলনায়ক

৬৬৪. নাড়াবুনে – অজ্ঞ / বুনো

৬৬৫. নাড়ির টান – স্নেহের আকর্ষণ / মায়া

৬৬৬. নাড়ি নক্ষত্র – সব তথ্য

৬৬৭. নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না – বংশে বড়োলোক, কিন্তু ধন-সম্পদ নেই

৬৬৮. **নারদের ঢেঁকি:** বিবাদের বিষয়।

পুরাণ অনুসারে নারদ কলহসংঘটক হিসেবে খ্যাত একজন দেবর্ষি। নারদ ছিলেন পৌরাণিক জগতের সাংবাদিক; তার কাজ হলো মর্ত্য বা স্বর্গে যেই ঘটনাই ঘটুক, তা উপযুক্ত মানুষ বা দেব-দেবীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই কাজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে পরামর্শক হিসেবেও কাজ করতেন তিনি। তবে তার এই পরামর্শের কারণে স্বর্গে ও মর্ত্যে মানুষ ও দেব-দেবীদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। এজন্যই অনেকে নারদকে বুদ্ধিসম্পন্ন দেবতা মনে করেন। নারদ মুনির বাহন ছিল ঢেঁকি। ধান ভানা ছাড়া ঢেঁকির অন্য কোনো কাজ নেই। একইভাবে দেবতা নারদেরও সংবাদ আদান প্রদান ও ক্ষেত্রবিশেষে পরামর্শ দান ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। এই সাদৃশ্যের কারণেই নারদের বাহন হিসেবে ঢেঁকিকে কল্পনা করা হয়েছে এবং নারদ যেহেতু মর্ত্য থেকে স্বর্গে যাতায়াত করতেন সেহেতু নারদের বাহন হিসেবে মানুষ ঢেঁকিকে ধরে নিয়েছে। তাই যারা দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া লাগায় তাদের জন্য 'নারদের ঢেঁকি' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

৬৬৯. নামকাটা সেপাই – কর্মচ্যুত ব্যক্তি

৬৭০. নাস্তানাবুদ – বিপন্ন ও বিধ্বস্ত

৬৭১. নিজের ঢাক নিজে পেটানো – আত্মপ্রকাশ

৬৭২. নিজের কোলে ঝোল টানা – আপন স্বার্থ বেশি দেখা

৬৭৩. নিমরাজি – প্রায় রাজি / আংশিক স্বীকার করা

৬৭৪. **নিরানব্বইয়ের ধাক্কা:** সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি।

১০০, ১০০০ এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে মানদণ্ডের মতো। ক্রিকেট খেলায় দেখবেন ১০০ রান করার পর ব্যাটসম্যানকে সবাই অভিবাদন জানায়। ৯৯ রান হবার পর সাধারণত ব্যাটসম্যানরা বাকি ১ রান সঞ্চয় করার জন্য যে উতলা থাকে সেটাকেও নিরানব্বইয়ের ধাক্কা বলা যেতে পারে। আপনার সঞ্চয়ে ৯৯ টাকা থাকলে সেটাকে ১০০ টাকা বানানোর জন্য আপনার মধ্যে আরও ১ টাকা সঞ্চয়ের যে প্রবৃত্তি বা প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয় তাকেই নিরানব্বইয়ের ধাক্কা বলা যেতে পারে।

৬৭৫. নুন আনতে পানতা ফুরায় – অস্বচ্ছল অবস্থা

৬৭৬. নুড়ো জ্বেলে দেওয়া – মৃত্যু কামনা করা

৬৭৭. নেই আঁকড়া – একগুঁয়ে

৬৭৮. নেই কাজ তো খই ভাজ– অকাজে সময় নষ্ট

৬৭৯. নেড়া একবার বেল তলায় যায় – ভুক্তভোগী বার বার ঠকতে চায় না

৬৮০. নেপোয় মারে দই – ধূর্ত লোকের ফল প্রাপ্তি

৬৮১. নোকতা লাগানো – দোষ ধরা

৬৮২. ন্যাতা জাবড়া – বিপন্ন / বিব্রত / দুর্দশাগ্রস্ত

৬৮৩. ন্যালাখ্যাপা – পাগলাটে

প

৬৮৪. পগার পার – পালিয়ে যাওয়া

৬৮৫. **পটল তোলা:** মারা যাওয়া।

এই বাগধারা নিয়ে অনেক ভুল ব্যাখ্যা দেখা যায়। অনেকে বলেন পটোল গাছ থেকে একবারে সব পটোল তুলে ফেললে গাছটি মরে যায় বলে পটোল তোলা মানে মারা যাওয়া।

ব্যাপারটি মোটেও আসলে এমন কিছু না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে 'পটল' বানানটি। 'পটোল' শব্দের অর্থ সবজি; কিন্তু বাগধারা হিসেবে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি 'পটোল' নয়, 'পটল' যার অর্থ চোখের পাতা। মানুষ যখন মারা যায় তখন শেষ বারের মতো চোখের পাতা তুলে মানে ওপরে উঠায় এবং তা নামানোর শক্তি তার থাকে না। তাই 'পটল তোলা' দ্বারা বোঝানো হয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বা মারা যাওয়া।

৬৮৬. পটের বিবি – সুসজ্জিত

৬৮৭. পড়ি কি মরি করে – ঊর্ধ্বশ্বাসে

৬৮৮. পত্রপাঠ – অবিলম্বে / সঙ্গে সঙ্গে / তৎক্ষণাৎ

৬৮৯. **পঞ্চত্ব প্রাপ্তি:** মারা যাওয়া।

বাগধারায় পঞ্চত্ব প্রাপ্তি কথাটি বাঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চত্ব শব্দের অর্থ পঞ্চভূতে পরিণতি। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনমতে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের সম্মিলনে দেহ নির্মিত। যখন দেহের সেই পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হয়, তখনই জীব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মরে যায়।

৬৯০. পঞ্চমুখ হওয়া – অতিরিক্ত কথা বলা

৬৯১. পয়মন্ত – সুলক্ষণযুক্ত

৬৯২. পরঘরি পান্তা মারি – হাড় হাভাতে লোক

৬৯৩. পরের ধনে পোদ্দারী – অন্যের অর্থে বড়োলোকি দেখানো

৬৯৪. পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা – অপরকে দিয়ে কাজ উদ্ধার

৬৯৫. পরের মুখে ঝাল খাওয়া – অন্যের কথা শুনে কাজ করা

৬৯৬. পর্বতের মূষিক প্রসব – বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি

৬৯৭. প্রমাদ গোনা – ভীত হওয়া

৬৯৮. পাকা ধানে মই – অনিষ্ট করা

৬৯৯. পাকা হাড় – অভিজ্ঞ লোক

৭০০. পাঁচ কথা – নানা রকম কথাবার্তা

৭০১. পাঁচ কান করা – প্রচার করা

৭০২. পাঁচিল তোলা – আলাদা হওয়া

৭০৩. পাণ্ডববর্জিত – সভ্য লোকের বাসের অযোগ্য

৭০৪. পাততাড়ি গুটানো – জিনিসপত্র গোটানো

৭০৫. পাথরে পাঁচ কিল – সুখের সময় / সৌভাগ্য

৭০৬. পান থেকে চুন খসা – সামান্য ত্রুটি হওয়া

৭০৭. পান্তা ভাতে ঘি – অপব্যবহার

৭০৮. পালের গোদা – দলপতি

৭০৯. পায়াভারি – অহংকার

৭১০. পিঠ চাপড়ানো – প্রশংসা করে উৎসাহ দেওয়া

৭১১. পিণিগেলা – অনিচ্ছায় সত্ত্বেও কোনো রকমে খাওয়া

৭১২. পিঁপড়ের পেট টেপা – অত্যধিক হিসাব করে চলা

৭১৩. পি পু ফি শু – অতি অলস

৭১৪. পুকুর চুরি – বড়ো রকমের চুরি

৭১৫. পুঁটি মাছের প্রাণ – যা সহজে মরে যায়

৭১৬. পুঁথি বাড়ানো – বানিয়ে বর্ণনা করা

৭১৭. পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা – অপ্রীতিকর আলোচনা

৭১৮. **পোয়া বারো:** পরম সৌভাগ্য, সম্পূর্ণ অনুকূল।

'পোয়া বারো' শব্দটি এসেছে পাশা খেলা থেকে। পাশা খেলায় তিনটি গুটি থাকে। জিনিসটা অনেকটা লুডু খেলার ছক্কার মতো তবে, প্রত্যেকটি গুটিতে ১, ২, ৫ ও ৬ নম্বর থাকে। ছক্কার মতো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ নয়। গুটিগুলো যখন চালা হয় সেটাকে বলে দান। অনেকটা লুডুর মতই তবে পার্থক্য হচ্ছে লুডুতে একটা ছক্কা দিয়ে দান দিতে হয় এখানে তিনটা গুটি দিয়ে দান দিতে হয়। পাশার তিনটি গুটি একসাথে চাল দিলে যদি তার সমষ্টি হয় ৯ তাহলে খেলা শুরু হয়। তবে যদি দুটা গুটিতে ৬ আর অন্যটিতে ১ হয় তাহলে, ৬ + ৬ + ১ = ১৩ হয়। এটি সবচেয়ে দামি চাল, সবচেয়ে দুর্লভও বটে। পাশা খেলায় ১ কে বলা হয় পোয়া, আর বাকি দুটা ৬ মিলে হয় ১২ সব মিলিয়ে সেটা হয়, পোয়া বারো। আগেই বলেছি এটা খুবই দামি চাল এবং পরম সৌভাগ্য থাকলেই এমন চাল হয় বলে ধারণা করা হয়। এভাবেই পোয়া বারো মানে চরম সৌভাগ্য অবস্থা বর্ণনা করার একটা প্রচলন শুরু হলো।

৭১৯. পেটে খেলে পিঠে সয় – লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য হয়
৭২০. পেটে পেটে বুদ্ধি – দুষ্টু বুদ্ধি
৭২১. পেটের শত্রু – যে সন্তান মায়ের দুঃখের কারণ
৭২২. পৃষ্ঠ প্রদর্শন – পালানো
৭২৩. পোড়া কপাল – দুর্ভাগ্য / মন্দভাগ্য
৭২৪. পোঁ ধরা – অন্যকে দেখে একই কাজ করা

ফ

৭২৫. ফতুর হওয়া – নিঃস্ব
৭২৬. ফতো নবাব – সম্বলহীনের বড়োলোকি ভাব
৭২৭. **ফপর দালালি:** গায়ে পড়ে মাতব্বরি।
হিন্দি শব্দ 'ফোপর' বা 'পপর' এবং ফারসি শব্দ 'দল্লাল' যুক্ত হয়ে 'ফপরদালাল' শব্দের সৃষ্টি। এখানে দালাল শব্দ ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে যারা নিজে লাভবান হয় তাদের বলা হয় দালাল। ব্যঙ্গার্থে এই শব্দটির অর্থ অন্যায়ভাবে পক্ষ-সমর্থনকারী। অযাচিতভাবে গায়ে পড়ে অহেতুক কারো পক্ষে কেউ চালবাজি করলে সে কাজকে আমরা ফপর-দালালি বলি।
৭২৮. ফাঁকা আওয়াজ – অন্তঃসারশূন্য বক্তব্য
৭২৯. ফাঁকে পড়া – বঞ্চিত হওয়া
৭৩০. ফাঁদে পা দেওয়া – ষড়যন্ত্র করা
৭৩১. ফাঁপা ঢেঁকি – সামর্থ্যহীন
৭৩২. ফুলটুসি – সহজে আহত বোধ করে যে
৭৩৩. ফুলের আঘাত – সামান্য দুঃখকষ্ট
৭৩৪. ফুলের ঘাঁয়ে মূর্ছা যাওয়া – অল্পে কাতর
৭৩৫. ফুস মন্তর – ফাঁকি দেওয়া
৭৩৬. ফেউ লাগা – আঠার মতো লেগে থাকা
৭৩৭. ফেকলু পার্টি – কদরহীন লোক
৭৩৮. ফেঁপে ওঠা – বিত্তশালী হওয়া
৭৩৯. ফোঁস মনসা – ক্রোধী লোক
৭৪০. ফোড়ন দেওয়া – কথার মাঝে বৃথা টিপ্পনী কাটা

ব

৭৪১. বইয়ের পোকা – পড়ুয়া
৭৪২. **বকধার্মিক:** ভণ্ড।

বক খুব সন্তর্পণে অল্প পানির স্থানে হেঁটে হেঁটে মাছ শিকার করে। বক দাঁড়িয়ে থাকার সময় এক পা মাটিতে রেখে আরেক পা উঠিয়ে রাখে; দেখে মনে হয় কোনো সাধু একাগ্রচিত্তে কঠোর তপস্যায় মগ্ন। কিন্তু মাছ নাগালে এলেই তীক্ষ্ণ ও ধারালো ঠোঁট চালিয়ে দেয় কঠোর নৃশংসতায়। একারণেই ভণ্ড বা কপট ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে বকের ন্যায় ধার্মিক বা বকধার্মিক বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।
৭৪৩. বগল বাজানো – আনন্দ প্রকাশ করা
৭৪৪. বচনবাগীশ – কথায় পটু
৭৪৫. বজ্র আটুনি ফসকা গেরো – বাইরে আড়ম্বর ভেতরে শূন্যতা
৭৪৬. বরাখুরে – অলক্ষুণে
৭৪৭. বরের ঘরে পিসি কনের ঘরে মাসী – উভয়কুল রক্ষা করে চলা
৭৪৮. বর্ণচোরা আম – যার স্বরূপ বুঝা যায় না
৭৪৯. বসন্তের কোকিল – সুদিনের বন্ধু
৭৫০. বাগে পাওয়া – কায়দায় পাওয়া
৭৫১. বাঘের আড়ি – নাছোড়বান্দা / নির্ভীক
৭৫২. বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা – শত্রুর ঘরে গোপন আস্তানা
৭৫৩. বাঘের মাসি – আরাম প্রিয় মানুষ
৭৫৪. বাজখাই নাদ – কর্কশ কণ্ঠস্বর
৭৫৫. বাজারে কাটা – বিক্রি হওয়া
৭৫৬. বানরের গলায় মুক্তার মালা – অপাত্রে উৎকৃষ্ট সামগ্রী দান
৭৫৭. বাপান্ত করা – গালাগালি করা
৭৫৮. বামনের গোরু – যে অল্প পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করে
৭৫৯. বাঁ হাতের ব্যাপার – ঘুস গ্রহণ
৭৬০. বারো মাস ত্রিশ দিন – প্রতিদিন
৭৬১. বারো মাসে তের পার্বণ – উৎসবের আধিক্য
৭৬২. **বালির বাঁধ:** ক্ষণস্থায়ী।
বালি দিয়ে যদি কোনো বাঁধ নির্মাণ করা হয়, তাহলে সেই বাঁধ শক্তিশালী হয় না এবং স্রোতের বিপরীতে বেশিক্ষণ টেকেও না। ঢেউ এলেই তা ভেঙে পড়ে। তাই বালির বাঁধ বলতে 'ক্ষণস্থায়ী' কিছু বোঝানো হয়।
৭৬৩. বাস্তু ঘুঘু – প্রচ্ছন্ন শয়তান / অতি ধুরন্ধর লোক
৭৬৪. বাহাত্তরে ধরা – বার্ধক্যের কারণে কাণ্ডজ্ঞানহীন / মতিচ্ছন্ন
৭৬৫. বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া – সফল হওয়ার মুখে বাঁধা
৭৬৬. বিদুরের খুদ – শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
৭৬৭. বিন্দু বিসর্গ – সামান্য অংশ / কিছু অংশ
৭৬৮. বিনা মেঘে বজ্রপাত – আকস্মিক বিপদ
৭৬৯. বিশ বাঁও জলে – ভীষণ বিপদে / সাফল্যের অতীত
৭৭০. বিষ নেই তার কুলপানা চক্কর – অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন
৭৭১. বিষবৃক্ষ – অনিষ্টকারী
৭৭২. বিষের পুটুলি – বিদ্বেষী
৭৭৩. **বিড়াল তপস্বী:** ভণ্ড সাধু, কপট ব্যক্তি।
'তপস্বী' বলতে তাকে বোঝানো হয় যিনি এক ধ্যানে তপস্যা করেন। বিড়াল যখন শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকে তখন অত্যন্ত নির্বিকার হয়ে এক ধ্যানে বসে থাকে। মনে হয় যেন সে তপস্যা করছে। কিন্তু শিকার নাগালে আসার সাথে সাথে সে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিড়ালের মতো এই সমাজেও অনেক ভদ্রবেশী ভণ্ড রয়েছে। তাই 'বিড়াল তপস্বী' দ্বারা ভণ্ড সাধু বা কপট ব্যক্তি বোঝানো হয়।
৭৭৪. বিড়ালের আড়াই পা – ক্ষণস্থায়ী রাগ / বেহায়াপনা
৭৭৫. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ – বৃদ্ধ বয়সে যুবকের মতো সাজ

৭৭৬. বুদ্ধির ঢেঁকি – নির্বোধ লোক

৭৭৭. বেগার ঠেলা – বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা

৭৭৮. বোঝার ওপর শাকের আঁটি – অতিরিক্তের অতিরিক্ত

৭৭৯. ব্যাঙের আধুলি – সামান্য সম্পদ

৭৮০. ব্যাঙের লাথি – নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান

৭৮১. **ব্যাঙের সর্দি:** অসম্ভব ঘটনা।

সাধারণত আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা ভারসাম্যহীন হয়ে ঠান্ডা বা সর্দি হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাং উচ্চর প্রাণী বলে পানি থেকে স্থলে এলে বা স্থল থেকে জলে গেলে ব্যাঙের শরীরের তাপমাত্রায় কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে ব্যাঙের কখনো সর্দি বা ঠান্ডা লাগে না। তাই ব্যাঙের সর্দি বলতে অসম্ভব ঘটনাকে বোঝায়।

৭৮২. ব্রজের গোপাল – আদুরে এবং অকর্মণ্য ছেলে

ভ

৭৮৩. ভজকট – ঝঞ্ঝাট / ঝামেলা

৭৮৪. **ভণিতা করা:** দীর্ঘ মুখবন্ধ, আড়ম্বরপূর্ণ সূচনা।

ভণিতা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কবিতার শেষে কবির আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পদ। কোনো ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি মূল কথা না বলে ওই ঘটনা সম্পর্কিত অযাচিত আলোচনা করে সময় নষ্ট করা হয় তখন সেই আড়ম্বরপূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাকেই বলা হয় ভণিতা করা।

৭৮৫. ভদ্রতার বালাই – সাধারণ সৌজন্যবোধ

৭৮৬. ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া – মারা যাওয়া

৭৮৭. ভরসা পাওয়া – আশ্বস্ত হওয়া

৭৮৮. **ভরাডুবি:** সর্বনাশ, পতন।

প্রাচীনকালে নৌকা বা জাহাজ ভর্তি করে মালামাল নিয়ে দীর্ঘ নৌপথে পরিবহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা হতো। নৌকায় থাকত বহুমূল্যবান সম্পদ। কখনো কোনো কারণে মাল বোঝাই নৌকা ডুবে গেলে মালিকের সর্বনাশ হয়ে যেত। এ অনুষঙ্গ থেকেই 'ভরাডুবি' বাগধারাটির উৎপত্তি।

৭৮৯. ভরাডুবির মুষ্টিলাভ – কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা

৭৯০. ভাতে মারা – না খাইয়ে কষ্ট দেওয়া

৭৯১. **ভস্মে ঘি ঢালা:** নিষ্ফল কাজ, নিরর্থক অপব্যয়।

প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরোহিতরা যজ্ঞ করার জন্য যে আগুন জ্বালাতেন তাতে মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হতো ঘি দিয়ে। এতে দাহ্য কাঠখড়ি বেশ ভালোভাবে পুড়ে যায়। দাহ্য পদার্থ পুড়ে ছাই হবার পর ভস্মের মধ্যে মানে ছাইয়ের মধ্যে ঘি দেয়ার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু তারপরও যদি সেখানে ঘি ঢালা হয় তবে তা হবে অপচয় যা আসলেই পণ্ডশ্রম। তাই নিরর্থক অপব্যয় বোঝাতে এই বাগধারার ব্যবহার হয়।

৭৯২. ভাঙা কপাল জোড়া লাগা – দুর্ভাগ্যের শেষ হওয়া

৭৯৩. ভাদ্র মাসের তাল – প্রচণ্ড কিল

৭৯৪. ভানুমতীর খেল – অবিশ্বাস্য ব্যাপার

৭৯৫. ভালুকের জ্বর – ক্ষণস্থায়ী জ্বর

৭৯৬. ভাঁড়ে ভবানী – নিঃস্ব অবস্থা

৭৯৭. ভাঁড়ের কলসি – স্বার্থ সিদ্ধির উপায়

৭৯৮. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া – দানসামগ্রীর বাছবিচার চলে না

৭৯৯. **ভিজা বিড়াল:** কপটচারী।

বিড়াল জলে ভিজার পর নিতান্ত বোকার মতো জড়সড় হয়ে বসে থাকে। ভিজা অবস্থায় বিড়ালকে অতিশয় দুর্বল ও শান্ত দেখায়। কিন্তু সুযোগ পেলে চুরি করে মাছ খেতে ছাড়ে না। বিড়ালের এই কপটচারী স্বভাব যাদের মধ্যে দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় 'ভিজা বিড়াল' বাগধারাটি।

৮০০. ভিটায় ঘুঘু চড়ানো – সর্বস্বান্ত করা

৮০১. ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা – অনড় সংকল্প

৮০২. ভুঁইফোঁড় – অর্বাচীন / হঠাৎ গজিয়ে ওঠা / নতুন আগমন

৮০৩. ভূত ঝাড়া – নির্দয়ভাবে প্রহার বা গালি দেওয়া

৮০৪. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ – অপচয়জনক ব্যাপার

৮০৫. ভূতের বেগার খাটা – নিষ্ফল পরিশ্রম করা

৮০৬. **ভূশণ্ডির কাক / কাক ভূশণ্ডি:** দীর্ঘজীবী ব্যক্তি।

ভূশণ্ডি একটি কাকের নাম, যার উপস্থিতি আছে পুরাণে। কথিত আছে, পূর্বজন্মে কোনো এক ঋষি কাকরূপ ধারণ করে শ্রীরামের উচ্ছিষ্ট খেয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল। এই কাক আবহ-মান কাল ধরে বেঁচে আছে এবং আদিকাল থেকে পৃথিবীর সব ইতিহাসই সে জানে। একারণে কাক ভূশণ্ডি বা ভূশণ্ডির কাক বলতে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়।

৮০৭. ভেরেণ্ডা ভাজা – অকাজে সময় নষ্ট করা

৮০৮. ভেড়া বানানো – বশীভূত করা

৮০৯. ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া – হতভম্ব হয়ে যাওয়া

ম

৮১০. মওকা পাওয়া – সুযোগ পাওয়া

৮১১. **মগের মুল্লুক:** অরাজক দেশ।

মোগল আমলের কথা। তখন আমাদের দেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য জাতি এবং দস্যুদের চোখ পড়ল এদেশের ওপর। সেসময় আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আরাকান (বর্তমান মায়ানমার) থেকে আগত মগ জলদস্যুরা অনেক লুটপাট ও অরাজকতা চালাত। অত্যাচার, লুটপাট, এদেশের লোকদের ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি, কোনো কিছুই বাদ রাখেনি তারা। তাই সেসময়ের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে এখন কোথাও আমরা অরাজকতা, দুর্বলের ওপর নির্যাতন, অত্যাচার, অনাচার দেখলে তাকে বলি 'মগের মুল্লুক'

৮১২. মজে যাওয়া – শুকিয়ে যাওয়া / নষ্ট হয়ে যাওয়া

৮১৩. মণিকাঞ্চন যোগ – উপযুক্ত মিলন

৮১৪. মণিহারা ফণী – প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক

৮১৫. মন উচাটন হওয়া – অস্থির হওয়া

৮১৬. মন গড়া – কাল্পনিক

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

৮১৭. ম ম করা – সুগন্ধে ভরে যাওয়া
৮১৮. মন না মতি – অস্থির মানব মন
৮১৯. মরণ কামড় – প্রাণপণ চেষ্টা
৮২০. মরার ওপর খাঁড়ার ঘা – ব্যথিতকে আরও বেদনা দেওয়া
৮২১. মহাভারত অশুদ্ধ – বড়ো রকমের অপরাধ
৮২২. ময়ূর ছাড়া কার্তিক – রূপবান পুরুষ
৮২৩. মাকাল ফল – অন্তঃসারশূন্য
৮২৪. মাছরাঙার কলঙ্ক – অনেক অপরাধীর মধ্যে কেবল একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা
৮২৫. মাছের মা – নির্মম
৮২৬. **মাছের মায়ের পুত্রশোক:** কপট বেদনাবোধ।
মাছ যখন ডিম পাড়ে তখন একসাথে অনেক ডিম পাড়ে। আর মাছ বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না, প্রবহমান জলে ডিম পাড়ার পর স্রোত তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই বাচ্চাদের জন্য মাছের মায়ের কোনো শোক হয় না। তাছাড়া কিছু মাছ নিজের বাচ্চা নিজেরাই খেয়ে ফেলে। তাই বাচ্চার জন্য মাছের মায়ের শোক বলতে কপট বেদনাবোধ বোঝায়।
৮২৭. মাত করা – মুগ্ধ করা / মাতিয়ে রাখা
৮২৮. **মান্ধাতার আমল:** অতি প্রাচীন কাল।
মান্ধাতা ছিলেন প্রাচীন সময়কার একজন রাজা। হিন্দুপুরাণে তাঁর উল্লেখও আছে। তিনি সূর্য বংশীয় রাজা ছিলেন; ছিলেন রামায়ণের নায়ক রামেরও পূর্ববর্তী। তাই প্রাচীনতা বোঝাতে এই উদাহরণ ব্যবহৃত হয়।
৮২৯. মায়ের চেয়ে বেশি মাসির দরদ – কপট মমতা
৮৩০. মিছরির ছুরি – মুখে মধু অন্তরে বিষ
৮৩১. মুখ করা – তিরস্কার করা
৮৩২. মুখ রাখা – মান রাখা
৮৩৩. মুখে ফুল চন্দন পড়া – শুভ সংবাদের জন্য ধন্যবাদ
৮৩৪. মুচির কুকুর – অত্যন্ত হিংস্র ও একরোখা লোক
৮৩৫. মেঘ না চাইতে বৃষ্টি – না চাইতেই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি
৮৩৬. মেঘে মেঘে বেলা হওয়া – বয়স বাড়া
৮৩৭. মেনি মুখো – লাজুক / সলজ্জ
৮৩৮. মেড়া কান্ত – ভীরু এবং প্রতিবাদে অক্ষম
৮৩৯. মৌতাত চড়ানো – নেশা করা
৮৪০. ম্যাও ধরা – দায়িত্ব নেওয়া

য

৮৪১. যক্ষের ধন – কৃপণের ধন
৮৪২. যত গর্জে তত বর্ষে না – আড়ম্বরের তুলনায় কাজ কম
৮৪৩. যত দোষ নন্দ ঘোষ – প্রকৃত অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও অপরাধের ভার বহন করা
৮৪৪. যত রাজ্যের – অজস্র / প্রচুর
৮৪৫. যতনে রতন মেলে – পরিশ্রম ও চেষ্টায় সাফল্য আসে
৮৪৬. যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আঁশ – শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখা
৮৪৭. যথা ধর্ম তথা জয় – ন্যায়ের পথেই সাফল্য আসে
৮৪৮. যবনিকা পতন – পরিসমাপ্তি
৮৪৯. যম যন্ত্রণা – খুব কষ্ট
৮৫০. যমের অরুচি – যে সহজে মরে না
৮৫১. যমের ঘাটা / যমের দুয়ার – মৃত্যু
৮৫২. যমের দোসর – নিষ্ঠুর ব্যক্তি
৮৫৩. যমের ভুল – যার মরণ হয় না
৮৫৪. যণ্ডরে কই – যে ব্যক্তির মাথা মোটা কিন্তু শরীর শীর্ণ
৮৫৫. যাচ্ছেতাই – নিকৃষ্ট
৮৫৬. যার লাঠি তার মাটি – জোর যার মুল্লুক তার
৮৫৭. যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা – অপ্রিয় ব্যক্তির খুঁত ধরা
৮৫৮. যাহা বায়ান্ন তাহাই তিপ্পান্ন – খুব সামান্য তফাত
৮৫৯. যে সে – তুচ্ছ
৮৬০. যোগসাজশ – জোট / যুক্তি / পরামর্শ
৮৬১. যো হুকুম – চাটুকার

র

৮৬২. রকম সকম – চলা ফেরা
৮৬৩. রক্তগঙ্গা করা – খুনাখুনি করা
৮৬৪. রক্তের অক্ষরে লেখা – সংগ্রামের কাহিনি
৮৬৫. রগচটা – অল্পেই রাগ
৮৬৬. রগড়া রগড়ি – কথা কাটাকাটি / দর কষাকষি
৮৬৭. রথ দেখা আর কলা বেচা – এক ঢিলে দুই পাখি মারা
৮৬৮. **রসাতলে যাওয়া:** অধঃপাতে যাওয়া, ধ্বংস, বিনাশ।
হিন্দুপুরাণে বলা হয়েছে – পুরো ব্রহ্মাণ্ড স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ৩ ভাগে বিভক্ত। হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী পাতালের আবার সাতটি স্তর রয়েছে। স্তরগুলি হলো – অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। তার মানে রসাতল হলো ষষ্ঠ স্তর যা অনেক গভীর। এতখানি গভীরে যা বা যে পতিত হবে তার ধ্বংস ছাড়া কোনো উপায় নেই। একারণে বিনাশ হওয়া বা অধঃপাতে যাওয়া বোঝাতে বাংলায় এই বাগধারাটির প্রয়োগ হয়।
৮৬৯. রাই কুড়িয়ে বেল – ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ
৮৭০. রাঘব বোয়াল – সর্বগ্রাসী ব্যক্তি
৮৭১. রাজ যোটক – উপযুক্ত মিলন
৮৭২. রাজা উজির মারা – আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প
৮৭৩. রাঙা মুলো – প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন
৮৭৪. রাবণের গোষ্ঠী – বড়ো পরিবার
৮৭৫. রাবণের চিতা – চির অশান্তি
৮৭৬. রামগরুড়ের ছানা – গোমড়ামুখো লোক

৮৭৭. রাম রাজত্ব – শান্তিশৃঙ্খলা যুক্ত রাজ্য
৮৭৮. রাশভারি – গম্ভীর প্রকৃতির
৮৭৯. রাহুর দশা – দুঃসময়
৮৮০. রুই-কাতলা – পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি / প্রতিপত্তিশালী লোক

ল

৮৮১. লক্কা পায়রা – ফুল বাবু / পোশাকে খুব শৌখিন লোক
৮৮২. লক্ষ্মীর বরযাত্রী – সুসময়ের বন্ধু
৮৮৩. লগন চাঁদ – ভাগ্যবান
৮৮৪. **লাগে টাকা, দেবে গৌরীসেন:** অহেতুক অপচয়।
হুগলির বাসিন্দা গৌরীসেন সপ্তদশ শতকের লোক। কথিত আছে, ব্যবসাসূত্রে তিনি দস্তার পরিবর্তে এক জাহাজ রূপো পেয়েছিলেন। পারিবারিক আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় তিনি বিপুল ধনসম্পদ অর্জন করেন। সেই লাভের টাকা তিনি সৎকর্মে ব্যয় করবেন বলে সংকল্প করেন। দুহাতে অসহায়দের মাঝে দান করতে থাকেন। সবার প্রয়োজনে মুক্তহস্তে দান করে তিনি প্রবাদে স্থান করে নিয়েছেন।
৮৮৫. লঘুগুরু জ্ঞান – কাণ্ডজ্ঞান
৮৮৬. লঘুপাপে গুরুদণ্ড – সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তি
৮৮৭. লবেজান করা – হয়রান করা / নাজেহাল করা
৮৮৮. লম্বা দেওয়া – পালানো
৮৮৯. লাগসই – উপযুক্ত / যথার্থ
৮৯০. লাল বাতি জ্বালা – দেউলিয়া হওয়া
৮৯১. লাল হয়ে যাওয়া – ধনশালী হওয়া
৮৯২. লেজ গুটানো – ভীত হওয়া
৮৯৩. লেজে খেলা – ছলনা করা
৮৯৪. লেজে গোবরে – বিশৃঙ্খলা
৮৯৫. লেজে পা পড়া – স্বার্থহানি হওয়া
৮৯৬. **লেফাফাদুরস্ত:** বাইরের পরিপাটি অবস্থা।
লেফাফা শব্দের অর্থ 'খাম' বা চিঠির ওপরের আবরণ। আর, 'দুরস্ত' অর্থ 'ত্রুটিহীন'। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বাগধারাটির অর্থ ভেতরের চিঠিতে যাই থাকুক – চিঠির আবরণটি বেশ ত্রুটিহীন ও নিখুঁত। একইভাবে কোনো ব্যক্তি যে বাইরের আদব-কায়দায় ত্রুটিহীন, কিন্তু আসলে ভেতরে ফাঁকিবাজ তার ক্ষেত্রে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।
৮৯৭. লোটা কম্বল – সামান্য সঙ্গতি
৮৯৮. লোপাট করা – নিশ্চিহ্ন করা
৮৯৯. লোহার কার্তিক – কালো কুৎসিত লোক

শ

৯০০. শকুনি মামা – কুটিল ব্যক্তি
৯০১. শত্রুর মুখে ছাই – কুদৃষ্টি এড়ানো
৯০২. শনির দশা / দৃষ্টি – কুদৃষ্টি
৯০৩. শরতের শিশির – ক্ষণস্থায়ী / সুসময়ের বন্ধু
৯০৪. শর্বরীর প্রতীক্ষা – দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা
৯০৫. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা – দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা
৯০৬. **শাঁখের করাত:** উভয় সংকট।
শাঁখ হলো সমুদ্রজাতীয় শঙ্খ বা শামুক। শাঁখ থেকে বিভিন্ন রকমের চুড়ি, অলংকার, বালা, বোতাম ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। আর এই দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ রকমের করাত। সাধারণত করাতের কেবল একদিকে ধার থাকে অর্থাৎ শুধু ফিরে আসার সময় কাটে, কিন্তু শাঁখের করাত যাওয়ার সময়ও কাটে, ফিরে আসার সময়ও কাটে। একারণে উভয় সংকট বোঝাতে কিংবা উভয়দিকে বিপদ থাকলে মানুষ শাঁখের করাত প্রবাদ ব্যবহার করে।
৯০৭. **শাপে বর:** অনিষ্টে ইষ্ট সাধন।
'শাপ' শব্দের অর্থ অভিশাপ, আর 'বর' শব্দের অর্থ আশীর্বাদ। কোনো ব্যক্তি কারো অমঙ্গল ঘটার জন্য অভিশাপ দেবার পর যদি বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ তার মঙ্গল ঘটে যায় তবে তাকে শাপে বর বলে।
৯০৮. শিকে ছেঁড়া – হঠাৎ সৌভাগ্যের উদয় হওয়া
৯০৯. শিকেয় তোলা / ওঠা – স্থগিত
৯১০. শিঙে ফোঁকা – খুনাখুনি করা
৯১১. শিব গড়তে বাঁদর গড়া – ভালো করতে মন্দ হওয়া
৯১২. **শিবরাত্রির সলতে:** একমাত্র সন্তান বা বংশধর।
শিবরাত্রি হচ্ছে হিন্দু শৈব সম্প্রদায়ের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। অন্ধকার আর অজ্ঞতা দূর করার জন্য শিবরাত্রিতে ব্রত পালিত হয়। এই ব্রতে রাত জেগে থাকতে হয়। আর রাতে আলোর জন্য মাটির তৈরি প্রদীপে পাতলা কাপড়ের ফালি পাকিয়ে প্রদীপের সরু সলতে তৈরি করে তা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সারা রাত ধরে শিবরাত্রির ব্রত ও রাত্রি জাগরণের ক্ষেত্রে এই প্রদীপ অপরিহার্য এবং তা জ্বালিয়ে রাখতে হয় শেষাবধি। অর্থাৎ এই রাতে আলোর জন্য একমাত্র এই মাটির প্রদীপের সলতেই ব্যবহার করা হয়। একারণে একমাত্র সন্তান বা বংশধরকে শিবরাত্রির সলতের সাথে তুলনা করা হয়।
৯১৩. শিরে সংক্রান্তি – আসন্ন বিপদ
৯১৪. শিয়রে শয়ন – মৃত্যু আসন্ন / সামনেই বিরাট বিপদ
৯১৫. শিয়ালের যুক্তি – অসম্ভব যুক্তি / ব্যর্থ জল্পনা কল্পনা
৯১৬. শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া – আলস্যে সময় নষ্ট করা
৯১৭. শুয়োরের গোঁ – ভয়ানক
৯১৮. শূন্যে সৌধ নির্মাণ – অলীক কল্পনা
৯১৯. শেষ রক্ষা – শুভ সমাপ্তি
৯২০. **শ্বেতহস্তী পোষা:** অনর্থক ব্যয়।
শ্বেতহস্তী শব্দের সাধারণ অর্থ সাদা হাতি। মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এসব দেশে সাদা হাতিকে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব হাতিকে কোনো পরিশ্রম করানো হয় না। মনে করা হয়, সাদা হাতি রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখে। রাজার ন্যায়বিচার ও ক্ষমতার চিহ্নও এগুলো। তাই বিপুল অর্থ ব্যয় করে সাদা হাতি প্রতিপালন করা হয়। একারণে কোনো কাজে যদি অনেক খরচ হয়, অথচ কোনো অর্থকরী লাভ না হয়, তখন তাকে শ্বেতহস্তী পোষার সঙ্গে তুলনা করা হয়।
৯২১. শ্যাম রাখি না কুল রাখি – উভয় সংকট

◆◆ সমস্যা? সমাধানের জন্য জয়েন করুন Fb Group-এ → Shawon's Bangla ◆◆

ষ

৯২২. ষত্ব ণত্ব জ্ঞান – কাণ্ডজ্ঞান

৯২৩. ষাটের কোলে – অধিক বয়স

৯২৪. ষাঁড়ের গো – প্রচণ্ড জেদি

৯২৫. ষাঁড়ের গোবর – অযোগ্য বা অপদার্থ লোক

৯২৬. **ষোলোকলা:** সম্পূর্ণ, পুরোপুরি।

অমাবস্যার পর চাঁদ একটু একটু করে বাড়তে থাকে। প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করত, চাঁদের আকার পরিবর্তন করেন ষোলো জন দেবী। এঁরা থাকেন সূর্যে। প্রতিরাতে একজন করে চাঁদে আসতে থাকেন। ফলে চাঁদের আকারও বাড়তে থাকে। চাঁদের একেকটি আকারকে বলা হয় কলা। যেদিন ষোলোজন দেবীর সবাই চাঁদে এসে পৌঁছান, সেদিন পূর্ণিমা হয়। আর চাঁদের ষোলোকলাও পূর্ণ হয়। একারণে সম্পূর্ণ বা পুরোপুরি বোঝাতে ষোলোকলা বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

স

৯২৭. **সপ্তমে চড়া:** প্রচণ্ড উত্তেজনা / রাগে গলা চড়িয়ে চিৎকার করা।

সংগীতের সপ্তম স্বরগ্রামের সর্বোচ্চ সুর 'নি' (সা রে গা মা পা ধা নি)। সপ্তমে চড়া এর বাচ্যার্থ সপ্তম সুরে ওঠা। তাই কেউ উচ্চস্বরে চিৎকার করলে সেই অবস্থাকে বলা হয় সপ্তমে চড়া।

৯২৮. **সপ্তকাণ্ড রামায়ণ:** মস্ত বড়ো, বিস্তৃত বিষয়।

রামায়ণের ১ম রচয়িতা বাল্মিকী। ১৪শ শতকে বাল্মীকির 'রামায়ণ'কে অসমীয়া ভাষায় 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নামে প্রথম অনুবাদ করেন মাধব কন্দলী। অনূদিত এই গ্রন্থটি মোট ৭টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং আকারে বড়ো ও আলোচনায় বিস্তৃত ছিল। তাই বিস্তৃত বিষয়কে বোঝাতে পৌরাণিক এই অনুষঙ্গটি ব্যবহৃত হয়।

৯২৯. সব শেয়ালের এক রায় – ঐক্যমত

৯৩০. সবুরে মেওয়া – ধৈর্যের সুফল

৯৩১. সবে ধন নীলমণি একমাত্র অবলম্বন

৯৩২. সরফরাজি করা – প্রভাব খাটানো / অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি

৯৩৩. সরষে ফুল দেখা – অন্ধকার দেখা

৯৩৪. স-সে-মি-রা অবস্থা – কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থা

৯৩৫. স্বখাত সলিলে – নিজ কাজের ফল ভোগ

৯৩৬. স্বর্গের সিঁড়ি – শ্রেষ্ঠ সুখ লাভের উপায়

৯৩৭. সাত কাহন – প্রচুর পরিমাণ

৯৩৮. সাত খুন মাফ – অত্যধিক প্রশ্রয়

৯৩৯. সাত ঘাটের কানাকড়ি অকিঞ্চিতকর সংগ্রহ

৯৪০. সাত ঘাটের জল খাওয়া – নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো

৯৪১. সাত পাঁচ ভাবা – বিবিধ বা নানারকম চিন্তা

৯৪২. সাত রাজার ধন – অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস

৯৪৩. সাত সতেরো – নানা রকমের / বিচিত্র প্রকারের

৯৪৪. সাপে নেউলে – ভীষণ শত্রুতা

৯৪৫. সাপের ছুঁচো গেলা – অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে কাজ করা

৯৪৬. **সাপের পাঁচ পা দেখা:** অহংকারী হওয়া।

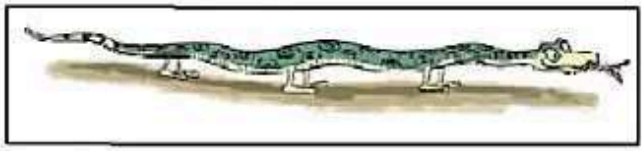

আমাদের চারপাশে যে সকল প্রাণী আমরা সচরাচর দেখতে পাই তার বেশিরভাগই চারপেয়ে জন্তু। পাঁচপেয়ে জন্তু সাধারণত হয় না। এখন কেউ যদি কোনো প্রাণীর চার পা থাকা সত্ত্বেও পাঁচ পা আছে বলে বর্ণনা করে তার মানে, সে যা আছে তার চেয়ে বেশি দেখাচ্ছে অর্থাৎ অহংকার করছে। তার ওপর সাপের তো কোনো পা-ই নেই। যেখানে বাস্তবে সাপের কোনো পা-ই নেই, সেখানে সাপের পাঁচ পা দেখা মানে অত্যধিক অহংকার দেখানো।

৯৪৭. **সাক্ষী গোপাল:** নিষ্ক্রিয় দর্শক।

এই বাগধারাটি এসেছে প্রাচীন লোকগাঁথা থেকে।

অনেক অনেক কাল আগে, পুরীতে তীর্থ করতে যেয়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেসময় এক তরুণ তার সেবা করে তাকে সুস্থ করে তোলে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্রাহ্মণ নিজের মেয়ের সাথে ওই তরুণের বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু তীর্থ শেষে ব্রাহ্মণ নিজের দেশে ফিরে গিয়ে ভুলে গেলেন সে কথা। এদিকে তরুণ ব্রাহ্মণকে যেয়ে তার প্রতিজ্ঞার কথা বলতেই ব্রাহ্মণ বেঁকে বসলেন; দাবি জানালেন প্রতিজ্ঞার সাক্ষী হাজির করার।

তরুণ গেল শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তাকে অনুনয় জানাল সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। তরুণের অনুনয় বিনয় শুনে তিনি রাজী হলেন সাক্ষ্য দিতে। তবে একটা শর্ত বেঁধে দিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিতে তরুণের পেছন পেছন ব্রাহ্মণের গ্রামে যাবেন। তবে যাত্রাপথে তরুণ পেছন ফিরে তাকালেই তিনি থেমে যাবেন। আর সাক্ষ্য দিতে যাবেন না। ভয়ে ভয়ে তরুণ যাত্রা করল। যাত্রাপথে কৃষ্ণের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল। তিনি পায়ের শব্দ লুকিয়ে ফেললেন। এতে তরুণ ভয় পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল। আর কৃষ্ণ সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। সেই থেকে যারা কোনো সমস্যা দেখেও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে, তাদের বলা হয় 'সাক্ষী গোপাল'।

৯৪৮. সাফাই গাওয়া দোষ এড়ানোর চেষ্টা

৯৪৯. সাবধানের মার নেই – সতর্কতায় বিপদ নেই

৯৫০. সুখের পায়রা সুসময়ের বন্ধু

৯৫১. সের দরে – নামমাত্র মূল্যে / সস্তায়

৯৫২. সেয়ানে সেয়ানে – চালাকে চালাকে

৯৫৩. সোনায় সোহাগা – উপযুক্ত মিলন

৯৫৪. সোনার কাঠি রুপোর কাঠি বাঁচামরার উপায়

৯৫৫. সোনার চাঁদ – অতি আদরের

৯৫৬. **সোনার পাথরবাটি:** অলীক বস্তু / অবিশ্বাস্য।

এই বাগধারাটি অনেকটা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো। পাকা আমের রস রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হয় আমসত্ত্ব। কাঁঠাল দিয়ে তো আর আমসত্ত্ব তৈরি করা সম্ভব নয়। একইভাবে 'পাথরবাটি' কথাটির অর্থ পাথরের তৈরি বাটি। পাথরবাটি তো আর সোনা দিয়ে তৈরি হয় না। আবার সোনা দিয়ে বাটি তৈরি করা হলে তা হবে সোনার বাটি। সোনার বাটি তৈরিতে আবার পাথরের কোনো কাজ নেই। মোট কথা, সোনার পাথরবাটি বলতে কিছু নেই। তাই অলীক বস্তু বোঝাতে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

হ

৯৫৭. হচ্ছে হবে – দীর্ঘসূত্রিতা

৯৫৮. হদিস পাওয়া – সঠিক সংবাদ পাওয়া

৯৫৯. হরিলুট – অপচয়

৯৬০. **হরিঘোষের গোয়াল:** নিষ্কর্মা লোকদের আড্ডাখানা।

কলকাতা শহরের শোভাবাজার এলাকায় হরি ঘোষ নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করতেন। তার ছিল বিশাল এক অতিথিশালা যেখানে তিনি সবাইকে আশ্রয় দিতেন। ফলে ক্রমেই সেটা অলস আর কুঁড়ে লোকের আস্তানায় পরিণত হয়। সে থেকেই অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ বোঝাতে 'হরি ঘোষের গোয়াল' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

৯৬১. **হরিহর আত্মা:** অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে 'হরি' শব্দের অর্থ বিষ্ণু যিনি পালনকর্তা হিসেবে সমাদৃত। আর 'হর' শব্দের অর্থ 'শিব' যিনি সমাদৃত বিনাশকর্তা হিসেবে। হরি ও হর উভয়ের আচরণ বিপরীতধর্মী হলেও তাদের মধ্যে অনেক হৃদ্যতা ছিল। মহাদেব শিব অনার্যদের দেবতা; বিষ্ণুভক্তেরা তাঁকে অবহেলা করলেও মাঝে মাঝে তাঁর শক্তি ও তেজের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে অনেক আর্য দেবতাকেই শিবের শরণাপন্ন হতে দেখা গিয়েছে। সৃষ্টি ও বিনাশকে যেমন আলাদা করা সম্ভব নয় তেমনি দুই অভিন্ন হৃদয়ের মানুষ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হলে তাদের হরিহর আত্মা বলা হয়।

৯৬২. হস্তীমূর্খ – ভীষণ বোকা

৯৬৩. **হ-য-ব-র-ল:** বিশৃঙ্খলা, গোঁজামিল।

বাংলা বর্ণগুলো নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। শিশুদের যখন বর্ণপরিচয় শুরু হয়, তখন বর্ণগুলো মুখস্থ বা চিনতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বর্ণগুলো এলোমেলো করে উপস্থাপন করা হয় শিশুর সামনে। বর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষার জন্য বর্ণের এই যে বিশৃঙ্খলা তা থেকেই এই বাগধারার উৎপত্তি।

৯৬৪. **হলুদের গুঁড়া:** সমস্ত ব্যাপারে যে উপস্থিত।

মসলা জাতীয় ফসলের তালিকায় শীর্ষ ব্যবহারযোগ্য ফসলের মধ্যে হলুদ অন্যতম। কাঁচা হলুদের থেকে শুরু করে গুঁড়া হলুদের ব্যবহার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। প্রতিদিনকার খাবার থেকে শুরু করে অনিয়মিত খাবার তৈরির উপাদানেও হলুদের অস্তিত্ব বিরাজমান। তাই সমস্ত ব্যাপারে উপস্থিত বোঝাতে এ বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

৯৬৫. হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান – কাণ্ডজ্ঞান / সাধারণ জ্ঞান

৯৬৬. হা ঘরে – গৃহহীন

৯৬৭. হাঁটুর বয়স – নিতান্ত শিশু / খুব কম বয়স

৯৬৮. হাটে হাঁড়ি ভাঙা – গোপন কথা প্রকাশ করা

৯৬৯. হাত আসা – অভ্যস্ত হওয়া

৯৭০. হাত কামড়ানো – আফসোস করা

৯৭১. হাত জুড়ানো – স্বস্তি লাভ করা

৯৭২. হাত জোড়া থাকা – কর্মব্যস্ত থাকা

৯৭৩. **হাত টান:** চুরির অভ্যাস।

হাত দিয়ে টান দিয়ে অন্যের পকেট থেকে টাকা বের করা চোরের কাজ। তাই 'হাত টান' দিয়ে চুরির অভ্যাসকে বোঝানো হয়।

৯৭৪. হাত দিয়ে হাতি ঠেলা – অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা

৯৭৫. হাত ধুয়ে বসা – সাধু সাজা

৯৭৬. হাত পাকানো – দক্ষতা

৯৭৭. হাত পাতা – ভিক্ষা করা

৯৭৮. **হাত ভারী:** কৃপণ।

কাউকে কোনো কিছু দান করতে হলে হাত উঠিয়ে দান করতে হয়। কিন্তু হাত যদি ভারী হয় তাহলে হাত সহজে ওঠে না, নিচু থাকে যেন দান করতে না হয়। তাই কৃপণ স্বভাব বোঝাতে 'হাত ভারী' বাগধারাটির ব্যবহার করা হয়।

৯৭৯. হাতে কলমে – প্রকৃতই কাজ করে

৯৮০. হাতে জল না গলা – অতিশয় কৃপণ

৯৮১. **হাতের পাঁচ:** একমাত্র অবলম্বন, শেষ সম্বল।

তাস খেলা থেকে উৎপত্তি হয়েছে 'হাতের পাঁচ' বাগধারাটির। একসময় জমিদারেরা স্ত্রীদের সঙ্গে তাসের বিত্তি খেলতেন। সাত ফোঁটা থেকে শুরু করে বড়ো তাসগুলো নিয়ে বিত্তি খেলা হয়। একই ক্রমের পরপর তিনটি তাস দেখাতে পারলে বিত্তি হয়। তখন প্রতি-পক্ষকে ৬৭ ফোঁটা দেখাতে হয়। বিত্তি খেলায় যে শেষের পিঠ পায়, তার পাওনা হয় পাঁচ ফোঁটা। এই কারণে শেষ সম্বল বলতে হাতের পাঁচ বোঝানো হয়। কারণ এর পরে আর কোনো উপায় থাকে না।

৯৮২. হাতে খড়ি – শিক্ষা সূচনা

৯৮৩. হাতে দূর্বা গজানো – আলসেমির লক্ষণ

৯৮৪. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা – হেলায় সুযোগ নষ্ট করা

৯৮৫. **হাতির গলায় ঘণ্টা:** বয়স্ক বরের বালিকা বধূ।

প্রাণিজগতে হাতি অনেক বিশাকার প্রাণী। আর হাতির গলায় ঘণ্টা দ্বারা হাতির শরীরের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র সংযোগ বোঝায়। একইভাবে অনেক বেশি বয়সের বরের সাথে অনেক কম বয়সের কনের বিয়ে হলে সেটাও বৃহতের সাথে ক্ষুদ্রের সংযোগ বোঝায়।

৯৮৬. হাতির পাঁচ পা দেখা – দুঃসাহসী হওয়া

৯৮৭. হাতুড়ে বদ্যি – আনাড়ি চিকিৎসক

৯৮৮. হাল ছাড়া – নিরাশ হওয়া

৯৮৯. হালে পানি পাওয়া – সুবিধা করা

৯৯০. হাড় হদ্দ – নাড়ি নক্ষত্র / সব তথ্য

৯৯১. হাড় হাভাতে – মন্দভাগ্য / হতভাগ্য

৯৯২. হাড় জুড়ানো / হাড়ে বাতাস লাগা – সস্তি বা শান্তি পাওয়া

৯৯৩. হাড়ে দূর্বা গজানো – অত্যন্ত অলস হওয়া

৯৯৪. হাড়ে হাড়ে চেনা – মর্মান্তিকভাবে পরিচয় জানা

৯৯৫. হাড়ির হাল – মলিন / দুর্দশার একশেষ

৯৯৬. হাপিত্যেশ – ব্যাকুল কামনা

৯৯৭. হামবড়া ভাব – অহংকারী

৯৯৮. হীরার টুকরা – অতি উত্তম চরিত্রের

৯৯৯. হীরার ধার – অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি

১০০০. হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা – সমাজচ্যুত করা

১০০১. হেস্তনেস্ত করা – মীমাংসা করা

১০০২. হোমরা চোমরা – গণ্যমান্য ব্যক্তি